আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

পঞ্চম খণ্ড

আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত)

পঞ্চম খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

- ড. আহমদ আবূ মুলহিম
- ড. আলী নজীব আতাবী
- প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়িদ
- প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
- প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ষষ্ঠ খণ্ড) [পৃষ্ঠা ঃ ৫৮৪]
মূল ঃ আবুল-ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)
অনুবাদ ঃ হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৮০
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২২৯৪
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-0932-7

প্রকাশকাল
অক্টোবর ঃ ২০০৪
কার্তিক ঃ ১৪১১
রমযান ঃ ১৪২৫

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পোজসহ মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৮৭/১, নয়া পল্টন, ঢাকা- ১০০০

মূল্য ঃ ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (5th Volum) Islamic History First to Last : Written by Abul Fida Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic, Translated by Hafiz Maulana Muhammad Ismail into bangla & Published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka-1207. October 2004

Website : w.w.w. islamicfoundation.bd.org

E-mail : info@ islamicfoundation.bd.org

Price : TK 250.00; US Dollar : 10.00

সূচীপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর, নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বৃহৎ গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই বৃহৎ মূল গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূ-মণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলামপূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর, নশ্‌র, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ, আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্‌ন কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাস্‌উদী ও ইব্‌ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের ৫ম খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলা বিশাল সৃষ্টি জগৎসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি ৫ম খণ্ডের অনুবাদ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত'। এ খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন হাফিজ মাওলানা ইসমাঈল, সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী এবং প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব নাসির হেলাল। গ্রন্থটির অনুবাদ, সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির ৫ম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা গ্রন্থটির নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি তবুও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইলো।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক,
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

হিজরী নবম সাল

রজব মাস ঃ তাবুক অভিযান

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ
خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا
بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ
ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ —

"হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের ধারে কাছে না আসে। আর তোমরা যদি দারিদ্র্যের আশংকা করো, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করত পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যাদের (আসমানী) কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না, আর পরকালেও না, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম সাব্যস্ত করে না, এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা নতি স্বীকার করে নিজেদের হাতে জিয্য়া দেয় (৯ ঃ ২৭-২৮)।"

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা, যাহ্হাক (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক যখন হজ্জ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হওয়া থেকে মুশরিকদের বারণ করার নির্দেশ দিলেন তখন কুরায়শরা সংকিত হয়ে বলল, ব্যবসা কেন্দ্রসমূহ এবং হজ্জ মওসুমের বিপণন সুবিধাদি আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং এসব ক্ষেত্র থেকে আমরা যা উপার্জন করতাম, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ সব সুবিধাদির বিনিময়ে আহলে কিতাবদের সাথে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ অথবা নতি স্বীকার করে জিয্য়া প্রদানে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

আমি বলি, এ নির্দেশের প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ (সা) রোমকদের সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তারাই ছিল তার নিকটতম প্রতিবেশী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কাছাকাছি থাকার কারণে ন্যায় ও হকের দাওয়াত লাভের অধিকতর হকদার। কেননা, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَّاعْلَمُوْا اَنَّ
الْمُتَّقِيْنَ —

"হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন" (৯ ঃ ১২৩)।

তাবূক যুদ্ধের বছরে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) রোমকদের সাথে যুদ্ধাভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল এবং মুসলমানদের তখন অনটন চলছিল তাই তিনি বিষয়টি মুসলিম জনতার কাছে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যন্ত এলাকার আরব গোত্রগুলিকে তাঁর সহগামী হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। ফলে প্রায় ত্রিশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী তাঁর সাথে যোগ দিল–যেমনটি শীঘ্রই বর্ণিত হবে। কিন্তু কিছু লোক তাঁর এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিল না। বিনা ওযরে পিছিয়ে থাকা এ মুনাফিক ও শিথিলতা প্রদর্শনকারী মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ পাক ভর্ৎসনা করলেন। তাদের এরূপ আচরণের নিন্দা করে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করলেন এবং তাদের চরম লাঞ্ছনার হুশিয়ারী দিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন। জন-সাধারণ্যে যার তিলাওয়াত হতে থাকল। তাদের বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে সূরা তাওবায় –যার বিশদ বিবরণ আমি তাফসীর গ্রন্থে পেশ করেছি। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের সর্বাবস্থায় যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। যেমন ইরশাদ করেছেন–

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ .... اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

"অভিযানে বেরিয়ে পড়, হালকা অবস্থায় কিংবা ভারী অবস্থায় এবং তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ সাধনায় রত থাকো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা অবশ্যই আপনার অনুসরণ করত। কিন্তু যাত্রা পথ তাদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হল। তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলল, 'পারলে আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে বের হতাম।' ওরা নিজেদের ধ্বংস করছে। আর ওরা যে মিথ্যাবাদী তা তো আল্লাহ্ জানেনই" (৯ ঃ ৪১-৪২)। এর পরবর্তী আয়াতসমূহও এ বিষয় সংশ্লিষ্ট। এ সূরারই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ —

'মুমিনরা যেন সকলে এক সংগে যুদ্ধাভযানে বের না হয়। তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বেরিয়ে পড়ে না কেন ? যাতে করে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং তাদের স্বজাতিকে সতর্ক করতে পারে–যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়' (৯ ঃ ১২২)।

কোন কোন মনীষীর মতে এ শেষোক্ত আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিধান রহিত করেছে। আর কারো কারো মতে তেমনটি নয়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) নবম হিজরীর জিলহজ্জ থেকে রজব মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করার পর রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। প্রাথমিক

যুগের আলিমগণের মধ্যে যুহরী, ইয়াযীদ, ইব্ন রূমান, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর, 'আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা (র) প্রমুখ তাবুক অভিযান সম্পর্কে তাঁদের প্রাপ্ত তথ্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনা অন্যের বর্ণনার সম্পূরক। তাঁদের বক্তব্য এরূপ দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণের রোম অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তখন জনজীবনে ছিল অভাব-অনটন, প্রচণ্ড গরম ও দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ।

অপরদিকে নতুন ফসল পেকে আসছিল। ফলে লোকেরা তাদের পাকা ফল ও ফসল এবং বাড়ী-ঘরের ছায়াতলে থাকাকেই বেশী প্রিয় মনে করছিল এবং চরম সংকটে ঘেরা এ সময়টাতে অভিযানে যেতে অনীহাগ্রস্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ইতোপূর্বের যে কোন যুদ্ধ যাত্রায় উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন ইংগিত দিতেন, কিন্তু তাবুক অভিযান ছিল এর ব্যতিক্রম। এ অভিযানে পথের দুর্গমতা ও দূরত্ব, সময়ের নাযুকতা ও উদ্দিষ্ট শত্রুর প্রবল সংখ্যাধিক্যের কথা বিবেচনা করে তিনি ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে বলে দিলেন। যাতে করে লোকেরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তাই তিনি তাদেরকে জিহাদ যাত্রার নির্দেশ দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, এবারে তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে রোমকরা।

এ অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে তিনি একদিন বনূ সালামার অন্যতম ব্যক্তি জুদ ইব্ন কায়সাকে বললেন, "ওহে জুদ! এ বছর বনূ আসফার তথা গৌরবর্ণের রোমকদের সাথে লড়াই করার ইচ্ছা কি তোমার আছে?" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দয়া করে আমাকে ঝামেলায় না ফেলে মদীনায় রয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি? দোহাই আল্লাহ্র! আমার স্বগোত্রীয়রা ভাল করেই জানে যে, আমার চাইতে অধিক নারী লিপ্সু আর কোন পুরুষ নেই; তাই আমার আশংকা হয় যে, রোমীয় রাংগা রমণীদের দেখলে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারব না। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, তোমাকে অব্যাহতি দিলাম।" এ জুদ সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন—

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ—

"এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, 'আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। শুনে রেখো, ওরা ফিতনায় পড়ে রয়েছেই। আর জাহান্নাম তো কাফিরদের বেষ্টন করেই আছে" (৯ : ৪৯)।

আর মুনাফিকদের একদল পরস্পরকে বলল, 'এই গরমে অভিযানে বের হয়ো না।' এ উক্তির উৎস ছিল জিহাদে অনীহা, ইসলামের সত্যতায় সন্দেহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপারে গুজব ছড়াবার স্পৃহা। আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেন,

وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ— فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ—

"এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' বলুন, জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ড উত্তাপময়, যদি তারা বুঝত। অতএব তারা অল্প হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ" (৯ : ৮১-৮২)।

ইব্ন হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিছা (র) তাঁর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, একদল মুনাফিক জাসূম মহল্লায় অবস্থিত সুওয়ায়লিম ইয়াহূদীর বাড়িতে সমবেত হয়ে তাবুক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহগামী হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য লোকদের নিরুৎসাহিত করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দল সেখানে পাঠালেন এবং তাদেরকে সুওয়ায়ালিমের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তালহা (রা) এ হুকুম পালন করলেন। এ সময় যাহ্হাক ইব্ন খলীফা ঘরের পিছন দিয়ে টপকাতে গিয়ে তার পা ভেঙ্গে গেল। তার অন্যান্য সংগী-সাথীরা হুড়মুড় করে পালিয়ে বাঁচল। এ প্রসংগে যাহ্হাক রচিত কবিতায় রয়েছে–

(কবিতা ঃ) আল্লাহ্র ঘরের কসম! মুহাম্মদের (লোকদের) লাগানো আগুন যাহ্হাক ও ইব্ন উবায়রিককে ঘিরে ধরে ঝলসে ফেলছিল প্রায়; তা জ্বলতে লাগল আর সুওয়ায়লিমের কুঁড়ে ঘরটি বেষ্টন করে ফেলল। আমি তখন আমার ভাঙ্গা পা আর কনুইয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম।

তোমাদের বিদায়ী সালাম! এমন কাজ কস্মিনকালেও আর করতে যাচ্ছি না। আতংকে মরবার উপক্রম হয়েছে। আগুন যাকে জাপটে ধরে, সে তো পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবেই।"

ইব্ন ইসহাক বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সফরের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিলেন এবং লোকদের পূর্ণোদ্যমে দ্রুততর প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। সম্পদশালীদের আল্লাহ্র রাহে বাহন প্রদান ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেন। বিত্তবান লোকেরা ছাওয়াবের নিয়তে বাহনের ব্যবস্থা করে দিলেন। উছমান ইব্ন 'আফফান (রা) এত বিশাল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করলেন যে, অন্য কেউ তাঁর মত করতে পারেননি। এ বিষয়ে ইব্ন হিশাম বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, উছমান (রা) সংকটকালীন বাহিনী তথা তাবূক অভিযানের বাহিনীর জন্য এক হাজার দীনার ব্যয় করেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দু'আয় বললেন, "ইয়া আল্লাহ্! আপনি উছমানের প্রতি সন্তুষ্ট হোন! কেননা, আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।"

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হারূন ইব্ন মা'রূফ (র) আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুছছা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সংকটকালীন বাহিনীর প্রস্তুতিপর্ব সম্পাদন করছিলেন, তখন উছমান ইব্ন আফফান (রা) তাঁর কাপড়ে বেধে এক হাজার দীনার নিয়ে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সেগুলি তাঁর কোলে ঢেলে দিলেন। নবী করীম (সা) সেগুলি তাঁর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন আর বলছিলেন, "আজকের পরে ইবনুল 'আফফান যে কোন আমল করুক না কেন, তা তাঁর কোন ক্ষতি করবে না"। তিরমিযী এ হাদীসখানা উদ্ধৃত করে বর্ণনাটি হাসান গারীব বলে মন্তব্য করেছেন (একক সূত্র)।

আব্দুল্লাহ ইব্ন আহ্মদ (র) তাঁর পিতার সনদে....আব্দুর রহমান ইব্ন হুবাব আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) সংকটকালীন বাহিনীর ব্যাপারে উৎসাহ ব্যঞ্জক খুতবা দিলেন। তখন উছমান (রা) বললেন, গদী ও হাওদাসহ একশ' উটের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) মিম্বরের এক ধাপ নীচে নেমে

আবার উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিলেন। তখন উছমান (রা) বললেন, গদী ও হাওদাসহ আরো একশ' উটের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এভাবে তাঁর হাত দোলাতে দেখলাম– (সূত্রের মধ্যবর্তী অন্যতম বর্ণনাকারী) আব্দুস সামাদ এ বর্ণনা দেওয়ার সময় বিস্ময়াবিভূত ও মুগ্ধ ব্যক্তির ভঙ্গিমায় তার হাত দোলালেন। নবী করীম (সা) বললেন, 'এর পরে যে কোন আমলই করুক না কেন, উছমানের উপরে কিছু বর্তাবে না।'

তিরমিযী (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার (র)....উছমান পরিবারের আযাদকৃত গোলাম আবূ মুহাম্মদ সাকান ইবনুল মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করে মন্তব্য করেছেন– বর্ণনাটি গরীব পর্যায়ের।

বায়হাকী (র) এ রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাতে তিনি তিনবার ভাষণ দেওয়া এবং গদী ও হাওদাসহ তিনশ' উটের দায়িত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিম্বরের উপরে একথা বলতে শুনেছি যে, 'এরপরে কিংবা (বর্ণনা সন্দেহে, তিনি বলেছেন–) এ দিনের পরে (কোনও আমল) উছমানের ক্ষতি করবে না।'

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আবূ আওয়ানা (রা)....আল-আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (বিদ্রোহী উছমান ঘাতকদের মদীনা অবরোধকালে) আমি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াককাস, আলী, যুবায়র ও তালহা (রা)-কে সম্বোধন করে উছমান (রা)-কে বলতে শুনেছি–আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে তোমাদের বলছি, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, "সংকটকালীন (তাবুক) বাহিনীকে যে সমরোপকরণ সরবরাহ করবে, আল্লাহ্ তার মাগফিরাত করবেন।" তখন আমি যুদ্ধোপকরণ দিয়ে তাদের সাজিয়ে দিলাম। এমনকি তারা প্রয়োজনীয় (নগণ্য) লাগাম-রশিরও অভাব বোধ করছিল না। এ কথা কি সত্য নয় ? তারা বললেন, হাঁ, আল্লাহ্ সাক্ষী।

নাসায়ী (র) এ হাদীসখানি উল্লেখিত সনদে হুসায়ন (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

ওযরের কারণে পিছিয়ে থাকা ক্রন্দনকারী ও অন্যান্যদের প্রসংগ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟
ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
.... مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এ মর্মে যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী হয়ে জিহাদ কর। তখন তাদের মধ্যকার যাদের শক্তি সামর্থ রয়েছে, তারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদের রেহাই দিন, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সংগে থাকব। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে অবস্থান করা পসন্দ করেছে এবং তাদের অন্তর মোহর করা হয়েছে; ফলে তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সংগে ঈমান এনেছিল, তারা তাদের জানমাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে; ওদের জন্যই রয়েছে

কল্যাণ এবং ওরাই সফলকাম। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্ন দেশে নদী বয়ে চলে, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই মহা সাফল্য। মরুবাসীদের মধ্যে কিছু অজুহাত পেশ করতে আসলো লোকেরা যাতে করে অব্যাহতি পেতে পারে এবং যারা আল্লাহ্কে, তাঁর রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে অচিরেই তাদের বেদনাদায়ক শাস্তি হবে। যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ তাদের কোন অপরাধ নেই। যদি তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগী হয়, যারা সৎকর্মশীল তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের হেতু নেই। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান। আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা বাহনের জন্য আসলে তুমি তাদেরকে বলেছিলে, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না।' তারা অশ্রু ভরা চোখে ফিরে গেল এ দুঃখে যে, ব্যয় করার মত সামর্থ তাদের নেই। অভিযোগের হেতু তো রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়েছে। তারা অন্ত পুরবাসিনীদের সংগে থাকা পসন্দ করেছিল। আল্লাহ্ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছিল, ফলে তারা বুঝতে পারে না" (৯ ঃ ৮৬-৯৩)।

আল্লাহ্র শোকর যে, তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় আমি যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এখানে উদ্দিষ্ট হচ্ছে, অশ্রুসিক্তদের কথা আলোচনা করা, যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এ বাসনা নিয়ে হাযির হয়েছিল যে, তিনি তাদেরকে বাহন দিবেন, যাতে করে তারা এ যুদ্ধে তাঁর সহযোগী হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর কাছে আরোহণ যোগ্য বাহন না পেয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতে এবং কিছু ব্যয় করতে না পারার আক্ষেপে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়েছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আনসারী ও অন্যদের সহ এদের সংখ্যা ছিল সাত ঃ (১) আমর ইব্ন আওফ গোত্রের সালিম ইব্ন উমায়র; (২) বনূ হারিছার উলবা ইব্ন যায়দ; (৩) বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জারের আবূ লায়লা আব্দুর রহমান ইব্ন কা'ব; (৪) বনূ সা'লমার আমর ইব্ন আল হাম্মাম ইবনুল জামূহ; (৫) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুগাফফাল আল-মুযানী –তবে কারো কারো মতে ইনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন হামর[1] আল-মুযানী; (৬) বনূ ওয়াকিফ-এর হারামী ইব্ন আব্দুল আলা ও (৭) ইরবায ইব্ন সারিয়াঃ আল ফাযারী (রা)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌছেছে যে, ইব্ন ইয়ামীন ইব্ন উমায়র ইব্ন কা'ব আন-নাযারী আবূ লায়লা ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফফালের সাথে দেখা করলেন। তখন তারা দুজন কাঁদছিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের কান্নার কারণ কি? তারা বললেন, আমরা বাহন লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের বাহন রূপে দিতে পারেন এমন কিছু তার কাছে পেলাম না। আর আমাদের নিজেদের কাছেও তাঁর অভিযান সহগামী হওয়ার সামর্থ নেই। তখন ইব্ন ইয়ামীন তাঁদের দু'জনকে তাঁর একটি পানিবাহী উট দিলেন, এবং পাথেয় স্বরূপ কিছু খুরমাও দিলেন। তাঁরা পালাক্রমে বাহনে চড়ার নিয়তে উটের পিঠে হাওদা চড়ালেন এবং নবী করীম (সা)-এর সহগামী হলেন।

---

১. সম্ভবতঃ ছাপার ভুলে আমরকে হামর বলা হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক থেকে ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র এ বর্ণনা সংযোজন করেছেন যে, উলবা ইব্‌ন যায়দ রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সুদীর্ঘ রাত পর্যন্ত সালাত আদায়ের পর দু'আ করলেন–'ইয়া আল্লাহ্! আপনিই জিহাদের হুকুম দিয়েছেন এবং তাতে অনুপ্রাণিত করেছেন, অথচ আমাকে এমন কিছু দেননি, যা দিয়ে আমি জিহাদে যেতে পারি। আর আপনার রাসূলের হাতেও এমন কিছু দেন নি, যা তিনি আমাকে বাহন রূপে দিতে পারেন। এখন আমি আমার সম্পদ, সম্মান ও দেহের উপরে আগত প্রতিটি নিপীড়নকে প্রতিটি মুসলিমের জন্য সাদকারূপে পেশ করছি।" পরদিন সকালে তিনি বাহিনীর লোকদের সাথে মিশে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'এ রাতের সাদকা পেশকারী কোথায় ?' কিন্তু কেউ দাঁড়িয়ে সাড়া দিল না। তিনি আবার বললেন, 'সাদকা পেশকারী কোথায় ? দাঁড়িয়ে পড়।' তিনি তখন দাঁড়িয়ে রাতের ব্যাপার তাঁকে অবগত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ কর! যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! তুমি মাকবূল যাকাতদাতা রূপে তালিকাভুক্ত হয়েছ।'

হাফিয বায়হাকী এ ক্ষেত্রে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম বুখারী (র)....আবূ মূসা (রা) সূত্রে আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমার সংগীরা তাদের জন্য বাহনের দরখাস্ত পেশ করার উদ্দেশ্যে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে পাঠাল। এ সংগীরা তখন তাবুক যুদ্ধের সংকটকালীন বাহিনীতে নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিল। আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথীরা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনি আমাদেরকে বাহন দিন। তিনি বললেন, কসম আল্লাহ্‌র! আমি তোমাদের কোন বাহন দিতে পারব না। আমি যখন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, তখন কোন কারণে তিনি রাগান্বিত ছিলেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অস্বীকৃতিতে আমি ব্যথিত মনে ফিরে আসি। আমার এ দুশ্চিন্তাও ছিল যে, তিনি হয়তো আমার উপর রাগ করেছেন। সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জবাব আমি তাদেরকে জানালাম। ইতোমধ্যে মুহূর্ত যেতে না যেতেই বিলাল (রা)-এর ডাক শুনতে পেলাম– আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (আবূ মূসা) কোথায় ? আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডাকে সাড়া দিন। তিনি আপনাকে ডেকেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গেলে তিনি বললেন, 'এ সমান জুটি, আর এ সমান জুটি, আর এ সমান জুটি –ছয়টি সুঠাম উট, যা তিনি তখন মাত্র সা'দ (রা)-এর কাছ থেকে খরিদ করেছিলেন–নিয়ে যাও। এগুলোকে তোমার সংগীদের কাছে নিয়ে গিয়ে বল– আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল এগুলোকে তোমাদের বাহন রূপে দিয়েছেন। আমি বললাম, কিন্তু, আল্লাহ্‌র কসম! যেহেতু বাহন প্রদানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অস্বীকৃতির কথা আমি এইমাত্র তোমাদের জানিয়েছিলাম, অথচ এখনই আবার তিনি আমাদের বাহন দিলেন, তাই, তোমাদের কাউকে সেই লোকদের কাছে না নিয়ে ছাড়ছি না। যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বাপর কথা –তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা এবং প্রথমে তাঁর অস্বীকৃতি ও পরে বাহন দানের কথাবার্তা শুনেছেন। যাতে করে তোমরা আমার প্রতি এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না কর যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেননি এমন কোন কথা আমি তাঁর নামে চালিয়ে দিয়েছি। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি এমনিতেই আমাদের কাছে সত্যবাদী; তবুও

তোমার দাবী আমরা অবশ্যই পূরণ করছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ মূসা (রা) তাদের কয়েকজনকে নিয়ে সেই লোকদের কাছে গেলেন, যারা প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অস্বীকৃতি ও পরে তাঁর বাহনদানের প্রত্যক্ষদর্শী রূপে তাঁর কথাবার্তা শুনেছিলেন। তারা আবূ মূসা (রা)-এর সাথে আগত লোকদের কাছে তাঁর বক্তব্যের অবিকল বক্তব্যই ব্যক্ত করে তাঁর সত্যবাদীতার সাক্ষ্য দিলেন।

বুখারী ও মুসলিম (র) উভয়ে আবূ কুরায়ব (র) সূত্রে আবূ মূসা (রা) থেকে উক্ত হাদীসখানি তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। আবূ মূসা (রা) থেকে গৃহীত তাঁদের আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে–আবূ মূসা (রা) বলেন, আশ'আরী গোত্রের একটি ছোট দল নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসলাম। উদ্দেশ্য, তিনি আমাদের বাহন দিবেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের বাহন দিব না। আর আমার কাছে এমন কিছু নেইও যা তোমাদের বাহনরূপে দিতে পারি। আবূ মূসা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গণীমত লব্ধ উট নিয়ে আসা হল। তখন তিনি আমাদের জন্য উজ্জ্বল সাদা কুঁজবিশিষ্ট ছয়টি উটের হুকুম দিলে আমরা সেগুলি গ্রহণ করলাম। পরে আমরা বলাবলি করলাম যে, আমরা হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর কসমের ব্যাপারে অমনোযোগী করে ফেলেছি। আল্লাহ্‌র কসম! এভাবে আমরা (আমাদের বাহনে) বরকত পাব না। তাই, তাঁকে কসমের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, (আপনি তো বাহন না দেওয়ার কসম করেছিলেন) তিনি বললেন–

ما انا حملتكم ولكن الله حملكم ثم قال- انى والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذى هو خير وتحللتها-

"আমি তো তোমাদের বাহন দেই নি; বরং আল্লাহ্‌ই তোমাদের বাহন দিয়েছেন।" একটু পরেই বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি –ইনশাআল্লাহ্ যখনই কোন কসম করি না কেন, তার বিপরীত কাজটি তার চাইতে উত্তম প্রতিভাত হওয়া মাত্র সে উত্তম কাজটিই আমি সম্পাদন করি এবং কসমের কাফফারা আদায় করে দেই। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, মুসলমানদের একদল লোকের নবী করীম (সা)-এর দরবারে অনুপস্থিতি দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তাবুক অভিযানে তারা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে পশ্চাতেই রয়ে গিয়েছিল। তবে তাদের মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। তাদের মধ্যে ছিলেন বনূ সালিমা গোত্রের কবি কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবূ কা'ব (রা), বনূ আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের মুরারা ইব্‌ন রাবী (রা), বনূ ওয়াকিফ গোত্রের হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা) ও বনূ সালিম ইব্‌ন আওফ গোত্রের আবূ খায়ছামা (রা)। এরা সকলেই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও ইসলামের ব্যাপারে কপটতার অভিযোগমুক্ত।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এঁদের প্রথম তিন জনের ঘটনা একটু পরে বিশদভাবে বিবৃত হচ্ছে এবং এ তিন জনের কথাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন–

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। যে পর্যন্ত না পৃথিবী তার বিস্তৃতি সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই"(৯ ঃ ১১৮)।

আর আবূ খায়ছামা (রা) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মিলিত হওয়ার সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হলেন। শীঘ্রই তার ঘটনার বিবরণ আসছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ইউনুস ইব্ন বুকায়র (রা) ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অভিযান পরিকল্পনার রূপরেখা পরিপূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠলে তিনি সফর শুরু করার সংকল্প করলেন। বৃহস্পতিবার সফর আরম্ভ করে তিনি তাঁর বাহিনীকে 'ছানিয়্যাতুল বিদা'-এর পথে পরিচালিত করলেন। তার সাথে তখন ত্রিশ হাজারেরও অধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনী। বাহ্যতঃ রাসূলের সহযাত্রী, আল্লাহ্‌র দুশমন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই পাহাড়ের পাদদেশে সমতলের পথ ধরে তার দলবল নিয়ে এগিয়ে চলল। কোন কোন ঐতিহাসিকদের ধারণা দুই বাহিনীর মাঝে তার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কম ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) এগিয়ে যেতে লাগলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই মুনাফিকদের এবং দীনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত একটি দলকে নিয়ে পিছনে রয়ে গেল।

ইব্ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযান কালে মুহাম্মদ ইব্ন মাসলমাহ আনসারী (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তবে দারাওয়ারদী (র) উল্লেখ করেছেন যে, তাবুক অভিযান কালে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা বাসীদের জন্য সিবা' ইব্ন উরফাতা (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে তাঁর পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধায়ক রূপে তাদের মাঝে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। এতে মুনাফিকরা আলী (রা)-এর কষ্ট লাঘবে তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বজন-প্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের অপপ্রচার চালাতে লাগল। তাদের অপপ্রচারে অতিষ্ট হয়ে আলী (রা) তাঁর সমরাস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং 'জুরফ' উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থানকালে তার সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে মুনাফিকদের অপপ্রচারের বিষয় অবগত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন–

"ওরা মিথ্যা কথা বলেছে, বরং আমি তো আমার পিছনে রেখে আসা বিষয়ের হেফাজতের দায়িত্বে তোমাকে রেখে এসেছি। অতএব, তুমি ফিরে গিয়ে আমার এবং তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব কর। আলী! মূসা (আ)-এর স্থলে হারূন (আ) যে পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তুমি কি আমার স্থলে সে মর্যাদায় তুষ্ট থাকতে চাও না। তবে কিনা হারূন (আ) নবীও ছিলেন, আর আমার পরে কারো নবী হওয়ার অবকাশ নেই।"

এ কথার পরে আলী (রা) মদীনায় ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)–এর সাথে এগিয়ে চললেন। ইব্ন ইসহাক (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন তালহা ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন রুবানা (র)....সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াককাস (রা) থেকে....আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা) যে উল্লেখিত কথাটি বলেছিলেন তা তিনিও শুনেছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম (র) উভয়ে শু'বা (র) সূত্রে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে এ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বলেছেন, শু'বা (র)....সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াককাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাবুক অভিযান কালে রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে মদীনায় রেখে যেতে চাইলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নারী ও শিশুদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে যাচ্ছেন ? তিনি বললেন–

'তুমি কি আমার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া পসন্দ কর না, যেভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন হারূন (আ) মূসা (আ)-এর সাথে ? তবে কি না, আমার পরে আর কোন নবী নেই।' বুখারী ও মুসলিম (র) ও শু'বা (র) থেকে বিভিন্ন সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। এ ছাড়া বুখারী (র) এ হাদীসটি শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, –যখন তিনি তার কোন যুদ্ধাভিযানে গমনকালে আলী (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন– তখন আলী (রা) বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সাথে পশ্চাতে রেখে যাচ্ছেন ? তিনি ইরশাদ করলেন–

"আলী! তুমি কি আমার তুলনায় তেমন মর্যাদায় হওয়া পসন্দ কর না, যেমন মর্যাদা ছিল মূসা (আ)-এর তুলনায় হারূন (আ)-এর। তবে, আমার পরে আর কোন নবী নেই কিন্তু।"

মুসলিম ও তিরমিযী (র) ও কুতায়বা (র) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আবার মুসলিম ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাস (র)–এঁরা উভয়ে হাতিম ইব্ন ইসমাঈল (র) থেকে বর্ধিত আকারে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন–এ বর্ণনা সূত্রে হদীসখানি 'হাসান-গারীব'–(এককসূত্রে বর্ণিত উত্তম হাদীস)।

আবু খায়সামা (রা) প্রসংগ ঃ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সফর আরম্ভ করার বেশ কিছু দিন পরে এক প্রচণ্ড গরমের দিনে আবূ খায়সামা (রা) তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফিরে আসলেন। তিনি দেখলেন যে, তার দেয়াল ঘেরা বাগান-বাড়িতে তার দু স্ত্রী দুটি তাবুতে প্রতীক্ষারত। তারা প্রত্যেকে আপন আপন তাবুতে পানি ছিটিয়ে স্নিগ্ধ করেছেন এবং স্বামীর জন্য ঠাণ্ডা পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বাড়িতে ঢুকে তারা দরজায় দাঁড়িয়ে, তিনি তাদের উভয়কে দেখলেন এবং তাঁর জন্য তাদের ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে বললেন, ' রাসূলুল্লাহ (সা) মরুর লু' হাওয়ার ঝাপটা ও প্রখর তাপের মাঝে রয়েছেন। আর আবূ খায়সামা স্নিগ্ধ ছায়ায় টাটকা খাবার ও সুন্দরী স্ত্রীর আঁচলে তাঁর বিত্ত বৈভবের মধ্যে অবস্থান করবে–এটা ইনসাফের ব্যাপার হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কারো তাবুতেই প্রবেশ করছি না।

যতক্ষণ না আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সাথে মিলিত হচ্ছি। তোমরা আমার জন্য পাথেয়র ব্যবস্থা করে দাও।' তারা তা করে দিলে আবূ খায়সামা (রা) তাঁর উট নিয়ে এসে তার পিঠে হাওদা বসালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুগমন করে দ্রুত পথ অতিক্রম করে তাঁর তাবুতে উপণীত হওয়ার প্রাক্কালে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। পথে আবূ খায়ছামা (রা)-এর সাথে

সাক্ষাৎ ঘটে গেল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুগমনে সফরকারী আর এক মুসাফির উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব আল জুমাহী (রা)-এর।

ফলে অভিন্ন উদ্দেশ্যের দুই পথচারীর মাঝে বন্ধুত্ব বন্ধন রচিত হল। এক সাথে সফর করে তাবুকের কাছাকাছি পৌঁছলে আবূ খায়সামা (রা) উমায়র (রা)-কে বললেন, আমি তো একটা বড় অপরাধে অপরাধী! তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পৌঁছা পর্যন্ত তুমি আমার একটু পিছনে থাকলে তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না; অথচ আমার একটু লাভ হতে পারে। তেমনই করা হল।

এভাবে আবূ খায়সামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টি সীমায় পৌঁছলে লোকেরা বলে উঠেল, ঐ যে একজন উষ্ট্রারোহী এগিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন–

كن ابا خيثمة আবূ খায়সামা! নাকি ? লোকজন লক্ষ্য করে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম! সে আবূ খায়সামাই। আরো কাছে পৌঁছলে তিনি এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম করলেন। (সালামের জবাব দিয়ে) তিনি বললেন, দুর্ভোগ তোমার হে আবূ খায়সামা! তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর বিষদ বিবরণ অবহিত করলে তিনি উত্তম মন্তব্য করলেন এবং তার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন।

উরওয়া ইবনুয যুবায়র ও মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (র) আবূ খায়সামা (রা)–এর ঘটনা ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ এবং আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাবুক অভিযান কাল ছিল খারীফ (হেমন্ত) মৌসুমে। আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত।

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, আবূ খায়সামা (রা) –যাঁর নাম ছিল মালিক ইব্‌ন কায়স –এ প্রসঙ্গে স্বরচিত কবিতায় বলেছেন–

لما رأيت الناس فى الدين نافقوا اتيت التى كانت اعف واكرما-

"যখন দেখলাম, লোকেরা দীনের ব্যাপারে কপটতার পথ ধরেছে, আমি সেই কাজটি করলাম, যা ছিল অধিকতর পরিশুদ্ধতা ও মহত্ব সম্পন্ন।"

وبايعت باليمنى يدى لمحمد - فلم اكتسب اثما ولم اغش محرما-

"আমার ডান হাত মুহাম্মদ (সা)-এর দু'হাতে রেখে বায়'আত করেছিলাম, তারপর কোন পাপ করিনি, আর কোন হারাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি।"

تركت خضيبا فى العريش وضرمة - صفا ياكراما بشرها قد تحمها-

"ঘরে রেখে এসেছি মেহেদী রাঙা বধূ আর বাগান ভরা কর্তন যোগ্য সুপক্ক টুকটুকে লাল খেজুর কাঁদি; যা অতিশয় উন্নত মানের।"

وكنت اذا شك المنافق اسمحت - الى الدين نفسى شطره حيث يمما-

"আর আমার স্বভাব হল এই যে, যখন মুনাফিকরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে, তখন আমার মন দীনের গতিপথে তার গতি ধাবিত করে, তা যে কোন অভিমুখেই গতিশীল হোক না কেন।"

পশ্চাদবর্তীদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মন্তব্য প্রসংগ

ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে....তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক অভিযানে রওয়ানা হলে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অযুহাতে পেছনে থেকে যেতে লাগল। এদের কারো বিষয় সাহাবীগণ বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক পিছনে রয়ে গিয়েছে। তিনি বলতেন, "ছেড়ে দাও! তার মাঝে কোন কল্যাণ থাকলে অচিরেই আল্লাহ্ তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করবেন; আর অন্য কিছু হলে তো আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদের নিরাপদ করেছেন।" এক সময় বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূযর (রা) পিছনে রয়ে গিয়েছেন, তার উট তাকে দেরী করিয়ে দিয়েছে। তিনি তাঁর সম্বন্ধেও একই কথা বললেন–"ছেড়ে দাও! তাঁর মাঝে কোন কল্যাণ থেকে থাকলে অচিরেই আল্লাহ্ তাঁকে তোমাদের সাথে মিলিত করবেন; আর অন্য রকম হলে তো আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদের নিরাপদ করেছেন।

এ দিকে আবূযর (রা) তার মন্থর গতি উটকে গালাগালি করলেন। কিন্তু তাতেও তার মন্থরতা না কমলে তিনি নিজের আসবাবপত্র কাঁধে তুলে নিলেন এবং পায়ে হেঁটে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুগমনে এগিয়ে চললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন মধ্যবর্তী মনযিলে অবস্থান নিলেন। তখন মুসলিম কাফেলার একজন পর্যবেক্ষক দূরে তাকিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দূরের ঐ লোকটি পায়ে হেঁটে পথ অতিক্রম করছে। আল্লাহ্‌র কসম! সে তো আবূযরই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, كن ابا ذر এ যেন আবূযর হয়। লোকেরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথিককে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! সে তো আবূযরই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন—

يرحم الله اباذر يمشى وحده ويموت وحده يبعث وحده-

"আল্লাহ্ আবূযরকে রহম করুন। সে একাকী চলছে, একাকী মৃতুবরণ করবে আর একাকী পুনরুত্থিত হবে।"

এ প্রসংগে বর্ণনাকারী বলেন, আবূযর (রা) গোটা জীবন সেভাবেই কাটিয়েছিলেন। তিনি এক সময় রাবযায়[১] নির্বাসিত হলেন। তার মৃত্যু সমাগত হলে তিনি স্ত্রী ও গোলামকে বললেন, আমার মৃত্যু হলে তোমরা দু'জন রাতের বেলা আমাকে গোসল দেবে এবং কাফন পরিয়ে আমার লাশ প্রধান সড়কের উপর রেখে দেবে এবং তোমাদের নিকট দিয়ে গমনকারী প্রথম কাফেলাকে বলবে, 'ইনি আবূযর।' যথা সময় তাঁর মৃত্যু হলে স্ত্রী ও গোলাম মৃতের অন্তিম অসিয়ত পালন করলেন। তখন একটি কাফেলা দৃষ্টি গোচর হল। তাঁদের অবগতির পূর্বেই তাঁদের বাহনগুলো পথিমধ্যে রাখা জানাযা মাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, ইব্ন মাসঊদ (রা) কূফাবাসীদের একটি কাফেলা নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি বললেন, কী ব্যাপার ? তাকে বলা হল, এটা আবূযর (রা)-এর লাশ। ইব্ন মাসঊদ (রা) চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) সত্যই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ আবূযরকে

১. রাবাযা (ربذة) মদীনা থেকে কিছু দূরে একটি নির্জন স্থানের নাম।

রহম করুন, সে একাকী পথ চলছে, একাকী মৃত্যুবরণ করবে আর একাকী পুনরুত্থিত হবে। তখন তিনি বাহন থেকে নেমে এসে নিজের দায়িত্বে মৃতের জন্য জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করলেন। এ হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের। তবে ছিহাহ গ্রন্থসমূহে এ রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়নি।

ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, আব্দুর রাযযাক (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উকায়ল (র) আল্লাহ্ পাকের এ কালাম— الذين اتبعوه فى ساعة العسرة "(যারা সংকট কালে তার অনুগমন করেছিল) প্রসংগে আমাদের খবর দিয়েছেন।"

তিনি বলেন, দু'জন দু'জন ও তিন তিন জনে একটি বাহন উট নিয়ে তাঁরা তাবুক অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা বের হয়েছিলেন প্রচণ্ড গরমের সময়। একদিন পিপাসা তাদের কাবু করে ফেললে তাঁরা তাঁদের উটের ভুড়ি নিংড়িয়ে তার পানি পান করার উদ্দেশ্যে সেগুলিকে যবাই করতে লাগলেন। এমনই ছিল পানি সংকট, অর্থ সংকট ও বাহন সংকটের অবস্থা।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহব (র) বলেছেন, আমর ইবনুল হারিস (র)....আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে র্বণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলা হল, সংকটপূর্ণ সময়ের বিষয় আমাদেরকে কিছু শুনান। উমর (রা) বললেন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমরা তাবুক অভিযানে বের হলাম। আমরা মধ্যবর্তী একটি মনযিলে অবস্থান নিলাম। সেখানে তীব্র পিপাসা আমাদের কাবু করে ফেলল। এমনকি আমাদের মনে হতে লাগল যে, পিপাসায় আমাদের ঘাড়ের রগের বাঁধন ছিড়ে যাবে। আমাদের কেউ তাঁর বাহনের খোঁজ খবর নিতে গেলে এমন প্রবল ধারণা না নিয়ে ফিরে আসত না যে, এখনই তাঁর গর্দানের রগ ছিড়ে যাবে। এ দুর্যোগের কারণে কেউ কেউ তাঁর উট যবাই করে তাঁর ভুঁড়ির লেদ নিংড়িয়ে পানি পান করত এবং অবশিষ্ট কিছু থাকলে তা কলিজা বরাবর বুকে মালিশ করে একটু শান্তি খুঁজত। পরিস্থিতির এ ভয়াবহতা দেখে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন–

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দু'আর মাধ্যমে কল্যাণ প্রদানে আল্লাহ্ আপনাকে অভ্যস্ত করেছেন। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তিনি বললেন, তোমারও তাই পসন্দ ? তিনি বললেন, জী হাঁ, বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী করীম (সা) তাঁর দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরলেন এবং আসমানের বারী বর্ষণের উপক্রম না হওয়া পর্যন্ত হাত নামালেন না। তারপর আকাশ মুষলধারে বারি বর্ষণ করল এবং লোকেরা যার কাছে যা ছিল তা পানি ভর্তি করে ফেলল। আমরা এ ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দেখলাম– যে, তা বাহিনীর বেষ্টনী সীমা অতিক্রম করেনি। এ হাদীসের সনদ উত্তম তবে সিহাহ গ্রন্থসমূহের ইমামগণ এ সনদে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেন নি।

আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা (র)-এর গোত্রীয় একদল লোকের উপস্থিতিতে ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনা ঘটেছিল তাবুক বাহিনীর 'হিজর' এলাকায় অবস্থানকালে। সে সময় তাঁরা তাঁদের জনৈক মুনাফিক সাথীকে বলেছিল, রে দুর্ভাগা! এ বারি বর্ষণের ঘটনার পরেও কি তাঁর রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে ? জবাবে লোকটি বলে উঠল, ও তো একখানা চলন্ত

মেঘের কাণ্ড! (এতে রাসূল হওয়ার প্রমাণের কি আছে?) তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটনী হারিয়ে গেলে সাহাবীগণ তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে উপস্থিত উমারা ইব্ন হাযম আল আনসারী (রা)- কে বললেন, এক ব্যক্তি বলেছে, এই মুহাম্মদ তোমাদেরকে তাঁর নবী হওয়ার দাবী করে এবং আসমানের খবর শুনায় অথচ তাঁর নিজের উটনীটি কোথায় তা সে জানে না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন–

"আমি তো আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আমাকে যা জানিয়ে দেন তা ছাড়া কোন কিছুই জানি না। আর আল্লাহ্ অবশ্যই উপত্যকায় তার হদীস আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। একটি গাছ তার লাগামের দড়ির সাথে জড়িয়ে তাকে আটকে রেখেছে।" তখন তারা সেখানে গিয়ে উটনীটি নিয়ে আসলেন। পরে উমারা (রা) জানতে পারলেন যে, এ উক্তি করেছিল যায়দ ইবনুল লুসায়ত। আর উমারা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার পূর্বক্ষণেও উক্ত যায়দ উমারা (রা)-এর তাবুতেই অবস্থান করছিল। তাই উমারা (রা) ফিরে গিয়ে ক্রোধে যায়দের ঘাড় মটকাতে উদ্ধত হলেন। তিনি বললেন–

আমার তাবুতে একটা আস্ত বিভিষীকা অবস্থান করছে আর আমি তার বিন্দুমাত্র খবর রাখি না। আল্লাহ্‌র দুশমন! আমার এখান থেকে বেরিয়ে যা! আর কখনো যেন তোর ছায়া দেখতে না পাই। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ যায়দ পরে তওবা করে খাঁটি ঈমানদার হয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আমৃত্যু সে অকল্যাণের জন্য অভিযুক্ত ছিল।

হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, আমরা ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বাহন হারানোর ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীস রিওয়ায়াত করেছি। তারপর তিনি আ'মাশ (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইমাম আহমাদ (র) সে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবূ মু'আবিয়া.... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে অথবা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে। তিনি বলেন, তাবুক অভিযান কালে তীব্র ক্ষুৎ-পিপাসা লোকদের পর্যুদস্ত করলে তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের অনুমতি দেবেন? তাহলে আমরা আমাদের পানিবাহী উটগুলি যবাই করে খেতে পারি এবং আমাদের গায়ে সেগুলির চর্বি মালিশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন–

তা-ই কর। তখন উমর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন করা হলে তো বাহনের স্বল্পতা দেখা দেবে। তার চাইতে বরং আপনি এখনো পর্যন্ত লোকদের কাছে বিদ্যমান যৎসামান্য পাথেয় নিয়ে এক স্থানে সঞ্চিত করতে বলুন এবং তাতে তাঁদের জন্য বরকতের দু'আ করে দিন। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের আশা, তিনি তাতে বরকত দেবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হাঁ তা-ই ঠিক। তিনি চামড়ার একটি দস্তরখান আনিয়ে তা বিছিয়ে দিলেন। তারপর লোকদের তাঁদের কাছে থাকা অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে আসতে বললেন। লোকেরা যাঁর কাছে যা ছিল তা নিয়ে আসতে লাগল। কেউ এক মুঠো ভুট্টা নিয়ে আসলেন, কেউ আনলেন এক মুঠো খেজুর, আবার কেউ কেউ নিয়ে আসলেন রুটির টুকরো।

এভাবে বিছানো চামড়ার উপরে সামান্য পরিমাণ জমা হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের পাত্রগুলোতে তুলে নিতে থাক। তাঁরা যাঁর যাঁর পাত্র ভরে নিতে থাকলেন। এমনকি বাহিনীর কাছে বিদ্যমান সব

পাত্রই তাঁরা ভরে ফেললেন। এছাড়া তাঁরা যখন তৃপ্তি ভরে খাওয়ার পরও কিছু বেচে রইল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই; এবং আমি অব্যশই আল্লাহ্‌র রসূল– দ্বিধাহীনভাবে যে কেউ এ বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে না।'

ইমাম মুসলিম (র) এ হাদীসখানি আবূ কুরায়ব (র)....আ'মাশ (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) হাদীসখানি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে তিনি 'তাবুক' নামটি উল্লেখ না করে বলেছেন– ''রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন কোন যুদ্ধে এ ঘটনাটি ঘটেছিল।

তাবুক অভিযান কালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজর এলাকায় অবস্থিত ছামূদ জাতির আবাসস্থল অতিক্রম করার কথা

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হিজর অতিক্রমকালে সেখানে অবতরণ করলেন। লোকজন সেখানকার কুয়ো থেকে পানি তুললেন। বিকেল হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ''এ কুয়োর পানি তোমরা এতটুকুও পান করবে না, তা দিয়ে সালাতের জন্য উযূও করবে না। আর তা দিয়ে রুটি তৈরীর যে আটা মাখিয়েছ তা উটকে খাইয়ে দাও। তোমরা নিজেরা তার কিছুই খাবে না।" ইব্‌ন ইসহাক (র) এ বিবরণটি সনদ বিহীনভাবে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, ইয়ামূর ইব্‌ন বিশর (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে র্বণনা করেন যে, হিজর অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'যারা নিজেদের উপর জুলুম অনাচার করেছিল, তাদের বাসস্থানে তোমরা কান্নারত অবস্থা ব্যতিরেকে প্রবেশ কর না– এ আশংকায় যে, যে দুর্দশা তাদেরকে পেয়ে বসেছিল, তা তোমাদেরকেও যেন পেয়ে না বসে।"তিনি নিজে হাওদায় থেকেই চাদরে চেহারা ঢেকে নিলেন। বুখারী (র)ও হাদীসখানি উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালিক (র) ইব্‌ন উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সংগীদের বললেন, ''কান্নারত হওয়া ব্যতীত এ আযাবে নিপতিতদের মাঝে প্রবেশ কর না; আর কান্নারত হতে না পারলে ওদের এলাকায় প্রবেশই কর না– এ আশংকায় যে, যে বিপদ তাদের উপর পতিত হয়েছিল তা তোমাদের উপরও যেন পতিত না হয়। বুখারী (র) এ হাদীসখানি উল্লেখিত সনদে ইমাম মালিক ও সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) অন্য একটি সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সকলের রিওয়ায়াতই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র) সূত্রে বর্ণিত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ (র)....ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে বলেন, তাবুক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নিয়ে হিজার ছামূদের পরিত্যক্ত বাড়ি ঘরের কাছে অবস্থান নিলেন। ছামূদ জাতি যে সব কুয়োর পানি ব্যবহার করতো লোকজন সেগুলি থেকে পানি তুলে আটা মাখাল এবং উনানে গোশতের হাড়ি চড়াল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হাড়িগুলো উলটিয়ে ফেলে দেওয়ার হুকুম দিলেন এবং মাখান আটা উট পালকে খাইয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন।

লোকেরা তাঁর সে নির্দেশ পালন করল। তারপর তিনি তাদের নিয়ে প্রস্থান করে সেই কুয়োর কাছে অবস্থান নিলেন, যে কুয়ো থেকে আল্লাহ্‌র উটনী[১] পানি পান করত। তিনি আযাবে নিপতিত কওমের এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে লোকদের বললেন, "আমার আশংকা হয় যে, তাদের উপর যে আযাব এসেছিল তা তোমাদের উপরও না এসে পড়ে।

অতএব তোমরা সেখানে প্রবেশ কর না।" এ সনদে হাদীসখানি বুখারী মুসলিম (র)-এর শর্তানুরূপ তবে সিহাহ গ্রন্থসমূহের ইমামগণ উক্ত সনদে এ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেননি। বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসখানি গ্রহণ করেছেন আনাস ইব্‌ন ইয়ায (র)....নাফি' ইব্‌ন উমার (রা) সনদে। বুখারী (র) উসামা (রা) থেকে এ হাদীসের সমার্থক রিওয়ায়াত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। আর মুসলিম (র) শু'আয়ব ইব্‌ন ইসহাক (র) নাফি' (র) সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, আব্‌দুর রায্‌যাক (র)....জাবির (রা) সূত্রে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) হিজর অতিক্রম করার সময় বললেন, "তোমরা মুজিযা দেখবার দাবী কর না। কেননা, সালিহ (আ)-এর কওম সে দাবী করেছিল। ফলে মুজিযার উট এ পথ দিয়ে কুয়োতে নামত আর ঐ পথ দিয়ে বেরিয়ে যেত। পরে তারা তাদের প্রতিপালকের হুকুমের অবাধ্য হয়ে তাকে আঘাত করে মেরে ফেলল। সে একদিন তাদের পানি পান করত, আর তারা একদিন তার দুধ পান করত। তবু তারা তাকে মেরে ফেলল। ফলে এমন তীব্র নিনাদ তাদের আক্রমণ করল যে, আল্লাহ্‌র 'হারামে' অবস্থানকারী তাদের একটি লোক ব্যতীত আসমানের নীচে বসবাসকারী তাদের প্রতিটি লোককে আল্লাহ্ চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিলেন।"লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে একটি লোক কে ? তিনি বললেন, তার নাম ছিল আবূ রুগাল; সে-ও আল্লাহ্‌র 'হারাম' থেকে বেরিয়ে আসলে সেই আযাব তাকে পাকড়াও করল, যা তার স্বজাতিকে পাকড়াও করেছিল। এ হাদীসের সনদ সহীহ্ বিশুদ্ধ। তবে সিহাহ গ্রন্থসমূহের ইমামগণ তা রিওয়ায়াত করেননি।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, য়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র)....মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ কাবশা আল আনমারী (র)-এর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তাবুক অভিযানের পথে লোকেরা হিজরবাসীদের এলাকায় প্রবেশ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে লোকদের মাঝে ঘোষণা দেওয়া হল –সালাতের জামাতে হাযির হও! বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন তাঁর উটের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে করতে বলছিলেন—

ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم-

"আল্লাহ্ যাদের উপর গযব নাযিল করেছেন, এমন কওমের এলাকায় তোমরা প্রবেশ করছ কেন ?" এক ব্যক্তি আওয়ায করে বলল, এ জাতির প্রতি বিস্ময়বোধের কারণে। তিনি বললেন,

---

১. আল কুরআনে উল্লেখিত সালেহ (আ)-এর উটনী–যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা স্বরূপ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

افلا انبئكم باعجب من ذالك ؟ رجل من انفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هـو كـائن بعدكم فاستقيموا وسدد وا فان الله لا يعبأ بعذابكم شيئا- وسيألتى قـوم لا يـدفعون عـن انفسهم شيئا-

আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতে অধিকতর বিস্ময়কর ব্যপারের সংবাদ দেবো না ? (তা হল) তোমাদেরই মাঝের এক ব্যক্তি তোমাদের আগে যা হয়েছে আর পরে যা হবে তার সংবাদ তোমাদের কাছে পরিবেশন করেন। অতএব তোমরা অবিচল থাক! সঠিক পথে থাকো! কেননা, আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দিতে কোন কিছুর তোয়াক্কা করেন না। আর অচিরেই এমন জাতির আগমন ঘটবে যারা নিজেদের উপর থেকে কোন বিপদ প্রতিহত করতে পারবে না।"

এ হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের। তবে সিহাহ্ এর সংকলকগণ তা রিওয়ায়াত করেননি। ইউনুছ ইব্ন বুকায়র (র) [ইব্ন ইসহাক (র)....থেকে] আল আব্বাস ইব্ন সাহল ইব্ন সা'দ আস সাঈদী (রা) কিংবা (বর্ণনা সন্দেহে) আল আব্বাস ইব্ন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজর অতিক্রম করছিলেন, তখন সেখানকার কোন কুয়োর পানি ব্যবহার করাতে নিষেধ করা সাথে সাথে আরো বলেন–

لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة و ما كان من عجـين عجنتمـوه فاعلفوه الابل ولا تأكلوا منه شيئا-

কোন সংগীকে সাথে না নিয়ে আজ রাতে তোমাদের কেউ একাকী বের হবে না। কিন্তু বনূ সাইদার দুই ব্যক্তি ব্যতীত লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ হুকুম তালিম করল। তাদের একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হয়। অন্যজন বের হয় তার একটি উটের সন্ধানে। প্রথমোক্ত জনকে পথে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়। আর উটের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া লোকটিকে প্রবল বায়ু তুলে নিয়ে 'তায়' পাহাড়ের এলাকায় ফেলে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ বিষয় জানানো হলে তিনি বললেন, "কোন সংগীকে সাথে না নিয়ে একাকী বের হতে আমি কি তোমাদের নিষেধ করিনি ?"

তারপর শ্বাসরুদ্ধকৃত লোকটির জন্য তিনি দু'আ করলে সে আরোগ্য লাভ করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সাথে মিলিত হয়। তবে ইব্ন ইসহাক (র) সূত্রে যিয়াদ (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ফিরে এলে 'তায়'-এর বাসিন্দারা এ লোকটিকে তাঁর খিদমতে হাদিয়া রূপে পাঠায়।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, অব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (র) আমাকে বলেছেন যে, আব্বাস ইব্ন সাহল (রা) তাঁর কাছে ঐ লোক দুজনের নাম ব্যক্ত করেছিলেন। তবে সাথে সাথে তিনি তা গোপন রাখতেও বলেছিলেন। তাই তিনি আর আমার কাছে নাম দুটি ব্যক্ত করেন নি।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র)....আবূ হুমায়দ আস সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, তাবুক অভিযান কালে আমরা 'ওয়াদিল কুরা'-য় পৌছলে সেখানে এক মহিলাকে তার বাগানে দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সহচরদের বললেন, اخرصوا

"এ বাগানের ফল-ফসলের পরিমাণ অনুমান কর তো।" লোকেরা যে যার মত অনুমান করল। রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমান করলেন দশ ওয়াসক।[1] রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাটিকে বললেন–

احصى ما يخرج منها حتى ارجع اليك ان شاء الله تعالى-

"আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত এ বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলের সংরক্ষণ করে রাখবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি তাবূকে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখলেন। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

انها ستهب عليكم الليلة ريحش يدة فلا يقومن فيها رجل فمن كان له بعر فليوثق عقاله-

"শোন! আজ রাতে তোমাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যেন এ রাতে বের না হয়। যাদের উট রয়েছে, তারা যেন সেগুলির বাঁধন মযবূত করে রাখে।"

(বর্ণনাকারী) আবূ হুমায়দ (রা) বলেন, আমরা মযবূত করে উট বেঁধে রাখলাম। রাতের বেলা প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। এক ব্যক্তি তার মাঝে বের হলে বাতাসের ঝাপটা তাকে 'তায়' পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেল।

এ সময় আয়লা[2]-র সামন্ত রাজা (-র দূত) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাজিরী দিলেন। রাজা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি সাদা রঙের খচ্চর হাদিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে খেলাত স্বরূপ 'চাদর' দিলেন এবং তাকে নিরাপত্তাপত্র লিখে দিলেন। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে ফিরে চললেন। ফিরতি পথে ওয়াদিল কুরায় পৌঁছলে তিনি বাগানের মালিক সেই মহিলাকে বললেন, তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফসল হল ? সে বলল, দশ ওয়াসক –যা রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমাণ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি একটু দ্রুত ফিরতে চাই; তোমাদের কেউ দ্রুত যেতে চাইলে সে যেন দ্রুত চলে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা হলেন। আমরাও তার সাথে চললাম। মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি বললেন–

এ হল তাবা (পবিত্র মদীনা)। উহুদ পাহাড় দৃষ্টি গোচর হলে তিনি বললেন, এ হল উহুদ। সে আমাদের ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি। আমি তোমাদেরকে আনসারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ গোত্র সম্পর্কে অবহিত করব কি ? আমরা বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তিনি বললেন–

خير دورالا نصار بنوالنجار- ثم دار بنى عبد الاشهل ثم دار بنى سماعدة ثم فى كل دورالانصار خير-

"আনসারীদের শ্রেষ্ঠ গোত্র হচ্ছে নাজ্জার গোত্র। তারপর আব্দুল আশহাল গোত্র, তারপর বনূ সাঈদা, তারপর আনসারীদের প্রতিটি গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম (র) আমর ইবন য়াহয়া (র) থেকে একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।"

---

১. এক ওয়াসক (وسق) ৬০ সা অর্থাৎ পাঁচ মনের কিছু অধিক; ২০০ কিলোগ্রাম।

২. ঈলা বা আয়লা তৎকালীন আরবের উত্তর সীমান্তে রোমান সীমান্ত বন্দর। বর্তমান জর্দানের বন্দর 'আয়লা' বা আয়লাত এর কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। –অনুবাদক

বনূ আমির-এর প্রতিনিধি দল

আমির ইবনুত তুফায়ল ও আরবাদ ইব্ন মাকীস এর ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ আমির গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুলাহ্ (সা)-এর দরবারে এলো। দলের মাঝে ছিল আমির ইবনুত তুফায়ল, আরবাদ ইব্ন মাকীস ইব্ন জায্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন খালিদ ও জব্বার (মতান্তরে হায়্যান) ইব্ন সালমা ইব্ন মালিক ইব্ন জা'ফর। এ তিনজনই ছিল গোত্রপতি। আল্লাহ্র দুশমন আমির ইবনুত তুফায়ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসেছিল প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। তার গোত্রের লোকেরা তাকে বলেছিল, আবূ আমির! লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তুমিও মুসলমান হয়ে যাও! সে বলছিল, আল্লাহ্র কসম! আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, গোটা আরব আমার পদাংক অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। আর তোমরা এখন আমাকে এ কুরায়শী যুবকের অনুগামী হতে বলছো? পরে সে আরবাদকে বললো, লোকটির কাছে আমরা পৌঁছে গেলে আমি তাকে তোমার ব্যাপারে অমনোযোগী করে ফেলব। আর তা করা মাত্র তুমি তরবারি নিয়ে তার উপরে চড়াও হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আমির ইবনুত তুফায়ল বলল, হে মুহাম্মদ! চল, আমরা একান্তে কথা বলি। তিনি বললেন, لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له না, আল্লাহ্র কসম! যতক্ষণ না তুমি একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে। আমির আবার বলল, মুহাম্মদ! চল, একটু একাকী কথা বলি। এভাবে কথা বলে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং আরবাদ তার উপর অর্পিত কাজটি সমাধা করবে এ প্রতীক্ষায় থাকলো। কিন্তু আরবাদ যেন কোন কিছুর দিশা করে উঠতে পারছিল না। আমির আরবাদকে সাড়াহীন দেখতে পেয়ে আবার বলল, মুহাম্মদ, চল নির্জনে কথা বলি। নবী করীম (সা) বললেন, না, যতক্ষণ না তুমি লা-শরীক একক আল্লাহ্কে বিশ্বাস করছো! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বার বার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আমির বলে উঠল, শোন! আল্লাহ্র কসম! ঘোড়-সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে আমি এ শহর ঘেরাও করে ফেলব। এ হুমকী দিয়ে চলে যেতে লাগলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, اللهم اكفني عامر بن الطفيل "ইয়া আল্লাহ্! আমির ইবনুত তুফায়লের ব্যাপারে আমার জন্য আপনিই যথেষ্ট হোন!" প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার থেকে অতিক্রান্ত হওয়ার পরে আমির আরবাদকে বলল, আমি তোমাকে যা বলেছিলাম তার কী হল? আল্লাহ্র কসম! পৃথিবীর বুকে আমার জীবনের জন্য তোমার চাইতে অধিক ভীতিপ্রদ আর কোন লোক ছিল না। আর এখন আল্লাহ্র দোহাই! আজকের দিনের পরে তোমাকে বিন্দুমাত্র ভয় আমি আর পাব না। আরবাদ বলল, নির্বোধ হয়ো না। তাড়াহুড়া করো না। আল্লাহ্র কসম! যতবারই আমি তোমার নির্দেশানুসারে কাজ করতে উদ্যত হয়েছি, ততবার তুমি আমার ও লোকটির মাঝে ঢুকে পড়ে বাধ সেধেছো! তুমি ছাড়া আর কোন লোক তখন আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। বল, অবশেষে তরবারি দিয়ে আমি কি তোমাকে আঘাত হানতাম? অবশেষে তারা স্বদেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল। পথে আল্লাহ্ পাক আমিরকে প্লেগে আক্রান্ত করলেন এবং এভাবে সালূল গোত্রীয় এক রমণীর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। আমির ব্যাধিগ্রস্ত

ইমাম মালিক (র) বলেন, আবূয যুবায়র (র)....মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূত্রে খবর দিয়েছেন যে, তারা তাবূক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহযাত্রী ছিলেন। এ সফরে তিনি যুহর ও আসর সালাতদ্বয় একত্রিত করে এবং মাগরিব ও ইশা'র সালাতদ্বয় একত্রিত করে আদায় করতেন।[১] বর্ণনাকারী বলেন, একদিন তিনি সালাত বিলম্বিত করলেন। যুহরের শেষ ওয়াক্তে তিনি তাবু থেকে বের হয়ে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন। তারপর তিনি তাবুতে ফিরে গেলেন এবং পুনরায় (মাগরিবের শেষ ওয়াক্তে) বের হয়ে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন,

انكم ستأتون غدا ان شاء الله عين تبوك وانكم لم تاتوا منها حتى يضحى ضحى النهارفمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى اتى يا معاذ يوشك ان طالت بك حياة ان ترى ماهاهنا قد ملئ جنانا-

"ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল তোমরা তাবুকের কুয়োর কাছে পৌছবে। তবে পূর্বাহ্নের আলো ছড়িয়ে পরার আগে তোমরা সেখানে পৌছবে না। তোমাদের যে কেউই সেখানে আগে পৌছাক না কেন, সে যেন আমার পৌছার পূর্বে সেখানকার পানি স্পর্শ না করে।"

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সেখানে পৌছে দেখলাম, দু'ব্যক্তি আমাদের আগেই সেখানে পৌছে গিয়েছে, আর কুয়ো থেকে জুতার চিকন ফিতার ন্যায় পানির একটি ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এর পানি একটুও স্পর্শ করেছ কি ?....তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে তাঁর মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধুয়ে হাত মুখ ধোয়া পানি কুয়োর মুখে ঢেলে দিলেন। কুয়োটি প্রবল ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল এবং লোকেরা সেখান থেকে পানি তুলে নিতে লাগল। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

يامعاذ! يوشك ان طالت بك حياة ان ترى ماهاهنا قد ملئ جنانا-

হে মু'আয! তোমার জীবন দীর্ঘ হলে অদূর ভবিষ্যতে তুমি দেখতে পাবে যে, এর আশপাশ সবুজ বাগবাগিচায় ভরে গিয়েছে। মুসলিম (র) এ হাদীসখানি মালিক (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

---

১. সাধারণত যুহরের শেষ ওয়াক্তে যুহর এবং আসরের শুরু ওয়াক্তে আসর; অনুরূপ মাগরিবের শেষ ওয়াক্তে মাগরিব এবং ইশার শুরু ওয়াক্তে 'ইশা' সফরের সুবিধার জন্য এভাবে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রিত

তাবূকের পথে খেজুর কাণ্ডে হেলান দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবা দান প্রসংগ

ইমাম আহমাদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবুন নায্‌র হাশিম ইবনুল কাসিম, ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মু'আদ্দিব ও হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক অভিযান কালে খুতবা দিলেন। তখন তিনি একটি খেজুর কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। খুতবায় তিনি বললেন,

الا اخبركم بخير الناس وشر الناس - ان من خير الناس رجلاعمل فى سبيل الله علــى ظهر فرسه اوعلى ظهر بعيره اوعلى قدميه حتى يأتيه الموت - وان من شرالناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لايرعدى الى شيئى منه -

আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না ? যে ব্যক্তি তার ঘোড়ার পিঠে কিংবা তার উটের পিঠে কিংবা পদব্রজে আমৃত্যু আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে যায় সে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত; আর যে বে-পরোয়া পাপাচারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়ার পরেও তার কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না, সে সর্ব নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। নাসাঈ (র) এ হাদীসখানি কুতায়বা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ সনদে অন্যতম রাবী আবুল খাত্তাব সম্পর্কে আমি অবগত নই।

বায়হাকী (র) ইয়াকূব ইব্‌ন মুহাম্মদ আয যুহরী (র) সূত্রে উকবা ইব্‌ন 'আমির আল জুহানী (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহগামী হলাম। পথে কোন এক মনযিলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকালের সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর চোখ খুলল না। এ সময় জেগে উঠতেই তিনি বললেন, হে বিলাল! আমাদের পক্ষে ফজরের ওয়াক্তের প্রতি নজর রাখবে –এ কথা কি তোমাকে আগেই বলে রাখিনি ? বিলাল (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘুম আমাকে তেমনই পেয়ে বসেছিল, যেমনটা আপনাকে পেয়ে বসেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সে অবস্থান ক্ষেত্র ছেড়ে একটু সরে এসে সেখানে সালাত আদায় করলেন এবং দিনের অধিকাংশ সময় ও রাতভর সফর করে সকাল বেলা তাবূকে উপনীত হলেন। সেখানে যথাযোগ্য ভাষায় আল্লাহ্‌ পাকের হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করার পর তাঁর অভিভাষণে তিনি বললেন,

ايها الناس اما بعد - فان اصدق الحديث كتاب الله - واوثق العرى كلمة التقوى وخيــر الملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد واشرف الحديث ذكرالله واحسن اقصـــص هـــذا القران - وخير الامور عوازمها وشرالامورمحدثاتها واحســن الهــدى هــدى الانبيــاء واشرف الموت قتل الشهداء - واعمى العمى الضلالة بعد الهدى - وخيرالاعمال ما نفع

وخيرالهدى ما اتبع وشرالعمى عمى القلب - واليد العليا خيرمن اليدى السفلى - وما قل وكفى خيرمما كثروالهى - وشرالمعذرة حين يحضرالموت - وشرلاندامة يوم القيامة - ومن الناس من لا يأتى الجمعة الا دبرا - ومن الناس من لا يذكرالله الا هجرا ومن اعظم الخطايا اللسان الكذوب - وخيرالغنى غنى النفس - وخيرالزاد التقوى- ورأس الحكمة مخافة الله عزوجل - وخيرما وقرفى القلوب اليقين - الارتياب من الكفر- والنياحة من عمل الجاهلية - والغلول من حثاء جهنم - والشعرمن ابليس والخمر جماع الاثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون وشرا لمكاسب كسب الربا وشرالمئاكل اكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره - والشقى من شقى فى بطن امه - وانما يصيراحدكم الى موضع اربعة اذرع والامر الى الاخرة وملاك العمل خواتمه وشرالروايا روايالكذب وكل ماهوات فهو قريب وسباب المؤمن فسوق وقتاله المؤمن كفر- واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه - ومن يتألى على الله يكذبه - ومن يستغفره يغفرله - ومن يعف يعف الله عنه - ومن يكظم يأجره الله ومن يصبرعلى الرزية يعوضه الله - ومن يبتغى السمعة يسمع الله به - ومن يصبر يضعف الله له - ومن يعص الله يعذبه الله - اللهم اغفرلى ولامتى - اللهم اغفرلى ولامتى-

তারপর লোক সকল! সর্বাধিক সত্য ভাষণ আল্লাহ্র কিতাব; সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হচ্ছে তাকওয়ার কালিমা; শ্রেষ্ঠ দীন হচ্ছে ইবরাহীম (আ)-এর দীন; শ্রেষ্ঠ সুন্নত হচ্ছে মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নত; সর্বাধিক অভিজাত বাহন হচ্ছে আল্লাহ্র যিকর। সর্বোত্তম কাহিনী হচ্ছে এ আল-কুরআন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরজসমূহ এবং সর্ব নিকৃষ্টতম ব্যাপার হল বিদআত বা নব উদ্ভাবিত ব্যাপারসমূহ। সুন্দরতম আর্দশ নবীগণের আদর্শ। সর্বাধিক মর্যাদার মৃত্যু হচ্ছে শহীদগণের মৃত্যু। চরমতম অন্ধত্ব হল হিদায়াতের পরে গোমরাহী। উত্তম আমল তা, যা কল্যাণকর। উত্তম হিদায়াত তা, যা অনুসৃত হয়। জঘন্যতম অন্ধত্ব, অন্তরের অন্ধত্ব। উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহিতার) হাতের চেয়ে উত্তম। যা স্বল্প ও পরিমিত, তা গাফলতি সৃষ্টিকারী অধিকের চাইতে উত্তম। মৃত্যুর লগ্নে অপারগতার অজুহাত হচ্ছে নিকৃষ্টতম অজুহাত। কিয়ামত দিবসের অনুতাপ নিকৃষ্টতম অনুতাপ। লোক সমাজে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা বিলম্বে ছাড়া জুমু'আ জামাআতে আসে না।

এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা গাফলতি করে আল্লাহ্র নাম নেয় না। মিথ্যাবাদী রসনা জঘন্যতম পাপের আকর। মনের প্রাচুর্যই সর্বোত্তম প্রাচুর্য। উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। হিকমাত ও প্রজ্ঞার শীর্ষে হল মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্র ভয়। হৃদয় মাঝে গ্রথিত বিষয়সমূহের মাঝে উত্তম হল ইয়াকীন ও অবিচল বিশ্বাস। দ্বিধা ও সংশয় হচ্ছে কুফর পর্যায়ভুক্ত। মৃতের জন্যে উচ্চ স্বরে বিলাপ হচ্ছে জাহিলিয়্যাতের কাজ। আমানত (গণীমতের মাল থেকে) চুরি ও জাহান্নামের খড়কুটো স্বরূপ। অশ্লীল কাব্যচর্চা ইবলিসের কাজ। মদ হচ্ছে সকল পাপের আকর। নারী শয়তানের ফাঁদ। যৌবন উন্মাদনা বিশেষ। নিকৃষ্টতম উপার্জন সুদের উপার্জন। নিকৃষ্টতম উদরপূর্তি ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস। ভাগ্যবান সে, যে অন্যের অবস্থা দেখে শিক্ষা

গ্রহণ করে। দুর্ভাগা সে, যে মাতৃগর্ভেই দুর্ভাগা। তোমাদের প্রত্যেকের শেষ গন্তব্য 'চার হাত' আসল বিচার্য হচ্ছে আখেরাত (অর্থাৎ আখিরাতের মুক্তি বা শাস্তি)। আমলের মানদণ্ড তার সমাপ্তিস্তর। নিকৃষ্টতম বিবৃতি হচ্ছে মিথ্যা বিবৃতি। যা আসবেই, তা নিকটবর্তী। ঈমানদারকে গালাগালি করা ফাসেকী কাজ। ঈমানদারের সাথে হানাহানি কুফরী কাজ। (গীবত করে) ঈমানদারের গোশত খাওয়া আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাস্বরূপ। ঈমানদারের সম্পদের মর্যাদা তার রক্তের মর্যাদাতুল্য। অহেতুক আল্লাহ্‌র নামে কসম করার দুঃসাহসীকে আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন। তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনাকারীকে তিনি ক্ষমা করেন। মার্জনাকারীকে আল্লাহ্‌ও মার্জনা করেন। ক্রোধ সম্বরনকারীকে আল্লাহ্ তার বিনিময় দেন। বিপদে ধৈর্যধারনকারীকে আল্লাহ্ প্রতিদান দেন। খ্যাতি সন্ধানীকে আল্লাহ্ (পার্থিব) খ্যাতি দিয়ে দেন। সবরকারীকে আল্লাহ্ দ্বিগুণ দেন। যে আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করে, আল্লাহ্ তাকে আযাব দেন। ইয়া আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে মাফ করুন। ইয়া আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে মাগফিরাত করুন। (اللهم اغفرلى ولامتى) কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, "আমি আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করছি।" এ হাদীসখানি গরীব পর্যায়ের এবং এটা কিছুটা মুনকার পর্যায়ের। এবং এর সনদে দুর্বলতা বিদ্যমান। আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত।

আবূ দাউদ (র) বলেন, আহমাদ ইবন সাঈদ আল হামদানী ও সুলায়মান ইবন দাউদ (র) সাঈদ ইবন গাযাওয়ান (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হজ্জের সফরে তাবূকে অবতরণ করলেন। সেখানে জনৈক পংগু ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাকে তার পংগুত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি এখনই তোমাকে একখানি হাদীস শুনাচ্ছি; আমার অনুরোধ, যতদিন তুমি শুনবে যে, আমি জীবিত রয়েছি, ততদিন তুমি তা কারো কাছে ব্যক্ত করবে না। "রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূকে একটি খেজুর গাছের কাছে অবতরণ করলেন এবং বললেন, "এ দিকেই আমাদের কিবলা।" তারপর সে গাছটির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সে দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছিলাম। তখন আমি উচ্ছল তরুণ। আমি রাসূল (সা) ও তাঁর খেজুর গাছের মাঝ দিয়ে চলে গেলাম। তিনি বললেন, "সে আমাদের সালাত কর্তন করেছে, আল্লাহ্ তার পদচারণা কর্তন করুন।" (বর্ণনাকারী বলেন, সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি আর আমার এ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি না।) তারপর আবূ দাউদ (র) সাঈদ ইবন আযীয আত্-তানূখী (র)....ইয়াযীদ ইব্ন নামিরান (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইয়াযীদ (র) বলেন, তাবূকে আমি এক পংগুকে দেখলাম। সে বলল, আমি একটি গাধায় আরোহী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখ থেকে পথ অতিক্রম করলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্! তার পদচারণা রহিত করে দিন। তারপর থেকে আমি আর পা দিয়ে হাটতে পারি না। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে "সে আমাদের সালাত কর্তন করেছে, আল্লাহ্ তার পদচারণা কর্তন করুন।"

মু'আবিয়া ইব্ন আবূ মু'আবিয়া (রা)-এর জানাযা প্রসংগ

বায়হাকী (র) ইয়াযীদ ইবন হারূন (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাবূকে অবস্থান করছিলাম। সূর্য পরিচ্ছন্ন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উদিত হল

তেমন উজ্জ্বল কিরণ ও দ্যুতির বাহার উদীয়মান সূর্যে আমি আর কখনো দেখিনি। জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, হে জিবরীল! এমন কি ব্যাপার ঘটল যে, আজ সূর্য এত ঐজ্জ্বল্য নিয়ে উদীত হল। উদীয়মান সূর্যের এমন কিরণ ও দ্যুতি ইতোপূর্বে দেখা যায় নি তো। তিনি বললেন, এর কারণ হল এই যে, মুআবিয়া ইবন আবূ মুআবিয়া আল লায়ছী (রা) আজ মদীনায় ইনতিকাল করেছেন। আল্লাহ্ পাক তার জানাযার সালাতের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন—

"সে এমন মর্যাদা পেল কি কারণে ?" জিবরীল (আ) বললেন, "দিনে-রাতে, হাটতে-চলতে, উঠতে-বসতে বেশী বেশী কুল হুওয়াল্লাহ্ (সূরা ইখলাস) তিলাওয়াতের কারণে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মন কি এমন চায় যে, আমি আপনার জন্য যমীনের দূরত্ব সংকুচিত করে দিই। যাতে করে আপনি এখানে থেকেই তার জানাযা পড়তে পারেন ? তিনি বললেন, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তার জানাযা আদায় করলেন। তবে হাদীস বিশরদগণ এ হাদীসের সনদের সমালোচনা করেছেন।

পরবর্তী বর্ণনায় বায়হাকী (র) বলেছেন, আলী ইবন আহমাদ ইবন আবদান (র)....আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জিবরীল (আ) এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! মুআবিয়া ইব্ন আবূ মুআবিয়া আল মুযানী (রা) ইনতিকাল করেছেন, আপনি কি তার জানাযার সালাত আদায় করা পসন্দ করেন ? তিনি বললেন, হাঁ। জিবরীল (আ) তখন তার পাখা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে গাছপালা ও টিলা-পাহাড় সমতলে মিশে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং প্রতি কাতারে সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'টি কাতার তার পিছনে সালাত আদায় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) বললেন, হে জিবরীল! আল্লাহ্র কাছে সে এত মর্যাদা পেল কি করে ? তিনি বললেন—

সূরা ইখলাস (কুল হুওয়াল্লাহ) এর প্রতি তার অনুরাগের কারণে ? যা সে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে তথা সর্বাবস্থায় তিলাওয়াত করত। (সনদের মধ্যবর্তী রাবী) উসমান (র) বলেন, আমি আমার পিতা আল হায়ছাম (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি (নবী সা.) কোথায় ছিলেন ? তিনি বললেন, শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) দেশে তাবূক অভিযানে। আর মুআবিয়া (রা) ইনতিকাল করেছিলেন মদীনায়। তার জানাযার খাটিয়া তার দৃষ্টি সীমায় তুলে ধরা হয়েছিল। এমন কি তিনি তা দেখছিলেন এবং সালাত আদায় করেছিলেন (এ সূত্রে রিওয়ায়াতটি অসমর্থিত)।

তাবূকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে কায়সার (সিজার)-এর দূতের আগমন প্রসংগ

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসহাক ইবন ঈসা (র)....সাঈদ ইবন আবূ রাশিদ (র) সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে প্রেরিত হিরাক্লিয়াসের দূত আত্-তানুখী-এর সাথে আমি 'হিমস' নগরীতে সাক্ষাত করলাম। তিনি ছিলেন আমার প্রতিবেশী এবং বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত। সম্ভবত তাঁর বয়স তখন নব্বই পার হয়ে শতকের ঘর ছুঁই ছুঁই

করছে। আমি তাকে বললাম, হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-এর দরবারে এবং রাসূলের দরবার থেকে হিরাক্লিয়াস সকাশে আপনার দূতিয়ালীর বিবরণ আপনি কি আমাকে অবগত করবেন না? তিনি বললেন, কেন নয় ? (শুনুন।) রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূকে আগমন করলেন। তিনি দিহয়া আল-কালবী (রা)-কে দূত রূপে হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠালেন। দূত মারফত হিরাক্লিয়াসের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্র পৌঁছলে তিনি রোম সাম্রাজ্যের যাজক সম্প্রদায় ও গীর্জা প্রধানদের ডেকে পাঠালেন এবং একটি রুদ্ধদ্বার সম্মেলন কক্ষে তাদের সমবেত করে তিনি বললেন, 'এ লোকটি কত বেশী এগিয়ে এসেছে তা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ? সে এখন তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে পত্র পাঠিয়েছে। এক ঃ সে আমাকে তার ধর্ম অনুসরণের আহ্বান জানাচ্ছে; দুই ঃ অন্যথায় আমাদের এ দেশ শাসনের বিনিময়ে আমরা যেন তার বশ্যতা স্বীকার করে তাকে আমাদের সম্পদ জিয্‌য়া দেই, তা হলে– তার কথায় এ দেশের উপরে আমাদের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে; তিন ঃ অন্যথায় আমরা যেন তার সাথে সমর ক্ষেত্রে সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ্‌র কসম! আপনারা আপনাদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ পাঠে অবগত হয়েছেন যে, অবশ্যই আপনারা কাবু হয়ে যাবেন।

অতএব আসুন, আমরা তার ধর্ম অনুসরণ করি, কিংবা দেশ রক্ষার খাতিরে আমাদের সম্পদ জিয্‌য়া দিতে রাযী হয়ে যাই।" এ কথা বলা মাত্র গোটা সম্মেলন এক সাথে চিৎকার করে উঠে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল এবং যাজকরা তাদের আলখাল্লা ফেলে দিয়ে চরম উত্তেজনার সাথে বলতে লাগল, তবে কি আমরা মহান খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করে হেজাযবাসী এক বেদুইনের গোলাম হয়ে যাব ? হিরাক্লিয়াস ভাবলেন, এরা এভাবে বেরিয়ে পড়লে গোটা রোমকে অশান্ত করে ফেলবে (আর আমার গদী রক্ষা মুশকিল হয়ে পড়বে) তাই অনেক কূট কৌশলে তিনি তাদের শান্ত করার প্রয়াশ পেলেন। তবু যেন তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছিল না। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে তিনি বললেন, আমি যা বলেছিলাম তার উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের স্ব ধর্মে ও স্ব অবস্থানে আপনাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করা (তার যথার্থ প্রমাণ আপনারা দিয়েছেন)।

তারপর আরব খৃস্টানদের শাসনকর্তা জনৈক তুজীবী (তাগলিবী) আরব সর্দারকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বললেন, একজন প্রত্যুৎপন্নমতি আরবী ভাষী লোক আমার কাছে ডেকে আন। তাকে আমি এ লোকটির কাছে তার পত্রের জবাব দিয়ে পাঠাব। তখন শাসনকর্তা আমাকে উপস্থিত করলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস আমার হাতে একটি পত্র দিয়ে বললেন, আমার এ পত্র নিয়ে ঐ লোকটির কাছে যাও। তার কাছে যে সব কথা শুনবে সে সবের ভিতর থেকে আমার জন্য তিনটি বিষয় সংরক্ষণ করে রাখবে : (১) লক্ষ্য রাখবে, আমার কাছে লেখা তার পত্র সম্বন্ধে সে কোন বিষয় আলোকপাত করে কি না ? (২) আর লক্ষ্য রাখবে, আমার পত্র পাঠের সময় 'রাত' এর বিষয় কিছু উল্লেখ করে কি না ? (৩) আর তার পৃষ্ঠ দেশে লক্ষ্য করে দেখবে সেখানে তোমার দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু আছে কি না ? তিনি বলেন, আমি সম্রাটের পত্র নিয়ে সফর শুরু করলাম এবং তাবূকে উপনীত হলে সেখানে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ পেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম, কুয়োর পাড়ে হাঁটু ও পিঠ চাদরে জড়িয়ে তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে উপবিষ্ট রয়েছেন। আমি বললাম, তোমাদের নেতা কোথায় ? আমাকে বলা হল, এই তো ইনি। আমি

য় গিয়ে তাঁর সামনে আসন নিলাম এবং পত্রটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি তা নিজের ল রেখে বললেন–

ممن انت) "তোমার গোত্র পরিচয় কি ?" আমি বললাম, 'আমি তানূখ গোত্রীয়।' তিনি বললেন–

هل لك الى الاسلام ؟ الحيفية ملة ابيكم ممن انت-

'তোমাদের পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর শিরক মুক্ত পরিশুদ্ধ ধর্ম ইসলাম গ্রহণে তোমার হ রয়েছে কি ?"

আমি বললাম, 'এ মুহূর্তে তো আমি একটি জাতির দূত এবং একটি ধর্মের অনুসারী। তাই র কাছে প্রত্যাবর্তনের আগে আমি ধর্ম পরিবর্তন করতে পারি না। তিনি মৃদু হেসে আন শরীফের আয়াত) উদ্ধৃত করে বললেন,

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ-

"তুমি যাকে পসন্দ কর ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ই ক ইচ্ছা সৎপথে নিয়ে আসেন এবং তিনি ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদের (২৮ ঃ ৫৬)।

ياخاتنوخ انى كتبت بكتاب الى كسرى والله ممزفه وممـزق ملكـه وكتبـت الـ
النجاشى بصحيفة فخرقها والله مخرقه ومخرق ملكه وكتبت الـى صـاحبك بصـ
فامسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأسا مادام فى العيشى خير-

হে তানূখী! শোন! আমি (পারস্য সম্রাট) খসরুর কাছে দাওয়াতপত্র পাঠিয়ে ছিলাম। ল্লাহ্ তাকে ও তার সাম্রাজ্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন। আমি (আবিসিনিয়া সম্রাট) নাজ্জাশীর ছেও একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম, সে তা ছিড়ে ফেলেছেন। আল্লাহ্ তাকে ও তার রাজ্যকে র্ণ করবেন। আর তোমাদের সম্রাটের কাছেও একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম, তিনি তা রেখে য়েছেন। জীবনে যতদিন কল্যাণ থাকবে ততদিন লোকেরা তার কাছ থেকে বিপদ ও দূর্যোগ তেই থাকবে।" আমি মনে মনে বললাম, আমার মনীব যে তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে বিশেষ র্দশ দিয়েছিলেন, এটি সেগুলির একটি। তখন আমি তুণীর থেকে একটি তীর তুলে নিয়ে তা য় কথাটি আমার তরবারীর পাশে লিখে রাখলাম।

তারপর তিনি তাঁর বাম পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির হাতে পাত্রটি তুলে দিলেন। আমি লাম, আপনার হয়ে যিনি পত্রটি আমাকে পড়ে শুনাচ্ছেন, তার পরিচয় কি ? তারা বলল, াবিয়া (ইবন আবূ সুফিয়ান (রা)। আমি শুনতে পেলাম, আমার মনিবের পাঠানো চিঠিতে য়ছে– "আপনি আমাকে এমন জান্নাতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন যার প্রশস্ততা-পরিধি নমান ও যমীন তুল্য; যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, তা হলে জাহান্নাম গেল থায় ?" এ প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সুবহানাল্লাহ اين الليل اذا جاء النهار নের আগমন সূচিত হলে রাত কোথায় যায় ?' বর্ণনাকারী (তানূখী) বলেন, আমি তীর দান কে একটি তীর তুলে নিয়ে রাত বিষয়ক এ কথাটি আমার তরবারীর খাপে লিখে নিলাম। পাঠ শেষ হলে তিনি বললেন—

ان لك حقا وانك لرسول - فلووجدت عندنا جائزة جوز ناك بها انا سفر ملون -

“তুমি একজন দূত; তাই তোমার কিছু অধিকার রয়েছে। উপঢৌকন দেওয়ার মত কিছু আমাদের সংগ্রহে এসে গেলে তা দিয়ে তোমাকে উপঢৌকন দিব। এখন তো আমরা খালি হাত মুসাফির।”

বর্ণনাকারী বলেন, তখন সমবেত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাকে আওয়ায দিয়ে বলল, ‘আমি তাকে উপঢৌকন দিয়ে দিচ্ছি।’ এ কথা বলে সে তার জাম্বিল খুলল, দেখলাম কি, এক জোড়া সোনালী বর্ণ বস্ত্র নিয়ে এসে সে তা আমার কোলে রেখে দিল। আমি বললাম, উপঢৌকন প্রদানকারী ইনি কে ? আমাকে বলা হল, উছমান (রা)। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ايكم ينزل هذا الرجل “এ মেহমানের মেহমানদারী করবে কে ?”

এক আনসারী তরুণ বলল, ‘আমি।’ আনসারী উঠে দাঁড়ালে আমিও তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। মজলিসের চৌহদ্দি পার হয়ে যেতে লাগলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ডেকে বললেন, (تعال يا اخاتنوخ) “এস হে তানূখী!” আমি এগিয়ে সে স্থানে দাঁড়ালাম, যেখানে একটু আগে তাঁর সামনে আমি, বসে ছিলাম। তিনি পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললেন, هاهنا امض لما ضمرت “তোমার প্রতি আদিষ্ট (তৃতীয়) বিষয়টিন জন্য এদিক দিয়ে এস।”

তখন আমি তাঁর পিঠে দৃষ্টি নিবন্ধ করলাম। দেখি কি, তাঁর স্কন্ধ-সন্ধিতে ‘হিমহিমা’ ঘাসফুলের ন্যায় (গাওযবান ফুলের আকৃতির) নবুয়তের ‘মোহর।’ এ বর্ণনাটি গরীব পর্যায়ের। তবে এর সনদ ত্রুটি মুক্ত। ইমাম আহমাদ (র) একক ভাবে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

তাবূক থেকে ফেরার পূর্বে আয্রুহ ও জারবা বাসীদের সাথে এবং আয়লা রাজ্যের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্ধি প্রসংগ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূকে উপনীত হলে আয়লা-এর শাসক ইয়াহনা ইবন রুবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাজির হলেন এবং জিয্য়া প্রদানে স্বীকৃত হয়ে তাঁর সাথে সন্ধিবদ্ধ হলেন। জারবা ও আযরুহ-এর অধিবাসীরাও জিয্য়া প্রদানে স্বীকৃত হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে সন্ধি-সনদ লিখে দিলেন। যা তাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। ইয়াহনা ইবন রুবা ও আয়লাবাসীদের প্রদত্ত সন্ধি-সনদে তিনি লিখলেন,

هذه امنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة بن رؤبة واهل أيلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحرلهم ذمة الله ومحمد النبى ومنكان معهم من اهل الشام واهل اليمن وهل البهر فمن احدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه وانه طيب لمن اخذه من الناس وانه لا يحل ان يمنعوا ماء يردونه ولا طريق يردونه من بر او بحر-

“মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে–আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূল ও নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে এ নিরাপত্তা পত্র ইয়াহনা ইবন রুবা ও আয়লাবাসীদের জন্য; জলে-স্থলে চলমান তাদের ও নৌবহরের জন্য আল্লাহ্‌ ও নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জিম্মা এবং তাদের মিত্রবর্গ শাম, য়ামান ও উপকূলীয়বাসীদের জন্য। তবে তাদের কেউ বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে তার সম্পদ তার জীবনের জন্য রক্ষাকবচ হবে না এবং সে ক্ষেত্রে যে কোন মানুষ তা অধিকার

করলে তা তার জন্য হালাল বলে পরিগণিত হবে। আর জলে-স্থলে কোন পানির ক্ষেত্র বা জলপথে তারা অবতরণ করলে তা থেকে অন্যদের বিরত রাখার অনুমোদন তাদের জন্য থাকবে না।"

ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত ইউনুস ইবন বুকায়র (র)-এর রিওয়ায়াতে একটু অধিক বিবরণ রয়েছে। এ পত্র জুহায়ম ইবনুস সালত ও শুরাহবীল ইবন হাসানা-এর সাক্ষাতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর অনুমোদন সূত্রে প্রদত্ত।

ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে উদ্ধৃত করে ইউনুস (র) আরো বলেছেন, জারবা ও আযরুহ বাসীদের প্রদত্ত সন্ধি সনদে তিনি লিখলেন,

هذا كتاب من محمدن النبى رسول الله لاهل جرباء واذرح انهم امنون بامان الله وامان محمد - وان عليهم مأة دينار فى كل رجب ومأة اوقية طيبة وان الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان الى المسلمين ومن لجاليهم من المسلمين -

ইহা আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে আযরুহ ও জারবা বাসীদেরকে প্রদত্ত সনদ। তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিরাপত্তা ও মুহাম্মদ (সা) প্রদত্ত নিরাপত্তার অধিকারে শংকামুক্ত। আর তারা প্রতি রজব মাসে একশ' দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও একশ' উকিয়া দিরহাম (চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা) (জিয্‌য়া) আদায় করবে। আর ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতি এবং তাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের সাথে সদাচরণ ও কল্যাণ কামনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই তাদের তত্ত্বাবধায়ক। বর্ণনাকারী বলেন, আয়লাবাসীদের জন্য নিরাপত্তার প্রতীকস্বরূপ নবী করীম (সা) তাঁর সনদপত্রের সাথে তার চাদর মুবারকও দিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, পরবর্তী সময়ে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) তিনশত দীনারের বিনিময়ে সে চাদরখানা খরিদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে দূমা ঃ আল-জানদাল-এর শাসক উকায়দির-এর বিরুদ্ধে খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর অভিযান

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে উকায়দির ইবন মালিক-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। সে হল কিনানা: গোত্রের সামন্ত রাজা উকায়দির ইবন আবদুল মালিক। সে ছিল খৃস্ট ধর্মানুসারী। রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ (রা)-কে বলে দিয়েছিলেন যে, انك ستجده يصيد البقر তুমি তাকে বুনো গরু শিকারে মগ্ন অবস্থায় পেয়ে যাবে। খালিদ (রা) অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন এবং রাতের প্রথম প্রহরে দুর্গের দৃষ্টি সীমায় পৌঁছে গেলেন। রাতটি ছিল গ্রীষ্মকালের জোৎস্না রাত। উকায়দির তার স্ত্রীকে নিয়ে প্রাসাদের ছাদে সান্ধ্য বিনোদন করছিলেন। বুনো গরুগুলো দুর্গ তোরণে শিং ঘষছিল। উকায়দির পত্নী স্বামীকে বলল, এমন মনোহর দৃশ্য কি তুমি কখনো দেখেছ ? সে বলল, না। আল্লাহ্‌র কসম! রানী বলল, (শিকারের) এমন সুবর্ণ সুযোগ কি কেউ হেলায় হারায় ? রাজা বলল, 'কেউ না।' তারপর নীচে নেমে এসে ঘোড়া তৈরী করার হুকুম দিল। ঘোড়ায় জ্বিন পড়ানো হলে সে বেরিয়ে পড়ল। সাথে ছিল পরিবারের

একটি ক্ষুদে দল। হাসসান নামে তার এক ভাই ঘোড়া নিয়ে ভাইয়ের সংগে বেরিয়ে পড়ল। পরিবারের সদস্যরা শিকারের সড়কি বল্লম সাথে নিল। কিছু দূর বেরিয়ে আসতেই নবী করীম (সা)-এর অশ্ববাহিনী তাদের পথ রোধ করে দাড়াল এবং উকায়দিরকে গ্রেফতার করল ও তার ভাইকে হত্যা করল। বন্দীর গায়ে ছিল স্বর্ণখচিত রেশমের তৈরী একটি বহু মূল্য 'কাবা'। খালিদ (রা) তা গণীমত ও যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসাবে খুলে নিলেন এবং নিজের মদীনায় ফেরার পূর্বেই তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

বর্ণনাকারী ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আসিম ইবন উমার ইবন কাতাদা....আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে আমাকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, উকায়দিরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নিয়ে আস্‌সার সময় কাবাটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। মুসলমানগণ হাত দিয়ে তা স্পর্শ করছিলেন আর তার কোমলতায় মুগ্ধ হচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

اتعجبون من هذا فو الذى نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة احسن من هذا-

"এতেই তোমরা হতবাক হচ্ছো! অথচ জান্নাতে সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর (হাত) রূমালও এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর মোলায়েম হবে।"

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, পরে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) উকায়দিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হলে তিনি তার জীবন রক্ষার ঘোষণা দিলেন এবং জিয্‌য়া আদায়ের শর্তে সন্ধিবদ্ধ হলে তাকে মুক্ত করে দিলেন। উকায়দির তার এলাকায় ফিরে গেল। বনূ 'তায়' এর কবি বুজায়র ইবন বাজ্‌রা: ঘটনাটি তার কবিতায় ধরে রাখলেন,

تبارك سائق البقرات انى + رأيت الله يهدى كل هاد

فمن يك حائدا عن ذى تبوك + فانا قد امرنا بالجهاد-

"মহীয়ান সত্ত্বা–নীল গাভীগুলোর পরিচালনাকারী; আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, আল্লাহ্ প্রতিটি অগ্রবর্তীর (বা নীল গাভীর পালের সর্দার)-কে পথের দিশা দেন।"

এ তাবূক প্রধান (রাসূলুল্লাহ (সা))-এর প্রতি যার অনীহা থাকে, থাক; আমরা তো জিহাদ করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি (আমরা তা করেই যাব)।

বায়হাকী (র) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ কবির জন্য দু'আ করে বলেছিলেন—

"আল্লাহ্ তোমার দাঁতগুলো অটুট রাখুন" (অর্থাৎ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং তোমার মুখমণ্ডলের সজীবতা অক্ষুণ্ন রাখুন)। ফলে তার বয়স সত্তর বছর পার হয়ে গেলেও তার একটিও দাঁত নড়েনি।

ইব্ন লাহীআহ....উরওয়াহ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক থেকে ফেরার পূর্বক্ষণে চারশ' বিশ জন ঘোড় সওয়ার দিয়ে খালিদ (রা)-কে দূমা:-র উকায়দিরের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। তারপর তিনি পূর্বোল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ (রা) কৌশল অবলম্বন করে তাকে দূর্গের বাইরে আসতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ (রা) উকায়দি সহ আটশ' যুদ্ধবন্দী, এক হাজার উট, চারশ' বর্ম ও চারশ' বল্লম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে

পেশ করেছিলেন। তার বর্ণনায় আরো রয়েছে যে, আয়লা প্রধান ইয়াহান্না ইবন রুবা উকায়দিরের পরিণতির কথা শুনে সন্ধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন। ফলে তাবূকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে তাদের দু'জনের একত্রিত আগমন ঘটেছিল। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

ইউনুস ইবন বুকায়র (র)....বিলাল ইবন ইয়াহ্য়া (র) থেকে দুমাতুল জান্দাল অভিযানে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুহাজিরদের সেনাপতি ছিলেন, আর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বেদুইনদের দায়িত্বে ছিলেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

তাবূক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন

ইবন্ ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উনিশ রাতের মত (অর্থাৎ বিশ দিনের কম) সময় তাবূকে অবস্থান করার পরে মদীনার উদ্দেশ্যে ফিরতি সফর শুরু করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পথে ওয়াদি আল মুশাক্কাক নামক উপত্যকায় পাথর ফেটে নির্গত ক্ষীণ ধারার প্রবহমান একটি ফোয়ারা ছিল। যার পানি একজন দু'জন কিংবা তিনজন পথিকের পিপাসা মেটাতে পারত। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন–

من سبقنا الى ذالك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه-

"যারা ঐ ফোয়ারার কাছে আমাদের আগে পৌঁছবে, তারা আমাদের পৌঁছা পর্যন্ত তার পানি একটুও তুলবে না।"

বর্ণনাকারী বলেন, মুনাফিকদের একটি ছোট দল তার পূর্বে সেখানে পৌঁছে তার সব পানি তুলে নিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে পৌঁছে ফোয়ারার কাছে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাতে পানির কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে বললেন, 'এ ফোয়ারার কাছে আমাদের আগে কে পৌঁছেছে ?' তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক। তিনি বললেন, আমার আগমনের পূর্বে তার পানি তুলতে আমি কি তাদের নিষেধ করিনি ? তখন তিনি তাদের অভিসম্পাদ দিলেন ও তাদের জন্য বদ-দু'আ করলেন। তারপর সেখানে অবতরণ করে ক্ষীণ ধারাটির কাছে হাত রেখে আল্লাহ্ মালূম তিনি কি যেন তার হাতে ঢালতে থাকলেন। তারপর তা ধারামুখে ছিটিয়ে দিলেন এবং ফোয়ারা মুখটি হাত দিয়ে মুছে দিলেন। পরে দীর্ঘ সময় ধরে দু'আ করলেন। ফলে পাথর বিদীর্ণ করে পানি বেরুতে লাগল। দর্শক শ্রোতাদের মনে হচ্ছিল, বজ্রের গুমগুম আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে পানি বেরিয়ে আসছে। লোকেরা পানি পান করল এবং যার যার প্রয়োজন মত তুলে রাখল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন–

لئن بقيتم او من بقى منكم ليسمعن بهذا الوادى وهواخصب ما بين يديه وما خلفه-

"তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকলে কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে যারা অনেক দিন বেঁচে থাকবে তারা শুনতে পাবে যে, এ পানির আশপাশে এ উপত্যকায় সবুজ শ্যামলের সমারোহ ঘটছে।"

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবনুল হারিছ আত-তায়মী (র)... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করতেন যে, মাঝ রাতে আমি জেগে উঠলাম, তখন

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাবূক অভিযানে ছিলাম। দেখলাম, বাহিনীর এক প্রান্তে একটি আগুনের শিখা জ্বলছে। সেটা কি তা দেখার জন্য আমি সে দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখি কি, সেখানে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা), আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)। আরো দেখলাম, যুল বিজাদায়ন (দুই কম্বলওয়ালা) আব্‌দুল্লাহ ইনতিকাল করেছেন এবং তাঁরা তাঁর জন্য কবর খনন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কবরের মাঝে দাঁড়িয়ে আর আবূ বকর ও উমর (রা) লাশ তাঁর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। তিনি তখন বলছিলেন, ادنيا الى اخاكم "তোমাদের ভাইকে আমার কাছে এগিয়ে দাও।" তাঁরা দু'জন লাশ কবরে নামিয়ে দিলেন। তাকে কিবলামুখী করে শুইয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, اللهم انى قد امسيت راضيا عنه فارض عنه "ইয়া আল্লাহ ! আমি এ যাবত তার উপর তুষ্ট ছিলাম। আপনিও তার উপর তুষ্ট হোন।" বর্ণনাকারী বলেন, বর্ণনার এ পর্যায়ে ইবনু মাসঊদ (রা) তাঁর মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করে বলতেন, 'হায় আমি যদি এ কবরের বাসিন্দা হতাম।'

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, 'যুল বিজাদায়ন' নামকরণের কারণ হল ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি হিজরত করতে মনস্থ করলে তার গোত্র তাকে বাধা দিল এবং তার জন্য সংকট সৃষ্টি করল। এ সুযোগে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তখন তার গায়ে একটি মোটা কম্বল ব্যতিরেকে আর কোন বস্ত্র ছিল না। তিনি সেটিকে দুই ভাগ করে এক অংশ দিয়ে লুংগি রূপে পরলেন এবং অপর অংশ চাদর রূপে গায়ে দিলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলে তার নাম পড়ে গেল 'যুল বিজাদায়ন'–দুই কম্বলধারী।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইবনু শিহাব যুহরী (র)....আবূ রুহ্‌ম কুলছূম ইবনুল হুসায়ন আল-গিফারী (রা)– ইনি হুদায়বিয়ার বৃক্ষ তলে বায়'আত গ্রহণকারী সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি বলতেন, তাবূক অভিযানে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। এক রাতে আমি তার সহযাত্রী হলাম। তখন আমরা 'আখযার' অঞ্চলে সফর করছিলাম। আমার ভীষণ তন্দ্রা পেল। আমি সযত্নে জাগ্রত থাকার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। কেননা, আমার বাহন নবী করীম (সা)-এর বাহনের পাশাপাশি চলছিল। আর এ নিকটবর্তী অবস্থানের কারণে পা-দানীতে তাঁর পায়ের সাথে আমার ছোঁয়া লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল। তাই আমি আমার বাহনটি সতর্ক নিয়ন্ত্রণে রেখে চলছিলাম। কিন্তু পথিমধ্যে একসময় নিদ্রা আমাকে পরাভূত করে ফেললে আমার বাহন তাঁর বাহনকে ধাক্কা দিল এবং পা-দানীতে তাঁর পায়ের উপর চাপ লাগল। তখন তাঁর 'ইস' আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ইসতিগফার করুন। তিনি বললেন, এগিয়ে চল।

তারপর তিনি তাবূক অভিযান থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের গিফার গোত্রের লোকদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন এবং আমি তাঁকে সে বিষয়ে বলতে থাকলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন–

ما فعل النفو الحمر الطول الثطاط الذين لا شعر فى وجوههم-

"লাল বর্ণের চেহারায় দীর্ঘকার মাকুন্দ লোকদের খবর কি ? আমি তাদের পিছিয়ে থাকার বিষয় তাঁকে বর্ণনা করলাম।"

তিনি আবার বললেন,؟ فما فعل النفر السور الجعاد القصـــار "ক্ষুদে কোকড়ানো চুল কালো লোকদের খবর কি ?" আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমাদের মাঝে এ ধরনের লোকদের পরিচয়-অবস্থিতি তো আমার জানা নেই। তিনি বললেন, بلى الذين لهم نعم بشـــبكة شـــدخ "নিশ্চয়ই আছে। শাবাকা-সাদাখ কুয়োর এলাকায় যারা পশু চরায়।" আমি তখন গিফারীদের মাঝে তাদের অবস্থান স্মরণ করার চেষ্টা করে প্রথমে ব্যর্থ হলাম। কিন্তু তখনই আবার আমার মনে পড়ল যে, ওরা তো আসলাম গোত্রের একটি শাখা। যারা আমাদের (গিফারীদের) সাথে মিত্রতা বদ্ধ। তখন আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা আসলামীদের একটি শাখা গোত্র। আমাদের সাথে মিত্রতাবদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তাদের উটপালের মধ্য হতে একটি উটের পিঠে একজন স্বতঃস্ফূর্ত মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়ে দিতে কোন জিনিস তাদেরকে বিরত রাখল ? আমার আপন জনদের মাঝে যাদের পশ্চাতবর্তিতা আমার জন্য অধিকতর পীড়াদায়ক-তারা হল মুহাজির, আনসার, গিফার ও আসলাম গোত্রের লোকজন।

ইবনু লাহী'আ (র)....'ফরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে ফিরতি সফরে রওয়ানা করলেন। মুনাফিকদের একটি দল পথে অবস্থিত কোন গিরিপথে তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাকে খাদে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত করল। তিনি তাদের এ ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গেলেন। তাই তিনি মূল বাহিনীকে সমতলের পথ ধরে চলার হুকুম দিয়ে নিজে পাহাড়ী পথ অবলম্বন করলেন। ষড়যন্ত্রকারীরাও মুখোশাবৃত হয়ে তার সাথে পাহাড়ী পথ ধরল। রাসূলুল্লাহ (সা) 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে তাঁর সাথে পায়ে হেঁটে চলার হুকুম দিলেন। 'আম্মার (রা) তাঁর বাহনের লাগাম হাতে এবং হুযায়ফা (রা) পিছন থেকে উট হাঁকাতে হাঁকাতে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে রাতের আঁধারে তাঁরা নিকটেই চক্রান্তকারীদের কোলাহল শুনতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মেযাজে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি দেখা দিল। হুযায়ফা (রা) তা উপলব্ধি করে পিছনে ফিরে কোলাহলকারীদের কাছে পৌঁছলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি কোকড়া মাথা লাঠি। তিনি ওদের বাহনগুলির মাথায় তার লাঠি ঠুকতে লাগলেন। হুযায়ফা (রা)-কে দেখে তাদের ধারণা হল যে, তিনি তাদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলেছেন। তাই তারা দ্রুত হটে গিয়ে মূল বাহিনীর সাথে মিশে গেল। হুযায়ফা (রা) এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মিলিত হলেন। তিনি দ্রুত চলার হুকুম দিলে তারা দ্রুতগতিতে গিরিপথটি অতিক্রম করে সমতলের লোকদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হুযায়ফা (রা)-কে বললেন, ঐ লোকগুলিকে তুমি চিনতে পেরেছ ? তিনি বললেন, রাতের আধারে ওদের বাহনগুলি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে চিনতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপর তিনি বললেন, তোমরা দুজন এই দলটির ব্যাপারে জান কি ? তারা বললেন, জ্বী না। তখন তিনি তাঁর উপরে তাদের আক্রমণের চক্রান্তের কথা এ দু'জনকে অবহিত করলেন এবং তাদের নাম ব্যক্ত করে তাদের দু'জনকে তা গোপন রাখতে বললেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাদের কতল করার হুকুম দেবেন না ? তিনি বললেন,

اكره ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه-

'মুহাম্মদ (সা) তাঁর সহচরদের হত্যা করে'– এমন কথা লোকেরা বলাবলি করুক তা আমি পসন্দ করি না।'

ইবনু ইসহাক (র) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম (সা) শুধু হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রা)-কেই তাদের নাম-ধাম জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এটাই অধিকতর যুক্তি সংগত। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।[১]

আবুদ দারদা (রা)-এর একটি উক্তিও এ বক্তব্য সমর্থন করে। কেননা, কোনও প্রসংগে তিনি ইবনু মাসঊদ (রা)-এর সাগিরদ আলকামা (র)-কে বলেছিলেন–"তোমাদের মাঝে অর্থাৎ কূফাবাসীদের মাঝে কি রাসূল (সা)-এর দিনরাতের সহচর ইবনু মাসঊদ (রা) নেই? তোমাদের মাঝে কি রাসূল (সা)-এর রহস্যের ধারক–যা একমাত্র সে ব্যতিরেকে আর কেউ জানেনা, অর্থাৎ হুযায়ফা (রা) নেই? তোমাদের মাঝে কি সেই ব্যক্তি নেই যাকে আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (সা)-এর জবানীতে শয়তান থেকে পানাহ দিয়েছেন– অর্থাৎ আম্মার (রা)? এছাড়া আমরা আমীরুল মু'মিনান উমর (রা) থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণনা করছি যে, তিনি হুযায়ফা (রা)-কে বলেছিলেন, "তোমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, আমার নাম কি তাদের মাঝে রয়েছে ?" তিনি বললেন, জ্বী না। তবে আপনি ব্যতীত আর কাউকে সম্ভাব্য অভিযোগ থেকে মুক্ত ঘোষণা করব না। (অর্থাৎ আর কেউ এভাবে জিজ্ঞাসা করলে তাকে হাঁ বা না জবাব দিব না। যাতে প্রকারান্তরে রাসূল (সা)-এর রহস্য ফাঁস না হয়ে যায়।–অনুবাদক)।

আমার মতে তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন। তবে কেউ কেউ বলেছেন বারো জন। ইবনু ইসহাক (র) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হুযায়ফা (রা)-কে তাদের কাছে পাঠালে তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে সমবেত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড ও তাঁর বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তের কথা অবহিত করলেন। এ পর্যায়ে ইবনু ইসহাক (র) তাদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেশ করে মন্তব্য করেছেন যে, এদের সম্বন্ধেই মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ নাযিল করলেন, وهموا بما لم ينالوا "তারা যা সংকল্প করেছিল তা করতে পারে নি" (৯ ঃ ৭৪)।

বায়হাকী (র) বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (র) .. হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রা) থেকে–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহন উটনীর লাগাম ধরে তার আগে আগে চলছিলাম। আর আম্মার (রা) পিছন থেকে উট হাকাচ্ছিলেন। কিংবা আমি পিছন থেকে হাকাচ্ছিলাম আর আম্মার (রা) তার আগে আগে লাগাম টেনে চলছিলেন। আমরা পাহাড়ী ঘাটির কাছাকাছি পৌঁছলে বারো জন আরোহীকে তার পথ রোধ করে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। তিনি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা পালিয়ে গা ঢাকা দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বললেন, 'লোকগুলিকে তোমরা চিনতে পেরেছ ?" আমরা বললাম, জ্বী না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো মুখোশাবৃত ছিল। তবে আমরা তাদের বাহনগুলো চিনতে পেরেছি। তিনি বললেন,

১. এ ধরনের গোপন বিষয়াদি একমাত্র হুযায়ফা (রা)-র কাছেই সংরক্ষিত থাকত।–অনুবাদক

هؤلاء المنافقون الى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا-

"এরা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান মুনাফিক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। আর ওদের সংকল্পের কথা কি তোমরা অনুধাবণ করেছ ?"

আমরা বললাম ,জ্বী না। তিনি বললেন,

ارادوا ان يزحموا رسول الله فى العقبة فيلقوه منها-

"তাদের ইচ্ছা ছিল গিরিপথে আল্লাহর রাসূলকে আক্রমণ করে তাকে সেখানে ফেলে দেওয়া।"

আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাদের গোত্রের কাছে কেন ফরমান পাঠাচ্ছেন না, যাতে করে প্রতি গোত্র তাদের অভিযুক্ত ব্যক্তির ছিন্ন মস্তক আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয় ? তিনি বললেন–

اكره ان يتحدث العرب بينها ان محمدا قاتل لقومه- حتى اذا اظهره الله بهم اقبل عليهم يقتلهم-

"আরবরা পরস্পরে এমন কথা বলাবলি করবে যে, মুহাম্মদ তার দলের সহায়তায় লড়াই করে করে অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয়ী করলে তাদের বিপক্ষে হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করেছে।– তা আমি পসন্দ করি না।" তারপর বললেন, اللهم ارمهم بالد بيلة ইয়া আল্লাহ! তাদের গায়ে দুবায়লা নিক্ষেপ করুন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুবায়লা কি ? তিনি বললেন–

هى شهاب من نار تقع على نياط قلب احدهم فيهلك-

"তা হল আগুনের শিখা, যা তাদের প্রত্যঙ্গের মর্মমূলে মৃত্যুবান রূপে আঘাত হানবে, তাতে সে হালাক হয়ে যাবে।"

সাহীহ মুসলিমে রয়েছে শু'বা (র)....কায়স ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আম্মার (রা)-কে বললাম, আচ্ছা, আলী (রা)-এর ব্যাপারে আপনারা যে কর্মপন্থা অনুসরণ করলেন, বলুন তো, তা কি আপনাদের নিজস্ব (ইজতিহাদী) অভিমত ছিল, নাকি এমন কোন বিষয় ছিল যার অংগীকার আল্লাহর রাসূল (সা) আপনাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন ? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদের নিকট থেকে এমন কোন বিষয় অংগীকার নেন নি, যা আপামর মুসলিম জনতার কাছ থেকে নেন নি। তবে হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন,

فى اصحابى اثنا عشر منا فقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط-

"আমার আসহাবের মাঝে এমন বার জন মুনাফিক রয়েছে, যাদের আট জন ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ না কোন উট সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবিষ্ট হয়।"

কাতাদা (র) থেকে অন্য একটি সূত্রের রিওয়ায়াতে রয়েছে। "আমার উম্মতের মাঝে বার জন মুনাফিক রয়েছে, যারা সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে

না।" তাদের মাঝে আট জনের জন্য 'দুবায়লা'ই যথেষ্ট হবে, তা হল আগুনের শিখা, যা তাদের স্কন্ধ সন্ধি দিয়ে ঢুকে বুক ফুড়ে বের হবে।"

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, হুযায়ফা (রা) থেকে আমরা এরূপ রিওয়ায়াতও পেয়েছি যে, তারা ছিল চৌদ্দ জন– কিংবা পনের জন। আর আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, তাদের মাঝে বার জন ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারী সাব্যস্ত হবে। অবশিষ্ট তিন জনের ওযর কবূল করা হয়েছে। কেননা, তারা বলেছিলেন যে, আমরা ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পাইনি এবং নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা সম্পর্কেও আমরা জানতাম না। ইমাম আহমাদ (র) তার মুসনাদ গ্রন্থে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

ইয়াযীদ ইবন হারূন (র)....আবুত তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন কালে একজন ঘোষককে হুকুম দিলে সে এরূপ ঘোষণা দিল– "রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ী পথ ধরে চলবেন, সুতরাং অন্য কেউ সে পথে যাবে না।" পরে যখন হুযায়ফা (রা) সামনে থেকে রাসূলের বাহন টেনে নিচ্ছিলেন আর আম্মার (রা) পিছন থেকে হাকিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন একদল মুখোশধারী লোক দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসে আম্মার (রা)-কে ঘিরে ফেলল। আম্মার (রা) ঘুরে দাড়িয়ে বাহনগুলোর মুখে আঘাত করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হুযায়ফা (রা)-কে বললেন, হয়েছে, হয়েছে, চল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) উপত্যকা থেকে সমতলে অবতরণ করলেন। ততক্ষণ আম্মার (রা) ফিরে এলে তিনি বললেন, 'ও আম্মার! তুমি লোকগুলোকে চিনতে পেরেছি কি ?' তিনি বললেন, প্রায় সব কটি বাহন আমি চিনেছি, কিন্তু আরোহীরা ছিল মুখোশাবৃত। তিনি বললেন, ওদের উদ্দেশ্য কি ছিল, তা কি তুমি জান ? তিনি বললেন,'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত।' তিনি বললেন, 'তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রাসূলকে আক্রমণ করে তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়া।' বর্ণনাকারী বলেন, এ বর্ণনা প্রসংগে একবার আম্মার (রা) নবী করীম (সা)-এর একজন সাহাবীর সাথে কানাঘুষা করলেন। লোকটিকে তিনি বললেন, আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাকে বলছি, তুমি কি জান, গিরিপথের ঘটনায় লোক সংখ্যা কত ছিল ? সে বলল, চৌদ্দ জন। আম্মার (রা) বললেন, তুমিও যদি তাদের একজন হয়ে থাক, তাহলে তারা ছিল পনের জন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মাঝে তিন জনের ওযর গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তারা বলেছিল যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পাইনি এবং ঐ দলটির উদ্দেশ্যও আমদের জানা ছিল না। আম্মার (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশিষ্ট বার জন দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণাকারী রূপে সাব্যস্ত হবে।

মসজিদে যিরার-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ....
والله عليم حكيم -

"এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে, তার গোপন

ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি।' আল্লাহ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী। তুমি তাতে কখনো (সালাতের উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ো না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপরে, তাই তোমার সালাতের জন্য অধিকতর উপযোগী। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পসন্দ করেন।

যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে, সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে, তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোম্মুখ কিনারায়, ফলে যা তাকেসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রর্দশন করেন না।

তাদের সে ঘর যা তারা নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে– যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৯ : ১০৭-১১০)। এ আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিষয়ে আমার তাফসীর গ্রন্থে যথেষ্ট আলোকপাত করেছি।

অনাচার প্রবল এ লোকদের এ মসজিদ নির্মাণ প্রসংগ এবং তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনায় প্রবেশের পূর্বাহ্ণে রাসূল (সা) কর্তৃক মসজিদটি মিসমার করে দেওয়ার নির্দেশ প্রসংগটি ইবনু ইসহাক বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার সার কথা হল, মুনাফিকদের একটি দল কূবা মসজিদের কাছে কাছে মসজিদের আকার-আকৃতি দিয়ে একটি ঘর তৈরী করল। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে উদ্বোধনী সালাত আদায় করে দিলে তাদের দূরভিসন্ধি তথা শৃংখলা ভংগের এবং কুফরী ও হটকারীতার পথ সুগম হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তার রাসূলকে সেখানে সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখে হিফাজত করলেন। আর তা হল এভাবে, তিনি তখন তাবূক অভিযানে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি 'যী আওয়ান' মদীনা থেকে এক ঘন্টা দূরত্বের– স্থানে অবস্থানকালে এ মসজিদ সম্পর্কে পূর্বোক্ত ওহী নাযিল হয়। (والذين اتخذوا مسجدا......من قبل)

দুরভিসন্ধিমূলক ও ক্ষতিকর ضرارا বলার যুক্তি হল–তাদের উদ্দেশ্য ছিল কূবা মসজিদের প্রতিকূলে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হওয়া। আর কুফরী ক্রিয়াকাণ্ড (كفرا) এ জন্য যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের স্থলে এ ক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল তার প্রতি কুফরী। আর تفريقا 'বিভেদ সৃষ্টি করণে' এ কারণে যে, কূবা মসজিদের মুসল্লী জামাআতে বিভক্তি সৃষ্টির প্রয়াস ছিল। ارصادا ইতোপূর্বেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য ঘাঁটি ও আখড়া....ব্যক্তিটি হল রাহিব আবূ আমির ফাসিক– আল্লাহ তাকে কুৎসিত করুন। পূর্ববর্তী ঘটনা এরূপ– আল্লাহর রাসূল (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করল এবং মক্কায় গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের উত্তেজিত করে তুলল। ফলে সংঘটিত হল উহুদের যুদ্ধ। যার বিবরণ ইতোপূর্বে পেশ করা হয়েছে। এখানে তার চক্রান্ত সফল না হওয়ায় সে রাসূলের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে রোম সম্রাট কায়সারের দরবারে উপনীত হল। আবূ 'আমির ছিল হিরাক্লিয়াসের ধর্মাবলম্বী অন্যতম আরব খৃস্টান। সেখানে থেকে সে রং বেরং-এর প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যতের রংগীন আশার আশ্বাস দিয়ে মদীনায় তার সহযোগীদের কাছে চিঠি-পত্র পাঠাতো। শয়তান তো শুধুমাত্র প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে। এভাবে তার চিঠি পত্র ও দূতের ঘন ঘন গমনাগমন চলতে থাকত। এক

পর্যায়ে তারা মসজিদরূপী এ ঘরটি তৈরী করল, যা মূলত ছিল যুদ্ধের আখড়া এবং আবূ 'আমির রাহিবের নিকট থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ ও তাদের অনুগামী মুনাফিকদের নিরাপদ আস্তানা। এ কারণেই আল্লাহ পাক তার ঘোষণায় বলেছেন– "আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের আখড়া। তারপর ইরশাদ করেছেন, وليحلفن অর্থাৎ ঐ ঘরের নির্মাতারা অবশ্যই কসম করে বলবে– ان اردنا الا الحسنى অর্থাৎ এ নির্মাণে আমাদের উদ্দেশ্য একান্ত নির্ভেজাল ও মহৎ। জবাবে আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ– والله يشهد انهم لكاذبون "আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চিতই শুধু মিথ্যাবাদী। তারপর আল্লাহ তার রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন لا تقم فيه ابدا 'সেখানে আপনি মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করবেন না।' এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হল, যাতে তাঁর অবস্থান ওদের উদ্দেশ্যের সার্থকতা আনয়নে সহায়ক না হয়। বরং আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন সে মসজিদে অবস্থানের ব্যাপারে, সূচনালগ্ন থেকেই যার বুনিয়াদ রয়েছে তাকওয়া ও খোদা ভীতির উপরে। সেটি হল কূবা মসজিদ। কেননা, আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা সংযুক্তি এ দাবী প্রমাণ করে এবং কুফাবাসীদের তাহারাত প্রীতির প্রশংসায় বর্ণিত হাদীসসমূহেও বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত মিলে। তবে মুসলিম শরীফে যে 'তাকওয়ার বুনিয়াদ সম্বলিত মসজিদ' বলে 'মসজিদে নব্বী'-কে বুঝানো হয়েছে, তা আমাদের বর্তমান বর্ণনার সাথে সংঘাত সৃষ্টি করবে না।

কেননা, কুবা মসজিদ সম্পর্কে যদি 'সূচনা লগ্ন থেকে তাকওয়ার উপরে ভিত্তিকৃত' বিশেষণ কার্যকর হতে পারে, তাহলে নববী মসজিদ তো এ গুণের অধিকতর উপযোগী ও অধিকারী। বরং তার মাহাত্ম্য তো আরো মযবুত ও সুদৃঢ়। তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। –আলহামদু লিল্লাহ। মোট কথা রাসূলুল্লাহ (সা) যী আওয়ানে অবস্থান কালে মালিক ইবনুদ দুখ্‌শুম ও মাআন ইব্‌ন 'আদী –অথবা তার ভাই আসিম ইবন 'আদী (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং অনাচারীদের নির্মিত এ মসজিদের কাছে গিয়ে সেটি ভস্মীভূত করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তারা দু'জন গিয়ে সেটিকে ভস্মীভূত করে দিলে সেখানে অবস্থানকারীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

ইবনু ইসহাক বলেন, এ নির্মাণে অংশগ্রহণকারীরা ছিল বার জন। তারা হল ঃ (১) খিযাম ইবন খালিদ –তার বসত বাড়ীর কাছেই কথিত মসজিদটি তৈরী করা হয়েছিল; (২) ছালাবাঃ ইব্‌ন হাতিব; (৩) কাব ইব্‌ন কুশায়র; (৪) আবূ হাবীবা ইবনুল আযআর; (৫) সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা)-এর ভাই আব্বাদ ইব্‌ন হুনায়ফ; (৬) জারিয়া ইব্‌ন 'আমির –ও তার পুত্রদ্বয়; (৭) মুজাম্মা; (৮) যায়দ; (৯) নাবতাল ইবনুল হারিছ; (১০) বাখুরাজ (ইয়াখরুজ)–বনূ যাবী'আর সাথে সম্পৃক্ত; (১১) বাজাদ ইব্‌ন উসমান–যাবী'আ গোত্রের এবং (১২) বনূ উমাইয়ার ওদী'আ ইব্‌ন ছাবিত।

আমার মতে এ তাবূক অভিযানেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবী আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর মুকতাদী হয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। এ সালাতে তিনি ইমামের সাথে শুধু দ্বিতীয় রাক'আত পেয়েছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরূপ যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উযু করতে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আল মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা)। কিন্তু পৌঁছতে তার বিলম্ব হয়ে গেল। তাই সালাতের জন্য ইকামাত বলা হলে আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ ইমামের মুসল্লায় দাঁড়ালেন। তিনি সালাত সমাপনী সালাম করলে লোকেরা ঘটনাটিকে প্রবল রূপে নিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তা অনুভব করে লোকদের বললেন, احسنتم واصبتم "তোমরা চমৎকার

ও সঠিক কাজটিই করেছ।" ঘটনাটি বুখারী (র) (আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন) ভাষ্যে রিওয়ায়াত করেছেন।[১]

বুখারী (র) বলেন, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে –বর্ণনা **করেন**, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন,

ان بالمدينة اقواما ماسرتم مسيرا ولا قطعتم واديلا الاكانوا معكم -

"মদীনায় এমন এক দল লোক রয়েছে যে, এ অভিযানে তোমরা যত পথ অতিক্রম করেছ এবং যত উপত্যকা পাড়ি দিয়েছ, তারা তোমাদের সংগেই ছিল।"

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও ? তিনি বললেন, وهم بالمدينة حبسهم العذر "তারা মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও, কেননা, ওযর তাদের আটকে রেখেছিল।" এ সূত্রে বর্ণনাটি একক।

বুখারী (র) আরও বলেন, খালিদ ইব্‌ন ইব্‌ন মাখলাদ (র)....আবূ হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে তাবূক থেকে ফিরছিলাম, মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, "এ হল তাবাঃ পবিত্র নগরী, আর এ হল উহুদ পাহাড়, যে আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালবাসি।" মুসলিম (র) এ হাদীসখানি সুলায়মান ইবন বিলাল (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....আস সাইব ইব্‌ন য়াযীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ কথা আমার স্মরণ আছে যে, তাবূক অভিযান থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য আমি বালকদলের সাথে বের হয়ে ছানিয়্যাতুল ওবাদ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) এ রিওয়ায়াতটি উল্লিখিত সনদে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তিরমিযী এটিকে হাসান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।

বায়হাকী (র) বলেছেন, আবূ নাসর ইবন কাতাদা (র) .. ইবনু আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় উপনীত হলে নারী ও বালক-বালিকার দল গাইতে লাগল–

طلع البدر علينا + من ثنيات الوداع -

وجب الشكر علينا + ما دعا لله داع -

"পূর্ণ শশী উদয় হল, ছানিয়্যাতুল ওয়াদা-এর কোলে; শুকর আদায় করা লাযিম, যাবৎ ডাকেন খোদার দাঈ।"বায়হাকী (র) বলেন, যেহেতু আমাদের আলিমগণ এ পংক্তিমালা নবী করীম (সা) তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' দিয়ে অতিক্রম করার সময় গীত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন–তাই আমরা এখানেও তা উল্লেখ করলাম। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

---

১. বুখারী (র)-এর حدثنا ভাষ্যযুক্ত রিওয়ায়াত অধিকতর মযবুত ও প্রামাণ্য

বুখারী (র) বলেন, কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর হাদীস ঃ ইয়াহয়া ইব্‌ন বুকায়র (র).... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন–কা'ব (রা) দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলার পরে তার সন্তানদের মাঝে ইনিই পিতার সহচররূপে দায়িত্ব পালন করতেন। আমি কা'ব ইবন মালিককে তাবূক অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকার বিষয় বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে সব যুদ্ধ স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন, তাবূক অভিযান ব্যতিরেকে তার কোনটিতেই আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। তবে হাঁ, আমি বদর অভিযানেও অনুপস্থিত ছিলাম, কিন্তু বদরে অনুপস্থিতির জন্য কাউকেই অভিযুক্ত করা হয়নি। কেননা, বদরে (মূলত যুদ্ধের পরিকল্পনা ছিল না) রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা অবরোধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ পাক অনির্ধারিতভাবে তাদের ও শত্রুদের পরস্পর সম্মুখীন করে দিলেন। আমি তো (হিজরত পূর্বকালীন) আকাবার বায়আতের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত ছিলাম। যেখানে আমরা ইসলামের বিষয় দৃঢ় অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম।

আর সে রাতের উপস্থিতির বিনিময়ে বদরে উপস্থিতি আমার কাছে অধিকতর পসন্দীয় নয়। যদিও জন সমাজে বদর আকাবার তুলনায় অধিকতর আলোচিত ও প্রসিদ্ধ। সে যাই হোক, আমার ঘটনা হল এই যে, ঐ অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকার সময় আমি যেমন সবল ও সংগতিপূর্ণ ছিলাম, তেমন অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর আগে কখনো আমার কাছে একত্রে দু'টি বাহন উট ছিল না। অথচ ঐ অভিযানের সময় আমি দু'টি বাহন সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। এর আগে পর্যন্ত কোন অভিযানের পরিকল্পনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা) দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করে উদ্দিষ্ট স্থান গোপন রাখতেন। কিন্তু এ অভিযানে তিনি রওয়ানা হলেন তিনি প্রচণ্ড গরমের সময়, সফর ছিল দূর-দূরান্তের আর প্রতিপক্ষ ছিল সংখ্যা ও সরঞ্জামে বিশাল। তাই তিনি মুসলমানদের কাছে ব্যাপারটি খোলাসা করে দিলেন, যাতে তারা তাদের অভিযানের যথাযোগ্য প্রস্তুতি নিতে পারে। তিনি তাদেরকে তার অভীষ্ট স্থানের কথা পরিস্কার জানিয়ে দিলেন। এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মুসলমানরা ছিল অগণিত, যাদের সংখ্যা লিখিতভাবে সংরক্ষিত ছিল না। কা'ব (রা) বলেন, তাই কেউ পালিয়ে বাঁচতে চাইলে সে এ ধারণা করতে পারত যে, যতক্ষণ না তার ব্যাপারে ওহী নাযিল হচ্ছে, ততক্ষণ সে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযানে গিয়েছিলেন যখন ফল (পাক ধরার কারণে) এবং ছায়া (গরমের তীব্রতার কারণে) প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সহগামী মুসলমানগণ সফর প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। আমি প্রতি সকালে তাদের সাথে রওয়ানা করার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়তাম আর কোন কিছু সমাধা না করেই ফিরে আসতাম। আর মনে মনে বলতাম, আমি তো যে কোন মূহুর্তেই বেরিয়ে পড়তে সক্ষম। এভাবে আমার দ্বিধা দীর্ঘায়িত হল। আর লোকদের প্রস্তুতি প্রচেষ্টা তীব্রতর হল। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সহগামী মুসলমানগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন। অথচ আমি তখনও আমার প্রস্তুতির কিছুই সমাধা করে সারিনি। মনকে প্রবোধ দিলাম, এক দুই দিনের মধ্যেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। তারা মদীনা ত্যাগ করার পরে আমি প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বের হলাম। কিন্তু কিছু সমাধা না করেই ফিরে এলাম। আবার সকালে বের হলাম এবং কিছু না করেই ফিরে এলাম। আমার এ অবস্থা চলতে থাকল আর তারা দ্রুত পথ অতিক্রম করে গেলেন এবং যুদ্ধের সময় ফুরিয়ে এল প্রায়। তখনও আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে,

অতি দ্রুত গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হব। –হায়, তেমনও যদি করতাম। কিন্তু তা আমার কপালের লিখন ছিল না। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা করে যাওয়ার পর থেকে আমি যখনই বাড়ি ছেড়ে বের হতাম এবং ঘুরে বেড়াতাম, তখন এ ব্যাপারটি আমাকে পীড়া দিত যে, কট্টর মুনাফিক কিংবা দুর্বল-অসমর্থ হওয়ার কারণে আল্লাহ যাদের অপারগতা মনজুর করেছেন, তেমন লোক ব্যতীত আর একটা পুরুষও দেখতে পেতাম না।

তাবূকে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কথা আলোচনা করলেন না। তাবূকে পৌঁছে বাহিনীর দরবারে তিনি বললেন, 'কা'ব এর কি খবর ?' বনূ সালিমার এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার দু'প্রস্ত পোশাক ও নিজের পার্শ্বদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি তাকে আটকে রেখেছে। মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বললেন, 'তুমি অতি মন্দ কথা বলেছ ? আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার বিষয় আমরা কল্যাণ বৈ কিছু জানি না।' রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নীরব রইলেন।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, তিনি ফিরতি সফর শুরু করেছেন, তখন যত সব চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। আমি মনে মনে নানা ফন্দি-ফিকির করতে লাগলাম এবং যে কথা বলে আগামী দিনে তার ক্রোধানল থেকে রেহাই পেতে পারব তা আওড়াতে লাগলাম। এবং এ ব্যাপারে আমার পরিবারের প্রত্যেক ধীমান ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার প্রয়াস পেলাম। যখন সংবাদ হল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই এসে পড়লেন, তখন আমার মিথ্যার জারিজুরি হারিয়ে গেল এবং স্বতঃসিদ্ধভাবে এ কথা বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যার লেশ মাত্র রয়েছে এমন কোন কথা বলে আমি রেহাই পাব না। তাই তাঁর সমীপে সত্য বলার দৃঢ় সংকল্প করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বাহ্নে শুভাগমণ করলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, সফর থেকে ফিরে এলে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু রাকআত সালাত আদায় করে আগত লোকদের দিকে মুখ করে বসতেন। তা করার পর অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা এসে তাঁর কাছে নিজেদের ওযর-অপারগতা পেশ করতে লাগল এবং সত্যবাদীতা প্রমাণের জন্য হলফ করতে লাগল। এদের সংখ্যা ছিল আশির উপরে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বাহ্যিক বক্তব্য মনজুর করে তাদের (পুনঃ) বায়'আত করে নিতে লাগলেন এবং তাদের জন্য ইসতিগফার করলেন। আর তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সোপর্দ করলেন মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহর হাতে।

আমিও তার কাছে এসে তাকে সালাম করলে তিনি রুষ্ট ব্যক্তির হাসি হাসলেন এবং পরে বললেন, "এদিকে এস।" আমি পায়ে পায়ে হেঁটে এসে তার সামনে বসলে তিনি বললেন, "কোন বিষয় তোমাকে পিছিয়ে রাখল ? তুমি কি তোমার বাহন উট খরিদ করেছিলে না ?" আমি বললাম, জ্বী হাঁ, আল্লাহর কসম! আজ যদি আমি আপনি ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের সকাশে উপবিষ্ট হতাম, তাহলে অবশ্যই ভাবতাম যে, কোন মিথ্যা ওযরের আশ্রয় নিয়ে তাঁর ক্রোধ থেকে রেহাই পাব। আমার রয়েছে কথায় মার-প্যাঁচ খাটাবার প্রতিভা। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি ভাল করেই জানি, আজ যদি আমি আপনাকে এমন কোন মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে অতি সত্বর এমন হবে যে, আল্লাহ্ আপনাকে আমার উপর রাগান্বিত করে দেবেন। আর যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, যাতে আপনি আমার উপর রাগ করবেন, তাহলে তাতে আমি আল্লাহ্‌র ক্ষমার আশা রাখি। না,

আল্লাহ্‌র কসম! আমার কোনই ওযর অসুবিধা ছিল না। আবারও আল্লাহ্‌র কসম! এবারের **পশ্চাদবর্তীতার সময়ের মত** এত অধিকতর সুস্থ্-সবল ও সঙ্গতিসম্পন্ন আর কখনো ছিলাম না। **রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,** اماهذا فقد صدقق قم حتـــى يقضـــى الله فيــك "হাঁ! এ তো সত্য **কথাই বলল। আচ্ছা,** যাও যাবৎ না আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা দেন।" আমি **উঠে পড়লাম।** (আমার গোত্র) বনূ সালিমার একদল লোক দৌড়ে এসে আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। তারা বলল, ইতোপূর্বে তুমি কোন অপরাধে লিপ্ত হয়েছ বলে আমাদের জানা নেই, তবুও তোমার সাধ্যে কুলাল না যে, অন্যান্য পশ্চাদবর্তীরা যেমন অপরাগতা পেশ করেছে তেমন কোন ওযর তুমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে নিবেদন করতে! তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌তিগফার তোমার গোনাহের কাফ্‌ফারারূপে যথেষ্ট হয়ে যেত! তারা আমাকে এমন তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগল যে, অবশেষে আমারও ইচ্ছা হতে লাগল যে, আমি ফিরে গিয়ে আমার পূর্ব ভাষ্য প্রত্যাহার করি। এ পর্যায়ে আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম। আমার মত এমন অবস্থা আর কারো হয়েছে কি? তারা বলল, "হাঁ, আরও দুজন লোক; তারা তোমার মতই বক্তব্য পেশ করেছে এবং তোমাকে যা বলা হয়েছে, তাদেরকেও তাই বলা হয়েছে।" আমি বললাম, সে দুজন কে কে? তারা বলল, মুরারা ইবনুর রাবী আল আমরী ও হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া আল ওয়াকিফী। আমি দেখলাম, তারা দুজন ভাল মানুষের নাম উচ্চারণ করল, যারা ছিলেন বদরে অংশগ্রহণের মর্যাদায় ভূষিত এবং যাদের মাঝে পাওয়া যেতে পারে অনুসরণীয় আদর্শ। এ দু'জনের নাম নেয়া হলে আমি আমার পূর্ব সংকল্পে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পশ্চাদবর্তীদের মধ্য হতে শুধু আমাদের এ তিনজনের সাথে সকল মুসলমানের বাক্যালাপ নিষিদ্ধ করে দিলেন। লোকেরা আমাদের থেকে দূরত্বে অবস্থান করতে লাগল এবং আমাদের প্রতি বিরূপভাব দেখাল, এমন কি দেশটি যেন আমার কাছে অপরিচিত হয়ে গেলো। এ যেন আমার পরিচিতি সে দেশ নয়।

এভাবে আমাদের দীর্ঘ পঞ্চাশটি দিন অতিবাহিত হল। আমার ঐ দুই সাথী তারা আত্মসমর্পণ করে যার যার ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে কেঁদে কেঁদে কাটালেন। দলের মাঝে আমি ছিলাম তরুণ ও সুঠাম সবল। আমি ঘর থেকে বের হতাম। মুসলমানদের সাথে জামাআতে সালাত আদায় করতাম এবং হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াতাম, কিন্তু একটা লোকও আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতেও হাযির হতাম এবং সালাত পরবর্তী মজলিসে উপবেশনকালে তাঁকে সালাম করে মনকে জিজ্ঞেস করতাম–

আমার সালামের জবাবে তাঁর পবিত্র ঠোঁট কি নড়ে উঠল, নাকি উঠল না? পরবর্তীতে তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতাম এবং চোরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে লক্ষ্য করতাম। আমি সালাতে মনযোগী হলে তিনি আমার দিকে তাকাতেন আর আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরালে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। অবশেষে লোকদের কঠোরতা দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে গেলে একদিন আমি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে আবূ কাতাদা আমার জ্ঞাতি ভাই এবং প্রিয়তম ব্যক্তির বাগানের দেয়াল টপকালাম। আমি তাকে সালাম করলাম। আল্লাহ্‌র কসম! সে আমার সালামের জবাব দিল না। আমি বললাম, আবূ কাতাদা! তোমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে! তুমি তো জান যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে আমি ভালবাসি। কিন্তু হায় সে যে নিরব! আমি পুনরায় তাকে দোহাই

দিলাম। কিন্তু সে যথারীতি নিরব! তৃতীয়বার তাকে দোহাই দিলে সে বলল "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত।" আমার দু'চোখ ভরে পানি এল। আমি উল্টাপায় ফিরে দেয়াল টপকালাম।

কা'ব (রা) বলেন, একদিনের ঘটনা– আমি মদীনার বাজারে ঘুরাঘুরি করছিলাম, শুনি কি সিরিয়ার অধিবাসী জনৈক নাবাতী ব্যক্তি মদীনায় খাদ্যসামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্য আগত ব্যবসায়ীদের একজন– আওয়ায দিচ্ছে কা'ব ইব্ন মালিকের সন্ধান আমাকে কি দিতে পার?... লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করে তাকে দেখাতে লাগল। লোকটি আমার কাছে এসে (এক টুকরা রেশমী কাপড়ে মোড়া) গাস্সানী রাজার একটি চিঠি আমার হাতে তুলে দিল। পড়ে দেখি কি "পর সমাচার, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার কর্তা তোমাকে নিপীড়ন করেছে। তুমি তো মর্যাদাহীন ও ফালতু ব্যক্তি নও। তুমি আমাদের এখানে এসে পড়ো, আমরা তোমার প্রতি সহমর্মিতা দেখাব।" পত্র পাঠে আমি মনে মনে বললাম, এটাও আর একটা পরীক্ষা, আমি অবলীলায় চিঠিটি চুলায় নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে দিলাম। দিন এভাবে গড়াতে থাকলো। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিনের মাথায় আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর দূত এসে আমাকে বলল, 'আল্লাহ্র রাসূল তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার হুকুম করেছেন। আমি বললাম, তাকে কি 'তালাক' দিয়ে দেব নাকি অন্য কিছু করব? দূত বলল, না, তার থেকে পৃথক থাকবে এবং তার সাথে সহবাস করবে না। আমার সাথীদের কাছেও অভিন্ন আদেশনামা পাঠান হল। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাড়ি চলে যাও এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে।

কা'ব (রা) বলেন, হিলাল ইব্ন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! হিলাল ইব্ন উমাইয়া এক দুর্বল বৃদ্ধ; তার কোন খাদিম নেই; আমি তাকে সেবা করা কি আপনি অপসন্দ করবেন? তিনি বললেন, لا و لكن لا يقربك না; তবে সে তোমার সাথে সহবাস করতে পারবে না। সে বলল, "আল্লাহ্র কসম! এ ব্যাপারে তার কোনই আগ্রহ নেই। আল্লাহ্র কসম! ঘটনার সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেঁদে কেঁদেই কাটিয়ে দিয়েছে।" এমতাবস্থায় আমার (কা'ব-এর) পরিবারের কেউ কেউ আমাকে বলল, তুমি যদি তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি নিয়ে নিতে যেমন হিলাল ইব্ন উমাইয়ার খিদমতের জন্য তার স্ত্রী অনুমতি নিয়েছে! আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি চাইতে যাব না। কেননা, জানি আমি এক সুঠাম যুবক, স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি চাইতে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কীনা কি বলেন?

কা'ব (রা) বলেন, এরপরে আমার প্রতীক্ষার আরও দশ দিন অতিক্রান্ত হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে বাক্য-বিনিময় নিষিদ্ধ করার পর থেকে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হল। পঞ্চাশতম রাত গিয়ে ভোরে আমি আমাদের বাড়ির কোন এক ঘরের ছাদে ফজরের সালাত আদায় করছিলাম। আমি সালাতান্তে সেই বিষাদ ভারাক্রান্ত অবস্থায় বসা ছিলাম, যেমন মহান আল্লাহ্ বর্ণনা দিয়েছেন- "আমার অস্তিত্ব আমার কাছে ভারী হয়ে গিয়েছে, আর পৃথিবী তার ব্যাপক বিস্তৃতি সত্ত্বেও আমার কাছে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে।" শুনি কি সালা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কোন চিৎকারকারী তার পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার দিয়ে বলছে, হে কা'ব! তোমার জন্য শুভ সংবাদ! শুনামাত্র আমি সিজদাবনত

হলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, সংকট কেটে গিয়েছে, প্রশস্ততার দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। ও দিকে ঘটনা হয়েছিল এই যে, ফজরের সালাত আদায়কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দিলেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। আমার সাথীদ্বয়ের কাছেও সুসংবাদ বাহকেরা গেল। আমার কাছে আসার জন্য এক ব্যক্তি ঘোড়া দৌঁড়াল। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি পাহাড় চূঁড়ায় উঠল। আওয়ায তার গতিতে ঘোড়াকে হার মানাল। আমি যার আওয়ায শুনতে পেয়েছিলাম, সে লোকটি সশরীরে আমার কাছে পৌঁছলে আনন্দে আমি আমার কাপড় জোড়া খুলে তার সুসংবাদ প্রদানের বিনিময়ে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহ্র কসম! তখন এ দু'টি ছাড়া আমার আর কোন কাপড় ছিল না। তাই আমি দুখানা কাপড় ধার করে পরলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযিরা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দলে দলে লোক আমাকে তাওবা কবূলের সুসংবাদ দিয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগল। তারা বলতে লাগল, আল্লাহ্ যে তাওবা কবুল করলেন তা তোমার জন্য মুবারক হোক! কা'ব (রা) বলেন, এভাবে আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট রয়েছেন। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহ্র কসম! মুহাজিরদের মাঝে ঐ একটি লোক ব্যতীত আর কেউ আমার জন্য দাঁড়াল না। আমি তালহা (রা)-এর এ সৌজন্যের কথা কোন দিন ভুলব না।

কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করলাম। তখন তাঁর পূত চেহারা আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে প্রসব করার পর অবধি তোমার জন্য সর্বাধিক মঙ্গলময় দিনের সুসংবাদ নাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, না, বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রকৃতি ছিল যে, তিনি আনন্দিত হলে তাঁর চেহারা এমন উজ্জ্বল হয়ে যেত, যেন তা চাঁদের টুকরা; আমরা তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারতাম।

তাঁর সামনে বসে পড়ে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার তাওবার একাংশ এটাও হবে যে, আমি আমার সহায়-সম্পদ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে তা থেকে বিমুক্ত হব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

امسك عليك بعض مالك فهو خير لك-

"তোমার মালের কতকাংশ নিজের জন্য রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য উত্তম হবে।" আমি বললাম, তা হলে খায়বারে প্রাপ্ত আমার গনীমতের অংশ আমি রেখে দিচ্ছি? আমি আরও বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো আমাকে সত্য কথনের বদৌলতেই নাজাত দিয়েছেন; তাই এটাও আমার তাওবা যে, যদ্দিন বেঁচে থাকব, সত্য ব্যতিরেকে কোন কথা বলব না।" আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমার এ কথা বলার পর থেকে আল্লাহ্ পাক সত্য ভাষণের কারণে কোনও মুসলমানকে আমার চাইতে উত্তম প্রাচুর্যসমৃদ্ধ করেছেন, এমন কারো কথা আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমার এ কথা বলার পর থেকে আমার আজিকার এ দিন পর্যন্ত আমি মিথ্যা একটি কথাও বলি নি। আর আমার আশা, আমার ভবিষ্যত জীবনেও আল্লাহ্ আমাকে হিফাজত করবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি আয়াত নাযিল করেলন-

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ .... ٱلصَّٰدِقِينَ -

"আল্লাহ্ অনুগ্রহ পরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদিগের প্রতি,....... এবং (তোমরা) সত্যবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হও" (৯ ঃ ১১৭-১১৯)। তাই আল্লাহ্র কসম করে বলছি, 'আল্লাহ্ আমাকে ইসলাম গ্রহণের হিদায়াত প্রদানের নিয়ামতের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সত্য বলার তাওফীক প্রদানই আমার দৃষ্টিতে তাঁর সবচাইতে বড় নিয়ামতরূপে বিবেচিত। কারণ তার ফলে এমন হয় নি যে, আমি কি তাঁর কাছে মিথ্যা বলতাম, আর মিথ্যুকরা যেমন ধ্বংস হয়েছে আমিও তেমনি ধ্বংস হয়ে যেতাম।

কেননা, মিথ্যাবাদীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক যখন ওহী নাযিল করলেন, তখন কোন ব্যক্তির জন্য কথিত চরম মন্দ কথাই তাদের প্রসঙ্গে বললেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন–

سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا۟ .... عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ

"তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর।....আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না (৯ ঃ ৯৫-৯৬)।

কা'ব (রা) বলেন, বিশেষ করে আমাদের তিনজনকে 'প্রতীক্ষা' করতে বলা হয়েছিল। যারা এসে মিথ্যা শপথ করে রাসূলের বাহ্যিক মঞ্জুরী লাভ করছিল এবং তিনি তাদের পুনঃ বায়আত করে নিয়ে তাদের জন্য ইস্তিগফার করছিলেন। তাদের থেকে পৃথক করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের ব্যাপারটি স্থগিত রেখে দিলেন এবং আল্লাহ্র ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি বিলম্বিত থাকে। এ বিষয়েই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وعلى الثلاثة الذين خلفوا "এবং (তিনি ক্ষমা করলেন) অপর তিনজনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 'স্থগিত' রাখা হয়েছিল (৯ ঃ ১১৮)।

এ আয়াতে خلفوا শব্দ দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের যুদ্ধ থেকে পশ্চাতবর্তীতার কথা উল্লেখ করেন নি, বরং এখানে শব্দটির অর্থ তিনি যে আমাদের প্রতীক্ষায় রেখেছিলেন এবং যারা হলফসহ ওযর-অজুহাত পেশ করলে তা কবুল করা হয়েছিল– তাদের থেকে আমাদের বিষয়টি বিলম্বিত রাখা হয়েছিল তাই বুঝানো হয়েছে।

মুসলিম (র) যুহ্রী (র)-এর সনদ মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ও যুহ্রী (র) থেকে বুখারী (র)-এর বর্ণনানুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আমার 'তাফসীর' গ্রন্থে আমি ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদের বরাতে তা বর্ণনা করেছি। এ বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত কথাও রয়েছে।

পশ্চাদবর্তীদের প্রসঙ্গ

আলী ইব্ন তালহা আল ওয়ালিবী (র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا۟ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ —

إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ —

"এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে; আল্লাহ্ হয়ত তাদের ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম

দয়ালু" (৯ ঃ ১০২)। এ প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন, এরা ছিলেন, দশজন; যারা তাবূক অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহগামী হন নি। তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে এঁরা উপস্থিত হলে এঁদের সাতজন নিজেদেরকে মসজিদের স্তম্ভসমূহের সাথে বেঁধে রাখলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এঁদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, এঁরা কারা? লোকেরা বলল, আবূ লুবাবা (রা) এবং তার সঙ্গী-সাথীরা; তারা আপনার সহগামী হয় নি; (অপরাধবোধের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ এখন নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছে) যাতে আপনি তাদের মুক্ত করে দেন এবং তাদের ওযর মঞ্জুর করেন। তিনি বললেন–

وانا اقسم بالله لا اطلقهم ولا اعذرهم حتى يكون الله عزوجل هو الذي يطلقهم رغبوا اعنى وتخلفوا عن الغزومع المسلمين-

"আমিও আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি! আমি তাদের মুক্ত করব না, তাদের ওযরও গ্রহণ করব না; যতক্ষণ না আল্লাহ্ই তাদের মুক্ত করে দেন। ওরা আমার প্রতি বিমুখ রয়েছে এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ গমনে বিরত রয়েছে।"

তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তি পৌঁছলে তাঁরা বললেন, আমরাও নিজেদের মুক্ত করছি না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ই আমাদের মুক্ত করছেন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন- واخرون اعترفو بذنوبهم (অর্থাৎ অন্য যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করলো)....এ আয়াতের عسى (হয়ত) শব্দটি আক্ষরিক অর্থে আশাব্যঞ্জক হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা নিশ্চয়তা বিধায়ক অর্থে হয়ে থাকে।

এ আয়াতটি নাযিল হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সংবাদ দিয়ে তাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং তাদের মুক্ত করে দিয়ে তাদের ওযর-অপরাগতার মঞ্জুরী দিলেন। তখন তাঁরা তাঁদের নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আমাদের ধন-সম্পদ, (যা জিহাদে প্রতিবন্ধক হয়েছিল) আপনি আমাদের তরফে এগুলো সাদাকা করে দিয়ে আমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন! তিনি বললেন, "তোমাদের মাল সম্পদ গ্রহণে আমি আদিষ্ট হই নি।" তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন–

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .....

.... وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ —

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করবে। তা দিয়ে তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে। তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং 'সাদাকা' গ্রহণ করেন? আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।....এবং আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল– তিনি তাদের শাস্তি দিবেন, না-কি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ সবজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (৯ ঃ ১০৩-১০৬)।

এ শেষোক্তরা হলেন তাঁরা যাঁরা নিজদেরকে স্তম্ভের সাথে আবদ্ধ করেন নি। তাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে নাযিল হল আল্লাহ্‌র বাণী–

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى .... هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"আল্লাহ্ অনুগ্রহ পরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা....(৯ : ১১৭-১১৮)। অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। আতিয়্যা ইব্‌ন সাঈদ আল আওফী (র) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ও আবূ লুবাবা (রা)-এর এ সময়কার ঘটনা এবং বনূ কুরায়যা অভিযানকালীন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বনূ কুরায়যা অভিযানের পরেও তিনি নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন এবং পরে তাঁর তাওবা কবুল হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি তাবুক অভিযান থেকে পশ্চাতে রয়ে গেলেন এবং পূর্বের ন্যায় নিজেকে বেঁধে রাখলেন অবশেষে আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করলেন।

তিনি তার সব মাল-সম্পদ সাদাকা করে দিয়ে বিমুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, 'সাদাকা করার তোমার জন্য এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট يكفيك من ذالك الثلث মুজাহিদ ও ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন, এ সম্পর্কেই নাযিল হল- واخرون اعترفوا بذنوبهم "এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে"....(৯ : ১০২)। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেছেন, এ ঘটনার পর থেকে তার (আবূ লুবাবা রা) জীবনে কল্যাণ ও সাধুতাই পরিলক্ষিত হয়েছে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরযাহু'।

আমি বলি, এ তিন বর্ণনাকারী (সাঈদ, মুজাহিদ ও ইব্‌ন ইসহাক) আবূ লুবাবা (রা)-এর সাথে তার অন্যান্য সঙ্গীদের কথা উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি যেন তাদের সকলের প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন– যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। হাফিজ বায়হাকী (র) আবূ আহমদ আয যুবায়রী (র) সূত্রে....ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন, তাতে তিনি বললেন,

ان منكم منا فقين فمن سميت فليقم - قم يا فلان! قم يا فلان! قم يا فلان!

"অবশ্যই তোমাদের মাঝে মুনাফিকরা রয়েছে। এখন আমি যার নাম উচ্চারণ করব, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। দাঁড়াও হে অমুক! দাঁড়াও হে অমুক! দাঁড়াও হে অমুক!"

এভাবে একে একে ছত্রিশজনের নাম নিলেন। তারপর বললেন–

ان فيكم - اوان منكم - منافقين فسلوا الله العل فية -

'তোমাদের মাঝে– কিংবা বললেন, তোমাদের মধ্য হতে– কিছু মুনাফিক রয়েছে, তাই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।' বর্ণনাকারী বলেন, চাদরে মুখাবৃত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে উমর (রা) যাচ্ছিলেন। তাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় ছিল। উমর (রা) বললেন, তোমার ব্যাপার কী? সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য বিষয়ে উমরকে অবহিত করলে তিনি বললেন, আজীবন তোমার জন্য অভিসম্পাত!

আমি বলি, তাবুক অভিযান থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীরা মূলত চার ধরনের লোক ছিল। এক. অনুমতিপ্রাপ্ত ও ছাওয়াবের অংশীদার, যেমন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, মুহাম্মদ ইব্‌ন

মাসলামা, ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) প্রমুখ। দুই. মা'যূর ও অসমর্থ-অপরাগ-দুর্বল, অসুস্থ ও সহায়-সম্পদহীন– যাদের ক্রন্দনকারীরূপে আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তিন. বিচ্যুতির শিকার; এরা হলেন পূর্বোল্লিখিত তিনজন এবং আবূ লুবাবা (রা) ও তাঁর সঙ্গীরা এবং চার নিন্দিত ও অভিসম্পাতপ্রাপ্ত– এরা মুনাফিক দল।

তাবূক পরবর্তী ঘটনাবলী

হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ....হুমায়দ ইব্‌ন মুনাহ্হিব (র) বলেন, আমি আমার দাদা খুরায়ম ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন লামে (রা)-কে বলতে শুনেছি....রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক থেকে প্রত্যাগমন করলে আমি হিজরত করে তাঁর কাছে গেলাম। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে তখন বলতে শুনলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনার 'স্তুতিবাক্য' আবৃত্তি করতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বলুন, لا يفضض الله فاك "আল্লাহ্ আপনার দন্তসারি অটুট রাখুন।"[১]

আব্বাস (রা) বলতে লাগলেন—

من قبلها طبت فی الظلال وفی - مستودع حیث یخصف الورق-

"এ ধুলির ধরায় আগমনের পূর্বেই তুমি ছিলে পূত-পবিত্র, সুশীতল ছায়া কাননে, আর সুরক্ষিত পান্থ-নিবাসে, যেথায় (আচমকা উলঙ্গ হওয়ার লজ্জা নিবারণের জন্য) পাতার সাথে পাতা জোড়া হচ্ছিল।" অর্থাৎ জান্নাত কাননে বাবা আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)-এর প্রথম আবাস ক্ষেত্রে।

ثم هبطت البلاد لابشر انت ولا مضغة ولا علق-

"তারপর তুমি অবতরণ করলে ধরা-ভূমে, কিন্তু তখনও তুমি পূর্ণাকৃতি মানবদেহ নও। কিংবা (মাতৃগর্ভে) মাংসপিণ্ড নও। এমনকি জমাট রক্ত বিন্দুও নও।"

بل نطفة تركب السفين وقد + الجم نسرا واهله الغرق-

"বরং তখন তুমি ছিলে বীর্য, যা (নূহ্-এর) জাহাজে বিচরণ করছিল, যখন নাকি প্লাবণ নাস্‌র প্রতিমা ও তার পূজারীদের ডুবিয়ে নাকে লাগাম পরিয়ে দিয়েছিল।"

تنقل من صالب الی رحم اذا مضی عالم بدا طبق-

"এভাবে যুগের পর যুগ ধরে। ঔরস থেকে গর্ভে তোমার স্থানান্তর হতে থাকল। কাল পরিক্রমায় একটি জগত ও প্রজন্মের অবসানে আবির্ভাব হতে থাকল আর একটি প্রজন্মের।

حتی احتو و يبيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق-

অবশেষ বিদুষী মহীয়সী খিনদিফ[২] থেকে তোমার জন্য আহরিত হল সুমহান মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর। অর্থাৎ খিনদিফ-এর অধস্তন পুরুষে তোমার পিতৃপরিবার সর্বাধিক শুভ্র আভিজাত্যে অধিষ্ঠিত।

---

১. আরবী ভাষীরা এ বাক্য বলে শ্রেষ্ঠ কবি ও বাগ্মিদের দু'আ করে থাকে। –অনুবাদক

২.'নাস্‌র' নূহ (আ)-এর কাফির কওমের অন্যতম প্রতিমা আল কুরআনে সূরা নূহ্-এ এর উল্লেখ আছে।–অনুবাদক

وانت لما ولدت اشرقت الارض فضاء ت بنورك الافق-

"আর যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হলে তখন পৃথিবী ঝলমল করে উঠল আর দিক দিগন্ত আলোকময় হল তোমার নূরের আভায়।"

فنحن فى ذالك الضياء والنور وسبل الرشاد يخترق-

"অনন্তর আমরা চলেছি সে ঔজ্জ্বল্য ও আলেকবর্তিকায় উদ্ভাসিত চিরকল্যাণকর পথে।"

বায়হাকী (র) অন্য একটি বর্ণনা সূত্রে আবদুস সাকান যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তাঈ (র) থেকে এ রিওয়ায়াতটি গ্রহণ করেছেন। সেটি তার একটি সংকলনে বিধৃত হয়েছে। বায়হাকী (র) বলেন, এ রিওয়ায়াতের রাবী কিঞ্চিত অতিরিক্ত বিবরণ দিয়েছেন, তা হল তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এ হল সমুজ্জ্বল হীরাত[২] যা আমার (চোখের) সামনে তুলে ধরা হল, আর ঐ যে, শায়মা বিন্ত নুফায়লা (বা বুকায়লা) আয্দ গোত্রীয়া, একটি শ্বেতশুভ্র খচ্চরের পিঠে কাল ওড়না মাথায় জড়িয়ে...." আমি (রাবী) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা যদি (বিজয়ী হয়ে) হীরাতে প্রবেশ করি, এবং তাকে পেয়ে যাই, যেমন আপনি বর্ণনা দিলেন, তা হলে তা কি আমাকে দেয়া হবে? তিনি বললেন, "তা তোমার জন্য।" তারপর ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়লো। তবে (আমাদের) তায় গোত্রের কেউ 'মুরতাদ' হয় নি। আমরা ইসলামের স্বার্থে আমাদের আশপাশের গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনা করতাম। কখনো কায়স গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ হত, যাদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিল উয়ায়না ইব্ন হিস্ন। আবার কখনো বনূ আসাদের সাথে লড়াই বেঁধে যেত। ওদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল তালহা ইব্ন খুওয়ায়লিদ। আমাদের কর্মতৎপরতায় খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আমাদের স্তুতি কাব্য রচনা করতেন, তাঁর রচনার কয়েকটি পংক্তি ছিল এরূপ–

جزى الله عنا طيبا فى ديارها - بمعترك الابطال خير جزاء هموا اهل رايات السماحة والندى اذا ما الصبا الوت بكل خباء هموا ضربوا قيسا على الدين بعد ما اجابو منادى ظلمة وعماء -

"আল্লাহ্ তায় গোত্রকে তাদের অঞ্চলে দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সাথে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম জাযা প্রদান করুন!"

ওরাই বদান্যতা ও অনিরুদ্ধ দানের পতাকাবাহী; যখন দুর্যোগে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা দেশব্যাপী (প্রতিটি তাঁবুর বাসিন্দাদের মধ্যে) ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ওরাই দীনের স্বার্থে কায়সী গোত্রীয়দের উপরে আঘাত হেনেছে; যখন কায়সীরা অন্ধত্ব ও গোমরাহীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর খালিদ (রা) মুসায়লামাতুল কায্যাবকে দমন করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আমরা মুসায়লামার ব্যাপার শেষ করে বস্রার অভিমুখে এগিয়ে চললাম। আমরা কাজিমায় হুরমুয-এর সম্মুখীন হলাম। তার বাহিনীটি ছিল আমাদের সমন্বিত বাহিনীর

---

১. خندف রাসূল (সা)-এর পূর্ব পুরুষ ইলয়াস ইব্ন মুযার-এর স্ত্রী 'লায়লা'-এর উপাধি নাম। ইনি ছিলেন মহীয়সী মহিলা। তাই এ বংশকে অনেক সময় তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। –অনুবাদক

২. হীরা হচ্ছে একটি আঞ্চলিক রাজ্য।

চাইতেও বিশালতর আর আজমীদের মাঝে ইসলাম ও আরবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণে হুরমুযের কোন জুড়ি ছিল না। খালিদ (রা) অগ্রবর্তী হয়ে তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানালেন এবং তার মুণ্ডপাত করে ফেললেন। এ বিজয়ের খবর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে লিখে জানান হলে তিনি হুরমুয এর (ব্যক্তিগত) যুদ্ধোপকরণ খালিদ (রা)-কে প্রদানের ঘোষণা দিলেন। হুরমুযের মুকুটের মূল্য নির্ণীত হল এক লাখ দিরহাম। পারস্যবাসীদের নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি তাদের মাঝে উন্নত মর্যাদায় ভূষিত হলে তার মুকুট এক লাখ দিরহাম মূল্যমানের তৈরি করা হত।

বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমরা উপকূলবর্তী পথে হীরার দিকে অভিযান চালালাম। হীরাতে প্রবেশের মুখে সর্বপ্রথম আমরা যার সাক্ষাত পেলাম, সে ছিল শায়মা বিন্‌ত নুফায়লা যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– শুভ্রোজ্জ্বল খচ্চরের পিঠে কাল দো-পাট্টা মাথায় জড়িয়ে....আমি তার সাথেই লেগে থাকলাম এবং সাথীদের বললাম, এটি আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাকে দান করে গিয়েছেন। বাহিনীর অধিনায়ক খালিদ (রা) বিষয়টির ব্যাপারে আমার কাছে সাক্ষী তলব করলে আমি তা উপস্থাপন করলাম। আমার সাক্ষী ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশীর আল আনসারী (রা)। প্রমাণ পেয়ে খালিদ (রা) মহিলাটিকে আমার হাতে তুলে দিলেন।

তখন তার ভাই আবদুল মাসীহ্ সন্ধির উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসে বলল, 'ওকে আমার কাছে বেঁচে দাও।' আমি বললাম, 'বেঁচতে পারি, তবে অন্তত এক হাজার দিরহামের কমে– আল্লাহ্র কসম– দেব না। সে আমাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিলে আমি তাকে তার হাতে তুলে দিলাম। লোকেরা আমাকে বলল যে, তুমি এক লাখ চাইলে সে তোমাকে তাই দিত। আমি বললাম, এক হাজার এর চাইতে বড় কোন অংক থাকতে পারে, তা আমার ধারণায় ছিল না।

হিজরী নবম বর্ষের রমযান মাস ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে ছাকীফ গোত্রীয় প্রতিধিনি দলের আগমন

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ছাকীফ অবরোধ প্রত্যাহারকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের জন্য বদ-দু'আ করার দরখাস্ত জানালে তিনি তাদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করেছিলেন। পূর্বেই এ কথা বিবৃত হয়েছে যে, মালিক ইব্‌ন আওফ নাযারী ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে অনুকম্পা ও পুরস্কারে ভূষিত করার সাথে সাথে তাকে তার কওমের মুসলমানদের আমীর নিয়োগ করলেন। সেই সাথে সাখ্‌র ইবনুল আয়লা আহমাসী (রা) থেকে গৃহীত আবূ দাঊদ (র)-এর রিওয়ায়াতে এ কথাও বিবৃত হয়েছে যে, তিনি লাগাতার ছাকীফ অবরোধ করে রাখলেন, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমোদনক্রমে তিনি তাদেরকে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে রমযান মাসে। এ মাসে ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়। তাদের ঘটনা ছিল এরূপ যে, ছাকীফের অবরোধ তুলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যাবর্তন শুরু করলে

উরওয়া ইব্ন মাসঊদ (ছাকাফী রা) তাঁর অনুগমনে রওয়ানা হলেন। তাঁর মদীনায় উপনীত হওয়ার আগে পথেই তিনি তাঁর সাক্ষাত পেয়ে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে স্বজাতির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য নবী করীম (সা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। তাঁর স্বগোত্রীয়দের ভাষ্য মতে– রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁকে বলেছিলেন, “ওরা তো তোমাকে মেরে ফেলবে”।

কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ গোত্রটির অহংবোধ ও জাত্যাভিমানের পরিচয় ইতোপূর্বে পেয়েছিলেন। উরওয়া (রা) বললেন, আমি তাদের কাছে তাদের কুমারীদের চাইতেও অধিকতর প্রিয়। বাস্তবেও তিনি তাদের ‘প্রিয় নেতার’ আসনে আসীন ছিলেন। স্বগোত্রে তাঁর মর্যাদার আসন গোত্রীয় লোকদের তাঁর বিরুদ্ধাচারণে উদ্বুদ্ধ করবে না– এ ভরসা নিয়ে তিনি স্বগোত্রীয়দের ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। একদিন তিনি তার বালাখানায় দাঁড়িয়ে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ততদিনে তাঁর ধর্মান্তরের কথা তিনি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। লোকেরা চারদিক থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ করতে লাগল। একটি তীর তাঁকে বিদ্ধ করে তাঁর জীবনাবসান ঘটাল। পরে বনূ মালিকের লোকদের ধারণা যে, তাদের একজনই তাকে হত্যা করেছে। মৃত্যুকালে উরওয়া (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, এখন তোমার দিয়তের[১] (রক্তপণের) বিষয় তোমার মতামত কি? তিনি বললেন, ‘এ তো এক মহান মর্যাদা যা দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে ভূষিত করেছেন এবং অমূল্য শাহাদাত, যা আল্লাহ্ আমাকে নসীব করেছেন। সুতরাং আমার জন্য তাই সাব্যস্ত হবে, যা সাব্যস্ত রয়েছে সে শহীদানের জন্য, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের এখান থেকে প্রস্থান করার আগে তাঁর সহযোদ্ধা হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তোমরা আমাকে তাঁদের কাছে দাফন করবে। তারা ওসিয়ত অনুসারে তাঁকে শহীদদের কাছে দাফন করলো। তাঁর স্বগোত্রীয়দের ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

ان مثله فى قومه كمثل صاحب يس فى قومه-

“স্বগোত্রের মধ্যে তাঁর ঘটনার অবস্থা স্বগোত্র মাঝে ইয়াসীন (রা) (সূরা ইয়াসীন বিবৃত)-এর সাথীর অবস্থার ন্যায়।” মূসা ইব্ন উকবা (র) উরওয়া (রা)-এর ঘটনা এভাবেই বিবৃত করেছেন। তবে তাঁর ধারণা, এ ঘটনার সময়কাল হল আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হজ্জ (নবম হিজরী)-এর পরে। বায়হাকী (র) এ বিষয়টিতে তাঁর অনুগামী। কিন্তু এমন হওয়া প্রায় অবাস্তব। বরং ইব্ন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী এ ঘটনা আবূ বকর (রা)-এর হজ্জ পালনের আগে হওয়াই বিশুদ্ধতর। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকজন উরওয়া (রা)-কে শহীদ করার পর কয়েক মাস ঐ অবস্থায় অতিবাহিত করল। তারপর পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, আশপাশের আরব গোত্রগুলোর সাথে সংঘর্ষে টিকে থাকার ক্ষমতা এখন আর তাদের নেই. বিশেষত ওরা যেহেতু বায়আত গ্রহণ করে করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা বনু ইয়ালের অন্যতম নেতা আম্‌র ইব্ন উমাইয়ার প্রস্তাবক্রমে পুনরায় পরামর্শ বৈঠকে বসল।

---

১. এখানে মূল دينك ছাপা হয়েছে। বিশুদ্ধ নুস্খায় دينك (দিয়ত) বা دمك (রক্তপণ) শব্দ রয়েছে।

পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তারা একজন প্রতিনিধি পাঠাবে। এ সিদ্ধান্ত মুতাবিক তারা আব্দ ইয়ালীল ইব্ন আম্র ইব্ন উমায়রকে প্রতিনিধি দলের নেতা মনোনীত করে পাঠাল। তার সহযাত্রী ছিল শাখা গোত্র আহ্লাফের আরো দুজন এবং বনূ মালিকের আরো তিনজন। এরা হল ১. আল হাকাম ইব্ন আমর ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন মুআত্তিব; ২. শুরাহ্বীল ইব্ন গায়লান ইব্ন সালামা ইব্ন মুআত্তিব; ৩. উছমান ইব্ন আবুল আস; ৪. আওস ইব্ন আওফ– বনূ সালিমের অন্যতম নেতা এবং ৫. নুমায়র ইব্ন খারশা ইব্ন রাবীআ।

মূসা ইব্ন উকবা (রা) তাদের সংখ্যা দশ এর অধিক হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, দল নেতার নাম ছিল কিনানা ইব্ন আব্দ ইয়ালীল। আর অন্যতম সদস্য উছমান ইব্ন আবুল আছ ছিলেন প্রতিনিধি দলের কনিষ্ঠতম সদস্য। ইব্ন ইসহাক বলেন, প্রতিনিধি দল মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে কানাত এলাকায় সাময়িক অবস্থান নিলে সেখানে তারা মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর সাক্ষাত পেল। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের বাহন উট পালাক্রমে চরাবার কাজে দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। আগন্তুক দলটিকে দেখামাত্র তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের আগমনের সুসংবাদ দেয়ার প্রেরণায় দৌড়াতে শুরু করলেন। পথে আবূ বকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁকে বললেন যে, ছাকীফের কাফেলা বায়আত ও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসে পড়েছে, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কতক শর্ত মেনে নেন এবং তাদের গোত্রের জন্য কোন চুক্তিপত্র তাদের লিখে দেন। আবূ বকর (রা) মুগীরা (রা)-কে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার আগে যেয়ো না, আমি আগে-ভাগে তাঁকে সংবাদ পৌঁছাতে চাই। মুগীরা (রা) তাতে সম্মত হলে আবূ বকর গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের আগমন বিষয় অবহিত করলেন। ওদিকে মুগীরা (রা) তার সহকর্মীদের কাছে ফিরে গিয়ে বিকালবেলা তাদের সাথে পশু চরালেন এবং ফাঁকে ফাঁকে আগত কাফেলার লোকদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অভিবাদন ও সালাম করার পদ্ধতি শেখাবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। কিন্তু যথাসময় তারা জাহিলিয়াত যুগের পন্থাই অভিবাদন করল।

তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তাদের জন্য মসজিদেই একটি তাঁবু খাটানো হল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং প্রতিনিধি দলের মাঝে দূতিয়ালী করছিলেন খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস (রা)। ফলে তিনি রাসূল (সা)-এর তরফ থেকে তাদের জন্য কোন খাবার নিয়ে আসলে খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) নিজে তা মুখে না দেয়া পর্যন্ত তারা সে খাদ্য গ্রহণ করত না। তিনিই তাদের জন্য চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন।

বর্ণনাকারী (ইব্ন ইসহাক) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পেশকৃত তাদের শর্তাবলীর মধ্যে একটি ছিল এরূপ "পরবর্তী তিন বছরের জন্য তাদের বিগ্রহটি অক্ষত থাকতে দিতে হবে।" (কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে সম্মত না হলে) তারা দুবছর, এক বছর করে অবশেষে এক মাসের শর্তে নেমে আসলো এবং বলল যে, তাদের প্রত্যাগমনের পরে অন্তত সময়টুকু দেয়া হলে কওমের নির্বোধদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময়ের অঙ্গীকার প্রদানে অস্বীকৃত হয়ে বললেন যে, তবে এতটুকু ছাড় দেয়া যেতে পারে যে, তোমাদের নিজেদের হাতে ওটাকে ভাঙতে হবে না বরং এজন্য তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) ও মুগীরা (রা)-কে তাদের সাথে পাঠাবেন। তারা আরো আবেদন

করেছিল যে, তারা সালাত আদায় করবে না এবং বাড়ি-ঘরের মূর্তিগুলো নিজেদের হাতে ভাঙবে না। তিনি বললেন–

اما كسر اصنامكم بايديكم فسنعفيكم من ذالك - واما الصلاة فلا خير فى دين لا صلوة فيه-

নিজ হাতে মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারটিতে তোমাদের অব্যাহতি দিতে পারি; কিন্তু সালাতের ব্যাপার ভিন্ন; কেননা, যে ধর্মে সালাত নেই, তাতে কোনও কল্যাণ নেই। তারা বলল, ঠিক আছে, এটা অপমানজনক হলেও অগত্যা আমরা আপনার খাতিরে এ শর্ত মেনে নিচ্ছি।

ইমাম আহমদ (র) এ প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত করেছেন, আফ্ফান (র)....উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন....ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকাশে উপনীত হলে তিনি তাদের অন্য মসজিদে অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন; যাতে তাদের হৃদয় মনে কোমলতার প্রভাব বিস্তৃত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শর্তারোপ করল যে, তাদের (ক) কান বাহিনীতে তালিকাবদ্ধ করা হবে না; (খ) তাদের কাছ থেকে উশ্‌র নেয়া হবে না; (গ) তাদের উপরে কর আরোপ করা যাবে না এবং (ঘ) বাইরের কাউকে তাদের উপরে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন–

لكم ان لا تحشروا ولا تجبوا ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خيرفى دين لا ركوع فيه -

"তোমাদের এ শর্ত মঞ্জুর করা হল যে, তোমরা যুদ্ধে তালিকাবদ্ধ (বা অভিযানের লক্ষ্য) হবে না, তোমাদের উপর কর ধার্য করা হবে না এবং বাইরের কাউকে তোমাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হবে না; তবে যে ধর্মে রুকূ সিজদা (স্রষ্টার সমীপে চরম বিনয় প্রকাশ) নেই,

তাতে কোন কল্যাণ থাকতে পারে না। এ সময় উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে কুরআনের তালীম দিয়ে আমার কওমের ইমাম নিয়োগ করুন।"

আবূ দাউদ (র) আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) সূত্রে....উল্লিখিত সনদে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ (র)-এর অন্য একটি সনদ– হাসান ইবনুস সাব্বাহ্ (র)....ওয়াহ্‌ব (র) থেকে....তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-এর কাছে ছাকীফ প্রতিনিধি দলের বায়আতকালীন অবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ শর্ত আরোপ করেছিল যে, "তাদের উপর সাদাকা ও জিহাদের বিধি প্রযোজ্য হবে না।" তাঁর (জাবিরের) রিওয়ায়াতে আরও রয়েছে যে, পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন– سيتصدقون ويجهادون اذا اسلموا অচিরেই তারা সাদাকা আদায় করবে, আর জিহাদেও অংশ গ্রহণ করবে- যখন তারা 'মুসলমান' হয়ে যাবে।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, মোটকথা, তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলে এবং তাদের সাথে চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা)-কে তাদের আমীর নিয়োগ করলেন। তিনি ছিলেন বয়সে সকলের চাইতে তরুণ এ নিয়োগের কারণ ছিল এই যে, সিদ্দীক (আবূ বকর রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরআন শিক্ষা ও ইসলামী ফিকহে বুৎপত্তি লাভের বাসনায় এ তরুণকে আমি তাদের মাঝে সর্বাধিক আগ্রহী দেখতে পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে মূসা ইব্‌ন উকবার বর্ণনা– এ প্রতিনিধি দলের লোকেরা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসে উপস্থিতিকালে উছমান ইব্ন আবুল আস (রা)-কে তাদের তাঁবু পাহারায় রেখে আসত। মধ্যাহ্নে তারা ফিরে গেলে একাকী তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের দরখাস্ত করতেন। কোন দিন নবী করীম (সা)-কে বিশ্রাম রত দেখলে তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে হাযিরা দিতেন। তাঁর এ অভ্যাসের দরুন ইসলামী ফিকহে তাঁর বুৎপত্তি জন্মাল এবং এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অধিক মহব্বত করতে লাগলেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন আবূ হিন্দ (র)....উছমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে, তিনি বলেন, আমাকে ছাকীফে নিয়োগ প্রদানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যে শেষ উপদেশগুলো দিয়েছিলেন সে সবের মধ্যে একটি তিনি বললেন–

يَا عُثْمَانُ تَجَوَّزْ بِالصَّلَاةِ وَاقْدِرِ النَّاسَ بِاَضْعَفِهِمْ فَاِنَّ فِيْهِمْ الْكَبِيْرَ وَالصَّغِيْرَ والضَّعِيْفَ وَذَالْحَاجَةِ-

উছমান! সালাত লঘু করবে, সবচেয়ে দুর্বল লোকটিকে দিয়ে মানুষের ধৈর্যের মাত্রা নির্ণয় করবে; কেননা, ওদের (জামাআতের) মাঝে থাকবে বৃদ্ধ, শিশু, দুর্বল ও কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত লোক।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান (র)....উছমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে....তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আমার কওমের ইমাম নিয়োগ করুন! তিনি বললেন–

اَنْتَ اِمَامُهُمْ فَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَايَأْخُذُ عَلَى اَذَانِهِ اَجْرًا-

"তুমিই তাদের ইমাম; তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির পরিমাপে ইমামাত করবে; আর একজন মুআয্যিন নিয়োগ করবে, যে তার আযানের জন্য মজুরী নিবে না।" আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) এ হাদীসখানি উল্লিখিত সনদে হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন মাজা (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) পূর্বোল্লিখিত মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সূত্রে। ওদিকে আহমদ (র) আফ্ফান (র)....ও মুআবিয়া ইব্ন আম্র (র)....এ দ্বৈত সূত্রে উছমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তাঁকে 'তায়েফে' কর্মকর্তা নিয়োগকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ যে কথা বলে বিদায় দিয়েছিলেন, তা হল, তিনি বললেন–

اِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفْ بِهِمْ حَتّٰى وَقَّتَ لِى اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- وَاَشْبَاهَهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ-

"তুমি কোন জামাআতের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলে তাদের জন্য সহজ করবে; এমনকি তিনি আমাকে সূরা "ইক্রা বিসমি"....এবং আল কুরআনের বা অনুরূপ সূরাগুলো নির্ণীত করে দিলেন।

আহমদ (র) আরও বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)....উছমান ইব্ন আবুল আস (র) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সর্বশেষ যে উপদেশ দিলেন, তিনি বললেন, "তুমি যখন কোন কওমের ইমামতি করবে, তখন তাদের জন্য হালকা-সহজ সালাত আদায় করবে।" মুসলিম (র) এ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও বুনদার (র) আব্দ রাব্বিহী

(রা) থেকে। আহমদ (র) আরও বলেন, আবূ আহমদ আয্-যুবায়রী (র) আবদুল্লাহ্ [illegible] হাকাম (র) উছমান ইব্ন আবুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তায়েফের আমিল নিয়োগ করলেন, তাঁর প্রদত্ত সর্বশেষ উপদেশ বাণীতে তিনি বললেন, "মানুষের জন্য সালাত হালকা করবে।" এ সূত্রে আহমদ (র) এককভাবে এ বর্ণনা দিয়েছেন।

আহমদ (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র)....মূসা ইব্ন তালহা সূত্রে হাদীসটিতে অতিরিক্ত যোগ করেন, হাঁ, যখন সে একাকী সালাত আদায় করবে, তখন সে তার যেমন ইচ্ছা (দীর্ঘ কিরআতে) সালাত আদায় করতে পারে।" মুসলিম (র) উল্লিখিত সনদে আম্‌র ইব্ন উছমান (র) থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আহমদ (র) আরও বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আহমদ (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল (র)....উছমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! "শয়তান আমার সালাত ও কিরআতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আনাগোনা করে।" তিনি বললেন–

ذالك الشيطان يقال له خنزب فاذانت حسسنه فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا -

"ওটা শয়তান গোষ্ঠীর একটি শাখা যার নাম খিন্‌যাব; তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করলে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র 'পানাহ' চাইবে এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে।"

উছমান (রা) বলেন, আমি সেভাবে আমল করলে আল্লাহ্ আমার তরফ থেকে ঐ আপদ দূর করে দিলেন। মুসলিম (র) উক্ত সনদে সাঈদ আল জুরায়রী (র) থেকে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

মালিক, আহমদ, মুসলিম (র) ও 'সুনান' গ্রন্থকারগণ নাফি ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুতইম (র) থেকে একাধিক সূত্রে উছমান ইব্ন আবুল আস (রা)-এর এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাঁর দেহের কোনও স্থানে বেদনানুভূতির ফরিয়াদ জানালেন, তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার দেহের যে স্থান বেদনাগ্রস্ত হয়, সেখানে তোমার হাত রেখে বলবে– بسم الله (বিসমিল্লাহ্) তিনবার এবং সাতবার বলবে-

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ -

"আমি যা অনুভব করি এবং যাতে শংকিত হই, তার অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্‌র ইয্‌যত ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি।" কোন কোন রিওয়ায়াতে রয়েছে, আমি অমন করলাম। ফলে আল্লাহ্ ঐ বেদনা দূর করে দিলেন। তাই আমি আমার পরিবার ও অন্যান্যদের এ দু'আ আমল করার কথা বলতে থাকি।

ইব্ন মাজা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার (র)....উছমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তায়েফের আমিল নিয়োগ করলে (সেখানে যাওয়ার পর) আমার সালাতে কিছু (অদৃশ্য) বিপত্তি দেখা দিতে লাগল, এমন কি কী পরিমাণ সালাত আদায় করেছি, তাও আমার মনে থাকত না। এ অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, ইব্ন আবুল আস? (এ সময়ে?) আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, কী বিষয় (তোমাকে আসতে বাধ্য করল)? আমি বললাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সালাতে আমার মনে 'ওয়াসওয়াসা' আসতে থাকে, এমন কি আমি কতটুকু আদায় করছি তা খেয়াল রাখতে পারি না।' তিনি বললেন, "ওটা তো শয়তান; কাছে এসো।" আমি তাঁর কাছে এগিয়ে আমার পায়ের পাতায় ভর করে বসলাম, বর্ণনাকারী (উছমান রা) বলেন, তিনি তখন তাঁর হাত আমার বুকে রাখলেন এবং আমার মুখে থুথু দিয়ে বললেন– اخرج عدو الله "আল্লাহ্র দুশমন! বেরিয়ে যাও! তিনবার এরূপ করার পরে তিনি বললেন, "তোমার কর্মস্থলে ফিরে যাও।" বর্ণনাকারী বলেন, উছমান (রা) বলেছেন, আমার জীবনের কসম! এরপরে আর কোন দিন সে আমাকে ঝামেলা করেছে; এমন মনে পড়ে না। এ রিওয়ায়াতটি ইব্ন মাজা (র) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, ঈসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)....ছাকীফ প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা (প্রতিনিধি দল) ইসলাম গ্রহণ করলে এবং রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে থেকে রোযা রাখতে শুরু করলে বিলাল (রা) প্রতিদিন আমাদের সাহ্‌রী ও ইফতারী নিয়ে আসতেন। সাহ্‌রী নিয়ে আসলে (বেশ বিলম্বিত সময়ে হওয়ার কারণে) আমরা বলতাম, মনে তো হচ্ছে, যেন সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে। বিলাল (রা) বলতেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইমাত্র সাহ্‌রী গ্রহণরত অবস্থায় রেখে আসলাম– যেহেতু তিনি শেষ সময় সেহ্‌রী খেতেন। আবার তিনি আমাদের ইফতারী নিয়ে আসলে আমরা বলতাম, সূর্য এখনও পুরোটা অস্তমিত হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইফতার করার পরেই আমি তোমাদের কাছে এসেছি। তারপর তিনি পাত্রের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভরে ভরে আমাদের দিতেন।

আহমদ, আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ালা আত্ তাইফী (র) থেকে....আওস ইব্ন হুযায়ফ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাকীফ প্রতিনিধি দলের সাথে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি বলেছেন, দলের 'আহলাফ' গোত্রীয়রা (স্বগোত্রের) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর মেহমান হল। আর মালিক গোত্রীয় সদস্যদের রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি তাঁবুতে অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রতি রাতে 'ইশা'-র পরে তিনি আগমন করতেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মাঝে মাঝে পায়ের ভর বদল করতেন। প্রায়শ তিনি তাঁর সাথে স্বগোত্র কুরায়শীদের কৃত আচরণের বিবরণ দিতেন; আবার বলতেন—

لا اسى وكنا مستضعفين مستذلين بمكة فلما خرجنا الى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم نذال عليهم ويدالون علينا-

সে জন্য আক্ষেপ করি না; তবে আমরা মক্কায় দুর্বল ও হীন অবস্থায় ছিলাম। মদীনায় চলে আসার পর তো তাদের ও আমাদের মাঝে লড়াইয়ের পালা চলল; কখনো আমরা তাদের উপর বিজয়ী হতাম। আবার কখনো বা তারা আমাদের উপর ভারী হয়ে যেত।"

এক রাতে তিনি আমাদের কাছে আগমনের নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব করলেন। আমরা বললাম, আজ তো আপনি দেরী করে ফেলেছেন? তিনি বললেন, "আমার কুরআন তিলাওয়াতের নির্ধারিত অংশ আজ কোন কারণে বাকী রয়ে গিয়েছিল , তা পূর্ণ না করে কোথাও যাওয়া আমার কাছে ভাল লাগছিল না।" বর্ণনাকারী আওস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের

কাছে জিজ্ঞেস করেছি; আপনারা কুরআন তিলাওয়াতের (নিত্য দিনের) পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ **করে থাকেন? তাঁরা বললেন,**[1] এক. তিন সূরা (আল বাকারা, আল ইমরান ও আন নিসা)। দুই. **পরবর্তী পাঁচ** সূরা; তিন. পরবর্তী সাত সূরা; চার. পরবর্তী নয় সূরা; পাঁচ. পরবর্তী এগার সূরা; **ছয়. পরবর্তী** তের সূরা এবং সাত. মুফাস্‌সাল[2] সূরাসমূহের সমন্বিত অংশ। এ রিওয়ায়তের পাঠ **আবূ** দাঊদ (র)-এর।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, প্রতিনিধি দল তাদের কাজ সেরে নিজেদের অঞ্চলের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) এবং মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-কে তাদের সহযাত্রী করে পাঠালেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল বিগ্রহ ধ্বংস করা। তাঁরা দু'জন কাফেলার সহযাত্রী হলেন। তায়েফ পৌঁছলে মুগীরা (রা) (নিজে স্থানীয় গোত্রের লোক হওয়ার কারণে) আবূ সুফিয়ান (রা)-কে আগেভাগে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবূ সুফিয়ান (রা) তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, তোমার স্বগোত্রে তুমিই আগে যাও। এ কথা বলে আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর মালপত্র নিয়ে 'যুল-হারামে' অবস্থান নিলেন। মুগীরা (রা) এলাকায় প্রবেশ করেই বিগ্রহবেদীতে উঠে গাঁইতির আঘাতে মূর্তিটি চুরমার করে ফেলতে লাগলেন। তাঁর কওম বনূ মুআত্তিব-এর লোকেরা দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল দিতে লাগল। কারণ, তাদের আশঙ্কা ছিল যে, উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁকে তেমনি তীরবিদ্ধ করে বা অন্য কোনরূপে আঘাত করা হতে পারে।

বর্ণনাকারী বলেন, বিগ্রহের দুরবস্থা দেখে ছাকীফের নারীরা নগ্ন মাথায় বিলাপ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল আর মাতমের সুরে গাইতে লাগল

لنبكين دفاع اسلمها الرضاع + لم يحسنوا المصاع-

"কাঁদো কাঁদো 'দিফা' লাগি ইতরেরা করলো না যে প্রতিরোধ/পারলো না যে করতে আঘাত। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আবূ সুফিয়ান বলছেন, মুগীরা (রা) প্রতিমার গায়ে কুঠার মারছিলেন আর আওয়ায দিচ্ছিলেন, واهالك واهالك আফসোস! তোমার জন্য, আফসোস! তোমার জন্যে। অবশেষে মুগীরা (রা) সেটি ধ্বসিয়ে দিয়ে সেখানে সঞ্চিত সম্পদ ও অলংকারপত্র আহরণ করে তা আবূ সুফিয়ান (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তো আমাদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন, আমরা যেন বিগ্রহ মন্দিরে লব্ধ সম্পদ দিয়ে উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এবং তাঁর ভাই আসওয়াদ ইব্‌ন মাসঊদ–কারিব ইবনুল আসওয়াদের পিতা– এ দুজনের ঋণ পরিশোধ করে দেই। সুতরাং এ দিয়ে তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা হবে।

আমি বলি, আসওয়াদ মুশরিক অবস্থায়ই মারা গিয়েছিল। কিন্তু তার ছেলে কারিব ইবনুল আসওয়াদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান ছেলের মনোরঞ্জন ও মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) কাফির পিতার ঋণ পরিশোধ করার হুকুম দিয়েছেলেন।

---

১. অনেক সাহাবায়ে কিরাম তিলাওয়াতের নিয়মানুবর্তীতা রক্ষার জন্য আল কুরআনকে (সপ্তাহের সাত দিনে শেষ করার উদ্দেশ্যে) সাত অংশে ভাগ করতেন। প্রচলিত ব্যবহারে এ সাত ভাগকেই সাত মনযিল বলা হয়।

২. আল কুরআনের সূরা 'আল হুজুরাতে' থেকে শেষ পর্যন্ত অংশকে 'আল মুফাস্‌সাল' বলা হয়।

মূসা ইব্ন উক্‌বা (র) বলেছেন, ছাকীফ প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দশের উর্ধ্বে। তারা এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন, যাতে তারা কুরআন শরীফ শোনার সুযোগ পায়। তারা তাঁর কাছে সূদ, ব্যভিচার ও মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এর সবগুলোই তাদের জন্য হারাম হওয়ার কথা বললেন। অবশেষে তারা জিজ্ঞেস করল যে, তিনি তাদের দেবমূর্তির সাথে কী আচরণ করবেন? তিনি বললেন, ওটিকে তোমরা ভেঙ্গে ফেল। তারা বলল, বলেন কী? হায়! দেবী যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে যায় যে, আপনি তার বিনাশ করতে যাচ্ছেন, তাহলে আর রক্ষে নেই, সে তো সব ধ্বংস করে ফেলবে। এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ছি! ছি!, তুমিই না গোত্র প্রধান আব্দ ইয়ালীল। বুদ্ধির মাথা খাও! ঐ দেবী তো পাথর বৈ কিছু নয়! তারা বলল, খাত্তাবের পো! আমরা তো তোমার কাছে আসি নি। অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, "আপনি নিজেই ওটা ধ্বংসের দায়-দায়িত্ব নিন। আমরা তো কক্ষণো ওর গায়ে হাত তুলতে পারব না। তিনি বললেন, سابعث اليكم من يكفيكم هدمها- ঠিক আছে, আমি তোমাদের ওখানে এমন কাউকে পাঠাচ্ছি যে, তোমাদের পক্ষ থেকে ঐ কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে।" আলোচনা শেষে তারা এ সব বিষয় চুক্তিবদ্ধ হল এবং রাসূল করীম (সা)-এর পাঠানো দূতদের আগে কওমের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। তারা কওমের কাছে ফিরে গেলে কওমের লোকেরা তাদের সাক্ষাতে এগিয়ে এসে 'পিছনের খবর' জিজ্ঞেস করল। জবাবে তারা তাদের আকার ইঙ্গিতে দুঃখ-দুর্যোগের কথা প্রকাশ করে বলল, তারা এক কঠোর স্বভাব কর্কশভাষী লোকের কাছ থেকে ফিরে আসছে যে নাকি তরবারির জোরে প্রাধান্য বিস্তার করে সেচ্ছাচারিতায় মত্ত হয়েছে এবং গোটা আরবকে পদানত করে ফেলেছে। সূদ, ব্যভিচার, মদ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে; এমনকি দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে দেয়ার হুকুম দেয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এ বর্ণনা শুনে ছাকীফীরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, আমরা কিছুতেই এ লোকের অধীনতা মেনে নেবো না। বর্ণনাকারী বলেন, ওরা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমরোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হল। এ অবস্থায় দুই দিন কিংবা তিন দিন অতিবাহিত হলে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করে দিলেন। ফলে তারা সিদ্ধান্ত থেকে পিছপা হয়ে সত্যের দিক ধাবিত হল এবং নেতাদের বলল, তোমরা গিয়ে ঐ সব শর্ত মেনে নিয়ে তার সাথে সন্ধি কর এবং চুক্তিবদ্ধ হয়ে যাও। প্রতিনিধিরা বলল, আমরা তো তা করেই এসেছি; আসলে আমরা তাঁকে পেয়েছি একজন শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী-খোদাভীরু, সর্বাধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী, দয়ার সাগর এবং পরম সত্যবাদীরূপে। তাঁর কাছে আমাদের এ সফর এবং আমাদের ও তাঁর মাঝে সম্পাদিত চুক্তি আমাদের ও তোমাদের সকলের জন্য বরকত ও কল্যাণ বয়ে আনবে।

অতএব, তোমরা চুক্তির মর্ম অনুধাবনে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহ্‌র দান 'শান্তিচুক্তি'-কে স্বাগত জানাও। তারা বলল, তা হলে প্রথমে তোমরা এ সব গোপন করার ঢং করলে কেন? তারা বলল, আমরা চাচ্ছিলাম, তোমাদের মন-মগজ থেকে শয়তানী অহংবোধের পঙ্কিলতা আল্লাহ্ পাক বিদূরিত করে দিন। তখন অবিলম্বে তারা ইসলাম গ্রহণ করল। এরপরে কয়েকদিন অতিবাহিত হলে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর পাঠানো দূতগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। এ দলের প্রধান নিয়োজিত হয়েছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এবং অন্যতম সদস্য ছিলেন (ঐ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)। তাঁরা প্রথমে 'লাত' দেবীর দফারফার পরিকল্পনা

নিলেন। ছাকীফের নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ সকলেই ভিড় জমাল দেবী বিনাশন প্রত্যক্ষ করার জন্যে; এমন কি লজ্জাবতী নব কুমারীরা আজ তাদের অবগুণ্ঠন থেকে বেরিয়ে এল, ছাকীফের জনসাধারণ এ কথা বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না যে, দেবীর বিনাশ সাধিত হবে। তাদেও প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, আত্মরক্ষায় দেবী তার শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। যাইহোক, মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা) প্রথমে উদ্যোগ নিলেন এবং গাঁইতি হাতে দাঁড়িয়ে (চুপিসারে) নিজের সাথীদের বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ছাকীফদের তামাশা দেখিয়ে তোমাদেরকে আনন্দে হাসাব। এ কথা বলে তিনি দেবীর গায়ে গাঁইতির আঘাত হানলেন। একটু পরে গড়িয়ে পড়ে অস্থিরতার সাথে পায়ের গোড়ালী দিয়ে তিনি মাটিতে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর 'দুরবস্থা' দেখে তায়েফবাসীরা আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে সমস্বরে দেবীর জয়গান গেয়ে উঠল, তাদের সে আনন্দের সীমা ছিল না। তারা বলে উঠল, "আল্লাহ্ মুগীরাকে অভিসম্পাত করুন! দেবী তাকে বিনাশ করে ফেলেছে।" তাঁর অন্যান্য সাথীদের লক্ষ্য করে তারা বলল, যার হিম্মত হয়, দেবীর দিকে আগাও! একটু পরে মুগীরা (রা) শান্তভাবে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার স্বদেশী ছাকীফ ভাইয়েরা! এটা মাটি আর পাথরের একটা মূর্তিই মাত্র। তাই তোমরা আল্লাহ্‌র ক্ষমা গ্রহণে আগ্রহী হও এবং তাঁরই ইবাদতে নিমগ্ন হও! এরপর তিনি জোরদার আঘাতে মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে চত্বরের দেয়ালে চড়ে বসলেন। তাঁর সাথীরা দেয়ালে চড়ে একটা একটা করে পাথর ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন। অবশেষে স্থানটিকে সমতলে পরিণত করে ক্ষান্ত হলেন। পাণ্ডা-পুরোহিতেরা ভয় দেখাতে লাগল। মন্দিরের বুনিয়াদ ক্রোধান্ধ হয়ে এদের সবটাকে মাটি চাপা দেবে। মুগীরা (রা) এ কথা শুনে নেতা খালিদ (রা)-কে বললেন–

আপনি আমাকে এর ভিত্তি খুঁড়ে ফেলার অনুমতি দিন। তারপর তার মাটি খুঁড়ে তিনি তার ভিতসহ উপড়ে দিলেন এবং ভিতের ইট-বালু-মাটি উঠিয়ে স্তূপ করে দিলেন। মন্দিরের এ দুরবস্থা ছাকীফদের বিমূঢ় ও নির্বাক করে দিল। ওদিকে রাসূল করীম (সা)-এর দূতগণ তাঁর কাছে ফিরে গেলেন। প্রত্যাবর্তনের দিনেই লব্ধ সম্পদ লোকজনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হল। অভিযানের সফল সমাপ্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার দীনের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাওয়ায় এবং তাঁর রাসূলের সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য তাঁরা আল্লাহ্‌র হাম্‌দ আদায় করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য যে, ফরমান লিখিয়ে দিয়েছিলেন তার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ–

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد نبى رسول الله الى المؤمنين ان عضاه وج وصيده
يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فانه يجلد و تنزع ثيابه وانه بعد ذلك فانه يؤخذ فيلغ به
النبى محمدا- وان هذ امر محمد وكتب خالد بن سعيد بامره الرسول محمد بن عبد الله فلا
يتعداه احد فيظلم نفسه فيما امر به محمد رسول الله-

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্‌র রাসূল-নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে মু'মিনদের জন্য: "ওয়াজ্জ"[1]-এর বৃক্ষরাজী ও শিকার আহরণ করা যাবে না। কাউকে এমন কর্মে লিপ্ত

---

১. ওয়াজ্জ: তায়েফ অঞ্চলের প্রচলিত নাম, ভিনদেশীদের জন্য ওয়াজ্জ এর গাছপালা ইত্যাদি হারামায়ন শরীফাইন এর তুল্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। -আসসুহায়লী।

পাওয়া গেলে তাকে চাবুক লাগানো হবে এবং তার পরিধেয়-পরিচ্ছেদ বাজেয়াপ্ত হবে। পুনঃপুনঃ সীমালঙ্ঘন করলে তাকে ধরে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আদালতে উপস্থিত করা হবে। এ হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ঘোষিত ফরমান (নবী দরবারের লিখক নিবন্ধক) খালিদ ইব্‌ন সাঈদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাসূলের নির্দেশে এ লিপি লিখে দিচ্ছে। কেউ তা লঙ্ঘন করলে সে নিজ দায়িত্বে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ এর আইন অমান্য করেছে বলে সাব্যস্ত হবে।"

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মক্কাবাসী মাখযূম গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিছ....উরওয়া ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা লিয়্যা[1] থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এগিয়ে চলছিলাম। সিদরাহ্ বৃক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাছটির বরাবরের টিলাপ্রান্তে থেমে গিয়ে সম্মুখে উপত্যকা পানে দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়ালেন। তাঁর দাঁড়ানোর ফলে গোটা কাফেলার গতি থেমে গেল। তখন তিনি বললেন-ان صيد وج وعضاهه "ওয়াজ্জ-এর শিকার ও বৃক্ষরাজী হারাম- আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত নিষেধাজ্ঞাযুক্ত।" এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তাঁর তায়েফে উপনীত হওয়ার আগে এবং ছাকীফ অবরোধের পূর্বে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র)-ও হাদীসখানি উল্লিখিত সনদে....মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আনসান আত্-তাইফী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন হাব্বান (র) রাবী মুহাম্মদ (র)-কে 'ছিকা' ও নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইব্‌ন মাঈন (র)-এর মন্তব্য "তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।" কোন কোন হাদীস বিশ্লেষক তার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আহমদ ও বুখারী (র) প্রমুখ ইমামগণ এ হাদীসকে 'জঈফ' বলেছেন। অপরদিকে ইমাম শাফিঈ এটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়ে এর মর্ম কথাকে মাযহাবরূপে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

অভিশপ্ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর মৃত্যু

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, যুহরী (র)....উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর অন্তিমশয্যায় আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাকে দেখতে গেলেন। তার মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার আলামত দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তোমাকে ইয়াহূদী প্রীতি বর্জন করতে বলতাম। সে বলল, আসআদ ইব্‌ন যুরারা তো তাদের নাখোশ করেছিল; কিন্তু তাতে তার কীইবা জুটেছে?

ওয়াকিদী (র)-এর বিবরণ ঃ শাওয়াল মাসের কয়েকদিন বাকী থাকতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং যিলকদ মাসে মারা গেল। তার রোগভোগের ব্যাপ্তি ছিল বিশ দিন। এদিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে প্রায়ই দেখতে যেতেন। তার মৃত্যুর দিনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথারীতি তাকে দেখতে গেলেন। তখন তার অন্তিম অবস্থা। তিনি বললেন, "ইয়াহূদী প্রীতি থেকে তোমাকে আমি বিরত রাখার প্রয়াস পেয়েছিলাম।" সে বলল, আসআদ ইব্‌ন যুরারা তো ওদের ক্ষেপিয়ে রেখেছে? কিন্তু তাতে কি তার খুব লাভ হয়েছে? পরে বলল,

---

১. লিয়্যা; তায়েফের উপকণ্ঠ ও শহরতলী।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা তো আর ভর্ৎসনা করার সময় নয়; সামনে নিথর মৃত্যু; আপনি উপস্থিত থেকে আমার গোসল ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবেন এবং আপনার গায়ে লাগা কামীসটি আমাকে দান করে তা দিয়ে আমাকে কাফন পরাবেন আর আমার জানাযার নামায আদায় করে আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। বায়হাকী (র) সালিম ইব্ন আজলান (র) থেকে.....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে ওয়াকিদীর বর্ণনার অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ্ (র) বলেন, আমি আবূ উসামা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, শায়খ উবায়দুল্লাহ্ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে আপনাদের কাছে এ মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন কি যে, (ইব্ন উমর (রা) বলেছেন) পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল মারা গেলে তার ছেলে আবদুল্লাহ্ (ইব্ন আবদুল্লাহ্) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন এবং তার পিতার কাফনরূপে ব্যবহারের জন্য তাঁর কামীসটি তাঁকে দান করার দরখাস্ত পেশ করলে তিনি সেটি তাকে দিয়ে দিলেন।

পরে তিনি তার পিতার জানাযা নামায আদায় করার জন্য আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে সালাতে দাঁড়ালেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দাঁড়িয়ে তাঁর কাপড় টেনে ধরে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তার জন্য জানাযার নামায আদায় করছেন? অথচ আল্লাহ্ (মুনাফিকের জানাযা আদায়ের) এ বিষয়টি আপনার জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'আমার প্রতিপালক আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, কারণ তিনি তো ইরশাদ করেছেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা; তুমি তাদের জন্য সত্তুরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না....(৯ ঃ ৮০)।

তা হলে আমি সত্তুরবারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করে দেখব।" উমর (রা) বললেন, ওতো একটা মুনাফিক ছিল, আপনি ওর জন্য জানাযার সালাত আদায় করবেন? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন-

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ـ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ـ

"ওদের মধ্যকার কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবর পাশে দাঁড়াবে না; ওরা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল"....(৯ ঃ ৮৪)। আবূ উসামা (র) এ সনদ ও হাদীসের যথার্থতা অনুমোদন করে বললেন, 'হ্যাঁ', (অর্থাৎ এমন রিওয়ায়াত রয়েছে) সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের ইমামদ্বয় আবূ উসামা (র) থেকে হাদীসখানি গ্রহণ করেছেন। বুখারী (র) প্রমুখের রিওয়ায়াতে রয়েছে উমর (রা) বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করছেন? অথচ সে অমুক দিন অমন কথা এবং অমুক দিন অমুক অমুক অমুক কথা বলেছিল? তিনি বললেন, উমর! আমাকে বাধা দিও না, আমাকে তো দু'দিকেরই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আমার যদি নিশ্চিতভাবে এ কথা জানার সুযোগ হত যে, সত্তুরের চাইতে অধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, তা হলে আমি অবশ্যই তা করতাম।' এ কথা বলে তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। ওদিকে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন- ولا تصل على احد منهم ما تابدا

"ওদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না....উমর (রা) বলেন, "পরে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার এ দুঃসাহসিক আচরণের কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছি।" আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) সমধিক অবগত।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন, আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, "আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইকে তার কবরে ঢুকিয়ে দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কবরের কাছে তশরীফ আনলেন। তিনি হুকুম করলে লাশ কবর থেকে বের করা হল এবং তিনি সেটি তাঁর দুই হাঁটু– অথবা (বর্ণনা ব্যতিক্রম) তাঁর উরুদ্বয়ের উপরে রেখে তার গা-মুখে নিজের থুথু ছিটিয়ে দিলেন এবং তাকে নিজের কামীস পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। সহীহ্ বুখারীতে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বিবরণ রয়েছে। বুখারীর বর্ণনায় এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, (চাচা) আব্বাস (রা)-কে কামীস দানের 'প্রতিদানে' রাসূল (সা) ইব্‌ন উবাইকে কামীস পরিধেয়রূপে দিয়েছিলেন। কেননা, আব্বাস (রা) (বদরের বন্দীরূপে) মদীনায় নীত হলে তাঁর দীর্ঘ দেহের মাপে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর কামীস ব্যতীত আর কোন কামীস পাওয়া যাচ্ছিল না।

বায়হাকী (র) এ ক্ষেত্রে ছালাবা ইব্‌ন হাতিব-এর ঘটনা এবং সম্পদাধিক্যে তার পার্থিব মোহের ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আমি তাফসীর গ্রন্থে ومنهم من عاهد الله (৯ ঃ ৭৫)। আয়াতের ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ তাবুক অভিযানের পরিশিষ্ট

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, তাবূক অভিযানই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধাভিযানসমূহের শেষ অভিযান। কা'ব হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহগমনে আনসারীদের যুদ্ধ যাত্রা ও যুদ্ধক্ষেত্রে নবী করীম (সা)-এর সাথে তাঁর নিজের সহাবস্থানের বিবরণ দিয়ে সমরগাঁথা রচনা করেছেন। ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, মতান্তরে এ কবিতাগুলো হাস্‌সান (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান (র) বিরচিত।

ألست خير معد كلها نفرا ومعشرا ان هموا عموا وان حصلوا-

আপনি কি (হে মুহাম্মদ সা) জনগোষ্ঠী ও সমাজ বিচারে আরবজাতির পিতৃপুরুষ মাআদ (ইব্‌ন আদনান)-এর অধস্তন বংশধরদের মধ্যে গোটা আরবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নন ? তারা বৃহত্তর বিস্তৃত পরিবেশেই অবস্থান করুক কিংবা কোন সীমিত পরিসরে।

قوم هموا شهدوا بدرا باجمعهم + مع الرسول فما الوا وما خذلوا-

যেহেতু আপনার সমাজ (আনসারীদের সমাজ) যারা রাসূল (সা)-এর সাথে সদলবলে বদরে উপস্থিত হয়েছিল এবং বিপদ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গত্যাগ করে নি ও সাধনায় বিচ্যুতি আনে নি।

وبايعوه فلم ينكث به احد + منهم ولم يك فى ايمانه دخل-

"তারা তাঁর হাতে হাত দিয়ে বায়আত করেছে, তারপর তাদের একজনও সে বায়আত অঙ্গীকার ভঙ্গ বা ক্ষুণ্ন করে নি এবং তাদের কারো ঈমানে কোন রূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও অনুপ্রবেশ হয় নি।

ويوم صبحهم فى الشعب من احد + ضرب رصين كحرا النار مشتعل-

"আর সে দিনও না যেদিন উহুদ-এর গিরিপথ বেয়ে তাদের আক্রান্ত করেছিল প্রচণ্ড শক্ত **আঘাত– যা ছিল অগ্নিকুণ্ডের** তুল্য লেলিহান ও প্রচণ্ড উত্তপ্ত।

على الجياد فما خانوا وما نكلوا-+ويوم ذى قرد يوم استثا ربهم

"আর যূ-কারাদ অভিযানকালেও যেদিন তাজী ঘোড়ার পিঠে তাদের প্রতিপক্ষের উপরে আঘাত হেনেছিলেন (সেদিনও তারা ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা) তাতেও তারা বিশ্বাসভঙ্গ করে নি, বা ভীরুতার পরিচয় দেয় নি।"

وذا العشيرة جاسوها بخيلهم + مع الرسول عليها البيض والاسل-

"যুল আশীরা অভিযানেও রাসূলের সহযোদ্ধা হয়ে ঘোড়ায় চড়ে প্রতিপক্ষের ব্যূহ মাড়িয়ে ছিল; ঘোড়াগুলোর পিঠে চমকাচ্ছিল শিরস্ত্রাণ ও তীক্ষ্ণধার বল্লম।"

ويوم ودان اجلوا اهله رقصا + بالخيل حتى نها نا الحزن والجبل-

"ওয়াদ্দান অভিযানেও আমরা আমাদের অশ্ব-নৃত্য দিয়ে ওয়াদ্দানবাসীদের বিতাড়িত-নির্বাসিত করে ছাড়লাম– যতক্ষণ না বন্ধুর প্রান্তর ও গিরিশ্রেণী আমাদের অগ্রাভিযানে প্রতিবন্ধক হল।"

وليلة طلبوا فيها عدوهم + لله والله يجزهم بما عملوا -

"আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে শত্রু **অনুসন্ধানে কেটেছে তাদের কত কত** রাত; আল্লাহ্‌ই দিবেন তাদের কর্মের যথাযোগ্য **প্রতিদান।"**

وليلة بحنين جالدوا معه + فيها يعلهم فى الحرب اذ نهلوا-

"হুনায়দ প্রান্তরে কত রাতেই তো তাঁর সাথে তাদের বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ ঘটেছে; যুদ্ধে (শত্রুশোণিত দিয়ে) তাদের প্রথমবার পান করার পরে (অতৃপ্ত পিয়াস) পরিতৃপ্ত করছিলেন দ্বিতীয়বার পান করিয়ে।"

وغزوة يوم نجد ثم كان لهم + مع الرسول بها الاسلاب والنفل -

"নাজদ অভিমুখী জিহাদ মালায়ও তারা সমান শরীক; তাই রাসূল (সা)-এর সাথে হোক তাদের প্রাপ্তি ভাগ্য হল 'সালাব' ও 'নাফাল' এর।[১]

وغزة القاع فرقنا العدوبه + كما يفرق دون المشرب الرسل-

"আর গায্‌ওয়া আল্‌কা-এ আমরা শত্রুদের তেমনি বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দিলাম, যেমন 'পানির ঘাটে' স্বচ্ছন্দে পান করার জন্য উটপালকে বিক্ষিপ্ত ছেড়ে দেয়া হয়।"

---

১. সালাব (سلب বহুবচনে اسلاب) আভিধানিক অর্থ, ছিনতাইকৃত বস্তু, ইসলামের সমর পরিভাষায় প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধার দেহস্থিত পোশাক ও সমরোপকরণ। نفل অভিযানে 'অতিরিক্ত' বর্ধিত। পরিভাষায় সমরাধিনায়ক কর্তৃক বিঘোষিত লুব্ধলব্ধ সম্পদের পরিমাণ বিশেষ বা অংশ বিশেষ। যুদ্ধে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন বা বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে ব্যক্তি বা ইউনিটকে 'সালাব' ও 'নাফাল' দিয়ে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করার বিধান ইসলামী সমর আইন রয়েছে। –অনুবাদক

ويوم بويع كانوا هل بيعته + على الجلاد فاسوه وما عدلوا-

"আর যখন (হুদায়বিয়ায়) অবিচল অপ্রতিরোধ্যতার বায়আত নেয়া হল, তখনও এ **আনসারীরা ছিল বায়আতের প্রথম** সারিতে এবং তাতে তারা সামান্য বিচ্যুত না হয়েই তাঁর **সহমর্মীতা সহযোগীতা** অব্যাহত রেখেছে।

وغزوة الفتح كانوا فى سريته + مرا بطين فما طاشوا وما عجلوا -

"মক্কা বিজয় অভিযানেও তারা ছিল তাঁর বাহিনীতে দেহরক্ষী ও সার্বক্ষণিক যোদ্ধা হয়ে; তাতেও তারা অহেতুক উত্তেজনা বা তাড়াহুড়ার শিকার হয় নি।"

ويوم خيبر كانوه فى كتيبته + يمشون كلهم مستبسل بطل-

"খায়বার অভিযানেও তারা তাঁর বাহিনীর তালিকাভুক্ত সহযোদ্ধা; বীরদর্পে এগিয়ে চলছিল শৌর্যভরা দুর্ধর্ষ তাজা প্রাণ।"

بالبيض ترعش فى الايمان عارية + تعوج بالضرب احيانا وتعتدل-

"ঝলমলে তরবারি হাতে, যারা আন্দোলিত হয় নিরেট নির্ভেজাল ঈমানে, কখনো আঘাত হানে সরাসরি আবার কখনো এঁকেবেঁকে লক্ষ্যের অবস্থানভেদে।"

ويوم سار رسول الله محتسبا + الى تبوك وهم رايانه الاول-

"আল্লাহ্‌র রেযামন্দির অন্বেষায় যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) **তাবুক অভিমুখে সফর করলেন,** সেদিনও; তারা তো ছিল তাঁর অগ্রসারির পতাকাবাহী দল।"

وساسة الحرب ان حرب بدت لهم + حتى بدالهم الاقبال و القفل-

"ওরাই যুদ্ধের ঝানু 'সহিষ' পরিচালক; যুদ্ধ যদি এ সেই পড়ে; ওরা তা নিয়ন্ত্রণে রাখে আগা-গোড়া অগ্রাভিযান থেকে শুরু করে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত।"

اولئك القوم انصار النبى وهم + قومى اصير اليهم حين اتصل-

"এ জাতি-গোষ্ঠীই নবী করীম (সা)-এর আনসার–সাহায্যকারী বাহিনী, আর এরাই তো আমার স্বগোত্র; গোত্র-পরিচয়ে মিলিত হতে চাইলে আমি তো এদের এখানেই ধর্ণা দেই।"

ما تو كراما ولم تنكث عهودهم + وقتلهم فى سبيل الله اذ قتلوا-

"আভিজাত্য নিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেছে; আর কোন দিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দ্বারা কলুষিত **হয় নি;** আর বিনষ্ট হয় নি আল্লাহ্‌র রাহে তাদের শাহাদাতের সুধা পান, যখন তারা শহীদ **হয়েছে।"**

নবম হিজরীর হজ্জে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীরুল হজ্জ নিয়োগ ও সূরা তাওবা অবতরণ

রমযান (৯ হি.) মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে আগত তায়েফবাসীদের প্রতিনিধি **দলসমূহের বিশদ বিবরণের পর** ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন- 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযানের **অবশিষ্ট দিনগুলো এবং শাওয়াল** ও যিলকদ মাসদ্বয় মদীনায় অবস্থান করলেন। তারপর নবম

হিজরীর হজে মুসলমানদের হজ পরিচালনার জন্য আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল হজ নিযুক্ত করে পাঠালেন। মুশরিকরা তাদের পূর্বাবস্থানে তাদের প্রচলিত প্রথানুসারে হজ পালন করছিল। তখনও পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্-এ আগমন তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয় নি এবং তাদের কোন কোন গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিও ছিল। আবূ বকর (রা) তাঁর সহযাত্রী মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেলে মদীনার জনপদ অতিক্রমের পর পরই মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ সূরা তাওবার প্রথম দিকের এ আয়াতসমূহ নাযিল করলেন।

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَاَنَّ اللهَ مُخْزِى الْكَافِرِيْنَ وَاَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اِنَّ اللهَ بَرِيْئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ-

"এটা হচ্ছে সম্পর্কচ্ছেদ, আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সেই সকল মুশরিকদের সাথে যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে। তারপর তোমরা দেশে চারমাসকাল ঘোরাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। মহান হজের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্র সাথে মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না এবং তাঁর রাসূলের সাথেও না (৯ : ১-৩)।....এভাবে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ইব্ন ইসহাক (র) এ আয়াতসমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাফসীর গ্রন্থে আমি এগুলির বিশদ আলোচনা করেছি। যাবতীয় হাম্দ ও অনুগ্রহ আল্লাহ্রই। সারকথা হল, রাসূলুলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে পাঠালেন। পওে তাঁর সহযোগী হওয়ার জন্য আলী (রা)-কে পাঠালেন। তবে রাসূল (সা)-এর প্রতিনিধিরূপে মুশরিকদের সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণার দায়িত্ব আলী (রা)-এর উপরই অর্পিত হল। কেননা, তিনি ছিলেন রাসূল (সা)-এর পরিবারের অন্যতম সদস্য তাঁরই চাচাত ভাই। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, হাকীম ইব্ন হাকীম ইব্ন আব্বাদ ইব্ন হুনায়ফ (র) আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

সূরা বারা (তাওবা) নাযিল হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে লোকদের হজ্জ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তাঁকে বলা হল, এ সূরাটিও যদি আপনি আবূ বকরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন! তিনি বললেন, আমার পরিবারভুক্ত কোন একজনই এ কর্তব্য আমার পক্ষ থেকে আদায় করতে পারে; তারপর আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে ডেকে বললেন,

اخرج بهذه القصة من صدر براءة - و اذن فى الناس يوم النحر اذا اجتمعوا بمنى الا انه لا يدخل الجنة كافر - ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عهد فهو الى مدته-

সূরা বারাআর এই প্রাথমিক অংশ নিয়ে প্রস্থান কর এবং কুরবানীর দিন অর্থাৎ ১০ জিলহজ মিনার সমাবেশে লোকদের মাঝে এ ঘোষণা দেবে যে, "শুনে রাখ! কোন কাফির জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না; এ বছরের পরে কোন মুশরিক হজ পালনের সুযোগ পাবে না; কোন

উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না। আর আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সাথে যদি কারো কোন চুক্তি থেকে থাকে, তাহলে তা তার মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"

যথানির্দেশে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজস্ব বাহন উষ্ট্রী 'আল আযবা'-র আরোহী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং পথিমধ্যেই আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে মিলিত হলেন। তাঁকে দেখে আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'আমীর না মামূর– দলপতি হয়ে না সহকর্মী হয়ে? তিনি বললেন....বরং মামূর– আদিষ্ট ও অধীনস্থ হয়ে। পরে দুজন এক যোগে সফর করলেন। আবূ বকর (রা) লোকদের হজ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। সাধারণ (অমুসলিম) আরবরা এ বছরের এ সময়টিতেও জাহিলিয়্যাত যুগে প্রচলিত তাদের রীতি প্রথায় হজ পালন করছিল। অবশেষে 'নাহ্র' জিলহজের দশম দিবসে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফরমান অনুসারে ঘোষণা দিলেন এবং ঘোষণার দিন থেকে অনুর্ধ্ব চার মাসের সময় দিয়ে বললেন, এ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠিকে তার স্বদেশ ও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। ঐ সময়সীমার পরে কারো সাথে কোন চুক্তি বা কারো বিষয় কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকবে না; তবে যাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের (স্বল্পমেয়াদী) চুক্তি রয়েছে, তা মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।...ফলে পরবর্তী বছর থেকে কোন মুশরিক হজ করতে আসে নি এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিকে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতেও দেখা যায় নি।....তারপর তারা দু'জন [আবূ বকর ও আলী (রা)] এক সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এলেন।...এ সূত্রে হাদীসটির এ রিওয়ায়াত 'মুরসাল' (অসংযুক্ত) ধরনের।

এ প্রসঙ্গে বুখারী (র)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ–

অনুচ্ছেদ ঃ নবম হিজরীতে জনতার সাথে আবূ বকর (রা)-এর হজ্জ সম্পাদন

সুলায়মান ইব্ন দাউদ– আবুর রাবী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বিদায় হজের পূর্বেকার যে হজে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ বকর (রা)-কে আমীর নিয়োগ করেছিলেন। সে (হজ পালনকালে) তিনি (আবূ বকর রা) তাকে (আবূ হুরায়রা রা) সে ঘোষক দলের সাথে পাঠালেন– যাদের কর্তব্য ছিল এ ঘোষণা দেয়া যে, 'বর্তমান বছরের পরে কোন মুশরিক হজ করতে আসতে পারবে না এবং উলঙ্গ কোন লোক বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবে না।

অন্যত্র বুখারী (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বলেছেন, 'সেই' হজে আবূ বকর (রা) আমাকে ঘোষকদের সাথে পাঠালেন; দশই জিলহজ মিনা সমাবেশে এ মর্মে ঘোষণা প্রচারের জন্য তিনি তাদের নিযুক্ত করেছিলেন যে, "এ বছরের পরে কোন মুশরিক হজ করতে পারবে না আর কোন উলঙ্গ লোক আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।" (এ সনদের অন্যতম) রাবী হুমায়দ (র) বলেন....নবী করীম (সা) পরে আলী (রা)-কে (আবূ বকর রা-এর) পিছনে পাঠিয়ে দিয়ে 'বারাআত' তথা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, দশ তারিখের মিনা সমাবেশে আলী (রা)-ও আমাদের সাথে থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ও দায়িত্বমুক্তির ঘোষণা দিলেন। এ বছরের পরে কোন মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবে

না। আবার 'কিতাবুল জিহাদে' এ প্রসঙ্গে বুখারী (র) বলেছেন, আবুল ইয়ামান (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বলেছেন, আবূ বকর (রা) আমাকে দশ তারীখের মিনা সমাবেশে ঘোষণাদানকারীদের সাথে পাঠালেন, এ বারের পরে কোনও মুশরিক হজ করতে পারবে না। কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবে না। আর 'আল হাজ্জুল আকবার (বড় হজ)-এর দিন হল ইয়াওমুন নাহ্র, জিলহজ মাসের দশ তারিখের দিনটিই। তবে একে 'বড়' নামে আখ্যায়িত করার কারণ হল, সাধারণ লোকেরা উমরাকে ছোট হজ নামে অভিহিত করে থাকে। মোট কথা আবূ বকর (রা) ঐ বছর লোকদের সামনে উন্মুক্ত ও ব্যাপক ঘোষণা দিলেন, ফলে (পরের বছর) বিদায় হজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হজ পালনকালে কোনও মুশরিককে হজ করতে দেখা গেল না। ইমাম মুসলিম (র)-ও যুহরী সূত্রে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)....(মুহরিয (র) তাঁর পিতা) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে....তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে (বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে মক্কায়) পাঠালেন, তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি (মুহরিয) বললেন, আপনারা কি বলে ঘোষণা দিতেন? তারা (?) বললেন, আমরা এই বলে ঘোষণা দিতাম যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না; বায়তুল্লাহ্-এ কেউ উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতে পারবে না।

যার আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সাথে কোন চুক্তি রয়েছে তার সময়সীমা অথবা (তিনি বললেন) তার মেয়াদ চার মাস। এ চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেই মুশরিকদের সাথে আল্লাহ্র কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না এবং তার রাসূলের না; এ বছরের পরে মুশরিকরা এ ঘরের হজ করতে পারবে না। তিনি বলেন, ঘোষণা দিতে দিতে আমার আওয়ায ধরে গেল। এ সনদটি জায়্যিদ- উত্তম। কিন্তু যাদের কোন চুক্তি রয়েছে, তাদের সময়সীমা চারমাস বর্ণনাকারীর এ উক্তির সূত্র ধরে হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

কেননা, যদিও অনেকেই সব ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রেই চার মাস সীমা বেঁধে দেয়ার মত পোষণ করেছেন; কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হল, যাদের সাথে নির্ধারিত সময়ের চুক্তি ছিল, তাদের জন্য সময়সীমা চুক্তিতে বর্ণিত মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত– তা যত দিনেরই হোক, চাই তা চার মাসের অধিক সময়ের জন্যই হোক না কেন (বহাল থাকবে)। আর যাদের সাথে একেবারেই কোন (চুক্তি বা) মেয়াদ উল্লিখিত চুক্তি ছিল না, তাদেরই জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল, চার মাস। এছাড়াও তৃতীয় আর এক ধরনের লোক ছিল। তারা হল সময়সীমা বেঁধে দেয়ার এ ঘোষণার পরে চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই যাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যেত। এদেরকে প্রথমোক্ত দলের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায়। যার অর্থ হবে যথাসময় মেয়াদ শেষ হওয়া– তা চার মাসের কমই হোক না কেন। পক্ষান্তরে, এদের জন্যও সময়সীমা চার মাসে বর্ধিত হওয়ার কথা বলা যায়; কেননা, সম্পূর্ণ চুক্তিবিহীন বা মেয়াদবিহীনদের জন্য উল্লিখিত পরিমাণ সময় প্রদানের বিচারে এদের ক্ষেত্রে ঐ সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন, আফ্ফান (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-এর সাথে সম্পর্কহীন ও দায়মুক্তির ঘোষণা পাঠালেন।

তিনি যুল হুযায়ফাতে পৌঁছলেন এমন সময় নবী করীম (সা) বললেন, لا يبلغها الا انا اورجل من اهل بيتى "আমি নিজে কিংবা আমার পরিবারভুক্ত কোন একজনের পক্ষেই তা পৌঁছানো সমীচীন।" তাই আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে সে দায়িত্বভার দিয়ে তিনি পাঠালেন। তিরমিযী (র) এ হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) থেকে রিওয়ায়াত করে মন্তব্য করেছেন। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত এ রিওয়ায়াতটি হাসানও গরীব পর্যায়ের।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ (র)....আলী (রা)-এর বরাতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-এর পশ্চাতে আলী (রা)-কে পাঠালেন তিনি 'জুহফায়' পৌঁছে তাঁর কাছ থেকে ঘোষণা পত্রটি নিয়ে নিলেন। আবূ বকর (রা) মধ্যপথ থেকে ফেরত এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বিষয়ে কি কিছু নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন,

لا ولكن جبرئيل جاءنى فقال لا يؤدى عنك الا انت او رجل منك-

"না তেমন কোন ব্যাপার নয়; তবে জিবরীল (আ) আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, আপনি স্বয়ং কিংবা আপনার পক্ষে আপনার পরিবারস্থ কেউই এ কর্ম সম্পাদন করতে পারে।" এ হাদীসের সনদ যেমন দুর্বল তেমনি এর মূল পাঠও অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)....যায়দ ইব্ন বুছায় (র) হামাদানী সূত্রে বলেন, আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হজ সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আবূ বকর (রা)-কে পাঠালেন, তখন কোন বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে তাঁর সাথে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, 'চারটি বিষয় দিয়ে (এক) ঈমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না, (দুই) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না, (তিন) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যাদের কোন (নির্দিষ্ট মেয়াদের) চুক্তি রয়েছে, তাদের চুক্তি মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং (চার) এ বর্তমান বছরের পরে মুশরিকরা হজ পালনে আসতে পারবে না। তিরমিযী (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) সূত্রে যায়দ ইব্ন আছীল (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। (সুফিয়ান) ছাওরী (র)-ও....আলী (রা) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি বলি, ইব্ন জারীর হাদীসখানি মা'মার....আলী (রা) সনদে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর অন্য এক সনদে বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র)....আবুস সাহ্বা আল বিকরী (র) সূত্রে বলেন, আমি আলী (রা)-কে হজে আকবার (বড় হজ)-এর ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রা)-কে পাঠালেন জনতার হজব্রত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে; আর আমাকে তাঁর সাথে পাঠালেন সূরা তাওবার চল্লিশটি আয়াত দিয়ে। আবূ বকর (রা) আরাফাত প্রান্তরে উপনীত হলেন এবং আরাফা দিবস ৯ই জিলহজ সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে হজের খুতবা দিলেন। খুতবা সম্পন্ন করে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, আলী! উঠে দাঁড়াও এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও। আমি উঠে দাঁড়িয়ে সমাবেশের সামনে সূরা তাওবার (প্রথমাংশের) চল্লিশটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালাম। তারপর আমরা মিনায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলাম, উট কুরবানী করলাম এবং মাথা মুণ্ডালাম। তখন আমার

উপলব্ধি হল যে, 'সমাবেশে' (মিনা-মুযদালিফায় সমবেত) সকলেই আরাফাতে প্রদত্ত আবূ বকর (রা)-এর অভিভাষণে উপস্থিত ছিল না। তাই আমি সে আয়াতগুলো নিয়ে প্রতিটি তাঁবুতে ঘুরে ঘুরে তা তাদের পড়ে শোনাতে লাগলাম। তারপর আলী (রা) বললেন, (শেষের) এ ঘটনার কারণে– আমার মনে হয়– তোমাদের ধারণা জন্মেছে যে, এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল দশই জিলহজ কুরবানীর দিনে; কিন্তু আসলে তা ছিল আরাফা দিবস– ৯ই জিলহজ তারিখ। আত্-তাফসীর এ পর্যায়ে চূড়ান্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে হাদীস ও আছারসমূহের (বাণীমালার) সনদ নিয়েও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্রই।

ওয়াকিদী (র) বলেন, মদীনা থেকে আবূ বকর (রা)-এর সাথে তিনশ' সাহাবীর একটি জামাআত এ সফরে গিয়েছিলেন। এঁদের মাঝে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-ও ছিলেন। আবূ বকর (রা) নিজে পাঁচটি কুরবানীর উট নিয়েছিলেন; রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতে পাঠিয়েছিলেন বিশটি এবং পরে আলী (রা)-কে তাঁর পশ্চাতে পাঠালে 'আরজ' নামক স্থানে আলী (রা)-এর সাথে মিলিত হলেন এবং হজ উপলক্ষে সমবেত জনতার সামনে (আরাফাতে) সূরা তাওবার ঘোষণা প্রদান করলেন।

এক নজরে নবম হিজরীর ঘটনাবলী

এ বছর অর্থাৎ হিজরী নবম সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মাঝে রয়েছে তাবূক অভিযান রজব মাসে; যার বিবরণ বিবৃত হয়েছে। ওয়াকিদী (র)-এর মতে এ বছরেই রজব মাসেই আবিসিনীয় রাজ (বর্তমান ইথিওপিয়া) নাজাশী (রা)-এর মৃত্যু হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের কাছে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেন। এ বছরেরই শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুহিতা উম্মু কুলছুম (রা) ইন্তিকাল করেন। আসমা বিন্ত উমায়স ও সাফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব তাঁকে গোসল দেন। মতান্তরে কতিপয় আনসারী মহিলা তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন; উম্মু আতিয়্যা (রা) ছিলেন যাঁদের অন্যতমা।

মন্তব্য ঃ শেষোক্ত ঘটনাটি সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়– বুখারী, মুসলিম থেকেই প্রমাণিত। এছাড়া হাদীসে এ কথাও প্রামাণ্যরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী আলায়হিস সালাম যখন কন্যার জানাযার নামায আদায় করে তাকে দাফন করতে মনস্থ করলেন, তখন বললেন, "আজ রাতে স্ত্রী সহবাস করেছে এমন কেউ কবরে অবতরণ করবে না।" ফলে তার স্বামী উছমান (রা) উল্লিখিত কারণে বিরত রইলেন এবং আবূ তালহা আল-আনসারী (রা) তাঁকে কবরে নামালেন। [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ বক্তব্যের লক্ষ্যে উছমান (রা) না হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান, বরং] এ বক্তব্যের লক্ষ্য হবেন সাহাবী জামাআতের সে লোকেরা যাঁরা কবর খনন ও দাফন-কাফন ইত্যাদি কাজে অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করতেন। যেমন– আবূ উবায়দা, আবূ তালহা (রা) প্রমুখ ও তাঁদের সহযোগীবৃন্দ। কাজেই রাসূল (সা)-এর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে হল (যারা দাফন-কাফনের কাজে স্বেচ্ছাসেবা করে থাকে) 'সে লোকদের' মাঝে যে অদ্য রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস করে নি এমন লোকই কবরে অবতরণ করবে। অতএব, উছমান (রা) এ বক্তব্যের লক্ষ্য উপলক্ষ্য কিছুই নন এবং তাঁর বিরত থাকাকে উপরিউক্ত কারণে সাব্যস্ত করা

বর্ণনাকারীর নিজস্ব অভিমত মাত্র– যার সম্ভাবনা ক্ষীণ (কেননা, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী উছমান (রা)-এর কবরে অবতরণের প্রশ্নই নেই)।

কেননা, রাসূল-দুহিতা উম্মু কুলছুম ব্যতীত উছমান (রা)-এর অন্য কোন স্ত্রী থাকার তেমন সম্ভাবনা নেই। এ বছরই আয়লার রাজা, জারবা আয- রূহবাসীরা এবং দুমাতুল জানদাল-এর অধিকর্তারা সন্ধিবদ্ধ হয়, যথাস্থানে এ সবের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ বছরই একটি মুনাফিক উপদলের নির্মিত মসজিদরূপী ষড়যন্ত্রের আঁখড়া যিরার মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে তা ভস্মীভূত করা হয়। এ বছরের রমযানে ছাকীফের প্রতিনিধি দল এসে স্বগোত্রের পক্ষে সন্ধিপত্র সাক্ষর করে নিরাপত্তার সনদ নিয়ে ফিরে যায় এবং 'লাত' বিগ্রহ ভেঙ্গে চূরমার করা হয়। একটু আগেই এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বছরের শেষ ভাগে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেয় মুনাফিক প্রধান 'অভিশপ্ত' আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই। এর কয়েক মাস আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাবূক অবস্থানকালে (এ বিষয় সম্পৃক্ত হাদীস ও বর্ণনার প্রামাণ্যতা সাপেক্ষে) মৃত্যুবরণ করেন। মুআবিয়া ইব্ন মুআবিয়া আল-লায়ছী কিংবা আল মুযানী (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। এ বছরই আবূ বকর (রা) রাসূল (সা)-এর নির্দেশে মুসলিম জনতাকে নিয়ে (প্রথমবারের মত নিয়মিত) হজ্জ সম্পাদন করেন।

আর এ বছরই আরবের বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রের প্রতিনিধি দলসমূহের ব্যাপক আগমন ঘটে। যে কারণে 'প্রতিনিধি দল বর্ষ' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমরা ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ-এর পদাঙ্ক অনুসরণে তাই এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয় সম্পন্ন করলেন, তাবূক অভিযান থেকে অবসর হলেন, ছাকীফ গোত্রীয়রা আনুগত্যের বায়আত করল; তারপর শুরু হল চারদিক থেকে আরবীয় প্রতিনিধি দলের আগমন। ইব্ন হিশাম (র) বলেন, আবূ উবায়দা আমাকে বলেছেন যে, এসব ছিল নবম বর্ষে এবং এ বছরটিকে 'সানাতুল উফূদ' বা 'প্রতিনিধিদল বর্ষ' নামে অভিহিত করা হয়। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আরব জাতি তাদের ইসলামে দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে এ কুরায়শ গোত্রটির পটপরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। কেননা, কুরায়শই ছিল সকল গোত্রের পুরোধাও নিয়ন্ত্রক, হারাম শরীফ ও বায়তুল্লাহ্র সান্নিধ্যে বসবাসকারী ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (আ)-এর প্রত্যক্ষ বংশধর। আরব নেতৃত্বের এ সত্যটিকে অস্বীকার করার জো ছিল না। ওদিকে কুরায়শীরাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁর সাথে লাগাতার সংঘর্ষের সূচনা করেছিল। সুতরাং মক্কা বিজয় ও কুরায়শীদের তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের ফলে ও মক্কাবাসীরা ইসলামের পদানত হলে অন্যান্য আরবরা উপলব্ধি করলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ এবং সংঘাত ও যুদ্ধ জিইয়ে রাখার সামর্থ্য আর তাদের নেই। ফলে তারা দলে দলে (যেমন মহীয়ান আল্লাহ্ স্বয়ং ইরশাদ করেছেন) আল্লাহ্র দীনে দাখিল হতে লাগল এবং চতুর্দিক থেকে এ দীনের কেন্দ্রাভিমুখে কাফেলাসমূহের আগমন শুরু হলো। যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে বিষয়টির অবতারণা করেছেন–

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

"যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে; তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তিনি তো তাওবা কবুলকারী" (১১০ সূরা আন-নাসর)।

অর্থাৎ তোমার দীনের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা করবে। কারণ (এমন করলে) তিনি বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন এবং বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। এ প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত আম্র ইব্ন মাসলামা (রা) বর্ণিত হাদীস আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। যার সংক্ষেপ হল– গোটা আরব পক্ষের বিজয়ের প্রতীক্ষায় ছিল; এটি ফায়সালা হয়ে গেলে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। তারা তো বলতেই থাকত– এ লোকটাকে তাঁর কওমের সাথে বুঝতে দাও; যদি ওদের উপরে তাঁর প্রাধান্য জমাতে পারে, তাহলে সে সত্যই নবী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মক্কা বিজয় বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি কওম অগ্রবর্তী হওয়ার প্রতিযোগীতার সাথে ইসলামে দাখিল হতে লাগল। আমার কওমও ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকায় ছিল। আমাদের কওমের প্রতিনিধি ফিরে এসে যা বলেছিল, তা হল- "আল্লাহ্র কসম! একজন সত্য নবীর সান্নিধ্যে থেকেই তোমাদের কাছে আসছি; তিনি বলে থাকেন,

صلوا صلاة كذافى جين كذا وصلا ة كذافى حين كذا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا-

"অমুক সময় অমুক সালাত এবং অমুক সময় অমুক সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় আগত হলে তোমাদের পক্ষে একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মাঝে কুরআনের অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করবে।"

(.....আম্র (রা) পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন) এ হাদীসের বিবরণ রয়েছে সহীহ্ বুখারী শরীফে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এবং তাঁর পরবর্তীদের মাঝে ওয়াকিদী ও বুখারী (র) এবং আরও পরে বায়হাকী (র) প্রমুখ এমন অনেক প্রতিনিধি দলের তালিকা ও বিবরণ দিয়েছেন যাদের আগমনকাল ছিল নবম হিজরী বর্ষে।

এমনকি মক্কা বিজয়েরও আগে। এর প্রমাণ খোদ আল্লাহ্র কালামেও ইরশাদ হয়েছে-

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا - وَكُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى-

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা; যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয় দলেরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (৫৭ ঃ ১০) এছাড়া

নবী করীম আলায়হিস সালামের এ বাণীও পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে– মক্কা বিজয়ের দিন তিনি বলেছিলেন- لا هجرة ولكن جهاد ونية "এখন থেকে (মক্কা হতে মদীনায় বিধিগত) হিজরত নেই; তবে জিহাদ ও নিয়ত–এ আমল চিরকাল অব্যাহত থাকবে।

অতএব, মদীনাভিমুখী প্রতিনিধি দলসমূহের মাঝে স্তরবিন্যাস ও পার্থক্য নির্ণয় জরুরী। একটি স্তর হল মক্কা বিজয়ের পূর্বে আগমনকারীদের, যাদের আগমন 'হিজরত'রূপে স্বীকৃত। অন্য স্তরটি হল মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময় আগমনকারী গোত্রীয় প্রতিনিধি দলসমূহের; যাদের জন্যও আল্লাহ্ কল্যাণ ও পুণ্যের ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সময়ের পার্থক্য ও মাহাত্ম্যের বিচারে এঁরা পূর্ববর্তীদের সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। এ ছাড়া প্রতিনিধি দল বিষয়ক আলোচনায় গুরুত্বারোপ সত্ত্বেও পূর্ববর্তীদের আলোচনা থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়ে গিয়েছে। আমরা –আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে পূর্বসূরীদের আলোচনা সংক্ষেপে উল্লেখ করার সাথে সাথে সে বিষয় প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনী ও সংশোধন-সংযোজনসহ আমাদের প্রাপ্ত তথ্যাদি তাঁদের পরিত্যক্ত বিষয়গুলোও সাধ্যমত আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ্!

ওয়াকিদী (র) বলেন, কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল মুযানী (র)....তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে সর্বপ্রথম আগমনকারী প্রতিনিধি দল হল 'মুযার' গোত্রের শাখা 'মুযায়না'-র চারশ' সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি কাফেলাটি। এদের আগমন হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর রজব মাসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের স্বদেশ ভূমিতে অবস্থান করাকেই তাদের জন্য 'হিজরত তুল্য' সাব্যস্ত করে দিলেন। তিনি বললেন,

انتم مها جرون حيث كنتم - فارجعوا الى اموالكم-

"তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরে থেকেই 'মুহাজির' সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের মাঝে ফিরে যাও"। ফলে তাঁরা তাঁদের আবাসভূমিতে ফিরে গেল। তারপর ওয়াকিদী (র) হিশাম ইবনুল কালবী (র) থেকে তাঁরই সনদে উল্লেখ করেছেন যে, মুযায়না থেকে সর্বাগ্রে আগমনকারী ব্যক্তি ছিলেন খুযাঈ ইব্ন 'আব্দ নুহুম এবং তার সাথে ছিল তাঁর স্বগোত্রীয় আরও দশজন। তিনি তাঁর কওমের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্র হাতে ইসলামের বায়আত করলেন। কিন্তু কওমের কাছে ফিরে গেলে তাঁদের ব্যাপারে তাঁর ধারণার ব্যতিক্রম দেখতে পেয়ে হতাশ হলেন। কওম তাঁর প্রতি তেমন সাড়া দিল না। এ অবস্থা জানতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, খুযাঈর নিন্দা না হয়, এমনভাবে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা কর। তিনি সে মত কয়েকটি পংক্তি রচনা করলেন। এগুলো খুযাঈর কাছে পৌছলে তিনি গোত্রের লোকদের কাছে এ ব্যাপারে অনুযোগ করলেন। তখন তারা সমবেত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে খুযাঈ তাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন। মক্কা বিজয়ের দিন– সেদিন পর্যন্ত তাদের সংখ্যা হাজারের ঘরে পৌছেছিল– রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুযায়না কবীলার পতাকাবাহী নিযুক্ত করেছিলেন এ খুযাঈকেই। বর্ণনাকারী বলেন, ইনি হলেন আবদুল্লাহ্ যুল-বিজাদায়ন (দুই কম্বলধারী আবদুল্লাহ্)-এর ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ তামীম প্রতিনিধি দলের আগমন প্রসঙ্গ

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ নু'আয়ম (র)....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে, তিনি বলেন, একদল বনূ তামীম নবী করীম (সা)-এর কাছে এলে তিনি বললেন, "হে তামীমীরা!

وكم قسرنا من الاحياء كله + عند النهاب وفضل العز يتبع

"সংঘাত ও লুণ্ঠতরাজকালে কত শত গোত্রের দর্প আমরা চূর্ণ করে দিয়েছি; মর্যাদার মাহাত্ম্য অনুসরণীয় তো বটে।

ونحن يطعم عند القحط مطعمن + من الشوء لم يؤنس الفرع-

"আমরা দুর্ভিক্ষকালে আমাদের দস্তরখানের খাবার বিতরিত হয় দেদার সে ভূনা কাবাব; যদি না সংকট আসন গেড়ে বসে ও বিপদ স্থায়ী রূপ নেয়।

بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل ارض هويا ثم نصطنع -

"যেমন দেখতেই পাচ্ছ, লোক সমাজের সর্দার শ্রেণী সারাদেশ থেকে সাহায্যের আশায় আমাদের কাছে ছুটে ছুটে আসে; তখন আমরা দান দক্ষিণা করি।

فتخر الكوم عبطا فى ارومتن + للناز لين اذا ما انزلوا شبعوا-

"আমরা তখন সুস্থ-সবল উটপাল যবাই করতে থাকি আমাদের এ মরুনিবাসে; আগন্তুক অতিথিবৃন্দের জন্য; যারাই অতিথি হন তারা পরিতৃপ্তির সাথে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

فما ترانا الى حتى نفاخره + الا استفادوا وكانوا الرأس تقتتطع -

"কোন গোত্রের সাথে আমরা গৌরব প্রতিযোগিতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তুমি শুধু এমনটিই দেখবে যে, তারা মরে বিনাশ হচ্ছে আর ছিন্ন শির জাতিতে পরিণত হচ্ছে। (অথবা তুমি দেখবে না যে আমরা যে কোন গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছি) তবে হাঁ যে গোত্রটি ধনেজনে বলীয়ান হয়ে সুসংগঠিত গোত্রে পরিণত হয়েছে ওদের মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।

فمن يفاخرنا فى ذالك نعرف + فيرجع القوم والاخبار تستمع

"সুতরাং ঐ ক্ষেত্রে যারা আমাদের সাথে পাল্লা দিতে আসে আমরা ওদের যথার্থ পরিচয় নিয়ে নেই, ফলে সে গোত্র ফিরে যায় এমনভাবে যে তাদের নাস্তানাবুদ হওয়ার খবর কানে কানে ছড়িয়ে পড়ে।"

انا ابينا ولم يأب لنا اح + انا كذالك عند الفخر ترتفع-

"আমরাই অন্যদের প্রাধান্য অস্বীকার করে থাকি; আমাদের নেতৃত্ব শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার দুর্মতি হয় নি কারো; কীর্তি ও কৃতিত্বের গৌরবে আমরা এভাবেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকি।"

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত সে সময়টিতে উপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি (হাস্‌সান) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছলে প্রতিপক্ষের কবি দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করল। আমিও তার মত করেই তার উক্তির প্রত্যক্ষ পাল্টা জবাব দিলাম। মোটকথা, যাব্‌রিকান তার কবিতা শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কে বললেন, হাস্‌সান! তুমি দাঁড়িয়ে লোকটার বক্তব্যের জবাব দাও। হাস্‌সান (রা) তাঁর কবিতা শুরু করলেন-

ان الذوائب من فهروا خونهم ق+ بينوا سنة للناس تتبع

"ফিহ্‌র খান্দানের শীর্ষস্থানীয়রা এবং তাদের ভ্রাতৃশ্রেণী জনতার সামনে তুলে ধরেছে এমন **রাজপথের দিশা যা অনুসরণীয়।**

يرضى بها كل من كانت سريرت + تقوى الا له وكل الخير يصطنع

"যে পথ ও জীবনধারা পসন্দ করে তেমন সকল লোকই, যাদের 'প্রকৃতি' হল আল্লাহ্‌র তাকওয়া; **যা** সার্বিক কল্যাণ সাধনের হেতু।

قوم اذا حاربوا ضروا عدوه + او حاولوا النفع فى اشيا عهم نفعوا

"ওরা এমন সম্প্রদায় যারা যুদ্ধের ময়দানে নামলে শত্রুদের ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়ে; আর স্বপক্ষীয়দের উপকার বর্তাতে চাইলে তা তাদের দোর গোড়ায় পৌছিয়ে দেয়।

سجية تلك منهم غير محدثة + ان الخلائق فاعلم - شرها البدع

"ওটা ওদের জন্ম জন্মান্তরের স্বভাব; নতুন কিছু নয়; জেনে রাখা ভাল– নতুন নতুন আচরণ হচ্ছে নিকৃষ্টতম আচরণ।

ان كان للناس سباقون بعده + فكل سبق لادنى سبقهم تبع

"যদি লোকদের মাঝে তাদের পরবর্তী স্তরের 'অগ্রণী' কেউ থেকে থাকে, তা হলে প্রতিটি অগ্রণী (দল) তাঁদের (কাছাকাছি এবং তাদের) চাইতে নিম্নতর ঐ অগ্রণী স্তরের অনুগামী।

لايرفع الناس ما اوهت اكفه + عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا

প্রতিরোধকালে তাদের পাঞ্জা যা ফেলে দেয়, তা লোকেরা তুলে উঠায় না; আর তারা যা তুলে ধরে তা লোকেরা ফেলে নীচু করে দেয় না। অর্থাৎ সম্ভ্রম ও মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করে।

ان سابقوا الناس يوما فازسبقه + او وازنوا اهل مجد بالندى منعوا

"কখনো লোকদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলে তাদের লোকেরাই প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য ছিনিয়ে নেয়, আর ঐতিহ্যের অধিকারীদের সাথে বদান্যতার প্রতিযোগিতায় এল এঁরা ওদের হটিয়ে দেয়।

اعفة ذكرت فى الوحى عفتهم + لا يطمعون ولا يرد يهم طمع

ওরা পূত চরিত্রের অধিকারী; ওহীর মধ্যে বিবৃত হয়েছে ওদের পূত পবিত্রতা। ওরা লালায়িত হয় না, লোভ ওদের কখনো ধ্বংস করে না।

لا يبخلون على جار بفضله + ولا يمسهم من مطمع طبع

প্রতিবেশীদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণে তাদের কার্পণ্য নেই লালসার কোন বস্তু তাদেরকে স্পর্শ করে না।

اذا نصبنا لحى لم ندب لهم + كما يدب الى الوحشية الذرع

যখন কোন গোত্রের বিপক্ষে আমরা যুদ্ধের পতাকা উড্ডীন করি, আমরা (ভালুক চালে) হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা **অতর্কিতে তাদের কাছে** পৌছে না, নীল গাভী ও বন্য শিকারকে প্রতারণা-প্রলুব্ধ করার জন্য 'সহচর" **প্রাণী যেমন চালে** চেলে থাকে (বরং আমরা প্রকাশ্যে ও প্রচণ্ড বিক্রমে আঘাত হানতে অভ্যস্ত)।

---

১. ذرع বহুবচনে **الذريعة মাধ্যম, উপায়।** বন্য শিকারী প্রাণীর নাখে মিতালী পাতাবার জন্য শিকারীরা যে পোষ মানা প্রাণী ব্যবহার করে, **যারা বন্য প্রাণীর** নাখে ভাব জমিয়ে তাকে শিকারীর ফাঁদে ফেলে।

نسموا اذا الحرب نا لتنا مخالبه+ اذا الزعانف من اظفار ها خشعوا

"যুদ্ধ আমাদের গায়ে তার নখর বসালে আমরা তার ঊর্ধ্বে অবস্থান করি তাকে আমাদের কাবুতে রাখি; যেমন দল ছুট ব্যক্তি যুদ্ধের নখরাক্রমণে ভীত হয়ে পড়ে।"

لا يفخرون اذا نالوا عدوهم + وان اصيبوا فلا خور ولا هلع

"এরা শত্রুদের পরাস্ত করলে সে জন্য গর্ব প্রকাশ করে না। আবার কখনো আক্রান্ত হলে কাপুরুষতা বা সন্ত্রস্ততা তাদের অস্থির করে তুলে না।"

كانهم فى الوغى والموت مكتنع + أسد بحلية فى ارساغها فدع

কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মৃত্যু চোখের সামনে নাচানাচি করে, ওরা তখন (ইয়ামানের) 'হালয়া বনভূমির পেশী বিশিষ্ট সিংহ দল।

خذ منهم ما اتو عفوا اذا غضبوا + ولا يكن همك الامر الذى منعوا

"ওরা যখন রাগের মাথায় থাকে, তখন তাকে ক্ষমাস্বরূপ যা যতটুকু দেয় তা ততটুকু নিয়েই তুষ্ট থাক; ওরা যে বিষয়টি 'না' করে দেয়, তাই যেন তোমার লক্ষ্য না হয়।"

فان فى حربه – فاترك عداوتهم + شرا يخصاض عليه السم والسلع

ওদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার মানে হলো অকল্যাণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেয়া– যে অকল্যাণের মাঝে সাঁতরে বেড়ায় উট-ঘোড়ারা; অতএব, সাবধান! ওদের সাথে শত্রুতা ত্যাগ কর।

اكرم بقوم رسول الله شيعته + اذا تفاوتت الاهواء والشيع

"মহান সেই কওম, আল্লাহ্র রাসূল (সা) যাদের আদর্শ ও পুরোধা; যখন নাকি অন্যান্যদের মত ও পথ বিভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত।"

اهدى لهم مد حتى قلب يؤزره + فيما احب لسان حائك صنع

তাদের আঙ্গিনায় আমার এ স্তুতি কাব্যের ডালি নিবেদন করছে এমন একটি হৃদয়, যাকে তার প্রিয় বিষয়ে প্রবল শক্তি জোগায় এক বয়ন–শিল্প–দক্ষ রসনা।

فانهم افضل الا حياء كلهم + ان جد فى الناس جدا القول او شمعوا

"কেননা, গোত্রকুলের মাঝে ওরাই সকলের সেরা; তা মানুষেরা বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক বক্তব্য পেশ করুক কিংবা হাসি ও ঠাট্টাচ্ছলে কোন মন্তব্য করুক।"

ইব্ন হিশাম (র) বলেন, বনূ তামীম গোত্রের কবিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে অবহিত করেছেন যে, বনূ তামীম প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে আগমন করলে কবি যাবরিকান যে কবিতা আবৃত্তি করেছিল তা নিম্নরূপ–

اتيناك كيما يعلم الناس فضلنا + اذا اختلفو عند احتضار المواسم

আপনার কাছে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন উৎসব ও পর্ব অনুষ্ঠানকালে লোকদের মাঝে যখন বিরোধ সূচিত হয়, তখন যেন তারা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারে।

با نا فروع الناس فى كل موطن + وان ليس فى ارض الحجاز مكدارم

"এ মাহাত্ম্য যে, প্রতিটি এলাকায় আমরাই মানব সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং এ কথা যে, হিজায ভূমিতে 'দারিম' খান্দানের তুলনা নেই।"

وانا نذود المعلمين اذا انتخوا + وتضرب رأس الاصيد المتفاقم

"আর আমরা 'চিহ্নধারী' বীরযোদ্ধাকে হটিয়ে দেই, যদি সে অহং প্রকাশে বাড়াবাড়ি করে; আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী উদ্ধত গর্দানের খুলিতে আঘাত হানি।"

وانا لنا المرباع فى كل غارة + تغير بنجد او بارض الا عاجم

"আর (যাতে লোকদের জানা হয়ে যায় যে) যে কোন আক্রমণ অভিযান লব্ধ লুটের সম্পদে আমরা আইনত চতুর্থাংশের অধিকারী,[১] সে আক্রমণ আরবীয় নাজ্‌দ এলাকায় পরিচালিত হোক, কিংবা আজমীদের কোন দেশে।"

যাব্‌রিকানের প্রতিপক্ষে হাস্‌সান (রা) জবাব দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন,

هل المجد الا السؤدالعودودا الندى + وجاه الملوك واحمتال العظائم

"আভিজাত্য– তা তো হল সুপ্রাচীন নেতৃত্ব, বদান্যতা, রাজকীয় মর্যাদাবোধ ও বড় বড় ঝক্কি-ঝামেলার দায় বহন।"

يصرنا واوينا النبى محمدا+ على انف راض من معد وراغم

"আমরা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সহায়তায় অবতীর্ণ হয়েছি, তাঁকে সসম্মানে আশ্রয় দিয়েছি মু'আদ্দ বংশের তুষ্ট ও অতুষ্ট লোকদের অহমিকার পরোয়া না করেই।"

بحى حريد اصله وثراؤ+ بجابية الجولان وسط الا عاجم

এমন একটি জনগোষ্ঠির সহায়তায় যাদের মূল অস্তিত্ব 'আজমী (অনারব) দেশের বুকের উপরে গোলান উপত্যকায় অপ্রতিরোধ্য শিকড় বিস্তার করে রয়েছে।[২]

نصرناه لما حل بين بيوتنا + باسيا فنا من كل باغ وظالم

"আমাদের মাঝে তাঁর শুভ পদার্পণের পরে আমরা আমাদের অসি দিয়ে প্রতিটি উদ্ধত-অনাচারীর বিরুদ্ধে তাঁর সহায়তা করেছি।"

جعلنا بنينا دونه وبناتنا + وطبنا له نفسا بغئ المغانم

"আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের দিয়ে তাঁর সামনে রক্ষাব্যূহ রচনা করেছি এবং গনীমত লব্ধ সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য আমাদের মন প্রাণ সন্তোষে নিবেদিত।"

ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا +على دينه با لمرهفات الصوارم

"দু'ধারী সুতীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে আমরা লোকদের আঘাত হেনেছি, ফলে তারা দলে দলে তাঁর দীনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে।"

---

১. المرباء এক-চতুর্থাংশ। জাহিলিয়াত যুগের সমর বিধান অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ লুটের মালে এক-চতুর্থাংশ সম্পদ অথবা রবি মৌসুমে ফসল উৎপাদনকারী কিংবা রবি মৌসুমে প্রসবকারিণী উটের উপরে কোন গোত্র বা গোত্রপতির আইনগত অধিকার।

২. গোলান অঞ্চলে মুহাম্মদ (সা)-এর পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর বংশীয় আভিজাত্যের প্রতি ইঙ্গিত।

ونحن ولدنا من قريش عظيمها + ولدنا نبى الخير من ال هاشم

কুরায়শদের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমরাই জন্ম দিয়েছি; বনূ হাশিম পরিবারে কল্যাণের নবীকে আমরাই জন্ম দিয়েছি।

بنى دارم لا تفخروا ان فخركم + يعود وبالا عند ذكر المكارم

দারেমীরা! অত গর্ব করো না; কারণ মর্যাদা-আভিজাত্যের আলোচনা ক্ষেত্রে ঐ গর্বসমূহ বিপদের রূপ নিতে পারে।

هبلتم علينا تفخرون وانتم + لنا خول من بين ظئر وخادم

"তোমরা আমাদের সাথে গর্ব করে বোকামী ও হেংলাপনার পরিচয় দিয়েছো; অথচ তোমরা হলে আমাদের সেবাদাস, কেউ বা ধাত্রী, কেউ বা গৃহপরিচারিকা।"

فان كنتم جئتم لحقن دمائكم — واموالكم ان تقسموا فى المقاسم

"এখন তোমরা যদি জানের হিফাজত ও গণীমতের হিস্‌সারূপে বণ্টন হয়ে যাওয়া থেকে তোমাদের সম্পদের হিফাজত করার উদ্দেশ্যে এসে থাকো।"

فلا تجعلوا لله ندا واسلموا + ولا تلبسوا زيا كزى الاعاجم

"তা হলে অংশীবাদী বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ কর (আত্মসমর্পণ কর) এবং অনারব কাফেরদের বেশ-ভূষা পরিধান কর না।"

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) তাঁর কবিতা শেষ করলে আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস (রা) বললেন, 'আমার জন্মদাতার শপথ! এ কাব্য প্রতিভা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত; তাঁর পক্ষের বক্তা আমাদের বক্তার চাইতে অধিকতর বাগ্মী; আর তাঁর কবি আমাদের কবির চাইতে অধিকতর কাব্য প্রতিভাসম্পন্ন এবং তাদের ধ্বনি আমাদের ধ্বনির চাইতে উচ্চতর। বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিযোগিতা শেষে আগত প্রতিনিধি দলের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের যথাযোগ্য উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সমাদৃত করলেন। আম্‌র ইবনুল আহ্‌তাম ছিলেন দলে সর্বকনিষ্ঠ। তাই লোকেরা তাকে তাঁবুতে রেখে এসেছিলেন। কায়স ইব্‌ন আসিম আমরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। সে বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমাদের এক ক্ষুদে তরুণ তাঁবুতে রয়ে গিয়েছিল। তার স্বরে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকেও অন্যান্য সদস্যদের সমতুল্য উপহার দিলেন। আম্‌র ইবনুল আহ্‌তাম তার প্রতি কায়সের তাচ্ছিল্যের কথা জানতে পেয়ে তাকে ব্যাঙ্গ করে কবিতা রচনা করলেন।

"অলস নিতম্ব বিছিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলে, রাসূল (সা)-এর দরবারে বসে আমাকে ব্যাঙ্গ করে, কিন্তু সত্য কথা বলার সাহস তোমার হল না।

আমরা তো তোমাদের উপর সমুজ্জ্বল নেতৃত্ব দিয়ে এসেছি; আর তোমাদের নেতৃত্ব ফোকলা হয়ে লেজের উপরে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

হাফিয বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান (র)....মুহাম্মদ ইবনুয যুবায়র আল-হানজালী (র) থেকে....তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে যাব্‌রিকান ইব্‌ন বদর, কায়স ইব্‌ন আসিম ও আম্‌র ইবনুল আহ্‌তাম (রা) প্রমুখ আগমন করলেন। নবী করীম (সা) আম্‌র ইবনুল আহ্‌তামকে বললেন, যাব্‌রিকান সম্পর্কে তোমার মন্তব্য আমাকে বল; আর এ

লোক (কায়স) সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। আমার ধারণা কায়স সম্পর্কে আগে থেকে অবহিত ছিলেন। 'আম্‌র বললেন, তার সামনে সকলে তার অনুগত সে ভাবলেশহীন অহংকার ও গাম্ভীর্যের অধিকারী এবং পশ্চাতের বিষয়ে সতর্ক সংরক্ষণকারী। যাব্‌রিকান এ মন্তব্য শুনে বললেন, তার কথা সে বলেছে, তবে সে একথাও জানে যে তার ঐ বর্ণনার চাইতে আমি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। বর্ণনাকারী বলেন, তখন 'আম্‌র বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার সম্পর্কে আমি যা জানি তা হল, তুমি হচ্ছো বিশাল বপু, সংকীর্ণ আস্তাবলের মালিক, আহম্মক বাপের সন্তান আর ইতর মামার ভাগ্নে। পরে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উভয় বক্তব্যেই আমি সত্যবাদিতা রক্ষা করেছি। প্রথমে সে আমাকে সন্তুষ্ট করেছিল, তাই আমি তার সম্পর্কে আমার জানা তার ভাল গুণগুলোর উল্লেখ করেছিলাম, পরে সে আমাকে রাগিয়ে দিলে তার সম্পর্কে আমার জানা মন্দ কথাগুলোও বলে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ان من البيان لسحرا "কোন কোন ভাষণে যাদুকরী হয়ে থাকে।" এ বর্ণনা সূত্রে এটি 'মুরসাল' পর্যায়ের।[১] বায়হাকী (র) বলেন, অন্য একটি সূত্রে হাদীছটি 'মাওসূল' রূপেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ জা'ফর কামিল ইব্‌ন আহমদ আল-মুসতামিলী (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার তামীম গোত্রের কায়স ইব্‌ন আসিম, যাব্‌রিকান ইব্‌ন বদর ও আম্‌র ইবনুল আহ্‌তাম তামীমী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে বসা ছিল। এ সময় যাব্‌রিকান আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে গর্ব ভরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তামীম গোত্রের নেতা, তাদের মাঝে বরেণ্য ও অনুসরণীয়। অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করি এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার উসুল করে দেই। এ আম্‌রও আমার দাবী সমর্থন করবে। তখন আম্‌র ইবনুল আহ্‌তাম বলল, সে অবশ্যই চাপাবাজ, অগ্রপশ্চাত সংরক্ষণকারী এবং তার নীচতা সত্ত্বেও বরেণ্য।

তখন যাব্‌রিকান বলল, আল্লাহ্‌র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে যা বলেছে তার চাইতে ভাল কথা আমার সম্পর্কে সে জানে, কিন্তু বিদ্বেষ তাকে সত্য গোপনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আম্‌র ইবনুল আহ্‌তাম বলল, আমি তোমাকে হিংসা করব? আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ইতর মামুর ভাগ্নে (মাতৃকুল নিম্নশ্রেণীর), ইদানিং সম্পদের অধিকারী নতুন ধনী, আহম্মক বাপের সন্তান (পিতৃকুলও নিম্নস্তরের) এবং সমাজে নিম্নসারির ফেলনা লোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! প্রথমবারেও আমি সত্য বলেছি, আর শেষবারেও মিথ্যার আশ্রয় নেই নি। তবে আমার স্বভাব হল, আমার মেযাজ ভাল থাকলে কারো সম্পর্কে আমার জানা ভাল গুণের কথাই বলি, আর মেযাজ বিগড়ে গেলে আমার দৃষ্টিতে তার যা মন্দ পরিচয় তাই তুলে ধরি। সুতরাং আমি নিঃসন্দেহে উভয় বারই সত্য কথা বলেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ان من البيان لسحر "কারো কারো বক্তৃতায় যাদু থাকে।" এ বর্ণনার সনদ অতি পরিচিত।

এদের আগমনের কারণ বর্ণনায় ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেছেন, যে এরা খুযাঈদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উয়ায়না ইব্‌ন বদর (রা)-কে পাঠালেন পঞ্চাশজন মুজাহিদের অধিনায়কত্ব দিয়ে। যাদের মাঝে একজনও মুহাজির বা আনসার ছিলেন না। দলপতি

---

১. যে হাদীছের সনদে শেষ রাবীরূপে সাহাবীর নাম উল্লিখিত না হয় তাকে মুরসাল (مرسل অসংযুক্ত বা উন্মুক্ত) বলে। এর বিপরীতে রয়েছে 'মাওসূল' (موصول বা متصل সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত)। আবার সাহাবীর নাম উল্লিখিত নবী (সা)-এর সাথে অসম্পৃক্ত রিওয়ায়াতকেও (ব্যাপক অর্থে) মুরসাল বলা হয়।

উয়ায়না তাদের এগারজন পুরুষ, এগারজন নারী ও তিনজন শিশু-কিশোর বন্দী করে আনলেন। এ বন্দীদের খাতিরে তাদের নেতারা আসতে বাধ্য হল। এদের সংখ্যা ছিল নব্বই কিংবা আশিজন। উল্লেখযোগ্য ছিল উতারিদ, যাব্‌রিকান, কায়স ইব্‌ন আসিম, কায়স ইবনুল হারিছ, নু'আয়ম ইব্‌ন সা'দ, আকরা ইব্‌ন হাবিস, রাবা ইবনুল হারিছ ও আম্‌র ইবনুল আহতাম। বিলাল (রা) জুহরের আযান দেয়ার পরক্ষণে তারা এসে মসজিদে প্রবেশ করল। লোকেরা তখন সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুজরা থেকে বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন। আগন্তুকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে হুজরাসমূহের বাইরে থেকে চিৎকার দিয়ে তাঁকে ডাকতে লাগল। তখন তাদের এ আচরণের নিন্দাসূচক আয়াত নাযিল হল। এরপর ওয়াকিদী তাদের বক্তা ও কবির বিষয় আলোচনা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে নবী করীম (সা) তাদের প্রত্যেককে বার উকিয়ার অধিকহারে রৌপ্য মুদ্রা (প্রায় পাঁচশ' দিরহাম) উপঢৌকনরূপে দিয়েছিলেন। তবে কনিষ্ঠতম সদস্য আম্‌র ইবনুল আহতামের বয়সে ছোট হওয়ার কারণে পাঁচ উকিয়া দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ পাকের এ বাণী নাযিল হল-

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"যারা ঘরের পেছন থেকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তাই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৪৯ ঃ ৪-৫)।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ আম্মার আল হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ আল মারওয়াযী (র)....বারা (রা) সূত্রে- "যারা ঘরের পিছন থেকে চিৎকার করে তোমাকে ডাকে"- আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুলাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল, "হে মুহাম্মদ! কারো জন্য আমার স্তুতি তার জন্য সৌন্দর্যবর্ধক আর আমার কুৎসা বর্ণনা তার জন্য কলঙ্কস্বরূপ। নবী করীম (সা) বললেন, ঐ ব্যাপারটি মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্‌র অধিকারে (অর্থাৎ ইজ্জত দেয়া ও বে-ইজ্জত করা একমাত্র আল্লাহ্‌রই অধিকারে। কোন মানুষের হাতে নয়।) এ হাদীসের সনদ উত্তম ও অবিচ্ছিন্ন। হাসান বসরী ও কাতাদা (র) থেকে এ রিওয়ায়াতটি 'মুরসাল' রূপে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদের রিওয়ায়াতে চিৎকারকারী লোকটির নামও উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেন, আফ্‌ফান (র)....আকরা ইব্‌ন হাবিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিই এভাবে রাসূলুল-াহ্ (সা)-কে ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলে ডেকেছিলেন। অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিন্তু নবী করীম (সা) তাঁর ডাকে জবাব দেননি। তখন লোকটি বলে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কারো জন্য আমার স্তুতি তার সৌন্দর্যবর্ধক এবং কারো ব্যাপারে আমার বক্তব্য তার জন্যে কলঙ্কস্বরূপ। নবী করীম (সা) বললেন, ঐ বিষয়টি মহান আল্লাহ্‌রই অধিকারে।

বনূ তামীমের ফযীলত প্রসঙ্গ

বুখারী (র) বলেন, যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিনটি কারণে যা আমি বনূ তামীম সম্পর্কে রাসূলুলাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি- আমি তাদের ভালবেসেই যাব ঃ (১) দাজ্জালের বিরুদ্ধে আমার উম্মতের মাঝে তারা

হবে সর্বাধিক কঠোর; (২) আইশা (রা)-এর জনৈকা বাঁদী ঐ গোত্রের ছিল; রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওকে আযাদ করে দাও। কেননা, ওতো ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর; (৩) তাদের সাদাকা নিয়ে আসা হলে নবী করীম (সা) বলেছিলেন, এ হচ্ছে....এমন এক কওমের সাদাকা অথবা তিনি বলেছিলেন আমার কওমের সাদাকা। ইমাম মুসলিম (র) ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) থেকে এ হাদীছটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীছখানা কাতাদা (র) প্রমুখের বর্ণনাকে আংশিক খণ্ডন করে এবং হামাসা কাব্য সংকলনে গৃহীত বনূ তামীমের কুৎসামূলক কবিতা প্রত্যাখ্যান করে– সে কবিতায় বলা হয়েছে– তামীমীরা ইতরামীর ব্যাপারে 'কাতা' পাখির চাইতে অধিকতর পারদর্শী; ওরা কল্যাণের পথে চলতে শুরু করলেও তা বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। তামীমীরা এমন ভীতুর ডিম যে উকুনের পিঠে আরোহী কোন চাম-উকুনকে দূর থেকে দেখলেও ওরা লেজ গুটিয়ে দৌড়তে থাকে।

আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসংগ

তামীমী প্রতিনিধিদলের আলোচনা শেষ করে বুখারী (র) বলেছেন,- "অনুচ্ছেদ ঃ 'আবদুল কায়স প্রতিনিধিদল আবূ ইসহাক (র)....আবূ হাম্যা (র) সূত্রে বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমার মটকাগুলির মাঝে একটিকে আমার জন্য খুরমা ভিজিয়ে রাখা হয়, স্বাদু হলে আমি তা' পান করি। একটু বেশী পরিমাণে তা পান করেন দীর্ঘ সময় ধরে কোন মজলিসে বসলে তার মাদকতায় আমার লজ্জা পাওয়ার (মত কোন কিছু করে বসার) আশংকা হয়। (এ বিষয় আপনার ফত্ওয়া কি?) তিনি বললেন, 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকাশে আগমন করল। তিনি বললেন,

مرحبا بالقوم غير خزايا و لا الندای-

স্বাগতম ! হে কওম ! লাঞ্ছনা ও অনুতাপের শংকামুক্ত ! তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনার এবং আমাদের মাঝে 'মুযার' গোত্রের মুশরিকদের অবস্থান, তাই আমরা (যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকার) 'পবিত্র' মাসগুলি ব্যতীত অন্য সময় আপনার কাছে আসার অবকাশ পাই না। সুতরাং আপনি আমাদের একটা সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা দিয়ে দিন, যে অনুসারে আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তা ছাড়া আমরা অন্যান্যদেরকেও সে দিকে দা'ওয়াত দেবো।" তিনি বললেন—

امركم باربع وانها كم عن اربع - الايمان بالله - هل تدرون ما الايمان بالله - شهادة ان لا اله الا الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وانهاكم عن اربع ما ينتبذ فى الدباء والنقير والحنتم والمزفت-

"চারটি বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি আর চারটি বিষয় নিষেধ করছি। (প্রথম চারটি বিষয়) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ; তোমরা কি জান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কাকে বলে ? (তা হল) একমাত্র আলাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ না থাকার সাক্ষ্য দেয়া, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সিয়াম পালন করা- এ ছাড়া তোমরা গণীমতের এক পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালে) জমা দেবে। আর চারটি বিষয় নিষেধ করছি- লাউয়ের খোল, গাছের কাণ্ড বা গোঁড়া খোদাই করে তৈরী পাত্র, সবুজ রংয়ের পলিশ দেয়া কলস এবং আলকাতরার পলিশ দেয়া কলসে খুরমা ইত্যাদি ভিজিয়ে তৈরী পানীয়।"

মুসলিম (র) ও কুররা ইব্ন খালিদ (র)....আবূ হাম্যা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ (বুখারী ও মুসলিমে) আবূ হাম্যা (র) থেকে আরো একাধিক সূত্রে এ হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাঊদ তায়াসলিসী (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বলেছেন, শু'বা (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেছেন, আবদুল কায়স-এর প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকাশে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, ' এ দল কোন গোত্রের ?' তারা বলল, আমরা রাবী'আ-গোত্রের। তিনি বললেন, স্বাগতম হে প্রতিনিধিদল ! ইজ্জতের সাথে অনুতাপ বিহীন আগমন হোক ! তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা বৃহৎ রাবী'আ গোত্রের একটি শাখা; আমরা অনেক দূর-দূরান্ত থেকে আপনার কাছে এসেছি। মুযারী কাফেরদের ঐ গোত্রটি আপনার এবং আমাদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে রয়েছে। তাই পবিত্র মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিন, আমাদের পশ্চাতে রয়ে যাওয়া লোকদের আমরা সে বিষয়ের আহবান জানাব এবং সে মতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি চারটি বিষয় তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি আর চারটি বিষয় নিষেধ করছি। তোমাদের নির্দেশ করছি- এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের; জান কি, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কাকে বলে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্- ইবাদাতের অধিকারী নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া ; সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানের সিয়াম পালন করা। এ ছাড়া তোমরা গণীমতের এক পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালকে) আদায় করবে। চারটি বিষয় তোমাদের নিষেধ করছি- লাউয়ের খোল, সবুজ কলসি, খোদাই করা গাছের গুড়ি এবং আলকাতরা দেওয়া কলসি (থেকে পান করা, কেননা এগুলো থেকে মদ পান করা হতো) (কোন কোন রিওয়ায়াতে المزفت শব্দের স্থলে المقير শব্দ রয়েছে। শব্দদ্বয়ের অর্থ অভিন্ন– আল্কাতরা মাখানো পাত্র)। তোমরা নিজেরা এ বিষগুলির সংরক্ষণ করবে এবং তোমাদের পশ্চাতবর্তীদেরকে এদিকে আহ্বান করবে। বুখারী ও মুসলিম (র)-ও শু'বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) অন্য একটি সনদে– সাঈদ ইব্ন আবূ 'আরূবা (র) থেকে আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। মুসলিমের রিওয়ায়াত অতিরিক্ত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল কায়স-এর দলীয় প্রধান আশাজ্জ (রা)-কে বলেছিলেন,

ان فيك لخليتن يحبهما الله عز وجل - الحلم والا ناة-

"তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা মহান আল্লাহ পসন্দ করেন সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে- "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা পসন্দ করেন।"

আশাজ্জ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ দু'টি আমি সাধনা করে অর্জন করেছি ; নাকি আল্লাহ জন্মগতভাবেই আমাকে তা দান করেছেন ? তিনি বললেন, بل الله جبلك عليهما 'আল্লাহ জন্মগতভাবে তা তোমাকে দান করেছেন।" তিনি বললেন, যাবতীয় হাম্দ সে আল্লাহ্র, যিনি আমাকে এমন দু'টি জন্মগত গুণ দিয়েছেন যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রিয়।

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, বনূ হাসিমের আযাদকৃত গোলাম আবু সাঈদ (র)....আল আবি (রা) সূত্রে বলেন, আমি এবং আল্ মুনযির ইব্ন 'আমির- আল আশাজ্জ- অথবা

'আমির ইবনুল মুনযির রাসূললুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হলাম। সংগীদের মাঝে একজন আধ পাগল লোক ছিল। কাফেলা সফর করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদের কাছে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে দেখামাত্র সকলে বাহন থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে লাগলেন। কাছে গিয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে চুমু খেলো। দলপতি আল আশাজ্জ পরে ধীরে সুস্থে তার বাহন বাঁধলেন এবং পোশাকের থলে বের করে সেটি খুললেন এবং দু'খানা সাদা কাপড় বের করে তা পরিধান করলেন।

এরপর কাফেলার বাহনগুলো বাঁধার কাজ সম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাজির হলেন, তিনি বললেন, হে আশাজ্জ ! তোমার মাঝে এমন দু'টি স্বভাব-গুণ রয়েছে যা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল পসন্দ করেন- গুণ দু'টি হলো সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্য। আশাজ্জ (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ দুটি আমার সাধনা-অর্জিত নাকি আল্লাহ্ জন্মগত ভাবে তা আমাকে দান করেছেন ?" তিনি বললেন, "বরং আল্লাহ্ জন্মগতভাবেই তা তোমাকে দান করেছেন।" তিনি বললেন, "যাবতীয় হাম্‌দ সে আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে এমন দু'টি জন্মগত গুণ দান করেছেন যা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর পসন্দনীয়।" এ সময় আল ওয়াযি' (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার সাথে আমার এক মামা রয়েছেন, যিনি কিছুটা অপ্রকৃতস্থ তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে দিন। তিনি বললেন, "সে কোথায় ? তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" আল্ ওয়াযি' (রা) বলেন, আমি তখন আল আশাজ্জের পন্থা অনুসরণ করে মামাকে দু'খানা কাপড় পরিয়ে নিয়ে আসলাম। নবী করীম (সা) মামাকে পিছন থেকে ধরে উপরে তুলতে লাগলেন। এত উপরে তুললেন যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। এরপর মামার পিঠে থাপ্পর মেরে নবী করীম (সা) বললেন, "আল্লাহ্‌র দুশমন! বেরিয়ে যা!" মামা মুখ ফেরালে দেখলাম তিনি একজন সুস্থ ও প্রকৃতস্থ মানুষের দৃষ্টিতে আমাদের দেখছেন।

হাফিজ বায়হাকী (র)-এর রিওয়ায়াত ঃ হূদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) সূত্রে....হূদ (র)-এর দাদা মাযীদা আল-আবদী (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের সাথে আলোচনাকালে বলে উঠলেন—

سيطلع من ههنا ركب هم خير اهل المشرق-

'অনতিবিলম্বে এ দিক থেকে এক কাফেলার আগমন ঘটবে, যারা পূর্বাঞ্চলবাসীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ।" তখন হযরত উমর (রা) উঠে সে দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরে তিনি তেরজন আরোহীর সাক্ষাত পেলেন। তিনি বললেন, আপনাদের বংশ কি ? তারা বলল,'আবদুল কায়স'। উমর (রা) বললেন, আমাদের এ দেশে আপনাদের আগমনের হেতু কি ? আপনারা কি ব্যবসা করবেন ? তারা বলল, না। উমর (রা) বললেন, শুনুন ! নবী করীম (সা) এই মাত্র আপনাদের কথা আলোচনা করেছেন এবং আপনাদের সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেছেন। পরে তারা উমর (রা)-এর সাথে নবী করীম (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের বললেন, ইনিই আপনাদের কাংখিত ও উদ্দীষ্ট ব্যক্তি। এ কথা শোনা মাত্র কাফেলার লোকেরা বাহন থেকে লাফিয়ে পড়ল। কেউ তো দ্রুত হেঁটে, কেউ লাফাতে লাফাতে এবং কেউ কেউ দ্রুত দৌড়ে নবী করীম (সা)-এর সামনে এসে সকলে তাঁর হাত ধরে চুমু খেতে লাগল। দলপতি আল

আশাজ্জ কাফেলার বাহনগুলির কাছে রয়ে গেলেন এবং সেগুলি যথাযথভাবে বসিয়ে দিয়ে বেঁধে রাখলেন। পরে কাফেলার আসবাবপত্র সুশৃংখল করে ধীরে সুস্থে হেঁটে এসে নবী করীম (সা)-এর হাত ধরে চুমু খেলেন। নবী করীম (সা) বললেন, 'তোমার মাঝে দু'টি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল পসন্দ করেন।" আশাজ্জ বললেন, এ দু'টি কি আমার জন্মগতভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নাকি আমার সাধনা-অর্জিত ? তিনি বললেন...."বরং জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত।" আশাজ্জ বললেন, সকল হাম্‌দ সে আল্লাহর যিনি আমাকে এমন জন্মগত স্বভাবসহ সৃষ্টি করেছেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, (আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি কাফেলার সাথে) আবদুল কায়সের অন্যতম সদস্য আল্ জারূদ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন হানাশ (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসেছিলেন। ইব্‌নু হিশাম (র)-এর বর্ণনা মতে ইনি আল্ জারূদ ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌নুল মু'আল্লা এবং তিনি খৃস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক....হাসান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্ জারূদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করলেন এবং মুসলমান হওয়ার আহ্‌বান জানালেন। জারূদ (রা) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি একটি ধর্মের অনুসারী এবং এখন আপনার ধর্মের খাতিরে আমার ধর্ম ত্যাগ করছি। আপনি কি আমার ধর্মের ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব বহন করবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

نعم انا ضامن ان هداك الله الى ما هو خير منه-

" হাঁ আমি এ কথার দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি, আল্লাহ্ তোমাকে তোমার সাবেক ধর্মের চাইতে উত্তম ধর্মের পথ দেখিয়েছেন।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন সংগীদের সহ জারূদ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বাহনের জন্য আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে এমন কিছু নেই যা তোমাদের বাহন রূপে দিতে পারি।" জারূদ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এখান থেকে আমাদের অঞ্চল পর্যন্ত বিভিন্ন পথে-প্রান্তরে অনেক হারানো উট পাওয়া যায়। সে গুলির পিঠে বসে কি আমরা আমাদের দেশে পৌছতে পারি ? তিনি বললেন, لا اياك و اياها فانما تلك حرفا النار "না, তা করবে না কিছুতেই! কেননা ওগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন।" বর্ণনাকারী বলেন, এরপর জারূদ (রা) স্ব-গোত্রে ফিরে গেলেন এবং আমৃত্যু দ্বীনের উপর সুদৃঢ় নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। 'রিদ্দা'-এর যুগে[১] তিনি জীবিত ছিলেন।

তখন তার কওমের নও মুসলিমরা আল গারূর ইব্‌নুল মুন্‌যির ইব্‌ন নু'মান ইব্‌নুল মুনযিরের প্ররোচনায় ব্যাপক ধর্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হলে জারূদ (রা) তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন। প্রথমে কালিমা-ই-শাহাদাত ও হকের সাক্ষ্য উচ্চারণ করে ইসলামের প্রতি তাদেরকে আহ্‌বান জানিয়ে বললেন, "লোক সকল ! আমি সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পরে, আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রারম্ভে যে সব নও মুসলিম তাদের সাবেক ধর্মে ফিরে গিয়েছিল, তাদের এ ব্যাপক ধর্ম-ত্যাগকে ইসলামী ইতিহাসে 'রিদ্দা' (প্রত্যাবর্তন ও ধর্মত্যাগ) বলা হয়।

কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর যারা এ সাক্ষ্য দেয় না, তাদের প্রতি তাদেরকে আমি কাফির বলে ঘোষণা করছি।

ইতোপূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলা' ইব্নুল হায্রামী (রা)-কে মক্কা বিজয়ের আগেই (বাহরায়নের) আল্ মুন্যির ইব্ন সাওয়া আল-আবদীর-র কাছে পাঠিয়েছিলেন, মুন্যির ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং একনিষ্ঠ মুসলমানের জীবন-যাপন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পরে এবং বাহরায়ন বাসীদের ধর্মত্যাগের (রিদ্দাঃ) ঘটনার পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন। তখনও 'আলা' (রা) বাহরায়নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়োজিত আমীর রূপে কর্মরত ছিলেন। এ কারণেই বুখারী (র) ইবরাহীম ইব্ন তাহ্মান (র)....ইব্নু আব্বাস (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায়ের পূর্বে সর্ব-প্রথম যে মসজিদে জুমু'আ আদায় করা হয়েছিল, তা হল বাহ্রায়নের 'জুওয়াছা'-য় অবস্থিত 'আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদ।

বুখারী (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে এ মর্মে একটি রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন যে, 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনার খাতিরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহরের পরের দু'রাক'আত সুন্নাত বিলম্বিত করেছিলেন। এমন কি ('আসরের আগে আর সময় না পাওয়ার কারণে) 'আসরের পরে উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে সে দু'রাকআত আদায় করেছিলেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ....তবে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা ধারা নির্দেশ করে যে, আবদুল কায়স গোত্রের আগমন ও মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছিল। কেননা তাদের বক্তব্য এ কথাটি রয়েছে- "আপনার এবং আমাদের মাঝে 'মুযার' (কাফির) গোত্রটির অবস্থান। ফলে পবিত্র মাস ব্যতিরেকে অন্য সময় আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না....।" -আল্লাহই সমাধিক অবগত।

ছুমামা (রা)-এর ঘটনা

মুসায়লামা কায্যাব সহ আগত বনূ-হানীফা ঃ গোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসংগ

বুখারী (র) বলেন, "অনুচ্ছেদ ঃ বনূ-হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং ছুমামা ইব্ন উছাল (রা)-এর ঘটনা প্রসংগ।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) নাজ্দ অভিমুখে অশ্বারোহী একটি বাহিনী পাঠালেন। তারা ছুমামা ইব্ন উছাল নামে বনূ হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে এল এবং তাকে মসজিদের একটি থামের সাথে বেঁধে রাখল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে তার কাছে এসে বললেন, ما عندك يا ثمامة "হে ছুমামা তোমার মনের কথাটি কি ?" সে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমার মনোভাব উত্তম ! তুমি আমাকে হত্যা করলে একজন দামী রক্তধারীকে (অর্থাৎ গোত্র পতিকে) হত্যা করবে ; অনুগ্রহ দেখালে তা একজন কৃতজ্ঞের প্রতি অনুগ্রহ হবে, আর সম্পদ তোমার কাম্য হলে তোমার যা চাহিদা তা করতে পার।" এ জবাবের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরের দিন পর্যন্ত তার ব্যাপারটি মুলতবি রাখলেন। পরের দিন আবার একই কথা বললেন, "ছুমামা ! তোমার মনের ভাব কি?" সে বলল, আমার কথা সে একই, যা তোমাকে বলেছি- "তুমি অনুগ্রহ করলে তা হবে একজন কৃতজ্ঞের প্রতি অনুগ্রহ।" তখন তাকে ঐ অবস্থায় রেখে দেয়া হল এবং তৃতীয় দিন নবী করীম (সা) তাকে বললেন, "হে ছুমামা তোমার মনের ভাব কি?" সে বলল, কথা তা-ই যা তোমাকে পূর্বেই বলেছি। নবী করীম (সা) বললেন, 'তোমরা ছুমামাকে মুক্ত করে দাও।' তখন সে মসজিদের কাছাকাছি একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করল এবং পরে মসজিদে প্রবেশ করে বলে উঠল- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। হে মুহাম্মাদ ! আল্লাহর কসম ! এ পৃথিবীর বুকে ইতোপূর্বে আপনার চেহারার চাইতে অধিকতর অপসন্দনীয় আর কোন চেহারা আমার ছিল না; এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় চেহারায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহর কসম, ইতোপূর্বে আমার নিকট আপনার ধর্মের চাইতে অধিকতর অপসন্দনীয় আর কোন ধর্ম আমার কাছে ছিল না; আর এখন আপনার ধর্ম আমার সর্বাধিক প্রিয়া ধর্মে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আপনার শহরের চাইতে অধিকতর অপ্রিয় কোন শহর আমার কাছে ছিল না ; এখন আপনার শহর আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় শহরে পরিণত হয়েছে। আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে বন্দী করে এনেছে ; অথচ উমরা পালনের নিয়তে আমি বেরিয়েছিলাম। এখন আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সুসংবাদ দিয়ে উমরা পালনে যেতে বললেন। ছুমামা (রা) মক্কায় উপনীত হলে জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল– "তুমি কি ধর্মান্তরিত হয়ে এসেছো ? তিনি বললেন, না, আমি তো মুহাম্মাদ (সা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্র

কসম ! নবী করীম (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে ইয়ামামা থেকে তোমাদের জন্য গমের একটি দানাও আসবে না।"

বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র এবং মুসলিম আবূ দাউদ, নাসাঈ (র) প্রমুখ কুতায়বা আল্ লায়ছ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে বুখারী (র) কতৃক এ ঘটনাটি প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গে উল্লেখ করার ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কেননা, ছুমামা (রা) স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রতিনিধি রূপে আগমন করেননি। বরং তিনি এসেছিলেন রাসূল (সা)-এর বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে এবং (প্রতিনিধি দলের মর্যাদায় না রেখে) তাকে মসজিদের থামের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তা ছাড়া নবম হিজরীতে আগমনকারী প্রতিনিধি দলের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করার ও ভিন্নমত পোষণ করার যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ, বুখারী (র) প্রদত্ত বর্ণনা ধারা থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি ছিল মক্কা বিজয়ের কিছু আগের। কেননা, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে 'তুমি কি নতুন ধর্মের দীক্ষা নিয়েছো' বলে লজ্জা দিয়েছিল। যার প্রতি উত্তরে তিনি এই বলে মক্কাবাসীদের হুমকি দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তিনি তাদের জন্য ইয়ামামা থেকে রসদ হিসাবে গমের একটি দানাও পাঠাবেন না।" এ আলোচনা প্রতীয়মান করে যে, মক্কা তখন পর্যন্ত 'দারুল হারব'- ছিল এবং তখন পর্যন্ত মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি।" আল্লাহই সমধিক অবগত। এ সব কারণে হাফিজ বায়হাকী (র) ছুমামা ইব্‌ন উছাল (রা)-র ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনারূপে উল্লেখ করেছেন। এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আমরা বুখারী (র)-এর অনুসরণে ঘটনাটি এখানেই উল্লেখ করলাম।

বুখারী (র) আরো বলেছেন- আবুল ইয়ামান (র)....ইব্‌নু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কায্‌যাব ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে তাঁর কাছে এসেছিল। সে বলতে লাগল-"মুহাম্মাদ তাঁর মৃত্যুর পরে কতৃত্ব আমার হাতে দিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলে আমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করব। তার সাথে ছিল তার গোত্রের একটি বিশাল দল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা)- কে সাথে নিয়ে তার নিকট গেলেন। তখন তাঁর হাতে একটি খেজুরের ডাল। তিনি গিয়ে সহচর পরিবেষ্টিত মুসায়লামার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,[১] "(কতৃত্ব - নেতৃত্ব দূরের ব্যাপার) তুমি যদি আমার কাছে এ ছোট্ট খেজুর ডালটিও দাবী কর তাও আমি তোমাকে দেব না; আর তুমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালাকে রদ করতে পারবে না। আর তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহই তোমাকে শাস্তি দেবেন। আর আমাকে যা দেখানো হয়েছে তাতে যাকে দেখেছি; আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে সেই লোকটিই মনে করছি।" আর এ ছাবিত-ই আমার পক্ষ হয়ে তোমাকে জবাব দেবে।" তারপর নবী করীম (সা) সেখান থেকে বিদায় নিলেন। ইব্‌নু আব্বাস (রা) বলেন, পরে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি– আমাকে যা দেখানো হয়েছে....তোমাকে সেই লোকটিই মনে করছি"- সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আবু হুরায়রা (রা) আমাকে "খবর" দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

---

১. বিশুদ্ধতর উচ্চারণ হচ্ছে মুসায়লিমা- দ্র. আল-মুনজিদ

بينا انا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فاهمنى شأنهما - فاوحى الى فى المنام ان انفخهما فنفختهما-

"আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম, ইতোমধ্যে দেখি কি আমার দু'হাতে দুটি সোনার কাঁকন। তা' আমাকে চিন্তাক্লিষ্ট করল, তখন ঘুমের মধ্যেই আমার কাছে ওহী নাযিল হল-"ও দু'টিতে ফুঁ দাও, আমি ফুঁ দিলে সে দুটি উড়ে গেল।

আমি (সপ্নে দেখা) কাকন দুটির ব্যাখ্যা করলাম- দুই মিথ্যাবাদী (ভণ্ড নবী) যারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করবে। এদের একজন আল আস্ওয়াদ আল্ 'আনাসী, অন্য জন মুসায়লামা।"

তারপর বুখারী (র) বলেন, ইস্হাক ইব্ন মনসূর (র)....আবূ হুরায়রা সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

فطارا فاولتهما كذا بين يخرجان بعدى - احدهما الاسود العنسى والاخر مسيلمة بينا انا نائم اتيت بخزائن الارض فوضع فى يدى فكبرا على فاوحى الى ان انفخهما - فنفختهما - فذهبا فاولتهما الكذابين الذين انا بينهما - صاحب صنعاء وصاحب اليمامة-

"আমার নিদ্রামগ্ন অবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে আসা হল, তখন আমার হাতে সোনার দু'টি কাঁকন রেখে দেয়া হলে সে দু'টি আমার কাছে ভারী মনে হল, আমার কাছে ওহী পাঠানো হল যে, ও দু'টিতে ফুঁ দাও, আমি ফুঁ দিলে সে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সে দু'টির ব্যাখ্যা করলাম সে ভণ্ডদ্বয়, যাদের যুগে আমি রয়েছি। সান্আ-এর লোকটি ও ইয়ামামা-এর লোকটি।"

বুখারী (র) আরো বলেন, সাঈদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল জার্মী (র)....উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উতবা (র) সূত্রে বলেন, আমাদের কাছে এ রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, মুসায়লামাতুল কায্যাব মদীনায় এসে বিন্তুল হারিছ-এর বাড়িতে অবস্থান নিল। বিন্তুল হারিছ ইব্ন কুরায়য্ ছিল তার পত্নী মহিলাটি ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিছ ইব্ন কুরায়য-এর মা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে আসলেন, তাঁর সাথে ছিলেন ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (রা)-যিনি 'খাতিবু রাসূলিল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহর রাসূলের (সা) মুখপাত্র নামে অভিহিত হতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুর শাখা। তিনি মুসায়লামা-র কাছে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বললেন, মুসায়লামা তাঁকে বলল, "আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ও আপনার (নবুয়ত) বিষয়টির মাঝে বাধা অপসারণ করে দিতে পারেন এবং আপনার পরে তা আমার জন্যে করে দিতে পারেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'তুমি আমার কাছে খেজুরের এ ডালটিও দাবী করলে তা-ও আমি তোমাকে দেব না। আর আমি নিশ্চিতই তোমাকে সেই লোকটি বলে মনে করছি যাকে আমি সপ্নে দেখেছি, তাতে দেখেছিলাম।" আর এ ছাবিত ইব্ন কায়স; সেই আমার পক্ষে তোমাকে জবাব দিবে।" এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলে গেলেন।" আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লিখিত স্বপ্ন সম্পর্কে আমি ইব্নু আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি নিদ্রামগ্ন থাকা অবস্থায় দেখলাম যে, আমার দু'হাতে সোনার দুটি কাঁকন রেখে দেয়া হয়েছে ; আমি তা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম এবং সে দুটি আমার কাছে অপসন্দনীয়

بينا انا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فاهمنى شأنهما - فاوحى الى فى المنام ان انفخهما فنفختهما-

"আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম, ইতোমধ্যে দেখি কি আমার দু'হাতে দুটি সোনার কাঁকন। তা' আমাকে চিন্তাক্লিষ্ট করল, তখন ঘুমের মধ্যেই আমার কাছে ওহী নাযিল হল-"ও দু'টিতে ফুঁ দাও, আমি ফুঁ দিলে সে দুটি উড়ে গেল।

আমি (সপ্নে দেখা) কাকন দুটির ব্যাখ্যা করলাম- দুই মিথ্যাবাদী (ভণ্ড নবী) যারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করবে। এদের একজন আল আস্‌ওয়াদ আল্ 'আনাসী, অন্য জন মুসায়লামা।"

তারপর বুখারী (র) বলেন, ইস্‌হাক ইব্‌ন মনসূর (র)....আবূ হুরায়রা সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

فطارا فاولتهما كذا بين يخرجان بعدى - احدهما الاسود العنسى والاخر مسيلمة بينا انا نائم اتيت بخزائن الارض فوضع فى يدى فكبرا على فاوحى الى ان انفخهما - فنفختهما - فذهبا فاولتهما الكذابين الذين انا بينهما - صاحب صنعاء وصاحب اليمامة-

"আমার নিদ্রামগ্ন অবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে আসা হল, তখন আমার হাতে সোনার দু'টি কাঁকন রেখে দেয়া হলে সে দু'টি আমার কাছে ভারী মনে হল, আমার কাছে ওহী পাঠানো হল যে, ও দু'টিতে ফুঁ দাও, আমি ফুঁ দিলে সে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সে দু'টির ব্যাখ্যা করলাম সে ভণ্ডদ্বয়, যাদের যুগে আমি রয়েছি। সান্‌আ-এর লোকটি ও ইয়ামামা-এর লোকটি।"

বুখারী (র) আরো বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল জার্‌মী (র)....উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উতবা (র) সূত্রে বলেন, আমাদের কাছে এ রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, মুসায়লামাতুল কায্‌যাব মদীনায় এসে বিন্‌তুল হারিছ-এর বাড়িতে অবস্থান নিল। বিন্‌তুল হারিছ ইব্‌ন কুরায়য্ ছিল তার পত্নী মহিলাটি ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিছ ইব্‌ন কুরায়য-এর মা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে আসলেন, তাঁর সাথে ছিলেন ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা)-যিনি 'খাতিবু রাসূলিল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহর রাসূলের (সা) মুখপাত্র নামে অভিহিত হতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুর শাখা। তিনি মুসায়লামা-র কাছে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বললেন, মুসায়লামা তাঁকে বলল, "আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ও আপনার (নবুয়ত) বিষয়টির মাঝে বাধা অপসারণ করে দিতে পারেন এবং আপনার পরে তা আমার জন্যে করে দিতে পারেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'তুমি আমার কাছে খেজুরের এ ডালটিও দাবী করলে তা-ও আমি তোমাকে দেব না। আর আমি নিশ্চিতই তোমাকে সেই লোকটি বলে মনে করছি যাকে আমি সপ্নে দেখেছি, তাতে দেখেছিলাম।" আর এ ছাবিত ইব্‌ন কায়স; সেই আমার পক্ষে তোমাকে জবাব দিবে।" এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলে গেলেন।" আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লিখিত স্বপ্ন সম্পর্কে আমি ইব্‌নু আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি নিদ্রামগ্ন থাকা অবস্থায় দেখলাম যে, আমার দু'হাতে সোনার দুটি কাঁকন রেখে দেয়া হয়েছে ; আমি তা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম এবং সে দুটি আমার কাছে অপসন্দনীয়

হল। তখন আমাকে হুকুম দেয়া হলে আমি সে দুটিকে ফুঁ দিলাম। ফলে সে দুটি উড়ে গেল। আমি সে দু'টির ব্যাখ্যা করলাম- দুই মিথ্যাবাদী যারা আমার পরে ভণ্ডনবীরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, রাবী উবায়দুল্লাহ বলেন, এদের একজন হল আল্ 'আনাসী- যাকে ফিরূয (রা) ইয়ামানে হত্যা করেছিলেন এবং অন্যজন হল মুসায়লামাতুল কায্যাব।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, বনূ হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করল। তাদের মাঝে ছিল মুসায়লামা ইব্ন ছুমামা ইব্ন কাছীর ইব্ন হাবীব ইব্নুল হারিছ ইব্ন 'আবদুল হারিছ ইব্ন হাম্মায ইব্ন যুহ্ল ইব্নুয যাওল ইব্ন হানীফা। তার উপনাম ছিল আবু ছুমামা, মতান্তরে আবু হারূন। 'রাহমান নামেও তাকে ডাকা হত এবং সে কারণে তাকে 'রাহমাতুল ইয়ামামা ও বলা হত। নিহত হওয়ার সময় তার বয়স হয়েছিল একশত পঞ্চাশ বছর। কিছু ভেল্কিভাজী তার জানা ছিল। বোতলে ডিম ভরে ফেলার কারসাজি সে দেখাতে পারত এবং সেই ছিল এর উদ্ভাবক। পাখীর পালক কেটে তা পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দিত। সে দাবী করত যে, পাহাড় থেকে একটি হরিণী তার কাছে আসে এবং সে তার দুধ দোহন করে।

আমি বলি, তার হত্যাকাণ্ড আলোচনাকালে তার বিষয় আরো কতক অভিনব ব্যাপার উল্লেখ করব- তার উপরে আল্লাহ্র লা'নত হোক।"

ইব্নু ইসহাক (র) বলেন, এ প্রতিনিধি দলের অবতরণ ক্ষেত্র ছিল অন্যতম আনসারী নাজ্জারী মহিলা বিনতুল হারিছ-এর বাড়িতে। মদিনাবাসী জনৈক 'আলিম আমাকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, বনূ হানীফার লোকেরা মুসায়লামাকে বস্ত্রাবৃত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে এসেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সাহাবীগণের মধ্যে উপনিবেশরত ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল পাতাযুক্ত একটি খেজুর ডাল, বস্ত্রাবৃত অবস্থায় তাকে নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপনীত হলে সে তাঁর সাথে কথা বলল এবং কিছু দাবী করল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন," তুমি আমার কাছে এ খেজুর ডালটি দাবী করলে তা-ও আমি তোমাকে দেব না।"

ইব্ন ইসহাক (র) আরও বলেন, ইয়ামামাবাসী বনূ হানীফার এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে উল্লেখিত বর্ণনার সাথে ব্যতিক্রম পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। তার দাবী মতে বনূ হানীফার লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় মুসায়লামা কে তাদের তাঁবুতে রেখে এসেছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাঁবুতে তাঁর অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আমাদের এক সংগীকে বাহন দেখা-শুনার কজে তাঁবুতে রেখে এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেও দলের অন্যান্য সদস্যদের সমপরিমাণ উপঢৌকন প্রদানের হুকুমের দিয়ে বললেন, اما انه يس بشركم مكانا মর্যাদা ও অবস্থানে সে তোমাদের মাঝের নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি নয়।"-এ কথা বলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য হলো- যেহেতু সে তার সাথীদের আসবাবপত্রের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা রাসূলাল্লাহ (সা)-এর দরবার থেকে প্রস্থান করল এবং মুসায়লামাকে রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর দেয়া উপঢৌকন তার কাছে নিয়ে গেল। প্রতিনিধি দল ইয়ামামায় ফিরে গেলে আল্লাহ্র দুশমন ধর্মত্যাগ করে মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার হয়ে বসল। সে বলতে লাগল (নবুয়তের) বিষয়টিতে তো আমি তার অংশীদার, তার সহগামী দলের লোকদের সাক্ষী বানিয়ে সে বলল, তোমরা তার কাছে আমার কথা উল্লেখ করলে তিনি কি এ কথা বলেননি যে, সে তোমাদের

মাঝের নিকৃষ্ট ব্যক্তি নয় ? তার এ কথা বলার একমাত্র কারণ এটাই যে, তিনি জানেন যে, ঐ বিষয়টিতে আমিও তার শরীক। এরপর সে তাদের জন্য গদ্য কাব্য ও ছন্দোবদ্ধ উক্তি রচনা করতে লাগল। কুর'আনের সমকক্ষতার দাবীতে তার রচিত গদ্য কাব্যের নমুনা—

لقد انعم الله على الحبلى - اخرج منها نسمة تسعى - من بين صفاق وحشا - واحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة-

আল্লাহ্ গর্ভবতীকে নিয়ামাত দিয়েছেন; তার অভ্যন্তর থেকে স্পন্দনশীল প্রাণ উদগত করেছেন- অন্তঃতক (গর্ভ ফুল) ও অন্ত্রের মাঝ দিয়ে; আর তাদের জন্য মদ ও ব্যভিচার বৈধ করেছেন এবং তাদের সালাত রহিত করে দিয়েছেন (নাউযু বিল্লাহ)। এতদ্সত্তেও সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবী হওয়ার সাক্ষ্য দিত। বনূ হানীফা তার এ দাবীতে তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করল।-ইব্নু ইসহাক (র) বলেন, এ দুই বর্ণনার মাঝে কোনটি ঘটেছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন।

সুহায়লি (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, আর্-রাহ্হাল ইব্ন উনফুওয়া (যার নাম ছিল নাহার ইব্ন উনফুওয়া) ইসলাম গ্রহণ করে কুরআন শিক্ষা করেছিল এবং কিছু কালের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছিল। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেছিলেন। তখন সে আবূ হুরায়রা ও ফুরাত ইব্ন হায়্যান (রা)-এর সাথে বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন, احدكم ضرسه فى النار مثل احد "তোমাদের কোন একজনের (মাড়ির) দাঁত জাহান্নামে উহুদ পাহাড়ের মত (বিরাটাকার) হবে।" (অর্থাৎ তোমাদের কোন একজন জাহান্নামী হবে।) রাসূল (সা)-এর এ বক্তব্যের ফলে তারা দু'জন সব সময় নিজেদের (ঈমানের) ব্যাপারে শংকিত থাকতেন।

অবশেষে আর-রাহ্হাল ধর্ম ত্যাগ করে মুসায়লামার দলভুক্ত হল এবং তার পক্ষে এ রূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে (নবুয়তের) বিষয়টিতে তাকে শরীক করে নিয়েছেন। সে কুরআন শরীফ থেকে তার মুখস্ত করা আয়াতসমূহ মুসায়লামাকে শিখিয়ে দিল। মুসায়লামা সেগুলি তার নিজের দাবী করে প্রচার করতে লাগল। পরিণতিতে বনূ হানীফার জন্য চরম বিভ্রান্তির কারণ হল। য়ামামা যুদ্ধে যায়দ ইব্নুল খাত্তাব আর-রাহ্হালকে হত্যা করলেন (পরবর্তী বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।সুহায়লি (র) বলেন, মুসায়লামার মুআয্যিনের নাম ছিল হুজায়র। তার সমর উপদেষ্টার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল মুহকাম ইব্নুত তুফায়ল। এ দিকে সাজাহ[১]-এর সাথে এদের আঁতাত হয়ে গেল। সাজাহ-এর উপনাম ছিল উম্মু সাদির। মুসায়লামা তাকে বিয়ে করে। এ ছাড়া এ দু'জনের অবৈধ সম্পর্কের অশ্লীল কাহিনীও রয়েছে। সাজাহ-এর মুআয্যিনের নাম ছিল যুহায়র ইব্ন 'আম্র মতান্তরে জানাবা ইব্ন তারিক। কারো কারো মতে শাবাত ইব্ন রিব্ঈ এ দায়িত্ব পালন করতো। পরে শাবাত মুসলমান হয়ে যায় এবং উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর শাসনামলে সাজাহও ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলিমের জীবন যাপন করে।

---

১. সাজাহ (سجاح) (মৃ. ৫৫ হি./৬৭৫ খৃ) নবী (সা)-এর ওফাতের পরে ইসলমের বিরুদ্ধে বনূ তামীম গোত্রের উস্কানীদাত্রী নবুয়তের দাবীদার। মুসায়লামার সাথে আঁতাত কারিনী ও পরে তার পত্নী। কথিত আছে যে, মুসায়লামা নিহত হওয়ার পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে বসরায় হিজরত করে এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে বর্ণনা করেন, মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এ মর্মে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল– "আল্লাহ্‌র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি। সালামুন আলায়কা; তারপর আমি ঐ বিষয়টিতে আপনার অংশীদার হয়েছি। এখন আমাদের জন্য অর্ধেক আর কুরায়শীদের জন্য অর্ধেক। তবে কুরায়শীরা এমন জাতি যারা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে ইনসাফ করে না। দু'জন দূত এ চিঠি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে নিয়ে আসে। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিখলেন, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে মিথ্যাবাদী ভণ্ড মুসায়লামার প্রতি—

سلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين-

"হিদায়াত ও সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। তারপর পৃথিবী আল্লাহ্‌র মালিকানা, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে এর উত্তরাধিকার দান করেন; শুভ পরিণাম মুত্তাকী ও আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যই।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, চিঠি আদান-প্রদানের এ ঘটনা দশম হিজরীর শেষ ভাগের।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে সা'দ ইব্‌ন তারিক....(নুআয়ম ইব্‌ন মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মুসায়লামাতুল কায্‌যাব-এর দূতদ্বয় তার চিঠি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসার সময় তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি– "তোমরা দু'জনও কি তার কথায় বিশ্বাসী? তারা বলল, জী হাঁ! তিনি বললেন—

لو لا ان الرسل تقتل لضربت اعنا قكها-

দূতরা অবাধ্য না হলে আমি অবশ্যই তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম।"

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আল মাসঊদী (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ইবনুন নাওয়াহা ও ইব্‌ন উছাল মুসায়লামাতুল কায্‌যাব-এর দূতরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, মুসায়লামা আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। একান্তই যদি আমি কোন দূতকে হত্যা করতাম, তাহলে তোমাদের দু'জনকে অবশ্যই হত্যা করতাম।" রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, "তখন থেকে দূত হত্যা না করার বিধান চালু হয়ে গেল।" আবদুল্লাহ্ (রা) আরও বলেন, পরবর্তীতে ইব্‌ন উছালের মৃত্যু হয়। আর ইব্‌নুন নাওয়াহা আমার মনে সব সময় কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে কাবুতে এনে দিলেন। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, উছামা ইব্‌ন উছাল (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণিত আছে। আর ইবনুন নাওয়াহা সম্পর্কে আবূ যাকারিয়্যা ইব্‌ন আবূ ইসহাক আল মুযানী (র)....কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) থেকে আমাদের এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি বনূ হানীফা গোত্রের কোন একটি মসজিদের পাশ দিয়ে পথ চলছিলাম। তখন

তারা এমন কিরআত পড়ছিল যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন নি—

و الطاحنات طحنا و العاجنات عجنا - و الخابزات خبزا - و الثاردات ثردا - و اللا قمات لقما-

[অর্থ গম পিষিয়ে আটা প্রস্তুতকারিণীদের শপথ! আটা মাখিয়ের খামীর প্রস্তুতকারিণীদের শপথ! খামীর দিয়ে রুটি প্রস্তুতকারিনীদের শপথ! রুটির টুকরা দিয়ে 'ছারীদ'[১] প্রস্তুতকারিনীদের শপথ! গ্রাসে গ্রাসে উদরপূর্তিকারিণীদের শপথ....!] বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) তাদের কাছে বাহিনী পাঠালে তাদের ধরে নিয়ে আসা হল। এদের সংখ্যা ছিল সত্তুর এবং এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনুন নাওয়াহা। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হুকুমে অভিযুক্ত ইব্ন নাওয়াহাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। তারপর ইব্ন মাসঊদ (রা) বললেন, এদের মাধ্যমে কোন মতলব হাসিলের অবকাশ আমরা শয়তানকে দেব না; বরং আমরা এদের সিরিয়ায়[২] বিতাড়িত করছি; আশা করি আল্লাহ্ আমাদের পক্ষে তাদের জন্য যথেষ্ট হবেন।

ওয়াকিদী (র) বলেন, বনূ হানীফা প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দশের অধিক। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সালমা ইব্ন হানজালা। দলীয় সদস্যদের মাঝে ছিল আর রাহ্হাল ইব্ন উনফুওয়া, তাল্ক ইব্ন আলী, আলী ইব্ন সিনান ও মুসায়লামা ইব্ন হাবীব আল কায্যাব। মাসলামা বিনতুল হারিছ-এর বাড়িতে তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হল এবং তাদের জন্য যথারীতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হল। পূর্বাহ্নে ও রাতে তাদের খাবার পরিবেশন করা হত। কখনো গোশত রুটি, কখনো দুধ রুটি। আবার কখনো শুধু রুটি, কখনো ঘি ও রুটি এবং খুরমা খেজুর দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করা হচ্ছিল। মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলে তারা ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু তখন তারা মুসায়লামাকে তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে তাদের বাহনের প্রহরায় রেখে এসেছিল। তারা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে (রাসূলুল্লাহ্ সা) তাদের প্রত্যেককে পাঁচ উকিয়া (দুইশ' দিরহাম) করে রৌপ্য মুদ্রা উপঢৌকন দিলেন এবং তারা বাহন পাহারায় রেখে আসা মুসায়লামার কথা উল্লেখ করলে তিনি তাকেও অন্যদের সমপরিমাণ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বললেন, اما انه ليس بشركم مكانا "শোন! সে তোমাদের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়।" সদস্যরা তার কাছে ফিরে গিয়ে তার সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর বক্তব্য তাকে অবগত করলে সে বলল, "তিনি এ কথা এ কারণে বলেছেন, যেহেতু তিনি জানেন যে, (নবুয়ত) বিষয়টি তারপরে আমার জন্য সাব্যস্ত রয়েছে।" পরবর্তীতে সে এ বক্তব্যে অবিচলতা দেখিয়ে অবশেষে নবুয়তের দাবী করে বসল।

ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে একটি পাত্র দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি ছিল। তিনি তাদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলে সে স্থানে ঐ পানি ছিটিয়ে দিয়ে জায়গাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। তারা এ নির্দেশ পালন করল। [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শেষ সময়ের আলোচনায় আল-আসওয়াদ আল-আনসীর নিহত

---

১. ছারীদ(ثريد) গোশতের ঝোলে রুটির টুকরা ভিজিয়ে রেখে তৈরি তৎকালীন আরববাসীদের আকর্ষণীয় খাবার।

২. বর্তমানের ইরাক ইত্যাদিসহ তৎকালের বৃহত্তর সিরিয়া।

হওয়ার বিবরণ আসবে। মুসায়লামাতুল কায্যাবের নিধন ও বনূ হানীফার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ আসবে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালের আলোচনায় ইনশাআল্লাহ্।]

নাজরানের প্রতিনিধি দল

বুখারী (র) বলেন, আব্বাস ইবনুল হুসায়ন (র)....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, নাজরানের দুই নেতা আল-আকিব ও আস-সায়্যিদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মুবাহালা[১] করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এল। বর্ণনাকারী বলেন, সাথীদ্বয়ের একজন অন্যজনকে বলল, কাজটি করো না। কেননা, বাস্তবেই যদি সে নবী হয়ে থাকে, আর তারপরেও আমরা তার সাথে মুবাহালায় অবতীর্ণ হই তা হলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী বংশধর সফলতা লাভে বঞ্চিত থাকবে। তাই তারা বলল, 'আমরা আপনার দাবী পূরণে সম্মত আছি; আপনি আমাদের সাথে একজন 'বিশ্বস্ত' মানুষ পাঠিয়ে দিন; বিশ্বস্ত নয় এমন কাউকে নয়, একমাত্র একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেই পাঠাবেন। নবী করীম (সা) বললেন, আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।" এ বক্তব্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ সকলেই চরম ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

নবী করীম (সা) বললেন, 'ওঠো হে আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ! তিনি উঠে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, هذا امين هذه الامة –এ হল এ উম্মত (মুহাম্মদী)-এর 'আমীন' (বিশ্বস্ত ব্যক্তি)। বুখারী (র) অন্যত্র এবং মুসলিম (র) উল্লিখিত সূত্রে শু'বা (র) থেকেও হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয ও আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইবনুল ফায্ল (র)....সালামা ইব্ন ইয়াসূ তার দাদা থেকে (মধ্যবর্তী রাবী ইউনুস (র) বলেছেন যে, সালামার দাদা খৃস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।) সূরা তাসীন সুলায়মান[২] নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাজরানবাসীদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর ইলাহের নামে। আল্লাহ্র নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে নাজরানের প্রধান পাদ্রীর কাছে, ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা পাবে; আমি তোমাদের কাছে–

باسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب - من محمد النبى رسول الله الى اشقف نجران اسلم انتم - فانى احمد اليكم اله ابرهيم واسحاق ويعقوب - اما بعد فانىه ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الى ولاية الله من ولاية العباد - فان ابيتم فالجزية فان ابيتم اذنتكم بحرب والسلام-

---

১. মুবাহালা সত্য ও হকপন্থী হওয়ার দাবীতে চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী দুই পক্ষের প্রত্যেক পক্ষ তার সন্তান-সন্ততি (ও স্ত্রী পরিজন) নিয়ে খোলা মাঠে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের ও আকুতির সাথে কান্নাকাটি করার পরে পরস্পরের জন্য বদদু'আ করে এবং মিথ্যা ও বাতিলপন্থীদের উপরে আল্লাহ্র লা'নত ও অভিসম্পাত নাযিল হওয়ার দু'আ করে। হক ও বাতিলের মাঝে ফায়সালা করার জন্য গৃহীত এ ব্যবস্থাকে মুবাহালা বলা হয়। –অনুবাদক

২. সূরা আন্-নাম্ল, যাতে সাবা রানীকে লেখা হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠি সম্পর্কিত আয়াত انه من سليمانا وانه بسم الله الرحمن الرحيم রয়েছে।

"ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর ইলাহ্ এর হাম্দ বর্ণনা করছি। তারপর আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি বান্দার পূজা বর্জন করে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আসতে; আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি বান্দার সার্বভৌমত্ব বর্জন করে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের দিকে আসতে। তাতে যদি তোমরা অস্বীকৃত হও, তাহলে 'জিযয়া' প্রদানে সম্মত হও; তাতেও অস্বীকৃত হলে তোমাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করছি। ওয়াস্‌সালাম!"

চিঠি পাদ্রীর কাছে পৌঁছলে তা পাঠ করে সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তার দেহে প্রবলভাবে কাঁপন ধরে। চিঠির বিষয় আলোচনা করার জন্য সে নাজরানের বিশিষ্ট বাসিন্দা শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন ওদাআকে ডেকে পাঠাল। শুরাহ্‌বীল ছিল হামাদানের লোক। কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে এ ব্যক্তির আগে অন্য কাউকে ডাকা হত না। এমনকি অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গ আল-আতহাম, আস্-সায়্যিদ ও আল-আকিবকেও না। শুরাহ্‌বীল উপস্থিত হলে পাদ্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রটি তার কাছে দিলেন। সে তা পাঠ করলে পাদ্রী তাকে বললেন, আবূ মারয়াম! এখন তোমার মতামত কি? শুরাহ্‌বীল বলল, আল্লাহ্ পাক ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মাঝে নবী পাঠাবার যে ওয়াদা ইবরাহীম (আ)-কে দিয়েছেন তা আপনি অবগত আছেন। আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, এ লোকই সেই প্রতিশ্রুত নবী! তা যাই হোক, নবুয়তের ব্যাপারে আমার বলার কিছু নেই। পার্থিব কোন ব্যাপার হলে আমি সে ব্যাপারে আপনাকে কোন সুপরামর্শ দিতে পারতাম এবং সে জন্য যথাসাধ্য যত্নবান হতাম। পাদ্রী তাকে বলল, আচ্ছা একটু পাশে বসে অপেক্ষা কর। শুরাহ্‌বীল পাশে সরে গিয়ে বসে পড়ল। প্রধান পাদ্রী তখন নাজরানের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শুরাহ্‌বীলকে ডেকে পাঠাল। সে ছিল হিময়ার গোত্রের শাখা যু আসবাহ্ গোত্রের লোক। তাকে দিয়ে পত্রটি পাঠ করিয়ে তার মতাতমত জিজ্ঞেস করা হল। সেও শুরাহ্‌বীলের অনুরূপই জবাব দিল। পাদ্রী তাকে পাশে সরে বসে থাকতে বলল। সে তাই করল। পাদ্রী আবার নাজরানের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি জব্বার ইব্‌ন ফায়যকে ডেকে পাঠাল। সে ছিল বনূল– হামাস-এর শাখা গোত্র বনূল হারিছ ইব্‌ন কা'ব এর লোক। পাদ্রী যথারীতি তাকেও চিঠি পড়তে বলল এবং তার মতামত জিজ্ঞেস করল। তার জবাবও ছিল শুরাহ্‌বীল ও আবদুল্লাহ্‌র জবাবের অনুরূপ। পাদ্রী তাকেও সরে বসতে বললে সে উঠে গিয়ে এক পাশে বসল। পাদ্রী যখন দেখল যে, সমস্যাটির সমাধানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অভিন্ন মত পোষণ করছেন তখন সে 'নাকূস'[1] পেটাবার নির্দেশ দিল এবং তার নির্দেশে গীর্জাসমূহে দৃশ্যমানভাবে আগুন জ্বালানো হল এবং মোটা কম্বল ওড়ানো হল। নাকূস পেটাবার আওয়ায পেয়ে এবং কম্বল ওড়ানো দেখে গোটা উপত্যকার চড়াই উৎরাই থেকে লোকজন এসে সমবেত হতে লাগল। উপত্যকাটি দৈর্ঘ্য ছিল দ্রুতগামী সওয়ারের একদিনের পথ। এখানে ছিল তিহাত্তরটি জনপদ এবং এক লাখ বিশ হাজার যোদ্ধা। পাদ্রী সমবেত লোকদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিঠি পড়ে শোনাল এবং এ বিষয় তাদের মতামত জানতে চাইল। তাদের বুদ্ধিমান শ্রেণী এ ঐকমত্যে উপনীত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে যথাযথ সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন ওদাআ আল-হামাদানী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

১. নাকূস (الناقوس) গীর্জাসমূহে রক্ষিত ইবাদতের সময় নির্দেশক কাষ্ঠখণ্ড বা লৌহদণ্ড; ঘণ্টা।

শুরাহ্‌বীল আল-আসবাহী ও জব্বার ইব্‌ন ফায়্‌য আল হারিছীকে পাঠিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিনিধি দলটি রওনা হয়ে গেল। মদীনায় উপনীত হয়ে তারা সফরের কাপড়-চোপড় খুলে রেখে ইয়ামনী পোশাক ও সোনার আংটি পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করল। তিনি সালামের জবাব দিলেন না। তারা তাঁর কথা শোনার জন্য সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু তিনি তাদের সাথে কোন কথা বললেন না। (সম্ভবত) তাদের গায়ে ঐ বিশেষ পোশাক ও সোনার আংটি থাকার কারণে। তারা তখন উছমান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। এ দুজনের সাথে তাদের পূর্ব পরিচিত ছিল। এ দু'জনকে তারা মুহাজির আনসারদের একটি মজলিসে খুঁজে পেল। তারা বলল, হে উছমান! আবদুর রহমান! তোমাদের নবী আমাদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাকে জবাব দেয়ার জন্য আমরা এসেছিলাম। আমরা তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না।

উপরন্তু আমরা সুদীর্ঘ সময় তাঁর কথা বলার প্রতীক্ষায় রইলাম। আমাদের চরম ক্লান্তি সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কথা বলার কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না। এখন তোমাদের দুজনের মত কি? আমাদের ফিরে যাওয়াটা কি তোমরা ভাল মনে কর? তারা দু'জন মজলিসে উপস্থিত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হাসান! এদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আলী (রা) উছমান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে বললেন, আমার মনে হয় তারা এই নতুন পোশাক ও আংটি খুলে তাদের সফরের পোশাক পরে পুনরায় তাঁর কাছে যেতে পারে। বেশভূষা পাল্টিয়ে তারা পুনরায় গিয়ে সালাম করলে নবী করীম (সা) তাদের সালামের জবাব দিয়ে বললেন,

والذى بعثنى بالحق لقد انونى المرة الاولى وان ابليس لمعهم لعل وراءك احد يثرب عليك-

"কসম সেই সত্তার, যিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমার কাছে তাদের প্রথমবারের আগমনকালে নিশ্চয়ই শয়তান তাদের সাথে ছিল। (তাই আমি তাদের সালামের জবাব দেই নি এবং কথাও বলিনি)। তারপর তিনি তাদের খোঁজ-খবর নিলেন এবং তারাও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করল।"

তাদের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল। অবশেষে তারা বলল, "ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?" আমরা তো আমাদের স্বজাতির কাছে ফিরে যাচ্ছি। আর আমরা যেহেতু খৃস্ট ধর্মাবলম্বী; তাই আপনি যদি নবীই হয়ে থাকেন ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনার মন্তব্য অবশ্যই আমাদের আনন্দিত করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'এ মুহূর্তে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন বক্তব্য নেই; তাই তোমরা আমাদের এখানে অপেক্ষা কর; আমি ঈসা (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের কালাম তোমাদের অবগত করব। পরের দিনের সকাল হল। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ-

"আল্লাহ্‌র নিকট ঈসা (আ)-এর দৃষ্টান্ত আদমের মত। তাকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন; তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। এ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে, তাকে বল, এসো, আমরা ডেকে আনি আমাদের ছেলেদের ও তোমাদের ছেলেদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজদের ও তোমাদের নিজেদের; তারপর আমরা কাকুতি-মিনতি করে মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত" (৩ ঃ ৫৯-৬১)।

কিন্তু তারা আয়াতে উল্লিখিত প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের পরের দিন সকালে 'মুবাহালার' জন্য বেরিয়ে আসলেন। তিনি তখন হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে একটি মোটা চাদরে জড়িয়ে সাথে নিলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর পিছনে হেঁটে চলছিলেন। তখন নবী করীম (সা)-এর একাধিক সহধর্মিনী ছিলেন। শুরাহ্‌বীল তার সঙ্গীদ্বয়কে বলল, তোমরা তো জান যে, আমাদের উপত্যকার চড়াই উতরাইয়ের সকল লোকজন সমবেত হলে তারা আমার মতের বিপরীতে কিছুই করে না। আমি আল্লাহ্‌র কসম! একটা কঠিন সমস্যা দেখতে পাচ্ছি। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! যদি এ লোকটি কখনো একজন পরাক্রমশালী সম্রাট হয়ে যায়, আর আমরাই তার সুরক্ষিত স্থানে আঘাতকারী ও তার আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম আরব সাব্যস্ত হই, তাহলে আমাদের চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন না করা পর্যন্ত তার এবং তার সহচরদের মন থেকে এ আঘাত মুছে যাবে না। অথচ আমরাই তাদের নিকটতম আরব প্রতিবেশী।

আর যদি লোকটি বাস্তবেই নবী ও প্রেরিত পুরুষ হয়ে থাকে আর আমরা তার সাথে পারস্পরিক অভিসম্পাত প্রদানের দু'আয় লিপ্ত হই। তা হলে এ পৃথিবীর বুকে আমাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকবে না। সাথীদ্বয় তাকে বলল, আবূ মারয়াম! তা হলে তোমার মতে এখন কী করা? সে বলল, আমার মত হলো, তার হাতেই ফায়সালার ভার ছেড়ে দেই; কারণ, তাকে এমন কোন লোক বলে মনে হয় না যে কখনো অন্যায় ফায়সালা দেবে। তারা দু'জন বলল, ঠিক আছে, তোমার বুদ্ধি ও চিন্তা মতই কাজ কর। বর্ণনাকারী বলেন, সাথীদ্বয়ের পরামর্শের পর শুরাহ্‌বীল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললো, "আপনার সাথে মুবাহালায় অবতীর্ণ হওয়ার চাইতে একটি উত্তম বিকল্প প্রস্তাব আমার কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, তা কী? শুরাহ্‌বীল বললো, আজ সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত আপনি চিন্তা-ভাবনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হোন, তারপর আপনি আমাদের ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবেন তাই মেনে নেয়া হবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

هذا ما كتب محمد النبى الامى رسول الله لنجران ان كان عليهم حكمه فى كل صفراء وبيضاء ورقيق فافضل عليهم وترك ذالك كله على الفى حلة فىكل رجب الف حلة وفى كل صفر الف حلة-

তোমার পেছনে এমন কেউ তো থাকতে পারে যে তোমাকে দোষারোপ করবে! শুরাহ্‌বীল বলল, তা আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে তারা দু'জন বলল, "গোটা উপত্যকা শুরাহবীলের কথায়ই উঠা-বসা করে।"

এ আলোচনার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুবাহালা না করে ফিরে গেলেন। পরের দিন সকালে তারা তাঁর কাছে আসলে তিনি তাদের এ সনদপত্র লিখে দিলেন। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! এ হল আল্লাহ্র রাসূল উম্মী ও নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে নাজরানবাসীদের প্রদত্ত সনদ-এ সূত্রে যে তাদের সমুদয় লাল ও সাদা (সোনা-রূপা) ও সব দাস-দাসীর উপরে তাঁর হুকুমের অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে।

তবে তিনি তাদের প্রতি অনুকম্পা করে এ ব্যাপক অধিকার বার্ষিক মাত্র দু'হাজার জোড়া বস্ত্রে সীমিতকরণে সদয় সম্মতি দিলেন যা সমান দুই কিস্তিতে অর্থাৎ প্রতি রজব মাসে এক হাজার জোড়া ও প্রতি সফর মাসে এক হাজার জোড়ারূপে পরিশোধ্য।" এরপরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক শর্তসমূহ উল্লেখ করা হল এবং আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, গায়লান ইব্ন আমর, বনূ নাসরা গোত্রের মালিক ইব্ন আওফ, আক্রা ইব্ন হাবিস আল-হানজালী ও মুগীরা (রা) সনদের সাক্ষীরূপে রইলেন। প্রতিনিধি দল সনদপত্র হাতে পেয়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল এবং যথাসময় নাজরানে উপনীত হল। সেখানে প্রধান পাদ্রীর সাথে তার বৈমাত্রেয় ভাই আবূ আলকামা বিশ্র ইব্ন মুআবিয়া উপস্থিত ছিলেন। বিশ্র পিতৃ সূত্রে পাদ্রীর চাচাত ভাইও ছিলেন। প্রতিনিধি দল সনদপত্রটি পাদ্রীর হাতে তুলে দিল। পাদ্রী ও তার ভাই প্রতিনিধি দলকে স্বাগতম জানাবার জন্য নগর প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। ভাই এর সাথে আরোহী অবস্থায় থেকেই পাদ্রী পত্রটি পড়তে শুরু করল। হঠাৎ বিশরের উষ্ট্রী তাকে পিঠ থেকে উপুড় করে ফেলে দিলে সে চিঠিটিকে কুলক্ষণে সাব্যস্ত করে বদ দু'আ দিয়ে উঠল এবং তাতে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে ইঙ্গিতের আশ্রয় নিল না। পাদ্রী তখন তাকে বলল, আল্লাহ্র কসম! তুমি তো একজন প্রেরিত পুরুষ ও নবীকে বদ দু'আ দিয়ে ফেললে! বিশ্র বলল, তাই নাকি? তাহলে আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপনীত হওয়ার আগে এ বাহনের গদী লাগামের একটি গিঁট খুলব না। এ কথা বলামাত্রই সে তার উটনীর মুখ মদীনা অভিমুখী করে দিল। পাদ্রীও তার উটনীর মুখ সে দিকে ফিরিয়ে ভাইকে বলল, দেখ, আমার বক্তব্যের অর্থ বুঝে যাও। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা আরবের সেরা অভিজাত বংশ ও ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠি হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে গেছি, কিংবা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি, কিংবা আরবের অন্য কেউ করেনি এমন আনুকূল্য তাঁর প্রতি প্রদর্শন করেছি। এমন ধারণার শংকা আমার পক্ষ থেকে আরবদের না হয়ে যায়! বিশ্র বলল, আল্লাহ্র কসম! তোমার মাথা থেকে যে দুর্বুদ্ধি বেরিয়েছে তা আমি কোন দিন গ্রহণ করব না। বিশ্র এ কথা বলে পাদ্রীকে পিছনে রেখে তাঁর উটের পেটে গোড়ালীর আঘাত করল এবং এ ছড়া কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল—

اليك تغدو قلقا وضينها معترضا فى بطنها + جنينه مخالفا دين النصارى دينها-

"তোমার পানে এগিয়ে চলছে উষ্ট্রী কাঁপছে তার হাওদা ও তার বাঁধন; গর্ভে রয়েছে তার বাচ্চা; এখন তার ধর্ম খৃস্টধর্মের প্রতিকূলে।"

বিশ্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ধর্মেই অবিচল থাকেন।

বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিনিধি দল নাজরানে প্রবেশ করে 'আর রাহিব' ইব্ন আবূ শাম্মারা যুবায়াদীর কাছে পৌছল। গীর্জা চূড়ায় অবস্থান রত যাজককে লক্ষ্য করে পাদ্রী বলল, 'তিহামা' অঞ্চলে একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। এরপর সে যাজককে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নাজরানের প্রতিনিধি দলের গমন, নবী করীম (সা)-এর তাদের কাছে মুবাহালার প্রস্তাব ও তাদের তাতে অস্বীকৃতির আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল এবং বিশ্র ইব্ন মুআবিয়ার (মদীনায় গিয়ে মুসলমান হওয়ার) বিষয় অবহিত করল। যাজক বলল, তোমরা আমাকে নামিয়ে দাও; অন্যথায় আমি গীর্জার এই উঁচু চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ব। তারা তাকে নামিয়ে দিলে সে নিজের সঙ্গে কিছু হাদিয়ার উপকরণ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। আজকাল খলীফারা যে চাদর পরিধান করেন তাও ছিল সে হাদিয়ার একটি। আর ছিল একটা বড় পেয়ালা ও একটি লাঠি। সে কিছু দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অবস্থান করে ওহী শ্রবণ করে তারপর স্বদেশে ফিরে যায়। তখন পর্যন্ত তার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। সে পুনরায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তাও তার ভাগ্যে জুটল না এবং ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। প্রধান পাদ্রী আবুল হারিছও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসেছিল। তার সাথে ছিল আস সায়্যিদ, আল আকিব ও তার গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তারা তাঁর কাছে অবস্থান করে আল্লাহ্র কালাম শুনল। এ পাদ্রী এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত নাজরানের পরবর্তী পাদ্রীদের জন্য এ সনদ লিখে দেয়া হল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

من محمد النبى للا سقف ابى الحارث واساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت ايديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله لا يغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير من حقوقهم ولاسلطانهم ولا ما كانوا عليه من ذالك جوار الله ورسوله ابدا ما اصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين-

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে পাদ্রী আবুল হারিছ ও নাজরানের অন্যান্য পাদ্রীবর্গ, জ্যোতিষবর্গ, ও যাজকদের জন্য এবং তাদের অধিকারভুক্ত যাবতীয় বিষয়াদির জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা রইলো। কোন পাদ্রীকে তার পাদ্রীপদ হতে, কোন যাজককে তার পদ থেকে এবং কোন জ্যোতিষকে তার পদ থেকে রদ বদল বা অপসারণ করা হবে না। তাদের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিপত্তি এবং তাদের পূর্বাবস্থার কোন রূপ পরিবর্তন ঘটানো হবে না। যতদিন তারা শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলবে, কল্যাণকামী থাকবে, জুলুম না করবে ও নিপীড়ন নির্যাতনে লিপ্ত না হবে ততদিন তাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা থাকবে। লিখক মুগীরা ইব্ন শুবা।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধিদল সত্তরজন সদস্য ছিলেন। এদের মাঝে নেতৃস্থানীয় ছিল চৌদ্দজন। তারা হল : (১) আল আকিব– যার নাম ছিল আবদুল মাসীহ্; (২) আস সায়্যিদ– যার নাম ছিল আল আতহাম (মতান্তরে আল আবহাম); (৩) আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা; (৪) আওস ইবনুল হারিছ; (৫) যায়দ; (৬) কায়স; (৭) ইয়াযীদ; (৮) নুবায়হ; (৯) খুওয়ায়লিদ; (১০) উমর; (১১) খালিদ; (১২) আবদুল্লাহ্; (১৩) ইয়ানাস; (১৪)....আবার এ চৌদ্দজনের শীর্ষে ছিলেন তাদের তিনজন। প্রথম আল আকিব।

ইনি হলেন দল নেতা, তাদের মধ্যে সর্বাধিক ধীমান ও প্রধান উপদেষ্টা; যার ফায়সালা তাদের সকলে এক বাক্যে মেনে নিত। দ্বিতীয় আস সায়্যিদ; বিপদে-আপদে তাদের আশ্রয়স্থল ও বাহন সরবরাহকারী। তৃতীয় আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা প্রধান পাদ্রী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আবূ হারিছা ছিল বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের আরব বংশীয় লোক। কিন্তু খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার কারণে এবং ধর্মে তার অবিচলতা প্রত্যক্ষ করে রোমানরা তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তার জন্য গীর্জা নির্মাণ করে দিয়েছিল ও তাকে প্রচুর অর্থবিত্ত দিয়ে তার সার্বিক সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করেছিল। খৃস্টধর্মে একান্ত নিষ্ঠা সত্ত্বেও সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যতা অনুধাবন করেছিল। কিন্তু পদমর্যাদা ও আভিজাত্যের অহংকার সত্য গ্রহণে তার জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) ইব্ন ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করেছেন– বুরায়দা ইব্ন সুফিয়ান (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন কুর্য্ (মতান্তরে কূয) ইব্ন আলকামা থেকে বর্ণনা করেন। তবে এ বর্ণনায় প্রধান ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা চৌদ্দজনের স্থলে চব্বিশজন বলে উল্লেখ রয়েছে।

নাজরান থেকে রওনা হলে আবূ হারিছা তার একটি খচ্চরে আরোহী হল। তার ভাই কুর্য ইব্ন আলকামা তার পাশে পাশে পথ চলছিল। হঠাৎ আবূ হারিছার খচ্চর আছাড় খেলে কুর্য বলে উঠল, "দূরের লোকটি নিপাত যাক!" সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলেছিল। আবূ হারিছা বলল, বরং তোমারই সর্বনাশ হোক! কুর্য বলল, ভাইজান! আপনি তা বলছেন কেন? আবূ হারিছা বলল, "আল্লাহ্র কসম! তিনি অবশ্যই সেই নবী যার প্রতীক্ষায় আমরা দিন গুনছিলাম। কুর্য তাকে বলল, 'আপনি যখন বিষয়টি জানেনই, তা হলে আপনার জন্য তাঁকে মেনে নিতে বাধা কোথায়? সে বলল, এ লোকেরা আমাদের জন্য কত কীই না করেছে; আমাদের মর্যাদা দিয়েছে, সম্পদ দিয়েছে ও সব রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে সেবা-যত্ন করেছে আর তারা তাঁর বিরোধিতায় অনড়। এখন আমি ঐরূপ কিছু করলে তারা আমাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেবে। কুর্য তখন তার মনের কথাটি গোপন রেখে চলে গেল এবং পরে মুসলমান হয়ে গেল।

ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় প্রতিনিধিরা জাঁক-জমকপূর্ণ উত্তম বেশ-ভূষায় প্রবেশ করেছিল। তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। তারা পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তাদেরকে বাধা দিও না।" পরে তাদের মধ্য হতে আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা, আস সায়্যিদ ও আল আকিব মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করল। তখন তাদের সম্পর্কে সূরা আল-ইমরানের প্রথম দিকের আয়াতসমূহ এবং 'মুবাহালা' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হল। কিন্তু তারা তাতে রাজি হলো না এবং তাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাবার আবেদন করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ্ (রা)-কে পাঠালেন। (যেমন ইতোপূর্বে বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। (আমার তাফসীর গ্রন্থের সূরা আল-ইমরানে আমি বিষয়টির আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছি। আল্লাহ্ই যাবতীয় হাম্দ ও অনুকম্পার অধিকারী)।

হয়ে আক্ষেপে বলতে লাগল, হায় বনূ আমির! বিদেশ বিভূঁয়ে এক সালূলী রমণীর ঘরে উটের প্লেগে আক্রান্ত হয়ে আমি মরছি!

ইব্ন হিশাম (র) বলেন, কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে (আমির বলেছিল) 'উটের টিউমারের ন্যায় টিউমার। আর সালূলী রমণীর ঘরে মৃত্যু! হাফিজ বায়হাকী (র)-এর বর্ণনায় যুবায়র ইব্ন বাক্কার....মুলা ইব্ন জামীল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমির ইবনুত তুফায়ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি তাকে বললেন, আমির! মুসলমান হয়ে যাও! সে বলল, এ শর্তে মুসলমান হতে পারি যে, পল্লী এলাকা আমার আর শহর এলাকা তোমার থাকবে। তিনি বললেন, না (তা হতে পারে না)। পুনরায় বললেন, মুসলমান হয়ে যাও! সে বলল, এ শর্তে মুসলমান হতে পারি যে, পল্লী আমার, আর শহর তোমার থাকবে।

তিনি বললেন, না। সে তখন এ কথা বলতে বলতে চলে গেল– আল্লাহ্র কসম! হে মুহাম্মদ! দ্রুতগামী সুঠাম দেহী অশ্ব বাহিনী ও উদ্ধত উচ্ছল পদাতিক বাহিনী দিয়ে আমি এ শহর ভরে ফেলব, আর মদীনার প্রতিটি খেজুর গাছে একটি করে ঘোড়া বাঁধব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইয়া আল্লাহ্! আমিরের ব্যাপারে আপনি আমার জন্য যথেষ্ট হোন এবং তার কওমকে হিদায়াত দান করুন! আমির বেরিয়ে পড়ল এবং মদীনার নগর প্রান্তে উপনীত হয়ে সালূলীয়্যা নাম্নী তার গোত্রের এক নারীর সাক্ষাত পেল। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে ঐ রমণীর ঘরে রাত কাটালো। গলনালীতে টিউমার দেখা দেয়ায় সে বল্লম হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল এবং এ কথা বলে বলে চক্কর দিতে লাগল, উটের টিউমার আক্রান্ত! সালূলীয়ার ঘরে মরণ! এ অবস্থায়ই তার মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল।

হাফিজ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) তাঁর 'আল ইসতীআব' গ্রন্থে সাহাবীগণের নামের তালিকায় উল্লিখিত রাবী 'মুলা' (রা)-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন, ইনি হলেন মুলা ইব্ন কাছীফ আয্-যাবাবী আল কিলাবী আল আমিরী, বনূ আমির ইব্ন সাসাআ-এর লোক। তিনি কুড়ি বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একশ' বছর ইসলামী জীবন অতিবাহিত করেন। বাগ্মীতার জন্য তাঁকে 'দুই রসনাধারী' নামে অভিহিত করা হত। তাঁর ছেলে আবদুল আযীয তাঁর কাছ থেকে হাদীসের রিওয়ায়াত করেছেন। আমির ইবনুত তুফায়লের 'উটের টিউমার আর সালূলিয়ার ঘরে মরণ!' উক্তিটি তিনিই রিওয়ায়াত করেছেন। যুবায়র ইব্ন বাক্কার (র) বলেন, জাম্ইয়া (মতান্তরে ফাতিমা) বিন্ত আবদুল আযীয ইব্ন মুলা ইব্ন কাছীফ ইব্ন হামীল ইব্ন খালিদ ইব্ন আম্র ইব্ন মুআবিয়া, ইনি হলেন আয যুবাব ইব্ন কিলাব ইব্ন রাবীআ ইব্ন আমির ইব্ন সা'সাআ....মুলা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডান হাত স্পর্শ করে তাঁর কাছে বায়আত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার উট পাল নিয়ে এসে বিন্ত লাবূন (তিন বছরের মাদী উট) দিয়ে উটপালের যাকাত আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্যে অবস্থান করেন এবং মুসলমান হওয়ার পরেও একশ' বছর জীবিত থাকেন। তাঁর বাগ্মিতার কারণে তাকে 'দুই রসনাধারী' বলা হত।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ স্পষ্টত আমির ইবনুত তুফায়ল-এর ঘটনা ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বে। যদিও ইব্‌ন ইসহাক (র) ও বায়হাকী (র) এঁরা উভয়েই ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের পরবর্তী ঘটনারূপে উল্লেখ করেছেন। আমার এ বক্তব্যের সূত্র হল ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাফিজ বায়হাকী (র)....আনাস (রা) থেকে গৃহীত রিওয়ায়াত। যাতে বিরই মাউনার ঘটনা, আমির ইবনুত তুফায়ল কর্তৃক আনাস (রা)-এর মামা হারাম ইব্‌ন মিলহানকে হত্যা এবং আমিরের প্রতারণার শিকার হয়ে আমির ইব্‌ন উমাইয়া ব্যতীত বিরই মাউনার সাহাবী কাফেলার সকলেরই শাহাদাতপ্রাপ্তির ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

আওযায়ী (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া (র) বলেছেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রিশ দিন যাবত ফজরের সালাতে আমির ইবনুত তুফায়লকে এই বলে বদ দু'আ করলেন—

اللهم اكفنى عامر ابن الطفيل بما شئت وابعث عليهم ما يقتله-

'ইয়া আল্লাহ্! আমির ইবনুত তুফায়লের ব্যাপারে আমার পক্ষে যথেষ্ট হোন– যে কোন উপায় আপনার মর্যী হয়।'

ফলে আল্লাহ্ তাকে প্লেগে আক্রান্ত করলেন।

হাম্মাম (র)....আনাস (র) থেকে ইব্‌ন মিলহানের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রা) বলেন, আমির ইবনুত তুফায়ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করে বলেছিল, এর কোন একটি গ্রহণ কর। এক. সমতল ও কৃষি ক্ষেত্রের বাসিন্দারা তোমার, মরু ও পশুচারণ ক্ষেত্রের বাসিন্দারা আমার থাকবে; দুই. তোমার পরে আমি তেমার উত্তরসূরী হব; তিন. অন্যথায় গাত্‌ফান গোত্রের এক হাজার হলুদে-লাল উট ও এক হাজার হলুদে-লাল উটনী নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।....

বর্ণনাকারী বলেন, এরপরে সে একটি মেয়েলোকের ডেরায় রাত কাটায় এবং (সেখানে প্লেগাক্রান্ত হয়ে) বলতে থাকে, হায়! উটের প্লেগ! আর অমুক গোত্রের মেয়ে মানুষের বাড়িতে মরণ! আমার ঘোড়াটি নিয়ে এসো! ঘোড়া নিয়ে আসা হলে তাতে সে চড়ে বসল এবং তার পিঠে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হলো।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আমিরের এ দুর্দশা দেখে তার সাথীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে বনূ আমির গোত্রে উপস্থিত হলো। সেখানে পৌঁছলে গোত্রের লোকেরা এসে বলল, আরবাদ! ওদিকে খবর কী? সে বলল, কিছুই না! আল্লাহ্‌র কসম! লোকটি আমাদেরকে এমন কিছুর ইবাদত করার আহ্বান জানাচ্ছিল যে, লোকটি আমার এখানে থাকলে– আমার মন চায় যে, তীর মেরে মেরে এখনই লোকটাকে শেষ করে ফেলি। এ উক্তি করার একদিন কিংবা দুই দিন পরে আরবাদ তার একটি উট বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সেটি সাথে নিয়ে বের হল। আল্লাহ্ তার এবং তার উটের উপরে বজ্রপাত ঘটালেন। ফলে সে এবং তার উটটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। ইব্‌ন ইসহাক (র) আরও বলেন, আরবাদ ইব্‌ন কায়স ছিল মায়ের দিক থেকে লাবীদ ইব্‌ন রাবীআর ভাই। মা-শরীক ভাই আরবাদের মৃত্যুতে লাবীদ শোকগাঁথা রচনা করল।

মৃত্যু কাউকে রেহাই দেয় না, পুত্র বৎসল পিতাকেও না, আদরের পুত্রকেও না।

আরবাদের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি শঙ্কিত, 'সিমাক' ও 'আসাদ' নক্ষত্রদ্বয়ের কুপ্রভাবে আমি ভীত নই।

- ওহে ক্রন্দসী চোখ! আরবাদের জন্যে তখন তুমি কাঁদলে না কেন যখন আমরা ও নারীরা ভীষণ কষ্টের মধ্যে অবস্থান করছিলাম?
- ওরা হৈ হল্লোড় আর চিৎকার জুড়ে দিলে তাতে আরবাদ কোন পরোয়া করে নি; ওরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতস্তত করলে আরবাদ যথার্থ সিদ্ধান্ত দিয়ে দিত।
- এমনিতে সে মিঠে অমায়িক ছিল। তবে তার সাথে মিশ্রণ ছিল জন্মগত 'কটুত্বে'র।
- ওহে ক্রন্দসী চোখ! তখন কেন কাঁদলে না যখন তীব্র হিম প্রবাহ হাত-পায়ে ঠক্‌ঠকানি এনে দিয়েছিল।
- পানিতে ঠাসা ভারী বাদল মওসুমের শেষ বৃষ্টি যখন এনে দিল।
- গহীন বনের মাংসল সিংহের চেয়ে অধিক বাহাদুর, চরম উচ্চাভিলাষে বারংবার পরীক্ষিত।
- দৃষ্টি তার সার্বিক বাসনা অর্জনে সফল হয় না– যে রাতে উত্তম অশ্বদলও ভীরু হয়ে যায়।
- জুরাদ বনের অনূঢ়া হরিণীদের ন্যায় বিলাপ মাতমের উদ্‌গাতা।
- ভীষণ দুর্যোগ পূর্ণ দিনে বীর অশ্বারোহীকে আঘাতকারী বজ্র-বিদ্যুত আমাকে ব্যথিত করেছে।
- সেদিন ক্রোধ উন্মত্ত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, ঝাঁপিয়ে পড়ে বারংবার....।
- অভিজাত কূলীন সন্তানেরা যতই অধিক হোক না কেন তাদের পরিণতি স্বল্পতায় পর্যবসিত হয়।

ইব্‌ন ইসহাক (র) এ ক্ষেত্রে একটি সুদীর্ঘ শোকগাঁথার বিবরণ দিয়েছেন যা লাবীগ তার বৈমাত্রেয় ভাই আরবাদ ইব্‌ন কায়সের মৃত্যুতে রচনা করেছিলেন। আমরা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে নমুনা স্বরূপ স্বল্প পরিমাণ উল্লেখ করে সে বিশাল গাঁথা ছেড়ে দিচ্ছি। ইব্‌ন হিশাম (র) আরো বলেন, যায়দ ইব্‌ন আসলাম....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক আমির ও আরবাদ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল করলেন-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ.................. يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ-

"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রতিটি বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান, তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সবার উপরে মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে ও যে তা প্রকাশ করে, যে রাতে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে চলাফেরা করে, তারা সমানভাবেই আল্লাহ্‌র অবগত। মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর একজন করে পাহারাদার থাকে; তারা আল্লাহ্‌র আদেশে তার (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর) হেফাজত করে....(১৩ ঃ ৮-১১)। তারপর আরবাদের বিষয় উল্লেখ করে তার অপমৃত্যুর বর্ণনায় আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ .... وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ -

"কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনও অভিভাবক নেই। তিনিহি তোমাদের দেখান বিজলী যা শংকা ও আশা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ভারী মেঘমালা। বজ্রগর্জন ও ফিরিশতারা সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন; তবুও তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, অথচ তিনি হলেন মহাশক্তিশালী (১৩ ঃ ১১-১৩)।"

গ্রন্থকারের কথা ঃ আমার তাফসীর গ্রন্থে সূরা রাদ অংশে এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় বিশদ আলোচনা করেছি (আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য)। এছাড়া উপরোল্লিখিত ইব্ন হিশামের (র) ছিন্ন সূত্রে বর্ণনার সনদও আমি পেয়েছি। হাফিজ আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্ন আহমদ তাবরানী (র)-এর 'আল মুজামুল কাবীর'- গ্রন্থে। তিনি বলেন, মাসআদা ইব্ন সাদ আল আত্তার (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আরবাস ইব্ন কায়স ইব্ন জায ইব্ন খালিদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন কিলাব ও আমির ইবনুত তুফায়ল ইব্ন মালিক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় এল। তারা তাঁর কাছে পৌঁছে তাঁর সামনে আসন নিল। তখন আমির ইবনুত তুফায়ল বলল, "আমি ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি আমাকে কী সুযোগ সুবিধা দিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, মুসলিম জনতার যা সুযোগ-সুবিধা তোমারও তাই হবে।

আর তাদের যা দায়িত্ব-কর্তব্য তোমার উপরেও তাই বর্তাবে।" আমির বলল, আমি মুসলমান হয়ে গেলে তোমার পরে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব আমাকে দিতে রাযী আছ কি? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, "তা তোমার জন্য বা তোমার সম্প্রদায়ের জন্য হচ্ছে না; তবে তোমার জন্য রয়েছে ঘোড়ার লাগাম।" "সে বলল, তা আমি তো এখনও নাজ্দ অঞ্চলের ঘোড়ার লাগাম নিয়ন্ত্রণ করছি; এখন তুমি শহরাঞ্চলের কর্তৃত্ব নাও, আর আমাকে পল্লীর নেতৃত্ব দাও!" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "কখনো না।" আমির নবী করীম (সা)-এর কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় বলল, "আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার বিরুদ্ধে এ মদীনায় ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে ভরে ফেলব! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে প্রতিহত করবেন।"

আমির ও আরবাদ প্রস্থান করার পর আমির আরবাদকে বলল, আমি কথাচ্ছলে মুহাম্মদকে তোমার ব্যাপারে অমনোযোগী করে ফেলব, সে সুযোগে তুমি তরবারি দিয়ে তার কাজ সাবাড় করে দেবে। এতে তুমি মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেললেও তার পক্ষের লোকেরা বেশী থেকে বেশী রক্তপণ গ্রহণে রাযী হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া পসন্দ করবে না। আমরা সাচ্ছন্দে তাদের রক্তপণ দিয়ে দেব। আরবাদ বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। এ শলা-পরামর্শের পরে তারা দু'জন আবার তাঁর কাছে ফিরে এল। আমির বলল, হে মুহাম্মদ! আমার সাথে একটু এসো! একাকী কিছু কথা বলি। নবী করীম (সা) উঠে তার সাথে দেয়ালের কাছে নির্জনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কথা বলতে লাগলেন। ওদিকে আরবাদ তার তরবারি খাপমুক্ত করতে চেষ্টিত হল। কিন্তু তরবারির হাতলে তার হাত অনুভূতি শূন্য হয়ে গেল। আর তাই তরবারি চালনার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলল। আমির আরবাদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দৃষ্টি ঘোরালেন এবং আরবাদ ও তার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করো সেখান থেকে ফিরে চলে এলেন।

আরবাদ ও আমিরও বেরিয়ে পড়ল এবং ওয়াকিম নামক হার্রা[১] (পাথুরে এলাকায়) পৌঁছে সেখানে অবস্থান নিল। সা'দ ইব্ন মুআয ও উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে সেখানে পৌঁছে বললেন, আল্লাহ্র দুশমনদ্বয়– তোমাদের উপরে আল্লাহ্ লা'নত পড়ুক– উঠে দাঁড়াও। আমির জিজ্ঞেস করল, সা'দ তোমার সঙ্গী এ লোকটি কে? সা'দ (রা) বললেন, এ হল উসায়দ ইব্ন হুযায়রও একাই একশ'। পরে ওরা দুজন চলে গেল। 'রাক্ম' নামক স্থানে পৌঁছলে বজ্রপাতে আরবাদের মৃত্যু ঘটে। আমির হার্রায় থাকাকালে আল্লাহ্ তার গায়ে 'ফোঁড়া' উঠিয়ে দিলেন। ফোঁড়ার বিষ তাকে কাবু করে ফেললে সে সালূল গোত্রের এক মেয়েলোকের বাড়িতে রাত কাটাতে বাধ্য হল। সে তার গলার ফোঁড়াটিতে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে থাকল– 'হায়! অবশেষে উটের টিউমারে পেয়ে বসল, তাও এক সালূলীয়া রমণীর বাড়িতে।

অর্থাৎ এভাবে মরেও সে শান্তি পাচ্ছিল না। তাই সে তার ঘোড়া আনিয়ে তাতে চড়ে বসল এবং তাকে দ্রুত দৌড়াতে সচেষ্ট হল। কিন্তু ফিরতি পথে অবধারিত মৃত্যু তাকে ঘোড়ার পিঠেই পেয়ে বসল। এ দু'জনের ব্যাপারে আল্লাহ্ ...الله يعلم تحمل كل انثى নাযিল করলেন। পরবর্তী আয়াতে আরবাদ ও তার নিধন উপকরণের উল্লেখ করে ইরশাদ করলেন, এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন....। এ বর্ণনায় পূর্বোল্লিখিত আমির ও আরবাদের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এতে সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর আলোচনা বিদ্যমান (আল্লাহ্ই সম্যক অবগত)।

তুফায়ল ইব্ন আমির আদ্-দাওসী (রা)-এর মক্কায় প্রতিনিধিরূপে আগমন ও ইসলাম গ্রহণের কথা ইতোপূর্বে বিবৃত হয়েছে এবং প্রসঙ্গত সেখানে তার চোখের সামনে আল্লাহ্ প্রদত্ত আলোকবর্তিকা এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁর দু'আ করার পরে তা তাঁর লাঠি প্রান্তে স্থানান্তরিত হওয়ার কথাও আলোচিত হয়েছে। সেখানেই বিশদ বর্ণনা রয়েছে বিধায় এখানে প্রতিধিনি তালিকায় তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না। যেমনটি বায়হাকী (র) প্রমুখ করেছেন।

কওমের প্রতিনিধি হয়ে যিমাম ইব্ন ছা'লাবা-এর আগমন

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল ওলীদ (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সা'দ ইব্ন বকর গোত্র যিমাম ইব্ন ছা'লাবা (রা)-কে তাদের প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে পাঠাল। তিনি এসে মসজিদের দরজায় তাঁর উটটি বসালেন। পরে সেটিকে বেঁধে রেখে মসজিদে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বসা ছিলেন। যিমাম ছিলেন একজন সুঠামদেহী পুরুষ। তার চুল মাথায় ভর্তি দু'টি বেনী ছিল। তিনি এগিয়ে গিয়ে সাহাবা পরিবেষ্টিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের মাঝে আবদুল মুত্তালিব-এর বংশধর কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, انا ابن عبد المطلب "আমিই আবদুল মুত্তালিবের বংশধর"। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! নবী করীম (সা) বললেন, বল! তিনি বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আমি

---

১. হার্রা (حرة) মরুভুমির মাঝে মধ্যে কাল ভাঙ্গাচোরা কংকরময়ভূমি। যার কংকরগুলো মনে হয় যেন আগুনে ঝলসানো।

আপনাকে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো এবং আমার জিজ্ঞাসার ভাষা হবে কঠোর। এতে আপনি কিছু মনে করবেন না। নবী করীম (সা) বললেন, لا اجد فى نفسى فسل عما بذالك "না, আমি কিছু মনে করবো না। তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস করতে পার।" তিনি বললেন, আপনার উপাস্য ও আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপাস্যের নামে দোহাই দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি– আল্লাহ্ই কি আপনাকে আমাদের রাসূল করে পাঠিয়েছেন? নবী করীম (সা) বললেন, "আল্লাহ্র কসম! তাই ঠিক! যিমাম বললেন, আপনার ও আপনার ও আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের উপাস্য আল্লাহ্র নামে দোহাই দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে আমাদের এ নির্দেশ প্রদানের হুকুম করেছেন যে, আমরা যেন এককভাবে তাঁরই ইবাদত করি ও তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক না করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষের উপাষ্য এ অংশীদারদের বর্জন করি? নবী করীম (সা) বললেন—

আল্লাহ্র নামে বলছি, হাঁ তাই। যিমাম বললেন, আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপাস্য আল্লাহ্র নামে দোহাই দিয়ে বলছি। আল্লাহ্ই কি আপনাকে হুকুম দিয়েছেন, যেন আমরা এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করি? নবী করীম (সা) বললেন, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যিমাম (রা) ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী তথা যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি এবং ইসলামী শরীআতের অন্যান্য জরুরী বিষয় এক একটি করে উল্লেখ করে পূর্বানুরূপ দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন ইলাহ্ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। আমি এ সব ফরয পালন করে যাব এবং আপনি যা যা নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকব। আর এতে কোন প্রকার ঘাটতি বাড়তি করব না।

তারপর ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তার উটের কাছে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুলাহ্ (সা) তখন বললেন, ان صدق ذو العقيصين دخل الجنة "দুই বেনীধারী যদি সত্য কথা বলে থাকে তবে সে জান্নাতে যাবে।" বর্ণনাকারী বলেন, যিমাম তার উটের কাছে এসে তার বাঁধন খুললেন এবং স্বদেশ অভিমুখে পথে বেরিয়ে পড়লেন। স্বগোত্রে পৌঁছলে লোকেরা তাঁর কাছে সমবেত হল। কওমের সামনে এ সময় তাঁর প্রথম উক্তি ছিল– "লাত ও উয্যা প্রতিমা কতই না নিকৃষ্ট! লোকেরা বলল, আহা যিমাম! রাখ! তোমার কি শ্বেতী ও কুষ্ঠ রোগের ভয় নেই, তোমার কি উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ভয় নেই! যিমাম বললেন, তোমাদের সর্বনাশ হোক! ও দু'টি– আল্লাহ্র কসম! ওরা কোন অনিষ্ট করতে পারে না, কোন কল্যাণও বয়ে আনতে পারে না। আল্লাহ্র একজন রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁর কাছে কিতাব নাযিল করেছেন; যা দিয়ে তিনি তোমাদের দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে চান।

আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, যাঁর কোন শরীক নেই; আর মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। এখন আমি তাঁর কাছ থেকে তোমাদের জন্য তাঁর আদেশ ও নিষেধের বার্তা নিয়ে এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম! সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ জনপদের লোকদের মাঝে এমন কোন পুরুষ কিংবা নারী রইল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, যিমাম ইব্ন ছা'লাবা (রা)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন গোত্রীয় প্রতিনিধির কথা আমরা শুনতে পাইনি।

ইমাম আহমদ (র) ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম আয যুহরী (র)....ইব্ন ইসহাক থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ এ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন সালামা ইবনুল ফায্ল থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে– অনুরূপ। এ বর্ণনা অবশ্য প্রমাণ করে যে, যিমাম (রা) মক্কা বিজয়ের আগেই তাঁর কওমের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। কেননা, উয্যা বিগ্রহটিকে মক্কা বিজয়ের সময়ই খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) মিসমার করে দিয়েছিলেন।

ওয়াকিদী (র) বলেছেন, আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সাব্রা (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনূ সা'দ ইব্ন বকর গোত্র পঞ্চম হিজরীর রজব মাসে সুঠামদেহী, দুই বেনীধারী– যিমাম ইব্ন ছা'লাবা (রা)-কে প্রতিনিধি বানিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পাঠাল। যিমাম এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন এবং প্রশ্ন করতে তিনি কঠোর ভাব ও কর্কশ ভাষা অবলম্বন করলেন। তাঁর প্রশ্নের বিষয় ছিল– কে তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছে? কি দিয়ে পাঠিয়েছে? এবং ইসলামী শরীআতের জরুরী বিষয়গুলো কী কী? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে স্বগোত্রে ফিরে গেলেন। তখন তো তিনি সম্পূর্ণভাবে শিরক ও অংশীবাদ বিমুক্ত। তিনি তাঁর কওমের লোকদেরকে তাদের জন্য আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়ে অবগত করলেন। ফলে সন্ধ্যা নেমে আসা পর্যন্ত ঐ জনপদে ইসলাম কবুল করেনি এমন একটি পুরুষ বা একটি নারীও অবশিষ্ট রইল না। তারা তখন মসজিদ নির্মাণ করল এবং আযান্ দিয়ে তাতে সালাত আদায় করল।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম ইবনুল কাসিম (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাই কোন বুদ্ধিদীপ্ত বেদুঈন এসে তাঁকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করলে আমরা তাতে আনন্দিত হতাম। কেননা, তাতে দীনের প্রয়োজনীয় কিছু শোনার আমাদের সুযোগ হত। একবার এক বেদুঈন এসে তাঁকে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে বলেছে যে, আপনি দাবী করে থাকেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। নবী করীম (সা) বললেন, সে যথার্থটি বলেছে। লোকটি বলল, তা হলে আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। লোকটি বলল, তা হলে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। লোকটি বলল, তা হলে এই পর্বতমালা দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাতে কত কি সৃষ্টি করেছে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। লোকটি বলল, তা হলে আসমানের স্রষ্টা ও যমীনের স্রষ্টা ও পর্বতমালা স্থাপনকারী সত্তার কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত একথাও বলেছে যে, দিন রাতে আমাদের পাঁচবার সালাত আদায় করতে হবে। তিনি বললেন, হাঁ। যথার্থই বলেছে। লোকটি বলল, তা হলে যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! আল্লাহ্ই কি আপনাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত বলেছে যে, আমাদের ধন-সম্পদে আমাদের যাকাত আদায় করতে হবে। তিনি বললেন, যথার্থই বলেছে। লোকটি বলল, তা হলে যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়েছেন তাঁর কসম! সে আল্লাহ্ই কি আপনাকে এ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত

আরও বলেছে যে, বছরে এক মাস আমাদের সিয়াম পালন করতে হবে। তিনি বললেন, সে যথার্থই বলেছে। লোকটি বলল, যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়েছেন তাঁর শপথ! সে আল্লাহ্ই কি আপনাকে এ বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত এ কথাও বলেছে যে, আমাদের মাঝে যারা আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে সুস্থ সমর্থ, তাদের হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। তিনি বললেন, যথার্থই বলেছে।....বর্ণনাকারী বলেন, এর পরে লোকটি চলে গেল এবং এ কথা বলে গেল, "যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়েছেন, তাঁর কসম! এ সব বিষয়ের উপরে কিছু বাড়াবও না, এ থেকে কিছু কমাবোও না। নবী করীম (সা) বললেন, "সে যদি যথার্থ বলে থাকে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।" আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে একাধিক সনদে ও শব্দের তারতম্যসহ বিশদ বর্ণনাযুক্ত হয়ে এ হাদীছখানা সহীহ্ গ্রন্থদ্বয় বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। মুসলিম (র) হাদীছখানি উল্লিখিত– আবুন নায্র হাশিম ইব্ন কাসিম....সনদেই রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) এ সনদে (অনুচ্ছেদ শিরোনাম) রূপে উল্লেখ্য করেছেন এবং অন্য একটি সনদে পূর্বানুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হাজ্জাজ (র)- আমির থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)- কে বলতে শুনেছেন আমরা মসজিদ (নববীতে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন উটের পিঠে আরোহী এক ব্যক্তি এসে তাঁর উটটি মসজিদের আঙিনায় বেঁধে রেখে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমাদের মাঝে মুহাম্মদ কে?' রাসূলুল্লাহ (সা)-সাহাবীদের মধ্যে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা বললাম,'হেলান দিয়ে বসা এই ফর্সা ব্যক্তি....'লোকটি বলল, 'হে আব্দুল মুত্তালিব পুত্র, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'এই যে আমি, বল! লোকটি বলল, 'হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব। আমার জিজ্ঞাসার ধরন কঠোর হবে। তাতে কিন্তু তুমি মনে মনে আমার উপর রেগে যেয়ো না। নবী করীম (সা) বললেন, 'তোমার যা মনে আসে জিজ্ঞেস করতে পার। লোকটি বলল, তোমার প্রতিপালক এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের নামে আমি তোমাকে জিজ্ঞেসা করছি আল্লাহ্-ই তোমাকে বিশ্ব মানবের রাসূল রূপে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন اللهم نعم আল্লাহ্ সাক্ষী হাঁ! লোকটি বলল, তা হলে আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে বলছি, বছরের এ মাসটিতে আমাদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ আল্লাহ-ই তোমাকে দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন اللهم نعم হাঁ! আল্লাহর নামে বলছি! লোকটি বলল, আপনার নিয়ে আসা বিষয়াবলীর প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি। আর আমি আমার সম্প্রদায়ের অন্য সকলের দূত। আমর নাম যিমাম ইব্ন ছা'লাবা– বনূ সা'দ ইব্ন বকর গোত্রের প্রতিনিধি। বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজা প্রমুখ ইমামগণও বিভিন্ন সনদে হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন।

যিমাদ আল আয্দীর প্রতিনিধি রূপে আগমন

হিজরাতের পূর্বে যিমাদ (ইব্ন ছা'লাবা) আল আয্দী (রা)[১] মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসেছিলেন। প্রতিনিধি রূপে তার সে আগমন এবং তাঁর নিজের ও তাঁর সম্প্রদায়ের

---

১. ইবনু হিশামের বর্ণনায় যিমাম ইবন ছা'লাবা আস সাদী (রা)।

ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে ইমাম আহ্মাদ (র)-এর বরাতে ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম (র)....ইবনু আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসহ বিস্তৃতভাবেপেশ করে এসেছি। তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করছি না। (আল্লাহ্রই জন্য সব হাম্দ ও তারই সব অনুকম্পা!)।

তায়' গোত্রের প্রতিনিধি রূপে যায়দ আল-খায়ল (রা)-এর আগমন

ইবনু ইসহাক (র) বলেন, তায় গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করল। দলের সর্দার যায়দ আল্ খায়ল ও সে প্রতিনিধি দলে ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে তারা তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করেন। যায়দ আল খায়ল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, তায়' গোত্রের বিশ্বস্ত নন এমন লোকদের কেউ কেউ আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

ما ذكر رجل من العرب بفضل ثم جاءنى الا رأيته دون ما يقال فيه الا زيد الخيل فانه لم يبلغ الذى فيه-

"আরবের যে সব লোকের গুণ ও মাহত্ম্যের কথা আমাকে শোনানো হয়েছে, তারা আমার কাছে আসার পরে তাদের দেখে আমি তাদেরকে তাদের সম্পর্কিত বর্ণনার চাইতে নিম্ন স্তরের পেয়েছি। কিন্তু যায়দ আল খায়ল ছিলেন এর ব্যতিক্রম। কেননা, তার ভিতরে যে পরিমাণ সদগুণ রয়েছে সে পরিমাণ আমি আগে শুনতে পাইনি।"

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)- তার নাম আংশিক পরিবর্তন করে তাকে যায়দ আল খায়র (কল্যাণ পূর্ণ যায়দ) নামে অভিহিত করলেন এবং তাঁকে ফায়দ নামক স্থানটি ও তার পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডসমূহ জাগীর রূপে দান করে তার লিখিত সনদ দিয়ে দিলেন। যায়দ স্বগোত্রে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার থেকে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- বললেন, যায়দ মদীনার জ্বরের হাত থেকে বেঁচে গেলে....? "(রাসূলূল্লাহ্ (সা)- অবশ্য জ্বর বুঝানোর জন্য হুম্মা (حمى) বা উম্মু মিলদাম (ام ملدم) শব্দ ব্যবহার করেননি (তবে তার স্থলে কী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন রাবী তা সংক্ষণ করে রাখতে পারেননি)। বর্ণনাকারী বলেন, ফিরতি সফরে যায়দ নাজদে এলাকার 'ফারদা' নামের কুয়োটির কাছে পৌছলে জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং তাতে মারা গেলেন। মৃত্যুর উপস্থিতি অনুভব করে তিনি নিম্মোক্ত পংক্তিদ্বয় রচনা করেছিলেন ।

১। আমার সংগী সাথীরা কাল সকালে পূর্ব দেশের পানে এগিয়ে যাবে; আমি নাজদের ফারদাতে একটি নির্জন ঘরে পরিত্যক্ত হয়ে থাকব।

২। কতই না এমন দিন ছিল যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে এমন সেবা পরায়ণা সেবিকারা আমার শুশ্রূষা করত, যাদের সেবায় কেউ সুস্থ না হলে তার আর জীবনের আশা থাকতো না।

বর্ণনাকারী বলেন, যায়েদের মৃত্যু হয়ে গেলে তার স্ত্রী নিজের অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও ধর্মপরায়ণতার স্বল্পতা বশতঃ স্বামীর সাথে রক্ষিত সনদ ও নথিপত্র তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে

(এবং এ ভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র স্মৃতি সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক দলীল বিলুপ্ত হয়ে যায়)।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ সাহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলী (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মাটি মেশানো কিছু (অপরিশোধিত) সোনা পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সোনা উপস্থিত চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন যায়দ আল-খায়ল, 'আলকামা ইব্‌ন উলাছা আকরা, ইব্‌ন হাবিস ও উতবা ইবন বদর (রা)। আলী (রা)-কে য়ামানে কর্মভার দিয়ে পাঠানো প্রসংগে পরবর্তীতে আরো বিশদ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্ ।

আদী ইবন হাতিম তাঈ (রা)- এর কাহিনী

ইমাম বুখারী (র)-তাঁর সাহীহ্ গ্রন্থে অনুচ্ছেদ সংযোগ করেছেন–

তায় প্রতিনিধি দল ও 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) সম্পর্কিত হাদীস

মূসা ইব্‌ন ইসমাঈস (র)...."আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর দরবারে একটি প্রতিনিধি দল রূপে উপস্থিত হলাম । তিনি দলের এক এক জনকে নাম-ধামসহ ডাকতে লাগলেন, আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে কি আপনি চিনতে পারছেন না? তিনি বললেন, কেন নয়? তুমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছো–যখন লোকজন কুফরীতে লিপ্ত ছিল, এরা যখন পিছু হটছিল, তখন তুমি এগিয়ে আসছিলে; এরা যখন চুক্তি ভংগ করছিল, তুমি তখন চুক্তি রক্ষা করে চলছিলে, আর তুমি সত্যের পরিচয় পেয়েছিলে এদের কাছে তা অজ্ঞাত থাকা কালেই। "আদী (রা) বললেন, তা হলে আমার কোন দুঃখ নেই। কোন পরোয়া নেই!

ইবন ইসহাক (র)-বলেছেন, "আদী ইব্‌ন হাতিম (রা)-এর নিজস্ব যে উক্তি আমার কাছে পৌছেছে তা হল–তিনি বলতেন, আরবের কোন পুরুষ এমন নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনে তাঁকে আমার চাইতে অধিক অপসন্দ করেছে। তবে আমি স্বভাবে ছিলাম শরীফ এবং ধর্মে ছিলাম খৃষ্টবাদের অনুসারী। আমার কাজ ছিল চৌথ উশুল করার জন্য গোত্র মাঝে ঘুরে বেড়ানো। মনে মনে আমি ছিলাম একটা বিশেষ ধর্মের অনুসারী আর প্রক্যশ্য আমার সাথে আমার গোত্রের আচরণ বিচারে একজন রাজা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের কথা শুনে আমার গা জ্বলতে লাগল। আমি আমার আরবী গোলামকে বললাম– যে নাকি আমার উটপালের রাখালীর কাজেও নিয়োজিত ছিল -হে হতভাগা। আমার উটপাল থেকে কতকগুলি মোটা তাজা পোষমানা উট বাছাই করে সেগুলিকে আমার কাছে কাছে রাখবি। আর যখন শুনতে পাবি যে, মুহাম্মদের বাহিনী এ দেশের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন অবিলম্বে আমাকে সে সংবাদ জ্ঞাত করবি। গোলাম তাই করল। কিছুদিন পরে এক সকালে সে এসে আমাকে খবর দিল যে, হে "আদী! মুহাম্মদের অশ্বারোহী বাহিনী তোমাকে ঘিরে ফেলতে এগিয়ে আসছে। তোমার যা করার তা এখনই করতে পার। কেননা, আমি দূর থেকে কতকগুলি যুদ্ধ পতাকা দেখতে পেয়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা আমাকে বলেছে যে, ওগুলি মুহাম্মদের বাহিনী। 'আদী (রা) বলেন, আমি গোলামকে বললাম, আমার সে উটগুলিকে

আমার কাছে নিয়ে আয়। গোলাম সেগুলিকে কাছে নিয়ে আসলে আমি আমার পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে সেগুলির পিঠে চড়ে বসলাম এবং গোলামকে বললাম শাম দেশে (তৎকালীন বৃহত্তর সিরিয়া তথা আরবের উত্তরাঞ্চল, আমার স্বধর্মী খৃষ্টানদের কাছে আমাদেরকে নিয়ে চল। আমি বিজন (প্রান্তরের) পথ ধরে চললাম। আর হাতিমের এক কন্যা (আমার বোন)-কে ঐ জনপদেই রেখে গেলাম। সিরিয়ায় উপনীত হয়ে আমি সেখানে অবস্থান করতে লাগলাম। আমার প্রস্থানের পর পরই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোড়সওয়ার বাহিনী গোত্রের উপর চড়াও হল এবং অন্যান্যদের মাঝে হাতিম কন্যাও তাদের হাতে বন্দী হলো এবং তাঈ গোত্রের বন্দীদের সাথে সেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে নীত হল। আমার সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। বর্ণনাকারী ('আদী (রা)) বলেন, হাতিম কন্যাকেও মসজিদের দরজার কাছে বন্দীদের আটকে রাখার জন্য তৈরী বেষ্টনীর মধ্যে রেখে দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে যেতে লাগলে হাতিম কন্যা তার উদ্দেশ্য দাঁড়িয়ে বলল, সে ছিল স্থির প্রতিজ্ঞ ও অকুতোভয় এক নারী–হে আল্লাহ্ রাসূল আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে, অনাথের ভরসা হারিয়ে গিয়েছে। আমাকে অনুকম্পা করুন, আল্লাহ্ আপনাকে অনুকম্পা করবেন। নবী করীম (সা) বললেন, ومن وافدك তোমার ভরসার পাত্র (وافد) কে? হাতিম কন্যা বললো "আদী ইব্ন হাতিম (আমার ভাই)। তিনি বললেন, الفارق من الله ورسوله؟ ওহে! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে পালায়নকারী। বন্দিনী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আর কিছু না বলে চলে গেলেন।

পরের দিন আমার কাছ দিয়ে তিনি যেতে লাগলে আমি আগের দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করলাম; তিনিও আগের দিনের মত জবাব দিলেন। বন্দিনী বলেন, তৃতীয় দিনে তিনি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন নিরালা আমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু তাঁর পিছনের এক লোক আমাকে ইংগিত করল, যেন আমি দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলি। হাতিম কন্যা বলল, আমি তখন তাঁর উদ্দেশ্য দাঁড়িয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বাপ মরে গিয়েছে, ভরসা হারিয়ে গিয়েছে। এখন আমাকে দয়া করুন আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করবেন। নবী করীম (সা) বললেন—

قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من تكون لك ثقة حتى يبلغك الى بلادك ثم اذنيني-

আমি তাই করলাম (তোমাকে মুক্তি দিলাম) তবে চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ো না; তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছিয়ে দেরে তোমার গোত্রের এমন নির্ভরযোগ্য লোক পাওয়া গেলে আমাকে জানাবে। আমি তখন নবী করীম (সা)-এর সাথে কথা বলার জন্য ইংগিত প্রদানকারী লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমাকে বলা হল তিনি হচ্ছেন আলী ইবন আবূ তালিব (রা)। আমি সফরের প্রস্তুতি নিলাম। তখন বালী বা কুযা'আ গোত্রের কিছু লোকের আগমন ঘটল। আমার ইচ্ছা ছিল সিরিয়ায় আমার ভাইয়ের কাছে চলে যাবো। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার গোত্রের একটি কাফেলা এসেছে, যাদের উপরে ভরসা করে আমি আমার গন্তব্যে পৌছতে পারি। হাতিম কন্যা বলেন, তিনি আমাকে পোষাক, বাহন ও প্রয়োজনীয় পাথেয় দিলেন এবং আমি তাদের সাথে বের হয়ে

সিরিয়ায় উপনীত হলাম। "আদী (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর কসম! আমি (সিরিয়ায়) আমার পরিবারের মাঝে বসা ছিলাম। দূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম এক মহিলা আরোহী আমাদের বসতির দিকে ঢালু পথে নেমে আসছে। "আদী (রা) বলেন, হাতিম কন্যা? "আদী বলেন, একটু পরেই দেখি কি সে তো সেই। সে আমার সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই কোন প্রকার ভুমিকার আশ্রয় না নিয়ে মুখের উপর বলতে লাগল, নিমকহারাম, জালিম! নিজের বউ-ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসতে পেরেছো আর তোমার জন্মদাতার শেষ স্মৃতি এক অবলাকে দুশমনের দয়া-মায়ার উপর ছেড়ে আসতে তোমার বাধলো না? আমি বললাম দোষটি আমার, মন্দ কথা উচ্চারণ করে মুখ খারাপ কর না; আল্লাহ্র কসম, আমার বলার মত সংগত কোন যুক্তি নেই, তোমার অভিযোগে সত্যিই আমি অভিযুক্ত। "আদী বলেন তখন সে বাহন থেকে নামল এবং আমার সাথে অবস্থান করতে লাগল।

একদিন আমি তাকে বললাম, সে ছিল স্থির বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন নারী এ লোকটি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? সে বলল, আমার অভিমত হল– আল্লাহর কসম! তুমি অবিলম্বে তাঁর সাথে মিলিত হবে। কেননা, বাস্তবে সে যদি নবী হয় তা হলে তাঁর কাছে আগে গমনকারী হবে বিশেষ মাহাত্ম্যের অধিকারী। আর যদি লোকটি রাজা-বাদশাহ্ হয়। তবে তোমার বর্তমান মর্যাদার কোন হানি না হয়ে বরং তা বৃদ্ধি পাবে, তুমি তো যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! এটাই যুক্তিযুক্ত কথা। আদী (রা) বলেন, তখন আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপনীত হলাম। তারপর আমি মসজিদে তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, আগন্তুকের পরিচয় কী ? আমি বললাম, আদী ইব্ন হাতিম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে তাঁর সাথে নিয়ে চলতে উদ্যত হওয়ার মূহূর্তে অতি দূর্বল এক বৃদ্ধা নারী তার সাথে সাক্ষাত করতে এসে তাকে দাঁড়াতে বলল। তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সাথে তার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। 'আদী বলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, লোকটি রাজা বাদশাহ্ তো নয়। 'আদী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সাথে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং খেজুরের ছাল ভর্তি একটা চামড়ার আসন এনে আমার পাশে রেখে দিয়ে বললেন, বস এটিতে। "আদী বলেন, আমি বললাম বরং আপনিই বসুন। তিনি বললেন, না তুমিই....। আমি গদীতে বসলাম আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাটিতেই বসে পড়লেন। 'আদী বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এটাও কোন রাজার আচরণ হতে পারে না। তারপর আলোচনা শুরু করে তিনি বললেন, ايه عدى بن حاتم الم تك ركوشيا 'আদী ইব্ন হাতিম, তুমি না রাকূসী' ধর্মমতের অনুগামী ছিলে ? আমি বললাম জী হাঁ, তাই। তিনি বললেন, اودم تكن نسير رفى قومك بالمرباع তুমি কি লুণ্ঠিত সম্পদের চৌথ (চতুর্থাংশ) উসূল করার জন্য গোত্র মাঝে ঘুরে বেড়াতে না ? 'আদী বললেন, আমি বললাম জী হাঁ, তাই। তিনি বললেন, فان ذلك دم يكن محل لك فى دينك কিন্তু, তোমার ধর্মমত অনুসারে তা তো বৈধ ছিল না। 'আদী বলেন, আমি বললাম, ঠিক তাই। আল্লাহর কসম! "আদী বলেন, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, তিনি প্রেরিত নবী, অনেক অজ্ঞাত বিষয়ই তার জানা। একটু পরে বললেন—

لعلك ياعدى انما يمنعك من دخول فى هذا الذين ما ترى من حاجته فوالله ليوشكن المال ان يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك انما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله كيوشكن ان تسمع بالمرأه تخرج من القادسية على بعيررها حتى تزورهذا البيت لاتخاف ولعلك انما يمنعك من دخول فيه انك ترى ان الملك والسلطان فى غيرهم واليم الله ليوشكن ان تسمع بالقصورالبيض من ارض بابل قد فحت عليهم-

"আদী! এ ধর্মের অনুসারীদের অভাব অনটনই সম্ভবত এ ধর্ম গ্রহণের পথে তোমার জন্য অন্তরায় হয়ে রয়েছে। আল্লাহর কসম! অদূর ভবিষ্যতে এদের জন্য সম্পদের ঢল নামবে এমন কি তা গ্রহণ করার মত লোক খুজে পাওয়া যাবে না। এবং এ ধর্ম গ্রহণে তোমার দৃষ্টিতে এ ধর্মানুসারীদের সংখ্যা স্বল্পতা ও তাদের শত্রুর আধিক্য সম্ভবত তোমার জন্য বাধা হয়ে রয়েছে। আল্লাহর কসম! অদূর ভবিষ্যতে তুমি শুনতে পাবে যে, কোন নারী (একাকিনী) তার উটে চড়ে কাদিসিয়া থেকে সফর আরম্ভ করে নিঃশঙ্ক চিত্তে এ বায়তুল্লাহর যিয়ারতে আসবে। এবং সম্ভবত এ ধর্ম গ্রহণে তোমার জন্য অন্তরায় হয়ে রয়েছে এ ব্যাপারটি যে, রাজক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তুমি অন্যদের অধিকারে দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহর কসম! অদূর ভবিষ্যতে তুমি শুনতে পাবে যে, ব্যবিলন ও প্রাচ্য দেশীয় (পারস্যের) শ্বেত ভবনসমূহ এদের হাতে বিজিত হয়ে গিয়েছে।"

আদী (রা) বলেন, তখনই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দুটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি; তৃতীয়টি এখন পর্যন্ত ঘটেনি। আল্লাহর কসম! তা অবশ্যই ঘটবে। ব্যবিলন ও প্রাচ্যের শ্বেত ভবনগুলি বিজিত হতে আমি দেখেছি। আর দেখেছি, কোন নারী (একাকিনী) তার উটে চড়ে সুদূর কাদিসিয়া থেকে সফর করে নিরাপদে নিঃশংকায় এ বায়তুল্লাহর হজ্জ সম্পাদন করেছে। আল্লাহর কসম! তৃতীয়টিও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এমনভাবে সম্পদের ঢল নামবে যে, তা নেওয়ার মত চাহিদা কারো থাকবে না।

ইব্ন ইসহাক (র) এ বিবরণটি এভাবেই সনদ বিহীন বর্ণনা করেছেন। তবে একাধিক সূত্রে এর সমর্থক রিওয়ায়াত রয়েছে। যেমন ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোড়সাওয়ার বাহিনী আমাদের এলাকায় অভিযানে এল। আমি তখন আকরাবে/আকরাবা'য়' অবস্থান করছিলাম। তারা আমার ফুফুকে সহ আরো কিছু লোককে বন্দী করে নিয়ে গেল। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তারা তাঁর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তখন আমার ফুফু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ভরসা দূরে সরে গিয়েছে; সন্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আমি এক অতিশয় বৃদ্ধা, আমাকে দিয়ে তো কোন কাজ হবে না, তাই আমার প্রতি অনকম্মা করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুকম্মা করবেন। নবী করীম (সা) বললেন, তোমার ভরসা কে ? ফুফু

---

১. দামেশকের একটি জিলা শহর ও বন্দর ইয়ামামার একটি স্থান।

বললেন, 'আদী ইব্‌ন হাতিম। তিনি বললেন, যে নাকি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ছেড়ে পালিয়েছে ?

বর্ণনাকারীনী বলেন, তিনি আমাকে মুক্তি দিলেন। তিনি চলে যেতে লাগলে তাঁর পাশের এক ব্যক্তি– ফুফুর ধারণায় তিনি ছিলেন আলী (রা)– আমাকে বললেন, তাঁর কাছে বাহনের আবেদন কর। তিনি আবেদন করলে নবী করীম (সা) তাকে তা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। 'আদী (রা) বলেন, ফুফু আমার কাছে চলে এলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি এমন জঘন্য আচরণ করেছো, যা তোমার বাপ কখনো করতেন না। তিনি আমাকে এ কথাও বললেন, আসায় হোক কিংবা নিরাশায়– তাঁর কাছে যাও। অমুক তাঁর কাছে গিয়েছিল। সে কিছু পেয়ে এসেছে; অমুক তার কাছে গিয়েছিল, খালি হাতে তাকে ফিরতে হয়নি। 'আদী বলেন, আমিও তার কাছে গেলাম। দেখি কী ? তার কাছে এক নারী ও কয়েকটি (কিংবা একটি) শিশু। 'আদী (রা)-এ পর্যায়ে নবী করীম (সা)-এর কাছে ঐ নারী ও শিশুর সহজ নিকটবর্তী তার কথা উল্লেখ করেছেন। (আদী বলেন,) আমি তখন উপলব্ধি করলাম যে এ লোকটি পারস্য সম্রাট বা রোমক সম্রাট নয়। নবী করীম (সা) তাকে বললেন—

ياعدى بن حاتم ما افرك ؟ افر ان يقال لا اله الا الله فهل من اله الا الله ما افرك ؟
افرك ان يقال الله اكبر فهل من شيئى هو اكبر من الله عزوجل ؟

"তোমাকে পালাতে বাধ্য করল কে ? এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। এ কথার স্বীকারোক্তি তোমাকে পালাতে বাধ্য করেছে ? তা হলে এক আল্লাহ্ ছাড়া আরো ইলাহ আছে কী ? কোন বিষয়টি তোমাকে পালাতে বাধ্য করল? 'আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ' এ কথার স্বীকৃতি প্রদানই তোমাকে পলায়নে বাধ্য করল কি ? তা হলে মহান ও মহীয়ান আল্লাহর চাইতে বড় কেউ আছে কি ?"

'আদী বলেন, আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। দেখলাম তাতে তাঁর চেহারা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى (আল কুরআনে উল্লিখিত) অভিশপ্ত হল ইয়াহুদীরা আর ভ্রান্ত হল খৃস্টানরা। 'আদী (রা) বলেন, তখন লোকেরা তার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানার পরে বললেন,

اما بعد فلكم ايها الناس ان ترضخوا من الفضل - ارتضخ امرء بصاع ببعض صاع
بقبضة ببعض قبضة (واكثر علمى انه قال) بتمرة بشق تمرة-

"তারপর হে লোক সকল, তোমাদের কর্তব্য তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে কিছু না কিছু দান কর। (ফলে লোকেরা সাদাকার মালামাল নিয়ে আসাতে লাগল।) কেউ এক সা'[১] দান করল, কেউ সা'-এর অংশ বিশেষ। আবার কেউ এক মুঠো পরিমাণ, কেউ তার চাইতেও কম।"

(মধ্যবর্তী রাবী) শু'বা (র) বলেন, আমার যতদুর মনে পড়ে এ হাদীসে এ কথাও রয়েছে– কেউ একটি খুরমা কেউ খুরমার টুকরা নবী করীম (সা) আরো বললেন—

---

১. সা' (صاع সা') আট রত্তল/আট পাউণ্ড; প্রায় সোয়া তিন কেজি।

وان احدكم لا فى الله فقائل ما اقول - الم اجعلك سميعا بصيرا الم اجعل لك مالا وولد فماذا قدمت فينظر من بين يدية ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلايجد شيئا فما يتقى النار الا بوجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوه فبكلمة لينة انى لا اخشى عليكم الفاقة لينصر لكم الله وليعطينكم - اوليفتحق عليكم - حتى تسير النطعينة بين الحيرة ويشرب ان اكثر ما يخاف السرق على ظعينتها-

"তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর সামনে দাড়াবে; তিনি তখন বলবেন– যা আমি তোমাদের এখন বলে দিচ্ছি (তিনি বললেন) আমি কি তোমাকে শ্রবণশক্তি সম্পন্ন চোখ কান দিয়েছিলাম না ? ও চক্ষুষ্মান বানিয়েছিলাম না ? আমি কি তোমাকে সন্তান ও সম্পদ দিয়েছিলাম না? তা থেকে তুমি নিজের জন্য কী পরিমাণ পাঠিয়েছ ? তখন সে নিজের সামনে পিছনে ডানে বামে তাকাবে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। তখন নিজের চেহারা দিয়ে দোযখের আগুন ঠেকানো ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না। তাই তোমরা আগুন থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর– এক টুকরা খুরমা দিয়ে হলেও। আর তাতেও সমর্থ না হলে অন্তত নরম কথা দিয়ে (যাঞ্চাকারীকে তুষ্ট করে দাও)। তোমরা ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করবে এ আশংকা আমার নেই; আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের সহায় হবেন এবং তোমাদের অবশ্যই অঢেল সম্পদ দিবেন– কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ্ তিনি বলেছিলেন) তোমাদের অবশ্যই বিজয় দেয়া হবে। এমন কি (একাকী) হাওদানাশীনা নারী হীরা থেকে য়াছরিব (মদীনা) পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে। বেশীর চে বেশী তার হাওদায় চোরের হাত লাগার আশংকা থাকবে।"

তিরমিযী (র)-ও এ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন। 'হাসানুন গারীবুন' একক সূত্রে উত্তম; সিমাক (র)-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসের পরিচিতি আমি পাই নি। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, ইয়াযীদ (র) হুযায়ফা (রা)-এর পুত্র আবু উবায়াদা জনৈক ব্যক্তির বরাতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি 'আদী ইবন হাতিম (রা)-কে বললাম, আপনার পক্ষ থেকে একটি হাদীছ আমার নিকট পৌছেছে, তা আমি আপনার কাছে সরাসরি কাছে শুনতে আগ্রহী। তিনি বললেন ঠিক আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (আমাদের এলাকায়) অভিযান সংবাদ পেয়ে তাঁর আগমনে আমি যারপরনাই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লাম। তাই আমি দেশ ত্যাগ করে রোম সীমান্তে উপনীত হলাম। (অন্য এক রিওয়ায়াত মতে– রোম সম্রাটের দরবারে উপনীত হলাম। আদী (রা)-বলেন। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর আগমনের প্রতি বিতৃষ্ণার চাইতে আমার এ পরবর্তী অবস্থান আমার কাছে অধিকতর অসহনীয় হয়ে উঠল। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তো ঐ লোকটার কাছেও যেতে পারতাম। পরে সে মিথ্যাবাদী হলে সে আমার কোন অনিষ্ট করতে পারতনা; আর সত্যবাদী হলে তা আমি উপলব্ধি করতাম। আদী (রা) বলেন, এ ভাবনার পর আমি তার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে পৌঁছলে লোকেরা বলে উঠল আদী ইবন হাতিম ? আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে হাযির হলে তিনি বললেন, ياعدى بن حاتم اسلم نسلم "আদী ইবন হাতিম ইসলাম গ্রহণ করে নাও নিরাপত্তা লাভ করবে।" আদী (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি তো একটা ধর্ম অনুসরণ করে চলছি। তিনি বললেন, انا اعلم بدينك منك "তোমার ধর্মের সম্পর্কে

আমি তোমার চাইতে বেশী অবগত।” আমি বললাম, আমার ধর্ম সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন? তিনি বললেন, হাঁ, তুমি ‘রাক্‌সী’ ধর্মমতের অনুসারী হয়েও তোমার গোত্রের ‘চৌথ’ খেয়ে থাক নয় কি? আমি বললাম, আমি তা অস্বীকার করছি না। তিনি বললেন, نعم الست من الركوسية وانت تأكل مرباع قومك “অথচ তোমার ধর্মে এটা অবৈধ। আমি বললাম হাঁ, তাই।” তাঁর এ বক্তব্যের সামনে আমাকে মাথা নত করে দিতে হল। তখন তিনি বললেন—

اما انى اعلم الذى يمنعك من الاسلام تقول انما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب - اتعرف الحيرة -

শোন, ইসলাম গ্রহণে তোমার জন্য বাধা কি তা আমি ভাল করেই জানি। তোমার ধারণা, দূর্বল শ্রেণীর লোকেরা এ দীনের অনুসারী হয়েছে। যাদের কোন শক্তি সামর্থ্য নেই, ও দিকে গোটা আরব তাদের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। হীরা শহর কোথায় তুমি জান ? আমি বললাম, তা দেখার সুযোগ হয়নি। তবে লোকমুখে তার কথা শুনেছি। তিনি বললেন—

فوالذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الامر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار احد وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز -

“যার অধিকারে আমার জীবন তার কসম! আল্লাহ্ অবশ্যই এ দীনকে এমন পূর্ণতা দিবেন যে, কোন হাওদানাশীনা সুদুর হীরা থেকে সফর করে এসে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে, তাতে কোন লোকের আশ্রয় দানের প্রয়োজন তার হবে না।

আর হুরমুয পুত্র খসরুর ধনাগার অবশ্যই বিজিত হবে। ‘আদী বলেন, আমি বললাম, সম্রাট হুরমুযের পুত্রের ধনাগার ? তিনি বললেন—

نعم - كسرى بن هرمز - وليبذلن المال حتى لا يقبله احد -

হাঁ! হুরমুয পুত্র খসরুর ধনভান্ডারই। আর সম্পদের এত ছড়াছড়ি হবে যে, তা নেওয়ার মত কোন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ‘আদী ইবন হাতিম (রা) বলেন, এই তো আমি দেখছি, হাওয়াদানাশীনা কারো নিরাপত্তা সংগ ছাড়াই হীরা থেকে এসে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে যাচ্ছে। আর খসরুর ভাণ্ডার বিজেতা দলে তো আমি নিজেই শরীক ছিলাম। আর তৃতীয় বিষয়টিও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, কেননা, তা তো আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলে গিয়েছেন।

পরে ইমাম আহমদ (র) আর একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। ইউনুস ইবন মুহাম্মদ (র) আবূ উবায়দা ইবন হুযায়ফা জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণনা করেন– আর হাম্মদ ও হিশাম (র)-এর রিওয়ায়াত জনৈক ব্যক্তি থেকে না বলে সরাসরি মুহাম্মদ ইবন আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি লোকজনের কাছে আদী ইবন হাতিম (রা)-র ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতাম, অথচ তিনি আমার পাশেই থাকতেন, তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করছিলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে একদিন তার কাছে গিয়ে সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা, শোন তবে তারপর পূর্ণ বিবরণটি আমাকে শুনালেন। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আমর আল-আদীব (র)....আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) সূত্রে

বর্ণনা করেন। আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে তাঁকে খাদ্যাভাবের অভিযোগ জানাল। আর এক ব্যক্তি এসে বাহনের অনটনের অভিযোগ জানাল। নবী করীম (সা) বললেন, হে আদী ইব্ন হাতিম। তুমি কখনো হীরা নগরী দেখেছো? আমি বললাম তা আমি দেখি নি, তবে তার কথা আমি শুনেছি তিনি বললেন,

ولئن طالت بك حياة دتفتحن كنوز كسرى بن هرمز-

"তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হলে তুমি দেখতে পাবে। হওদানশীনা নারী হীরা থেকে সফর করে এসে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করে যাচ্ছে;"

মহান মহীয়ান আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় পাওয়ার তার জন্য কোন কারণ নেই। আদী (রা) বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, তা হলে তার গোত্রের বদমাশ গুলো—যারা এ গোটা পথে ছিনতাই রাহাজানীর আগুন জালিয়ে রেখেছে এদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে কী করে? (অথচ নবী করীম (সা) বলে যাচ্ছিলেন) তোমার জীবন দীর্ঘ হলে আমরা খসরু বিন হুরমুযের ধনভাণ্ডার জয় করে আনব। আমি বললাম, সম্রাট খসরু বিন হুরমুয এর? তিনি বললেন (হাঁ)

كسرى بن هرمز - ولئن طالت بك حياة درين الرجل يخرج بملنكفة من ذهب او فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه - وليلقين الله احدكم يوم يلقاه ليس بيه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى الا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى الا جهنم-

হুরমুয পুত্র খসরুই। আর তোমার জীবন দীর্ঘয়ীত হলে তুমি দেখবে কোন মানুষ মুঠোভরা সোনা বা রূপা নিয়ে দান-খয়রাত গ্রহণকারীকে খূজে বেড়াবে কিন্তু তা নেওয়ার মত কাউকে খুঁজে পাবে না। তোমাদের প্রত্যেকে এমন একদিন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে যখন তাঁর ও আল্লাহর মাঝে কোন দো-ভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না, বাম দিকে নজর দিয়েও সে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না।

আদী (রা)- বলেন, এ পর্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে বলতে শুনলাম—

اتقوا النار ولوبشق تمرة فان لم تجدوا شق تمرة فبكلمة طيبة-

"এক টুকরা খুরমা দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। এক টুকরা খুরমা দানের সামর্থ্যও যদি না থাকে তা হলে উত্তম কথা বলে যাঞ্চাকারীকে বিদায় করবে।"

আদী (রা) বলেন, আমি তো দেখেছি হাওদানাশিনী নারী কূফা থেকে সফর করে এসে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে যাচ্ছে, মহান মহীয়ান আল্লাহ ছাড়া কারো ভয়ে সে শংকিত নয়। আর কসরু বিন হুরমুয-এর ধন-ভাণ্ডার বিজেতাদের অন্যতম ছিলাম আমিও। আর কিছু দিন তোমরা বেচে থাকলে আবুল কাসিম (সা)-এর অন্য কথাটির বাস্তবায়নও তোমরা দেখতে পাবে।

বুখারী (র)- মুহাম্মদ ইবনুল হাকাম (র)- উল্লিখিত সনদে হাদীসটি আনুপূর্বিক রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি অন্য একটি সূত্রেও তা রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ ও নাসাঈ (র)-ও রিওয়ায়াত করেছেন। আদী (রা) থেকে এ কাহিনী রিওয়ায়াতকারীদের মাঝে আমির ইব্ন

শুরাহ্বীল (র)-ও রয়েছেন। তাঁর বিবরণও পূর্বানুরূপ। তবে এতটুকু ব্যবধান রয়েছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ভয় এবং বকরী পালে নেকড়ের ভয় ছাড়া আর কোন আশংকা থাকবে না।"

সহীহ্ বুখারীতে শু'বা (র) হতে বর্ণিত হাদীস এবং মুসলিম শরীফে যুহায়র ইব্ন মুআবিয়া (র) (উভয় সনদ)....আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খুরমা দিয়ে হলেও। আর মুসলিম শরীফের ভাষ্য—

من استطاع منكم ان يستتر من النار و لو بشق تمرة فليفعل-

"তোমাদের মধ্যে যার সমর্থ হয় যে, এক টুকরা খুরমা দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারে, সে যেন তা করে।" এটি পূর্ববর্তী বর্ণনার জন্য একটি সমর্থক সূত্র।

হাফিয বায়হাকী (র) আরো বলেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ (র)....কুমায়ল ইব্ন যিয়াদ (র) থেকে, তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, "সুবহানাহাল্লাহ্! হায়, পুণ্য কাজে অনেক মানুষের কতই না অনীহা। বিস্ময়কর সে লোকটি, যার কাছে তার কোন মুসলমান ভাই কোন অভাব নিয়ে এল, অথচ সে নিজেকে কল্যাণের যোগ্যপাত্র বানানো পসন্দ করল না। ছাওয়াবের আশা কিংবা আযাবের ভয়ে তার যদি কিছু করার ইচ্ছা নাও হয়, তবু চারিত্রিক সৌন্দর্য অগ্রগামী হওয়া অন্তত তার জন্য বাঞ্ছনীয়। কারণ, তা সফলতার পথ নির্দেশ করে।" তখন এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হোন! আপনি কি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, এর চাইতে উত্তম কথাও শুনেছি। তায় গোত্রের বন্দীদের নিয়ে আসা হলে রক্তিম বর্ণ, অধরা, ধীর চরণা, সতেজ লম্বা সরু গ্রীবা, তীক্ষ্ণ নাসিকা, সুডৌল দেহবল্লরী ও সুগঠিত মস্তক, মাংসল গোড়ালী, পুরু গোছা, পুষ্ট উরুদ্বয়, হালকা কোমর, ক্ষীণ কটি, মসৃন পিঠ এক তরুণী দাঁড়াল। আলী (রা) বলেন, তাকে দেখে আমি মুগ্ধ অভিভূত হলাম এবং মনে মনে বললাম, গনীমতে প্রাপ্য আমার অংশে তাকে দিয়ে দেয়ার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবেদন জানাব।

কিন্তু সে যখন মুখ খুলে কথা বলল, তখন তার বাগ্মিতা আমাকে তার রূপ সৌন্দর্যের কথা ভুলিয়ে দিল। সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি ভাল মনে করলে আমাদের মুক্ত করে দিতে পারেন এবং আমাদের বন্দীত্বে আরব গোত্রগুলোকে শত্রুর বিপদে আনন্দিত হবার অবকাশ না দিতে পারেন। কেননা, আমি আমাদের গোত্র প্রধানের কন্যা। আমার পিতা আপনজনের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতেন। বিপদগ্রস্তকে বিপদমুক্ত করতেন, ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্ত করতেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন, মানুষকে আহারিত করতে ভালবাসতেন। সালামের প্রসার ঘটাতেন এবং কখনো কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। আমি (দানবীর) হাতিম তায়-এর কন্যা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا دوكان ابوك مسلما لنر حمنا عليه - خلوا عنها فان اباها كان يحب مكارم الا خلاق والله يحب مكارم الاخلاق -

"হে বালিকা, এ সবই প্রকৃত ঈমানদারের গুণ। তোমার পিতা মুসলমান হলে আমরা তাঁর জন্য দয়াদ্র হতাম। একে মুক্ত করে দাও। তার পিতা চারিত্রিক উৎকর্ষকে ভালবাসতেন। আর আল্লাহ্ চারিত্রিক উৎকর্ষ পসন্দ করেন।"

তখন আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও তো চারিত্রিক উৎকর্ষ পসন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة احد الا بحسن الخلق-

"যাঁর হাতে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার কসম! চারিত্রিক মাধুর্য ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।" এ হাদীসের 'মতন' ভাষ্য উত্তম; তবে এর সনদ ও উৎস অতি দুর্লভ।

আমরা ইতোপূর্বে জাহিলিয়্যাত যুগে ওফাতপ্রাপ্ত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে হাতিম তায়-এর জীবন চরিত আলোচনা করে এসেছি। সেখানে মানুষের সাথে তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ অনুকম্পার বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে। তবে কিনা আখিরাতে এ সবের সুফলপ্রাপ্তি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। আর হাতিম ছিলেন সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা জীবনে একবারও এ কথা বলেন নি যে, "আমার প্রতিপালক! শেষ বিচার দিনে আমার অন্যায়-অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিও।"

ওয়াকিদীর ধারণায় নবম হিজরীর রাবীউছ-ছানী মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে তায় গোত্রের এলাকায় অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজের সাথে একদল যুদ্ধ বন্দী নিয়ে এসেছিলেন, যাদের মাঝে আদী ইব্‌ন হাতিম-এর কন্যাও ছিলেন। এ ছাড়া তিনি তাদের প্রতিমা মন্দিরে রক্ষিত দু'টি তরবারিও নিয়ে এসেছিলেন। যার একটির নাম ছিল 'আর রাসূব' (الرسوب -অন্তর্ভেদী) এবং অপরটির নাম ছিল 'আল-মিখ্‌যাম' (المخذم -সু-ধারী)। হারিছ ইব্‌ন আবূ সাম্মারা (মতান্তরে আবূ ইসহাক) তরবারি দু'খানি ঐ প্রতিমার উদ্দেশ্যে মানত করেছিল।

দাওস গোত্র ও তাদের নেতা তুফায়ল ইব্‌ন আম্‌র (রা)-এর ঘটনা

আবূ নুআয়ম (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তুফায়ল ইব্‌ন আম্‌র বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, দাওসীরা অবাধ্য হয়ে ও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে ধ্বংসের পথ ধরেছে। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য বদ দু'আ করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

اللهم اهد دوسا وأت بهم "ইয়া আল্লাহ্ দাওসীদের হিদায়াত নসীব করুন এবং তাদের (ইসলামে) এনে দিন!" বুখারী (র) এ সূত্রে একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী সনদে তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পথিমধ্যে আমি এ পংক্তি আবৃত্তি করলাম—

يا ليلة من طولها وعنائها + على انها من دارة الكفر نجت-

"হায় দুঃখ-কষ্টের বিপদ-সংকুল দীঘল রজনী; তবুও তো কুফ্‌রস্থান থেকে সে রাত আমাকে মুক্তি দিয়েছে!"

পথিমধ্যে আমার একটি গোলাম পালিয়ে গেল। আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে উপনীত হয়ে তাঁর হাতে বায়আত করলাম। তখন সেখানে থাকাকালে দেখতে পেলাম, গোলামটি আসছে! নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, আবূ হুরায়রা! ঐ যে তোমার গোলাম এসে পড়েছে। আমি বললাম, মহান-মহীয়ান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সে মুক্ত! আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র)-এর হাদীস সমষ্টি হতে বুখারী (র) একাকী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

মন্তব্য ঃ বুখারী (র) বর্ণিত হাদীস মতে তুফায়ল ইব্‌ন আম্‌র (রা)-এর এ আগমন ছিল হিজরতের আগে। আর হিজরতের পরে তাঁর আগমনের কথা স্বীকার করে নিলেও তা ছিল মক্কা বিজয়ের আগে (অর্থাৎ নবম হিজরীতে নয়। বরং সপ্তম হিজরীতে)। কেননা, দাওসীদের আগমনকালে আবূ হুরায়রা (রা)-ও তাদের দলভুক্ত ছিলেন।

আর আবূ হুরায়রা (রা)-এর আগমন ঘটেছিল যখন নবী করীম (সা) খায়বার অবরোধ করে রেখেছিলেন। মদীনায় নবী করীম (সা)-কে না পেয়ে আবূ হুরায়রা (রা) খায়বারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং খায়বার বিজিত হওয়ার পরে তাঁর খিদমতে পৌঁছলেন। তাই খায়বারের গনীমত থেকে দাওসীদের অনির্ধারিত হিস্‌সারূপে কিছু 'সম্মানী' দেয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গটি আমরা যথাস্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করে এসেছি।

ইয়ামানবাসী ও আশআরীদের আগমন

বুখারী (র) বলেন, শু'বা (র)....আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেন-

اتاكم اهل اليمن هم ارق افئدة والين قلوبا - الايمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء فى اصحاب الابل والسكينة والوقار فى اهل الغنم-

"ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে, ওরা নরম মন! কোমল প্রাণ; ঈমান তো ইয়ামানের, হিকমত ও প্রজ্ঞাও ইয়ামানের। গর্ব ও অহংকার উটপালের মালিকদের মাঝে; প্রশান্তি ও স্থৈর্য ছাগলপালের মালিকদের মাঝে।" মুসলিম (র) ও শু'বা (র) থেকে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য এক সনদে বুখারী (র) আবূল ইয়ামান (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে, তিনি বলেন, "ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে, দুরু দুরু মন, কোমল প্রাণ; ফিক্‌হ তথা দীনের বুৎপত্তি ইয়ামানবাসীদের, হিকমত ও প্রজ্ঞা ইয়ামানবাসীদের।" অন্য এক সনদে ইসমাঈল (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

الايمان يمان والفتنة هاهنا هاهنا يطلع قون الشيطان-

ঈমান হল ইয়ামানী; আর ফিত্‌না ঐ দিকে; ঐ দিকেই উদিত হয় শয়তানের শিং।" মুসলিম (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন শুআয়ব (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে। অন্য

এক সনদে বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, শু'বা (র)....আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

الايمان هاهنا (داشاربيده الى اليمن) والجفاء وغلظ القلوب فى الفدادين عند اصول اذناب الابل من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر-

"ঈমান এখানে (এ কথা বলার সময়) তিনি ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কর্কশ ভাষা, দুর্ব্যবহার ও হৃদয়ের কাঠিন্য উটপালের পিছনে চিৎকারে অভ্যস্তদের মাঝে যে দিকে শয়তানের দুটি শিং উদিত হয়।"

অর্থাৎ রাবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয়। বুখারী (র) অন্যত্র এবং মুসলিম (র)-ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র)....আবূ মাসঊদ উকবা ইব্ন আম্র (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান ছাওরী (র)....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর রিওয়ায়াত। তিনি বলেন, বনূ তামীমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এলে তিনি বললেন, "তামীমীরা! সুসংবাদ গ্রহণ কর!" তারা বলল—

"সুসংবাদ যখন দিলেনই, তবে আমাদের কিছু দান-দক্ষিণাও করুন না।" তাদের এ বেপরোয়া জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হল। তখন ইয়ামানবাসী একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এলে তিনি তাদের বললেন, "তামীমীরা যখন সুসংবাদ গ্রহণে আগ্রহী হল না, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর!" তারা বলল, আমরা তা গ্রহণ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিরমিযী ও নাসাঈ (র)-ও এ হাদীস উল্লিখিত সনদে ছাওরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

لو قد جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا-

"এসব হাদীসই ইয়ামানী প্রতিনিধি দলের মাহাত্ম্য নির্দেশ করে। তবে এগুলোতে প্রতিনিধিরূপে তাদের আগমনের সময় নির্দেশিকা নেই।" তামীমী প্রতিনিধি দলের আগমনকালে পরবর্তী সময়ে হলেও তাতে আশআরীদের আগমন তার সমকালীন হওয়া অনিবার্য নয়। বরং তাদের আগমন ঘটেছিল আরো আগে।[১]

কেননা, আশআরীদের অন্যতম সদস্য আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সুহবত ও নবী সাহচর্যকাল জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-ও তাঁর সঙ্গীদের সহবত লাভের সমকালীন। যারা প্রথমবার হিজরত করে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) গিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খায়বার বিজয়কালে সেখানে উপনীত হয়েছিলেন। আমরা যথাস্থানে এর বিশদ বিবরণ পেশ করে এসেছি। সে সাথে নবী করীম (সা)-এর.... والله ما ادرى بايهما اسر ابقدوم لجعفور او بفتح خيبر- আল্লাহ্র কসম! আমি বুঝতে পারি না, কোনটি আমার জন্য অধিক আনন্দদায়ক জা'ফরের প্রত্যাগমন কিংবা খায়বার বিজয় উক্তিটি সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

১. অর্থাৎ তামীমীদের প্রত্যাখ্যাত সুসংবাদ ইয়ামানীদের প্রদান করায় উভয় প্রতিনিধি দল সমকালীন হওয়া জরুরী নয়। যেহেতু সুসংবাদ গ্রহণকারী ইয়ামানীরা ঐ সময়ই প্রতিনিধিরূপে এসেছিল এমন প্রমাণ নেই। বরং পূর্বেই তাদের আগমনের প্রমাণ রয়েছে। অতএব, এখানে উল্লিখিত ইয়ামানীরা মদীনায় অবস্থান রত ইয়ামানী কিংবা ঐ সময় সাধারণ সফরে আগত ইয়ামানীরা হতে পারে। —অনুবাদক

বাহরায়ন ও ওমান-এর ঘটনা

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছিলেন, বাহরায়নের মাল এসে পড়লে তোমাকে এই এই এই পরিমাণ দিয়ে দিতাম, 'এই পরিমাণ' তিনি তিনবার বললেন। কিন্তু বাহরায়নের মাল আসার আগেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। আবূ বকর (রা) খলীফা হলে তাঁর কাছে সে মালামাল এল। তিনি এক ঘোষককে এ ঘোষণা দিতে বললেন, "নবী করীম (সা)-এর কাছে যার কোন পাওনা বা ওয়াদা রয়েছে সে যেন আমার কাছে আসে। জাবির (রা) বলেন, আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে জানালাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, "বাহরায়নের মাল এসে পড়লে তোমাকে এত, এত এবং এত পরিমাণ দিয়ে দিতাম। তিনবার বলেছিলেন।" জাবির (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমার কথায় মনোযোগ দিলেন না। তাই পরে আবার আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আমার দাবী জানালাম। কিন্তু তখনও তিনি আমাকে কিছু দিলেন না। তৃতীয়বার আমি তাঁর কাছে যাওয়ার পরেও তিনি আমাকে কিছু দিলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, বারবার আমি আপনার কাছে এলাম, কিন্তু আপনি আমাকে কিছুই দিলেন না। হয় আপনি আমাকে কিছু দিয়ে দিন, না হয় 'বখিলী' করুন। তিনি বললেন, 'তুমি 'বখিলী' ও কিপটেমী করার কথা বললে? 'কিপটিমির চাইতে জঘন্য বদভ্যাস আর কী হতে পারে? তিনি কথাটি তিনবার বললেন। তিনি আরো বললেন, যতবারই আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, আমার সিদ্ধান্ত ছিল তোমাকে দেয়ার।" এক্ষেত্রে বুখারী (র) হাদীসটি অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) ও আম্‌র আন নাকিদ (র)....সুফিয়ান (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তী বর্ণনায় বুখারী (র) বলেছেন, আম্‌র (র)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি,....আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গেলে তিনি (কিছু মুদ্রা দিয়ে) বললেন, এগুলো গুণে ফেল। গুণে দেখলাম পাঁচশ' রয়েছে, তিনি বললেন, 'ওর সাথে আরো দ্বিগুণ নিয়ে যাও!'

বুখারী (র) আলী ইবনুল মাদীনী (র)....জাবির (রা) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অন্যত্র বুখারী (র) এবং মুসলিম (র)-ও একাধিক সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তার অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে– আবূ বকর (রা) তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি আজলা ভরে দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) তুললেন এবং সেগুলো গুণে দেখলেন যে তাতে পাঁচশ' রয়েছে। তখন আবূ বকর (রা) আরো দু'বার তার সমপরিমাণ দিয়ে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ তাকে প্রদত্ত মোট মুদ্রার পরিমাণ ছিল দেড়হাজার দিরহাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে ফারওয়া ইব্‌ন মিস্‌সীক আল-মুরাদীর প্রতিনিধিরূপে আগমন

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, কিনদার সামন্ত রাজাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফারওয়া ইব্‌ন মিস্‌সীক আল-মুরাদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তার গোত্র 'মুরাদ' ও পার্শ্ববর্তী হামাদান গোত্রের মাঝে লড়াই বেঁধেছিল এবং তাতে

হামাদানীরা তার গোত্রকে পরিজিত করে ও তাদের রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। এ যুদ্ধ 'ইয়াওমুর-রাদ্‌ম' নামে পরিচিত। এতে হামাদানীদের সেনাপতি ছিল আল-আজদা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিশামের মতে তার নাম ছিল মালিক ইবনুল হুরায়ম আল-হামাদানী। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ফারওয়া ইব্‌ন মিস্‌সীক ঐ যুদ্ধের স্মরণে কবিতা রচনা করেছিলেন (সারাংশ)।

সুঠামদেহী অশ্বদল টগবগিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে ছুটে এল। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিবার্য। আমরা বিজয়ী হলে সে কোন নতুন ব্যাপার নয়। আর অগত্যা পরাজিত হলে ভীরুতা আমাদের কাবু করেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ও তো নির্ধারিত মৃত্যু, যা কাউকেই খাতির করে না। কালচক্রের আবর্তন এমনি, কখনো এরূপ, কখনো ওরূপ, উথাল-পাথাল করাই তার কাজ। আনন্দের পালা কখনো দীর্ঘ মেয়াদী হয়, আবার তা ওলট-পালট হয়ে আটা-পেষা করে দেয়। আমাদের দুর্যোগে কেউ উল্লসিত হলে একটু পরেই সে কালের কূটচক্র সে টের পেয়ে যাবে। অতীতের রাজ-রাজাড়ার চিরস্থায়ী হলে আমরাও চিরদিন টিকে থাকতাম, অভিজাত লোকেরাই শুধু বেঁচে থাকলে আমরাও অমর হতাম। যা হোক, কালচক্র আমাদের সেরা লোকদের নিঃশেষ করে দিয়েছে, যেমনটি পূর্ববর্তী যুগেও ঘটেছে।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ফারওয়া ইব্‌ন মিস্‌সীক কিন্দার রাজন্যবর্গের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমনের জন্য রওনা করলে এ কবিতা রচনা করলেন—

لما رأيت ملوك كندة اعرضت + كالرجل خان الرجل عرق نسائها

قربت راجلتى اؤم محمدا + ارجوا فواضلها وحسن ثرائها

"কিন্দার রাজাদের মাঝে যখন প্রত্যক্ষ করলাম (অনৈক্য ও ঐক্যে) অনীহা–ব্যধিগ্রস্থের এক পা যেমন অন্য পায়ের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের আচরণ করে; আমি আমার বাহনটি কাছে নিয়ে এলাম– মুহাম্মদ এর কাছে পৌঁছার উদ্দেশ্যে তাঁর অনুগ্রহ ও পুণ্য প্রভার আকর্ষণে।"

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ফারওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপনীত হলে যদ্দূর আমি জানি তিনি তাঁকে বললেন—

يافروة هل ساءك ما اصاب قومك يوم الردم ؟

"ফারওয়া 'আর-রাদম' যুদ্ধে তোমার গোত্রের যে পরিণতি হয়েছিল তা কি তোমার মনঃকষ্টের কারণ হয়েছে?"

ফারওয়া বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমন কোন সচেতন লোক কি আছে, যার গোত্র আমার গোত্রের 'আর রাদম' দিবসের পরিণতির ন্যায় দুর্যোগের সম্মুখীন হলে তার মনঃকষ্ট হয় না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন– اما ان ذلك لم يزد قومك فى الاسلام الا خيرا শোন, ঐ ঘটনা তোমার গোত্রের জন্য ইসলাম গ্রহণ ও পালনের ব্যাপারে কল্যাণই বৃদ্ধি করেছে। পরে তাকে মুরাদ যাবীদ ও মুযহিজ গোত্রসমূহের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করলেন এবং তাঁর সাথে খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল আস (রা)-কে সাদাকার তহসীলদাররূপে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত খালিদ (রা) ফারওয়াহ (রা)-এর সাথে ঐ এলাকায় অবস্থান রত ছিলেন।

যাবীদ-এর কাফেলার সাথে আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাব-এর আগমন

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের খবর ছড়িয়ে পড়লে আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাব কায়স ইব্‌ন মাকশূহ আল-মুরাদীকে বললেন, হে কায়স! তুমি তো তোমার গোত্রের সরদার। আমরা সবাই এ কথা শুনেছি যে, হিজাযে কুরায়শ বংশীয় মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর নবী হওয়ার কথা আলোচিত হচ্ছে। চলো না, কাছে গিয়ে তাঁকে দেখে শুনে আসি। যদি লোকটি সত্যি নবীই হয়ে থাকেন, তবে তা আমাদের কাছে গোপন থাকবে না। আমরা তাঁর সাক্ষাতে তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করে আসব। অন্যথায় আমরা ব্যাপারটি বুঝে ফেলব। কিন্তু কায়স তাতে স্বীকৃত হল না এবং তার প্রস্তাবকে বোকামী ঠাউরিয়ে উপহাস করল। আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) সফর করে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপনীত হলেন এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর নবুওয়তের স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। কায়স ইব্‌ন মাকশূহ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তার বিরুদ্ধাচরণ ও তার মতামতকে অবজ্ঞা করার কথা উল্লেখ করে সে আম্‌রকে হুমকি দিল। আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) সে হুমকির জবাব দিলেন এ কবিতায় (সারকথা)।

সানআ দিবসে তোমাকে একটা ভাল কাজের পরামর্শ দিয়েছিলাম, আল্লাহ্‌র ভয় ও ন্যায়-সঙ্গত কাজে প্রস্তুতির। গাধার আত্মগরিমা আশার গুড় দেখাল। পিঠে সিংহবাহি অশ্ব আমাকে আশান্বিত করল। বর্ম যেন স্ফটিক স্বচ্ছ পানির বিশাল হ্রদ। বল্লম ফিরিয়ে দেয় নিমিষে। লক্ষচ্যুত করে তার ফলা। এসো না একদিন। কেশরধারী সিংহের সাক্ষাত পেয়ে যাবে; সাক্ষাত পাবে বন রাজের প্রশস্ত থাবা বিস্তীর্ণ কাঁধের কেউ আসে যদি যুঝে দেখতে, তাকে উপরে উঠিয়ে আঁছড়ে মারে, মগজ বের করে দেয়, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাকে ছাড়ে, তারপর যেন ক্ষুধার তাড়নায় তাকে গিলে ফেলে প্রায়। মুশরিক দুরাচার! সামলে থাক, বাড়াবাড়ি করো না।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) স্বগোত্র বনূ যাবীদেই অবস্থান করলেন। গোত্রের শাসন কর্তৃত্বে নিয়োজিত ছিলেন ফারওয়া ইব্‌ন মিস্‌সীক (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পরে আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাবও ধর্মত্যাগীদের দলভুক্ত হল এব ং ফারওয়া ইব্‌ন মিস্‌সীক (রা)-কে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখল-

"ফারওয়ার রাজত্ব; আর বলো না, এমন নিকৃষ্ট আর দেখি নি; গাধার নাকে দড়ি গেঁথে দেয়া হয়েছে; আবূ উমায়রকে যদি কখনো দেখ, তাহলে দেখবে পিশাচেপনা ও গাদ্দারীর এক বিদঘুটে প্রতিচ্ছবি।"

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ পরে আবার মাদীকারাব ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উত্তমভাবে ইসলামী জীবন যাপন করেন। আবূ বকর ও উমর (রা)-এর যুগে বিভিন্ন বিজয় অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য বাহাদুর এবং বীরত্বে খ্যাতি সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যের অধিকারী একজন কবি। 'নাহাওয়ান্দ' অভিযানে অংশ গ্রহণের পরে ২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে কাদিসিয়ার যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করে লাভ করেন। আবূ আম্‌র ইব্‌ন আবদুল বার্‌র (র) বলেন, তাঁর প্রতিনিধিরূপে আগমনের সময় ছিল নবম হিজরীতে। ইব্‌ন ইসহাক ও ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে দশম হিজরীতে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর উক্তিতে দ্বিতীয় মতের প্রতি সমর্থন লক্ষণীয়। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

ইউনুস (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কারো কারো মতে আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাব নবী করীম (সা)-এর কাছে আসেন নি এবং এ বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি কবিতায় বলেছিলেন—

"নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান স্থাপনে আমার মন প্রাণ সুদৃঢ়, যদিও চাক্ষুষভাবে আমি নবীকে দেখিনি। সারা বিশ্বের নেতা, মর্যাদায় আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌র কাছে থেকে 'নামূস' ও ওহী নিয়ে এলেন, তাতে 'আল আমীন' ছিলেন ইলাহী মদদপ্রাপ্ত। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারা; আলোকবর্তিকা, সে আলো আমাদের অন্ধত্ব ঘুচিয়ে পথ দেখাল। নতুন পথের আমরা যাত্রী হয়েছিলাম ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়। অবশেষে প্রকৃত মাবূদের ইবাদতে নিরত হলাম। অথচ ইতোপূর্বে আমরা অজ্ঞতার শিকার হয়ে মূর্তি পূজায় লিপ্ত থাকতাম। তিনি আমাদের মাঝে সৌহার্দবোধ জন্মালেন। আমরা ভাই ভাই হয়ে গেলাম। আমরা যে দেশেই থাকি না কেন, তাঁর জন্য হোক শান্তি ও প্রশান্তি। নবী করীম (সা)-কে দেখার সৌভাগ্য হয়নি যদিও, ঈমানের সাথে তাঁর অনুগামী হয়েছি তবুও।

কিনদার প্রতিনিধি দল নিয়ে আশআছ ইব্‌ন কায়স-এর আগমন

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, কিন্‌দা প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে আল আশআছ ইব্‌ন কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে এসেছিলেন। যুহরী (র) আমাকে এ বিবরণ শুনিয়েছেন যে, কিনদার আশিজন আরোহীসহ তিনি এসেছিলেন। তারা এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁরা সুন্দর করে তাঁদের মাথা আঁচড়ে রেখেছিলেন এবং চওড়া রেশমী পাড় বসানো 'হিবারা' জুব্বায় আচ্ছাদিত ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে এলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করো নি? তাঁরা বললেন, অবশ্যই! তিনি বললেন, তবে তোমাদের গায়ে এ রেশমী জুব্বা কেন? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা তখনই সে কাপড় ছিঁড়ে ফেঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর আশআছ ইব্‌ন কায়স নবী করীম (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমরা 'মুরার' খেকোর বংশধর। আপনিও 'মুরার' খেকোর সন্তান।[১] রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মৃদু হেসে বললেন, এ বংশ সূত্র দিয়ে তারা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ও রাবীআ ইবনুল হারিছ-এর সাথে বংশীয় নৈকট্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে চায়। কারণ, ওঁরা দুজন ব্যবসা করতেন এবং বাণিজ্য উপলক্ষে সারা আরবে ঘুরে বেড়াতেন। একবার তাঁরা জিজ্ঞাসিত হলেন। তোমরা কোন বংশেরর লোক? তাঁরা জবাব দিলেন আমরা 'মুরার' খেকোর বংশধর। এ কথা বলে তারা কিনদার সাথে বংশ সূত্র সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন, যাতে ঐ সব দেশে মান-মর্যাদা পাওয়া যায়। কেননা, কিনদা ছিল রাজ বংশ। এতে কিনদীদের বিশ্বাস জন্মাল যে, কুরায়শীরা তাদের সমগোত্রীয়। আব্বাস ও রাবীআ (রা)-এর উক্তিটি ছিল এর যুক্তি। 'মুরার খেকো' হল কিনদীদের পূর্বপুরুষ হারিছ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন মুআবিয়া ইবনুল হারিছ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন ছাওর ইব্‌ন মারতা ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন কিনদী (মতান্তরে কিনদা)। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বললেন—

---

১. মরুভূমির এক প্রকার গাছ। একটু কষায় মরুচারীরা চিবিয়ে খায়। বেশী পরিমাণ খেলে মুখের ছাল উঠে যায়। —অনুবাদক

لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا منا و لا ننتفى من ابينا۔

"তা নয় (বরং) আমরা তো নায্র ইব্ন কিনানা-এর বংশধর; (বংশ সূত্র ভেজাল করে) আমরা আমাদের মাতৃকূলের প্রতি কলংক লেপন করব না। পিতৃকূলকেও অস্বীকার করব না।" তখন আশআছ ইব্ন কায়স তার সঙ্গীদের বললেন—

"আল্লাহ্র কসম! হে কিনদাবাসীরা! এরপর ঐ কথা কাউকে বলতে শুনলে আমি তাকে আশি ঘা চাবুক লাগাব।" অন্য একটি সূত্রে এ বিবরণ অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, বাহ্য (র) ও আফ্ফান (র)....আশআছ ইব্ন কায়স (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিনদী প্রতিনিধি দলের সাথে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হলাম। আফ্ফানের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে– "তাদের মাঝে আমি শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হচ্ছিলাম না।" আশআছ বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো পরস্পর জ্ঞাতি ভাই? আপনারা আমাদের গোত্রের (অর্থাৎ আমাদের গোত্র অভিন্ন)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমরা তো নায্র ইব্ন কিনানা-এর বংশধর। আমরা মাতৃকুলের প্রতি কংলক লেপন করবে না, পিতৃ সম্বন্ধে অনীহা দেখাব না।" তখন আশআছ (রা) বললেন, তবে আল্লাহ্র কসম! কোন কুরায়শীকে নায্র ইব্ন কিনানার বংশীয় হওয়ার ব্যাপারে যে কাউকে আমি অপবাদ দিতে শুনব, তাকে অবশ্যই (অপবাদের শরীআতী সাজা) 'হদ্দ'রূপে চাবুক লাগাব।"

ইব্ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা প্রমুখ সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত সুরায়জ ইবনুন নু'মান (র)....আশআছ ইব্ন কায়স (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিনদী প্রতিনিধি দলের সাথে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এলে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার কোন সন্তান আছে কি? আমি বললাম, আপনার এখানে আসার জন্য রওনা করার মুহূর্তে 'বিন্তু জামাদ'-এর ঘরে আমার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে; আমার মনের বাসনা তার স্থলে যদি কওমের জন্য পরিতৃপ্তিকর কিছু হত! নবী করীম (সা) বললেন—

لا تقولن ذالك فان فيهم قوة عين واجرا اذا قبضوا ثم ولئن قلت ذاك انهم لمجبنة مجزنة۔

– "ও রকম করে বলো না। কেননা, ওরা চোখের শীতলতা নয়ন মনি; আর মরে গেলে তাতে রয়েছে 'বিনিময়'। তা ছাড়া তুমি যাই বলো না কেন, ওরা ভীরুতার হেতু, দুশ্চিন্তার কারণ, ওরা নিশ্চয় ভীরুতা আনে, দুশ্চিন্তার জন্মায়।" আহমদ (র) একাকী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। সনদের বিচারে হাদীসখানি জায়্যিদ অতি উত্তম।

নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আশা ইব্ন মাযিন-এর আগমন

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ (র) বলেন, আব্বাস ইব্ন আবদুল আজীম আল আম্বারী (র).... নাদলা ইব্ন তুরায়ফ ইব্ন নাহসাল আল-হিরমাযী (র) থেকে বর্ণনা করেন, এ মর্মে যে, আল আশা নামে পরিচিত তাদের গোত্রের একজন লোক যার প্রকৃত নাম ছিল আবদুল্লাহ্ আল আওয়ার এবং তার স্ত্রীর নাম ছিল মুআযা। একবার আশা পরিবার-পরিজনের খাদ্য সংগ্রহের

জন্য হজর এলাকার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর স্ত্রী-স্বামীর অবাধ্যতায় ঘর ছেড়ে পালাল এবং ঐ গোত্রেরই মুতাররাফ ইব্‌ন নাহশানের কাছে আশ্রয় নিল। মুতাররাফ তাকে অন্দরে আশ্রয় দিল। আশা ফিরে এসে স্ত্রীকে ঘরে পেলেন না। তাঁকে বলা হল, তাঁর স্ত্রী ঘর ছেড়ে মুতাররিফ-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এ কথা জানতে পেরে তিনি মুতাররিদের কাছে গিয়ে বললেন, চাচাত ভাই! আমার বউ মুআযা কি তোমার এখানে আছে? থাকলে আমার সাথে তাকে দিয়ে দাও। মুতাররিদ বলল, না আমার এখানে নেই। আর থাকলেও তোমার হাতে তুলে দিতাম না। মুতাররিদ আশার চেয়ে উঁচু স্তরের নেতা ছিল। আশা গোত্র থেকে বের হয়ে এসে নবী করীম (সা)-এর শরণ প্রার্থী হয়ে কবিতায় বললেন—

"ওহে মানব সরদার, ওহে আরবের শ্রেষ্ঠ বিচারক! আপনার সকাশে এক মুখরা রমণীর নামে অভিযোগ! সে যেন দলের মাঝে (নরবাঘের) অবাধ্যা। এ শক্ত দেহী বাঘিনী; তারই জন্য খাদ্য অন্বেষণে গত রজব মাসে আমি বেরিয়েছিলাম।

আমার অনুপস্থিতির সুযোগে সে বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার পথ ধরল। দাম্পত্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সে লেজগুটিয়ে ছুট দিল। আমাকে নিক্ষেপ করে গেল অন্তহীন সমস্যা ও সংকটের মাঝে; ঐ জাতটি এমনই মন্দ এবং অকল্যাণের প্রতিযোগিতায় অজেয় এবং ওরা সর্বদা বিজয়ীদের পক্ষপুটে থাকে। নবী করীম (সা)-ও তার শেষ উক্তিটির স্বীকৃতি দিয়ে বললেন, وهن شر غالب لمن غلب প্রতিযোগীতায় ওরা নিকৃষ্ট বিজয়ী তবে সর্বদাই ওরা বিজয়ীদেরই হয়ে থাকে। আশা নবী করীম (সা)-এর কাছে তার স্ত্রীর পলায়ন বৃত্তান্ত পেশ করলেন এবং সে যে তাঁর স্বগোত্রীয় মুতার্‌রিদের অন্দরে রয়েছে সে কথা জানিয়ে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুতাররিদের কাছে আশার জন্য সুপারিশ করে চিঠি লিখলেন— انظر امرأة هذا معاذة فارفعها اليه "এ লোকের স্ত্রী মুআযকে খুঁজে বের করে তাকে তার হাতে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করবে। নবী করীম (সা)-এর চিঠি তার কাছে পৌঁছল। তা তাকে পড়ে শোনান হলে সে মেয়ে লোকটিকে বলল, মুআযা এ হল তোমার ব্যাপারে খোদ নবী করীম (সা)-এর চিঠি। এখন আমি তোমাকে তার কাছে প্রত্যার্পণ করছি। মুআয বলল, আমার পক্ষে তার কাছ থেকে ওয়াদা অঙ্গীকার নাও এবং তাঁর নবীর যিম্মা নাও যে সে আমাকে আমার অপরাধের শাস্তি দেবে না। সেরূপ অঙ্গীকার নিয়ে মুতাররিদ মুআযাকে আশার হাতে প্রত্যার্পণ করলে আশা এ কবিতা রচনা করলেন—

"মু'আযার প্রতি আমার অনুরাগ এমন নয় যে, চোগলখোরদের ফুসলানো তাতে ভাঙ্গন ধরাবে কিংবা কালের প্রলম্বিত হওয়ায় তাতে ভাটা পড়বে এবং আমার অনুপস্থিতিতে 'মন্দ' পুরুষেরা তাকে কান মন্ত্র দিয়ে যে ফুসলিয়েছিল, তার সে কুকর্মের জন্যেও নয়।"

গোত্রীয় লোকজনসহ সুরাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আয্‌দীর আগমন, জারাশ প্রতিনিধি দলের আগমন

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আয্‌দ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সুরাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আয্‌দী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং মুসলমান হয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন যাপন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তাঁর গোত্রের মুসলমানদের আমীর মনোনীত করেছিলেন এবং মুসলমানদের সাথে নিয়ে চারপাশের ইয়ামানী মুশরিক

গোত্রগুলোর সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন। সুরাদ (রা) ফিরে গিয়ে 'জারাশ' দূর্গ অবরোধ করলেন। সেখানে ইয়ামানের কয়েকটি গোত্র আশ্রয় নিয়েছিল। খাছ আমীরা সুরাদ (রা)-এর অভিযান সম্পর্কে শুনতে পেয়ে আগে-ভাগে ইয়ামানীদের সতর্ক করে দিয়েছিল। প্রায় একমাস কাল তিনি তাদের অবরোধ করে রইলেন। তারা দুর্গের অভ্যন্তরে আত্মরক্ষা করল। সুরাদ (রা) অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যেতে লাগলেন। তাঁর বাহিনী 'শাকার' পর্বতের কাছে পৌঁছলে প্রতিপক্ষ ধারণা করল যে, সুরাদ (রা) ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে তারা তাঁকে ধাওয়া করলে তিনি পিছন ফিরে রুখে দাঁড়ালেন এবং তাদের পাইকারী হারে হত্যা করলেন। ওদিকে 'জারাশ' বাসীরা তাদের দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মদীনায় পাঠিয়েছিল। একদিন আসরের পরে ঐ লোক দু'জন নবী করীম (সা)-এর কাছে থাকাকালে তিনি বললেন, -بای بلاد الله شكر আল্লাহ্র কোন দেশে 'শাকার' রয়েছে? 'জারাশী' লোক দু'জন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের দেশে 'কাশার' নামে একটি পাহাড় আছে। জারাশীদের কাছে পাহাড়টি এ নামেই পরিচিত ছিল। নবী করীম (সা) বললেন, اما انه ليس بكشر ولكنه شكر- না; ওটি কাশার নয়, বরং ওটির নাম শাকার। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেটির হাল অবস্থা কি? তিনি বললেন, ان بدن الله لتنحر و عنده الان "সেখানে এখন আল্লাহ্র পশুগুলোকে যবাই/কুরবানী করা হচ্ছে।" বর্ণনাকারী বলেন, লোক দুটি উঠে গিয়ে আবূ বকর (রা) কিংবা উছমান (রা)-এর কাছে বসলে তিনি তাদের বললেন, কী সর্বনাশ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো এখন তোমাদের দু'জনকে তোমাদের গোত্রেরগণ মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিলেন। যাও, তাঁর কাছে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার দরখাস্ত কর, যেন তিনি তোমাদের কওমের বিপদ তুলে নেন। তাঁরা দু'জন উঠে গিয়ে তাঁর কাছে অনুরূপ আবেদন জানালে তিনি বললেন, اللهم ارفع عنهم "ইয়া আল্লাহ্! তাদের বিপদ তুলে নিন! তারা স্বগোত্রে ফিরে দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ প্রদানের দিনেই তাদের কওম দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল। পরে বেঁচে থাকা জারাশবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকাশে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামী জীবন যাপন করেছিল। তাদেরকে তাদের জনপদের আশপাশে পশুচারণের খাসভূমি দেয়া হয়েছিল।

হিময়ারী রাজাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন

ওয়াকিদী বলেন, এ আগমন হয়েছিল নবম হিজরীর রমযান মাসে। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাবূক থেকে প্রত্যাগমনকালে তাঁর কাছে হিময়ারী রাজন্যবর্গের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌঁছল। এ রাজন্যবর্গের মাঝে ছিল আল হারিছ ইব্ন আব্দ কুলাল, নুআয়ম ইব্ন আবদ কুলাল। যূ-রাঈন, মাআফির ও হামাদানের নেতা আন নু'মান। হিময়ারী রাজা যুরআ যূ-য়াযান মালিক ইব্ন মুর্রা আর রাহাবীকে তার ঐ গোত্রকুলের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সংবাদ এবং শিরক ও অংশীবাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ত্যাগের খবর দিয়ে পাঠাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের চিঠির জবাবে লিখলেন—

من محمد رسول الله النبى الى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان
قيل ذى رعين ومعافر وهمدان اما بعد ذالكم – فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الا هو

فانه قد وقع نبأ رسولكم منقلبنا من ارض الروم فلقينا بالمدينة فبلغ ما ارسلتم به وخبر نا ما قبلكم وانبأنا باسلامكم وقتلكم المشركين وان الله قد هداكم بهداه ان اصلحتم واطعتم الله ورسوله واقمتم الصلاة واتيتم الزكاة واعطيتم من المغانم خمس الله وسهم النبى وصفيه وما كتب على المؤمنين فى الصدقة من العقارعشر ما سقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى الغرب ذصف العشر وان فى الابل فى الاربعين ابنة لبون وفى ثلاثين من الابل ابن لبون ذكر وفى كل خمس من الابل شاة وفى كل عشر من الابل شاتان وفى كل اربعين من البقر بقرة وفى كل ثلاثين تبيع جذع او جذعة وفى كل اربعين من الغنم سائمة وحدهما شاة وانها فريضة الله التى فرض على المؤمنين فى الصدقة فمن زاد خيرا فهو خيرله ومن ادى ذالك واشهد على اسلامه ظاهر المؤمنين على تالمشركين فانه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وانه من اسلم من يهوذى او نصرانى فانه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهود يته او نصرا نيته فانه لايرد عنها وعليه اجزية على كل حالم ذكراو انثى او عبد دينار واف من قيمة المعافرى ارعرضه ثيابا فمن ادى ذالك الى رسول الله فان له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فانه عدولله ولرسوله-

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্র রাসূল ও নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে আল হারিছ ইব্ন আবদ কুলাল ও নুআয়ম ইব্ন আবদ কুলাল এবং যূ রাঈন, মাআফির ও হামাদানের নেতা আন নু'মান-এর প্রতি– তারপর আমি তোমাদের কাছে সে আল্লাহ্র হাম্দ বয়ান করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। রোমানদের দেশ (তাবূক) থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তোমাদের দূতের আগমন সংবাদ আমি পেয়েছি। দূত মদীনায় আমার সাথে সাক্ষাত করে তোমাদের সংবাদাদি এবং ওদিককার খবরাখবর অবগত করেছে। তোমাদের ইসলাম গ্রহণ, মুশরিকদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথাও সে আমাদের জানিয়েছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন।

এখন তোমরা যদি কল্যাণ ও শৃঙ্খলার পথ অনুসরণ করে চলতে থাক এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পালনে সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর। গনীমতে আল্লাহ্র হক ও নবী করীম (সা) এবং তাঁর মনোনীত লোকদের হিস্সা এক পঞ্চমাংশ যথারীতি আদায় কর, যমীনের যাকাতরূপে আল্লাহ্ মু'মিনদের যিম্মায় যা নির্ধারিত করেছেন তা আদায় করতে থাক ঝর্ণার পানি ও বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ (উশর)

আর বালতি দিয়ে সেচের পানিতে উৎপন্ন ফসলের বিশভাগের এক ভাগ এবং পশুর যাকাতের নির্ধারিত অংশ চল্লিশটি উটে একটি 'বিনতুল লাবূন' (তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন মাদী উট) যাকাত দিতে হবে। অনুরূপ ত্রিশটি উটে একটি 'ইবন লাবূন' (তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে এমন বয়সের নর উট), প্রতি পাঁচ উটে একটি ছাগল এবং দশ উটে দুটি ছাগল; চল্লিশটি গরুতে একটি পর্ণ বয়স্ক গরু/গাভী (তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে এমন) আর ত্রিশটি গরুতে একটি 'তাবী'

(এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে) বাছুর-বাছুরী; শুধু চল্লিশটি 'সাইমা'[১] ছাগল হলে একটি ছাগল।

উল্লিখিত পরিমাণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মু'মিনদের উপরে নির্ধারিত 'ফরয' যাকাতের পরিমাণ। কেউ ভাল কাজ আরো বাড়িয়ে করলে তা তার জন্য উত্তম হবে। আর যে অন্তত উল্লিখিত পরিমাণ আদায় করবে এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের সাহায্য-সহায়তা করবে, সে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অন্যান্য ঈমানদারদের ন্যায় কর্তব্য-অধিকার ও বিধি-নিষেধ তার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তার জন্য আল্লাহ্ ও তার রাসূলের যিম্মা সাব্যস্ত হবে। আর ইয়াহূদী-খৃস্টানদের কেউ মুসলমান হলে সেও মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য অন্যান্য ঈমানদারদের মত অধিকার দায়িত্ব বর্তাবে। কিন্তু যারা তাদের ইয়াহূদী-খৃস্ট ধর্মে অনড় হয়ে থাকবে, তাদের ধর্ম থেকে তাদের বিচ্যুত করা হবে না।

উপরন্তু তাদের প্রত্যেক 'বয়স্ক' পুরুষ, নারী (স্বাধীন ও) দাস নির্বিশেষে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত জিযিয়া দিতে হবে; কিংবা সমমূল্যের 'মুআফিরী' বস্ত্র বা সমপরিমাণ অন্যান্য কাপড়। যারা এ পরিমাণ জিযিয়া আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতে সমর্পণ করবে, তাদের জন্যও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা সাব্যস্ত হবে, আর যারা এতে অস্বীকৃত হবে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন।...."

তারপর আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ যুরআ যূয়াযান এ মর্মে চিঠি পাঠালেন যে,

فاوصيكم بهم خيرا- معاذبن جبل وعبد الله زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة واصحابهم وان اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم وابلغوهارسلي وان اميرهم معاذبن جبل فلا ينقلبن الا راضيا - اما بعد فان محمدا يشهد ان لااله الا الله وانه عبده ورسوله ثم ان مالك بن مرة الرهاوى قد حدثنى انك اسلمت من اول حمير وقتلت المشركين فابشره بخير وامرك بحمير خيرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فان رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لاهل بيته واما هى الزكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وان مالكا قد بلغ الخبر ولغظ الغيب فامركم به خيرا وانى قد ارسلت اليكم من صالحى اهلى واولى دينهم واولى علمهم فأمركم بهم خيرا فانهم منظوراليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

"আমার দূতগণ তোমার কাছে পৌছলে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের আমি নির্দেশ দিচ্ছি; দূতগণ হলেন মুআয ইব্‌ন জাবাল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ, মালিক ইব্‌ন উবাদা, উকবা ইব্‌ন নমির, মালিক ইব্‌ন মুর্‌রা (রা)-ও তাদের সহযোগীবৃন্দ। তোমাদের যাকাত-সাদাকাগুলো এবং তোমাদের প্রতিপক্ষের জিযিয়া সমুদয় সংগ্রহ করে তা আমার দূতদের হাতে সমর্পণ করবে দূত দলের প্রধান হল মুআয ইব্‌ন জাবাল। সে যেন সন্তুষ্ট চিত্তে আমার কাছে ফিরে

---

১ সাইমা (سائمة) বছরের অধিকাংশ সময় বাঁধন মুক্ত খোলা মাঠে চরে বেড়ানো পশু উট, গরু, ছাগল [illegible] পরিভাষায়) —অনুবাদক

আসে!....তারপর মুহাম্মদ সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনও ইলাহ্ নেই এবং সে (নিজে) তাঁর বান্দা ও রাসূল। দূত মালিক ইব্‌ন মুর্‌রা আর রাহাবী আমাকে বলেছে যে, তুমিই হিময়ারীদের মাঝে সবার আগে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী; তুমি মুশরিকদের সাথে লড়াই করে যাচ্ছ; কল্যাণের সুসংবাদ নাও; হিময়ারীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ তোমাকে দিচ্ছি; বিশ্বাস ভঙ্গ কর না, পরস্পর সহযোগিতা বর্জন করো না। আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের ধনী-গরীব সকলের অভিভাবক।

সাদাকা মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য বৈধ নয়। তা হল 'যাকাত' যা দিয়ে মুসলমান অভাবগ্রস্তদের ও পথচারীদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। দূত মালিক সংবাদ পৌঁছে দিয়ে এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করে তাঁর দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে; তাই তাঁর সাথে সৌজন্যমূলক আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাদের কাছে আমার সুযোগ্য স্বজনদের পাঠাচ্ছি, যারা ধার্মিকতা ও বিদ্যাবত্তায় সেরা। তাঁদের প্রতি সৌজন্য-সৌহার্দের উপদেশ দিচ্ছি। তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। ওয়াস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।"

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হাসান (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, যূ য়াযানের দূত মালিক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক জোড়া বস্ত্র হাদিয়া দিয়েছিলেন, যা তেত্রিশটি বড় উট ও তেত্রিশটি বড় উটনীর বিনিময়ে খরিদ করা হয়েছিল। আবূ দাঊদ (র)-ও হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। আম্‌র ইব্‌ন আওন আল ওয়াসিতী (র)....আনাস (রা) সূত্রে।

হাফিজ বায়হাকী (র) এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন....আম্‌র ইব্‌ন হায্‌ম (রা)-এর চিঠির বিবরণ আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ (র)....ইসহাক (র)....আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হায্‌ম (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বকর (রা) বলেন, এ হল আমাদের কাছে সংরক্ষিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিঠি যা তিনি আম্‌র ইব্‌ন হায্‌ম (আমার দাদা) (রা)-কে ইয়ামান পাঠাবার সময় তাকে লিখে দিয়েছিলেন। তাকে ইয়ামানবাসীদের কিতাব ও সুন্নাহ্‌র তা'লীম দেওয়া এবং তাদের যাকাত উসুল করার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল। নবী করীম (সা) তাঁকে একটি ফরমান ও অঙ্গীকারপত্র লিখে দিলেন এবং যথাযথ নির্দেশ দিলেন। তিনি লিখলেন—

هذا كتاب من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عهدا من رسول الله لعمروبن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله فى لمره كله فان الله مع الذين اتقوه والذين هم محسنولن وامره انه يا خذ بالحق كما لمره الله ولن يبشرا الناس بالخيرو يأمرهم به ويعلم الناس القران بغققهم فى الدين - ولن ينهى الناس فلايمس القرلن الا وهو طاهر ولن يخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم يلين لهم فى الحق ويشتد عليهم فى الظلم فان الله حرم الظلم ونهى عنه فقال الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ولن يبشر الناس بالجنة وتعلها وينذر الناس النار وعملها ويستألف الناس حتى يتفقهوا فى الدين ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما امره الله به والحج الاكبر الحج والحج

الاصغر العمرة – وان ينهى الناس ان يصلى الرجل فى ثوب واحد صغير الا ان يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه وينهى ان يحتبى الرجل فى الثوب واحد ويقضى بفرجه الى السماء ولا ينقض شعر رأسه اذاعغى فى قفاه وينهى الناس ان كان بينهم هيج ان يدعو الى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم الى الله وحده لاشريك له فمن لم يدع الى الله ودعا الى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم الى الله وحده لا شريك له ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وايديهم الى المرافق وارجلهم الى الكعبين وان يمسحوا رؤوسهم كما امرهم الله عزوجل وامروا بالصلاة لوقتها وانما م الركوع والسجود وان يغلس بالصبح وان يهجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة العصر والشمس فى الارض مبدرة والمغرب حين يقبل اليل لا تؤخر حتى قبدوا النجوم فى السماء والعشاء اول الليل - وامره أن يأخذ من المغانم خمس الله - ما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سقى المغل وفيما سقت السماء العشروما سقى الغرب فنصف العشر وفى كل عشر من الابل شاتان وفى عشرين اربع شياه وفى اربعين من البقر بقرة وفى كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة جذع او جذعة وفى كل اربعين من الغنم سائمة وحدها شاة فانها فريضة الله التى افترض على المؤمنين فمن زاد فهو خيرله - ومن اسلم من يهودى او نصرانى اسلاما خالصا من نفسه فدان دين الاسلام فانه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهود ديته ونصرانيته فانه يغير عنها وعلى كل حالم ذكر وانثى حر او عبدا دينار واف او عرضه من الثياب فمن ادى ذالك فان له ذمة الله ورسوله ومن منع ذالك فانه عدود الله ورسوله والمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চিঠি। হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা করে চল; এ হচ্ছে আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে আম্র ইব্ন হায্ম (রা)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় তাকে প্রদত্ত ফরমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র যাবতীয় আদেশ নির্দেশে তাঁকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিলেন।

কেননা, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে চলে এবং যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকেন।" তিনি তাঁকে আল্লাহ্র আদেশ অনুসারে যথাযথভাবে হক ও ন্যায়কে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং মানুষকে কল্যাণের সুসংবাদ ও তার আদেশ দিতে বললেন। মানুষকে কুরআন শেখাতে এবং দীনের বুৎপত্তি অর্জনের নির্দেশ দিলেন। পবিত্র না হয়ে কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ করতে বললেন। লোকদের যা যা অধিকার ও যা যা কর্তব্য তা তাদের জানিয়ে দিতে বললেন। ন্যায়ের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কোমল আচরণ ও জুলুমের ক্ষেত্রে কঠোর হওয়ার উপদেশ দিলেন। কেননা, আল্লাহ্ যাবতীয় জুলুম-অনাচার হারাম করে দিয়েছেন এবং তা নিষিদ্ধ করেছেন।" তিনি ইরশাদ করেছেন–

الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله-

জেনে রাখ! আল্লাহ্র লা'নত জালিমদের উপরে। যারা আল্লাহ্র পথ থেকে (লোকদের) বিরত রাখে। তিনি তাঁকে লোকদের জান্নাত এবং তার উপযোগী আমলের সুসংবাদ দেয়ার ও লোকদের জাহান্নাম এবং জাহান্নামগামী আমলের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে বললেন। লোকদের সাথে সৌহার্দ সহৃদয়তার আচরণ করতে বললেন, যাতে তারা দীনের বুৎপত্তি অর্জনের অবকাশ পায়। লোকদের শেখাতে বললেন, হজ্জ ও হজ্জের ফরযসমূহ, তার সুন্নাহ্ সম্মত পদ্ধতি ও তার নিদর্শনাবলী এবং সে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট করণীয়। 'আল হাজ্জুল' আকবার। বড় হজ্জ হল প্রচলিত হজ্জই, আর ছোট হজ্জ হল, উমরা। কোন মুসল্লীর জন্য (ছতর আবৃত হয় না এমন) ছোট এক কাপড়ে সালাত আদায় করা নিষেধ করতে বললেন, তবে কাপড় বড় হলে তা কাঁধের দু'দিক থেকে উল্টো করে জড়িয়ে নেয়া চলবে; এক খণ্ড কাপড় (সেলাইবিহীন) হাঁটুতে জড়িয়ে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হতে পারে এমন ইহতিবা[১] আসন নিষেধ করতে বললেন।

অনুরূপ চুল ছড়িয়ে পড়ে ঘাড় ঢেকে দিলে তা খোলা রাখা নিষেধ করতে হবে। আরো নিষেধ করতে বললেন, কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিলে জাহিলী যুগের পন্থায় গোত্রীয় দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক কোন্দলের প্রশ্রয় দিতে বরং তেমন ক্ষেত্রে একক লা-শরীক আল্লাহ্র পথে অর্থাৎ ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনের আহ্বান জানাতে হবে। কেউ আল্লাহ্র দিক আহ্বান না করে গোত্রীয় পক্ষপাতের উসকানী দেয়ার চেষ্টা করলে তরবারি দিয়ে তাদের গতি রুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা একক লা-শরীক আল্লাহ্র জন্য আওয়াজ তুলতে বাধ্য হয়। তাদের উযু পূর্ণাঙ্গ করার আদেশ দিতে হবে। মুখমণ্ডল, কনুইসহ হাত ও গিরাসহ পা ধোয়া এবং মাথা মাসেহ্ করা যেমন মহান-মহীয়ান আল্লাহ্ হুকুম করেছেন। তারা আদিষ্ট হবে যথাসময়ে সালাত প্রতিষ্ঠায়, রুকূ-সিজদাহ পূর্ণাঙ্গ করার সাথে সাথে; ফজর আদায় করতে হবে ভোরের আঁধার বিদ্যমান থাকাকালে, যুহর সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়লে, আসর সালাত সূর্য পূর্ণ প্রভায় পৃথিবীতে আলো বিকিরণকালে, মাগরিব রাতের আগমনীমাত্র আসমানের সিতারার জ্বলজ্বল করে ওঠার আগেই, আর ইশা রাতের প্রথম ভাগে। তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন গনীমত থেকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পঞ্চমাংশ আদায় করতে। আর ভূমির (উৎপন্ন জাত ফসলের) যাকাত প্রাকৃতিক পানির দ্বারা ফসল উৎপাদিত হলে উশর এক-দশমাংশ। আর সেচকৃত পানির দ্বারা হলে বিশ ভাগের একভাগ। আর (পশুর যাকাত) প্রতি দশটি উটে দু'টি ছাগল। প্রতি কুড়িটি উটে চারটি ছাগল, প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি (পূর্ণ বয়স্ক) গরু, প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি 'তাবী' দু'বছর বয়সের নর মাদা; উন্মুক্ত মাঠে চরা সাইমা মেষ ছাগল শুধু চল্লিশটি হলে একটি ছাগল এ হল মু'মিনদের যিম্মায় আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরয। কেউ বেশী দিলে তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। ইয়াহূদী-খৃস্টানদের কেউ মুসলমান হলে মনের ভেতর হতে একনিষ্ঠ মুসলিম হয়ে দীন-ইসলাম আনুগত্য করে চললে সেও মু'মিন জামাআতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। তার জন্য অন্যান্য ঈমানদার সমতুল্য অধিকার ও দায়-দায়িত্ব বর্তাবে। আর যারা তাদের ইয়াহূদী-খৃস্ট ধর্ম আঁকড়ে থাকবে, তাদের সে ধর্ম পরিবর্তন করানো হবে না; তবে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, নারী স্বাধীন ও দাস-এর (জন্য তার মনিবের) যিম্মায় একটি পূর্ণাঙ্গ

১. ইহতিবা (احتباء) গামছা ইত্যাদি দিয়ে হাঁটু গোছা পিঠ জড়ানো/ সেলাইবিহীন কাপড় জড়িয়ে পর

দীনার কিংবা তার বদলে কাপড় (জিযিয়াস্বরূপ) ধার্য হবে। যে তা আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নিরাপত্তা-যিম্মা সাব্যস্ত হবে, আর যে তা আদায়ে অস্বীকৃত হবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) এবং সকল ঈমানদারের দুশমন। মুহাম্মদের উপরে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! এবং তাঁর প্রতি সালাম, রহমত ও বরকত নাযিল হোক!

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (র)....আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (রা), তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে এ হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে পূর্বোল্লিখিত যাকাত 'দিয়াত' ইত্যাদি সম্পর্কিত বর্ণনায় কিছু কম-বেশী রয়েছে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ নাসাঈ (র) ও তাঁর সুনান গ্রন্থে এবং আবূ দাঊদ তার 'মারাসীল' এ ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'প্রতিনিধি দল' পরিচ্ছেদ শেষে ইয়ামানের লোকদের তা'লীমদ তাদের যাকাত ও গনীমতের পঞ্চমাংশ উসুলের দায়িত্ব দিয়ে নবী করীম (সা)-এর আমীরগণকে পাঠানোর বিষয়টি আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্! সে আমীরগণ হলেন মুআয ইব্‌ন জাবাল, আবূ মূসা, খালিদ ইবনুল ওলীদ ও আলী ইব্‌ন আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রা)-এর আগমন ও তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্‌ কাতান (র)....মুগীরা ইব্‌ন শাব্‌ল (র) সূত্রে বলেন, জারীর (রা) বলেছেন, মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে আমি আমার উটটি বসালাম এবং চামড়ার থলেটি খুলে আমার নতুন পোশাক পরলাম। পরে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিচ্ছেন। লোকেরা আমার দিকে চোখের ইশারা করতে লাগল। আমি আমার পাশের লোকটিকে বললাম, আল্লাহ্‌র বান্দা! আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কি আমার কথা আলোচনা করেছেন? লোকটি বলল, হাঁ। তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন, মাঝে তোমার কথা বলেছেন এবং উত্তম বলেছেন। তিনি বলেছেন—

يدخل عليكم من هذا الباب او من هذالفج من خير ذى يمن الا على وجهه مسحة ملك-

ঐ দরজা দিয়ে (কিংবা তিনি বলেছেন, ঐ পথ দিয়ে) ইয়ামানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকটি প্রবেশ করবে; তবে কিনা তার মাথায় রয়েছে রাজকীয় পশমী চাদর।

জারীর (র) বলেন, আমি মহান-মহীয়ান আল্লাহ্ পাকের দেয়া প্রাচুর্য-সৌভাগ্যের জন্য তাঁর প্রশংসা করলাম। রাবী আবূ কাতান বলেন, আমি তাকে (রাবী ইউনুসকে) বললাম, আপনি এ হাদীস সরাসরি জারীর (রা)-এর কাছে শুনেছেন? নাকি মুগীরা ইব্‌ন শাবলের কাছে? তিনি বললেন, হাঁ। ইমাম আহমদ এ হাদীস আবূ নুআয়ম ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সনদে এ রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসের সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুরূপ। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র)....জারীর (রা) থেকে, তিনি বলেছেন—

"আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কখনো আমাকে তাঁর ঘরে প্রবেশে বাধা দেন নি এবং যতবার আমাকে দেখেছেন, আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়েছেন। আবূ দাঊদ ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তা-এর সকল ইমাম এ হাদীসখানা উদ্ধৃত করেছেন। তবে

বুখারী-মুসলিমে এ অধিক বিবরণ রয়েছে, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না।" তখন তিনি আমার বুকে তাঁর হাত বুলিয়ে দু'আ করলেন– اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا হে আল্লাহ্! তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করুন!

বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ (র)....ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ অথবা কায়স ইব্ন আবূ হাযিম (র) থেকে, তিনি জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠালেন। (আমি তাঁর কাছে গেলে) তিনি বললেন, জারীর? কী উদ্দেশ্যে তোমার আগমন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করার উদ্দেশ্যে এসেছি। জারীর (রা) বলেন, তিনি আমার গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে দিলেন এবং উপস্থিত তাঁর সহচরদের উদ্দেশ্যে বললেন–

اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه- কোন কওমের কোন সম্ভ্রান্ত লোক তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তার সম্মান করবে। পরে আমাকে বললেন, হে জারীর! আমি তোমাকে আহ্বান করছি এ সাক্ষ্য দানের প্রতি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। আর এ জন্য যে, তুমি আল্লাহ্র আখিরাত দিবস ও তাকদীরের ভাল-মন্দে বিশ্বাস স্থাপন করবে। ফরয সালাতসমূহ আদায় করবে এবং ফরয যাকাত আদায় করে দিবে। আমি তাই করলাম। ফলে এরপর থেকে তিনি যখনই আমাকে দেখতেন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন। এ সূত্রে এ হাদীসখানি 'গরীব' পর্যায়ের।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান (র)....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে, তিনি বলেন, আমি সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান ও প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য 'কল্যাণকামী' হওয়ার শর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত হয়েছিলাম। সহীহ্ বুখারী-মুসলিমে এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে– ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) সূত্রে। অনুরূপ যিয়াদ ইব্ন উলাছা (র) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবূ সাঈদ (র)....জারীর (রা) থেকে, তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে বায়আতের শর্ত দিন, কেননা, আপনিই তা ভাল জানেন। তিনি বললেন, তোমাকে এ শর্তে বায়আত করে নিচ্ছি যে, তুমি একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। মুসলমানের কল্যাণ ও হিত কামনা করবে এবং শিরক-এর সম্পর্ক মুক্ত থাকবে। নাসাঈ (র) এ হাদীসখানা একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, জারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে নবী করীম (সা) তাঁকে 'যুল-খালাসাহ' বিগ্রহ ধ্বংস করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এটি হল খাছআম ও বাজীলা গোত্রের মূর্তি। যাকে তারা ইয়ামানের কা'বা নামে অভিহিত করতো। এ নামকরণের উদ্দেশ্য ছিল মক্কায় অবস্থিত কা'বার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো। এ জন্য মক্কার কা'বাকে তারা শামের (সিরিয়ার) কা'বা নাম দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জারীর (রা)-কে বললেন- الا تريحنى من ذى الخلصة- "যুল খালাসার আপদ থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করবে কি? তখন জারীর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে এ অনুযোগ করলেন যে, তিনি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। নবী করীম (সা) জারীরের বুকে তাঁর মুবারক হাত বুলিয়ে দিয়ে দিলে তা

কার্যকরী হলো। তিনি দু'আ করেছিলেন, ইয়া আল্লাহ্! তাকে স্থিরতা দান করুন এবং তাকে হিদায়াতপ্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক করুন! ফলে এরপরে তিনি আর কখনো ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান নি। তিনি তাঁর কওমের দেড়শ' দুর্ধর্ষ আহমাস[1] নিয়ে যুল খালাসা অভিযানে রওনা হয়ে গেলেন এবং উপাসনালয়টি ধ্বংস করে তা পুড়িয়ে দিলেন। তার ভস্মস্তূপ দেখলে মনে হত যেন পাঁচড়ার দগদগে ঘা ভরা উট। অভিযান শেষে জারীর (রা) আবূ আরবাত নামের এক দ্রুতগামী সাওয়ারকে এই সুসংবাদের বার্তাবাহীরূপে নবী করীম (সা)-এর কাছে পাঠালেন। বিজয়ের সুসংবাদ শুনে নবী করীম (সা) 'আহমাস' ঘোড় সাওয়ার ও পদাতিকদের জন্য পাঁচ পাঁচবার বরকতের দু'আ করলেন। হাদীসখানি বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর হাতে 'বায়তুল উয্যা' ধ্বংস হওয়ার আলোচনার পরে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে আমরা এ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করে এসেছি। বাহ্যত জারীর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সময়টি ছিল মক্কা বিজয়ের বেশ পরে।

কারণ, ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হিশাম ইবনুল কাসিম (র).....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুসলমান হয়েছিলাম সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরে। আমি মুসলমান হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উযূতে পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার উপরে মাসেহ করতে দেখেছি। আহমদ (র) একাকী এ রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদ বেশ উত্তম, যদি না মধ্যবর্তী রাবী মুজাহিদ (র) ও জারীর (রা)-এর মাঝে সংযোগ-ছিন্নতা থেকে থাকে। এছাড়া বুখারী-মুসলিমে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর শাগিরদগণ মোজা মাসেহ সম্পর্কিত জারীর (রা)-এর হাদীসে আনন্দাপ্লুত হতেন। এ কারণে যে, জারীর (রা) সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরে মুসলমান হয়েছিলেন।[2]

বিদায় হজ্জের আলোচনায় বিবৃত হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জারীর (রা)-কে বলেছিলেন, "জারীর! লোকদের আওয়াজ থামিয়ে শুনতে বল....বিশেষভাবে জারীর (রা)-কে আওয়াজ থামাতে বলার কারণ হল। তিনি ছিলেন বয়সে বালক এবং গায়ে গতরে মোটা সোটা[3] তার আকার এমন কি তার জুতার দৈর্ঘ্য ছিল এক হাত। তিনি ছিলেন সুশ্রী চেহারার অধিকারী। তা সত্ত্বেও তিনি সবসময় দৃষ্টি অবনত করে রাখতেন। এ কারণে বিশুদ্ধ সনদে তার এ রিওয়ায়াত পাওয়া যায়–তিনি বলেন (অনাত্মীয়ার দিকে) হঠাৎ নজর পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বললেন, اطرق بصرك "তোমার দৃষ্টি অবনত করে ফেলবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে ইয়ামানের অন্যতম রাজা ওয়াইল ইব্ন হুজ্র ইব্ন রাবীআ ইব্ন ইয়ামুর আল-হাযরামী ইব্ন হুনায়দ-এর প্রতিনিধিরূপে আগমন।

---

১. বীরত্বের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের 'আহমাস (বীরশ্রেষ্ঠ বা বীর উত্তম) নামে অভিহিত করা হত।

২. সূরা মাইদার উযূতে পা ধোয়ার হুকুম রয়েছে। সুতরাং এ সূরা নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ে মোযা মাসেহ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত সাব্যস্ত হলে মাসেহ বৈধ হওয়া অরহিত ও সর্বকালীনরূপে প্রমাণিত হতে পারে। –অনুবাদক

৩. এখানে صبيا শব্দ রয়েছে, যার অর্থ শিশু, প্রায় তরুণ কিশোর। তবে শব্দটি صيتا (সায়িতান) হলে অর্থ [illegible] যার আওয়াজ অনেক দূরে পৌছে।

আবূ উমার ইবনু আবদুল বার (র) বলেছেন, ওয়াইল হাদ্রামাওত অঞ্চলের অন্যতম গোত্রপ্রধান ছিলেন এবং তাঁর পিতা ছিলেন একজন সামন্ত রাজা। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)- তার আগমনের আগেই সাহাবীদের কাছে আগাম সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন। يا اتيكم بقية ابناء الملوك "অবশিষ্ট রাজপুত্রটিও তোমাদের কাছে আসছে"।

ওয়াইল এসে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের পাশে বসালেন এবং তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাকে সম্মান দেখালেন এবং বললেন اللهم بارك فى وائل وولده ولد ولده- "হে আল্লাহ্! ওয়াইল তার সন্তান ও তার সন্তানের সন্তানদের বরকত দিন। নবী করীম (সা) তাকে হাদ্রামাউত-এ বিভিন্ন উপ-গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তার সাথে তিনটি চিঠি দিয়েদিলেন। একটি চিঠি ছিল মুহাজির ইব্‌ন আবু উমায়্যার নামে। একটি গোত্রপ্রধান ও রাজাদের নামে এবং তাকে একটি অঞ্চলে জায়গা দিয়ে দিলেন এবং মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা)-কে তার সাথে পাঠালেন। আবূ সুফিয়ান (রা) পায়ে হেঁটে তার সাথে চললেন। তিনি ওয়াইলের কাছে পাথুরে মরুর খরতাপের পায়ে হাটার অসুবিধার কথা বললে ওয়াইল বলল, উটের ছায়ায় ছায়ায় পথ চলো। মুআবিয়া (রা) বললেন, তাতে আমার পায়ের কি জুড়াবে ? আমাকে তো তোমার (পিছনে বসিয়ে) সহ-আরোহী করে নিতে পার। ওয়াইল বললেন, চুপ থাক! রাজাদের সহ-আরোহী হওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই। এ ঘটনার পরেও ওয়াইল দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। মুআবিয়া (রা) যখন খলীফা ও আমিরুল মুমিনীন, তখন একবার ওয়াইল তার দরবারে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তার কথা স্মরণ করতে পারলেন। তবুও তাঁকে উঞ্চ সম্বর্ধনা জানিয়ে কাছে বসালেন এবং সেদিনের ঘটনা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাকে মূল্যবান উপঢৌকন গ্রহণের অনুরোধ করলে ওয়াইল তাতে অসম্মতি জানিয়ে বললেন, আমার চেয়ে যার অধিক প্রয়োজন রয়েছে এমন কাউকে তা দিয়ে দেবেন। হাফিজ বায়হাকী (র) এ আলোচনার আংশিক উল্লেখ করেছেন এবং বুখারী (র) তাঁর তারিখ গ্রন্থে বিষয়টির কতক বিবরণ দিয়েছেন বলেও বায়হাকী (র) ইংগিত করেছেন। ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন। হাজ্জাজ (র) (আলকামাহর পিতা) ওয়াইল থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে একটি ভূমি জায়গীররূপে দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমার সাথে মু'আবিয়াকে পাঠালেন এ কথা বলে যে, তাকে ঐ ভূমি দিয়ে দিবে কিংবা তিনি বলেছিলেন তাকে তাতে কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। ওয়াইল বলেন, (পথে) মু'আবিয়া আমাকে বলল, আমাকে তোমার উটের পিছনে বসিয়ে নাও।

আমি বললাম, তুমি রাজাদের সহ-আরোহী হতে পার না। ওয়াইল বলেন, তখন সে বলল, আমাকে তোমার জুতা পরতে দাও। আমি বললাম উটের ছায়াকে জুতারূপে ব্যবহার করনা কেন? ওয়াইল বলেন, মুআবিয়া (রা) খলীফা মনোনীত হলে আমি তাঁর দরবারে গেলাম। তিনি আমাকে তার সাথে মসনদে বসালেন এবং পূর্ববর্তী সে ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। (মধ্যবর্তী রাবী) সিমাক (র) বলেন, ওয়াইল বলেন, তখন আমার মনে হল হায়, যদি তাকে উটের পিঠে আমার সামনে তুলে নিতাম।

আবু দাউদ ও তিরমিযী (র) শু'বা (র) সূত্রে এ হাদিসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) তাকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।

লাকীত ইব্ন আমির আল-মুনতাফিক আবু রাযীন আল-উকায়লীর প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্ন হামযা [ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন হামযা ইব্ন মুসআব ইবনুয যুবায়র আয-যুবায়রী (রা)] আমার কাছে লিখলেন, তোমার কাছে এ হাদীসটি লিখে পাঠাচ্ছি, আমি তা মুহাদ্দিছগনের সামনে পেশ করেছি এবং যেমন আমি তোমার কাছে লিখছি তেমন–ই শুনেছি। তুমি এ হাদীসখানা বর্ণনা করতে পার। আবদুর রাহমান ইবনুল মুগীরা আল-হিযামী (র)....লাকীত ইব্ন আমির (রা)- সূত্রে বর্ণনা করেন (অন্য একটি রিওয়াতে আসিম ইব্ন লাকীত) (রা)-বলেন, লাকীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রতিনিধিরূপে বের হলেন, তার সংগী ছিলেন নাহীক ইব্ন আসিম ইব্ন মালিক ইবনুল-মুনতাফিক। লাকীত (রা) বলেন, আমি ও আমার সংগী বেরিয়ে পড়লাম এবং রজব মাসের শেষ দিকে আমরো মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা যখন তাঁর কাছে পৌঁছলাম তখন তিনি সবে ফজরের নামায শেষ করেছেন। তিন খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,

ايها الناس الا انى قد خبأت لكم صوتى منذ اربعة ايام الا لاسمعنكم الا فهل من امرئ بعثه قومه - فقالوا أعلم لنا ما يقول رسول الله الأ ثم لعله ان يلهيه حديث نفسه او حديث صاحبه او يلهيه الضلال ألا انى مسؤل هل بلغت ألا فاسمعوا نعيشوا ألا اجلسوا الا اجلسوا-

লোক সকল! শোন! আজ চারদিন যাবত আমি তোমাদের কাছে আমার আওয়ায গোপন করে রেখেছি। শোন! এখন আমি তোমাদের কিছু শোনাতে চাই, শোন! তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যাকে তার সম্প্রদায় এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে যে, যাও আল্লাহর রাসূল কী বলেন, তা আমাদের পক্ষ হয়ে উত্তমরূপে জেনে শুনে আস। তাই আবার বলছি (কান খুলে মন দিয়ে) শুনে নাও! এমন না হয় যে, তার মনের ফিসফিসানি কিংবা সাথীর বকবকানী তাকে অমনোযোগী করে দেয় কিংবা বিভ্রান্তি বিচ্যুতি তাকে ভুলিয়ে দেয়। শোন! আমি দায়িত্বশীল এবং আমি দীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি তো ? তাই কান পেতে শোনতে থাক। আর জীবনে বেঁচে থাক। শোন! স্থির হয়ে বসো (শান্ত নিরব হয়ে) বসো; লাকীত (রা) বলেন, লোকেরা বসে পড়ল এবং আমি ও আমার সাথী উঠে দাঁড়ালাম। যখন বুঝলাম যে, তাঁর মন ও দৃষ্টি আমাদের প্রতি পূর্ণ নিবদ্ধ হয়েছে, তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার কাছে অদৃশ্য জগতের কী কী ইলম রয়েছে? আল্লাহ্র কসম! তিনি হাসলেন এবং মাথা ঝাকালেন। তিনি বুঝে ফেলেছিলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষায় ফেলতে চাচ্ছি। তিনি বললেন,

ضن ربك عزوجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها الا الله -

তোমার মহান মহীয়ান প্রতিপালক পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়ের চাবিকাঠি নিজের কাছে গুটিয়ে রেখেছেন, যা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তিনি হাত (এর পাঁচ আংগুল) দিয়ে ইংগিত করলেন। আমি বললাম, সেগুলি কী কী? তিনি বললেন—

علم المنية قد علم متى منية احدكم ولا تعلمونه - وعلم المنى حين يكون فى الرحم قد علم ولا تعلمون وعلم مافى غد وما انت طاعم غدا ولا تعلمه - وعلم يوم الغيث يشرف عليكم ازلين مسنتين - فيظل يضحك قد علم ان غير كم الى قريب-

"(১)মৃত্যুর ইলম, তিনি জানেন তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু লগ্নটি, কিন্তু তোমরা তা জান না; (২) বীর্য জ্ঞান তিনি জানেন, মায়ের গর্তে বীর্যের ক্রমবিকাশ, তোমরা যা জান না; (৩) তিনি জানেন আগামী কাল কী ঘটবে; তুমি কী খাবে, তুমি তার কিছুই জান না; (৪) তিনি জানেন, কবে কোথায় বৃষ্টি হবে, কঠিন দুর্ভিক্ষ তোমাদের উপর জেঁকে বসে (তোমরা নিরাশ অস্থির হয়ে পড়), তিনি তোমাদের অস্থিরতা দেখে হাসতে থাকেন। তিনি তো জানেন যে, তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন নিকটবর্তী;"

লাকীত (রা) বলেন, এ পর্যায়ে আমি বললাম, 'যে প্রতিপালক 'হাসেন,' তার কল্যাণের অভাব আমরা কোন দিন বোধ করব না;

تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة لعمر الهك ما قدع على ظهرها من شيئ الامات والملائكة الذين مع ربك فاصبح ربك عز و جل يطوف بالارض وقد خلت عليه البلاد فارسل ربك السماء تهضب من عند الرش فلعمر الهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت الا شقت القبر عنه حتى نخلقه من عند رأسه فيستوى جالسا فيقول ربك عزوجل - مهيم ؟

"(৫) আর কিয়ামাত দিবসের ইলম (তিনিই জানেন, আর কেউ জানেন না)। আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্ লোকেরা যা জানে না, আর আপনি যা জানেন তার কিছু আমাদের শিখিয়ে দিন। কেননা, আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যে, সত্যের প্রতি আমাদের আনুগত্যের ন্যায় আনুগত্য কেউ দেখাতে পারে না। আমরা মায্হিজ গোত্রের শাখা, যারা আমাদের উর্ধতন, আর খাছআম যারা আমাদের বন্ধুস্থানীয় ও আমাদের স্ব-সমাজ, যার আমরা অন্তর্ভুক্ত তিনি বললেন, তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমরা (পৃথিবীতে) অবস্থান করবে, তারপর তোমাদের নবী ওফাতপ্রাপ্ত হবেন। তারপর একটা নির্ধারিত সময় তোমরা অবস্থান করবে তারপর একটি বিকট আওয়ায পাঠানো হবে। তোমরা মা'বুদের শপথ! সে আওয়াযে পৃথিবীর বুকের প্রতিটি প্রাণী মরে যাবে; তোমার প্রতিপালকের নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশতাকুলও। তারপর তোমার মহান-মহীয়ান প্রতিপালক পৃথিবীর সব দিকে নজর বুলাবেন, গোটা বিশ্ব তখন শূন্য পড়ে থাকবে।"

তারপর তোমার প্রতিপালক আরশের কাছ থেকে আসমানকে বর্ষণমুখর করে দিবেন, যার ফলে প্রতিটি নিহত ও মৃত ব্যক্তির কবর ফেটে যাবে এবং মাথার দিক থেকে তাকে আকৃতিযুক্ত করে তোলা হবে। সে সোজা হয়ে বসে পড়বে। তোমার মহান-মহীয়ান প্রতিপালক বলবেন,

কী খবর ? অর্থাৎ কেমন অবস্থায় কাটলো? সে বলবে, প্রতিপালক! এই তো মাত্র গতকাল! অর্থাৎ সে ভাববে, কিছু সময় মাত্র আগে সে তার আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। "আমি (লাকীত) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বায়ুর আবর্তন, দীর্ঘকালের জীর্ণতা ও হিংস্র প্রাণী কুলের খোরাক হয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরেও তিনি কীরূপে আমাদের সমবেত করবেন? তিনি বললেন,

انبئك بمثل ذالك فى الاء الله - الارض اشرفت عليها وهى مدرة بالية فقلت لا تحيى ايدا ثم ارسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك (الا) اياما حتى اسرفت عليها وهى شرية واحدة فلعمر الهك لهو اقدر على ان يجمعكم من الماء على ان يجمع نبات الارض فتخر جون من الاصواء ومن مصارعكم فتنتظزرون اليه وينظر اليكم-

"তোমাকে এ বিষয় আল্লাহ্‌র কুদরতী জগতের একটি দৃষ্টান্ত অবহিত করছি– দীর্ঘ দিন অনাবাদ পড়ে থাকা কোন ভূখণ্ডে তুমি উপস্থিত হলে, চারদিক দেখে বললে, এখানে কোন দিন প্রাণের শিহরণ দেখা যাবে না। কিন্তু পরে তোমার প্রতিপালক সেখানে বৃষ্টি বর্ষালেন। কিছু দিন যেতে না যেতে সে ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে তুমি দেখলে সেখানে এক (দু) টি ঝাউ চারা গজিয়ে উঠেছে। তোমার মা'বূদের শপথ; বৃষ্টি ও পানি পৃথিবীর উদ্ভিদ উৎপাদনে যতখানি সক্ষম, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তোমাদের বিক্ষিপ্ত দেহানুগুলোকে সমবেত করেন তার চেয়ে অধিকতর সক্ষম।"

মোটকথা তোমরা যার যার কবর ও বধ্যভূমি থেকে বের হয়ে আসবে; তোমরা তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তিনি তোমাদের দেখতে থাকবেন। লাকীত বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তা কেমন করে হবে– আমরা গোটা পৃথিবীভরা লোক থাকব, আর মহান-মহীয়ান তিনি একক সত্তা, তা হলে আমরা তাকে দেখব আর তিনি একাকী আমাদের সকলকে দেখবেন? তিনি বললেন,

أنبئك بمثل ذالك فى الاء الله الشمس والقمر اية ضغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون فى رؤيتهما ولكعمر الهك لهو اقدر على ان يراكم وترونه من ان ترونهما ويريانكم لا تضارون فى رؤيتهما-

"আল্লাহর সৃষ্টি জগতে এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাকে অবহিত করছি। চাঁদ ও সুরুজ তার সৃষ্টি জগতের দু'টি ক্ষুদ্র নিদর্শন। তোমরা সকলেই ওগুলো দেখতে পাও, তারাও তোমাদের দেখতে পায় এবং তা হয়ে থাকে একই সময়ে। তাদের দেখার ব্যাপারে কোন কষ্ট বা ঠেলাঠেলির প্রয়োজন হয় না। তোমরা মা'বুদের শপথ! কোন রূপ ঝামেলা ছাড়া তোমরা যেমন চাঁদ সুরুজ দেখছ, আর চাঁদ সুরুজ তোমাদের দেখছে তার তুলনায় তোমাদের আল্লাহ্‌কে দেখা এবং তাঁর তোমাদেরকে দেখা অধিকতর সহজ।"

আমি বললাম, আমরা তাঁর সমীপে উপস্থিত হলে প্রতিপালক আমাদের সাথে কী আচরণ করবেন? তিনি বললেন,

تعرضون عليه بادية له صحائفكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأ خذ ربك عزوجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها فلعمر الهك ما يخطئ ربه احدكم منها قطرة -

فاما المسلم فتدع على وجهه مثل الريطة البيضاء اما الكافر فتخطمه بمثل الحمم الاسود الا ثم ينصرف نيكم وينصرف على اثره الصالحون فتسلكون جسرا من النار فيطأ احدكم الجمر(ة) فيقول حس فيقول ربك عزوجل اونه فتطليعون على حوض الرسول على اطماء والله ناهلة عليها ما رأيتها قط فلعمر الهك لا يبسط واحد منكم يده الا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والاذى وتحيس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا-

"তোমরা তাঁর সামনে হাযিরী দিবে। আর তোমাদের 'আমলনামাগুলো' তাঁর সামনে উন্মুক্ত থাকবে, তোমাদের কোনও গোপন বিষয় তাঁর কাছে লুকায়িত থাকবে না। তোমার মহান-মহীয়ান প্রতিপালক তখন এক আঁজলা পানি হাতে নিয়ে তোমাদের দিকে ছিটিয়ে দেবেন। তোমার মা'বুদের শপথ! তোমাদের প্রত্যেকের চেহারায় তার অন্তত এক ফোটা অবশ্যই পড়বে। সে পানির ক্রিয়া হবে যে, তা মুসলমানদের চেহারায় উজ্জ্বল সাদা রুমালের রূপ ধারণ করবে। আর কাফিদের চেহারায় কাল অঙ্গারের মত লাগাম পরিয়ে দেবে।

শোন! তারপর তোমাদের নবী এগিয়ে চলবেন এবং তার অনুগমনে এগিয়ে চলবে পুণ্যবান লোকেরা। তখন তোমরা জাহান্নামের উপর দিয়ে পুল অতিক্রম করবে। তোমাদের কেউ তার পায়ের তলায় অংগার মাড়াবে আর বলে উঠবে উহ! তোমার মহান মহীয়ান প্রতিপালক বলবেন সময়মত (টের পাবে)।

তারপর তোমরা হদিস পেয়ে যাবে রাসূল (সা)-এর হাওয (কাওছার)-এর, যেন টিলার বুক থেকে আল্লাহর কসম! প্রবল ধারা ফোয়ারারূপে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। তেমন তুমি কখনো দেখনি।[১] তোমার মা'বুদের শপথ! তোমাদের যে কেউ তার হাত প্রসারিত করলেই তার হাতে একটা ভরা পেয়ালা এসে পড়বে, যা তাকে সবরকমের পংকিলতা, অপবিত্রতা ও পেশাবটি থেকে পাক-পবিত্র করে দেবে। আর চাঁদ-সুরুজকে থামিয়ে রাখা হবে, তাই এর কোনটি তোমাদের দৃষ্টি গোচর হবে না।"

লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তা হলে আমরা কোন কিছু দেখতে পাব কীভাবে ? তিনি বললেন, ঠিক এ মুহূর্তে তুমি যেভাবে দেখতে পাচ্ছ।" সে সময়টি ছিল সূর্য উদয়ের পরে, পৃথিবী ছিল আলো ঝলমল, তবে পাহাড়রাজি তার প্রখরতাকে আড়াল করে রেখেছিল। লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম আমাদের পাপ-পূণ্যের বিনিময় দেয়া হবে কোন মানদণ্ডে? তিনি বললেন, প্রতিটি পুণ্যের বদল দশগুণ করে দেয়া হবে (অন্তত) আর পাপের বিনিময় হবে সমান সমান যদি না তিনি মাফ করে দেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অর্থাৎ হয়ত বেহেশত নয়ত দোযখ। তো এ দু'টির বিবরণ কি ? তিনি বললেন,

لعمر الهك ان للنار سبعة ابواب ما منهن (بابان) الا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وان للجنة ثمانية ابواب ما منها بابان الا يسيراركب بينهما سبعين عاما-

১. মুসনাদ ই আহমাদের বর্ণনা মতে "তোমরা তীব্র পিপাসায় সেখানে হুড়মুড় করে পড়বে.... যেমনটি তুমি কখনো প্রত্যক্ষ করনি।

"তোমার প্রভুর শপথ! দোযখের রয়েছে সাতটি প্রধান ফটক, যার দু'টির মাঝের দূরত্ব (অথবা যার দুপাটের পরিধি) এত পরিমাণ যে কোন আরোহী সত্তুর বছরে তা অতিক্রম করতে পারে। আর বেহেশতের রয়েছে আটটি তোরণ, যার দু'টির মাঝের দূরত্ব এই পরিমাণ যে, কোন আরোহীর তা অতিক্রম করতে সত্তুর বছর লেগে যায়।"

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা বেহেশতের কোন কোন বিষয়ের অবগতি লাভ করতে পারি ? তিনি বললেন,

على انهار من عسل مصفى وانهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة وانهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير اسن وفاكهة لعمر الهك ما تعلمون وخير من مثله معه وازواج مطهرة-

"পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি মধুর নহর, মদিরার নহর, যাতে মাথা ব্যথা করা বা ঝিমঝিম করার উপদ্রব নেই কিংবা অনুশোচনা সৃষ্টিকারীও নয়। অপরিবর্তনীয় স্বাদের দুধের নহর, আর স্বচ্ছ তাজা পানির নহর ও ফল ফলাদি। তোমার ইলাহের শপথ! এসব তোমরা যেমনটি জান তেমনটি বরং তার তুলনায় উত্তম ধরনের। এ ছাড়া রয়েছে পুত-পবিত্র জীবন সংগীনীরা।"

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য সেখানে যে স্ত্রীরা থাকবে তাদের মাঝে কল্যাণবর্তী পুত পুণ্যবতীরা থাকবে তো ? তিনি বললেন,

الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم غير ان لا توالد-

"পুণ্যবতীরা পুণ্যবানদের জন্য, পৃথিবীর সুধারসের ন্যায় তোমরা সেখানে তাদের সুধারস আস্বাদন করবে। তারাও তোমাদের সুধা রস আস্বাদন করবে; তবে তাতে কোন সন্তান হবে না।"

লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম, আমাদের গন্তব্য ও পথের শেষ কোথায় ? নবী করীম (সা) এ কথার কোন জবাব দিলেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ কোন্ শর্তে আপনার হাতে বায়'আত হব ? নবী করীম (সা) তাঁর হাত এগিয়ে দিলেন, এবং বললেন,

على اقام الصلاة وايتاء الزكواة وزيال الشرك وان لاتشرك بالله الها غيره

"সালাত প্রতিষ্ঠিত করুন, যাকাত প্রদান, শিরক বর্জন এবং আল্লাহর সাথে আর কোন উপাস্যকে শরীক না করার শর্তে।" লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম, 'আর এ শর্তে যে, পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ সারাবিশ্ব আমাদের করতলগত হবে...."তখন নবী করীম (সা) তাঁর হাত গুটিয়ে নিয়ে তার আংগুলগুলি খুলে দিলেন, যেন তিনি ধারণা করলেন যে আমি এমন কোন শর্ত আরোপ করতে যাচ্ছি যার অংগীকার দিতে তিনি প্রস্তুত নন। তখন আমি বললাম, 'আমরা এ পৃথিবীর যে স্থানে ইচ্ছা অবস্থান করব এবং এখানে কারো অপরাধে অন্য কেউ জবাবদিহী করবে না।" এবার তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

ذالك لك تحل حيث شئت ولا تجنى عليك الا نفسك-

"তোমার এ শর্ত মনজুর; তোমার যেথায় ইচ্ছা যেতে বা অবস্থান করতে পার, আর একের অপরাধে অন্য দায়ী হবেনা।" (তুমি শুধু তোমার কৃতকর্মের জন্যই জবাবদিহী করবে)

লাকীত (রা) বলেন, তারপর আমরা তার কাছ থেকে ফিরে চললাম। তখন তিনি ইরশাদ করলেন,

ان هذين من اتقى الناس (لعمر الهك فى) الاولى والاخرة-

(তোমার প্রতিপালকের কসম!), এ দু'জন ইহকাল ও পরকালে শ্রেষ্ঠ মুত্তাকীগণের অন্তর্ভুক্ত।

তখন বনূ কিলাব গোত্রের কা'ব ইবনুল-হুদারিয়্যা বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুনতাফিক পরিবারের লোকেরা ঐ বিশেষণের যোগ্যতাসম্পন্ন হল? লাকীত (রা) বলেন, আমরা ফিরে এলাম এবং আবার তার কাছে এগিয়ে গেলাম (দীর্ঘ আলোচনা উল্লেখ করার শেষে বললেন) আমি বললাম, বিগত লোকদের জাহিলী জীবনে কৃত সৎকর্মের কোন সুফল বর্তাবে কি ? লকীত (রা) বলেন, কুরায়শী এক সাধারণ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহর কসম! তোমার বাপ আল-মুনতাফিক অবশ্যই জাহান্নামী! লাকীত (রা) বলেন, আমার মনে হল যেন আমার চোখে-মুখে, আমার চামড়া ও গোশতের মাঝে এবং আমার গোটা দেহে আগুনের দাহ ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ অনেক লোকের সামনে আমাকে এ অপ্রিয় কথাটি শুনতে হয়েছিল। আমি (ক্ষুব্ধ হয়ে) বলতে যাচ্ছিলাম, আর আপনার পিতা ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিন্তু (আল্লাহ্ আমাকে হিফাজত করলেন) ওর চেয়ে সুন্দর কথা আমি পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্; আর আপনার আপন পরিজনেরা ? তিনি বললেন, আমার আপন জনেরাও আল্লাহর কসম! তুমি যে, কোন 'আমিরী বা কুরায়শী মুশরিকের কবরের পাশ দিয়ে পথ চলবে তাকে বলবে, মুহাম্মদ (সা) তোমার অপ্রিয় একটি বিষয় নিয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন– অধঃমুখে উপুড় করে তোমাকে হেঁচড়ে নিয়ে দোযখে ফেলা হবে। লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাদের পরিণতি এমন হবে কেন? অথচ তারা তো এমন সব কাজ করত যে একমাত্র সেগুলিকেই তারা পুণ্যের কাজ মনে করত এবং তাই তারা নিজেদেরকে সৎ কর্মশীলই ভাবতো? তিনি বললেন,

ذالك بان الله يبعث فى اخر كل سبع امم - يعنى نبيا - فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن اطاع نبيه كان من المهتدين -

এর কারণ হল যে, আল্লাহ পাক প্রতি সাত প্রজন্মের অন্তে পাঠান একজন নবী যারা তাদের নবীর অবাধ্য হয়, তারা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয় আর যারা তাদের নবীর আনুগত্য করে তারা সাব্যস্ত হয় হিদায়াত প্রাপ্ত (এ হাদীসখানি একান্ত বিরল ধরনের এবং এর কতক শব্দ মুনকার পর্যায়ের। তবে হাফিজ বায়হাকী (র) তার গ্রন্থের হাশর-নশর অধ্যায়ে কুরতবী (র) তার কিতাবুত-তাযকিরা-এর পরকাল অধ্যায়ে এবং আবদুল হক আল-আশবীল (র) তার আল-আকিবাহ (পরকাল) গ্রন্থে এ হাদীসখানি উদ্ধৃত করেছেন। আমাদের গ্রন্থের হাশর-নশর অধ্যায়ে এর পুনরালোচনা হবে ইনশাআল্লাহ্)।

যিয়াদ ইবনুল হারিছ (রা)- এর প্রতিনিধিত্ব প্রসংগ

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন আবূ আহমদ আল-আসাদ (র) যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস সুদাই (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে তার হাতে হাত রেখে

ইসলামের বায়'আত **গ্রহণ করলাম**। তখন আমি অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)- আমার গোত্রের **অভিমুখে একটি** বাহিনী পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি **বাহিনীটিকে ফেরত ডেকে পাঠান**। আমি আমার কওমের ইসলামগ্রহণ ও আনুগত্যের দায়িত্ব **গ্রহণ করছি**। **তিনি আমাকে বললেন,** তুমিই গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আন।" আমি বললাম, ইয়া **রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার বাহনটি পরিশ্রান্ত** হয়ে পড়েছে! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্য একজন **লোককে পাঠালে সে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনল**। সুদাই (রা) বলেন, আমি কওমের কাছে একটি চিঠি লিখে **পাঠালে তাদের প্রতিনিধিদল কওমের মুসলমান** হওয়ার সংবাদ নিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) **আমাকে বললেন, হে সুদাই! তুমি তো তোমার গোত্রের** বরেণ্য ব্যক্তি দেখেছি! আমি বললাম, বরং আল্লাহই তাদেরকে **ইসলামের হিদায়াত** দিয়েছেন। তিনি বললেন, "তোমাকে তাদের আমীর নিয়োগ করব কি?" **আমি বললাম, জি হাঁ,** ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুদাই (রা) বলেন, তিনি আমাকে আমির নিয়োগ করার বিষয় **একটি ফরমান লিখে** আমাকে দিলেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য আমার কওমের যাকাতের কিছু একটা অংশ নির্ধারিত করে দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা, তিনি এ বিষয়ে আমাকে আর একটি লিখিত সনদ দিলেন। সুদাই (রা) বলেন, এ সব ঘটনা ঘটছিল তাঁর কোন সফরের মধ্যবর্তী কোন মানযিলে। সেখানে তাঁর অবস্থানকালে ঐ এলাকার লোকেরা এসে তাদের 'আমলের (প্রশাসকের) নামে অভিযোগ জানাল। তারা বলল, জাহিলিয়্যাতের যুগের আমাদের ও তার গোত্রের মাঝে সংঘটিত কোন একটি ব্যাপার নিয়ে সে আমাদের উৎপীড়ন করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাই করেছে? তারা বলল, জী হাঁ, তখন নবী করীম (সা) তার সাহাবীগণের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, আমার তাদের মাঝে বর্তমান থাকতেই ? لا خير فى الا مارة لرجل مؤمن **কোন মু'মিন ব্যক্তির জন্য আমীর** হওয়াতে কল্যাণ নেই । সুদাই (রা) বললেন, তাঁর এ উক্তিটি **আমার মনোজগতে গেথে রইল। একটু পরে আর এক ব্যক্তি** তাঁর কাছে এসে **বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,**

من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع فى الرأس وداء فى البطن-

"যে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়া সত্তে লোকদের কাছে ভিক্ষা চায় তা তার জন্য 'মাথাব্যথা' ও পেটের পীড়ার কারণ হবে। সাহায্য প্রার্থী লোকটি বলল, আমাকে যাকাত তাহবীল থেকে কিছু দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

ان الله لم يرض فى الصرقات بحكم نبى حتى حكم هو فيها فجزأها ثما نية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك-

আল্লাহ্ পাক যাকাতের ব্যাপারে অন্য কারো এমনকি কোন নবীর হুকুম প্রদানের রাজি নন, বরং তিনি নিজেই এ বিষয় হুকুম দিয়েছেন এবং তা আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। তুমি সে আট প্রকারের কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলে তোমাকে দিতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। সুদাই (রা) বলেন, এক কথাটিও আমার মনে রেখাপাত করল। কারণ আমি সম্পদশালী হয়েও তার কাছে যাকাতের অংশ পাওয়ার আবেদন করেছিলাম। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের প্রথম অংশে রাতের খাবার গ্রহণ করলেন, (এবং পথ চলতে লাগলেন)। আমি তাঁর সাথে লেগে থাকলাম এবং কাছে কাছে থাকলাম। তার সাথীরা একে একে চলে যেতে

লাগল এবং অনেকে পেছনে রয়ে গেল। অবশেষে আমি ব্যতীত তাঁর সাথে আর কেউ রইল না। ফজর সালাতের সময় হয়ে এলে তিনি আমাকে আযান দিতে বললেন। আমি আযান দিলাম এবং কিছু সময় বাদে একটু পরপর বলতে লাগলাম– ইকামাত বলব কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখে দেখে আকাশ ফর্সা হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন–'না।' পুরোপুরি ফর্সা হয়ে গেলে তিনি বাহনব থেকে নামলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করার জন্য একটু দূরে গেলেন। তিনি ফিরে এলে ততক্ষণে তার সাহাবীগণও কাছে কাছে এসে গেলেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে পানি আছে কি হে সুদাই! আমি বললাম জী, না। তবে সামান্য কিছু যা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে না। তিনি বললেন, একটি পাত্রে করে তা আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তা নিয়ে আসলে তিনি তাঁর হাত সে পানিতে রাখলেন। সুদাই (রা) বলেন, দেখলাম তার আংগুলসমূহের দু'আংগুলের মাঝ দিয়ে একটি স্রোত ধারা টগবগিয়ে বেরিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

لولا انی استحیی من ربی عزوجل لسقینا واستقینا-

"আমার মহান ও মহীয়ান প্রতিপালকের কাছে সংকোচ না করলে আমার এ পানি দিয়ে নিজেরাও পান করতাম, অন্যদেরকেও পান করতাম।" সাহাবীদের ডেকে বলে দাও, কার কার পানির প্রয়োজন রয়েছে। আমি সেরূপ ঘোষণা দিয়ে দিলাম। তাদের যার যার ইচ্ছা হল কিছু নিয়ে নিলেন। তারপর রাসূলাল্লাহ্ (সা) সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং বিলাল (রা) ইকামাত বলতে উদ্যত হলে রাসূলুলাল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, সুদাই লোকটি আযান দিয়েছে ومن اذن فهو یقیم "যে আযান দিয়েছে সেই ইকামাত বলবে।" সুদাই (রা) বলেন , আমি ইকামাত দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত সমাপ্ত করলে আমি সনদপত্র দু'টি নিয়ে তার কাছে নিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ দুটির ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন, কেন? তোমার আবার কী হল? আমি বললাম, আমি আপনাকে বলতে শুনেছি যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য আমীর হওয়াতে কল্যান নেই; আমি তো আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আর আমি শুনেছি, আপনি ঐ সাহায্য প্রার্থীকে বলেছেন, সম্পদশালী হয়েও যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতে তা তার জন্য মাথাব্যথা ও উদর পীড়ার কারণ হয়। আমি বিত্তবান হয়েও আপনার কাছে যাকাতের আবেদন করেছিলাম। তিনি বললেন, তা তেমনই। এখন তোমার ইচ্ছা হলে নিতে পার, ইচ্ছা হলে বাদ দিতে পার। আমি বললাম, আমি নিচ্ছি না। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, তা হলে আমাকে এমন কোন লোকের সন্ধান দাও, যাকে আমি তোমাদের আমীর নিয়োগ করতে পারি। আমি তার কাছে আগত আমাদের প্রতিনিধিদলের এক ব্যক্তির কথা বললাম। তিনি তাকে কওমের আমীর ও প্রশাসক নিয়োগ করলেন।

পরে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাদের এক কুয়ো আছে, শীতকালে তার পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা সেটিকে কেন্দ্র করে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করি। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এসে পড়লে তার পানি কমে যায়, তাই আশপাশে পানির খোঁজে আমাদের বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে হয় । এখন তো আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম, আমাদের আশপাশে যারা রয়েছে তারা সকলেই আমাদের শত্রু। আমাদের জন্য কুয়োটির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তার পানি আমাদের প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট হয়। তা হলে আমরা সংঘবদ্ধ

থাকতে পারব, বিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়বেনা। তিনি সাতটা কংকর নিয়ে আসতে বললেন। তিনি সেগুলিকে হাত দিয়ে রগড়ালেন এবং তাতে দু'আ পড়ে দিয়ে বললেন, এ কংকরগুলি নিয়ে যাও। কুয়োর কাছে পৌঁছে গেলে আল্লাহর নাম নিয়ে নিয়ে এর এক একটি ছেড়ে দেবে। সুদাই (রা) বলেন, আমরা তার কথামতই কাজ করলাম। ফলে আমরা আর কখনো সে কুয়োর তলা দেখতে পাইনি। সুনানই আবূ দাউদ, তিমমিযী ও ইবনু মাজাতে এ হাদীসের সমর্থক রিওয়ায়াতে রয়েছে।

ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলাল্লাহ্ (সা) উমরাতুল-জিইররানা (জিইররানা থেকে আগমন করে আদায়কৃত উমরা)-এর পরে কায়স ইব্ন সাদ ইব্ন উবাদা (রা)-কে চারশ' লোকের বাহিনী সহ সুদাইদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্য তাদের এলাকার পাঠিয়েছিলেন। সুদাইরা একজন দূত পাঠাল এবং সে এই নিশ্চয়তা দিল আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত বাহিনী ফেরত নিয়ে নিন, আমি তাদের যামিন হচ্ছি। তারপর তাদের পনর সদস্যের প্রতিনিধিদল উপস্থিত হল। তারপর তাদের একশ' সদস্যের কাফেলা বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে ওয়াকিদী (র) ছাওরী (র) যিয়াদ ইবনু হারিছ আস-সুদাই (রা)- থেকে তার আযান-এর ঘটনা রিওয়ায়াত করেছে্ন।

রাসূলাল্লাহ্ (সা) সকাশে হারিছ ইব্ন হাস্সান আল-বিকরীর প্রতিনিধিত্ব প্রসংগে

ইমাম আহমদ (র) বলেন, যায়দ ইবনুল হুবাব (র) (আবু ওয়াইল (র) থেকে, তিনি) হারিছ আল-বিকরী (রা) থেকে, তিনি বলেন, আলা ইবনুল হাযরামী (রা)-এর বিরুদ্ধে রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করার জন্য আমি সফরে বের হলাম। 'রাবাযা' অতিক্রম করার সময় সেখানে আমি একাকিনী বাহন-বিহীন এক তামীমী বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। বৃদ্ধা বলল, হে আল্লাহর বান্দা! রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার একটা প্রয়োজন রয়েছে। তুমি কি আমাকে তার কাছে পৌঁছে দেবে ? হারিছ বলেন, আমি তাকে আমার বাহনে তুলে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলাম। দেখলাম মসজিদ লোকে লোকারণ্য, একদিকে একটি কাল যুদ্ধ পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে। বিলাল (রা) তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি বললাম এ লোকদের ব্যাপার কি ? তারা বলল, নবী করীম (সা) আমর ইবনুল আস (রা)-কে কোথায় অভিযান পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

হারিছ (রা) বলেন, আমি বসে পড়লাম। রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরে (কিংবা বর্ণনা সন্দেহে তার ডেরায়) চলে গেলেন। আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হল। আমি প্রবেশ করে তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের ও তামীমীদের মাঝে কোন কিছু ঘটেছে না কি ? আমি বললাম, জী হাঁ, তবে ফলাফল তাদের প্রতিকূলেই গিয়েছে। এদিকে আমি বাহন হারা এক তামীমী বৃদ্ধাকে পথে পেয়ে গিয়েছিলাম, সে আমাকে মদীনায় বয়ে নিয়ে আসার অনুরোধ করেছিল। সে এখন আপনার দরযায় রয়েছে।

তাকে অনুমতি দেয়া হলে সে ঘরে ঢুকল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বনূ তামীম ও আমাদের মাঝে আপনি কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে চাইলে বিজন প্রান্তরকে (এ তেল চট্চটে

বৃদ্ধাকে) করুন! আমার কথায় বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং রাগে টগবগ করতে লাগল এবং বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মুযারীদের আশ্রয় কোথায়? হারিছ বলেন, আমি বললাম, তা হলে আমার অবস্থা দাঁড়ালো সেই পূর্ব প্রচলিত প্রবচনের ন্যায় حملت حتفها 'মৃত্যু মাথায় করে বয়ে এনেছে' (খাল কেটে কুমীর এনেছে)। আমি একে বহন করে আনলাম, অথচ দেখা গেল সেই আমার কট্টর দুশমন। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আশ্রয় নিচ্ছি যেন আমি "আদ জাতির প্রতিনিধির মত না হই।" বৃদ্ধাটি বলল, আদ জাতির প্রতিনিধির ব্যাপারটি আবার কী? বৃদ্ধার কিন্তু ঘটনাটি ভাল করেই জানা ছিল।

কিন্তু তার ইচ্ছে হল হারিছের মুখে ঘটনাটির বর্ণনা স্বাদ আস্বাদন করা। আমি বললাম, আদ জাতি দুর্ভিক্ষ পীড়িত হলে তারা সাহায্য পাওয়ার আশায় 'কায়ল' নামক এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধিরূপে পাঠাল। পথে মুআবিয়া ইব্ন বাকর-এর সাথে সাক্ষাত হলে কায়ল তার বাড়িতে গিয়ে এক মাস মদ-মদিরায় ডুবে থাকল, আর 'জারাদাতান' 'দুই ফড়িং' নামের ক্ষীণাঙ্গীনী দুই গায়িকা তাকে গানে মাতিয়ে রাখল। এক মাস এভাবে কাটাবার পরে সে 'মুহ্রা' পাহাড়রাজির পথে বেরিয়ে পড়ল এবং এই বলে দু'আ করল, ইয়া আল্লাহ্ তুমি তো জান যে, কোন রোগীর চিকিৎসা করার জন্য কিংবা কোন বন্দীকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য আসি নি। ইয়া আল্লাহ্! আদকে বৃষ্টি দাও, যেমন তুমি তাদের বৃষ্টি দিতে! তখন তার মাথার উপর দিয়ে কয়েক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে যেতে লাগল। মেঘের ভিতর থেকে ঘোষণা দেয়া হল, 'তুমি পসন্দ কর।' সে এক খণ্ড কাল মেঘের দিকে ইঙ্গিত করলে তার ভিতর থেকে ঘোষণা এল 'ছাই আর ছাইয়ের ভাণ্ডাররূপে তা নিয়ে নাও, আদ-এর একটি প্রাণীকেও সে ছেড়ে দিবে না।' হারিছ বলেন, আমি যতদূর জেনেছি, তাদের উপরে এই এতটুকু বাতাস ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যতটুকু আমার এ আংটির ফাঁক দিয়ে চলতে পারে। এতেই তাদের সকলের বিনাশ সাধিত হল। আবূ ওয়াইল (র) বলেন, তিনি যথার্থই বলেছেন এবং এ কারণেই লোকেরা কাউকে প্রতিনিধিরূপে কোথাও পাঠালে তার যাওয়ার সময় কোন পুরুষ বা নারী তাকে বলে দিত- "আদ প্রতিনিধির মত হয়ো না।"

তিরমিযী ও নাসাঈ ইব্ন মাজা ও আহমদ বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ উকায়ল (রা) ও তাঁর গোত্রের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গ

আবূ বকর আল বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আস-সূসী (র)....আবদুর রহমান ইব্ন আবূ উকায়ল (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে চললাম। "আমরা সেখানে পৌঁছলে (মসজিদের) দরজায় উট বসালাম। "আমরা তখন যে লোকটির কাছে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম মানবকুলের মাঝে আমাদের চোখে ঐ লোকটির চেয়ে অধিকতর অপসন্দের আর কোন মানুষ ছিল না। সেখানে প্রবেশ করে যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন যে লোকটির কাছে আমরা প্রবেশ করছিলাম, মানবকুলের মাঝে আমাদের চোখে তাঁর চাইতে অধিকতর পসন্দনীয় কোন মানুষ ছিল না।" আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমাদের এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, 'আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে সুলায়মান (আ)-এর রাজত্বের ন্যায় রাজত্বের প্রার্থনা করলেন না কেন? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসলেন এবং বললেন—

فلعل صاحبك عند الله افضل من ملك سليمان ان الله عز و جل لم يبعث نبيا الا اعطاه دعوة - فمنهم من تخذ هادنيا فاعطيها ومنهم من دعا بها على قومه اذ عصوه فاهلكوا بها - وان الله اعطان دعوة فاختبأتها عند ربى شفاعة لامتى يوم القيامة -

সম্ভবত তোমাদের এ সাথী আল্লাহ্‌র কাছে বাদশাহ সুলায়মান (আ)-এর চাইতেও উত্তম। কেননা, মহান মহীয়ান আল্লাহ্ পাক যত নবী পাঠিয়েছেন, প্রত্যেকটি একটি বিশেষ দু'আর ইখতিয়ার দিয়েছেন। নবীগণের কেউ কেউ সে দু'আটি পার্থিব প্রয়োজন পূরণে গ্রহণ করেছেন, তাই দুনিয়ায় তাঁকে তাই দেয়া হয়েছে। কোন কোন নবী তাঁর কওম তাঁর অবাধ্য হলে তাদের জন্য বদ-দু'আ করেছেন, ফলে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আমাকেও একটি বিশেষ দু'আর ইখতিয়ার দিয়েছেন, আমি তা কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালকের দরবারে আমার উম্মতের জন্য শাফাআত করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রেখেছি।"

তারিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও তাঁর সঙ্গীদের আগমন প্রসঙ্গ

হাফিজ বায়হাকী (র) আবূ খাব্বাব আল-কালবী (র) থেকে....তারিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, "আমি 'যুল মাজায' বাজারে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি এগিয়ে আসলো।- সে বলছিল, লোক সকল! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকার করে নাও, তোমরা সফলতা লাভ করবে।" আর এক ব্যক্তি তাকে কঙ্কর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার পিছু পিছু আসছিল। সে বলছিল, লোক সকল! এ লোকটি মিথ্যুক। আমি বললাম, (সামনের) এ লোকটি কে? লোকেরা বলল, 'এ হচ্ছে বনূ হাশিম পরিবারের এক তরুণ যে নিজেকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দাবী করে থাকে।' আমি বললাম, আর যে লোকটি তার সাথে এ আচরণ করে চলেছে সে লোকটি কে? তারা বলল, সে তাঁর চাচা আবদুল উয্‌যা। তারিক (রা) বলেন, এরপর লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে যখন হিজরত করল, তখন মদীনা থেকে খেজুর ও রসদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা রাবাযা থেকে মদীনা অভিমুখে সফর করলাম। মদীনার বাগ-বাগিচার ও খেজুর বিথীর কাছাকাছি পৌছলে আমি বললাম, এখানে নেমে পড়ে আমাদের পোশাক পাল্টে নিলে মন্দ হয় না। ইতোমধ্যে দু'খানা পুরান কাপড় পরা এক ব্যক্তি এসে আমাদের সালাম করে বলল, এ কাফেলা কোত্থেকে আসছে? আমরা বললাম, রাবাযা থেকে। লোকটি বললো, গন্তব্য কোথায়? আমরা বললাম, এ মদীনার উদ্দেশ্যেই আগমন। লোকটি বলল, এখানে কী প্রয়োজনে তোমাদের আগমন? আমরা বললাম, বেচাকেনা করে এখানকার খেজুর সংগ্রহ করবো। আমাদের সাথে এক হাওদানাশীনা ও তার বাহন রয়েছে, আরও রয়েছে নাকে রশি গাঁথা একটি লাল উট। সে বলল, তোমাদের এ উটটি আমার কাছে বেচবে কি? আমরা বললাম, হাঁ, এত এত সা'[1] খুরমার বিনিময়ে। তারিক (রা) বলেন, লোকটি আমাদের দাবীকৃত মূল্য থেকে কিছু কম করতে না বলেই উটের দড়ি ধরে চলে যেতে লাগল। লোকটি বাগানের বেষ্টনী দেয়াল ও খেজুর সারির আড়ালে চলে গেলে আমরা বলাবলি করলাম। কাজটা কী করলাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো কোন পরিচিত লোকের কাছে উটটি বিক্রি করি নি, তবুও তার কাছ থেকে

১. সা' (صاع) সাড়ে তিন থেকে পৌনে চার সের; আট পাউন্ড (বা এক গ্যালন) ওযনের সমপরিমাণ। ৩.২৬ কিলোগ্রাম। -অনুবাদক

ন্যায্য মূল্য না রেখেই তাকে যেতে দিলাম ? তারিক (রা) বলেন, কাফেলার মেয়ে লোকটি বলতে লাগল, "আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো এমন একজন লোক দেখলাম, তার চেহারা যেন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের টুকরো। আমি তোমাদের উটের মূল্যের দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি।' ইতোমধ্যে লোকটি ফিরে আসতে দেখা গেল। সে এসে বলল, يا اخاصداء انك امطاع فى قومك- আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল ও প্রেরিত পুরুষ! এই নাও তোমাদের খুরমা। (আগে) খেয়ে নাও এবং পরিতৃপ্তির সাথে খাও, তারপর পুরোপুরি ও পূর্ণাঙ্গ পরিমাপ করে নিয়ে নাও।' আমরা পেট পুরে খেলাম এবং পুরোপুরি মেপে নিলাম। তারপর আমরা মদীনা শহরে ঢুকে মসজিদে (নববীতে) গেলাম। দেখি কী সেই লোকটি মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। আমরা তার ভাষণের এ অংশ তাঁকে বলতে শুনলাম–

تصدقوا فان الصدقة خير لكم - اليد العليا خير من اليد السفلى - امك وابك واختك واخاك وادناك ادناك-

"দান সাদাকা করতে থাক, সাদাকা করা তোমাদের জন্য উত্তম। দাতা হাত গ্রহীতা হাতের চাইতে উত্তম। মা-বাপ, বোন, ভাই এবং ক্রমান্বয়ে নিকটজন এর প্রতি দান করবে।"

এসময় বনূ ইয়ারবূ কিংবা আনসারী এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'এ গোত্রের কাছে জাহিলী যুগের আমাদের খুনের বদলা (রক্তপণ) প্রাপ্ত রয়েছে।' তিনি বললেন, "বাপের অপরাধের দায়-দায়িত্ব সন্তানের উপরে বর্তায় না।" কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

নাসাঈ (র) ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র)....তারিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল মুহারিবী (র) সূত্রে এ হাদীসের সাদাকার ফযীলত অংশ বিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) হাদীসখানি বিশদভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। এ রিওয়ায়াতে মহিলার উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে "পরস্পর ভর্ৎসনায় লিপ্ত হয়ো না! আমি তো এমন এক লোকের চেহারা দেখেছি, যে কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে না। পূর্ণিমা রাতের সাথে তাঁর মুখাবয়বের চেয়ে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ আর কোন চেহারা আমি দেখিনি।

ফারওয়া ইব্‌ন আমর আল জুযামী মাআন অঞ্চলের শাসক-এর দূত-এর আগমন

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ফারওয়া ইব্‌ন আমর ইবনুন নাফিরা আল জুযামী আন-নুফাছী তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে একজন দূত পাঠালেন। সাথে হাদিয়াস্বরূপ একটি সাদা খচ্চরও পাঠালেন। ফারওয়া তাঁর পার্শ্ববর্তী আরব অঞ্চলের জন্য রোম সম্রাটের মনোনীত শাসক ছিলেন। তাঁর শাসন কেন্দ্র ছিল 'মাআন'-এ।[1] মাআন ও পার্শ্ববর্তী সিরীয় অঞ্চল ছিল তাঁর শাসিত এলাকা। রোমানদের কাছে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌছলে তারা তাঁকে তলব করে পাঠাল এবং তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে নিজেদের এলাকায় কারারুদ্ধ করে রাখল। বন্দী অবস্থায় রচিত তার কবিতা

"বন্ধু ও সঙ্গীদের চোখ এড়িয়ে গভীর রাতে সুলায়মার কাছে যাচ্ছিলাম। রোমানরা ওৎ পেতে ছিল দরজা ও পুকুরের মাঝের আঙ্গিনায়। দৃশ্য দেখে মন এলোমেলো হয়ে গেল।

১. মাআন (معان) জর্দানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসকি ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

আঙ্গিনায় খড়কুটো বিছিয়ে ঘুমানোর ইচ্ছা করলাম। পরিস্থিতি আমাকে কাঁদিয়ে দিল। সুলায়মা আমার অনুপস্থিতিতে চোখে সুরমা মেখো না কারো আগমনের অপেক্ষায় থেকো না।"

আবূ কুবায়শা! তুমি তো জান,আমি অভিজাতদের সেরা, আমার জিহ্বা রুখে রাখা যায় না। যদি শেষ হয়ে যাই, তবে তোমাদের এক সহকর্মীকে হারালে, আর বেঁচে থাকলে আমার অবস্থান তোমাদের অজ্ঞাত থাকবে না। এক উচ্চাভিলাষী তরুণ যা কিছু সঞ্চয় করে তা আমি আহরণ করেছিলাম বীরত্ব, বদন্যতা ও বাগ্মিতা।"

রোমানরা তাঁকে শূলিবিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁকে ফিলিসতীনের আফাররা জলাশয়ের পাড়ে নিয়ে গেল। সে সময় রচিত ফারওয়ার কবিতা–

"ও হায়! সালমা কি খবর পেল যে, তার জীবন সাথী আফাররা জলাশয়ের পাড়ে এক বিশেষ বাহনের আরোহী। এমন এক উষ্ট্রী যার মাকে কোন নর উট সঙ্গম করে নি। (অর্থাৎ শূলি) তাকে তথায় বেঁধে দেয়া হয়েছে অষ্ঠে পৃষ্ঠে।

ইব্‌নু ইসহাক (র) বলেন, যুহরী বলেছেন, তারা তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঠেলে দিলে তিনি বললেন,

بلغ سراة المسلمين باننى + سلم لربى اعظمى ومقامى-

"মুসলমান নেতা সরদারদের সংবাদ পৌঁছে দিও, আমি আমার অস্থি-মজ্জা, আমার স্থান-অবস্থান আমার প্রতিপালক সকাশে সমর্পিত ও নিবেদিত।"

বর্ণনাকারী বলেন, রোমানরা তাঁর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে সে জলাশয়ের কাছে শূলি বিদ্ধ করে রেখে দিল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাজী থাকুন, তাঁকে জান্নাতবাসী করে তাঁর মনের তুষ্টি দান করুন!

তামীম আদ্-দারী (রা)-এর আগমন প্রসঙ্গ

আবূ আবদুল্লাহ্ সাহ্ল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসরূয়েহ আল মারওয়াযী (র)....ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তামীম আদ্-দারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ মর্মে খবর দিলেন যে, তিনি সামুদ্রিক সফরে গিয়েছিলেন। তাঁদের জাহাজ পথ হারিয়ে ফেলল। তাঁরা একটি দ্বীপে উপনীত হলেন। দ্বীপে নেমে তাঁরা খাবার পানির সন্ধান করতে লাগলেন। সেখানে বিশেষ আকৃতির একটা মানুষ দেখতে পেলেন; সে তার সুদীর্ঘ কেশরাশি মাটিতে টেনে চলছিল। তামীম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি 'জাস্‌সাসাহ্'–গোপন তথ্য সন্ধানী ও গোয়েন্দা। তাঁরা বললেন, তবে আমাদের কিছু তথ্য বল। সে বলল, আমি তোমাদের কিছু বলব না, তবে তোমরা দ্বীপের অভ্যন্তরে যাও! আমরা অভ্যন্তরে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, একজন বন্দী লোক রয়েছে। সে বলল, তোমরা কারা? আমরা বললাম, আমরা আরব দেশীয় একদল লোক। সে বলল, তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত ঐ নবীর খবর কী? আমরা বললাম, লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করছে। সে বলল, তাই তাদের জন্য কল্যাণকর। তারপর [illegible] কূপের খবর কী? আমরা তাকে তার খবর বললাম (যে তার পানি দিয়ে এখন [illegible]) সে তখন এমন জোরে লাফ দিল যে মনে হল যেন, দেয়াল টপকে

বেরিয়ে পড়বে। তারপর বলল, 'বায়সান' খেজুর বাগানের খবর কী? তাতে কি ফল ধরতে শুরু করেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তা ফল দিতে শুরু করেছে। সে আগের বারের মত জোরে লাফিয়ে উঠল। তারপর বলল, শুনে রেখো। আমাকে বেরিয়ে আসার অবকাশ দেয়া হলে 'তায়বা' ব্যতীত সারা দুনিয়া আমি মাড়িয়ে দেব। রাবী ফাতিমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তামীম (রা)-কে ঘরের বাইরে নিয়ে আস্‌লে তিনি লোকদের এ ঘটনা শোনালেন। নবী করীম (সা) তখন বললেন, এ (মদীনা) হল 'তায়বা' (পবিত্র ভূমি) আর ঐ লোকটি হল 'দাজ্জাল'।

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও অন্যান্য সুনান সংকলকগণ এ হাদীসখানি একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) থেকে এ হাদীসের সমর্থক রিওয়ায়াত বিবৃত করেছেন, 'কিতাবুল ফিতান'– 'ফিতনা ঃ অধ্যায়ে এ হাদীসের' বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হবে।

বনূ আসাদ গোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গ

(এ পর্যায়ে ওয়াকিদী (র) 'লাখমী'দের শাখা 'দারিস' উপগোত্রের দশ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের আগমনী বিবরণ দিয়েছেন)।

বিবরণটি নিম্নরূপ– নবম হিজরীর প্রথমভাগে বনূ আসাদ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে উপস্থিত হয়, তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল দশ। এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যিরার ইবনুল আয্‌ওয়ার, ওয়াবিসা ইব্‌ন মাবাদ, তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ (পরবর্তীতে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার এবং আরো পরে মুসলমান হয়ে খাঁটি ইসলামী জীবন যাপনকারী) ও নাফাযা (মতান্তরে নাকাদা) ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালাফ। দল নেতা হাদরামী ইব্‌ন আমির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নিঝুম রাতের বর্ম পরিধান করে এক খরা পীড়িত বছরে আমরা আপনার কাছে এসেছি আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কোন বাহিনীও পাঠাননি (অর্থাৎ স্বেচ্ছায় এসেছি)। তখন তাদের সম্পর্কে নাযিল হল–

يمنون عليك ان اسلموا۔ قل لا تمتوا على اسلامكم ۔ بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين۔

"তারা আত্মসমর্পণ করেছে বলে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে বল, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে, মনে করো না। বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পথ দেখিয়ে তোমাদের প্রতি করুণা করেছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হও" (৪৯ ঃ ১৭)।

এদের মাঝে 'বনুর-রাতিয়্যাহ' (আভিধানিক অর্থে কঠোরতা সম্পন্ন) নামে একটি উপগোত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নাম পরিবর্তন করে বললেন, 'তোমরা বানূর রুশ্‌দা ঃ (সুমতিপ্রাপ্ত পরিবার)। নবী করীম (সা) নাফাদা, ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালাফ-এর কাছ একটি উটনী হাদিয়াস্বরূপ চেয়েছিলেন, যা সহজ আরোহনীয় ও তার সাথে তার বাচ্চা না থাকলেও সহজে দোহনযোগ্য হয়। কিন্তু নাফাদা অনেক খুঁজেও এমন উটনী পেল না। অবশেষে তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছে তা পাওয়া গেল। সেটি নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সেটি দোহন করতে বললেন। তিনি নিজে সে দুধ পান করলেন অবশিষ্ট দুধ দোহনকারীকে পান করালেন। তারপর তিনি বললেন—

اللهم بارك فيما و فيمن منحها- হে আল্লাহ! এ উষ্ট্রীতে এবং যে তা 'দান' করেছে তাকে বরকত দিন! তখন নাফাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! "আর যে এটি নিয়ে এসেছে তাকেও...." তিনি বললেন— وفيمن جاءبها "এবং যে এটি নিয়ে এসেছে তাকেও (বরকত দিন)!"

বনূ আবাস প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেছেন, এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল নয়। ওয়াকিদী (র) তাদের নামের তালিকা উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সা) তাদের বললেন– انا عاشركم "আমি তোমাদের দশম ব্যক্তি।" নবী করীম (সা) তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-কে হুকুম করলে তিনি তাঁদের (প্রতীকী) 'পতাকা' বেঁধে দিলেন এবং তাদের শিআর ও 'সাংকেতিক পরিচিতি (ঈড়ফব) সাব্যস্ত করা হল "ইয়া আশরা।"

ওয়াকিদী (র) আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে খালিদ ইব্‌ন সিনান আল আবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন (জাহিলিয়্যাত যুগের অধ্যায়ে আমরা তার জীবন চরিত আলোচনা করে এসেছি)। তারা বলল যে, 'তার কোন বংশধর নেই।' ওয়াকিদী (র)-এর বর্ণনায় আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দলটিকে সিরিয়া (শাম) প্রত্যাগত কুরায়শী (তেজারতী) কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে পাঠিয়েছিলেন। এ বর্ণনা দ্বারা অবশ্য মক্কা বিজয়ের আগেই তাদের প্রতিনিধিরূপে আগমনের কথা প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

বনূ ফাযারা প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর আল-জুমাহী (র)....আবূ ওয়াজযাঃ আস সাদী (র) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করলে– সে ছিল হিজরী নবম সনে– দশের অধিক সংখ্যক সদস্যের বনূ ফাযারা প্রতিনিধি দল আগমন করল। দলের সদস্যদের মাঝে ছিলেন খারিজাহ ইব্‌ন হিস্‌ন ও হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হিস্‌ন– দলের কনিষ্ঠতম সদস্য। তাঁরা এসেছিলেন দুর্বল শীর্ণ বাহনে করে (পথের দূরত্ব ও দুর্ভিক্ষের কারণে)। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে তাদের জনপদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তাদের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'দেশ সশ্য ফসলহীন হয়ে গিয়েছে, পশুপাল মরে যাচ্ছে, বাগান খরাগ্রস্ত হয়ে পাতাশূন্য হয়ে পড়েছে আর আমাদের পরিবার-পরিজন অনাহারে রয়েছে; আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বারে উঠে দু'আ করলেন। দু'আয় তিনি বললেন–

اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيى بلدك الميت - اللهم اسقنا غيثا....غير ضار- اللهم اسقنا سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق - اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعدا-

"ইয়া আল্লাহ্! আপনার পৃথিবীকে এবং আপনার পশুপালকে বর্ষণসিক্ত করুন! আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন! আপনার মৃত জনপদকে জীবন দান করুন! হে আল্লাহ্! আমাদের সিক্ত

করুন করুণাময় বর্ষণে, সুখকর, সজীব, অঢেল, প্রচুর, নগদ, অবিলম্বিত উপকারী, অপকারহীন বর্ষণ দিয়ে! হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দিন রহমতের, আযাবের বৃষ্টি নয়; ধ্বংসের নয়, নিমজ্জনের নয়, বিনাশেরও নয়। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন! বর্ণনাকারী বলেন, আকাশ বৃষ্টি বর্ষাতে লাগল। এক সপ্তাহ যাবত তারা আকাশ দেখতে পেলেন না। (পরের সপ্তাহে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বারে উঠে দু'আ করলেন—

اللهم حوالينا ولا علينا على الاكام والظراب دبطون الاودية ومنابت الشجر-

"ইয়া আল্লাহ্! আমাদের আশেপাশে, আমাদের উপরে নয়; পাহাড় ও টিলার বুকে উপত্যকার নিম্নভূমিতেও গাছপালার বাগানে বৃষ্টি হোক।"

ফলে মদীনার আকাশ থেকে মেঘ কেটে গেল, যেমন করে কাপড় গুটিয়ে ফেলা হয়।

বনূ মুর্‌রা ঃ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী (র) বলেন, নবী করীম (সা)-এর তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নবম হিজরীতে তাঁরা আগমন করেছিলেন। তাঁদের সদস্য সংখ্যা ছিল তের। হারিছ ইব্ন আওফ এঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য। নবী করীম (সা) প্রতিনিধি দলের প্রত্যেককে দশ উকিয়া (চারশ' দিরহাম) করে রূপা সম্মানী উপহার দিলেন এবং দল নেতা হারিছকে দিলেন বার উকিয়া রূপা। তাঁরা তাঁদের দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়ার কথা আলোচনা করায় তিনি তাদের জন্য এই বলে দু'আ করেছিলেন– ইয়া আল্লাহ্! তাদের বর্ষণ সিক্ত করুন! তারা নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে দেখলেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দিন তাদের জন্য দু'আ করেছিলেন, সে দিনই ঐ এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে।

বনূ ছালাবা ঃ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী (র) বলেন, মূসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র)....বনূ ছা'লাবার জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জি'ইর্‌রানাহ্ থেকে ফিরে এলে আমরা চারজন লোক তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, "আমরা আমাদের পশ্চাতে অবস্থানরত স্বগোত্রের প্রতিনিধি দূত; তাঁরা ইসলাম ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছে।" তিনি আমাদের আপ্যায়ন আতিথেয়তার নির্দেশ দিলেন। আমরা কিছু দিন অবস্থান করার পর তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন, প্রতিনিধি দলকে তুমি যেভাবে সম্মানী উপহার দিয়ে থাক, এদেরও উপহার দিয়ে দাও! বিলাল একটি রূপার 'গরু' (রূপার তৈরি গোমূর্তি) নিয়ে এলেন এবং আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ উকিয়ার সমপরিমাণ দিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নগদ দিরহাম (মুদ্রা) নেই।" আমরা আমাদের আবাস ক্ষেত্রে ফিরে এলাম।

বনূ মুহারিব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ছালিহ (র)....আবূ ওয়াজ্‌যাহ্ আস-সা'দী (র) থেকে। তিনি বলেন, দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় মুহারিবীদের প্রতিনিধি দল এল। তাদের দশ সদস্যের অন্যতম ছিলেন সাওয়া ইবনুল হারিছ এবং তাঁর পুত্র [illegible]

সাথে ছিলেন। তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হল রামলা বিনতুল হারিছ-এর বাড়িতে। বিলাল (রা) তাদের দিনের ও রাতের খাবার পৌঁছে দিতেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং কওমের অবশিষ্ট লোকদের দায়িত্ব নিলেন। হজ্জের মওসুমে এ গোত্রটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীব্র সমালোচক ও তাঁর প্রতি সর্বাধিক কঠোর আচরণকারী ছিল। প্রতিনিধি দলের মাঝে ঐ সব কঠোর প্রকৃতির লোকদের একজন বিদ্যমান ছিল। যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখে চিনতে পারলে সে বলল, 'যাবতীয় হাম্দ সে আল্লাহ্‌র যিনি আপনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ان هذه القلوب بيد الله عز و جل (মানুষের) এ মনগুলো মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র কুদরতী হাতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুযায়মা ঃ ইব্‌ন সাওয়া-এর চেহারায় হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে তা শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে গেল। নবী করীম (সা) এ দলের সদস্যদেরও প্রতিনিধি দলকে যেরূপ দেয়া হতো সেরূপ উপঢৌকন প্রদান করলেন। তাঁরা নিজেদের এলাকায় ফিরে গেলেন।

বনূ কিলাব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেছেন, নবম হিজরীতে তাদের তের সদস্যের প্রতিনিধি দলের আগমন হল। তাঁদের মাঝে ছিলেন কবি লাবীদ ইব্‌ন রাবীআ ও জব্বার ইব্‌ন সুলমা। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) ও জব্বারের মাঝে হৃদ্যতা ছিল, তাই তিনি তাঁকে সুস্বাগতম জানালেন এবং তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উপহার দিলেন। তাঁরা কা'ব (রা)-কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে ইসলামী রীতিতে তাঁকে সালাম করলেন। তারা উল্লেখ করলেন যে, যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ান আল কিলাবী আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ ও পন্থার প্রচার-প্রসারে তাঁদের মাঝে আনাগোনা করেছেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। যা হোক যাহ্‌হাক ধনীদের কাছ থেকে যাকাত-সাদাকা উসুল করে তা তাঁর সম্প্রদায়ের গরীবদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

কিলাব-এর উপগোত্র রুআসী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী (র) আরো উল্লেখ করেছেন, আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কায়স (ইব্‌ন বুজায়দ ইব্‌ন রুআস ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাসাআ) নামের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে ইসলাম কবুল করলেন। পরে স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানালেন। তারা বলল, 'বনূ উকায়ল আমাদের উপর যে চড়াও হয়েছিল, তার প্রতিশোধে তাদের উপর পাল্টা চড়াও হওয়ার পরেই....(আমরা ইসলাম গ্রহণ করব)। এ পর্যায়ে বর্ণনাকারী (ওয়াকিদী র.) বনূ উকায়ল ও রুআসীদের মাঝের একটি যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করেছেন এবং এ আমর ইব্‌ন মালিক বনূ উকায়লের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন (এ ঘটনা রাসূল (সা)-এর কানে পৌঁছে গেল)। আমর (রা) বলেন, আমি আমার দুহাত বেড়িতে জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমার এ সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'আমার কাছে এলে বেড়ির উপর থেকে তার হাত কেটে ফেলব। আমি এসে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর ডান দিক থেকে পুনরায় এলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি আবার তাঁর

বাম দিক থেকে এলাম। এবারও তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলে আমি তাঁর সামনে থেকে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে চাইলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান; আপনি আমার উপরে সন্তুষ্ট হউন আল্লাহ্ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন! তিনি বললেন– قد رضيت "আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।"

উকায়ল ইব্‌ন কা'ব গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী (র) বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে উপস্থিত হলে তাদের নামে আল আকীক (বনূ আকীলের উপত্যকা) উপত্যকা জাগীরস্বরূপ দিলেন। আকীক হল খেজুর গাছ ও পানির প্রস্রবণ বিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ। একটি বিষয় একটি সনদপত্রও লিখে দিলেন,

هذا ما اعطى محمد رسول اللهربيعا ومطرفا فاوانسا اعطاهم العفيق ما اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وسمعوا وطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم-

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, এ হল রাবী। মুতার্‌রিফ ও আনাসকে প্রদত্ত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফরমান। তিনি তাঁদের আকীক উপত্যকার জায়গীর বরাদ্দ দিয়েছেন– যতদিন তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আনুগত্য করে চলবে। কোন মুসলমানের প্রাপ্য হক তাদের তিনি দেন নি। এ সনদপত্র মুতার্‌রিফের হিফাজতে ছিল। বর্ণনাকারী (ওয়াকিদী) বলেন, আবূ রাযীন লাকীত ইব্‌ন আমির ইবনুল মুনতাফিক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উকায়লও এ সময় প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে 'আন-নাজীম' কূপের বরাদ্দ দিলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের অনুকূলে তাঁর বায়আত গ্রহণ করলেন (তাঁর আগমন ও আনুষঙ্গিক ঘটনা ও সুদীর্ঘ হাদীস আমরা ইতোপূর্বে বিবৃত করে এসেছি– আল-হামদু লিল্লাহ্!)।

কুশায়র ইব্‌ন কা'ব গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

তাঁদের আগমন হয়েছিল বিদায় হজ্জের আগে, বরং হুনায়ন অভিযানেরও আগে। তাদের মাঝে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম হল কুর্‌রা ইব্‌ন হুবায়রা ইব্‌ন (আমির ইব্‌ন) সালামা আল খায়র ইব্‌ন কুশায়র, কুর্‌রা (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে উপঢৌকন সামগ্রী দিলেন এবং তাঁকে একটি চাদরও পরিয়ে দেন। তিনি তাকে তাঁর গোত্রের যাকাত উসুলকারী নিয়োগ করলেন। কুর্‌রা (রা) প্রত্যাবর্তনকালে এ কবিতা বললেন–

তাকে (আমার বাহন উটনী তথা তার আরোহীকে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'দান' করলেন। যখন সে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল, তার জন্য ব্যবস্থা করলেন অফুরন্ত উপহার সামগ্রীর 'রাওয়াদুল খাদির'-এ সে দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতে লাগল। তখন সে মুহাম্মদের নিকট থেকে তার প্রয়োজনগুলো পূরণ করে এসেছে।

তার আরোহী এক তরুণ, যার 'হাওদা' দুর্নামকে সহআরোহী করে না; উপায়হীন দ্বিধাগ্রস্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবায় সে সদা আত্মনিবেদিত।

বনুল বাক্‌কা' প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

বর্ণনা মতে এ দলের আগমন হয়েছিল নবম হিজরীতে এবং সংখ্যায় এরা ছিলেন ত্রিশজন। মুআবিয়া ইব্‌ন নূর ইব্‌ন (মুআবিয়া ইব্‌ন উবাদা উবনুল বাক্‌কা) ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

তখন তাঁর বয়স ছিল একশ' বছর। তাঁর সাথে ছিল তাঁর ছেলে বিশ্‌র। মুআবিয়া (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পবিত্র হাতের স্পর্শে আমি বরকত হাসিল করছি। আমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আমার এ ছেলেটি বাপ-ভক্ত; আপনি তার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তাকে কয়েকটি বকরী দান করে সেগুলির জন্য বরকতের দু'আ করে দিলেন। ফলে তাঁরা এর পরে কখনো দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানীর বিপদে আক্রান্ত হন নি। মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন মুআবিয়া (র) এ বিষয়টি নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন।

"আমার পিতা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য কল্যাণ ও বরাআতের দু'আ করেছিলেন। আহমদ (সা) তাঁকে দিয়েছিলেন কয়েকটি বকরী সেগুলি যেন ধীরগামী শীর্ণ হরিণ, কদাকার লোমশ নয়।

রোজ বিকেলে বস্তিবাসীদের দুধ দিয়ে পাত্র ভরে দিত; সকালে আবার তেমনি ভরে দিত।

এ দান বরকতপূর্ণ; বরকতময় তার দাতা; আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন পর্যন্ত তার জন্য নিবেদিত আমার সালাত ও দরূদ।

কিনানা ঃ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী তাঁর একাধিক সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, ওয়াছিলা ইবনুল আসকা আল লায়ছী রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে আগমন করলেন; তখন তিনি তাবূক অভিযানের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করছিলেন। ওয়াছিলা নবী করীম (সা)-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করে স্বগোত্রে ফিরে গেলেন এবং তাদেরকে রাসূল করীম (সা)-এর অভিযানের সংবাদ জানিয়ে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার আহ্বান জানালেন। তাঁর পিতা তাঁকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে কিছুতেই বাহন দিব না। তাঁর বোন তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং ভাইয়ের সফরের আসবাবপত্র যোগাড় করে দিল। ওয়াছিলা (রা) কা'ব ইব্‌ন আজুরা (রা)-এর একটি উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফর সঙ্গী হলেন।

'দূমাহ্'-এর উকায়দিরের বিরুদ্ধে অভিযানে সেনাপতি খালিদ (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ওয়াছিলা (রা)-কেও পাঠিয়েছিলেন। বাহিনী ফিরে এলে ওয়াছিলা (রা) গনীমতের শর্তকৃত অংশ (উটের মালিক) কা'ব ইব্‌ন আজুরা (রা)-কে দিতে চাইলেন। কা'ব (রা) অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই তোমাকে বাহন দিয়েছিলাম।

আশজা গোত্রীয় প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন, আশজাঈদের আগমন হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের বছর। একশ' সদস্যের এ দলের দলপতি ছিলেন মাসউদ ইব্‌ন রুখায়লা। দলটি 'সালা' পর্বতের গিরিপথে অবস্থান নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের কাছে গেলেন এবং তাঁদের জন্য খুরমা ভর্তি পাত্রে আনতে নির্দেশ দিলেন। মতান্তরে তাঁদের আগমন হয়েছিল বনূ কুরায়জা অভিযানের পরে এবং এ প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল সাতশ'। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়ে তাঁরা ফিরে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বাহিলা ঃ গোত্রীয় প্রতিনিধি দল

মক্কা বিজয়ের পরে এ গোত্রের সর্দার মুতার্‌রিফ ইবনুল কাহিন এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য 'নিরাপত্তা সনদ' হাসিল করেন। নবী করীম (সা) তাঁদের জন্য 'ফারাইয ও ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান সম্বলিত একটি 'দলীল' লিখে দিয়েছিলেন। উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) ছিলেন দলীলটির লেখক।

বনূ সুলায়ম প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

(ওয়াকিদী বলেন,) কায়স ইব্‌ন নাশাবা নামধারী বনূ সুলায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন এবং কোন কোন বিষয় তিনি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। নবী করীম (সা) তাঁর জবাব দিলেন। কায়স সে সব কথা তাঁর মানসপটে সংরক্ষিত করে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তিনি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা এভাবে দিলেন যে, আমি রোমানদের ভাষা-বিবৃতি শুনেছি, পারসিকদের শ্লোককাব্য শুনেছি, আরবের কবিতামালাও শুনেছি, গণক-জ্যোতির্বিদদের অদৃশ্য গণনা আর হিম্‌য়ারী তর্কবিদদের বিতর্কানুষ্ঠান শুনেছি। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর বাণী ও ভাষা এদের কারো ভাষার সাথে সাদৃশ্য রাখে না। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং নিজেদের ভাগ্য গড়ে নাও! মক্কা বিজয়ের সময় এলে বনূ সুলায়মের সাতশ' সৈনিকের দল এসে 'কুদায়দ'-এ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হল। কারো কারো মতে, তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আব্বাস ইবনুল মিরদাস (রা)-এর ন্যায় খ্যাতিমান ব্যক্তি ছাড়াও এ দলে ছিলেন গোত্রের শীর্ষস্থানীয় আরো অনেকে। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে আবেদন জানালেন যে, 'আমাদের আপনার "অগ্রবর্তী" বাহিনীতে স্থান দিন, আমাদের লাল বর্ণের পতাকা দিন এবং 'মুকাদ্দিমান' (এগিয়ে চল) শব্দকে আমাদের 'বাহিনী সংকেত' নির্ধারিত করুন। নবী করীম (সা) তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাঁরা মক্কা বিজয় ও তাইফ-হুনায়ন অভিযানে তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। এ দলের অন্যতম সদস্য রাশিদ ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহী আস-সুলামী (রা) একটি বিশেষ মূর্তির (গৃহ দেবতা) পূজা করতেন। একদিন তিনি দেখলেন, দু'টি শেয়াল তার পূজনীয় দেবতার গায়ে পেশাব করছে। এ ঘটনা তাঁর চোখ খুলে দিলো। তখন তিনি বলে উঠলেন–

اربت يبول الثعلبان برأسه لقد زل من بالت عليه الثعالب-

শেয়াল জুটি পেশাব করে যার মাথায় পরে; সে আবার কেমন খোদা রে! শেয়াল যাতে পেশাব করে ঠায় বিনাশ তার তরে।' এ ঘটনার পর তিনি মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসে মুসলমান হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, 'তোমার নাম কি? তিনি বললেন, 'গাবী ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা (غاوى بن عبد العزاى)। উয্‌যা দেবীর দাসের পুত্র 'বিভ্রান্ত'। নবী করীম (সা) বললেন, (না) বরং তোমার নাম হবে 'রাশিদ ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহী। প্রতিপালকের বান্দার পুত্র রাশিদ পথের দিশাপ্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে 'রিহাত' নামক স্থানটি জায়গীররূপে দিলেন, যেখানে একটি প্রবাহমান ঝর্ণাধারা ছিল; যেটি পরে 'আয়নুর রাসূল বা রাসূলের ঝর্ণা নামে অভিহিত হয়। (বর্ণনাকারী বলেন) রাশিদ ছিলেন

তাঁর গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। নবী করীম (সা) তাঁকে কওমের নেতৃত্বের মনোনয়নপত্র দিলেন। তিনি মক্কা বিজয় ও পরবর্তী অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

হিলাল ইব্ন আমির গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

এ প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মাঝে উল্লেখযোগ্য আবদু আওফ ইব্ন আসরাম– যিনি মুসলমান হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম রেখেছিলেন 'আবদুল্লাহ্'। অন্যতম সদস্য কাবীসা ইব্ন মুখারিক থেকে সাদাকা বিষয়ক হাদীসের রিওয়ায়াত রয়েছে। বনূ হিলাল দলে আর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন নুজায়র ইবনুল হাদাম ইব্ন রুওয়ায়বাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিলাল ইব্ন আমির। ইনি মদীনায় উপনীত হলে খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মায়মূনা বিন্তুল হারিছ (রা)-এর ঘরে যেতে মনস্থ করলেন এবং তাঁর কাছে গিয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে এসে তাকে দেখতে পেয়ে রাগ করে ফিরে যেতে লাগলেন।

মায়মূনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি তো আমার বোনপো, তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। পরে যিয়াদকে সাথে করে মসজিদে গেলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করার পরে যিয়াদকে কাছে ডেকে তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁর মাথায় হাত রেখে তা তাঁর নাকের ডগা পর্যন্ত বুলিয়ে আনলেন। হিলালীরা তাই বলত যে, আমরা যিয়াদের চেহারায় সব সময় বরকত প্রত্যক্ষ করতাম। আর তাই কোন কবি যিয়াদের পুত্র আলীকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

"রাসূল যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং যার জন্য বরকতের দু'আ করলেন মসজিদে বসে। আমি যিয়াদের কথা বলছি, অন্য কেউই নয়; কোন খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তিই নয়। তাঁর নাকের ডগায় সে জ্যোতি ছির ছিল অম্লান, যতদিন না তিনি গোরস্তানে তাঁর আবাস নির্মাণ করেন।

বাকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন, এ দলের সদস্যগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কুস ইব্ন সাঈদা[১] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন (যে তিনি তাদের গোত্রের ছিলেন কিনা?)। তিনি বললেন, তিনি তোমাদের লোক নন, তিনি ছিলেন ইয়াদ গোত্রের। জাহিলী যুগে ইবরাহীমী (তাওহীদী) ধর্মের অনুসারী হয়েছিলেন এবং 'উকায' মেলার জনসমাবেশে 'এক আল্লাহ্' হওয়ার ধর্ম ও ইবরাহীমী বাণী প্রচার করতেন (নবী করীম (সা) তাঁর কিছু বাণী প্রতিনিধি দলকে শুনিয়েও দিলেন)।

বর্ণনাকারী বলেন, এ দলে ছিলেন বশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারছাদ ও হাস্সান ইব্ন খাওত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হাস্সানের পরিবারের একজন এ বিষয়ে কবিতা বলেছিলেন– "আমি, আমার পিতা ও হাস্সান ইব্ন খাওত ছিলাম নবী করীম (সা) সকাশে বকর গোত্রের দূত।

১. قس بن ساعدة জাহিলী যুগের অন্যতম বাগ্মী পুরুষ, ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী ও উকায মেলায় ধর্ম প্রচারক।

বনূ তাগলিব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ[১]

কথিত আছে যে, মুসলমান ও খৃস্টান মিলিয়ে এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ষোল। খৃস্টানদের বুকে সোনার তৈরি 'ক্রুশ' লাগানো ছিল। তারা রামালা বিনতুল হারিছ-এর বাড়িতে অবস্থান নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমান সদস্যদের নিরাপত্তা দান করলেন এবং খৃস্টান সদস্যদের সাথে এ মর্মে সন্ধি করলেন যে, খৃস্টবাদের অনুসারী বানিয়ে তারা তাদের সন্তানদের বিনষ্ট করবে না।

ইয়ামানী প্রতিনিধি দলসমূহ ঃ নাজীবী (মহান) প্রতিনিধি দল

ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, এ দলের আগমন হয়েছিল নবম হিজরীতে এবং তাদের সংখ্যা ছিল তের। অন্যান্যদের তুলনায় দলকে অধিক হারে সম্মানী উপহার দেয়া হয়েছিল। দলের অন্যতম তরুণ সদস্যকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করেছিলেন। তোমার কি চাই? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে মাফ করে দেন। আমাকে রহম করেন এবং আমার হৃদয়কে অভাবমুক্ত করেন! নবী করীম (সা) বললেন—

اللهم اغفره له وارحمه واجعل غناه فى قلبه هذا وافد السباع اليكم فان احببتم ان تفرضوا- له شيئا لا يعدوه الى غيره وان احببتم تركتموه وتحذرتم منه فما اخذ فهو رزقه-

"ইয়া আল্লাহ্! তাকে মাগফিরাত দিন, তাকে রহম করুন এবং তাকে 'মনের ধনী' বানিয়ে দিন। ফলে পরবর্তী সময়ে এ তরুণটি হয়েছিলেন পার্থিব মোহমুক্ত শ্রেষ্ঠ 'যাহিদ' ও দরবেশ।"

খাওয়ালানী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

তাদের সংখ্যার বিবরণে বলা হয়েছে যে, তারা ছিলেন দশজন এবং তাঁদের আগমন হয়েছিল দশম হিজরীর শাবান মাসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের কাছে 'আম্মু আনাস' নামে অভিহিত তাদের প্রতিমাটির বিষয় জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, "তার বদলে তার চেয়ে উত্তমটি আমরা গ্রহণ করেছি।" আর আমরা ফিরে যাওয়া মাত্র সেটিকে ভেঙ্গে চুরে গুড়িয়ে দেব। তাঁরা কিছুদিন কুরআন-সুন্নাহ্র তা'লীম গ্রহণ করলেন এবং যথাসময়ে ফিরে গিয়ে প্রতিমাটি গুড়িয়ে দিলেন। তাঁরা আল্লাহ্র হালালকৃত বিষয়কে হালাল সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করাকে নিজেদের জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করলেন।

জুফী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

জুফীদের বিষয় এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তাঁরা কলিজা খাওয়া হারাম মনে করতেন। প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের কলিজা খাওয়ার হুকুম দিলেন এবং তা ভূনা করতে বললেন এবং দলপতির হাতে তা তুলে দিয়ে বললেন, এটা না খাওয়া পর্যন্ত তোমাদের ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা আসবে না। দলপতি তা হাতে নিয়ে খেতে লাগলেন।

---

১. মতান্তরে বনূ ছা'লাবা প্রতিনিধিদল।

(অনভ্যস্ততার কারণে) তখন তাঁর হাত কাঁপছিল। তাঁর এ অবস্থার বিবরণ রয়েছে তাঁর স্বরচিত কবিতায়–

الا انى اكلت القلب كرها + و ترعد حيف مشته بنانى-

"মনের অনিচ্ছায় তবুও আমি খেয়ে নিলাম ভূনা কলিজা; তা ধরতে গিয়ে কেঁপে উঠছিল আমার আঙ্গুলগুলো।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে 'আযদ' গোত্রীয় প্রতিনিধিদলসমূহের আগমন প্রসঙ্গ

মা'রিফাতুস সাহাবা ঃ অধ্যায়ে আবূ নুআয়ম (র) এবং আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী (র)-এর বরাতে হাফিজ আবূ মূসা আল মাদীনী (র) উল্লেখ করেছেন, আবূ সুলায়মান আদ দারানী (র)....সুওয়াদ ইবনুল হারিছ (আল আযদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার সম্প্রদায়ের সাত সদস্যের সপ্তম ব্যক্তি হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বললাম। আমাদের আকৃতি-প্রকৃতি, আমাদের ভাব-ভঙ্গী ও পোশাক- পরিচ্ছদ তাঁকে মোহিত করল। তিনি বললেন, তোমাদের পরিচয় কি? আমরা বললাম, আমরা মু'মিন দল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃদু হাসি দিয়ে বললেন–

ان لكل قول حقيقة فما قولكم و ايمانكم-

"প্রতিটি উক্তির একটি গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে, তোমাদের উক্তি ও ঈমানের মূল বিষয় কি? আমরা বললাম, পনেরটি বিষয়; পাঁচটি আপনার দূতগণ যে সব বিষয় আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। পাঁচটি বিষয় যা তারা আমাদের আমল করতে বলেছেন; আর পাঁচটি বিষয় এমন যা জাহিলী যুগ হতে আমাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সেগুলি আমরা পালন করে চলছি, তবে যদি তার কোনটি আপনার অপসন্দ হয়....।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার দূতগণ যে পাঁচটি বিষয় বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন সেগুলো কী কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান এ পাঁচটি বিষয় ঈমান রাখার কথা তারা বলেছেন। তিনি বললেন, যে পাঁচটি বিষয়ে তোমাদের তাঁরা আমল করতে বলেছেন সেগুলো কী কী? আমরা বললাম, তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালিমার স্বীকৃতি দেই, সালাত কায়েম করি, যাকাত আদায় করি, রমযানের সিয়াম পালন করি এবং পথ ও পাথেয়তে সমর্থবান হলে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করি।

তিনি বললেন, জাহিলী যুগ থেকে তোমাদের আহরিত পাঁচটি নৈতিক বিষয় কী কী? আমরা বললাম, সে যুগের (জ্ঞানী) লোকেরা বলেছেন, সচ্ছলতায় (আল্লাহ্র) শুক্র আদায় করা; বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ; তাকদীরের ভাল-মন্দে তুষ্টি; শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রসমূহে সততা ও নিষ্ঠা এবং শত্রুর বিপদে উল্লাস বর্জন করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এরা বিদ্বান ও বিজ্ঞজন, তাঁদের সুবোধ ও সুবুদ্ধি তাদেরকে নবুয়তের স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল প্রায়।"

পরে বললেন, আমি আর পাঁচটি বিষয় তোমাদের বাড়িয়ে দিচ্ছি; তোমাদের জন্য **কুড়িটি সদগুণের সমাহার ঘটবে। যদি তোমরা** তেমনই হও যেমন তোমরা বলছ। فلا تجمعوا مالا تأكلون **১. যা খাও– যার** অবকাশ পাবে না তা সঞ্চয় করো না; ولا تبنوا مالا تسكنون **২. যাতে তোমরা** বসবাসের অবকাশ পাবে না তা নির্মাণ করো না; ولا تنافسوا فى شيئ أنتم عنه غدا تزولون ৩. আগামীকাল যে বিষয়বস্তু হতে তোমরা অপসৃত হবে তা **আহরণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত** হয়ো না; واتقوا الله الذى اليه ترجعون وعليه تعرضون **৪. আল্লাহ্কে ভয়** করে চলবে, যাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং যাঁর **সমীপে** তোমাদের উপস্থিত করা হবে; وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون ৫. এবং তোমাদের যেথায় নিয়ে যাওয় হবে এবং স্থায়ী **অবস্থান** দেয়া হবে (অর্থাৎ জান্নাত) তার ব্যাপারে সাগ্রহ মনোযোগী থাকবে।"

এরপর দলটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল এবং তাঁর বিশেষ নির্দেশের যথাযথ সংরক্ষণ করে তদনুসারে আমল করতে থাকল।

কিনদাহ গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

আশআছ ইব্ন কায়স এর নেতৃত্বে আগত এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দশের অধিক আরোহী। তাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া এবং দল নেতা আশআছকে বার উকিয়া উপঢৌকনস্বরূপ দেয়া হয়েছিল– যার বর্ণনা ইতোপূর্বে গিয়েছে।

আস-সাদাফ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

দশের অধিক সংখ্যায় আগত এ প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি মিম্বরের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁরা সালাম না করে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা মুসলমান তো ? তারা বললেন, জী হাঁ! তিনি বললেন, তবে সালাম করলে না কেন? তারা তখন তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসসালামু আলায়কা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতিল্লাহি ও বারাকাতুহূ! তিনি বললেন, ওয়া আলায়কুমুস সালাম! বসে পড়! তারা বসে পড়লেন এবং পরে সালাতের সময়সূচী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন।

খুশায়নী প্রতিনিধি প্রসঙ্গ

ওয়াকিদী বলেন, আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) আগমন করেছিলেন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে খায়বারের অভিযানে অংশ গ্রহণ করলেন। পরে ঐ গোত্রের দশ সংখ্যার অধিক লোক এসে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।

বনূ সা'দ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

পরবর্তী প্রতিনিধি দলের তালিকায় রয়েছে বনূ সা'দ ও তার শাখাসমূহ– হুযায়ম, বালী, বাহ্রা, বনূ আযরাহ্, সালমান, জুহায়না, বনূ কাল্ব ও জারমী। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত আম্র ইব্ন সালামা আল-জারমী (রা)-এর হাদীস বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও রয়েছে আয্‌দ, খাস্‌সান, হারিছ ইব্‌ন কা'ব, হামাদান, সাদুল আশীরা, কায়স, দারী, যাহাবী, বনূ আমির, মাসজি, বাজীলা খাছআম ও হাদরামাওত প্রতিনিধিদলসমূহ। এসব দলের সদস্যের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র-এর চারজন সামন্ত রাজা হুমায়দ, মুখাওওয়াস, মুশার্‌রাজ ও আব্‌যাআহ। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে এদের ভাই আল গামরসহ এদের বর্ণনা রয়েছে। ওয়াকিদী (তাঁর কিতাবুল মাগাযীতে) এঁদের বিষয় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

ওয়াকিদী আরও যে সব প্রতিনিধি দলের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আয্‌দই আম্মান, গাফিক, বারিক, দাউস ছুমালা, আল হিদাব, আসলাম, জুযাম, মুহরা, হিময়ার, নাজরান ও হায়সান প্রতিনিধিদলসমূহ। তিনি এসব গোত্রের বিশদ আলোচনা করেছেন। এর আংশিক আলোচনা আমরা যথাস্থানে করে এসেছি এবং তাই যথেষ্ট। ওয়াকিদীর পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

আস সিবা প্রতিনিধি প্রসঙ্গ (নেকড়ে বাঘের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গ)

শুআয়ব ইব্‌ন উবাদা....আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানতাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় তাঁর সাহাবীগণের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আওয়ায দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

هذا وافد السباع اليكم فان احببتم تركتموه وتحذرتم منه فما اخذ فهو رزقه -

"এ হচ্ছে তোমাদের কাছে হিংস্র প্রাণীকুলের প্রতিনিধি। এখন তোমরা পসন্দ করলে তার জন্য কোন কিছু বরাদ্দ করে দিতে পার, তাহলে তার অতিরিক্ত কোথাও সে হানা দেবে না। আর ইচ্ছা করলে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে তোমরা (তোমাদের পশুপাল রক্ষার ব্যাপারে) সতর্কতা অবলম্বন করে চলবে। তখন সে যা ধরে নিতে পারবে তাই তার রিযিক হবে।"

তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মনের খুশীতে তার জন্য কিছু বরাদ্দ করতে সম্মত নই! নবী করীম (সা) তখন নেকড়েটির দিকে তিনটি আঙ্গুল উঁচু করে ইঙ্গিত করলেন– অর্থাৎ সুযোগ বুঝে ছিনিয়ে নাও। তখন নেকড়েটি মাথা দুলিয়ে হেলে-দুলে চলে গেল। এ সূত্রে হাদীসটি 'মুরসাল' পর্যায়ের। অবশ্য ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত হাদীসের নেকড়ের সাথে এ নেকড়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একটি নেকড়ে একটি ছাগলের উপর আক্রমণ করে তাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল। রাখাল তার পিছনে ধাওয়া করে ছাগলটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। নেকড়ে তার লেজে ভর করে দাঁড়িয়ে (রাখালকে) বলতে লাগল। তোমার মনে আল্লাহ্‌র ভয় নেই যে, আল্লাহ্ আমার জন্য যে রিযিক পাঠিয়েছেন তা তুমি ছিনিয়ে রেখে দিচ্ছ? রাখাল (বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে) বলতে লাগল, হা! বিস্ময়! এ যে লেজে ভর করে আমার সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলছে! নেকড়েটি বলল, এর চেয়েও আশ্চর্য খবর আমার কাছে আছে, তোমাকে বলব কি? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ 'ইয়াছরিবে' মানুষের কাছে বিগত দিনের খবরাদি বর্ণনা করেন! বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাখাল তার বকরীপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে মদীনা অভিমুখে

চলল এবং মদীনার চৌহদ্দীতে প্রবেশ করে তার কোন এক প্রান্তে তার বকরী পাল জড়ো করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে নেকড়ের সাথে তার কথোপকথন বিষয় তাঁকে অবহিত করল। তখন ঘোষণা দেয়া হল الصلاة جماعة "সালাতের জামাআতে হাযির হও।" তারপর রাসূল (সা) বেরিয়ে এসে রাখালকে বললেন, উপস্থিত লোকদের তোমার ঘটনা অবহিত কর। রাখাল তাদের অবহিত করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

صدق والذى نفس محمد بيده - لا تقوم السعة حتى تكلم السباع الانس وتكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما احدث اهله بعده -

"সে সত্য বলেছে; কসম সে সত্তার যাঁর অধিকারে মুহাম্মদের জীবন! কিয়ামত সংঘটিত হবে না– যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণীরা মানুষদের সাথে কথা বলবে, আর যতক্ষণ না মানুষের (হাতের) চাবুক ঝুলাবার রশি তার সাথে কথা বলবে, জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে এবং যতক্ষণ না মানুষের উরু তার অনুপস্থিতিকালে তার স্ত্রীর কৃতকর্ম বিষয় তাকে অবহিত করবে।"

তিরমিযী (র) এ হাদীস সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র)....কাসিম ইবনু ফায্ল সূত্রে উল্লিখিত সনদে রিওয়ায়াত করে মন্তব্য করেছেন– "এটি একক সূত্রীয় উত্তম বিশুদ্ধ বর্ণনা। (حسن غريب صحيح) কারণ, কাসিম ইবনুল ফায্ল ব্যতীত অন্য কারো সূত্রে আমরা এ হাদীসের পরিচিতি লাভ করিনি। তবে হাদীস বিশারদগণের মতে কাসিম বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। বিশিষ্ট ইমাম ইয়াহ্য়া ও ইব্ন মাহদী (র) তাকে 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ইমাম আহমদ (র)-এর আবুল ইয়ামান (র)....আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) সনদেও হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে আরো বিশদ বর্ণনা রয়েছে। আহমদ (র)-এর আরো একটি রিওয়ায়াত রয়েছে আবুন নায্র (র), শাহ্র (রা)....এবং আবূ সাঈদ (রা) থেকে। এ বর্ণনা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত এবং এ সনদ সুনান গ্রন্থসমূহের শর্তানুরূপ; তবে সুনানা সংকলকগণ এ হাদীস উদ্ধৃত করেননি।

জীনদের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ

হিজরতের আগে মক্কা শরীফে জীন জাতির প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সূরাতুল আহকাফ-এর وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ "স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি ধাবিত করেছিলাম এক দল জিনকে, যারা কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল....(৪৬ ঃ ২৯)। এ আয়াতে প্রসঙ্গে এ বিষয় সুবিস্তৃত পরিধিতে আলোচনা পর্যালোচনা করেছি এবং প্রাসঙ্গিক হাদীস ও আছারসমূহও উল্লেখ করেছি।

বিশেষত সাওয়াদ ইব্ন কারিব (রা)-এর হাদীস ও ঘটনা যিনি জ্যোতিষী ও গণক ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের সময় তার বশীভূত জীন তাকে যে কবিতা বলেছিল—

জীন জাতি ও তাদের অপবিত্র (কাফির)-দের অবস্থা দেখে এবং তড়িঘড়ি সাদা-কাল উটের পিঠে গদি আঁটা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছি;

সে কাফেলা ধাবিত হচ্ছিল মক্কাভিমুখে হিদায়াত **অন্বেষণে। মু'মিন জীন ও কাফিরদের** আর সমতুল্য নয়!

হাশিমীর 'শ্রেষ্ঠ' ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উঠে পড়; তোমার চোখ দুটো উঁচিয়ে রেখো তাঁর মাথার **পানে।**

পরবর্তী উক্তি— জীন জাতি ও তাদের সন্ধানী তৎপরতা দেখে এবং সাদা-কাল উটের **পিঠে তাদের হাওদা বাঁধা দেখে আমি** অভিভূত হলাম।

হিদায়াত অন্বেষণে ধেয়ে চলছে মক্কা পানে, তার সামনের ভাগ তার লেজের মত তো নয়।

হাশিমী 'নির্বাচিত' **ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উঠে পড়; তোমার দু'**চোখ নিবদ্ধ রেখো তাঁর দরজা **পানে।**

এবং তার পরবর্তী উক্তি— জীন জাতি ও তাদের খবর আদান-প্রদান দেখে এবং সাদা-**কাল** উটের পিঠে পাল্কী চড়ানো দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি;

হিদায়াত অন্বেষণে এগিয়ে চলছে মক্কাভিমুখে; অকল্যাণধারীরা তো আর কল্যাণধারীদের **সমান হয় না।**

হাশিমী 'মনোনীত' ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এগিয়ে চল; মু'মিন জীনগণ তাদের কাফিরদের **সমতুল্য নন।**

এ ধরনের আরো কবিতা রয়েছে— যা মক্কায় বারবার প্রতিনিধিরূপে জীনদের আগমনের প্রমাণ করে। (যথাস্থানে আমরা এর যথেষ্ট বিবরণ দিয়ে এসেছি। আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় হাম্‌দ; সব অনুগ্রহও তাঁরই এবং তিনিই তাওফীক দেয়ার মালিক)।

ইবলীসের অন্যতম বংশধরের আগমন প্রসঙ্গ

হাফিজ আবূ বকর আল বায়হাকী (র) এ পর্যায়ে একটি বিরল বরং অস্বীকৃত কিংবা **বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন।** তবে তাঁর সূত্র অভিনব বিধায় বায়হাকী (র)-এর অনুসরণে **আমরা তা উল্লেখ করছি।** তদুপরি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তিনি তাঁর 'দালাইলুন-নাবুওয়া' গ্রন্থে বলেছেন, হামা ইবনুল হায়ছাম ইব্‌ন লাকীস ইব্‌ন ইবলীস-এর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে আগমন ও তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গ। আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন আল-আলাবী (র)....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমরা 'তিহামার পর্বতমালার কোন একটিতে নবী করীম (সা)-এর সাথে বসা ছিলাম। তখন সেখানে লাঠি হাতে এক বুড়ো লোক এসে নবী করীম (সা)-কে সালাম করল। তিনি তাকে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, خغمة جن و غمغمتهم، من انت؟ এ যে জীনের সুর গুণগুনানী! তুমি কে? সে বলল, আমি হামা ঃ ইবনুল হায়ছাম ইব্‌ন লাকীস ইব্‌ন ইবলীস।

নবী করীম (সা) বললেন, তা হলে তোমার ও ইবলীসের মাঝে মাত্র দু'পুরুষ; তবে তোমার বয়স কত? সে বলল, দুনিয়া তার বয়স প্রায় শেষ করে ফেলেছে, কাবীল যখন হাবীলকে খুন করে তখন আমি ছিলাম কয়েক বছরের বালকমাত্র, কথাবার্তা বুঝতে পারি, ঢিবি ও টিলায় লাফিয়ে বেড়াই আর খাদ্য নষ্ট করা ও আত্মীয়তা ছিন্নকরণে প্ররোচনা দেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বললেন, 'কতই নোংরা খুঁত খুজে বেড়ানো বুড়ো ও দোষ অনুসন্ধানী যুবকের অপকর্ম।' হামা বলল, পুরান কথার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন! আমি মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌র দরগাহে তওবা করেছি। আমি নূহ (আ)-এর সাথে তাঁর ইবাদাত খানায় ছিলাম, তাঁর উম্মতের মাঝে তাঁর প্রতি ঈমান স্থাপনকারীদের সাথে। নিজের কওমের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করার ব্যাপারে আমি তাঁকে দোষারোপ করতে থাকলে এক সময় তিনি কেঁদে ফেললেন এবং আমাকেও কাঁদালেন। আর বললেন, আমি অবশ্যই ঐ বিষয়টিতে অনুতপ্ত এবং অজ্ঞ-মূর্খদের তালিকাভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাচ্ছি। হামার বর্ণনা, আমি বললাম, হে নূহ! হাবীল ইব্‌ন আদমের খুনে যারা হাত পঙ্কিল করেছিল, আমিও তাদের একজন; আপনি কি আমার জন্য তওবার কোন উপায় দেখতে পান? তিনি বললেন, ওহে হাম! কল্যাণ ও পূণ্যের সংকল্প কর এবং আক্ষেপ ও অনুতাপ করার আগেই তা সম্পাদন করে ফেল। আল্লাহ্ আমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার মধ্যে আমি এ কথা পড়েছি যে, কোন বান্দা আলাহ্‌র কাছে তওবা করলে তার কৃতকর্ম যে সীমায়ই পৌছুক না কেন আল্লাহ্ তার তওবা অবশ্যই কবুল করেন।

তুমি উঠে উযূ করে এসো এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু'টি সিজদা (দু'রাকাত সালাত) আদায় কর। হামা বলে, আমি সে মুহূর্তেই তাঁর নির্দেশিত কাজটি করলাম। একটু পরে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, মাথা তোল! আসমান থেকে তোমার তওবা কবুল হওয়ার বিষয় নাযিল হয়েছে। আমি তখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে শুক্‌র জ্ঞাপনে সিজদাবনত হলাম। তার পরবর্তী বর্ণনা আমি হূদ (আ)-এর সাথেও তাঁর কওমের ঈমানদার লোকদের সঙ্গে তাঁর ইবাদাতখানায় উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁর কওমের জন্য তাঁর বদ-দু'আর ব্যাপারে তাঁর নিকট অনুযোগ করতে থাকলাম। এমনকি তিনি নিজে কাঁদালেন, আমাকেও কাঁদালেন।

অবশেষে বললেন, ঐ বিষয়ে আমি অবশ্যই অনুতপ্ত এবং অজ্ঞ-মূর্খদের দলভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র শরণ প্রার্থনা করছি। হামা বলে চলল, 'সালিহ (আ)-এর প্রতি ঈমান স্থাপনকারী তাঁর কওমের লোকদের আমিও তাঁর ইবাদাতখানায় ছিলাম। আমি তাঁর কওমের জন্য বদ-দু'আ করার ব্যাপারে তাঁর কাছেও অনুযোগ করতে থাকলাম।

এমনকি তিনি কেঁদে ফেললেন এবং আমাকেও কাঁদালেন। আর বললেন, 'ঐ বিষয়ে আমি অনুতাপ বোধ করছি এবং আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাচ্ছি তিনি যেন আমাকে অজ্ঞ-মূর্খদের তালিকভুক্ত না করেন।' আমি ইয়াকূব (আ)-এর সাথেও মাঝে মাঝে সাক্ষাত করতাম, ইউসুফ (আ) যখন মর্যাদার আসীনে আসীন ছিলেন, আমি তখন তার সাথে ছিলাম। মাঠে-প্রান্তরে আমি ইলিয়াস (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করতাম, এখনও তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি আমাকে তাওরাতের কিছু অংশের তা'লীম দিয়েছেন।

তিনি বলছিলেন, ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-এর সাথে তোমার সাক্ষাত হলে তাঁকে আমার সালাম জানাবে। ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্যও আমি লাভ করেছি এবং তাঁকে মূসা (আ)-এর সালাম পৌছিয়ে দিয়েছি।

ঈসা (আ) আমাকে বলেছিলেন, "মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে যদি তোমার সাক্ষাত হয় তবে তাঁকে আমার সালাম জানাবে।" তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অঝোর ধারায় কাঁদলেন। পরে বললেন, "ঈসা (আ)-এর প্রতি সালাম যতদিন পর্যন্ত দুনিয়া বিদ্যমান থাকবে; আর তুমি যে

আমানত যথাযথ পৌঁছিয়ে দিলে সে জন্য হে হাম! তোমার প্রতিও সালাম!" হামা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মূসা (আ) যেমন করেছিলেন আপনিও আমার সাথে তেমন সদয় আচরণ করুন! তিনি আমাকে তাওরাতের কিছু অংশ শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

বর্ণনাকারী (উমর রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাকে সূরা আল ওয়াকিয়া, আল-মুরসালাত, আন-নাবা (আম্মা ইয়াতাসাআলূন), আত তাকবীর, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এবং সূরা ইখলাস শিখিয়ে দিলেন।

তারপর বললেন, হে হামা তোমার প্রয়োজনগুলোর কথা আমাকে জানাবে এবং আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে ভুলবে না। উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত সে আর দ্বিতীয়বার আমাদের কাছে আসে নি। এখনও সে বেঁচে আছে কিংবা মারা গেছে তা আমরা জানি না।

রিওয়ায়াত শেষে বায়হাকী (র) মন্তব্য করেছেন, (এ হাদীসের মধ্যবর্তী) রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মাশার-এর নিকট হতে শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। তবে হাদীসবেত্তাগণ তাঁকে 'দুর্বল' সাব্যস্ত করে থাকেন। এ হাদীস তুলনামূলক অন্য একটি সবল সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

দশম হিজরী সাল

খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর নাজরান অভিযান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, দশম হিজরীর রবিউছ-ছানী কিংবা জুমাদাল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-কে নাজরানের বনুল হারিছ ইব্‌ন কা'ব-এর বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। তিনি তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, যুদ্ধ শুরু করার আগে তুমি তিন দিন তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে; তাতে তারা সাড়া দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে; অন্যথায় তাদের সাথে লড়াই করবে। খালিদ (রা) বাহিনী সহকারে রওনা করে গন্তব্য পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি একদল সওয়ার পাঠিয়ে দিলেন, যারা চারদিক ঘুরে ঘুরে এ মর্মে ঘোষণা দিতে লাগল। ايها الناس اسـمعوا تسـلموا লোক সকল! মুসলমান হয়ে যাও, শান্তি ও নিরাপদে থাকবে। লোকেরা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দিয়ে মুসলমান হতে লাগল। তারা যুদ্ধ না করে মুসলমান হয়ে গেলে– সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ মুতাবিক খালিদ (রা) সেখানে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

পরে খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাবরে চিঠি লিখে পাঠালেন– "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"– আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বরাবরে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পক্ষ থেকে আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! আমি আপনার কাছে প্রশংসা করছি সে আল্লাহ্‌র যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তারপর ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন! আপনি আমাকে বনুল হারিছ ইব্‌ন কা'ব এর উদ্দেশ্যে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন 'আমি এখানে উপনীত হয়ে প্রথমেই তাদের আক্রমণ না করে তিনদিন যাবত তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেই

এবং তারা মুসলমান হয়ে গেলে তা যেন আমি মেনে নেই এবং তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি ও আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নতের তালীম দেই; আর তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি হলে যেন তাদের সাথে যুদ্ধ করি।' সে মর্মে আমি এখানে উপনীত হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক তিনদিন যাবত তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। এ উদ্দেশ্যে আমি তাদের মাঝে এ মর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য সওয়ার দল পাঠিয়েছি যে, 'হে হারিছ সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে! ফলে তারা প্রতিরোধ লড়াই না করে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। আমি এখন তাদের মাঝে অবস্থান করে আল্লাহ্ তাদের জন্য যা যা আদেশ করেছেন আর আদেশ দিচ্ছি, আর আল্লাহ্ তাদের জন্য যা যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তাদেরকে বারণ করছি। তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি ও নবী করীম (সা)-এর সুন্নাহ্ শিক্ষা দিচ্ছি। যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নতুন কোন কিছু লিখে পাঠাচ্ছেন। ওয়াস্সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ চিঠির জবাবে তাঁকে লিখলেন—

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد النبى رسول الله الى خالدين الوليد - سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو - اما بعد فان كتابك جاءنى مع رسولك يخبـــر ان بنى الحارث بن كعب قد اسلموا قبل ان تقاتلهم واجابوا الى ما دعوتهم اليه من الاســـلام وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله وان قد هل اهم الله بهـــداه فبشـــرهم وانذرهم واقبل وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته -

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্র রাসূল নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের প্রতি, সালামুন আলায়কা, আমি তোমার কাছে সে আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তারপর তোমার চিঠিসহ তোমার দূত এ মর্মে খবর নিয়ে এসেছে যে, বনুল হারিছ ইব্ন কা'বের সাথে তোমার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তথা ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তোমার দেয়া আহ্বানে তারা সাড়া দিয়েছে এবং এ কথার সাক্ষ্য স্বীকৃতি দিয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর হিদায়াত দিয়ে তাদের সুপথে এনেছেন। এখন তুমি তাদের (ভাল কাজে শুভ পরিণামের) সুসংবাদ দিতে থাক এবং (মন্দ পরিণামের ব্যাপারে) সতর্ক করতে থাক! আর (যথাসময়) তুমি চলে আসবে ও তোমার সাথে তাদের প্রতিনিধি দল (নিয়ে) আসবে। ওয়াস্সালামু আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।"

সে মতে খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে ফিরে এলেন। তাঁর সাথে এলো বনুল হারিছ ইব্ন কা'ব গোত্রের প্রতিনিধি দল। দলের উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন কায়স ইবনুল হুসায়ন যুল গুস্সাহ্, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মাদান[১], ইয়াযীদ ইবনুল মুহাজ্জাল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরাদ

---

১. [illegible] মাদান (المدان) প্রতিমার নাম।

(কুযাদ) আয্ যিয়াদী, শাদ্দাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আল কান্নানী ও আম্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ আয্-যাবাবী প্রমুখ। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাদের দেখে বললেন— من هؤلاء القوم الذين كانهم رجال الهند 'এরা কোথাকার লোক? মনে হয় যেন ভারতীয় মানুষ! কেউ একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা বনুল হারিছ ইব্ন কা'ব সম্প্রদায়ের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে তারা তাঁকে সালাম করে বলল, 'আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন— وانا اشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله - "আমিও সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। পরে তিনি বললেন, انتم الذين اذا زجروا استقدموا 'তোমরা তো সে ধরনের লোক যাদের উত্তেজিত করা হলে তারা দুঃসাহসী হয়ে উঠে।' এ কথার জবাবে তারা নিরবতা অবলম্বন করল এবং তাদের কেউই তাঁকে জবাব দিল না। তিনি দ্বিতীয়বার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তৃতীয়বার করার পরেও তাদের কেউ জবাব দিল না। তিনি চতুর্থবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মাদান বলল, জ্বী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সে ধরনের লোকই যাদের উত্তেজিত করা হলে তারা দুঃসাহসী হয়ে এগিয়ে যায়। ইয়াযীদ চারবার বলল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

لوان خالدا لم يكتب الى انكم اسلمتم ولم تقاتلوا لا لقيت رؤسكم تحت اقدامكم -

খালিদ যদি আমাকে না লিখত যে তোমরা লড়াই না করেই ইসলাম গ্রহণ করেছ, তবে তোমাদের মাথাগুলো তোমাদের পায়ের তলায় ফেলে দিতাম। ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মাদান বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনার স্তুতি করি নি; খালিদেরও স্তুতি করি নি। নবী করীম (সা) বললেন, فمن حمدتم ؟ তবে তোমরা কার স্তুতি করেছ? তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা তো আল্লাহ্র হাম্দ করেছি, যিনি আপনার মাধ্যমে আমাদের হিদায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, صدقتم! তোমরা যথার্থ বলেছ। তারপর বললেন,[১] জাহিলী যুগে তোমাদের সাথে লড়াই করতে আগমনকারীদের উপর তোমরা কিভাবে বিজয়ী হতে? তারা বলল, "আমরা তো কারো উপরে বিজয়ী হতাম না।" তিনি বললেন,[২] অবশ্যই; তোমাদের উপর আক্রমণকারীদের উপর তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হতে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আগতদের উপরে আমাদের বিজয়ী হওয়ার কারণ ছিল এই যে, আমরা যুথবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতাম, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হতাম না এবং আমরা কখনো কারো উপরে জুলুমের সূচনা করতাম না। নবী করীম (সা) বললেন, صدقتم 'সত্য বলেছ'। পরে তিনি কায়স ইবনুল হুসায়ন (রা)-কে তাদের আমীর ও গোত্রপতি মনোনীত করলেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, প্রতিনিধি দলটি শাওয়ালের শেষ ভাগে কিংবা যিলকদ মাসের প্রথম ভাগে স্বগোত্রে ফিরে গেল। তাদের চলে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে দীন ও ঈমানের তালীম, সুন্নাহ্ ও ধর্মীয় বিষয়াদির শিক্ষাদান ও তাদের যাকাত উসুল করার উদ্দেশ্যে আম্র ইব্ন হায্ম (রা)-কে সেখানে পাঠালেন। তাঁর সাথে একখানি লিপিকা দিলেন এবং

১.- بم كنتم تغلبون من قاتلكم فى الجاهلية

২.- بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم

তাতে তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য উল্লেখ করে দিলেন। (ইব্‌ন ইসহাক (র) এ পর্যায়ে নিয়োগ পত্রটির বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। আমরা হিময়ারী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গে বায়হাকী (র) সূত্রে তা উল্লেখ করে এসেছি। নাসাঈ (র) সনদবিহীনরূপে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনার অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন)।

ইয়ামানবাসীদের জন্য আমীর নিয়োগ প্রসঙ্গ

বুখারী (র) বলেন—

অনুচ্ছেদ ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে আবূ মূসা ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ প্রসঙ্গ

মূসা (র)....আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) আবূ মূসা ও মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি বলেন, তাঁদের প্রত্যেককে এক একটি অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন (তিনি বলেছেন, ইয়ামান দুটি বড় অঞ্চলে বিভক্ত ছিল)। নবী করীম (সা) তাদের বললেন- يسرا ولا تعسر بشرا ولا تنفرا "তোমরা সহজ করবে, কঠিন করবে না। সুসংবাদ দিবে; বিতৃষ্ণা করবে না।" অন্য একটি রিওয়ায়তে রয়েছে وتطاوعا ولا تختلفا "তোমরা পরস্পর মিলে-মিশে থাকবে, মতবিরোধে লিপ্ত হবে না।" দু'জনের প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য কাজে গমন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, দু'জনের প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় পরিদর্শন করতে করতে যখন অন্যজনের কাছাকাছি পৌঁছে যেতেন তখন সেখানে কিছু সময় দুজনে একত্রে অবস্থান করতেন (এবং পরস্পর সালাম-কালাম করতেন)। এভাবে একবার মুআয (রা) তাঁর এলাকায় পরিদর্শনকালে তার বন্ধু আবূ মূসা (রা)-এর কাছে পৌঁছলেন। তিনি খচ্চরের পিঠে চড়ে আবূ মূসা (রা)-এর কাছে উপনীত হলেন। দেখলেন, আবূ মূসা (রা) বসে রয়েছেন, তাঁর কাছে লোকজন সমবেত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর কাছে এক ব্যক্তিকে দুহাত বেঁধে রাখা হয়েছে। মুআয (রা) আবূ মূসা (রা)-কে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! লোকটির ব্যাপার কী? তিনি বললেন, এ লোকটি মুসলমান হওয়ার পরে ধর্মত্যাগী হয়েছে। মুআয (রা) বললেন, "এর শিরচ্ছেদ না করা পর্যন্ত আমরা অবতরণ করছি না।" আবূ মূসা (রা) বললেন, "এ উদ্দেশ্যেই তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।" সুতরাং নেমে পড়ুন! তিনি বললেন, "(না) তার শিরোচ্ছেদ করার আগে আমি নামছি না।" তখন নির্দেশ দেয়া হলে তার শিরোচ্ছেদ করা হলো।

তখন তিনি নেমে পড়লেন এবং বললেন, ভাই আবদুল্লাহ্ আপনি (রাতের তাহাজ্জুদ সালাতে) কুরআন কীভাবে (ও কি পরিমাণে) তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, আমি থেমে থেমে অনবরত পড়তে থাকি। তা ভাই মুআয! আপনি কীভাবে পড়ে থাকেন? তিনি বললেন, রাতের প্রথম অংশে (ইশার পরে) আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আমার ঘুমের চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেলে উঠে পড়ি এবং আল্লাহ্ যা তাওফীক দেন সে পরিমাণ (সালাতে) তিলাওয়াত করি এবং আমার ঘুমেও ছাওয়াবের আশা রাখি। যেমন আমার জাগরণে ছাওয়াবের আশা রাখি।" এ সূত্রে এটি বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা। মুসলিম (র) এ সূত্রে রিওয়ায়াত করেন নি। বুখারী (র) পরবর্তী রিওয়ায়াতে বলেছেন, ইসহাক (র)....আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়ামান নিয়োগ দিয়ে পাঠালে তিনি সেখানকার কয়েকটি 'পানীয়'

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নবী করীম (সা) বললেন, সেগুলো কী কী? আবূ মূসা (রা) **বললেন**, 'বিত ও মিয্‌র'। (মধ্যবর্তী রাবী সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদা বলেন) আমি (আমার পিতা **ও শায়খ**) আবূ বুরদাকে বললাম, আল-বিত ও **আল-মিয্‌র কী** জিনিস? তিনি বললেন– বিত **হল মধু** থেকে তৈরি সুরা এবং মিয্‌র **হল যব ভিজিয়ে তৈরি সুরা**। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, **كل مسكر حرام** "নেশা সৃষ্টিকারী **বস্তুমাত্রই হারাম"। জারীর** ও আবদুল ওয়াহীদ (র) আবূ **বুরদা** (রা) থেকে এ হাদীস রিওয়ায়াত **করেছেন। মুসলিম (র)** সাঈদ ইব্‌ন আবূ **বুরদা** (রা) **থেকে** হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী (র) অন্য রিওয়ায়াতে **বলেন, হাব্বান (র)....ইব্‌ন আব্বাস** (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **তিনি** বলেছেন, মুআয ইব্‌ন **জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠাবার** সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে **বললেন**—

انك ستأتى قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - فان هم اطاعوا لك بذالك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لك بذالك فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم اطاعوا لك بذالك فاياك وكرائم اموالهم - واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها و بين الله حجاب -

"তুমি একটি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ; সেখানে পৌঁছে তুমি তাদের এ আহ্বান জানাবে যে, তারা যেন এ সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। এ বিষয়ে তারা তোমার আনুগত্য করলে তাদের অবগত **করবে** যে, আল্লাহ্ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচবারের সালাত ফরয করেছেন। এ বিষয়ে **তারা** তোমর আনুগত্য করলে তাদের অবগত করবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয **করেছেন**, যা তাদের বিত্তবানদের কাছ থেকে উসুল করে তাদেরই বিত্তহীনদের মাঝে বিতরণ **করা** হবে।

এ বিষয়ে তারা তোমাদের আনুগত্য করেল তুমি তাদের বাছা বাছা ও পসন্দনীয় **সম্পদগুলো** বেছে নেয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। মযলূমের আহাজারিকে ভয় করে চলবে। **কেননা**, সে আহাজারি ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অন্তরায় নেই। (সিহাহ্ গ্রন্থসমূহের) ছয় **ইমামের** অন্যরাও বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আবুল মুগীরা (র)....মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণনা **করেন**, তিনি বলেছেন, তাঁকে ইয়ামানের শাসনকর্তা করে পাঠাবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে **উপদেশ** দিতে দিতে (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে আসলেন। মুআয (রা) বাহনে আরোহী হয়ে **চলছিলেন**, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার বাহনের পাশে পাশে হেঁটে চলছিলেন। প্রয়োজনীয় **কথাবার্তা** শেষ হলে তিনি বললেন—

يامعاذ انك عسى ان لا تلقانى بعد عامى هذا ولعلك ان تمر بمسجدى هذا وقبرى -

মুআয! হতে পারে, এ বছরের পরে তুমি আর আমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ **পাবে না; আর সম্ভবত** তুমি আমার এ মসজিদ এবং আমার এ কবরের পাশ দিয়ে পথ **চলবে**.....! এ

কথা শুনে মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আসন্ন বিরহ আশঙ্কায় কেঁদে ফেললেন। তারপর বিষণ্ন বদনে মদীনার পানে দৃষ্টি ঘোরালেন। নবী করীম (সা) বললেন-

ان اولى الناس لى المتقون من كانوا وحيث كانوا -

"আমার অধিকতর সান্নিধ্যের লোক হল মুত্তাকীরা। তাঁরা যে কোন দেশ গোত্রের হোক এবং যেখানে থাকুক না কেন।" আহমদ (র) পরবর্তী রিওয়ায়াত নিয়েছেন আবুল ইয়ামান (র)....আসিম ইব্‌ন হুমায়দ আস সাকূনী (র) থেকে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে অতিরিক্ত আছে তখন আরো বলেছিলেন-

لا تبك يا معاذ للبكاء وان البكاء من الشيطان-

হে মুআয! কেঁদো না, কান্নার অনেক উপযোগী সময় রয়েছে! (তা ছাড়া) কান্না মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবুল মুগীরা (র)....মুআয (রা) থেকে এ মর্মে যে, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি আমাকে বললেন,

لعلك ان تمر بقبرى ومسجدى فقد بعثتك الى قوم رفيقة قلوبهم يقاتلون على الحق (مرتين) فقاتل بمن اطاعك منهم من عصاك ثم يفيئون الى الاسلام حتى تبادر المرأة زوجها الولد والده والاخ اخاه فانزل بين الحيين السكون و السكاسك-

হয়ত, তুমি আমার কবর ও মসজিদের পাশ দিয়ে পথ চলবে; তোমাকে আমি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাচ্ছি যাদের হৃদয় কোমল, যারা ন্যায়ের ভিত্তিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় (কথাটি তিনি দু'বার বললেন)। সুতরাং তাদের মাঝে যারা তোমার অনুগামী হবে তাদের সহায়তা নিয়ে তাদের মধ্যকার অবাধ্যদের সাথে যুদ্ধ করবে। ফলে তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে। এমন কি স্ত্রী তার স্বামীর সাথে, সন্তান তার জনকের সাথে এবং ভাই ভাইয়ের সাথে প্রতিযোগীতা করে দীনের পথে ফিরে আসবে। তুমি 'সাকূন' ও 'সাকাসিক' গোত্রদ্বয়ের মাঝে অবস্থান করবে।

এ হাদীসে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, পরবর্তী সময়ে মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হওয়ার অবকাশ পাবেন না। বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। কেননা, বিদায় হজ্জ পর্যন্ত মুআয (রা) ইয়ামানেই অবস্থানরত ছিলেন। এদিকে হজ্জে আকবর (বিদায় হজ্জ)-এর একাশি দিন পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে যায়। তাই যে সব হাদীসে এর বিপরীত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়- যেমন, ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র)....মুআয (রা) থেকে বর্ণনা করেন এ মর্মে যে, তিনি ইয়ামান থেকে ফিরে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইয়ামানে কিছু লোক এমন দেখেছি যারা একে অন্যকে সিজদা করে। আমরাও কি আপনাকে সিজদা করবো না? তিনি বললেন—

لوكنت امرا بشرا ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها -

"আমি কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষের সামনে সিজদাবনত হওয়ার হুকুম করতে চাইলে স্ত্রীদের হুকুম দিতাম, তারা যেন তাদের স্বামীদের সিজদা করে।" আহমদ (র) এ হাদীসখানা

ইব্‌ন নুমায়র (র)....মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। মুআয (রা) ইয়ামান থেকে ফিরে এলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিছু লোককে দেখেছি....(অনুরূপ অর্থসম্পন্ন) এ বর্ণনা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য। হাদীসটি ঘুরে ফিরে 'জনৈক ব্যক্তি' অর্থাৎ নাম-পরিচয় অজ্ঞাত এক ব্যক্তির সূত্র মাধ্যমে বিবৃত হচ্ছে। আর এ ধরনের বর্ণনা তেমন প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত নয়। বিশেষত এর বিপরীতে নির্ভরযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য রাবীদের বর্ণনা বিদ্যমান। তাদের মতে 'মুআয যখন শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরে এলেন এটা তখনকার ঘটনা, (ইয়ামান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরের ঘটনা নয়।)[১]

আহমদ (র)-এর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রিওয়ায়ত ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী (র)....মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন— مفاتح الجنة شهادة ان لا اله الا الله- "জান্নাতের চাবিগুচ্ছ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই।"

ইমাম আহমদ (র) ওয়াকী (র)....মুআয (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন—

اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن -

"হে মুআয! মন্দের পিছনে ভাল করবে, তবে 'ভাল' 'মন্দকে' মুছে দেবে; মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।" ওয়াকী (র) বলেন, আমার পাণ্ডুলিপিতে দেখলাম– "আবূ যার (রা) থেকে অর্থাৎ (সম্ভবত) প্রথমবারে তাঁর কাছে শুনেছিলেন। (ওয়াকী (র)-এর শায়খ) সুফিয়ান (র) মাঝে মাঝে বলতেন– "মুআয (রা) থেকে, (অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকেও সম্ভবত এ হাদীসের রিওয়ায়াত রয়েছে)।

পরবর্তী রিওয়ায়াতে ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র)....মুআয (রা) থেকে, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন- اتق الله حيثما كنت "যেখানেই থাক আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে।" মুআয বললেন, 'আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন, "মন্দ করার পরে ভাল করবে, ভাল মন্দকে মুছে দিবে।" মুআয (রা) বললেন, আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে।" তিরমিযী (র) তাঁর আল-জামি গ্রন্থে এ হাদীস মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) থেকে....উক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, 'হাসান' উত্তম।

'আতরাফ'-এ আমাদের শায়খ বলেছেন, এ হাদীসের অনুগামী হাসানী (তাবী) রিওয়ায়াত পাওয়া যায় ফুযায়ল (র)....হাবীব (র) মাধ্যমে উল্লেখিত সনদে।

আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবুল ইয়ামান (র) মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দশটি বিষয়ের বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

---

১. মানুষ মানুষকে সিজদা করার বিষয় ইয়ামানের তুলনায় অধিকতর পারস্য সংস্কৃতি প্রভাবিত শামের ক্ষেত্রেই অধিকতর সমীচীন। তবে কোন হাদীছ বিশারদের মতে মুআযের একবারের প্রত্যাগমন স্বীকৃত এবং রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এ প্রত্যাগমনের পরবর্তী গমনকালে প্রযোজ্য।

لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعص (والديك) وان امراك ان تخرج من مالك واهلك - ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت من ذمة الله - ولا تشربن خمرا فانه رأس كل فاحشة - واياك والمعصية فان بالمعصية يحل سخط الله - واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس - واذا اصاب الناس موت وانت فيهم فاثبت - وانفق على عيالك من طولك - ولا ترفع عنهم عصاك ادبا - واحبهم فى الله عز و جل -

১. আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না; তোমাকে খুন করা হলেও, তোমাকে পুড়িয়ে মারা হলেও;

২. তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না যদিও তারা তোমাকে তোমার স্ত্রী পরিজন ও সহায়-সম্পত্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আদেশ করেন;

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও ফরয সালাত বর্জন করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয সালাত বর্জন করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র যিম্মা ও নিরাপত্তা রহিত হয়ে যায়;

৪. কখনো মদ পান করবে না; কেননা, মদই সব পাপ ও অশ্লীলতার মূল;

৫. পাপ হতে দূরে থাকবে। কেননা, পাপ আল্লাহ্‌র 'ক্রোধ' অবতারণ করে; ৬. কখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করবে না– যদিও মানুষ মরতে থাকে;

৭. যখন মানুষ (মহামারী আকারে) ব্যাপক মৃত্যুতে আক্রান্ত হয় এব ং তুমিও তাদের মাঝে অবস্থান রত হও, তখন অবিচল থাকবে;

৮. তোমার সাধ্য-সামর্থ্য অনুপাতে তোমার পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করবে;

৯. অধীনস্থদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানে শৈথিল্য দেখাবে না এবং

১০. মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজনদের ভালবাসবে।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইউনুস (র)....মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এ মর্মে যে, তাঁকে ইয়ামানে পাঠাবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন,[১] বিলাসিতা থেকে তুমি আত্মরক্ষা করে চলবে; কেননা, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ এতটুকুও বিলাসী হন না। আহমদ (র) আরো বলেন, সুলায়মান (র)....মুআয (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন যেন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট থেকে এক দীনার (জিয্‌য়া) আদায় করি কিংবা তার সমমূল্যের 'মাআফির'[২] নিতে বললেন। আর প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি 'মুসিন্না' (তৃতীয় বছরে পড়েছে এমন) এবং প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী। (দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন বয়সের) গরু (যাকাত) উসুল করার আদেশ দিলেন। আর বৃষ্টির পানিতে সেচকৃত জমির উৎপন্ন ফসল হতে বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করার আদেশ দিলেন। আবূ দাঊদ (র) আবূ মুআবিয়া (র) থেকে এবং নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে উল্লিখিতরূপে এ হাদীস রিওয়ায়াত

---

১. اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا با المتنعمين -

২. মাআফির (معافر) ইয়ামানে তৈরি কাপড় বিশেষ/ মিহিন আটা বা ছাতু বা পোষণযোগ্য যে কোন শষ্যবীজ।

করেছেন। চার সুনান গ্রন্থের ও ইব্‌ন মাজা সঙ্কলক ইমামগণ এ হাদীসখানা, আমাশ (র).... মুআয (রা) থেকে একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আহমদ (র) বলেন, মুআবিয়া (র)....মুআয (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ইয়ামানবাসীদের যাকাত উসুল করার কাজে পাঠালেন। তিনি আমাকে হুকুম দিলেন যেন গরুর প্রতি ত্রিশ সংখ্যা থেকে একটি করে 'তাবী' আদায় করি। হারূন (র) বলেন, তাবী হল জাযা বা জাযাআ (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর)। আর প্রতি চল্লিশ সংখ্যা থেকে একটি করে মুসিন্না (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গাভী) আদায় করি। ইয়ামানবাসীরা আমাকে চল্লিশ ও পঞ্চাশের মধ্যবর্তী, ষাট ও সত্তুরের মধ্যবর্তী এবং আশি ও নব্বই-এর মধ্যবর্তী একক সংখ্যা হতেও যাকাত গ্রহণের প্রস্তাব দিল। কিন্তু আমি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালাম। আমি তাদের বললাম, আমি এ বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করে দেখব।

আমি এসে নবী করীম (সা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি আমাকে প্রতি ত্রিশটি হতে একটি তাবী, প্রতি চল্লিশটি হতে একটি মুসিন্না, ষাটটি হতে দু'টি তাবী, সত্তুরটি হতে একটি মুসিন্না ও একটি তাবী, আশিটি হতে দুটি মুসিন্না, নব্বইটি হতে তিনটি মুসিন্না, একশ'টি হতে একটি মুসিন্না ও দুটি তাবী, একশ' দশটি হতে দু'টি মুসিন্না ও একটি তাবী এবং একশ' বিশটি হতে তিনটি মুসিন্না অথবা চারটি তাবী গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে হুকুম করলেন, আমি যেন মধ্যবর্তী একক ও ভাঙ্গা সংখ্যা থেকে কিছুই উসুল না করি, যতক্ষণ না মুসিন্না বা জাযা (তাবী) ধার্য হওয়ার সংখ্যায় উপনীত হয়। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, আওকাস (اوقاص)-এ নির্ধারিত যাকাত নেই।[১] এ হাদীস ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণিত। এ হাদীস প্রতীয়মান করে যে, মুআয (রা) ইয়ামানে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এসেছিলেন। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি ইয়ামান যাওয়ার পরে আর নবী করীম (সা)-কে দেখার সুযোগ পান নি (যেমন পূর্ববর্তী হাদীসে বিবৃত হয়েছে)।

এছাড়া আবদুর রায্‌যাক (র) বলেছেন, মা'মার (র)....উবাই ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) ছিলেন আদর্শ ও সুশ্রী দানশীল তরুণ গোত্রের শ্রেষ্ঠ তরুণদের অন্যতম। কেউ তাঁর কাছে হাত পেতে বিমুখ হত না। ফলে তিনি ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়লেন। তিনি পাওনাদারদের শান্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে পাওনাদারদের কাছে সুপারিশ করলেন। কিন্তু তারা পাওনা কমাতে সম্মত হল না। 'কারো কথায় যদি কারো করয রহিতকরণ বিধিবদ্ধ ও আইনত জরুরী হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথায় মুআযের জন্য অবশ্যই তা রহিত হত।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ডেকে এনে তাঁর সহায়-সম্পদ বেঁচে দিয়ে তা পাওনাদারদের মাঝে বণ্টন করে দিতে লাগলেন। বর্ণনাকরী বলেন, মুআয (রা) তখন রিক্তহস্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনের প্রাক্কালে মুআয (রা)-কে ইয়ামানে (শাসক নিয়োগ করে) পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুআয (রা) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি (রাসূলের অনুমতি নিয়ে) সর্বপ্রথম এ রাষ্ট্রীয় সম্পদ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করলেন। বর্ণনাকারী

১. একবচনে وقص খুঁত বা দোষ ও ব্যাধিগ্রস্ত পশু; দুই দশকের মধ্যবর্তী একক ও ভগ্নসংখ্যা।

বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পরে আবূ বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পরে মুআয (রা) ইয়ামান থেকে তাঁর কাছে আসলেন। উমর (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি আমার পরামর্শ মেনে চললে আমি বলব যে, এসব সম্পদ আবূ বকর (রা)-এর হাতে তুলে দাও, তিনি তোমাকে দিয়ে দিলে তখন তা নিয়ে নেবে। মুআয (রা) বললেন, আমি তাঁকে দিতে যাব কেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো আমার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যেই আমাকে নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন। মুআয (রা) অস্বীকৃত হলে উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'এ লোকটির কাছে খবর পাঠিয়ে তার আহরিত সম্পদের অংশ বিশেষ (বায়তুল মালে) নিয়ে নিন এবং কিছু অংশের তাকে অনুমতি দিয়ে দিন। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি তা করতে যাচ্ছি না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যেই তাকে নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তার কাছ থেকে আমি কিছুই নেব না।

বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন সকালে মুআয (রা) উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি যা বলেছিলেন, তা করা ব্যতিরেকে আমার কোন গত্যন্তর নেই দেখছি! আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম (পরবর্তী বর্ণনায় আবদুর রায্‌যাক (র)-এর ধারণা মতে) আমাকে জাহান্নামের দিকে টেনে হেঁচড়ে নেয়া হচ্ছে আর আপনি আমার কোমর ধরে রেখেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুআয (রা) তাঁর সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ নিয়ে আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসলেন। এমনকি তিনি তাঁর ব্যবহারের লাঠিটিও বাদ দিলেন না এবং কসম করে বললেন যে, তিনি কোন কিছুই গোপন করে রাখেন নি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ বকর (রা) বলেন, "ওসব তোমারই; আমি তার কিছুই নিচ্ছি না।" আবূ ছাওর (র)....কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনাতে অতিরিক্ত আছে যে, অবশেষে মক্কা বিজয়ের সময় এলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুআয (রা)-কে ইয়ামানের একটি অঞ্চলের শাসনকর্তারূপে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তারপর আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালও অতিক্রান্ত হল। এরপরে তিনি সিরিয়া অভিমুখে চলে যান।

বায়হাকী বলেন, একথা আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাবাসীদের তালীমের উদ্দেশ্যে আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা)-এর সাথে মুআয (রা)-কে মক্কায় প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া তিনি তাবূক অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতএব ইয়ামানে তাঁর নিযুক্তি তাবুকের পরে হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

পরবর্তী বর্ণনায় বায়হাকী (র) মুআয (রা)-এর স্বপ্ন সম্পর্কিত ঘটনার একটি সমর্থক বর্ণনা (শাহিদ) উল্লেখ করেছেন। আমাশ (র) সূত্রে....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তাতে একথাও রয়েছে যে, তাঁর আনীত সম্পদের মাঝে কিছু গোলামও ছিল এবং সেগুলোও তিনি আবূ বকর (রা)-এর কাছে উপস্থিত করেছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে সমুদয় সম্পদ ফিরিয়ে দিলে তিনি গোলামগুলোও ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালে গোলামরাও সকলে তাঁর সাথে সালাতে দাঁড়িয়ে গেল। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, তোমরা কার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করেছ? তারা বলল, "আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।" তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তাঁরই উদ্দেশ্যে মুক্ত ও আযাদ। অর্থাৎ তিনি সকলকেই মুক্ত করে দিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)....হিম্স এর বাসিন্দা মু'আয (রা)-এর কতক শাগরিদের বরাতে হযরত মু'আয (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ইয়ামানে নিয়োগ দিয়ে পাঠাবার সময় বললেন– كيف تصنع ان عرض لك قضاء "কোন বিষয় ফায়সালা দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তুমি কোন্ পন্থায় কাজ করবে? " তিনি বললেন, "আল্লাহ্র কিতাবে যেমন আছে, তেমন ফায়সালা করব।" নবী করীম (সা) বললেন, فان لم يكن فى كتاب الله - যদি আল্লাহ্র কিতাবে বিষয়াদির সমাধান না থাকে.....? তিনি বললেন, তবে আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাহ্ অনুসরণ করব। নবী করীম (সা) বললেন– فان لم يكن فى سنة رسول الله আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাহ্-এ যদি তা না থাকে...? তিনি বললেন, আমি তখন আমার (বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে) 'ইজতিহাদ' করব। এতে আমি ত্রুটি করবো না। মুআয (রা) বলেন, এ কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার বুকে থাপ্পড় দিয়ে বললেন—

الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله -

"সব হাম্দ সে আল্লাহ্র যিনি রাসূলুল্লাহ্র মনোনীত দূতকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন যার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের সন্তুষ্টি।" আহমদ (র) এ হাদীস ওয়াকী (র).... শু'বা (র) সূত্রেও উল্লিখিত সনদ ও শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ ও তিরমিযী শু'বা থেকে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী মন্তব্য করেছেন, এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে আমরা এ হাদীসটি পাই নি এবং আমার মতে এ সনদ 'মুত্তাসিল' নয়। ইব্ন মাজা (র) শু'বা সূত্রে একটি দুর্বল সূত্রে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও ইয়াহ্য়া সাঈদ (র)....আবুল আসওয়াদ আদ্-দীলী (র) থেকে, তিনি বলেন, মু'আয (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে জনৈক ইয়াহূদীর মীরাছের বিষয়ে তাঁর কাছে উত্থাপন করা হল। ইয়াহূদী তার এক মুসলমান ভাইকে রেখে মারা গিয়েছিল। মু'আয (রা) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) তো বলেছেন- ان السلام يزيد ولا ينقص "ইসলাম বাড়িয়ে দেয়, কমিয়ে দেয় না।" এ মূল বিধির ভিত্তিতে তিনি মুসলমান ভাইকে মৃত কাফির ভাইয়ের মীরাছের অধিকার দিলেন। আবূ দাউদ (র) ইব্ন বুরায়দা (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি মু'আবিয়া ইব্ন সুফিয়ান (রা) থেকেও এ মাযহাব উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী ইয়াহ্য়া ইব্ন মা'মার (র)-ও পূর্বসুরী ধর্মবেত্তাগণের একটি দল থেকে এরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন। ইমামগণের মাঝে ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হও এ অভিমত পোষণ করেছেন।

তবে জমহূর এ মতের বিরোধিতা করেছেন। চার ইমাম এবং তাঁদের অনুসারী শাগরিদগণ এ বিরোধী মতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের দলীল হল বুখারী ও মুসলিমের বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত। উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন– لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم والكافر কাফির মুসলমানের ওয়ারিছ হবে না; মুসলমানও কাফিরের মীরাছ পাবে না।

এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য এ কথা প্রমাণ করা যে, মু'আয (রা) ইয়ামানে নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হতে কাযী ও যুদ্ধবিগ্রহে হাকিম এবং যাকাতের উসুলকারী ছিলেন। পূর্বোল্লিখিত

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের মর্মানুসারে ঐ এলাকার যাকাত তাঁর কাছেই সংগৃহীত হত। এছাড়া তিনি জনসমাজে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন বিধায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তাদের ইমামতিও করতেন। যেমনটি বুখারী (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে। সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র)....আম্র ইব্ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আয (রা) ইয়ামানে আগমন করলে তাদের ফজরের নামাযে ইমামতি করলেন এবং সালাতে তিনি - واتخذ الله ابراهيم خليل (আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-কে খলীলরূপে বরণ করেছেন) আয়াতটি তিলাওয়াত করলে উপস্থিত মুসল্লীদের একজন বলল, - لقد قرت عين ابراهيم 'ইবরাহীম (আ)-এর চোখ জুড়িয়েছে বটে।' এ হাদীস বুখারী (র)-এর 'একাকী' বর্ণিত।

বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা–

বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত আলী ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ইয়ামানে নিয়োগ প্রসঙ্গ

আহমদ ইব্ন উসমান (র)....আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর সাথে আমাদেরকে ইয়ামানে পাঠালেন। বারা (রা) বলেন, পরে আলী (রা)-কে খালিদ (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত করে পাঠালেন এবং তাঁকে এ ফরমান দিলেন খালিদের সহযোগী বাহিনীকে বলবে, তাদের মাঝে যার ইচ্ছা তোমার সাথে সেখানে থেকে যেতে পারবে, আর কারো মনে চাইলে সে চলে আসতেও পারবে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি ছিলাম আলী (রা)-এর সাথে রয়ে যাওয়া দলের একজন। এ অভিযানে আমি বেশ কতক উকিয়া গনীমতস্বরূপ লাভ করি। এ সূত্রে হাদীসটি বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা।

বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা ঃ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)....বুরায়দা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা) গনীমতের 'খুমুস' (বায়তুল মালের জন্য নির্ধারিত পঞ্চমাংশ) উসুল করার উদ্দেশ্যে আলী (রা)-কে (ইয়ামানে অবস্থানরত) খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর কাছে পাঠালেন। আমি আলী (রা)-কে পসন্দ করতাম না। সকালে দেখলাম, আলী (রা) গোসল করে এসেছেন।[১] আমি খালিদ (রা)-কে বললাম, 'এ লোকটার কাণ্ড কারখানা দেখছেন না?' আমরা নবী করীম (সা)-এর কাছে ফিরে আসলে আমি বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, বুরায়দা! তুমি আলীর প্রতি বৈরিতা পোষণ কর? আমি বললাম, জী হাঁ। নবী করীম (সা) বললেন, - لا تبغضه فان له فى الخميس اكثر من ذالك "তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ো না, কেননা, গনীমতের 'পঞ্চমাংশে' তাঁর আরো অধিক অধিকার রয়েছে। এ সূত্রেও এটি বুখারী একক বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ (র)....(আবূ মিজলায (র) ও বুরায়দা (রা)-এর দুই ছেলের উপস্থিতিতে একটি মজলিসে) আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (রা) বললেন, আবূ (?) বুরায়দা (রা) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর প্রতি

১. অর্থাৎ রাতে তিনি গনীমতে প্রাপ্ত বাঁদী ব্যবহার করেছেন। –অনুবাদক

এতই বিদ্বেষ পোষণ করতাম যে, আর কখনো আমি কারো প্রতি অত বিদ্বেষ পোষণ করি নি। তিনি এও বললেন যে, আমি কুরায়শী এক ব্যক্তিকে শুধু এ জন্য ভালবাসতাম যে, তিনি আলী (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। বর্ণনাকারী (বুরায়দা) বলেন, সে কুরায়শী লোকটিকে একদল ঘোড় সওয়ারের অধিনায়ক করে পাঠানো হলে আমি তার সঙ্গী হলাম। আলী (রা)-এর প্রতি তাঁর বিদ্বেষই আমাকে তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কিছু যুদ্ধবন্দী পেয়ে গেলাম। তখন দল নেতা 'খুমুস' উসুলকারী পাঠাবার আবেদন জানিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চিঠি পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, (নবী করীম সা.) আমাদের কাছে আলী (রা)-কে পাঠালেন। বন্দীদের মাঝে সেরা বন্দীনী এক তরুণী ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আলী 'খুমুস' বুঝে নিলেন এবং ভাগবাটোয়ারা করলেন এবং (সকালে) যখন বের হলেন তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। আমরা বললাম, আবুল হাসান![1] একী ব্যাপার? তিনি বললেন, তোমরা কি বন্দীনীদের মাঝে সে কিশোরীটিকে দেখ নি? বাটোয়ারা 'খুমুস' উসুল করলে আমি সেটি 'খুমুসের' অন্তর্ভুক্ত করি। পরবর্তী বণ্টনে সেটি নবী পরিবারের অংশে[2] পড়ে এবং সে সূত্রে তা আমার ভাগে পড়ে এবং রাতে আমি তাকে 'ব্যবহার' করি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন দলনেতা নবী করীম (সা)-এর কাছে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। আমি বললাম, আমাকেও পাঠিয়ে দিন। তিনি আমাকে যাকাত বিভাগের দায়িত্বাধিকারীরূপে পাঠাতে সম্মত হলেন। (নববী দরবারে পৌঁছে) আমি চিঠি পড়ে শোনাতে লাগলাম এবং (মাঝে মাঝে) বলতে থাকলাম 'যথার্থ লিখেছেন'। বর্ণনাকারী বলেন, চিঠি পাঠের এক পর্যায়ে নবী করীম (সা) আমার হাত ও চিঠিটি থামিয়ে ধরে বললেন, اتبغض عليا 'তুমি কি আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর?' আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন—

فلا تبغضه وان كنت تحبه فازدد له حبا فوالذى نفس محمد بيده لنصيب العلى فى الخمس افضل من وصيفة -

"না, তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না! হাঁ, তাঁর প্রতি ভালবাসা রেখে থাকলে তার ভালবাসা আরো বাড়িয়ে দাও! কেননা, যাঁর অধিকারে মুহাম্মদের জীবন তাঁর শপথ! গনীমতের পঞ্চমাংশে আলী পরিবারের প্রাপ্য অংশ অবশ্যই একটি কিশোরী বাঁদীর চাইতে বেশী। বর্ণনাকারী (বুরায়দা রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর এ উক্তির পরে মানবকুলের মাঝে আলী (রা)-এর চাইতে অধিকতর প্রিয় আমার কাছে আর কেউ ছিল না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আবান ইব্‌ন সালিহ (র)....আম্‌র ইব্‌ন শাস আল আসলামী (রা) সূত্রে— যিনি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবী জামাআতের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিব-এর সে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সদস্য ছিলাম। যার নেতৃত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। আলী (রা) আমার সাথে কিছু একটা দুর্ব্যবহার করলে আমি মনে মনে তাঁর উপর রেগে থাকলাম। মদীনায় ফিরে এলে আমি

১. পুত্র আবুল হাসান (রা)-এর নামানুসারে আলী (রা)-এর কুনিয়াত হাসানের বাপ।
২. আল কুরআনে বিবৃত বণ্টনের ধারায় বায়তুল মালের পঞ্চমাংশে নবী পরিবার ও 'যুল কুরবা'-নবী করীম (সা)-এর আত্মীয়দের একটি অংশ রয়েছে; যাদের জন্য যাকাত নিষিদ্ধ। —অনুবাদক

মদীনার বিভিন্ন মজলিসে এবং যার যার সাথে আমার সাক্ষাত হল তাঁদের কাছে আলীর নামে অনুযোগ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এমন অবস্থায় একদিন আমি সেখানে পৌছলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর দু'চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তাঁর কাছে বসে না পড়া পর্যন্ত তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি তাঁর কাছে বসে পড়লে তিনি বললেন, انه والله عمر بن شاس لقد اذيتنى "শোন! আম্র ইব্ন শাস! আল্লাহ্র কসম! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো। আমি বললাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন (অর্থাৎ তবে তো তা আমার জন্য চরম মুসীবতের ব্যাপার!)। আল্লাহ্র রাসূলকে মনোকষ্ট দেয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্ এবং ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করছি। তিনি বললেন, من اذى عليا فقد اذنى - আলীকে যে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দিল। বায়হাকী অন্য একটি সূত্রে ইব্ন ইসহাকের মাধ্যমে এর একটি সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাফিজ বায়হাকী বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ (র)....বারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়ামানবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে পাঠালেন এবং তাঁকে খালিদ বাহিনীকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়ে দিলেন। তবে যারা খালিদ (রা)-এর সাথে ছিল, তাদের কেউ আলী (রা)-এর সাথে থাকতে চাইলে তার জন্য সেরূপ অনুমতি থাকবে। বারা (রা) বলেন, আলী (রা)-এর সাথে রয়ে যাওয়া লোকদের মাঝে আমিও ছিলাম। আমরা প্রতিপক্ষীয় সম্প্রদায়ের কাছে পৌছলে তারা আমাদের কাছে বেরিয়ে এল। আলী (রা) সামনে এগিয়ে গিয়ে আমাদের সালাতে ইমামতি করলেন। পরে আমাদের একটি সারিতে সারিবদ্ধ করার পর আমাদের সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আগত লোকদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিঠি পড়ে শোনালেন। ফলে সমুদয়–হামাদান গোত্র ইসলাম কবুল করল। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাবরে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চিঠির বিষয়বস্তু অবগত হয়ে সিজদাবনত হলেন। পরে মাথা তুলে বললেন, السلام على همدان السلام على همدان - "হামাদানীদের প্রতি সালাম হামাদানীদের প্রতি শান্তি...! বায়হাকী বলেন, বুখারী এ হাদীসখানা অন্য একটি সূত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে রিওয়ায়াত করেছেন।

বায়াহাকী (র) বলেন, আবুল হুসায়ন মুহাম্মদ ইবনুল ফায্ল আল কাত্তান (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, তাঁর সাথে গমনকারীদের মাঝে আমিও ছিলাম। তিনি যাকাতের উট সংগ্রহ করলে আমরা সেগুলোকে বাহনরূপে ব্যবহার করার এবং আমাদের উটগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার আবেদন জানালাম। আমাদের উটগুলোতে আমরা শীর্ণতা ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আলী (রা) অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, এতে তোমাদের অংশ অন্যান্য মুসলমানদের সমান। বর্ণনাকারী (আবূ সাঈদ রা) বলেন, আলী (রা) তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করার পর ইয়ামান থেকে ফিরে যেতে লাগলে এক ব্যক্তিকে আমাদের আমীর নিয়োগ করলেন এবং নিজে দ্রুত গতিতে সফর করে (বিদায়) হজ্জে শামিল হলেন। হজ্জ সম্পাদনের পরে নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন,

ارجع الى اصحابك حتى تقدم عليهم - "তোমার সহযোগীদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হও!" আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আলী (রা) যাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে গিয়েছিলেন, আমরা তার কাছে সে আবেদনটি জানিয়েছিলাম যা গ্রহণে আলী (রা) আমাদের অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ভারপ্রাপ্ত আমীর তাতে সম্মত হলেন। আলী (রা) যখন যাকাতের উটপাল দেখে বুঝতে পারলেন যে সেগুলো বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেগুলোতে আরোহণ চিহ্ন দেখতে পেলেন তখন ভারপ্রাপ্ত আমীরকে সামনে ডাকালেন এবং তাকে তিরস্কার করলেন। আমি তখন বললাম, আল্লাহ্র কসম! মদীনায় পৌঁছুতে পারলে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে (বিষয়টি) আলোচনা করব এবং আমাদের প্রতি আরোপিত কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির বিষয় তাঁকে অবহিত করবই। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে আমার হলফকৃত বিষয়টি সম্পন্ন করার সংকল্প নিয়ে আমি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে বের হলাম। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার থেকে বেরিয়ে আসার মুখে তাঁর সাথে আমার (প্রথম) সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে আমার সাথে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমিও তাঁর কুশলাদির জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কখন এসে পৌঁছেছ? আমি বললাম, গত রাতে। আমার সাথে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে গেলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, সা'দ ইব্ন মালিক ইবনুশ শাহীদ এসেছেন! নবী করীম (সা) বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও! তখন আমি ঢুকে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং আমার দিকে মুখ করে বসে আমাকে আমার নিজের ও পরিবারের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। তিনি খুঁটে খুঁটে আমাকে সব কিছু জিজ্ঞেস করতে থাকলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কঠোর আচরণ, দুর্ব্যবহার ও সংকীর্ণতা আলী (রা)-এর কাছ থেকে পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন শান্ত স্থির হয়ে বসলেন। আমি আলী (রা)-এর আচরণের অভিযোগ পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করতে থাকলাম। একবারের কথার মাঝখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার উরুতে থাপ্পড় দিলেন। আমি তাঁর একান্ত কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন-

يا سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك لاخيك على فوالله لقد علمت انه احسن فى سبيل الله -

"ওহে সা'দ ইব্ন মালিক ইবনুশ শাহীদ! তোমার ভাই আলীর সম্বন্ধে তোমার এ ধরনের কতক উক্তি বন্ধ কর! কেননা, আল্লাহ্র কসম! আমি উত্তমরূপে অবগত রয়েছি যে, সে 'আল্লাহ্র পথে' উত্তম আচরণ করেছে।" আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, সা'দ ইব্ন মালিক! তোমার মা পুত্র হারা হোক! (অর্থাৎ তুমি মরে যাও!) তিনি (নবী সা) যা অপসন্দ করেন, আমি নিজেকে তাতেই লিপ্ত দেখতে পেলাম! কি জানি কী হয়! অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্র কসম! আর কোন দিন তাঁর নিন্দাবাদ করব না, গোপনেও নয়, প্রকাশ্যেও নয়! এটি নাসাঈ (র)-এর শর্তানুরূপ উত্তম সনদ। তবে বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থের সংকলকবর্গের কেউ এটি রিওয়ায়াত করেন নি। অপরদিকে ইউনুস (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন....ইয়াহ্য়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমর (র)....ইয়াযীদ ইব্ন তালহা ইব্ন

—২৫

ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকানা (রা) থেকে, তিনি (ইয়াযীদ র) বলেন, আলী (রা)-এর সাথে ইয়ামানে অবস্থানরত তাঁর বাহিনীর মন খারাপ করার কারণ ছিল এই যে, তারা যখন অগ্রগামী হচ্ছিল তখন আলী (রা) এক ব্যক্তিকে তাদের জন্য স্থলাভিষিক্ত আমীর নিয়োগ করে তাড়াহুড়া করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ভারপ্রাপ্ত আমীর এই কাজ করলেন যে, তিনি (বাহিনীর) প্রতিটি লোককে নতুন জোড়াবস্ত্র দিলেন। পিছনে পিছনে সফর করে তারা যখন তাঁর কাছে এল তখন তিনি তাদের সাক্ষাত দেয়ার জন্য (তাঁবু হতে) তাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাদের গায়ে নতুন পোশাক দেখতে পেয়ে বললেন, 'এ কী দেখছি?" তারা বলল, অমুক (ভারপ্রাপ্ত আমীর) আমাদের পোশাকস্বরূপ দিয়েছেন। তিনি আমীরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকাশে গমনের আগেই এ কাজে কোন বিষয় তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সেখানে পৌঁছার পর তিনি (নবী সা) যা ইচ্ছা করতেন! তিনি তাদের সব পোশাক খুলিয়ে নিলেন। বাহিনী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এলে তারা তাঁর কাছে আলী (রা)-এর নামে এ বিষয়ে অভিযোগ করল। কারণ ঐ এলাকার লোকেরা মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি আলী (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন নির্ধারিত জিয্য়া উসুল করার কাজে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এ বর্ণনাটি বায়হাকী (র)-এর বর্ণনার কাছাকাছি। কারণ, (তাতে রয়েছে যে) আলী (রা) হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাহিনীর আগে চলে এসেছিলেন এবং সাথে করে তিনি কারবালার উট[1] নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর ইহ্‌রামের ন্যায় ইহ্‌রামের নিয়ত করেছিলেন। নবী করীম (সা) তাকে (হজ্জের শেষ সময় পর্যন্ত) ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিলেন। বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, তিনি (আলী রা) বলেন, আমি কুরবানীর উট সাথে নিয়েছিলাম এবং 'কিরান'[2] হজ্জ করেছিলাম।

এ আলোচনার উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হযরত আলী (রা)-এর সম্বন্ধে একটি সাফাই প্রদান করা। তাঁর বাহিনীকে যাকাতের উট ব্যবহারের অনুমতি না দেয়া এবং তাঁর নায়েব ও ভারপ্রাপ্তের প্রদত্ত জোড়াবস্ত্র বাহিনীর লোকদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়ার কারণে আলী (রা)-এর সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সমালোচনা ও উচ্চবাচ্য শুরু হয়ে যায়। অথচ আলী (রা) তাঁর কর্মকাণ্ডে নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু হজ্জ যাত্রীদের মাঝে তাঁর বিষয় বিরূপ সমালোচনা ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই (তবে আল্লাহ্ই সমধিক অবগত) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হজ্জ সফর সম্পন্ন করে ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে গাদীরে খুম (জলাশয়) অতিক্রমকালে সেখানে লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি আলী (রা)-এর অবস্থানকে অভিযোগমুক্ত ঘোষণা করলেন। এবং তাঁর উন্নত পদমর্যাদার কথা ব্যক্ত করে তাঁর মাহাত্ম্যের ব্যাপারে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যাতে করে মানুষের মনে তাঁর ব্যাপারে যে বিরূপ ধারণাটি ছড়িয়ে পড়েছিল তা বিদূরিত হয়ে যায়।

---

১. মক্কা শরীফ তথা 'হারামে' জবাই করার উদ্দেশ্যে হাজীগণ যে উট সাথে নিয়ে যান তাকে 'হাদী' বলা হয়

২. একই সাথে উমরা ও হজ্জ সম্পাদনের সংযুক্ত ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা আদায়ের পর ইহ্‌রাম অবস্থায় থেকে ঐ ইহ্‌রামে হজ্জ আদায়ের পন্থাকে কিরান সংযুক্ত হজ্জ বলা হয়

বুখারী (র) বলেন, কুতায়বা (র)....আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) সূত্রে বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ইয়ামান থেকে একটি পাকা চামড়ায় করে কিছু অপরিশোধিত (খনির মাটি মিশ্রিত) স্বর্ণপিণ্ড পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) সে স্বর্ণ চারজন লোকের মাঝে বন্টন করে দিলেন– (১) উয়ায়না ইব্ন বদর, (২) আকরা ইব্ন হাবিস, (৩) যায়দ আল-খায়ল (আল খায়র) এবং চতুর্থ ব্যক্তি আলকামা ইব্ন উলাছা কিংবা আমির ইবনুত তুফায়ল (রা)। এতে তাঁর সহচরদের একজন বলে ফেলল। আমরা এ লোকগুলোর তুলনায় অগ্রগণ্য ছিলাম। এ মন্তব্য নবী করীম (সা)-এর কানে পৌঁছলে তিনি বললেন—

الا تأمنوني ؟ وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء -

"তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করছো না? অথচ আসমানে যিনি রয়েছেন তাঁর কাছেও আমি 'বিশ্বস্ত', আসমানের খবরাদি সকাল-বিকালে আমার কাছে এসে থাকে।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন একটি লোক যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গণ্ডদ্বয় ফোলা ও কপাল উত্থিত এবং দাড়ি ঘন, মাথা কামানো ও লুঙ্গি গুটানো দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্কে ভয় করুন! নবী করীম (সা) বললেন, রে দুর্ভাগা, আল্লাহ্কে ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে আমিই কি সর্বাধিক হকদার নই? বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকটি চলে যেতে লাগলে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! "এর গর্দান উড়িয়ে দেব না কি?" তিনি বললেন, না; (কেননা) হতে পারে যে সে সালাত আদায় করে থাকে। খালিদ (রা) বললেন, "কত মুসল্লীই তো মুখে এমন কথা বলে যা অন্তরে নেই! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

انى لم اومر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم -

(তা হোক) আমি মানুষের অন্তরে সিঁদ কেটে দেখতে আর তাদের ভিতর ফেঁড়ে দেখতে আদিষ্ট হই নি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকটির দিকে তাকালেন, তখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। তখন তিনি ইরশাদ করলেন—

انه يخرج من ضئضئى هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الله كما يمرق السهم من الرمية -

"এই যে এখেকে এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা অহরহ আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না; দীন থেকে তারা এমনিভাবে ছিটকে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা নবী করীম (সা) একথাও বলেছিলেন- لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود আমার জীবদ্দশায় আমি তাদের পেয়ে গেলে ছামূদের নিধনযজ্ঞের ন্যায় তাদের নিধন করব। বুখারী (র) তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এবং মুসলিম (র) তাঁর 'কিতাবুয যাকাতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আলী (রা)-এর বিচার দক্ষতা প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইয়াহ্য়া (র)....আলী (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন, আমি তখন বয়সে তরুণ। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাকে এমন একটি সম্প্রদায়ের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন

যেখানে বিভিন্ন ধরনের ঘটনার অবতারণা হবে, অথচ বিচার কাজে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বললেন, - ان الله سيهدى لسانك ويثبت قلبك "আল্লাহ্ তোমার জিহ্বাকে সুপথ দেখাবেন এবং তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় রাখবেন।" আলী (রা) বলেন, ফলে আমি কোন ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা প্রদানে কখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হই নি। ইব্ন মাজা (র) এ হাদীস উল্লিখিত সনদে আমাশ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র)....আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ইয়ামানে নিয়োগ দিয়ে পাঠালেন। আলী (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চেয়ে প্রবীণদের মাঝে আমাকে পাঠাচ্ছেন; অথচ আমি বয়সে তরুণ, বিচার কার্যে আমি পারদর্শী নই। আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাঁর হাত আমার বুকে রেখে বললেন, - اللهم ثبت لسانه واهد قلبه "হে আল্লাহ্! আপনি তাঁর জিহ্বায় (ভাষা) দৃঢ়তা দান করুন এবং তার হৃদয়কে সৎপথে পরিচালিত করুন। (তিনি আরো ইরশাদ করলেন)

يا على اذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر ما سمعت من الاول فانك اذا فعلت ذالك تبين لك ـ

"হে আলী! যখন দুই প্রতিপক্ষ তোমার কাছে উপস্থিত হবে তখন তাদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় পক্ষের কাছ থেকে ঐ বিষয়টি শুনে নাও, যা প্রথম পক্ষের কাছে শুনেছ; কারণ, এমন করলেই তোমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।" আলী (রা) বলেন, এর পর থেকে কোন বিচার-ফায়সালায় আমি দ্বিধাগ্রস্ত হই নি। (কিংবা তিনি বলেছেন,) এরপর থেকে কোন বিচার্য বিষয় আমার কাছে জটিল মনে হয় নি। আহমদ (র), আবূ দাঊদ (র) ও তিরমিযী (র) বিভিন্ন সূত্রে....আলী (রা) থেকে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)....যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, একটি দল (তিনজন) একই 'তুহর'[1] অভিন্ন নারীর সাথে সঙ্গম করল। আলী (রা) (এর কাছে এ নারীর সন্তানের বিষয় মীমাংসা চাওয়া হলে তিনি ঐ দলের) দুজনকে (ভিন্নভাবে) ডেকে বললেন, "তোমরা দুজন ঐ (তৃতীয়) ব্যক্তির জন্য সন্তানের দাবী পরিত্যাগে সন্তুষ্ট রয়োছো?" তারা বলল, 'না'। তখন আলী (রা) (এ দুজনের একজনের সাথে তৃতীয় ব্যক্তিকে মিলিয়ে) দুজনকে বললেন, "তোমরা দুজন ঐ ব্যক্তির অনুকূলে সন্তানের দাবী পরিত্যাগে সন্তুষ্ট হতে পার?" তারা দুজনও বলল, 'না'। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই অন্যের দাবী প্রত্যাখ্যান করল।) তখন আলী (রা) বললেন, "তোমরা দেখছি চরম বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অংশীদার।" তারপর বললেন, 'আমি তোমাদের মাঝে 'কুরআ' (লটারী) করব। যার নামে লটারী উঠবে; তার বিরুদ্ধে দিয়তের (রক্তপণ) দুই-তৃতীয়াংশের 'ডিক্রী' প্রদান করব এবং সন্তানের সম্বন্ধ তার সাথে সাব্যস্ত করে দেব। বর্ণনাকারী বলেন, পরে নবী করীম (সা)-এর কাছে এ

---

১. 'তুহ্‌র' (طهر) শব্দটির অর্থ পবিত্রতা। স্ত্রীলোকের দুই মাসিকের মধ্যবর্তী পবিত্র থাকার সময়কে ফিকহের পরিভাষায় 'তুহ্‌র' বলা হয়।

মীমাংসার কথা আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, - لا اعلم الا ما قال على "আলী যা বলছে, তা ব্যতীত আমিও অন্য কিছু জানি না।"

আহমদ (র) আরো বলেন, শুরায়হ ইবনুন নু'মান (র)....যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা)-এর ইয়ামানে অবস্থানকালে তাঁর কাছে তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল, যাদের প্রত্যেকেই একটি শিশুকে তার নিজের সন্তান বলে দাবী করছিল, আলী (রা) তাদের মাঝে লটারী করলেন এবং যার নামে লটারী উঠল তার বিরুদ্ধে দিয়তের দুই-তৃতীয়াংশের রায় প্রদান করে সন্তানের অধিকার তাকে দিয়ে দিলেন। যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আলী (রা)-এর এ বিচারের কথা তাঁকে অবহিত করলাম। নবী করীম (সা) এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। আবূ দাউদ (র) ও নাসাঈ, আহমদ ও ইব্ন মাজা এ হাদীসখানা বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

মাসআলা ঃ লটারীর মাধ্যমে নসব ও বংশ সূত্র নির্ণয় প্রসঙ্গে ইমামগণের মাযহাব নসব নির্ণয়ে কুরআ ও লটারীর আশ্রয় নেয়ার অভিমত পোষণ করেছেন ইমাম আহমদ (র) এবং এ অভিমত একাকী তাঁরই। আহমদ (র) আবূ সাঈদ (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন, এক সময় আমরা এমন একটি দলের কাছে পৌঁছলাম যারা সিংহ শিকারের জন্য খাদ-এর ফাঁদ পেতেছিল। (সিংহ তার মনের মত ঝুঁপড়ি পেয়ে সে খাদে অবস্থান নিল।) লোকেরা হৈ-হল্লা করতে করতে আসছিল। অতর্কিত এক ব্যক্তি খাদে পড়ে গেল, তার সাথে ধাক্কা লেগে গিয়ে আর এক ব্যক্তি এবং তার সাথে আর এক ব্যক্তি এভাবে মোট চার ব্যক্তি খাদে পড়ে গেল। সিংহ তাদের সবাইকে যখম করে দিল। এক ব্যক্তি তার বল্লম দিয়ে সিংহের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে মেরে ফেলল। আর ঐ যখমী লোকগুলো সকলেই মারা গেল। তখন নিহত প্রথম ব্যক্তির আপনজনেরা অন্য ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হল এবং তারা অস্ত্র হাতে বেড়িয়ে পড়ল। এ ঘটনার পরপরই আলী (রা) তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা পরস্পর হানাহানিতে উদ্যত হচ্ছো অথচ আল্লাহ্র রাসূল (সা) এখনও জীবদ্দশায় রয়েছেন। এসো! আমি তোমাদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করে দিচ্ছি, সন্তুষ্টচিত্তে তোমরা তা মেনে নিতে পারলে উত্তম। অন্যথায় আমি তোমাদের পরস্পরকে প্রতিহত করে রাখব, যতক্ষণ না তোমরা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদের বিচার-মীমাংসা করে দেবেন। এরপরেও যারা বাড়াবাড়ি করবে, তাদের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকবে না। গর্ত খননে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের গোত্রসমূহ হতে 'রক্তপণ' সংগ্রহ কর। দিয়তের এক-চতুর্থাংশ, দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ, দিয়তের অর্ধাংশ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ দিয়ত। প্রথম ব্যক্তির জন্য হবে দিয়তের এক-চতুর্থাংশ। (কেননা, সে সিংহের আঘাতে মারা গিয়েছে বটে, তবে অন্য তিনজনের মৃত্যুর কারণও হয়েছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির পরবর্তী দু'জনের ক্ষেত্রে 'মাধ্যম কারণ' তৃতীয় ব্যক্তি একজনের ক্ষেত্রে 'মাধ্যম কারণ' হয়েছে; চতুর্থ ব্যক্তি তা হয় নি)। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত, তৃতীয় ব্যক্তি অর্ধেক দিয়ত এবং চতুর্থ ব্যক্তি পূর্ণ দিয়ত পাবে। পক্ষসমূহ এতে সম্মতি প্রদানে অস্বীকৃত হল। পরে তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত

হল। তিনি তখন (বিদায় হজ্জ সম্পাদনরত) 'মাকামে ইবরাহীম'-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। তারা তাঁর কাছে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলে তিনি বললেন, আমি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিচ্ছি। তখন আগত দলের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলী (রা) তো আমাদের বিচার করে দিয়েছিলেন। এ কথা বলে সে বিচার ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অনুমোদন দিয়ে তা বহাল রাখলেন। ইমাম আহমদ (র) এ হাদীস ওয়াকী (র)....আলী (রা) সনদেও রিওয়ায়াত করেছেন। যার বর্ণনা পূর্বানুরূপ।

দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত 'হাজ্জাতুল বিদা

এ হজ্জটি একাধিক নামে পরিচিত। যেমন, 'হাজ্জাতুল বালাগ' (প্রচার অভিযানের হজ্জ) 'হাজ্জাতুল ইসলাম' (ইসলামের হজ্জ) এবং হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ্জ) ইত্যাদি।

যেহেতু নবী করীম (সা) এ হজ্জে মুসলিম জনতাকে বিদায় বার্তা জ্ঞাপন করেছেন এবং এরপরে আর হজ্জ করেন নি। তাই এটিকে 'বিদায় হজ্জ' নামে অভিহিত করা হয়। আর 'ইসলামের হজ্জ' নামকরণের যুক্তি হল নবী করীম (সা) মদীনা হতে (ইসলামী বিধানের অন্তর্ভুক্ত হজ্জরূপে) আর কোন হজ্জ করেন নি; অবশ্য হিজরতের আগে নবুয়াতপ্রাপ্তির আগে পরে একাধিকবার হজ্জ করেছিলেন। কথিত রয়েছে যে, হজ্জ ফরজ হওয়ার বিধান এ বছরই অবতীর্ণ হয়েছিল। মতান্তরে নবম হিজরী ও ষষ্ঠ হিজরীর কথাও বলা হয়েছে এবং একটি বিরল ও একক বর্ণনায় হিজরত পূর্বকালে হজ্জ ফরয হওয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। হাজ্জাতুল বালাগ বা প্রচার অভিযানের হজ্জ নামকরণের কারণ হল নবী করীম (সা) এ সময় হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের দেয়া বিধি-বিধান 'বাণী ও কর্মের' মাধ্যমে জনতাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইসলামের নীতি আদর্শ ও মৌলিক বিধি সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। নবী করীম (সা) জনতার সামনে হজ্জ বিধান ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করে ইসলামী শরীআত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর আরাফাতে অবস্থান কালেই মহান-মহীয়ান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا-

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম" (৫ ঃ ৩)।

আনুষঙ্গিক সব কিছুর বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রয়াস আমরা পাব। নবী করীম (সা)-এর বিদায় হজ্জের যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। কারণ, বিষয়টিতে বর্ণনাকারীদের যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁরা যার যার জানা মতে বিবরণ দিয়েছেন, বিধায় এত অধিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। বিশেষত সাহাবী (রা)-এর পরবর্তী স্তরে এ মতপার্থক্যের আরো বিস্তৃতি ঘটেছে। আমরা আল্লাহ্ পাকের মদদ ও তাওফীকে ইমামগণের গ্রন্থসমূহে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংগৃহীত রিওয়ায়াতসমূহ উদ্ধৃত করব এবং সেগুলোর মাঝে এমনভাবে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাব যা এ বিষয় গভীর দৃষ্টি ও একনিষ্ঠ মনোযোগ প্রদানকারী এবং হাদীসের শব্দ ও অর্থ এতদুভয়ের সুষম সমন্বয় প্রয়াসী বিদ্যোৎসাহীদের চাহিদা মিটিয়ে তাদের প্রশান্তি আনয়ন করবে। আল্লাহ্ ভরসা এবং তিনিই সহায়!

প্রথম যুগের ও পরবর্তী যুগের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের অনেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ হজ্জটির কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। এমনকি আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হায্ম আল-উন্দুলুসী (র) বিদায় হজ্জ শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি অনেকাংশে পারদর্শীতা ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি বিচ্যুতির শিকারও হয়েছেন, আমরা যথাস্থানে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আল্লাহ্ই আমাদের সহায়!

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হজ্জ ও উমরার সংখ্যা প্রসঙ্গ

নবী করীম (সা) মদীনা হতে একবার মাত্র হজ্জ করেছেন এবং তার আগে তিনবার উমরা পালন করেছেন। বুখারী ও মুসলিম (র), হুদবা (র)....আনাস (রা) সূত্রে এ মর্মেই রিওয়ায়াত করেছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মোট চারটি উমরা আদায় করেছেন; এর প্রতিটি ছিল যিলকদ মাসে, তবে তাঁর হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাটি এর ব্যতিক্রম (সেটি ছিল জিলহজ্জ মাসে)।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র)....আবূ হুরায়রা (রা) হতে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সা'দ ইব্ন মানসূর (র) দারাওয়ারদী (র)....আইশা (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি উমরা করেছিলেন; একটি উমরা শাওয়াল মাসে এবং দু'টি উমরা জিলকদ মাসে। ইব্ন বুকায়র (র)....হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা) সূত্রে হাদীসটি অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আম্র ইব্ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতা তাঁর দাদা সনদে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার উমরা আদায় করেছেন; প্রতিবারই ছিল জিলকদ মাসে। অন্য একটি রিওয়ায়াতে আহমদ (র) বলেন, আবুন নায্র (র) (দাউদ আল আত্তার (র) সনদে)....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চারবার উমরা যাত্রা করেছেন। হুদায়বিয়ার উমরা, (পরবর্তী বছরে) উমরাতুল কাযা, তৃতীয়বার (হুনায়ন অভিযান শেষে) জিইর্রানা হতে এবং চতুর্থবার যেটি ছিল তাঁর হজ্জের সাথে। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র)-ও এ হাদীসখানা দাউদ আল আত্তার (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী এটিকে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন।

(উমরাতুল জিইর্রানা অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে নবী করীম (সা) কিরান হজ্জ আদায় করেছিলেন শীর্ষক আরো আলোচনা করা হবে।)

উল্লিখিত উমরাসমূহের প্রথমটি হুদায়বিয়ার উমরা যাতে নবী করীম (সা) (মক্কাবাসীদের দ্বারা) বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার পরে উমরাতুল কাযা' যা উমরাতুল কিসাস ও উমরাতুল কাযিয়্যা নামেও (সবগুলো বদলী উমরা অর্থে) অভিহিত হয়েছে।

তারপর উমরাতুল জিইর্রানা তাইফ অভিযান হতে প্রত্যাবর্তনকালে যখন হুনায়ন অভিযানে লব্ধ গনীমত বণ্টন করেছিলেন, তখন জিইর্রানা নামক স্থান হতে ইহ্রাম বেঁধে যে উমরা আদায় করেছিলেন। আমরা যথাস্থানে এ সবগুলোর আলোচনা করে এসেছি। চতুর্থ উমরা হল নবী করীম (সা)-এর হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরা। এ উমরার ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন অভিমতের প্রতি আমরা আলোকপাত করব। এ বিষয় মূল মত পার্থক্য মোট তিনটি।

এক ঃ (ক) তিনি তামাত্তু' ধরনের হজ্জ উমরা আদায় করেছিলেন। অর্থাৎ হজ্জের আগে উমরা আদায় করেছিলেন এবং তা থেকে 'হালাল' হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা (খ) 'হাদী'[১] সাথে নিয়ে এসেছিলেন বিধায় হালাল হতে পারেন নি। দুই ঃ তিনি হজ্জের সাথে সম্মিলিতভাবে উমরা আদায়কারীরূপে 'কিরান'[২] ধরনের হজ্জ সম্পাদন করেছিলেন। এ দাবীর প্রমাণবহ হাদীস আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব। তিন : কিংবা তিনি উমরা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে হজ্জ আদায় করে 'ইফরাদ'[৩] ধরনের হজ্জ পালন করেছিলেন। অর্থাৎ হজ্জ সম্পাদনের পরে উমরা আদায় করেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর 'ইফরাদ' হজ্জ পালনের অভিমত পোষণকারিগণ এক্ষেত্রে ইফরাদের অনুরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। যেমনটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে। নবী করীম (সা) ইহরাম শুরু করার সময় ইফরাদ কিংবা কিরান কিংবা তামাত্তু এর নিয়ত করেছিলেন– এ বিষয়ের আলোচনা ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টির নিষ্পত্তির প্রয়াস পাব।

বুখারী (র) বলেন, আম্‌র ইব্‌ন খালিদ (র)....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) উনিশটি গাযওয়া (যুদ্ধ) করেছেন এবং হিজরত করে যাওয়ার পরে তিনি একবার মাত্র হজ্জ পালন করেছেন; (মধ্যবর্তী রাবী) আবূ ইসহাক (র) বলেন, আর (এর আগে) মক্কায় তিনি আর একটি হজ্জ আদায় করেছিলেন। মুসলিম (র) এ হাদীসটি আহরণ করেছেন যুহায়র (র) থেকে। তবে আবূ ইসহাক (র)-এর এ বক্তব্য যে, নবী করীম (সা) মক্কায় আর একটি হজ্জ আদায় করেছেন। যাতে বাহ্যত তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মক্কা শরীফে তিনি একবারের অধিক হজ্জ করেন নি। এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, রিসালাতপ্রাপ্তির পরে নবী করীম (সা) হজ্জের মওসুমে নিয়মিত উপস্থিত থেকে লোকদের আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতেন এবং তাদের বলতেন—

من رجل يووينى حتى ابلغ كلام ربى فان قرشا قد منعونى ان ابلغ كلام ربى عز و جل -

"এমন কোন পুরুষ রয়েছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে, যাতে আমি আমার প্রতিপালকের বাণী পৌছিয়ে দিতে পারি; কেননা, কুরায়শীরা আমার মহান ও মহীয়ান প্রতিপালকের বাণী পৌছিয়ে দেয়ায় আমাকে বাঁধা দিয়েছে।" অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর জন্য আনসারীদের দলটিকে নিবেদিত করে দিলেন, যারা 'আকাবার রাতে' অর্থাৎ জিলহজ্জের দশ তারিখের সন্ধ্যায় 'জামরাতুল আকাবার' কাছে পর পর তিন বছর তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং এর শেষ বছরে তারা তাঁর হাতে 'আকাবার দ্বিতীয় বায়আত সম্পাদন করেন। এটি ছিল তাঁর সাথে তাদের

---

১. তামাত্তু (تمتع) বহিরাগত হাজীদের জন্য প্রথমে শুধু উমরার ইহরামে উমরা সম্পাদনের পর (ইহরাম খুলে হালাল হয়ে) পুনরায় হজ্জের নিকটবর্তী সময়ে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে তা সম্পাদন করাকে তামাত্তু হজ্জ বলে এবং এরূপ হজ্জ আদায়কারীকে 'মুতামাত্তি' বলে। 'তামাত্তু' শব্দটির অর্থ ফায়দা হাসিল করা, উপকার লাভ করা।

২. মক্কা শরীফে জবাই করার উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবান যে পশু (উট) সাথে নিয়ে যান, তাকে 'হাদী' বলা হয়।

৩. কিরান (قرن) একসাথে হজ্জ ও উমরার সম্মিলিত ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা আদায় করে (হালাল না হয়ে) যথাসময় ঐ ইহরাম দিয়ে হজ্জ আদায় করা হলে তাকে 'কিরান; (সম্মিলিত) হজ্জ এবং এরূপ হজ্জ আদায়কারীকে 'কারিন' বলা হয়। —অনুবাদক

৪. হজ্জের সময় শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধে (উমরা সংযুক্ত না করে) তা আদায় করলে তাকে 'ইফরাদ' (একক বা স্বতন্ত্র) হজ্জ এবং এরূপ হজ্জ আদায়কারীকে 'মুফরিদ' বলা হয়। –অনুবাদক

তৃতীয়বারের একত্রিত হওয়ার ঘটনা। এ বায়আতের ফলশ্রুতিতে হিজরত সংঘটিত হল (যার বিশদ বিবরণ যথাস্থানে আমরা প্রদান করে এসেছি)।-আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইবনুল হুসায়ন (রা)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে– জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নয় বছর যাবত মদীনায় অবস্থান করলেন। তখনো তিনি হজ্জ করেন নি। তারপর লোকদের মাঝে হজ্জ যাত্রার ঘোষণা দিলেন। ফলে মদীনায় বিশাল জনসমাগম হল। যিলকদের পাঁচ দিন কিংবা চারদিন বাকী থাকাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা শুরু করলেন। যুল হুলায়ফায় উপনীত হয়ে তিনি সালাত আদায় করলেন, তারপর তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন। বাহন তাঁকে নিয়ে প্রান্তরের পথ ধরলে তিনি তালবিয়া (লাব্বায়কা...) পাঠ করলেন; আমরাও সাথে সাথে লাব্বায়ক উচ্চারণ করলাম। আমাদের তখন হজ্জ ব্যতিরেকে অন্য কিছুর নিয়ত ছিল না। মুসলিম (র) বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসটি পরে বিবৃত হবে এ হাদীসের ভাষ্য।

আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন হারশা আস সাঈদী (রা) (মতান্তরে) সিবা ইব্‌ন উরকাতা আল গিফারী (রা)-কে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিদায় হজ্জে যাত্রা শুরু

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, দশম হিজরীর যিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন এবং লোকজনকেও প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন। এ বিষয় আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (ইব্‌ন মুহাম্মদ) (র)....নবী করীম (সা) সহধর্মিণী হযরত আইশা (রা)-এর বরাতে আমাকে বলেছেন, আইশা (রা) বলেন, যিলকদের পাঁচ রাত বাকী থাকতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সনদটি বেশ উত্তম। ইমাম মালিক (র) তাঁর মু'আত্তা গ্রন্থে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-আনসারী (র) হতে....আইশা (রা)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী-মুসলিমসহ সুনানই নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা ও মুসান্নাফ ইব্‌ন আবূ শায়বাতে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-আনসারী (র) থেকে বিভিন্ন সূত্রে.... আইশা (রা) হতে উল্লিখিত হয়েছে তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম যিলকদ মাসের পাঁচদিন বাকী থাকতেই আমরা হজ্জ ব্যতিরেকে আর কিছু ভাবছিলাম না.... (সুদীর্ঘ হাদীস) বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আল-মুকাদ্দামী (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মাথা আঁচড়িয়ে তেল লাগিয়ে সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরে ও চাদর গায়ে দিয়ে মদীনা থেকে রওনা করলেন। জা'ফরান দিয়ে রং করা কাপড় যা গায়ের ত্বকে হলদে রং মেখে দেয় তেমন কাপড় ব্যতীত কোন লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা তিনি নিষেধ করলেন না। যুল হুলায়ফায় সকাল বেলা তিনি নিজের বাহনে আরোহণ করলেন এবং অবশেষে বায়দা প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। এটা ছিল যিলকদের পাঁচ দিন বাকী থাকাকালে এবং যিলহজ্জের পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তিনি মক্কায় এসে পৌঁছলেন। বুখারী (র) এককভাবে এ বর্ণনা দিয়েছেন।

পর্যালোচনা ঃ 'যিলকদের পাঁচদিন বাকী থাকাকালে'– এটা যুল-হুলায়ফায় অবস্থানের সকাল বেলার কথা হলে ইব্‌ন হায্‌ম (র) ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর বক্তব্য যথার্থ হবে। তাঁর দাবী

হল নবী করীম (সা) বৃহস্পতিবার মদীনা হতে বের হয়ে জুমআর (পূর্ববর্তী) রাত যুল-হুলায়ফায় অবস্থান করেন এবং জুমআর দিন সকাল সেখানেই হয়। তা ছিল যিলকদের পঁচিশ তারিখ।

আর যদি যিলকদের পাঁচদিন বাকী থাকাকালে বলে ইব্ন আব্বাস (রা) চুল আঁচড়ানো, তেল লাগানো ও ইযার-চাদর পরিধানের পর নবী করীম (সা)-এর মদীনা হতে রওনা হওয়ার দিন বুঝিয়ে থাকেন– যেমন আইশা ও জাবির (রা) বলেছেন যে, যিলকদের পাঁচদিন বাকী থাকতে তাঁরা 'মদীনা' হতে বের হয়েছিলেন। তা হলে ইব্ন হায্ম (রা)-এর বক্তব্য অগ্রাহ্য হয়ে যাবে এবং তা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন ভিন্নমতই গ্রহণীয় হবে। কিন্তু যিলকদকে পূর্ণ ত্রিশদিনের মাস ধরলে রওনা হওয়ার দিনটি শুক্রবার বলা ছাড়া ভিন্ন মতের অবকাশ থাকবে না (কেননা, ঐ বছরের যিলহজ্জ মাস বৃহস্পতিবারে শুরু হওয়া নিশ্চিত। অতএব, যিলকদ মাস পূর্ণ ত্রিশদিনের মাস হলে পাঁচদিন বাকী থাকতে অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ শুক্রবার হতে হয়)। অথচ মদীনা থেকে নবী করীম (সা)-এর শুক্রবার রওনা হওয়াও স্বীকৃত নয়। কেননা, বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে নিয়ে মদীনায় চার রাকআত যুহরের সালাত আদায় করলেন, আর আসর আদায় করলেন যুল-হুলায়ফায় দু'রাকআত। তারপর সকাল হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর বাহনে আরোহণ করে বায়দা প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি মহান-মহীয়ান আল্লাহ্র হাম্দ ও তাসবীহ্ পাঠ করলেন, তারপর হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলেন। মুসলিম ও নাসাঈ (র) উভয় এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, কুতায়বা (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহর সালাত মদীনায় চার রাকআত আদায় করলেন আর আসর যুল-হুলায়ফায় দুই রাকআত আদায় করলেন। আহমদ (র) বলেছেন, আবদুর রহমান (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহর মদীনায় চার রাকআত আদায় করলেন আর আসর আদায় করলেন যুল-হুলায়ফাতে দুই রাকআত। বুখারী (র) মুসলিম আবূ দাঊদ, নাসাঈ (র) প্রমুখও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আহমদ (র) আরো বলেছেন ইয়াকুব (র)....আনাস ইব্ন মালিক আল-আনসারী (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে নিয়ে মদীনায় তাঁর মসজিদে যুহর চার রাকআত আদায় করলেন। তারপর আমাদের নিয়ে আসর আদায় করলেন দুই রাকআত যুল-হুলায়ফায় বিদায় হজ্জের সময় শংকাহীন নিরাপত্তাকালে (অর্থাৎ এটা সালাতুল খাওফ বা শত্রু শংকায় 'কসর' ছিল না)। এ শেষ সনদে আহমদ (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। তবে সনদটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুরূপ। এসব রিওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফর সূচনা শুক্রবারে হওয়াকে নিশ্চিতরূপে নাকচ করে দেয় এবং এগুলোর দৃষ্টিতে ইব্ন হায্ম (র)–-এর বক্তব্যানুসারে বৃহস্পতিবারে সফর আরম্ভ হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা, সে দিনটি ছিল যিলকদের চব্বিশ তারিখ। কেননা, সে বছরের যিলহজ্জের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হওয়াতে কোন দ্বিমত নেই। যেহেতু উপর্যুপরি অকাট্য (তাওয়াতুর) বর্ণনা ও ইজমা (সর্বসম্মত) সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) আরাফাতে অবস্থান করেছিলেন শুক্রবার, আর তা ছিল

তর্কাতীতভাবে যিলহজ্জের নয় তারিখে। এখন যদি ধরে নেয়া হয় যে, যিলকদের চব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার নবী করীম (সা) সফর্ শুরু করেছিলেন তা হলে মাসের ছয় রাত অবশ্যই বাকী থাকা জরুরী হয়। রাত ছয়টি হল শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবারের (পূর্ব) রাতসমূহ। অথচ ইব্‌ন আব্বাস, আইশা ও জাবির (রা) সকলেই বলেছেন যে, যিলকদের পাঁচদিন বাকী থাকার সময় তিনি রওনা করেছিলেন। আর সে দিনটি আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের আলোকে শুক্রবার হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং একমাত্র এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে যে, নবী করীম (সা) মদীনা হতে বের হয়েছিলেন শনিবার এবং তা ছিল যিলকদের পঁচিশ তারিখ। তাই স্বভাবত বর্ণনাকারীরা মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনে হওয়ার ধারণা করে পাঁচদিন অবশিষ্ট থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে সে বছর ঐ মাসে একদিন কম হয়েছিল বিধায় (ঊনত্রিশ তারিখ) বুধবারে মাস শেষ হয়ে গেল এবং বৃহস্পতিবারের (পূর্ববর্তী) সন্ধ্যায় যিলহজ্জের নতুন চাঁদ দেখা যায়। জাবির (রা)-এর (দ্ব্যর্থতাবোধক) রিওয়ায়াত– পাঁচ দিন বাকী থাকতে কিংবা চারদিন আমাদের এ বক্তব্যকে সমর্থন করে। তাছাড়া সব দিক বিবেচনা করলে এ সমন্বয় বিবৃতি অনিবার্য– যা প্রত্যাখ্যান করার কোন উপায় নেই।-আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

হজ্জ উপলক্ষে নবী করীম (সা)-এর মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগের বিবরণ

বুখারী (র) বলেন, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'গাছ'[১] এর (পার্শ্ববর্তী) পথে বের হয়ে যেতেন এবং মুআররাস (রাত যাপনক্ষেত্র)-এর পথে ফিরে আসতেন এবং এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিমুখে রওনা করলে 'গাছ' এর কাছের (যুল-হুলায়ফা) মসজিদে সালাত আদায় করতেন এবং ফিরতি পথে (ও) যুল-হুলায়ফার নিম্ন (সমতল) ভূমিতে সালাত আদায় করতেন (পরে যা যুল-হুলায়ফার মসজিদ হয়েছে)। সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। এ সূত্রে হাদীসটি বুখারী (র) একাকী বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ আবূ বকর আল বায্যার (র) বলেন, আমার লিপিতে পেয়েছি– আম্র ইব্‌ন মালিক (র)....আনাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) একটি জীর্ণ 'গদী'তে বসে হজ্জ (এর সফর) করেন, তাঁর নীচে বিছানো ছিল একটি মোটা চাদর এবং তিনি বলেছিলেন– حجة لا رياء فيها ولا سمعة "এমন হজ্জ (আমরা করব) যাতে লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্য নেই।" বুখারী (র) তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে হাদীসটি মুআল্লাকরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) বলেছেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায় (র)....ছুমামা (র) সূত্রে– তিনি বলেন, আনাস (রা) একটি জীর্ণ 'গদী' ব্যবহার করে হজ্জ করলেন, তিনি কিন্তু কৃপণ ছিলেন না, বরং তিনি সুন্নত পালনে এমন করেছিলেন, কারণ তিনি

---

১. যুল-হুলায়ফার মসজিদের এক প্রান্তে (মদীনার বিপরীত দিকের প্রান্ত) একটি গাছ ছিল আর অন্য প্রান্তে (মদীনার দিকের প্রান্ত) সাধারণত মুসাফিররা অবকাশ যাপন করত। এ প্রান্তদ্বয়কেই 'গাছ' এর পথ ও 'রাতযাপন ক্ষেত্রের' পথ বলা হয়েছে।

এ সময় বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গদীতে বসেই হজ্জ করেছিলেন।[১] আর সেটিও ছিল তার আসবাবপত্রবাহী উট। এভাবেই বায্যার (র) ও বুখারী (র) হাদীসটি সনদের শেষ অংশ মুআল্লাকরূপে উল্লেখ করেছেন। তবে বায়হাকী (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদীসটি পূর্ণ সংযুক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল-মুক্‌রী (র)....ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায় (র)....(অনুরূপ)।

হাফিজ আবূ ইয়ালা আল মাওসিলী (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আলী ইবনুল জা'দ (র)....আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি জীর্ণ গদীতে এবং চার দিরহামের সমমূল্য (কিংবা বর্ণনা ব্যতিক্রম সমমূল্যও নয়) এমন একটি চাদরে বসে হজ্জ পালন করেছিলেন। তিনি বলছিলেন— اللهم حجة لا رياء فيها "হে আল্লাহ্! হজ্জ– যাতে রিয়া নেই।"

শামাইল গ্রন্থে তিরমিযী (র) আবূ দাউদ তায়ালিসী ও সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর বরাতে এবং ইব্‌ন মাজা (র) ও ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ (র) সূত্রে (তিনজনই) একটি দুর্বল সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হাশিম (র)....(সাঈদ) সূত্রে বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে সফরে বের হলাম। আমাদের পাশ দিয়ে একটি ইয়ামানী কাফেলা চলে গেল। যাদের (উটের পিঠের) গদীগুলো ছিল চামড়ার এবং তাদের উটগুলোর লাগাম ছিল সাধারণ ইয়ামানী রশির তৈরি।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ যখন বিদায় হজ্জে আগমন করেছিলেন, তাদের (অবস্থার) সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ এ বছরে আগত কাফেলা সমূহের মাঝে কোন কাফেলা কেউ দেখতে চাইলে সে যেন এ (ইয়ামানী) কাফেলাটিকে দেখে নেয়। আবূ দাউদ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হান্‌নাদ (র)....ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিজ, আবূ তাহির আল-ফকীহ্, আবূ যাকারিয়্যা ইব্‌ন আবূ ইসহাক, আবূ বকর ইবনুল হাসান ও আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবূ আম্‌র (র) (সকলে)....বিশ্‌র ইব্‌ন কুদামাহ আয্‌-যাবাবী (রা) হতে। তিনি বলেন, "আমার দু'চোখ আমার প্রিয়তম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছে– জনতার সাথে আরাফাতে অবস্থানরত, তাঁর কাস্‌ওয়া নামের লাল উটনীর পিঠে তাঁর নীচে ছিল একটি 'বাওলানী' চাদর। তিনি তখন বলছিলেন—

اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا منا ولا سمعة ـ

"হে আল্লাহ্! এটিকে রিয়াবিহীন,....(?) এবং খ্যাতি লিপ্সাবিহীন হজ্জে পরিণত করুন!" লোকেরা তখন পরস্পরে বলাবলি করছিল, ইনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস (র)....আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) সূত্রে বলেছেন, আমরা

---

১. অর্থাৎ দূর-দূরান্তের সফর হওয়া সত্ত্বেও 'পাল্কী' (হাওদা)-তে বসেন নি। শুধু শক্ত গদী ব্যবহার করেছেন।

হজ্জযাত্রী হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা 'আরজে' উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে অবতরণ করলেন। আইশা (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে বসল; আমি আমার আব্বার কাছে বসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর (পরিবারের) আসবাবপত্রবাহী উট ছিল একটিই; যা আবূ বকরের গোলামের দায়িত্বে ছিল। আবূ বকর (রা) বসে বসে গোলামের এসে পৌঁছার অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক সময় সে এসে পৌঁছল, কিন্তু তার সাথে কোন উট ছিল না। আবূ বকর বললেন, 'তোমার উট কোথায়? গোলামটি বলল, গত রাতে আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আবূ বকর (রা) বললেন, একটি মাত্র উট, তাও হারিয়ে ফেলেছ, একথা বলে তিনি গোলামকে পেটাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃদু হাসছিলেন আর বলছিলেন— انظروا.ال هذا المحرم وما يصنع হজ্জের ইহরামধারী এ লোকটি এবং তাঁর কাণ্ড দেখ। আবূ দাঊদ (র) ইব্‌ন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু আবূ বকর আল-বায্‌যার (র) তাঁর মুসনাদে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এভাবে— ইসমাঈল ইব্‌ন হাফ্‌স (র)....আবূ সাঈদ (রা) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা হতে মক্কা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে হজ্জের সফর করেছিলেন; তাঁরা নিজেদের কোমর বেঁধে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের চলার গতি ছিল 'হারওয়ালা' হালকা দৌড়ের মত। এটি একটি দুর্বল সনদের মুনকার হাদীস। কারণ, এ সনদের মধ্যবর্তী রাবী হামযা ইব্‌ন হাবীব আয্‌-যায়্যাত 'দুর্বল' অনির্ভরযোগ্য এবং তার শায়খ (হুমরান) ও পরিত্যক্ত রাবী। বায্‌যার (র) নিজেও মন্তব্য করেছেন যে, এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এ বর্ণনা পাওয়া যায় না; যদিও আমার মতে সনদটি উত্তম। (তাঁর মতে) হাদীসটি যদি সাব্যস্ত হয়, তবে তার অর্থ এমন হতে পারে যে, তাঁরা পদব্রজে কোন উমরা আদায় করেছিলেন। কেননা, নবী করীম (সা) মদীনা হতে একবার মাত্র হজ্জ করেছিলেন এবং তিনি তখন আরোহী ছিলেন ও সাহাবীদের মাঝে কেউ কেউ পদব্রজেও গিয়েছিলেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ নবী করীম (সা) পদব্রজে কোন উমরা পালন করেন নি। হুদায়বিয়াতে নয়, উমরাতুল কাযাতেও নয়। জিইররানার উমরাতে নয় এবং বিদায় হজ্জেও নয়। নবী করীম (সা)-এর অবস্থা ও কার্যক্রম সুপরিচিত ও সর্বজনবিদিত ছিল। জনতার কাছে তা গোপন থাকার অবকাশ কোথায়? বরং হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিরোধী এবং মুনকার পর্যায়ের যা কিছুতেই স্বীকৃত হতে পারে না। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

যুল-হুলায়ফায় অবস্থান ও আনুষাংগিক প্রসংগ

পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) মদীনায় চার রাক'আত জুহর সালাত আদায় করেছিলেন, তারপর সেখান থেকে যুল-হুলায়ফায় গিয়েছিলেন এটি হল আকীক উপত্যকা। সেখানে আসরের নামায দু'রাকাত আদায় করেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি দিনের বেলায় আসরের সময় যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে ছিলেন এবং সেখানে 'কসর' করে আসরের সালাত আদায় করেছিলেন। স্থানটি মদীনা থেকে তিন মাইলের দূরত্বে অবস্থিত। তারপর সেখানে মাগরিব ও ইশা আদায় করে সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং সাহাবীদের নিয়ে ফজর সালাত আদায় করে তাদের এ মর্মে খবর দেন যে, রাতে তাঁর কাছে ইহরামের প্রয়োজনীয় নির্দেশ সম্বলিত ওহী এসেছে। যেমন— ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন

আদম....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) সম্পর্কে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুল-হুলায়ফার রাত্রি যাপনের স্থানে উপনীত হলে তাঁকে ওহী যোগে বলা হল- انك ببطحاء مباركه- আপনি একটি বরকতময় কংকর প্রান্তরে রয়েছেন।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে মূসা উবন উকবা (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে। বুখারী (র) আরো বলেছেন আল হুমায়দী (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) ইব্ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন আমি ওয়াদিল আকীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে,

اتانى الليلة ات من ربى فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة -

আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে জনৈক আগমনকারী আমার কাছে এসে বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় কর এবং বল– হজ্জের সাথে উমরা। বুখারী (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম (র) তা বর্ণনা করেন নি। সুতরাং বাহ্যত বলা যায় যে, ওয়াদিল আকীকে নবী করীম (সা)-কে সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান যুহরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার নির্দেশের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, এ নির্দেশ তাঁর কাছে এসেছিল রাতে আর সাহাবীগণকে তিনি অবগত করেছিলেন ফজর সালাতের পরে। অতএব, (নির্দেশ পালনের জন্য) পরবর্তী যুহর সালাতই একমাত্র সূত্ররূপে অবশিষ্ট রইল। সুতরাং তিনি সেখানে যুহর আদায় করার পরে ইহরাম সম্পাদনে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এ জন্যই তিনি ইরশাদ করেছিলেন যে, আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন অগন্তুক এসে আমাকে বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরার ইহরাম বাধছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হজ্জ কিরান হওয়ার দাবীদারগণ এ হাদীস তাদের প্রমাণরূপে উল্লেখ করেছেন এবং বাস্তবেও এটি তাদের সবল প্রমাণ– যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করা হবে।

এ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্যে এ কথা প্রমাণ করা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (পরের দিন) যুহর পর্যন্ত ওয়াদিল আকীকে অবস্থানে আদিষ্ট হয়েছিলেন। নবী করীম (সা) এ আদেশ যথাযথ পালন করেছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করে ঐ দিনের সকালে তার সহধর্মিনীদের সান্নিধ্যে যান। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন নয় জন এবং এ সফরে তাঁদের সকলেই তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন। তিনি যুহরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, আবূ হাসসান আল আ'রাজ (র)-এর হাদীসে বিবৃত হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল-হুলাফায় যুহর সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁর উটটিকে কুরবানীর উট বলে চিহ্নিত করলেন। তাঁর উটে আরোহণ করে তালবিয়া বা লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। এটি মুসলিমের বর্ণনা। ইমাম আহমদ (র)-ও বলেছেন, রাওহ (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহর সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন এবং প্রান্তরের চড়াইয়ে উঠলে লাব্বায়ক ধ্বনি দিলেন। আবূ দাউদ (র) আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) হতে এবং নাসাঈ (র) ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ (র) হতে, নাযর ইব্ন শুমায়ল (র) সূত্রে অনুরূপ অর্থ সম্পন্ন এবং আহমদ ৰনুল আযহার (র) সূত্রে আরো পূর্ণাঙ্গ রিওয়ায়াত করেছেন। এ বর্ণনা ইব্ন হাযম (র) এর দিনের প্রথমাংশে ইহরাম হওয়ার ধারণা নাকচ করে দেয়। তবে তিনি বুখারী (র) বর্ণিত আনাস (রা) সূত্রের রিওয়ায়াত

স্বপক্ষে টানতে পারেন, যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল-হুলায়ফায় রাত কাটালেন; অবশেষে সকাল হলে তিনি ফজর সালাত আদায় করলেন, তারপর তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন। বাহন প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলেন। তবে এ হাদীসের সনদে অজ্ঞাতনামা জনৈক ব্যক্তি রয়েছেন; সম্ভবত তিনি আবু কিলাবা (র)। আল্লাহই সমধিক অবগত।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন হাবীব আল হারিছী (র) আইশা (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলাম, তারপর তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের সান্নিধ্যে গমন করেন। তারপর ইহরাম বাঁধলেন, তখনও তাঁর সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। বুখারী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন শু'বা (র) সূত্রে। আবার বুখারী মুসলিম (র) উভয় তা উদ্ধৃত করেছেন আবূ আওয়ানা (র) সূত্রে (এ সনদে মুসলিম (র)-এর অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে)। অনুরূপ মিসআর ও সুফয়ান ইব্‌ন সাঈদ ছাওরী (র) এ চারজন পূর্বোল্লিখিত সনদে। এ ছাড়া ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুনতাশির (র)-(এর পিতা মুহাম্মদ (র) হতে নেয়া মুসলিম (র)-এর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে- মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর কাছে সুগন্ধি মাখিয়ে ইহরাম সম্পাদনকারী ব্যক্তির মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সুগন্ধি ছড়াতে ছড়াতে মুহরিম হব তা আমি পসন্দ করিনা; তেমন করার চেয়ে আমি আলকাতরা মাখাব- তা বরং আমার কাছে অধিক পসন্দনীয়। (এ জবাব শুনতে পেয়ে) আইশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার ইহরামের সময় আমি সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে ঘুরে এসেছেন; তারপরে মুহরিম হয়েছেন।

মুসলিম (র) বর্ণিত এ ভাষ্যের দাবী হল, স্ত্রীদের সাথে মিলনের আগে নবী করিম (সা) সুগন্ধি মাখতেন, যাতে তা তাঁর নিজের কাছে সুখকর ও স্ত্রীদের কাছে পছন্দনীয় হয়। তারপর জানাবাত-এর জন্য গোসল এবং সে সাথে ইহরামের গোসলের সময় ইহরামের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। যেমন- তিরমিযী ও নাসাঈ (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবুয যিনাদ (র)....যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) সূত্রের হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি (যায়দ রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহরামের জন্য খোলামেলা ভাবে গোসল করতে দেখেছেন। এ হাদীস সম্পর্কে তিরমিযী (র)-র মন্তব্য হল- একক সূত্রীয় উত্তম (হাসান গরীব) ইমাম আহমদ (র) বলেন, যাকারিয়া ইব্‌ন আদী (র)....আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর মাথা (সুগন্ধিযুক্ত) খিতমী ও উসমান (ঘাস) দিয়ে ধুইতেন এবং অল্প কিছু তেল মাথায় দিতেন। এটা আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস শাফিঈ (র) বলেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র), আইশা (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় এবং ইহরাম খোলার সময় আমি সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি। আমি (উরওয়া) তাঁকে বললাম, কোন সুগন্ধি দিয়ে? তিনি বললেন, সব চাইতে উত্তম সুগন্ধি দিয়ে। মুসলিম ও বুখারী (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) আইশা (রা) থেকে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম তাঁর ইহরামের জন্য, যখন তিনি ইহরাম

বাঁধতেন এবং তাঁর ইহরাম খুলে হালাল হওয়ার জন্য, বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের আগে ভাগে। মুসলিম (র) আরো বলেছেন, আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) আইশা (রা) থেকে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে ইহরাম বাঁধা ও খোলার সময় আমি আমার দু'হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যারীরাহ[1] সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি। মুসলিম (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) (যুহরী), আইশা (রা) সূত্রে আর একটি রিওয়ায়াত করেছেন। আইশা (রা) বলেন, আমি আমার এ দু'হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি, তাঁর ইহরামের জন্য। যখন তিনি ইহরাম বেঁধেছেন এবং তাঁর হালাল হওয়ার জন্য তাঁর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার আগে।

মুসলিম (র) আরো বলেন, আহমাদ ইব্‌ন মানী ও ইয়া'কূব আদ দাওরাকী (র), আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম তাঁর ইহরাম বাঁধা ও তাঁর হালাল হওয়ার আগে এবং নাহর দিবসে (জিলহজ্জের দশ তারিখে) তাঁর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার আগে, মেশ্‌কযুক্ত সুগন্ধি দিয়ে। মুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সিথিতে মেশকের ঔশ্বর্য, যখন তিনি তাল্‌বিয়া পাঠ করছিলেন, যেন আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি। মুসলিম (র) ও বুখারী বিভিন্ন সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আশআছ (র)....আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মনে হয় যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুলের গোড়াগুলিতে, তাঁর ইহরাম অবস্থায়, সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য আমার নজরে ভাসছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্‌ফান (র)....আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন নবী করীম (সা)-এর ইহরাম বাঁধার কয়েকদিন পরেও যেন আমি তাঁর সিথিতে সুগন্ধির ঝলক দেখতে পাচ্ছি। আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র আল হুমায়দী (র) বলেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (রা)....আইশা (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিথিতে তাঁর ইহরামের তিন দিন পরে আমি সুগন্ধি দেখেছি।

এ সব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা) গোসলের পরে সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন। কেননা, গোসলের আগে সুগন্ধি লাগানো হয়ে থাকলে গোসল তা (ধুয়ে) শেষ করে দিত এবং তার কোন চিহ্ন বিশেষত ইহরামের তিন দিন পরেও অবশিষ্ট থাকত না।

পূর্বসূরীদের অনেকে, যাঁদের মাঝে ইব্‌ন উমর (রা) উল্লেখযোগ্য, ইহরামের প্রক্কালে সুগন্ধি ব্যবহার মাকরূহ হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। তবে আমরা আইশা (রা) হতে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রের হাদীস ও রিওয়ায়াত করেছি। যেমন, হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হুসায়ন ইব্‌ন বুশরান (র)....ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি আইশা (রা) থেকে। এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ইহরামের সময় উত্তম দামী সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি। এ সনদটি একক ও বিরল উৎসের। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছেন যাতে তা তাঁর মাথার সুগন্ধিকে রক্ষা করতে পারে এবং ধুলা বা বালু জমে যাওয়া থেকে উত্তমভাবে হিফাজত হয়। মালিক (র) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে

১. যারীরাহ (ذريرة) উন্নতমানের সুগন্ধি বিশেষ, সুগন্ধি রেণু। অনুবাদক

বলেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ব্যাপারটি কী যে, লোকেরা তাদের উমরা হতে হালাল হয়ে গেল। অথচ আপনি আপনার উমরা হতে হালাল হলেন না ? তিনি বললেন,

انی لبدت رأسی وقلدت هدیی فلا اجل حتی انحر-

(চুল বিন্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে) আমি আমার মাথায় আঠালো দ্রব্য ব্যবহার করেছি এবং আমার কুরবানীর উটের (গলায়) কিলাদা (চামড়া, চপ্পল ইত্যাদির তৈরী মালা) পরিয়েছি, (দশ তারিখে) কুরবানী করা পর্যন্ত আমি হালাল হচ্ছি না। বুখারী ও মুসলিম (র) তাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে মালিক (র)-এর বরাতে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এ ছাড়া নাফি (র) হতেও এ হাদীসের একাধিক সূত্র রয়েছে।

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র) ইব্ন উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধু দিয়ে তাঁর মাথা আঠালো করেছিলেন। এ সনদটি উত্তম। তারপর নবী করীম (সা) তাঁর কুরবানীর উটটিকে (যখম করে) চিহ্নিত করলেন এবং যুল-হুলাফায় সেটিকে মালা পরালেন। লায়ছ (র) ইব্ন উমর সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জে হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছিলেন এবং কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন অর্থাৎ যুল-হুলায়ফা হতে নিজের সাথে কুরবানীর উট পরিচালিত করেছিলেন। পূর্ণাংগ হাদীসের বিবরণ পরবর্তীতে আসবে। এ হাদীস সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় এ হাদীসের পর্যালোচনাও করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। মুসলিম (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল-হুলায়ফায় পৌঁছলে তার উটনী নিয়ে আসতে বললেন এবং তার কুঁজের ডান পাশে যখম করে রক্ত লেপটে দিলেন এবং তাকে দুখানি চপ্পলের মালা পরিয়ে দিলেন।

তারপর তিনি তার বাহনে আরোহণ করলেন। সুনান গ্রন্থের চতুষ্টয় সংকলণগণ আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা এ হাদীসখানা কাতাদা (র) থেকে একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীস নির্দেশ করে যে, নবী করীম (সা) তাঁর পবিত্র হাত দিয়েই ঐ উটনীটি চিহ্নিত করেন ও মালা পরানোর কাজ সম্পাদন করেছিলেন এবং অবশিষ্ট কুরবানীর পশুগুলোকে যখম করা ও তাদের মালা পরাবার দায়িত্ব অন্যদেরকে অর্পণ করেছিলেন। কারণ কুরবানীর পশু ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক– একশতটি কিংবা তার চেয়ে সামান্য কম। তিনি তাঁর পবিত্র হাতে তেষট্টিটি উট যবেহ করেছিলেন এবং আলী (রা)-কে দায়িত্ব দিলে তিনি বাকীগুলি যবেহ করেছিলেন।

এ প্রসংগে জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, আলী (রা) ইয়ামান থেকে নবী করীম (সা)-এর জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন। ইব্ন ইসহাক (র)-এর বিবরণে রয়েছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর কুরবানীর উটে আলী (রা)-কে শরীক করেছিলেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। অন্যদের বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম (সা) ও আলী (রা) মিলে মোট একশত উট কুরবানী করেছিলেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ সব পশু তিনি যুল-হুলায়ফা থেকে সাথে নিয়েছিলেন কিংবা কিছু সংখ্যক পথে ইহরাম অবস্থায় কিনে নিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহরাম ও তালবিয়া পাঠের স্থান নির্ণয় এবং বর্ণনাকারীদের মতবিরোধ ও তার মীমাংসা

আওযাঈ (র)....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, বুখারীর হাদীস ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। যাতে উমার (রা) বলেছেন, ওয়াদিল আকীকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতিপালকের নিকট হতে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসে বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন– হজ্জের সাথে উমরা। বুখারী (র) আরো বলেছেন– অনুচ্ছেদ ঃ যুল-হুলায়ফা মসজিদের কাছে ইহরাম ও তালবিয়া পাঠ ঃ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ অর্থাৎ যুল-হুলায়ফার মসজিদ-এর নিকট ব্যতীত অন্য কোথাও ইহরাম বাঁধেন নি। ইব্ন মাজা ব্যতিরেকে সিহাহ সিত্তার ইমামগণ সকলেই এ হাদীস (উল্লিখিত সনদের মধ্যবর্তী রাবী) মূসা ইব্ন উকবা (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত রয়েছে। তিনি (নবী করীম সা) তখন বললেন, লাব্বায়েক। বুখারী মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে (মালিক, মূসা, সালিম) রয়েছে যে, সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, তোমাদের এ খোলা মাঠ, যাতে তোমরা (ইহরাম বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করে থাক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহরাম করেছিলেন মসজিদের কাছে থেকে। আবার এই ইব্ন উমর (রা) হতেই এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। যেমন– প্রতিপক্ষে আলোচনা করা হবে– যা বুখারী, মুসলিম (র) তাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে মালিক (র).... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর রা) বললেন, তবে ইহরাম ও তালবিয়া পাঠের বিষয়টি তা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহরাম-তালবিয়া পাঠ করতে প্রত্যক্ষ করি নি যতক্ষণ না তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াকুব (র)....সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আমি বললাম, হে আবুল আব্বাস! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহরাম-তালবিয়া ব্যাপারে যে, কখন তিনি তা সম্পাদন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের পরস্পর বিরোধী বর্ণনায় আমরা তাজ্জব যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমি-ই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু (মদীনা থেকে) মাত্র একবার-ই হজ্জ করেছিলেন। তাই তাদের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। পরে যখন যুল-হুলায়ফায় তাঁর সালাতের স্থানে ইহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন এবং ঐ বসা অবস্থায় তাঁর হজ্জের ইহরামের নিয়ত করলেন। তখন কিছু লোক তাঁর কাছে তা শুনতে পেল এবং তারা তাই স্মরণ রাখল। তারপর তিনি বাহনে আরোহণ করলেন; পরে যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন এবং অন্য কিছু লোক তখন তাঁর নিকট হতে তা স্মরণ রাখলো, এর কারণ হল এই যে, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আসছিল, তাই তাদের এক দল শুনতে পেল

যে, তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির দাঁড়াবার সময় তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করেছেন। তাই তারা (তাদের অভিজ্ঞতা মতে) বলতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন যখন তাঁর উট তাঁকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলতে লাগলেন, যখন তিনি বায়দা প্রান্তরের চড়াইতে উঠলেন তখন (আবার) তালবিয়া উচ্চারণ করলেন, তখন অন্য কিছু লোক তা তাদের স্মরণে রাখলো এবং তারা বলতে লাগলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন যখন বায়দা প্রান্তরের চড়াইতে উঠেছিলেন। আল্লাহ্র কসম! তিনি অবশ্যই নিয়ত (ও ইহরাম-তালবিয়া) তালবিয়া করেছিলেন তাঁর নামায পড়ার স্থানে এবং তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির দাঁড়িয়েছিল এবং তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন যখন তিনি বায়দা প্রান্তরের চড়াইতে উঠেছিলেন তখনও।

অতএব, যারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি গ্রহণ করেছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর নামাযের স্থানে ইহরাম-তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন....? তিরমিযী ও নাসাঈ (র) উভয় কুতায়বা (র)....খুসায়ফ (র) থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, একক সূত্রীয় উত্তম; (কুতায়বার উর্ধ্বতন রাবী) আবদুস সালাম (র) ব্যতীত আর কেউ তা রিওয়ায়াত করেন নি। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সূত্রে খুসায়ফ (র) সূত্রে ইমাম আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ উক্ত হাদীসটি সহীহ্ সাব্যস্ত হলে তা সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারত এবং বাস্তবে এর পরিপন্থি বর্ণনাকারীদের বর্ণনার কারণরূপে গৃহীত হতে পারতো কিন্তু এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। এ ছাড়া ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) হতে তাদের পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াতের বিপরীত রিওয়ায়াতও রয়েছে (পরবর্তীতে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হবে)। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির দাঁড়ালে তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন তারাও অনুরূপ রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।

বুখারী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র), আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা) মদীনায় চার রাকআত (যুহর) আদায় করলেন এবং যুল-হুলায়ফায় দুই রাকআত আদায় করলেন, তারপর যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করলেন। পরে যখন তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন এবং বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির হল, তখন তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন।

আর বুখারী, মুসলিম (র) ও সুনান গ্রন্থসমূহের সংকলকবৃন্দ (পূর্বোল্লিখিত সনদের) মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র) এবং ইবরাহীম ইব্ন মায়েসারা (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে আনাস (রা) থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ওদিকে সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে রয়েছে মালিক (র)....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস, ইব্ন উমর (রা) বলেন, ইহরাম-তালবিয়া বিষয়টি তা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তালবিয়া উচ্চারণ করতে প্রত্যক্ষ করি নি, যতক্ষণ তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করে নি। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে ইব্ন ওয়াহব (র), ইব্ন উমর সূত্রে এ মর্মে রিওয়ায়াত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল-হুলায়ফায় তাঁর বাহনে আরোহণ করার পরে তা তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, অনুচ্ছেদ ঃ বাহন সোজা হয়ে দাঁড়াবার পর যারা তালবিয়া উচ্চারণ করেন আবু আসিম (র), ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে নিয়ে তাঁর বাহন সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। মুসলিম ও নাসাঈ (র) এ হাদীসটি (উল্লিখিত সনদে) ইব্ন জুরায়জ (র) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) আরো বলেছেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র), ইব্ন উমার (রা) থেকে তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বাহনের পা দানীতে তাঁর পা রাখলেন এবং তার বাহন তাঁকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তখন যুল-হুলায়ফায় তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। এ বর্ণনা সূত্র একাকী মুসলিম (র)-এর। বুখারী মুসলিম (র) অন্য একটি সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র), ইব্ন উমর (রা) সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা ঃ কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া উচ্চারণ প্রসংগে, আবূ মা'মার (র) বলেছেন, নাফি (র) হতে। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যুল-হুলায়ফায় ফজরের সালাত আদায় করার পর তাঁর বাহন প্রস্তুতির নির্দেশ দিতেন, তখন তাতে গদী আটা হলে তিনি তাতে আরোহণ করতেন। বাহন তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন, পরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। হারাম শরীফ উপনীত হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতো। তারপর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন। অবশেষে যূ-তুওয়ায় উপনীত হলে সেখানে রাত কাটাতেন। ফজরের সালাত আদায়ের পরে গোসল করতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন করেছেন। তারপর বুখারী (র) বলেছেন, গোসল করার বিষয় ইসমাঈল (র), আয়্যুব (র) সূত্রে সমার্থক রিওয়ায়াত রয়েছে। মুসলিম এবং আবূ দাউদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তারপর বুখারী (র) বলেছেন, সুলায়মান আবুর-রাবী (র), নাফি (র) হতে। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা) মক্কা অভিমুখে সফর করার নিয়ত করলে, এমন তেল মাখতেন যাতে কোন সুঘ্রাণ থাকতো না। তারপর যুল-হুলায়ফার মসজিদে পৌঁছে সালাত আদায় করতেন। তারপর বাহনে চড়তেন। তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে ইহরাম বাঁধতেন। তারপর বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি এভাবেই করতে দেখেছি। এ সূত্রে বুখারী (র) এ হাদীসটি একাকী বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন– কুতায়বা (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে তিনি বলেন, তোমাদের এ খোলা প্রান্তর যেখানে (ইহরাম করা)-এর কথা বলে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করে থাক, আল্লাহর কসম; রাসূলুল্লাহ্ (সা) (ঐ) গাছটির কাছে ছাড়া অন্য কোন স্থান হতে ইহরাম বাঁধেন নি। তিনি ইহরাম বেঁধেছিলেন, যখন তাঁর উট তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ হাদীসটি ইব্ন উমর (রা)-এর পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াত ও এখানকার রিওয়ায়াতগুলির মাঝে সমন্বয় সাধন করে। তা এভাবে যে, ইহরাম হয়েছিল (পরবর্তী সময় নির্মিত) মসজিদের কাছ থেকেই। তবে তা ছিল তাঁর আরোহণ এবং বাহন তাঁকে নিয়ে বায়দা প্রান্তরে অর্থাৎ সমতল ভূমিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবার পরে। আর তা ছিল বায়দা প্রান্তরে (ইহরামের স্থানরূপে জনতার মাঝে) পরিচিত স্থানটির কাছে পৌঁছার আগেই।

তাছাড়া বুখারী (র) অন্যত্র বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আল মুকাদ্দামী (র), আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মাথা আঁচড়ানো, তেল

লাগানো এবং লুঙ্গি ও চাদর গায়ে দেয়ার পর তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে চলতে লাগলেন। কোনও ধরনের চাদর-লুঙ্গি পরিধান নিষেধ করলেন না। তবে জাফরানী রংকৃত কাপড় যা দেহ-ত্বককে রংগিয়ে দেয়, তা ছাড়া তারপর যুল-হুলায়ফায় সকাল করলেন এবং তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন। বাহন প্রান্তরের বুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি ও তাঁর সহচরগণ তালবিয়া উচ্চারণ করলেন এবং তিনি কুরবানীর উটকে মালা পরালেন। এটা ছিল জিলকদ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে। তারপর (মক্কায় পৌছে) তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন এবং সাফাওয়া-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। কিন্তু, কুরবানীর পশু সাথে থাকার কারণে তিনি 'হালাল' হলেন না। কেননা, তিনি হাদীকে 'মালা পরিয়েছিলেন। হাদীর উট মক্কার চড়াই অঞ্চলে 'হাজ্জনে' রক্ষিত ছিল। তিনি হজ্জের ইহরাম-তালবিয়া শুরু করলেন। তবে ইতোপূর্বের তাওয়াফের পরে তিনি আরাফাত থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পুনরায় (তাওয়াফের উদ্দেশ্যে) কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হলেন না।

তবে সাথীদের হুকুম দিয়েছিলেন, তারা যেন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় দৌড়াবার পরে মাথা ছেঁটে নেয় এবং (উমরার ইহরাম হতে) হালাল হয়ে যায়। এ নির্দেশ ছিল তাদের জন্য যাদের সাথে মালা পরানো হাদীর উট ছিল না। এদের মাঝে যার যার সাথে তাদের স্ত্রীরা ছিল, সে স্ত্রী এবং সুগন্ধি ও (সেলাইযুক্ত) কাপড় তাদের জন্য হালাল হল। একাকী বুখারী (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, বাহ্য ইব্‌ন আসাদ, হাজ্জাজ, রাওহ্ ইব্‌ন উবাদা ও আফ্ফান ইব্‌ন মুসলিম (র) সকলে....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল-হুলায়ফায় (পরের দিনের) যুহর সালাত আদায় করলেন, তারপর তাঁর হাদীর উটটি নিয়ে আসতে বললেন। তারপর তার কুঁজের ডান পাশে যখম করে তার রক্ত লেপটে দিলেন এবং তাকে দুটি চপ্পলের মালা পরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর বাহন নিয়ে আসতে বললেন। বাহনটি (তাঁকে নিয়ে) খোলা মাঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি হজ্জের তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। আহমদ (র), মুসলিম (র) এবং সুনান সংকলকবৃন্দ তাঁদের সংকলনসমূহেও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বিভিন্ন সূত্রে আহরিত এ রিওয়ায়াতসমূহের ভাষ্য হল নবী করীম (সা)-এর বাহন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার পরে তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন। সনদের বিচারে এ রিওয়ায়াতগুলো সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে আহরিত খুসায়ফ আল-জাবারী (র)-এর রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিকতর প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। অনুরূপ বাহন তাঁকে নিয়ে সোজা দাঁড়ালে তাঁর ইহরাম তালবিয়ার বিশদ বর্ণনাযুক্ত রিওয়ায়াতগুলো অন্যান্য রিওয়ায়াতের চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। কেননা, বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির হলে 'মসজিদের কাছ' হতেই তাঁর ইহরাম বাঁধার মজবুত সম্ভাবনা বিদ্যমান। অতএব, বাহনে আরোহণ সম্বলিত রিওয়ায়াতে 'অতিরিক্ত ইল্‌ম' ও বিষয় থাকার যুক্তিতে তা অন্যান্য রিওয়ায়াতের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মোটকথা, এ প্রসঙ্গে আনাস (রা) থেকে প্রাপ্ত রিওয়ায়াত পরস্পর বিরোধিতামুক্ত। অনুরূপ, সহীহ্ মুসলিমে জা'ফর সাদিক (র) সূত্রীয়....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সুদীর্ঘ রিওয়ায়াত (পরবর্তীতে উল্লিখিত হবে) (নবী করীম (সা)-এর বাহন তাঁকে নিয়ে সোজা হলে তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন)-ও দ্বন্দ্ব ও দ্ব্যর্থতামুক্ত। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহরাম ও তালবিয়া পাঠের স্থান নির্ণয় এবং বর্ণনাকারীদের মতবিরোধ ও তার মীমাংসা

আওযাঈ (র)....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, বুখারীর হাদীস ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। যাতে উমার (রা) বলেছেন, ওয়াদিল আকীকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতিপালকের নিকট হতে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসে বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন– হজ্জের সাথে উমরা। বুখারী (র) আরো বলেছেন– অনুচ্ছেদ ঃ যুল-হুলায়ফা মসজিদের কাছে ইহরাম ও তালবিয়া পাঠ ঃ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ অর্থাৎ যুল-হুলায়ফার মসজিদ-এর নিকট ব্যতীত অন্য কোথাও ইহরাম বাঁধেন নি। ইব্ন মাজা ব্যতিরেকে সিহাহ সিত্তার ইমামগণ সকলেই এ হাদীস (উল্লিখিত সনদের মধ্যবর্তী রাবী) মূসা ইব্ন উকবা (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত রয়েছে। তিনি (নবী করীম সা) তখন বললেন, লাব্বায়েক। বুখারী মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে (মালিক, মূসা, সালিম) রয়েছে যে, সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, তোমাদের এ খোলা মাঠ, যাতে তোমরা (ইহরাম বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করে থাক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহরাম করেছিলেন মসজিদের কাছে থেকে। আবার এই ইব্ন উমর (রা) হতেই এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। যেমন– প্রতিপক্ষে আলোচনা করা হবে– যা বুখারী, মুসলিম (র) তাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে মালিক (র).... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর রা) বললেন, তবে ইহরাম ও তালবিয়া পাঠের বিষয়টি তা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহরাম-তালবিয়া পাঠ করতে প্রত্যক্ষ করি নি যতক্ষণ না তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াকুব (র)....সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আমি বললাম, হে আবুল আব্বাস! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহরাম-তালবিয়া ব্যাপারে যে, কখন তিনি তা সম্পাদন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের পরস্পর বিরোধী বর্ণনায় আমরা তাজ্জব যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমি-ই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু (মদীনা থেকে) মাত্র একবার-ই হজ্জ করেছিলেন। তাই তাদের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। পরে যখন যুল-হুলায়ফায় তাঁর সালাতের স্থানে ইহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন এবং ঐ বসা অবস্থায় তাঁর হজ্জের ইহরামের নিয়ত করলেন। তখন কিছু লোক তাঁর কাছে তা শুনতে পেল এবং তারা তাই স্মরণ রাখল। তারপর তিনি বাহনে আরোহণ করলেন; পরে যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন এবং অন্য কিছু লোক তখন তাঁর নিকট হতে তা স্মরণ রাখলো, এর কারণ হল এই যে, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আসছিল, তাই তাদের এক দল শুনতে পেল

আওযাঈ (র) সূত্রে বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন যে, যুল হুলায়ফায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহরাম-তালবিয়া পাঠের সময় ছিল, যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির দাঁড়িয়েছিল (এ সব রিওয়ায়াত বাহনারোহী হওয়ার পরে ইহরাম-তালবিয়া পাঠকেই প্রমাণ করে) তবে আইশা বিন্‌ত সা'দ (র) হতে বর্ণিত মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র)-এর হাদীস– সা'দ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আল ফার'-এর পথ ধরে চললে তালবিয়া উচ্চারণ করতেন, যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে স্থির হত। আর অন্য কোন পথ ধরে চড়লে প্রান্তরের চড়াইয়ে উঠার পরে তালবিয়া উচ্চারণ করতেন। আবূ দাঊদ (র), বায়হাকী (র) ও ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীস বিরলতা ও অপ্রামাণ্যতা দোষযুক্ত। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

মোটকথা, উল্লিখিত সব সূত্রেই সুনিশ্চিত কিংবা প্রায় সুনিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম সালাতের পরেই এবং তাঁর বাহনে আরোহণ করার পরে বাহন তাঁকে নিয়ে চলতে শুরু করার পরেই তিনি ইহরাম বেঁধেছিলেন। সেই সাথে ইব্‌ন উমর (রা)-এর তাঁর রিওয়ায়াতে অধিক তথ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি (সা) তখন কিবলামুখী ছিলেন।

নবী করীম (সা)-এর হজ্জ কীরূপ ছিল? ইফরাদ, তামাত্তু নাকি কিরান?

এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর রিওয়ায়াত আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মালিক (র).... আইশা (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'ইফরাদ' (উমরাবিহীন শুধু) হজ্জ করেছিলেন। মুসলিম (র) ইমাম আহমদ, ইব্‌ন মাজা ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন। আহমদ (র) আরো বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ঈসা (র)....আইশা (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইফরাদ হজ্জ করেছিলেন। আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবদুর রহমান (র)....আইশা (রা) সূত্রে তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমাদের মাঝে কেউ কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধলো এবং আমাদের কেউ কেউ উমরার ইহরাম বাঁধলো। আমাদের কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়টির ইহরাম বাঁধলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) (শুধু) হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, তাঁরা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর হালাল হয়ে গেলেন। আর যাঁরা হজ্জ কিংবা হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। তাঁরা 'দশ তারিখ' পর্যন্ত হালাল হল না। বুখারী (র), মুসলিম (র) ও আহমদ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন।

তবে আহমদ (র) অন্য এক বর্ণনায় কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) আইশা (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জে লোকদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি হজ্জের আগে উমরা দিয়ে শুরু করতে চায় সে তাই করুক, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে শুধু হজ্জের নিয়্যত করলেন, উমরার নিয়্যত করলেন না। এটি অতিশয় বিরল একটি হাদীস যা আহ্মদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদে কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু এর কোন কোন শব্দ একান্তই অগ্রহণযোগ্য, তা হল এবং তিনি উমরা করেন নি (ولم يعتمر), কেননা, এ কথার উদ্দেশ্য যদি হজ্জের সাথে বা তার আগে উমরা না করা বুঝানো হয়, তবে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইফরাদ হজ্জের অভিমত পোষণকারীদের অনুকূল হবে। আর যদি

হজ্জের সাথে কিংবা আগে বা পরে একেবারেই উমরা না করা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কোন আলিম এহেন মত পোষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তা ছাড়া এ দাবী তখন আইশা (রা) প্রমুখ হতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত রিওয়ায়াত– 'নবী করীম (সা) চারবার উমরা করেছিলেন, বিদায় হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাটি ব্যতীত যার প্রতিটি ছিল যিলকদ মাসে।'-এর সাথে সরাসরি বিরোধপূর্ণ হবে (কিরান শীর্ষক অনুচ্ছেদে এ বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দেয়া হবে)।-আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

অনুরূপ ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদে বর্ণিত, তাঁর আর একটি রিওয়ায়াত রাওহ (র).... নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিনী আইশা (রা) সূত্রে বলেছেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরার (সমন্বিত) ইহরাম বাঁধলেন এবং সাথে কুরবানীর পশু (হাদী) নিলেন; তাঁর সঙ্গের কিছু লোক (শুধু) উমরার ইহরাম বাঁধলেন এবং হাদী সাথে নিলেন এবং অন্য কিছু লোক উমরার ইহরাম বাঁধলেন, তবে তাঁরা কোন হাদী সাথে নিলেন না। আইশা (রা) বলেন, আমি ছিলাম সে দলে যারা উমরার ইহরাম বাঁধলেন, তবে আমি হাদী সাথে নিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ যখন মক্কায় উপনীত হলেন তখন বললেন–

من كان منكم اهل بالعمرة فساق معه الهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ولا يحل منه شيئ حرم منه حتى يقضى حجه وينحر هديه يوم النحر ومن كان منكم اهل بالعمرة ولم يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد ـ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ـ

"তোমাদের মাঝে যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং সাথে হাদী নিয়ে এসেছে তারা যেন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করে, আর তাদের হজ্জ সমাধা না করা এবং দশ তারিখে তাদের হাদী কুরবানী না করা পর্যন্ত তাদের জন্য যা হারাম হয়েছিল তার কিছুই হালাল হবে না। আর তোমাদের মাঝে যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে তবে সাথে হাদী নিয়ে আসে নি, তারা যেন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করে, তারপর চুল ছাঁটে ও হালাল হয়ে যায়। পরে যেন (যথাসময়) হজ্জের ইহরাম করে এবং 'হাদী' কুরবানী করে; অবশ্য যারা তাতে সমর্থ না হবে তাদের জন্য হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি এবং যখন বাড়িতে ফিরে যাবে তখন সাতটি (মোট দশটি) রোযা। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হজ্জ যা ছুটে যাওয়ার আশংকা করছিলেন, আগে সমাধা করলেন, পরে উমরা করলেন। এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা। এর কতক শব্দ 'অপরিচিতি' দুষ্ট; তবে কতকের আবার বিশুদ্ধ বর্ণনার 'সমর্থক' (শাহিদ) রয়েছে। তা ছাড়া (সনদের দ্বিতীয়) রাবী সালিহ ইবনুল আখযার (তার শায়খ ইব্ন শিহাব) যুহরী (র)-এর সেরা ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বিশেষত যখন অন্যান্য রাবী তার প্রতিকূল বিবরণ দেয়। যেমন– এ ক্ষেত্রে তার বর্ণিত কতক শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তদুপরি হজ্জ যা ছুটে যাওয়ার আশংকা করছিলেন, আগে আদায় করলেন এবং উমরা পিছিয়ে দিলেন। উক্তিটি এ হাদীসের প্রথমাংশের 'হজ্জ ও উমরার (সমন্বিত) ইহরাম করলেন'-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা, এ কথার উদ্দেশ্য যদি এমন হয় যে, 'মোটামুটিভাবে' হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম (অর্থাৎ নিয়্যত) করেছিলেন এবং হজ্জের কার্যক্রম আগে সম্পন্ন করেন এবং

তা সম্পন্ন করার পরে উমরার ইহরাম করলেন। যেমন– ইফরাদের অভিমত পোষণকারিগণ বলে থাকেন, তবে সেটাই তো আমাদের প্রতিপাদ্য। আর যদি এমন উদ্দেশ্য হয় যে, আগে থেকেই উমরার ইহরাম করা সত্ত্বেও তার কার্যক্রম পুরোপুরি পিছিয়ে দিয়েছেন– তবে, আলিমগণের মাঝে এহেন অভিমত পোষণকারী এমন কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। আর যদি এ কথার উদ্দেশ্য এমন হয় যে, হজ্জের কার্যক্রম আদায়ের উমরার কার্যক্রম আদায় হয়ে গিয়েছে– অর্থাৎ উমরাটি হজ্জের মাঝে 'অনুপ্রবিষ্ট' হয়ে গিয়েছে (বিধায় উমরার জন্য স্বতন্ত্র তাওয়াফ ইত্যাদি কার্যক্রম প্রয়োজনীয় নয়)। তবে, তা তো তাদের বক্তব্য যারা (নবী করীম (সা)-এর হজ্জ) কিরান ধরনের হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। তবে এ অভিমত পোষণকারিগণ সে সব হাদীস যাতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী করীম (সা) ইফরাদ (অর্থাৎ 'স্বতন্ত্র') হজ্জ করেছিলেন– এগুলোর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়ে থাকেন যে, তিনি হজ্জের জন্যই (শুধু) স্বতন্ত্র আমল ও কার্যক্রম সমাধা করেছিলেন, যদিও হজ্জের সাথে উমরারও নিয়ত করেছিলেন (যেহেতু উমরা হজ্জের মাঝে অনুপ্রবিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলে)। তাদের এ ব্যাখ্যার পিছনে যুক্তি হল এই যে, (তাঁরা বলেন) যে সব বর্ণনাকারী 'কিরান' হজ্জ হওয়ার রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁরাই সকলে ইফরাদ হজ্জ হওয়ারও রিওয়ায়াত করেছেন। বর্ণনা সামনে আসছে অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিতে কিরান ও ইফরাদ মূলত অভিন্ন বিষয়। নিয়তের বিচারে কিরান এবং কার্যক্রমের বিচারে তাই ইফরাদ। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মু'আবিয়া (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হজ্জে শুধু হজ্জের ইহরাম করেছিলেন। এ হাদীসের সনদ মুসলিম, (র)-এর শর্তানুরূপ উত্তম। বায়হাকী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম (র) প্রমুখ....জাবির (রা) থেকে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হজ্জে (শুধু) হজ্জের ইহরাম করলেন, যার সাথে উমরা ছিল না। এ শেষের বর্ধিত অংশটুকু একান্ত বিরল ধরনের এবং আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর রিওয়ায়াত অধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। সহীহ্ মুসলিমে জা'ফর ইবন মুহাম্মদ (র) জাবির (রা) সূত্রে তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম, আমরা হজ্জের সময় উমরাও যে করা যায় তা জানতাম না। ইব্ন মাজা রিওয়ায়াত করেছেন, হিশাম ইব্ন আম্মার (র) জাবির (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইফরাদ হজ্জ করেছেন। এটি একটি 'উত্তম' সনদ। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবদুল ওয়াহ্হাব আছ-ছাকাফী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন; নবী করীম (সা) এবং তালহা (রা) ব্যতীত তাঁদের কারো সাথে হাদী ছিল না (এরপর হাদীসটি আনুপূর্বিক উল্লেখ করেছেন)। এ দীর্ঘ হাদীস বুখারী (র)-এর সহীহ্ গ্রন্থে রয়েছে যা পরে আসবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ (র) ইব্ন উমর (রা)-এর বরাতে বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে 'ইফরাদ' হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীসখানা ভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার (র) বলেছেন, হাসান ইব্ন আবদুল আযীয ও মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের

অর্থাৎ ইফরাদ ইহরাম করলেন। এ হাদীসের সনদ বেশ উত্তম। তবে ছয় গ্রন্থকারগণ তা আহরণ করেন নি।

হাফিজ বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, রাওহ্ ইব্ন উবাদা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যিলহজ্জের চারদিন অতিক্রান্ত হলে তিনি মক্কায় পৌছলেন এবং আমাদের নিয়ে 'বাত্হায়' (বায়তুল্লাহ্র কাছে কংকরময় ভূমিতে) ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন— من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها- "যে এটিকে উমরা বানাতে চায় সে তা করতে পারে।" পরে তিনি (বায়হাকী) বলেছেন যে, মুসলিম (র)-ও এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইব্ন আব্বাস (রা) হতে কাতাদা (র)-এর এ রিওয়ায়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল হুলায়ফায় যুহরের সালাত আদায় করলেন, পরে তাঁর হাদীর উট নিয়ে আসা হলে সেটির কুঁজের ডান পাশে যখম করলেন। পরে তাঁর বাহন নিয়ে আসা হলে তাতে আরোহণ করলেন। তারপর বাহন তাঁকে নিয়ে প্রান্তরে স্থির হয়ে দাঁড়ালে তিনি হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। সহীহ্ মুসলিমে এ রিওয়ায়াত রয়েছে।

হাফিজ আবুল হাসান 'দারা কুতনী' (র) বলেছেন, হুসায়ন ইব্ন ইসমাঈল (র).... আসওয়াদ (র) সূত্রে তিনি বলেন, 'আমি আবূ বকর (রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি, তিনি শুধু হজ্জ করেছেন; উমর (রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি, তিনিও শুধু হজ্জ করেছেন এবং উছমান (রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি, তিনিও শুধু হজ্জ করেছেন।' ছাওরী (র) আবূ হুসায়ন (র) সূত্রে এ হাদীসের অনুগামী (তাবি) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানে (খলীফাগণের আমলের) এ বিষয়টি উল্লেখ করার যুক্তি এই যে, বাহ্যত ইসলামের এ পুরোধা ব্যক্তিবর্গ (রা) এ আমল তাওফীকী (অর্থাৎ শরীআত প্রবর্তক নবী করীম (সা)-এর অনুসরণের) পদ্ধতিতেই করে থাকবেন। এ বর্ণনায় শুধু হজ্জ বলতে ইফরাদ হজ্জ বুঝানো হয়েছে। দারা কুতনী (র) আরো বলেছেন, আবূ উবায়দুল্লাহ্ কাসিম ইব্ন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) আত্তাব ইব্ন আসীদ (র)-কে হজ্জের আমীর নিয়োগ করলেন, তিনি ইফরাদ হজ্জ করলেন।

তারপর নবম হিজরীতে আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ নিয়োগ করলেন, তিনিও ইফরাদ হজ্জ করলেন। তারপর দশম হিজরীতে নবী করীম (সা) (নিজে) হজ্জ করলেন। তিনিও ইফরাদ হজ্জ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল এবং আবূ বকর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন। তিনি উমর (রা)-কে আমীরুল হজ্জরূপে পাঠালেন। তিনিও ইফরাদ হজ্জ করলেন। তারপর আবূ বকর (রা) (নিজে) হজ্জ করতে গেলেন। তিনিও ইফরাদ হজ্জ করলেন। তারপর আবূ বকর (রা)-এর ওফাত হল এবং উমর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন; তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে হজ্জে পাঠালেন, তিনিও ইফরাদ হজ্জ করলেন।

তারপর তিনি নিজে হজ্জ করলেন এবং ইফরাদ হজ্জ করলেন। তারপর উছমান (রা) অবরুদ্ধ হলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জনতার জন্য 'প্রতিনিধি' বানালেন। তিনিও ইফরাদ হজ্জ করলেন। এ সনদে অন্যতম রাবী রয়েছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-উমরী

(র)। যিনি 'দুর্বল'। তবে হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন যে, বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীসের সমর্থক (শাহিদ) রিওয়ায়াত রয়েছে।

নবী করীম (সা) তামাত্তু হজ্জ পালন করেছিলেন বলে অভিমত পোষণকারিগণের প্রসঙ্গ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে তামাত্তু করেছিলেন। তিনি যুল-হুলায়ফায় ইহরাম বেঁধে হাদী সঙ্গে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূচনায় উমরার ইহরাম করলেন, তারপর হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। লোকদের মাঝে কিছু এমন ছিলেন যারা হাদী সাথে নিয়েছিলেন, তারা যুল-হুলায়ফা হতে হাদী সঙ্গে নিলেন এবং তাদের মাঝে এমন কিছু ছিলেন যারা হাদী সাথে নিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পৌঁছলে লোকদের বললেন, "তোমাদের মাঝে যারা হাদী নিয়ে এসেছে তারা হজ্জ সম্পাদন না করা পর্যন্ত তাদের জন্য যা হারাম হয়েছিল তার কিছুই হালাল হবে না। আর যারা হাদী নিয়ে আসে নি, তারা যেন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে ও সাফা-মারওয়া সাঈ করে এবং চুল ছেঁটে হালাল হয়ে যায়; তারপর (যথাসময়) হজ্জ করে (তামাত্তু হজ্জের) 'দম' কুরবানী করে। 'দম' কুরবানী করতে যারা সমর্থ না হবে তারা যেন (হজ্জের দিনগুলোতে) তিন দিন এবং যখন বাড়িতে ফিরে যাবে তখন সাত দিন সিয়াম পালন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফ করলেন। প্রথমত হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন।

তারপর সাত চক্করের তিনটিতে দ্রুতগতিতে এবং হেলেদুলে (রমল করে) চললেন এবং চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন। বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন এবং সালাম ফিরিয়ে সাফায় পৌঁছে সাফা-মারওয়ায় সাঈ করলেন। তারপর যা কিছু হারাম হয়েছিল তার কিছুই তাঁর জন্য হালাল হল না– যতক্ষণ না তিনি তাঁর হজ্জ সম্পাদন করলেন এবং দশ তারিখে তাঁর হাদী কুরবানী করলেন এবং আরাফাত-মুযদালিফা হতে চলে এসে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ (তাওয়াফে যিয়ারত বা ইফাযা) করলেন। লোকদের মাঝে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলের অনুরূপ আমল করলেন।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, হাজ্জাজ (র) উরওয়া ইবনুয যুবায়র (র) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আইশা (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে 'তামাত্তু' করার এবং তাঁর সাথে অন্য লোকদের তামাত্তু করার কথা অবগত করেছেন। যেমন সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে আমাকে (উরওয়াকে) অবগত করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাঊদ (র) ও নাসাঈ (র)ও.... (সকলে) এ হাদীস উরওয়া– আইশা (রা) সূত্রে ইমাম আহমদ (রা)-এর বর্ণনার অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। নবী করীম (সা)-এর হজ্জের প্রকরণ সম্পর্কিত তিনটি অভিমতের প্রতিটির প্রেক্ষিতেই হাদীসটি জটিল। ইফরাদ অভিমত পোষণকারীদের জন্য জটিল এ কারণে যে, এতে উমরার কথা রয়েছে হজ্জের পূর্বে কিংবা তার সাথেই (অর্থাৎ পরে নয়)। আর বিশেষ

ধরনের তামাত্তু[১]-এর অভিমত পোষণকারীদের জানা জটিল এ কারণে যে, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি (সা) সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পরেও তাঁর ইহরাম হতে হালাল হন নি। অথচ এটা তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর অবস্থা নয়। তবে এ ক্ষেত্রে যারা এ দাবী করেছেন যে, (বিশেষ তামাত্তু হওয়া সত্ত্বেও) সাথে হাদী নিয়ে যাওয়া তাঁর হালাল হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল– যা হযরত হাফসা (রা) হতে (ইব্ন উমর রা.) সূত্রে হাদীসের মর্ম; যাতে তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ব্যাপারটি কী, লোকেরা তাদের উমরা হতে হালাল হয়ে গেল, আপনি আপনার উমরা হতে হালাল হলেন না? তখন তিনি বলেছিলেন, আমি আমার মাথায় আঠাল দ্রব্য জড়িয়েছি এবং আমার হাদীকে 'মালা' পরিয়েছি; অতএব, কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হচ্ছি না। এ বক্তব্যও যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেননা, 'কিরান' সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এ বক্তব্য নাকচ করে দেয় এবং তা নবী করীম (সা) প্রথম উমরায় ইহরাম করেছিলেন, পরে সাফা-মারওয়ায় সাঈর পরে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। এ বর্ণনাকেও নাকচ করে দেয়। কেননা, বিশুদ্ধ সনদে, বরং উত্তম (হাসান) সনদে, এমনকি দুর্বল সনদেও কোন বর্ণনাকারী এক্ষেত্রে এ ধরনের ইহরাম, উমরা ও হজ্জের কথা উদ্ধৃত করেন নি।

তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে তামাত্তু করেছিলেন– এ উক্তির উদ্দেশ্য যদি 'বিশেষ তামাত্তু' হয়; যাতে সাঈর পরে হালাল হওয়া যায়; তা হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের পূর্বাপর বর্ণনা এ ব্যাখ্যা অস্বীকার করে। [তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হজ্জের সাথে উমরা মিলানোর প্রমাণ্যতাও এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে]। আর যদি এ তামাত্তু দ্বারা ব্যাপক অর্থের (আভিধানিক) তামাত্তু উপকার ও সুযোগ লাভ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তাতে তো বক্ষমান আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য– কিরানও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

পরবর্তী উক্তি, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধলেন, পরে হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন।" এ উক্তির উদ্দেশ্য যদি এ কথা বুঝানো হয় যে, প্রথমে উমরা' শব্দ এবং তার পরে 'হজ্জ' শব্দ উচ্চারণ করে এভাবে বলেছেন যে, لبيك اللهم عمرة وحجا ইয়া আল্লাহ্! উমরা ও হজ্জের উদ্দেশ্য আপনার সকাশে হাযির হচ্ছি! তবে এ ব্যাখ্যা সহজ এবং তা 'কিরান'-এর প্রতিকূল নয়। আর যদি এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি প্রথমে উমরার ইহরাম করেছেন, তারপর বিলম্বে তার সাথে হজ্জকেও শামিল করেছেন তবে তাওয়াফ শুরু করার আগে; তবে সে ক্ষেত্রেও 'কিরান' সাব্যস্ত হবে। আর যদি উদ্দেশ্য এমন হয় যে, প্রথমে তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে তার কার্যক্রম সমাধা করেছেন। তারপর হালাল হয়েছেন কিংবা হাদী নিয়ে আসার কারণে হালাল হতে পারেন নি– (যেমন কেউ কেউ দাবী করেছেন)। এভাবে

---

১. তামাত্তু দুপ্রকার; বিশেষত তামাত্তু অর্থাৎ বিশেষ অর্থে তথা পারিভাষিক অর্থে তামাত্তু যাতে প্রথমে উমরার ইহরাম করা হয় এবং বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় দৌড়াবার পরে মুহরিম হালাল হয়ে যায়। পরে হজ্জের অল্প আগে (৭ তারিখে) মক্কায় হজ্জের ইহরাম করে হজ্জ সম্পাদন করা হয়। আর একটি তামাত্তু ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ আভিধানিক (একই সফরে একাধিক আমলের) উপকার ও সুযোগ লাভ। এ তামাত্তু মূলত কিরান (এক সাথে হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করে প্রথমে উমরা পালন করে হালাল না হয়ে যথাসময় হজ্জ পালন করা)-এর সমর্থক। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থের তামাত্তু হতে পারে না। যেহেতু......

উমরার কার্যক্রম সমাধা করার পরে মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। তবে তা হবে এমন বিষয় যা সাহাবীদের কেউই বর্ণনা করেন নি। পরবর্তীদের মাঝে যারা এ দাবী করেছেন, তাদের দাবী কোন বর্ণনায়ই না পাওয়া যাওয়ার কারণে এবং কিরান বিষয়ক হাদীসসমূহের এমনকি ইফরাদ বিষয়ক হাদীসসমূহের পরিপন্থী হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

বাহ্যত (যুহরী সালিম) ইব্ন উমর (রা) হতে লায়ছ (র)-এর এ হাদীস ইব্ন উমর (রা) হতে অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, যাতে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধার বর্ণনা রয়েছে। অনুরূপ হাজ্জাজ যখন ইবনুয যুবায়র (রা)-কে অবরোধ করেছিল। তখন ইব্ন উমর (রা)-কে বলা হয়েছিল, "লোকদের মাঝে কোন কিছু (সংঘাত-সংঘর্ষ) সংঘটিত হতে পারে; তাই আপনার হজ্জ যদি এ বছরের জন্য মুলতবী করতেন!" জবাবে ইব্ন উমর (রা) বলেছিলেন, "তা হলে আমি তেমনই করব, যেমনটি নবী করীম (সা) করেছিলেন"- অর্থাৎ হুদায়বিয়ার অবরুদ্ধ হওয়ার বছর। এ কথা বলে তিনি যুল-হুলায়ফা হতে উমরার ইহরাম বাঁধলেন। পরে প্রান্তরের উঁচুতে উঠলে তিনি বললেন, ও দুটি (উমরা ও হজ্জ)-এর ব্যাপার তো আমি অভিন্নই দেখতে পাচ্ছি। তাই তিনি উমরার সাথে হজ্জেরও ইহরাম বাঁধলেন। ইব্ন উমর (রা)-এর এ কর্মপন্থা দেখে রাবী মনে করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'হুবহু' অনুরূপই করেছিলেন। অর্থাৎ উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, পরে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন (এক সঙ্গে উমরা ও হজ্জের ইহরাম করেন নি)। তাই বর্ণনাকারীরা অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এতে চিন্তার কারণ রয়েছে (পরবর্তীতে এর বিবরণ দেব)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্ব (র) বর্ণিত বর্ণনায় এ হাদীসের বিশদ বিবরণ রয়েছে। মালিক ইব্ন আনাস (র) প্রমুখকে নাফি (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, 'ফিতনার'[1] সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং বললেন, "বায়তুল্লাহ্ পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন করেছিলেন আমারাও তেমনই করব।" সুতরাং বের হয়ে তিনি উমরার ইহরাম করলেন এবং চলতে লাগলেন। যখন বায়দা প্রান্তরের উঁচু স্থানে চড়লেন, তখন তাঁর সহযাত্রীদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, হজ্জ ও উমরার ব্যাপার তো অভিন্নই, আমি তোমাদের সাক্ষী করছি যে, আমি উমরার সাথে হজ্জেরও নিয়্যত করলাম। তারপর সফর করলেন। অবশেষে বায়তুল্লাহ্-এ পৌঁছে তাঁর তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাতবার সাঈ করলেন। তার চাইতে বেশী করলেন না এবং এ কার্যক্রমকেই তিনি যথেষ্ট মনে করলেন, আর হাদী কুরবানী করলেন। মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রায্যাক (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে অতিরিক্ত যোগ করেছেন, ইব্ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করেছেন।

বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, কুতায়বা (র) নাফি (র) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ ইবনুয যুবায়র (রা)-কে অবরোধ করার বছর ইব্ন উমর (রা) হজ্জে যাওয়ার নিয়্যত করলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, "লোকদের মাঝে লড়াই আসন্ন মনে হচ্ছে,

---

১. মক্কায় আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে উমাইয়াদের ইরাকী গভর্নর (ও সেনাপতি) হাজ্জাজের অভিযান ও অবরোধজনিত দাঙ্গা।

আমাদের আশংকা যে, তারা আপনাকে (হজ্জ পালনে) বাধা দেবে। তিনি বললেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে অবশ্যই উত্তম আদর্শ বিদ্যমান; সেক্ষেত্রে তেমনই করব যেমনটি করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে। আমি তোমাদের সাক্ষী বানাচ্ছি এ মর্মে যে, আমি উমরার নিয়ত করলাম। তারপর বের হয়ে বায়দা প্রান্তরের উঁচু স্থানে পৌঁছলে তিনি বললেন, হজ্জ ও উমরার অবস্থা তো আমি অভিন্নই দেখতে পাচ্ছি; আমি তোমাদের সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জেরও নিয়ত করলাম। তিনি তখন সাথে একটি হাদী নিয়ে নিলেন, যা তিনি 'কাদীদে' খরিদ করেছিলেন।....এবং (একবার তাওয়াফ ও সাঈ) ছাড়া বেশী কিছু তিনি করলেন না। হাদী জবাই করলেন না, যা কিছু তার জন্য হারাম হয়েছিল তার কিছুই হালাল হল না, তিনি মাথা কামালেন না, চুল ছাঁটলেন না। অবশেষে দশ তারিখ এসে গেলে কুরবানী করলেন এবং মাথা কামালেন এবং তিনি মনে করলেন যে, হজ্জ ও উমরা, উভয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তাওয়াফ সাঈ তিনি প্রথম তাওয়াফ সায়ী দিয়েই সমাধা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপই করেছেন।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, ইয়াকুব ইব্ন রাহীম (র)....নাফি (র) হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ (র) এলেন, তখন তাঁর পিঠ কর্দমাক্ত ছিল। তিনি (পিতাকে) বললেন, "এ বছর লোকদের মাঝে লড়াই সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা হচ্ছে। তাই তারা বায়তুল্লাহ্র উপনীত হওয়ার ব্যাপারে আপনাকে বাধা দিতে পারে। আপনি যদি থেকে যেতেন ! ইব্ন উমর (রা) বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তো বের হয়েছিলেন; কুরায়শী কাফিররা তাঁর ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। তাই আমার ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে প্রতিবন্ধক দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন করেছিলেন, তেমনটি করব। কেননা, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে।" সুতরাং তেমন হলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন আমল করেছিলেন, আমিও তেমনটি করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি এ মর্মে যে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জের নিয়্যত করে ফেলেছি। এরপর তিনি মক্কায় পৌঁছে গিয়ে হজ্জ ও উমরা দু'টির জন্য একটি তাওয়াফ করলেন। বুখারী (র) ও মুসলিম (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

অতএব, এ কথা বলা যায় যে, শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার ব্যাপারে এবং হজ্জ ও উমরার জন্য একটি তাওয়াফকে যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করেছিলেন। আর তা এভাবে যে, প্রথমে তিনি তামাত্তু হজ্জ পালনের মানসে শুধু উমরার ইহরাম করেছিলেন; কিন্তু অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা যথারীতি রয়ে গেলে, দু'টিকে একত্রিত করলেন এবং উমরার আগে– তাওয়াফের আগেই হজ্জকে শামিল করে 'কিরান' হজ্জ পালনকারী হয়ে গেলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, 'আমি এ দু'টির ব্যাপার অভিন্নই দেখতে পাচ্ছি'।

অর্থাৎ শুধু হজ্জ বা শুধু উমরা কিংবা এর উভয়টিতে বাধাগ্রস্ত হওয়াতে কারো ব্যাপারে কোন ব্যবধান নেই। তাই যখন তিনি মক্কায় পৌঁছে গেলেন তখন তার প্রথম তাওয়াফকে উভয় আমল সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট মনে করলেন। যেমন– আমাদের পূর্বোল্লিখিত একক বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাবীর এ উক্তি যে, তিনি (ইব্ন উমর) মনে করলেন

যে, হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তাওয়াফ তিনি তাঁর প্রথম তাওয়াফ দিয়েই সমাধা করে ফেলেছেন।

ইব্‌ন উমর (রা)-এর অন্য উক্তি, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুরূপ করেছেন।" অর্থাৎ তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য একটি তাওয়াফ তথা সাঈকে যথেষ্ট মনে করেছেন।

এ বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইব্‌ন উমর (রা) 'কিরান' হজ্জের রিওয়ায়াতে করেছেন। এ কারণেই নাসাঈ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মনসূর (র)....নাফি (র) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে আদায় করেছিলেন এবং একটি তাওয়াফ করেছেন। নাসাঈ (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত আলী ইব্‌ন মায়মূন আর রাক্‌কী (র)....নাফি (র) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) যুল-হুলায়ফা পৌঁছে উমরার ইহরাম করলেন। তখন তাঁর আশঙ্কা হল যে, বায়তুল্লাহ্‌তে পৌঁছুতে বাধাগ্রস্ত হবেন....এভাবে উমরার সাথে হজ্জকে শামিল করে কিরান হজ্জ পালনের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

এ আলোচনায় আমার উদ্দেশ্য হল এ কথাটি স্পষ্ট করে দেয়া যে, রাবীদের কেউ কেউ যখন ইব্‌ন উমর (রা)-এর উক্তি দু'টি– তেমন পরিস্থিতিতে আমি তেমনই করব যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুরূপই করেছেন"– শুনেছেন তখন তারা ধারণা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, পরে হজ্জের ইহরাম করে উমরার সাথে হজ্জকে শামিল করেছিলেন তাওয়াফের আগেই (যেমনটি তিনি ইব্‌ন উমর (রা)-এর আমল থেকে বুঝেছেন)। অথচ ইব্‌ন উমর (রা) তা বুঝাতে চান নি। তিনি তো বুঝাতে চেয়েছিলেন তাই, যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি (আল্লাহ্ সঠিক বিষয় অধিক অবগত)। এ ছাড়া যদি মনে হয় যে, তিনি প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধার পরে তাওয়াফ করার আগে উমরার সাথে হজ্জকে শামিল করেছিলেন তবে তাতেও কিরান পালনকারী সাব্যস্ত হবেন। বিশেষ ধরনের তামাত্তু পালনকারী সাব্যস্ত হবেন না; যাতে তামাত্তু সর্বোত্তম হওয়ার অভিমত পোষণকারীদের অনুকূল প্রমাণ হতে পারত। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

তবে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আহরিত বুখারী (র)-এর হাদীস মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)....ইমরান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা নবী করীম (সা)-এর যুগে তামাত্তু হজ্জ পালন করেছি, তখন তো কুরআন নাযিল হত; তারপর যে কেউ যেমন ইচ্ছা তার মত প্রকাশ করতে লাগল (এবং 'কিরান'কে প্রাধান্য দিতে প্রয়াস পেল!)। (এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল) ইমাম মুসলিম (র)-ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... কাতাদা (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসের তামাত্তু শব্দটি কিরান ও বিশেষ তামাত্তু-এ উভয়কে অন্তর্ভুক্তকারী (আভিধানিক) ব্যাপক অর্থের তামাত্তুরূপে প্রযোজ্য। আমাদের এ দাবীর প্রমাণ হল মুসলিম (র) বর্ণিত হাদীস ঃ শু'বা ও সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র)....ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রিত করেছিলেন (এরপর তিনি পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন)। আর প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ আলিম তামাত্তু ও মুতআ শব্দটি 'কিরান' অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন বুখারী

(র)-এর রিওয়ায়াত এ বিষয় ইঙ্গিত করছে ঃ কুতায়বা (র)....সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) হতে। তিনি বলেন, হযরত আলী ও হযরত উছমান (রা) মুতআ হজ্জের ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত হলেন, তখন তাঁরা 'উসফানে' অবস্থান করেছিলেন। আলী (রা) বললেন, আপনি তো এমন একটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে চাচ্ছেন যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে করে গিয়েছেন।....আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ঐ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলেন একত্রে (হজ্জ ও উমরা) দু'টির ইহরাম (অর্থাৎ কিরান) করলেন। ভিন্ন সূত্রে এ মর্মে মুসলিম (র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে। তাতে আছে আলী (রা) বললেন, "কোন মানুষের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত পরিত্যাগ করতে পারি না।" শু'বা (র) হতে ভিন্ন সনদে মুসলিম (র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত....আলী (রা) তাঁকে (উছমানকে) বললেন, "আপনি তো অবগত রয়েছেনই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তামাত্তু (অর্থাৎ কিরান) হজ্জ পালন করেছিলাম। উছমান (রা) বললেন, হাঁ, তবে (সে সময়) আমরা নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত ছিলাম (এ বর্ণনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তৎকালে তামাত্তু শব্দ পরবর্তী পরিভাষায় 'কিরান'-এর সমর্থক ছিল– অনুবাদক)।

তবে মুসলিম (র) বর্ণিত অন্য হাদীস ঃ গুণদার (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরার ইহরাম করলেন এবং তাঁর সহযাত্রী সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হালাল হলেন না এবং তাঁর সাহাবীদের মাঝে অন্য যারা হাদী সাথে নিয়েছিলেন তারাও হালাল হলেন না এবং অন্যান্যরা হালাল হয়ে গেলেন। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) তার মুসনাদে এবং রাওহ্ ইব্ন উবাদা (র)-ও....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। আবূ দাউদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। তাদের মাঝে যার সাথে তামাত্তুর হাদী ছিল না, তারা তো হালাল হলেন, আর যাদের সাথে হাদী ছিল তারা হালাল হলেন না (পূর্ণ হাদীস)।

এ ক্ষেত্রে আমরা দু'টি রিওয়ায়াতকেই (সমন্বিতভাবে) বিশুদ্ধ বললে 'কিরান' সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর প্রতিটি রিওয়ায়াতে স্বতন্ত্র অবস্থান নিলে দলীলও স্থবির হয়ে যাবে– অর্থাৎ কোন পক্ষের দলীল সাব্যস্ত হতে পারবে না। আর যদি আমরা মুসলিম (র)-এর শুধু উমরা সম্পর্কিত রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিই, তবে বলব যে, ইব্ন আব্বাস (রা) হতে ইফরাদ সম্পর্কিত (মুসলিম [র]-এর) রিওয়ায়াত ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

আর ইফরাদ হল শুধু হজ্জের ইহরাম। তা হলে সে রিওয়ায়াতের হজ্জের সাথে বর্তমান রিওয়ায়াতের উমরা যুক্ত হয়ে অবশেষে 'কিরান' সাব্যস্ত হয়ে যাবে। বিশেষত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এরূপ প্রমাণবহ হাদীস একটু পরেই বিবৃত হচ্ছে।

মুসলিম (র) আরো রিওয়ায়াত করেছেন, গুনদার ও মু'আয ইব্ন মু'আয (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه هدى فليحل الحل كله ـ فقد دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة ـ

"এটি এমন একটি উমরা যা আমরা তামাত্তু (হজ্জের সাথে অতিরিক্ত সুযোগ)-রূপে গ্রহণ করলাম। এখন যাদের সাথে হাদী নেই, তারা পুরোপুরিভাবে হালাল হয়ে যেতে পারে; কেননা, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য উমরা হজ্জের সাথে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে।" বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র) হতে এবং মুসলিম (র) গুণদার (র) হতে (শু'বার মাধ্যমে) আবূ জামরা (র) হতে। তিনি বলেন, আমি তামাত্তু (এক সাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম) বাঁধলাম; কিছু লোক আমাকে তা করতে নিষেধ করলে আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে তা করে যেতে বললেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন একজন লোক বলছে, "মাবরূর (পুণ্যময় ও গৃহীত) হজ্জ ও মাকবূল মুত'আ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে (এ স্বপ্নের) খবর দিলে তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার– আল্লাহ্ সবার চেয়ে মহান– ও তো আবুল কাসিম (মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।" এ বর্ণনার মুত'আ শব্দের উদ্দেশ্য 'কিরান'।

কুআয়নী (র) প্রমুখ হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (র) বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া (রা)-এর হজ্জে আগমনের বছর সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ও যাহ্হাক ইব্ন কায়স (রা)-কে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে 'তামাত্তু' করার বিষয় আলোচনা করতে শুনেছেন। আলোচনায় যাহ্হাক (রা) বললেন, "আল্লাহ্র হুকুমের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই তা করতে পারে না।" তখন সা'দ (রা) বললেন, "ভাতিজা! তুমি অতিশয় অসুন্দর কথা বললে!" যাহ্হাক (র) বললেন, তবে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যে তা নিষেধ করতেন? সা'দ (রা) বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে থেকে তা করেছি।" তিরমিযী ও নাসাঈ (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন কুতায়বা (র) থেকে এবং তিরমিযী (র) এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'সহীহ্' বিশুদ্ধ।

আবদুর রায্যাক (র)....(গুনায়ম র. বলেন) আমি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে তামাত্তু করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে থেকে আমি তা করেছি, যখন এ লোকটি মক্কায় কাফির ছিল। লোকটি হল মুআবিয়া (রা)। মুসলিম (র) ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

উল্লিখিত সব রিওয়ায়াতেই তামাত্তু (ও মুত'আ) শব্দ এমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যা বিশেষ তামাত্তু তথা উমরার ইহরাম বেঁধে তা সম্পাদন করার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং 'কিরান' (তথা এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার ইহরাম করে হজ্জ শেষে একবারে হালাল হওয়া)-এ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। বরং সা'দ (রা)-এর রিওয়ায়াতে তো 'হজ্জের মাস'সমূহে উমরা পালনকেও তামাত্তু বলার ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, মু'আবিয়া (রা)-এর মক্কাতে কাফির থাকা অবস্থায় তাঁদের হজ্জের পূর্বে উমরা পালন করার অর্থ হুদায়বিয়ার উমরা কিংবা উমরাতুল-কাযা। তবে দ্বিতীয়টি এ ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। তা কখনো জিইররানার উমরা হতে পারে না। কেননা, মু'আবিয়া (রা) তো তাঁর পিতার সাথে মক্কা বিজয়ের রাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের এ রিওয়ায়াত রয়েছে যে, কোন এক উমরায় মু'আবিয়া (রা) একটি কাঁচি দিয়ে নবী করীম (সা)-এর কিছু কেশ ছেঁটে দিয়েছিলেন। সেটিকে জি'ইররানার উমরা না বলে গত্যন্তর নেই। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

নবী করীম (সা) কিরান হজ্জ পালন করেছিলেন- অভিমত পোষণকারীদের যুক্তি প্রমাণ

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ আবূ আম্‌র আল-আওযা'ঈ (র) হতে গৃহীত বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াত (যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে), ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর (র) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আকীক উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি- "আমার মহান-মহীয়ান প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন আগমনকারী আমার কাছে এসে বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরা (-এর নিয়ত করছি)। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন, আলী ইব্‌ন আহমদ....উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

اتانى جبرائيل عليه السلام وانا بالعقيق فقال صل فى هذا الوادى المبارك ركعتين وقل عمرة فى حجة فقد دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة -

"জিবরীল আলায়হিস সালাম আমার কাছে এলেন, তখন আমি আকীকে ছিলাম। তিনি বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করুন এবং বলুন "হজ্জের সাথে উমরা; কেননা, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য উমরা হজ্জের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে।" রিওয়ায়াত শেষে বায়হাকী (র) বলেছেন, বুখারী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম (র)....আবূ ওয়াইল (র) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আস-সাবি ইব্‌ন মা'বাদ নামে জনৈক খৃস্টান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জিহাদ করার ইরাদা করলে তাকে বলা হল, হজ্জ দিয়ে শুরু কর। তখন সাবী (র) আশ'আরী (রা)-এর কাছে গেলে তিনি তাকে একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধতে বললেন। সাবী (র) তাই করলেন। তালবিয়া উচ্চারণকালে তিনি যায়দ ইব্‌ন সাওহান ও সালমান ইব্‌ন রাবী'আ (র)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ঐ দু'জনের একজন অন্য জনকে বলল, "এ লোকটি তার পরিবারের উটটির চাইতেও অধিক বিভ্রান্ত।" কথাটি সাবী (র)-এর কানে পৌঁছলে তা তার কাছে গুরুতর মনে হল। যখন (মক্কায়) পৌঁছে গেলেন তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। উমর (রা) তাকে বললেন, "তুমি তোমার নবী করীম (সা)-এর সুন্নাত প্রাপ্ত হয়েছ।" বর্ণনাকারী বলেন, অন্য একবার আমি তাঁকে এভাবে বলতে শুনেছি- "তুমি তোমার নবী করীম (সা)-এর সুন্নাতের তাওফীক পেয়েছো।" ইমাম আহমদ (র) এ হাদীসটি ইয়াহ্য়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)....(সাবী ইব্‌ন মা'বাদ) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সনদেও রিওয়ায়াত করে (অনুরূপ) উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে তিনি (উমর রা) আরো বলেছেন, "ওরা দু'জন কোন কাজের কথা বলে নি; তুমি তোমার নবী করীম (সা)-এর সুন্নাহ্‌র হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ।" আবদুর রায্‌যাক (র)....আবূ ওয়াইল (র) উল্লিখিত সনদে এ রিওয়ায়াত

রয়েছে। অনুরূপ গুণদার (র)....আবূ ওয়াইল (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাবী ইব্ন মা'বাদ (র) বলেন, আমি খৃস্ট ধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তি ছিলাম; আমি ইসলাম গ্রহণ এবং (এক সময়) আমি হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলাম। যায়দ ইব্ন সাওহান ও সালমান ইব্ন রাবী'আ আমাকে ঐ দু'কাজের জন্য তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনলেন। তখন তারা বললেন, এ লোকটি তার বাড়িওয়ালার উটের চাইতেও বিভ্রান্ত। তাদের দু'জনের কথায় আমার মাথায় যেন পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। আমি উমর (রা)-এর কাছে পৌছলে তাঁকে এ বিষয় অবগত করলাম। তিনি ঐ দু'জনের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাদের তিরস্কার করলেন এবং আমার কাছে এসে বললেন, "তুমি নবী করীম (সা)-এর সুন্নতের প্রতি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ।"

আবদা (র) বলেন, আবূ ওয়াইল (র) বলেছেন, আমি এবং মাসরূক এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য অনেক সময় সাবী ইব্ন মা'বাদ (র)-এর কাছে যেতাম।

উল্লিখিত সনদগুলো সহীহ্ (বুখারী)-এর শর্তানুরূপ বেশ উত্তম। আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা ও আবূ ওয়াইল শাকীক ইব্ন সালামা (র) হতে উল্লিখিত সনদের বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ (র) তাঁর সুনানের কিতাবুল হজ্জ-এ বলেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইবনুল হাসান ইব্ন শাকীক (এ শাকীকই হলেন আবূ ওয়াইল) উমর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের মুত'আ (তামাত্তু) করতে নিষেধ করছি; অথচ তা অবশ্যই আল্লাহ্র কিতাবেও রয়েছে এবং নবী করীম (সা)-ও তা অবশ্যই করেছেন (তবুও একটি বিশেষ কারণে আমি নিষেধ করছি)। এ হাদীসের সনদ জায়্যিদ বেশ উত্তম।

আমীরুল মু'মিনীন উছমান ও আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) হতে আগত রিওয়ায়াত ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)....সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (মক্কার) উসফানে আলী ও উছমান (রা) একত্রিত হলেন। উছমান (রা) মুত'আ (তামাত্তু) কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, হজ্জের সাথে) উমরা করতে নিষেধ করতেন। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কাজ করেছেন সে ব্যাপারে আপনার এ কেমন ইচ্ছা যে, তা নিষেধ করছেন! উছমান (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে আমার মত করতে দিন! ইমাম আহমদ এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারেই রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী-মুসলিমে ইমামদ্বয় এ হাদীস আহরণ করেছেন শু'বা (র)....সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র)-এর বরাতে, তিনি বলেন, আলী ও উছমান (রা) তামাত্তুর ব্যাপারে মত দ্বৈধতায় লিপ্ত হলেন, তখন তাঁরা উসফানে অবস্থান করেছিলেন। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) করে গিয়েছেন এমন এক কাজে আপনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চান?....আলী (রা) এ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে একত্রে দু'টির (হজ্জ ও উমরা) ইহরাম বাঁধলেন। বুখারী (র)-এর ভাষ্য-শব্দ অনুরূপ।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার (র).....মারওয়ান ইবনুল হাকাম (র) হতে, তিনি বলেন, আমি উছমান ও আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, যখন উছমান (রা) তামাত্তু এবং (হজ্জ ও উমরা এ) দু'টি একত্রিত করা নিষেধ করছিলেন। আলী (রা) অবস্থা দেখে দু'টির জন্য ইহরাম তালবিয়া উচ্চারণ করে বললেন- لبيك بعمرة وحج "আপনার সকাশে হাযির! উমরা ও হজ্জ সহ! তিনি বললেন, "কারো কথায় আমি নবী করীম (সা)-এর

সুন্নত পরিত্যাগকারী হতে পারি না।" নাসাঈ (র) এ হাদীস একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (র) বলেন, উছমান (রা) তামাত্তু নিষেধ করতেন আর আলী (রা) তা করতে বলতেন। এ সূত্রে উছমান (রা) আলী (রা)-কে বললেন, আপনি শুধু এমন এমন! (ঝামেলা লাগান)....পরে আলী (রা) বললেন, আপনি তো নিশ্চিতই জানেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তামাত্তু করেছিলাম। উছমান (রা) বললেন, হাঁ, তাই। তবে আমরা তখন নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত ছিলাম। মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন শু'বা (র) সূত্রে। মোট কথা, এতে আলী (রা)-এর বর্ণনার প্রতি উছমান (রা)-এর স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। আর এ কথা তো বিদিত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের বছর আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর ইহ্রামের ন্যায় ইহ্রাম একথা উচ্চারণ করে ইহরাম করেছিলেন এবং সাথে হাদী নিয়ে এসেছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে ইহ্রাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং নবী করীম (সা) তাঁর হাদীতেও তাঁকে শরীক করে নিয়েছিলেন। বর্ণনা পরে আসছে।

ইমাম মালিক (র) তাঁর মুআত্তার রিওয়ায়াত করেছেন। জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) তাঁর পিতা হতে এ মর্মে যে, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) 'সুকয়ায়' হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি উটের বাচ্চাদের 'পাতা ও আটা মেশানো খাবার তৈরি করে দিচ্ছিলেন। মিকদাদ (রা) বললেন, এই যে, উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) হজ্জ ও উমরা একত্রিত করতে নিষেধ করছেন। তখন আলী (রা) বেরিয়ে এলেন, তাঁর হাতে মাখানো আটা ও পাতার চিহ্ন লেগেছিল; তাঁর দু'বাহুতে লেগে থাকা পাতা ও আটার চিহ্নের কথা আমি ভুলে যাব না। তিনি এসে উছমান (রা)-এর কাছে প্রবেশ করে বললেন, হজ্জ ও উমরা একত্রিত করতে আপনি নিষেধ করছেন? উছমান (রা) বললেন, ওটা আমার (ব্যক্তিগত) অভিমত। আলী (রা) তখন রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা– হাযির ইয়া আল্লাহ্! হাযির এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার নিয়তে। আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনানে বলেছেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন মাঈন (র)....বারা ইব্ন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আলী (রা)-কে ইয়ামানের প্রশাসক নিয়োগ করলেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।....আলী (রা)-এর হজ্জে আগমন সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা দিয়েছেন।....আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, كيف صنعت 'তুমি কেমন ইহ্রাম বেঁধেছো? আলী (রা) বলেন– আমি বললাম, "আমি তো নবী করীম (সা)-এর ইহ্রামের ন্যায় ইহ্রাম করেছি।" রাসূল করীম (সা) বললেন- انى سقت الهدى وقرنت আমি তো হাদী নিয়ে এসেছি এবং (হজ্জ ও উমরা একত্রিত করে) কিরান করেছি।"

নাসাঈ (র)-ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্য়া ইব্ন মাঈন (র) হতে উল্লিখিত সনদে। এ সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুরূপ। তবে হাফিজ বায়হাকী (র) এ কথা বলে এ হাদীসের সমালোচনা করেছেন যে, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে এ (কিরান) শব্দটি উল্লিখিত হয়

---

১. মক্কাগামী পথে একটি সংযোগবস্তি ও কাফেলোর সুকয়া বা পানি উঠানোর স্থান।

নি। কিন্তু এ সমালোচনায় দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে। কেননা, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর হাদীসেও 'কিরান' বর্ণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্! একটু পরেই তা উল্লেখ করছি। ইব্ন হিশাম (র) তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা হতে সফর করলেন। আমি সফর শুরু করলাম ইয়ামান হতে। আমি ইহ্রামের সময় বললাম, লাব্বায়ক আমি হাযির আপনার সকাশে। নবী করীম (সা) ইহ্রামের ন্যায় ইহ্রামের সাথে। তখন বললেন- فانى اهللت بالحج وعمرة جميعا আমি তো হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রিত ইহ্রাম বেঁধেছি।

আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ তাবিঈদের একটি দল আনাস (রা) হতে এ বিষয় রিওয়ায়াত করেছেন।

বর্ণনা বিন্যাসের স্বার্থে আমরা (আরবী) বর্ণ ক্রমিক অনুসারে রিওয়ায়াতগুলো উদ্ধৃত করছি।

(১) বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুযানী (র) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে আমি বর্ণনা দিতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একত্রে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনেছি। ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে আমি এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তিনি কেবল হজ্জের তালবিয়া ইহরাম করেছেন। আমি আনাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর কাছে ইব্ন উমর (রা)-এর উক্তি বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, (হাঁ) আমাদের কেবল 'শিশু' ঠাওরানো হচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি— لبيك عمرة وحجا- "হাযির আপনার কাছে উমরা ও হজ্জ সহকারে।"

বুখারী (র) ও মুসলিম (র) এ হাদীসখানা বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

(২) ছাবিত আল-বুনানী (র) আনাস (রা) সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) (ইব্ন আবূ ছাবিত) আনাস (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন— لبيك بعمرة وحجة معا হাযির আপনার সকাশে! এক সঙ্গে উমরা ও হজ্জ নিয়ে! এ সূত্রে আনাস (রা) থেকে হাসান বসরী (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, রাওহ (র) আনাস ইব্ন মালিক (র) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় উপনীত হলেন, এ অবস্থায় যে, তাঁরা হজ্জ ও উমরার তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁরা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং একে উমরা সাব্যস্ত করতে বললেন। মনে হল যেন সব লোক এতে বিব্রত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন— لولا انى سقت هديا لا حللت "আমি যদি হাদী নিয়ে না আসতাম, তবে অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম।"

তখন লোকেরা হালালা হল এবং তামাত্তু (উমরার সমাপ্তিতে নতুন ইহরামে হজ্জ) করল। হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার (র) বলেন, হাসান ইব্ন কায্'আ (র)....(হাসান) আনাস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ ও উমরার ইহরাম তালবিয়া করেছেন। তাঁরা মক্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন; এতে

তাঁরা বিব্রত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন— احلوا فلولا ان معى الهدى لاحللت তোমরা হালাল হয়ে যাও; আমার সাথে যদি হাদী না থাকত, তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম। তখন তাঁরা হালাল হলেন এমনকি স্ত্রী গমন পর্যন্ত করলেন। রিওয়ায়াত করার পরে বায্যার (র) মন্তব্য করেছেন, [আনাস (রা)-এর শাগরিদ] হাসান (র) হতে আশআছ ইব্ন আবদুল মালিক ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

(৩) হুমায়দ ইব্ন তীরূয়া আত-তাবীল (র) আনাস (রা) সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া (র) হুমায়দ (র) হতে (তিনি বলেন) আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি (যে, তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি— لبيك بحج وعمرة وبحج "আপনার সকাশে হাযির হাযির। হজ্জ উমরা ও হজ্জ নিয়ে!" এ সনদটি একটি 'ছুলাছী' (তিন সূত্রীয়) সনদ[১] এবং এটা দুই প্রধান ইমাম (বুখারী-মুসলিম)-এর শর্তানুকূল। তবে তাঁরা দু'জন এবং ছয় গ্রন্থমালার সংকলকদের কেউ এ সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নি। তবে মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)....[হুমায়দ (র) ও অন্য দু'জন শুনেছেন] আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঐ দু'টি একত্রিত করে ইহরাম করতে শুনেছি— "আপনার সকাশে হাযির! উমরা ও হজ্জের জন্য; আপনার সকাশে হাযির হাযির! উমরা ও হজ্জের জন্য! ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইয়া'মুর ইব্ন যুস্র (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেকগুলো উট হাদীরূপে সাথে নিলেন এবং বললেন, "আপনার সকাশে হাযির! উমরা ও হজ্জ সহকারে।" তখন আমি তাঁর (বাহন) উটনীর বাম উরুর কাছে ছিলাম (এ সূত্রেও আহমদ (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

(৪) হুমায়দ ইব্ন হিলাল আল-আদাবী আল-বস্রী (র) আনাস (রা) সূত্রে হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার (র) তাঁর মুসনাদে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর (উটে) সহ-আরোহী ছিলাম, আর তাঁর হাঁটু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাঁটু স্পর্শ করছিল। আর তিনি হজ্জ ও উমরার তালবিয়া উচ্চারণ করছিলেন। এ সনদটি সহীহ্-এর শর্তানুরূপ বেশ উত্তম ও মজবুত সনদ, তবে সিহাহ্ গ্রন্থকারগণ এটি উদ্ধৃত করেন নি। ওদিকে বায্যার (র) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যিনি হজ্জ ও উমরার তালবিয়া উচ্চারণ করছিলেন তিনি আবূ তালহা (রাসূল [সা] নন), তবে নবী করীম (সা) তাতে আপত্তি করেন নি।[২] তবে বায্যার (র)-এর এ ব্যাখ্যায় দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে। বরং এটি অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা। কেননা, আনাস (রা) হতে অন্যান্য সূত্রেও (রাসূল [সা]-এর কিরানের) বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। (পূর্বাপর বর্ণনা দ্রষ্টব্য) তাছাড়া তিনি (هو) সর্বনামটি তার পূর্বে উল্লিখিত দুই শব্দ (আবূ তালহা ও রাসূলুল্লাহ্)-এর নিকটবর্তী শব্দ (রাসূলুল্লাহ্)-এর সাথে

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে মাত্র তিন সূত্র মাধ্যমে আহরিত হাদীছকে 'ছুলাছী' 'তিন সূত্রীয়' হাদীছ বলা হয়। এ ধরনের সনদ ও হাদীছ বিরল ও বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন। —অনুবাদক

২. অর্থাৎ বায্যার (র)-এর মতে এ হাদীছে আবূ তালহার কিরান হজ্জ এবং তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরব অনুমোদন সাব্যস্ত হলেও খোদ নবী করীম (সা)-এর কিরান হজ্জ করা সাব্যস্ত হয় না। —অনুবাদক

সম্পৃক্ত হওয়াই অধিক উপযোগী এবং সে ক্ষেত্রে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট অর্থ নির্দেশক হবে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (র)-এর রিওয়ায়াত উল্লিখিত ব্যাখ্যার সরাসরি প্রত্যাখ্যান রয়েছে।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) আনাস (রা) হতে– হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার (র) আনাস (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, নবী করীম (সা) হজ্জ ও উমরার ইহরাম করেছিলেন। হাসান ইব্ন আবদুল আযীয আল-জাবারী ও মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন (র)....আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মন্তব্য ঃ এটি সহীহ্ বুখারীর শর্তানুরূপ একটি বিশুদ্ধ সনদ, তবে এ সূত্রে সিহাহ্ গ্রন্থাকারগণ হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নি। তবে হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) এ বর্ণনার চেয়ে বিশদভাবে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিজ ও আবূ বকর আহমদ ইবনুল হাসান আল-কাযী (র)....যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে এসে বলল, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) কী বলে ইহরাম বেঁধেছিলেন?" ইব্ন উমর (রা) বললেন, "হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন।" লোকটি চলে গেল এবং পরের বছর আবার তাঁর কাছে এসে বলল, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) কী বলে ইহরাম করেছিলেন?" ইব্ন উমর (রা) বললেন, 'তুমি গত বছর আমার কাছে এসে ছিলে না? সে বলল, জী হাঁ, তবে আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলে থাকেন যে, তিনি কিরান করেছিলেন। ইব্ন উমর (রা) বললেন, আনাস ইব্ন মালিক তো নারীদের মাঝে আসা-যাওয়া করতেন, যখন তাদের মাথা খোলা থাকত (অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স কম ছিল)। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনীর ছায়াতলে ছিলাম, তাঁর উটনীটির লালা আমার গায়ে লাগছিল, আমি তাঁকে (শুধু) হজ্জের ইহরাম করতে শুনেছি।

(৬) সালিম ইব্ন আবুল জা'দ আল-গাতফানী আল কূফী (র) আনাস (রা) সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম (র)....আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (সনদটি) নবী করীম (সা) পর্যন্ত উন্নীত করে বলেছেন যে, তিনি (নবী করীম [সা]) হজ্জ ও উমরা একত্রিত করে বললেন, আপনার সকাশে বারংবার হাযির, এক সাথে হজ্জ ও উমরা নিয়ে। এর সনদ হাসান উত্তম, তবে তাঁরা (বিশিষ্ট ছয় হাদীস গ্রন্থকার) তা উদ্ধৃত করেন নি। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আফ্ফান (র)....হাসান ইব্ন আলীর আযাদকৃত গোলাম সা'দ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা যুল-হুলায়ফায় পৌঁছলে আলী (রা) বললেন, আমি হজ্জ ও উমরা একত্রিত করার ইরাদা করছি, সুতরাং যারা তা ইচ্ছা করবে তারা যেন তেমনি বলে যেমনটি আমি বলছি। এ কথা বলার পর তিনি এই বলে তালবিয়া উচ্চারণ করলেন, لبيك حج و عمرة "আপনার সকাশে হাযির, এক সাথে হজ্জ ও উমরা নিয়ে! বর্ণনাকারী বলেন, সালিম (র) বলেছেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাকে অবগত করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমার পা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পা স্পর্শ করছিল (প্রায়)। তিনি অবশ্যই ঐ দু'টি একত্রিত করে ইহরামের তালবিয়া উচ্চারণ করছিলেন। এ সূত্রেও এটি জায়্যিদ, বেশ উত্তম সনদ। তবে সিহাহ্ গ্রন্থকারগণ তা উদ্ধৃত করেন নি। এ বর্ণনা আনাস (রা) থেকে গৃহীত হুমায়দ ইব্ন হিলাল (র)-এর হাদীস সংক্রান্ত

বায্যার (র)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা খণ্ডন করে (পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

(৭) সুলায়মান ইব্ন তারখান আত-তায়মী (র) আনাস (রা) হতে- হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার (র) বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে ঐ দু'টি একত্রিত করে তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনেছি। তারপর বায্যার (র) বলেছেন, (সুলায়মান) তায়মী (র) হতে তাঁর ছেলে মুতামির (র) ব্যতীত আর কেউ হাদীস শুনে নি। আর তার নিকট হতে ইয়াহ্য়া ইব্ন হাবীব আল-আরাবী (র)....ব্যতীত আর কেউ শুনে নি (অর্থাৎ সনদটি আগা গোড়া একক সূত্রীয়)। আমার মন্তব্য ঃ হাদীসটি সহীহ্-এর শর্তানুরূপ, যদিও সহীহ্ গ্রন্থকারগণ তা উদ্ধৃত করেন নি।

(৮) সুওয়ায়দ ইব্ন হুজায়র (র) আনাস (রা) সূত্রে- ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)....(সুওয়ায়দ আবূ কাযাআ) আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম। (চলার সময়) আবূ তালহা (র)-এর হাঁটু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাঁটুর সাথে লেগে যাচ্ছিল প্রায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হজ্জ ও উমরার কথা উল্লেখ করে তালবিয়া পাঠ করছিলেন। এটি একটি জায়্যিদ, বেশ উত্তম সনদ যা আহমদ (র) একাকী গ্রহণ করেছেন; তবে তা সহীহ্ গ্রন্থকারগণ উদ্ধৃত করেন নি। এ বর্ণনায় হাফিজ বায্যার (র)-এর ব্যাখ্যার স্পষ্ট খণ্ডন রয়েছে।

(৯) আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ আবূ কিলাবা আল-জারমী (র), আনাস (রা) সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র)....(আবূ কিলাবা) আনাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম তখন নবী করীম (সা)-এর পাশাপাশি পথ চলছিলেন। তিনি বলেন, (অবস্থা এমন ছিল) যে, আমার পা নবী করীম (সা)-এর (বাহনের) পাদানী স্পর্শ করছিল; আমি তখন তাঁকে এক সাথে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনলাম। বুখারী (র)-ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আয়্যূব (র) (আবূ কিলাবা) আনাস হতে একাধিক সূত্রে তিনি (আনাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহ্র সালাত মদীনায় চার রাকআত আদায় করলেন এবং আসর আদায় করলেন যুল-হুলায়ফায় দুই রাকআত আদায় করলেন। তারপর সকাল পর্যন্ত সেখানে রাত কাটালেন। তারপর তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন। তারপর বাহন তাঁকে নিয়ে প্রান্তরে সোজা হয়ে দাঁড়ালে আল্লাহ্র হাম্দ, তাসবীহ্ ও তাকবীর (আলহামদু লিল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলেন। লোকেরাও ঐ দু'টির একত্রিত ইহরাম বাঁধলো। তাঁর অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে- "আমি আবূ তালহা (রা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম,; লোকেরা একত্রে ঐ দু'টির, হজ্জ ও উমরার কথা উচ্চৈঃস্বরে বলছিল।" আয়্যূব (র) আনাস (রা) সূত্রে বুখারীর (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে- তিনি (আনাস) বলেন,....তারপর রাত যাপন করলেন, অবশেষে সকাল হলে ফজর সালাত আদায় করার পর তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন। অবশেষে তা তাঁকে নিয়ে প্রান্তরে স্থির হলে উমরা ও হজ্জের ইহরাম-তালবিয়া পাঠ করলেন।

(১০) আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র) আনাস (রা) সূত্রে হুমায়দ আত-তাবীল (র)-এর রিওয়ায়াত [মুসলিম (র) আহরিত]-এর সাথে তাঁর রিওয়ায়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

(১১) আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ'আন (র) আনাস (রা) সূত্রে হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ (র)....(আলী ইব্ন যায়দ) আনাস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে দু'টি একত্রিত করে তালবিয়া পাঠ করলেন। এ সূত্রে এটি গরীব বিরল। সুনান গ্রন্থকারদের কেউ এটি উদ্ধৃত করেন নি, তবে এটি তাদের শর্ত পূরণ করে।

(১২) কাতাদা ইব্ন দি'আমা আস-সাদূসী (র) আনাস (রা) সূত্রে– ইমাম আহমদ (র) বলেন, বাহ্য (র) ও আবদুস-সামাদ (র)....কাতাদা (র) সূত্রে বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করলাম– বললাম, নবী করীম (সা) কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, একবার হজ্জ করেছেন; আর চারবার উমরা করেছেন। (১) হুদায়বিয়ার সময়; (২) যিলকাদ মাসে মদীনা হতে তাঁর উমরাতুল কাযা; (৩) যিলকাদ মাসে জিইররানা থেকে তাঁর উমরা, যেখানে হুনায়নের গনীমত বণ্টন করেছিলেন এবং (৪) হজ্জের সাথে তাঁর উমরা। বুখারী-মুসলিম (র) তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

(১৩) মুস'আব ইব্ন সুলায়ম আয্-যুবায়রী (র) (যুবায়রীদের আযাদকৃত গোলাম) আনাস (রা) হতে– ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) (মুস'আব বলেন, আমি শুনেছি,) আনাস (রা) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরার তালবিয়া উচ্চারণ করেছেন।" এ হাদীস আহমদ (র) একাকী বর্ণনা করেছেন।

(১৪) ইয়াহয়া ইব্ন ইসহাক আল-হাযরামী (র) আনাস সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র) (ইয়াহ্য়া ইব্ন ইসহাক, আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব ও হুমায়দ আত-তাবীল [র] সকলে) আনাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, এঁরা তাঁকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হজ্জ ও উমরা একত্রিত করে لبيك لبيك "আপনার সকাশে হাযির! আপনার সকাশে হাযির! বলে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।" পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মুসলিম (র)-ও এ হাদীস ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র) হুশায়ম....সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবদুল আলী (র) (ইয়াহ্য়া) আনাস (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম; (তিনি বলেন) আমি তাঁকে বলতে শুনলাম- আপনার সকাশে হাযির উমরা ও হজ্জের উদ্দেশ্যে।

(১৫) আবুস সায়কাল (র)– আনাস (রা) থেকে– ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) ও আহমদ ইব্ন আবদুল-মালিক (র)....(আবূ আসমা আস-সায়কাল) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে, তিনি বলেন, আমরা বের হলাম তখন আমরা সশব্দে হজ্জের তালবিয়া উচ্চারণ করছিলাম; যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটিকে উমরায় পরিণত করতে আমাদের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন—

لو استقبلت من امرى ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكنى سقيت الهدى وقرنت الحج والعمرة-

"যা আমি পরে বুঝেছি, তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমি এটিকে উমরায় পরিণত করতাম; কিন্তু আমি হাদী নিয়ে এসেছি এবং হজ্জ ও উমরা একত্রিত করেছি।" আর নাসাঈ (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন, আবুল আহওয়াস (র)....(আবূ আসমা আস-সায়কাল) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঐ দু'টির তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনেছি।"

(১৬) আবূ কুদামা আল হানাফী (মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ) (র) আনাস (রা) সূত্রে– ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহ ইব্‌ন উবাদা (র)....আবূ কুদামা আল-হানাফী (র) সূত্রে তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি দিয়ে তালবিয়া পড়ছিলেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে সাতবার (দশ-বিশ অর্থাৎ একাধিকবার) শুনেছি যে, উমরা ও হজ্জ-এর তালবিয়া পাঠ করছেন। ইমাম আহমদ (র) একাকী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এটি একটি সুদৃঢ় ও বেশ উত্তম সনদ। (যার প্রাপ্তিতে) আল্লাহ্‌রই জন্য যাবতীয় হাম্‌দ; তাঁরই সব অনুকম্পা এবং তিনিই তাওফীক দাতা ও হিফাজতকারী।

ইব্‌ন হাব্বান (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে মিলিয়ে করেছিলেন, তাঁর সাথের লোকেরাও একত্রে মিলিয়ে করেছিলেন।

হাফিজ বায়হাকী (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বিস্তৃতভাবে এ সব সূত্রের কোন কোনটি উপস্থাপন করেছেন। তারপর তিনি এগুলোর সমালোচনা পর্যালোচনায় এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যাতে ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সার কথা হল- এক্ষেত্রে খোদ আনাস (রা)-ই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তাঁর পরবর্তী রাবীগণ নয়। অন্য একটি সম্ভাবনা হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্য কাউকে কিরান পদ্ধতির ইহরাম ও তালবিয়া শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন আনাস (রা) তা শুনতে পেয়েছিলেন এবং সেটিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহরাম মনে করেছিলেন। অথচ নবী করীম (সা) নিজের হজ্জ ও উমরার ইহরাম করেন নি। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। তিনি আরো বলেছেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) ব্যতিরেকে অন্যান্যরা এ বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন, তবে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এ মন্তব্যে যে বাহ্যতই দ্বিমত পোষণের অবকাশ রয়েছে, যে কেউ একটু চিন্তা করলেই তা তার কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে। বরং এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন না করাই যে ইমাম বায়হাকীর জন্য উত্তম ছিল, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কেননা, এতে একজন মহান সাহাবীর স্মরণ শক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে- অথচ যেমন আমরা বর্ণনা করে এলাম, বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে উপর্যুপরি বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া কোন সাহাবী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য একটি বড় ধরনের গর্হিত বিষয় এবং তা হটকারিতা ও অন্যায় সমালোচনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলাই সমধিক অবগত।

কিরান সম্পর্কে বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর হাদীস

হাফিজ আবূ বকর আল বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হুনায়ন ইব্‌ন বুশরান (র)....বারা ইব্‌ন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার উমরা করেছেন যার সবগুলোই ছিল যিলকদ মাসে। তখন আইশা (রা) বললেন, তিনি তো ভাল করেই জানেন

যে, তিনি তাঁর যে উমরাটির সাথে হজ্জ করেছিলেন সেটিকে সহ চারবার উমরা করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, এ হাদীসটি 'সুরক্ষিত' নয়। আমার মতে (এটি সংরক্ষিত, কেননা) আইশা (রা)-এর সাথে সংযুক্ত বিশুদ্ধ সনদে এর অনুরূপ হাদীস একটু পরেই উল্লিখিত হবে।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ হাফিজ আবুল হাসান দারা কুতনী (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ ও মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন রামীস, আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন ইসমাঈল ও উছমান ইব্ন জা'ফর আল লাব্বান (র) প্রমুখ....(সুফয়ান ছাওরী র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তিনবার হজ্জ করেছেন; দু'বার হিজরত করার আগে আর একবার হজ্জের সাথে উমরা সংযুক্ত করেছেন। তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র)-ও এ হাদীস....সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ আছ-ছাওরী (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিরমিযী (র) রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) যায়দ ইব্ন হুবাব মাধ্যমে, সুফিয়ান (র) সূত্রে। তারপর তিনি বলেছেন, সুফিয়ান (র)-এর হাদীস বিরল পর্যায়ের। কেননা, যায়দ ইবনুল হুবাব (র) ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটির পরিচিতি লাভ করি নি। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান, রাযী (র)-কে আমি দেখেছি যে, তাঁর পাণ্ডুলিপিতে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) সূত্রেই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আমি মুহাম্মদ (বুখারী)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এর পরিচিতি স্বীকার করলেন না এবং তাঁকে আমি দেখেছি যে, তিনি এটিকে 'সংরক্ষিত' পর্যায়ের মনে করছেন না। তিনি বলেছেন যে, ছাওরী (র)....মুজাহিদ (র) সনদে 'মুরসাল' (সাহাবীর সাথে সংযুক্ত নয়) রূপে বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী (র) কৃত আস-সুনানুল কাবীর-এ রয়েছে। আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,"এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ (সনদের) হাদীস; প্রকৃতপক্ষে এটি ছাওরী (র) সূত্রে 'মুরসাল'রূপে রিওয়ায়াত হয়েছে।" বুখারী (র) আরো বলেছেন, যায়দ ইবনুল হুবাব (র) যখন ত্রুটিপূর্ণ (সনদে) রিওয়ায়াত করতেন, তখন তার কোন কিছুতে ভ্রান্তির শিকার হতেন। অবশ্য ইব্ন মাজা (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন- কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ আল-মুহাল্লাবী (র) সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী (র) হতে, উল্লিখিত সনদে (অর্থাৎ এ সনদে যায়দ ইবনুল হুবাব (র) নেই। –অনুবাদক)। এটি এমন একটি সূত্র যার অবগতি তিরমিযী ও বায়হাকী (র) লাভ করতে পারেন নি এবং এমনকি সম্ভবত বুখারী (র)-ও নয়। যেহেতু তিনি যায়দ ইবনুল হুবাব (র)-কে এ হাদীসের 'একক বর্ণনাকারী' ধারণা করে তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অথচ বাস্তবে তিনি একক নন। এ হাদীসের 'শাহিদ' (সমর্থক) রিওয়ায়াত রয়েছে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

জাবির (রা) হতে অন্য একটি সূত্র ঃ আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, ইব্ন আবূ উমর.... (আবুয-যুবায়র) জাবির (রা) সূত্রে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে করলেন এবং সে দু'টির জন্য অভিন্ন তাওয়াফ করলেন। "তারপর তিরমিযী (র) বলেছেন, 'এটি একটি 'উত্তম' হাদীস (তিরমিযীর কোন কোন সংস্করণে হাসান (উত্তম) স্থলে সহীহ্ (বিশুদ্ধ) শব্দ রয়েছে)। ইব্ন হিব্বান (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীসটি জাবির (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তাঁর হজ্জ ও উমরার জন্য একটি মাত্র

তাওয়াফ করেছিলেন। (প্রাসংগিক মন্তব্য) তিরমিযীর সনদের হাজ্জাজ হলেন ইব্ন আরতাৎ-ই। ইমামদের অনেকেই তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

তবে একটি সূত্রেও (আবুয যুবায়র-এর মাধ্যমে) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাফিজ আবূ বকর আল বায্যার (র) তাঁর মুসনাদে বলেছেন, মুকাদ্দাম ইব্ন মুহাম্মদ (র)....(আবুয-যুবায়র) জাবির (রা) সূত্রে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মক্কায়) এলেন এবং হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে করলেন এবং তিনি হাদী সাথে নিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, من لم يقلد الهدى فليجعلها عمرة "যারা হাদীকে মালা পরায় নি তারা এটিকে উমরায় পরিণত করুক।" তারপর বায্যার (র) বলেন, "এ সম্পর্কে জাবির (রা) হতে এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।" বস্তুত বায্যার (র) তাঁর মুসনাদে এ সূত্রে একাকী বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রের সনদটি অতি বিরল ধরনের এবং এ সূত্রে ছয় গ্রন্থের কোন একটিতেও হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নি। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

আবূ তালহা যায়দ ইব্ন সাহল আনসারী (রা)-এর রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) আমাকে অবগত করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছেন।" ইব্ন মাজা (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র) (আবূ মুআবিয়া)....সনদে তাঁর ভাষ্য "রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা কিরানরূপে করেছেন।" (এ সনদের অন্যতম) রাবী হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত (র)-এর কিছু 'দুর্বলতা' রয়েছে। আল্লাহ্ সমধিক অবগত।

সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জুশম (রা)-এর রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র)....সুরাকা (রা) সূত্রে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি—

دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة-

"কিয়ামত পর্যন্তের জন্য উমরা হজ্জের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে।" তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জে কিরান করেছিলেন।

সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর রিওয়ায়াত, এ মর্মে যে, নবী করীম (সা) উমরার সাথে হজ্জ মিলিয়ে তামাত্তু করেছিলেন, আর তাই হল কিরান।

ইমাম মালিক (র) বলেন, ইব্ন শিহাব (র) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওফল ইবনুল হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব তাঁকে (ইব্ন শিহাবকে) এ মর্মে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ও যাহ্হাক ইব্ন কায়স (রা)-কে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর হজ্জ করার বছর হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে 'তামাত্তু' করার বিষয় আলোচনা করতে শুনেছেন। যাহ্হাক (রা) বললেন, "আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা ছাড়া কেউ তা করতে পারে না। সা'দ (রা) বললেন, "ভাতিজা! খুবই মন্দ কথা তুমি বললে!" যাহ্হাক (র)

বললেন, তা হলে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যে তা নিষেধ করতেন!" তখন সা'দ (রা) বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো তা করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে আমরাও তা করেছি।" তিরমিযী ও নাসাঈ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন– কুতায়বা (র) মালিক....সনদে। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন- এটি একটি সহীহ্ হাদীস। ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ (র)....গুনায়ম (র) বলেন, আমি ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "আমরা তা করেছি, যখন এ লোকটি মক্কায় কাফির অবস্থায় ছিল।" এতে তিনি মুআবিয়া (রা)-কে বুঝিয়েছিলেন। আহমদ (র) এভাবে সংক্ষেপে রিওয়ায়াত করেছেন। আর মুসলিম (র)-এর গ্রন্থে এ রিওয়ায়াত সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ আছ ছাওরী, শু'বা, মারওয়ান আল ফাযারী ও ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ আল কাততান (র)... গুনায়ম ইব্ন কায়স (র) সূত্রে (বলেন) আমি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "আমরা তো তা করেছিই, আর তখন এ লোকটি মক্কায় অবস্থানকারী কাফির ছিল।" রাবী ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ (র) তাঁর রিওয়ায়াতে বলেছেন– অর্থাৎ মুআবিয়া (রা)। আর আবদুর রায্যাক (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। মুতামির ইব্ন সুলায়মান (র) ও আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র)....গুনায়ম ইব্ন কায়স (র) বলেন, আমি সা'দ (রা)-কে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে তামাত্তু করার বিষয় জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তা করেছি, তখন এ লোকটি কাফির ছিল। অর্থাৎ মক্কায় এবং 'লোকটি' দ্বারা উদ্দিষ্ট হলেন মুআবিয়া (রা)। দ্বিতীয় হাদীসটি সনদের মানদণ্ডে অধিকতর বিশুদ্ধ এবং আমরা তা উল্লেখ করলাম 'সবলকরণ' উদ্দেশ্যে; এর উপর নির্ভর করে নয়। কেননা, প্রথম হাদীসটিও বিশুদ্ধ সনদযুক্ত এবং এটির ভাষ্য অন্যটির তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ তাবারানী (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল মুগীরা আল-মিসরী (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছিলেন। এ কারণে যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ঐ বছরের পরে হজ্জ করতে পারবেন না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুন নায্র (র) (দাঊদ আল কাত্তান)....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চারটি উমরা করেছেন– (এক) হুদায়বিয়ার উমরা, (দুই) কাযা উমরা, (তিন) জিইররানা হতে এবং (চার) যেটি ছিল তাঁর হজ্জের সাথে। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন....ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সনদে বিভিন্ন সূত্রে তিরমিযী (র) বলেছেন, 'হাসান গরীব' একক সূত্রীয় উত্তম বর্ণনা। অনুরূপ, তিরমিযী (র) সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান (র)....ইকরিমা সনদেও 'মুরসাল'রূপে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবদুল আযীয আল-বাগাবী (র)....(দাঊদ ইব্ন আবদুর রহমান আল আত্তার)....সনদে। এতে তিনি বলেছেন, "চতুর্থ যেটি তিনি তাঁর হজ্জের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন।" তারপর আবুল হাসান আলী ইব্ন আবদুল আযীয বলেন, দাঊদ ইব্ন আবদুর রহমান ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসটি ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে

বর্ণনা করেন নি। তারপর বায়হাকী (র) বুখারী (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "দাঊদ ইব্ন আবদুর রহমান সত্যবাদী রাবী, তবে মাঝে মধ্যে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হন। আর উমর (রা) হতে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। যাতে তিনি বলেছেন, 'ওয়াদীল আকীকে' আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে জনৈক আগমনকারী আমার কাছে এসে বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন– হজ্জের সাথে উমরা।" সম্ভবত এ হাদীসই ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনার সনদ ও উৎস। আল্লাহ্ সমধিক অবগত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ বুখারী ও মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, লায়ছ (র)....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তামাত্তু করেছিলেন এবং হাদী নিয়ে এসেছিলেন। হাদী নিয়ে এসেছিলেন যুল-হুলায়ফা থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধেন তারপর হজ্জের নিয়্যত করেন। সাঈ ইত্যাদির পরেও হালাল না হওয়াসহ পূর্ণ হাদীস ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বিশদ আলোচনার পরে সে ক্ষেত্রে আমরা সাব্যস্ত করে এসেছি যে, নবী করীম (সা)-এর এ তামাত্তু বিশেস তামাত্তু অর্থে ছিল না; বরং তিনি কিরান করেছিলেন। কেননা, এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তামাত্তু পালনকারী ছিলেন না। যেহেতু তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য অভিন্ন সাঈ করেছিলেন, যা কিরান পালনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এটাই 'জমহুরের' অভিমত। বর্ণনা পরে আসছে।

হাফিজ আবূ য়ালা আল-মাওসিলী (মসূল) বলেছেন, আবূ খায়ছামা (র)....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কিরানের জন্য একটি মাত্র তাওয়াফ করছিলেন এবং সে দু'য়ের (হজ্জ ও উমরা) মাঝে হালাল হন নি এবং পথ থেকে হাদী খরিদ করে নিয়ে এসেছিলেন। এ সনদটি জায়্যিদ, বেশ উত্তম। এর রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। তবে (আবূ খায়ছামার শায়খ) ইয়াহ্য়া ইব্ন য়ামান (র); মুসলিম শরীফের রাবী তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও সুফিয়ান ছাওরী (রা) হতে গৃহীত তাঁর হাদীসসমূহে অগ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। তাছাড়া ইব্ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতের 'ইফরাদ'-এর উদ্দেশ্য হজ্জের কার্যক্রমকে ইফরাদ ও স্বতন্ত্রকরণ। ইমাম শাফিঈ (র)-এর অনুসারীবর্গের স্থিরিকৃত 'বিশেষ ইফরাদ'– তথা প্রথমে হজ্জ করার পরে যিলহজ্জ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে উমরা পালন ইব্ন উমর (রা)-এর উদ্দিষ্ট ছিল না। আমার এ বক্তব্যের প্রাধান্য প্রমাণ করবে শাফিঈ (র)-এর বক্তব্য– মালিক (র)....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, "হজ্জের আগে উমরা পালন ও হাদী নিয়ে আসা হজ্জের পরে যিলহজ্জের অবশিষ্ট দিনগুলোতে উমরা পালনের চাইতে আমার কাছে অধিক পসন্দনীয়।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিরান করেছিলেন বায়তুল্লাহ্ হতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকায়। আর তাই তিনি বলেছিলেন- ان لم يكن حجة فعمرة হজ্জ না করা গেলে এটা হবে উমরা। সনদ ও মতন (মূল পাঠ) বিচারে এ হাদীসটি বিরল। ইমাম আহমদ (র) একাকী এ রিওয়ায়াত করেছেন। সনদের বিরলতা খোদ ইমাম আহমদ (র) (আবূ

আহমদের শায়খ) রাবী ইউনুস ইবনুল হারিস আছ-ছাকাফী (র) সম্পর্কে বলেছেন, ইনি হাদীসে অস্থির বর্ণনাদাতা (মুখতারিব)। তিনি তাঁকে যাঈফ-ও বলেছেন। অনুরূপ ইয়াহয়া ইব্ন মাঈন (র) তাঁর এক বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং নাসাঈ (র)-ও (সার্বিকভাবে) তাকে যাঈফ সাব্যস্ত করেছেন। আর মতন ও মূল পাঠের বিরলতা এ কারণে যে, তিনি যে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিরান করেছিলেন। 'বায়তুল্লাহ্ হতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকায়', এখানে প্রশ্ন জাগে যে, নবী করীম (সা)-কে বায়তুল্লাহ্ হতে বাধা দেওয়ার মত এমন কে ছিল তখন? তখন তো আল্লাহ্ তাঁর জন্য ইসলামকে সবল ও বিজয়ী করে দিয়েছেন, পবিত্র শহর (মক্কা) বিজিত হয়ে গিয়েছে এবং বিগত বছর হজ্জের মওসুমে মিনার অঙ্গনে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক হজ্জ করবে না, কোন উলঙ্গ বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না। তাছাড়া বিদায় হজ্জে (মদীনা হতেই) প্রায় চল্লিশ হাজার লোক নবী করীম (সা)-এর সহযাত্রী হয়েছিলেন।

সুতরাং 'বায়তুল্লাহ্ হতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কায়' তাঁর এ উক্তিটি তেমনি বিস্ময়কর যেমন বিস্ময়কর আলী (রা)-কে বলা আমীরুল মু'মিনীন উছমান (রা)-এর উক্তি। যখন আলী (রা) তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি তো জানেনই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এসে তামাত্তু (কিরান) করেছিলাম।" জবাবে উছমান (রা) বলেছিলেন, হাঁ, তবে আমরা তখন শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না এ ভয় ও শঙ্কাকে কোন অর্থে প্রয়োগ করা হবে? তা যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক না কেন, তবে হাঁ, যেহেতু এটি একজন মহান সাহাবীর রিওয়ায়াত যা তিনি তাঁর ধারণাকৃত কোন অর্থে প্রয়োগ করে বিবৃত করেছেন। অতএব তাঁর বর্ণনা তো বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য; তবে তাঁর 'ধারণা'টি ত্রুটি মুক্ত নয়। সুতরাং তা বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অন্যদের মুকাবিলায় তা প্রমাণরূপে গণ্য হবে না। তবে, এতে তাঁর রিওয়ায়াতটি প্রত্যাখ্যান হওয়া অনিবার্য হবে না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা)-এর রিওয়ায়াতটিও যদি তাঁর পর্যন্ত সনদ সূত্র সাব্যস্ত হয়ে যায়, অনুরূপ (বিশুদ্ধ ও ব্যক্তিগত ধারণা প্রসূত) সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্ সমধিক অবগত।

ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও হাজ্জাজ (র)....মুতাররিফ (র) সূত্রে বলেন, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমার কাছে একখানি হাদীস বর্ণনা করছি, আশা করি আল্লাহ্ তা দিয়ে তোমাকে উপকৃত করবেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হজ্জ ও উমরা একত্রিত করেছিলেন এবং তাঁর ওফাত পর্যন্ত তা আর নিষেধ করে যান নি এবং এ বিষয়টি হারাম ঘোষণা করে কুরআনও অবতীর্ণ হয় নি। আর (একটি বিষয়) এই যে, তিনি আমাকে সালাম করতেন, পরে আমি 'কায়'[1] লাগালে তিনি (সালাম দেয়া হতে) বিরত রইলেন। আবার আমি তা বর্জন করলে তিনি পুনরায় আমাকে সালাম দিতে শুরু করলেন। ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার (র) সূত্রে এবং ইমাম নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র)

---

১. কায় (كَي) বাত জাতীয় রোগের প্রবল প্রকোপে লোহা গরম করে ত্বকে দাগ দেয়ার কষ্টদায়ক চিকিৎসা ব্যবস্থা। –অনুবাদক

....মুতাররিফ (র) সূত্রে ইমরান (রা) হতে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ, মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত শু'বা (র)-ও সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র)....ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা) সূত্রে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছেন (পূর্ণ হাদীস)। হাফিজ আবুল হাসান দারা কুতনী (র) বলেছেন, হুমায়দ ইব্ন হিলাল (র) শু'বা (র)-এর হাদীসটি (অনুচ্ছেদের প্রথম রিওয়ায়াত) বিশুদ্ধ। আর মুতাররিফ (র) হতে কাতাদা (র) সূত্রে গৃহীত শু'বা (র)-এর হাদীস, তা বাকিয়্যা ইবনুল ওলীদ (র)-ও শু'বা (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর গুনদার (র) প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন (সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা সূত্রে) কাতাদা (র) থেকে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ নাসাঈ (র)-ও তাঁর সুনানে আম্র ইব্ন আলী আল ফাললাস (র) সূত্রে, ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা) হতে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহ্ যথার্থ অবগত। তবে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হাম্মাম (র) (কাতাদা মুতাররিফ) ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা) হতে প্রামাণ্য রিওয়ায়াত রয়েছে যে, তিনি (ইমরান) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে তামাত্তু (কিরান) করেছি। তারপর তা হারাম সাব্যস্ত করে কুরআন নাযিল হয় নি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ওফাত পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ করে যান নি।"

আল হিরমাস ইব্ন যিয়াদ আল বাহিলী (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, 'রায়' শহরের বাসিন্দা আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমরান ইব্ন আলী (র) (মূলত যিনি ইসপাহানী ছিলেন)....আল হিরমাস (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সহ-আরোহী ছিলাম। তখন নবী করীম (সা)-কে দেখলাম তিনি একটি উটের পিঠে ছিলেন আর তিনি বলছিলেন– لبيك بحجة وعمرة معا "আপনার সকাশে হাযির এক সাথে হজ্জ ও উমরা নিয়ে। এ হাদীস সুনান গ্রন্থসমূহের শর্তানুরূপ, তবে তাঁরা এটি উদ্ধৃত করেন নি।

উম্মুল মু'মিনীন হাফ্সা বিন্ত উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রহমান (র)....হাফ্সা (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বললেন, আপনি আপনার উমরা হতে হালাল হলেন না কেন? জবাবে তিনি বললেন-

انى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا رجل حتى الحر-

"আমি মাথা (আঠাল দ্রব্য দিয়ে) জড়িয়েছি এবং আমার হাদীকে 'মালা' পরিয়েছি, তাই কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হব না। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়েও এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁদের ভাষ্যে রয়েছে যে, হাফ্সা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকদের অবস্থা কী? তারা তো উমরা থেকে হালাল হয়ে গেল। অথচ আপনি আপনার উমরা হতে হালাল হলেন না কেন? তিনি বললেন, "আমি আমার হাদীকে 'মালা' পরিয়েছি এবং মাথা জড়িয়েছি, তাই (হাদী) যবাই না করা পর্যন্ত আমি হালাল হব না।" ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, শুআয়ব ইব্ন আবূ হামযা (র)....নাফি (র) সূত্রে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলতেন, নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের সময় তাঁর সহধর্মিণীগণকে হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন। তখন তাঁদের একজন তাঁকে বললেন, "আপনাকে হালাল হওয়াতে বিরত রাখছে কোন বিষয়?" তিনি বললেন-

انی لبدت رأسی وقلدت هدیی فلست احل حتی انحر هدیی-

"আমি আমার মাথা (আঠাল দ্রব্যে) জড়িয়েছি এবং আমার হাদীকে মালা পরিয়েছি, তাই আমার হাদী যবাই না করা পর্যন্ত হালাল হচ্ছি না।" আহমদ (র) আরো বলেছেন, ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র)....(আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) হাফসা বিন্ত উমর (রা) হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ তাঁর (পরিবারের) নারীদের উমরা করে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে আমরা বললাম, "আমাদের সাথে আপনার হালাল হয়ে যাওয়াতে কোন বিষয় বাধা সৃষ্টি করছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, "আমি হাদী নিয়ে এসেছি এবং মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি, তাই আমার হাদী যবাই না করা পর্যন্ত হালাল হব না।" তারপর আহমদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, কাছীর ইব্ন হিশাম (র)....হাফসা (রা) সূত্রে। এ হাদীসে তো এ কথাই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরা পালনকারী ছিলেন এবং তা থেকে হালাল হন নি। আর ইতোপূর্বে উল্লিখিত ইফরাদ সম্পর্কিত হাদীসসমূহে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হজ্জেরও ইহরাম করেছিলেন। সুতরাং এ দুই হাদীসের সমন্বিত অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি কিরান করেছিলেন। সেই সাথে এ বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত রিওয়ায়াতসমূহ তো পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ্ সমধিক অবগত।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর রিওয়ায়াত ঃ বুখারী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা নবী সহধর্মিণী আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা উমরার জন্য ইহরাম করলাম। তারপর নবী করীম (সা) ইরশাদ করলেন-

من كان معه هدی فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتی يحل منهما جميعا-

"যার সাথে হাদী রয়েছে সে উমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেবে, তারপর সে হালাল হবে না, অবশেষে একত্রে দু'টি থেকে হালাল হবে।" (আইশা রা. বলেন) আমি মক্কায় পৌছলাম ঋতুবতী অবস্থায়। তাই আমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলাম না, সাফা-মারওয়ায়ও না। আমি এ বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফরিয়াদ জানালাম। তিনি বললেন-

انقضی رأسك والمتشطی واهلی بالحج ودعی العمرة-

"তোমার বেনী (খোপা) খুলে ফেল, চিরুনী ব্যবহার কর এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধো ও উমরা ছেড়ে দাও।" (আইশা রা. বলেন) আমি তাই করলাম। আমি হজ্জ সমাধা করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে 'তানঈমে' পাঠিয়ে দিলেন। তখন আমি উমরা করলাম। নবী করীম (সা) বললেন- هذه مكان عمرتك "এটি তোমার উমরার (ইহরামের) স্থান।" আইশা (রা) বললেন, যাঁরা উমরার ইহরাম করেছিলেন তাঁরা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর হালাল হয়ে গেলেন। তারপর মিনা হতে ফেরার পরে তাঁরা আর একবার তাওয়াফ সাঈ করলেন। আর যাঁরা হজ্জ-উমরা একত্রিত করেছিলেন তাঁরা একবারই মাত্র (সাফা-মারওয়ার) সাঈ করলেন। মুসলিম (র) ও মালিক (র) সূত্রে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর তিনি (মুসলিম) আবদু ইব্ন হুমায়দ (র)....আইশা (রা) সূত্রেও রিওয়ায়াত করেছেন। আইশা (রা) বলেন, বিদায়

হজ্জের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম। আমি হাদী সাথে নেই নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "যার সাথে হাদী রয়েছে সে যেন তার উমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়, সে হালাল হবে না। অবশেষে দু'টি হতে একত্রে হালাল হবে।"

এখানে হাদীসটি উল্লেখে আমার উদ্দেশ্য, নবী করীম (সা)-এর বাণী– "যার সাথে হাদী রয়েছে সে উমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে।" এখন নবী করীম (সা)-এর সাথে যে হাদী ছিল তা তো সকলেরই জানা কথা। তা হলে, এ বিধান বাস্তবায়নে তিনিই সর্বপ্রথম ও সবার আগে থাকবেন। কেননা, স্বীকৃত নীতি অনুসারে যিনি যা বলেন, তা তার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত আইশা (রা) বলেছেন, যাঁরা হজ্জ ও উমরা একত্রে করার নিয়ত করেছিলেন তাঁরা একবার সাঈ করেছিলেন। অন্য দিকে মুসলিম (র) আইশা (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা-মারওয়ার মাঝে একবারমাত্র সাঈ করেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনিও হজ্জ-উমরা একত্রে করেছিলেন। এছাড়া মুসলিম (র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র)....আইশা (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, হাদী তো ছিল নবী করীম (সা)-এর সাথে এবং আবূ বকর, উমর ও অন্যান্য সঙ্গতিসম্পন্নদের সাথে। তৃতীয়ত আইশা (রা) উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) হজ্জ ও উমরা দু'টির মধ্যখানে হালাল হন নি; সুতরাং তিনি তামাত্তু পালনকারী ছিলেন না।

হযরত আইশা (রা) আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাঁকে তানঈম হতে উমরা করাবার আবদার জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকেরা হজ্জ ও উমরা নিয়ে যাচ্ছে আর আমি শুধু হজ্জ নিয়ে যাবো? তখন নবী করীম (সা) তাঁকে তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে তানঈম হতে উমরার ইহরাম বাঁধিয়ে আনলেন। কিন্তু নবী করীম (সা) নিজেও হজ্জের পরে উমরা করেছেন এমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি 'ইফরাদ' পালনকারী ছিলেন না। অথচ বিদায় হজ্জে তিনি যে উমরাও আদায় করেছিলেন, তাতে রয়েছে বর্ণনাকারীদের ঐকমত্য। কাজেই বুঝা গেল যে, তিনি 'কিরান' পালন করেছিলেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

তাছাড়া হাফিজ বায়হাকী (র)-এর পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াত ঃ ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র).... বারা ইব্ন আযিব (রা) সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার উমরা করেছেন, যার সবগুলো ছিল যিলকদ মাসে। তখন আইশা (রা) বললেন, তিনি (বারা) তো জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হজ্জের সাথের উমরাটি নিয়ে (মোট) চারটি উমরা করেছিলেন। বায়হাকী (র) 'বিরোধপূর্ণ' (الخلافيات) অনুচ্ছেদে বলেছেন। ফকীহ্ আবূ বকর ইবনুল হারিছ (র)....মুজাহিদ (র) সূত্রে তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল– "রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়টি উমরা করেছিলেন? তিনি বললেন, দু'বার। তখন আইশা (রা) বললেন, ইব্ন উমর (রা) অবশ্যই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার উমরা করেছিলেন– সে উমরাটি ছাড়া যা তিনি বিদায় হজ্জের সাথে একত্রে করেছিলেন। তারপর বায়হাকী (র) বলেছেন, এটি একটি 'নির্দোষ' সনদ। তবে এটি 'মুরসাল' কেননা, অনেক মুহাদ্দিছের উক্তি

মতে মুজাহিদ (র) আইশা (রা) থেকে (সরাসরি) হাদীস শুনেন নি। আমার মতে, শু'বা (র) তা (আইশা (রা) হতে মুজাহিদের সরাসরি শ্রবণ) অস্বীকার করেছেন, কিন্তু বুখারী-মুসলিম (র) তো তার যথার্থতা প্রমাণিত করেছেন। আল্লাহ্ই সমধিব অবগত।

অন্য দিকে, কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর ও উরওয়া ইবনুয যুবায়র (র) প্রমুখ সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হাদী ছিল। সেই সাথে তানঈম হতে হযরত আইশার কার্যক্রম এবং পরে 'মুহাসসাবে' মক্কাবাসীদের কাছে নবী করীম (সা)-এর অবতরণকালে (আইশা-এর) তাঁর সাথে একত্রিত হওয়া এবং সেখানে অবস্থান করে মক্কায় ফজর সালাত আদায় করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন এ সব প্রতীয়মান করে যে, নবী করীম (সা) তাঁর ঐ হজ্জের পরে উমরা করেন নি এবং কোনও সাহাবী তা উদ্ধৃত করেছেন বলে আমার জানা নেই। আর এ কথাও জানা রয়েছে যে, তিনি দুটি পর্বের (হজ্জ ও উমরার) মাঝে হালাল হন নি এবং কেউ এমন রিওয়ায়াতও করেন নি যে, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈর পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা মুণ্ডন করিয়েছেন, কিংবা চুল ছেঁটেছেন বা (অন্য কোনভাবে) হালাল হয়েছেন। বরং সর্বসম্মতভাবে তিনি ইহরামের অবস্থায় রয়েছেন এবং এমন উদ্ধৃতিও পাওয়া যায় নি যে, তিনি মিনায় যাওয়ার প্রক্কালে (সাত/আট তারিখে) হজ্জের জন্য নতুন ইহরাম বেঁধেছেন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, তিনি তামাত্তু পালনকারী ছিলেন না।

মোটকথা, এ কথা সর্বসম্মত যে, নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জের বছর উমরা করেছিলেন, তারপর দুই আমলের মাঝে হালাল হন নি; হজ্জের জন্য নতুন ইহ্রাম বাঁধেন নি এবং হজ্জের পরে উমরাও করেন নি। সুতরাং 'কিরান' হওয়া অবধারিত। এ যুক্তির জবাব সত্যই কঠিন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণে– ইফরাদ ও তামাত্তু সম্পর্কিত রিওয়ায়াতকারিগণ যে বিষয়টিতে অস্বীকৃতি কিংবা নিরবতা অবলম্বন করেছেন। কিরানের রিওয়ায়াত তাই সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, 'উসূলে হাদীসের' বিধান (নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য) মতে কিরান বিষয়ক রিওয়ায়াত অগ্রাধিকারযোগ্য।

আবূ ইমরান (র) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর 'মাওলা'[১]দের সাথে হজ্জ করতে গেলেন। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আগে কখনো হজ্জ করি নি; এখন কোনটি দিয়ে শুরু করব– উমরা দিয়ে না কি হজ্জ দিয়ে? তিনি বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা সেটি দিয়ে শুরু করতে পার।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকেও জিজ্ঞাসা করলাম, তিনিও আমাকে অনুরূপ বললেন।

তখন আমি আবার উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে সাফিয়্যা (রা)-এর উক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম। এবার উম্মু সালামা (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি-

يا ال محمد من حج منكم فليهل بعمرة فى حجة-

১. আযাদকারী মনিব ও আযাদকৃত গোলাম উভয়কে 'মাওলা' (مولى) বলা হয়। –অনুবাদক

"হে মুহাম্মদ পরিবার! তোমাদের মাঝে যারা হজ্জ করবে তারা যেন হজ্জের সাথে উমরার ইহরাম বাঁধে।" ইব্‌ন হিব্বান (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইব্‌ন হাযম (র) 'হাজ্জাতুল বিদা'-এ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন লায়ছ ইব্‌ন সা'দ (র).... উম্মু সালামা (রা) সূত্রে।

অনুচ্ছেদ ঃ রিওয়ায়াতসমূহের সমন্বয় সাধন

কেউ যদি প্রশ্ন করেন আপনারা সাহাবীদের অনেকের বরাতে এ মর্মে রিওয়ায়াত করেছেন যে, নবী করীম (সা) ইফরাদ হজ্জ করেছিলেন। তারপর সে অভিন্ন মনীষীবর্গ ও অন্যদের বরাতে এ রিওয়ায়াতও করেছেন যে, তিনি হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছিলেন। এখন এতে সমন্বয় হবে কী রূপে? এর জবাব এই যে, যারা তাঁর ইফরাদ হজ্জ করার রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তা এ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, তিনি হজ্জের আনুষ্ঠানিকতাগুলোকে এককভাবে আদায় করেছেন এবং উমরা (এর ক্রিয়াগুলো) নিয়ত, কর্ম ও সময়ের দিক থেকে হজ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর এতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হজ্জ-এর জন্যে কৃত তাওয়াফ ও সাঈকে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্যে যথেষ্ট মনে করেছেন– যা কিরান ক্ষেত্রে জমহূর ও গরিষ্ঠ সংখ্যক ইমামের মাযহাব। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দ্বিমত রয়েছে। যেহেতু তিনি কিরান পালনকারীর জন্য দু'টি তাওয়াফ এবং দু'টি সা'ঈ পালনের অভিমত পোষণ করেছেন এবং এ বিষয় হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের উপরে নির্ভর করেছেন। অবশ্য তাঁর সাথে ঐ হাদীসের সনদের সম্পৃক্তি প্রশ্নাতীত নয়। আর যে বর্ণনাকারিগণ তামাত্তু সম্পর্কিত রিওয়ায়াতের পরে কিরান সম্পর্কিত রিওয়ায়াতও করেছেন, তার জবাব তো আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণের বক্তব্যে তামাত্তু শব্দ ব্যাপক অর্থে 'বিশেষ তামাত্তু ও কিরান' –এ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। বরং 'হজ্জের মাসগুলোতে' শুধু উমরা করা– তার সাথে হজ্জ একেবারেই না থাকলেও, একেও তাঁরা ঐ নামে অভিহিত করতেন। যেমন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে থেকে 'তামাত্তু' করেছি, যখন এ লোকটি, অর্থাৎ মুআবিয়া (রা) মক্কায় কাফিররূপে জীবন-যাপন করছিল। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই হুদায়বিয়া অথবা উমরাতুল কাযা এ দু'টির কোন একটি বুঝিয়েছেন। কেননা, জিইররানার উমরার সময় তো মুআবিয়া (রা) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, তা ছিল মক্কা বিজয়ের পরে। আর বিদায় হজ্জ তো ছিল তারও পরে দশম হিজরীতে। সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

যদি এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র)-এর মুসনাদে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির জবাব কী? হিশাম (র)....মুআবিয়া (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একদল সাহাবীকে বললেন, "আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চিতা বাঘের চামড়া ব্যবহার নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, হাঁ (তাই)। মুআবিয়া (রা) বললেন, আমিও সে সাক্ষী দিচ্ছি। মুআবিয়া বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (পুরুষের জন্য) খণ্ডিত আকারে ছাড়া স্বর্ণালংকার পরিধান নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম! হাঁ, (তাই)। তিনি বললেন, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী না (তেমন নয়)। তখন মুআবিয়া (রা) বললেন,

আল্লাহ্র কসম! এটিও অবশ্য ঐগুলোর সাথে রয়েছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান (র)....আবূ সায়হ অল-হুনাঈ (র) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের একটি জামাআতের সাথে আমিও মুআবিয়া (রা)-এর কাছে ছিলাম। মুআবিয়া (রা) বললেন, আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে আমি আপনাদের বলছি, আপনারা তো জানেনই যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চিতা বাঘের চামড়ায় চড়ে বসা নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, তাই! তিনি বললেন, আপনারা তো জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খণ্ডিত আকার ব্যতীত সোনা ব্যবহার নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, তাই! তিনি বললেন, আপনারা আরো জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষেধ করেছেন! তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী! তাই! তিনি বললেন, আর এও জানেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তামাত্তু (কিরান) হজ্জ নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী! তা নয়! আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)....আবূ সায়হ আল-হুনাঈ (র) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুআবিয়া (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁর কাছে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণের একটি জামাআত ছিল। মুআবিয়া (রা) তাঁদের বললেন, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চিতা বাঘের চামড়ায় বসতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, হাঁ! তিনি বললেন, আপনারা জানেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) রেশম পরিধান করা নিষেধ করেছেন! তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, হাঁ (তাই)! তিনি বললেন, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, হাঁ! তিনি বললেন, আপনারা জানেন কি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী! না! মুআবিয়া (রা) বললেন, তবে আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই এটিও সেগুলোর সাথে রয়েছে। হাম্মাদ (র)-ও (কাতাদা হতে) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি অতিরিক্ত বলেছেন....তবে আপনারা তা ভুলে গিয়েছেন। অনুরূপ (এ অতিরিক্ত অংশ) মূল পাঠসহ রিওয়ায়াত করেছেন আশআছ ইব্ন নেযার প্রমুখ (কাতাদা থেকে)। আর মাতার আল ওয়ার্রাক ও বুহায়স ইব্ন ফাহ্দান (র) ও আবূ সায়হ (র) সূত্রে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য দিকে আবূ দাউদ (র) ও নাসাঈ (র) এ হাদীস আবূ সায়হ আল হুনাঈ হতে উল্লিখিত সনদের একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

এ হাদীসটির সনদ বেশ উত্তম। তবে এ হাদীসে হজ্জ ও উমরা একত্রিত করা নিষিদ্ধ হওয়ার অংশটুকু হযরত মুআবিয়া (রা) বরাতে রিওয়ায়াত হওয়া অতি বিরল। তবে এমন হতে পারে যে, মূল হাদীসটি শুধু মুতা বিবাহ সম্পর্কিত রাবী সেটিতে তামাত্তু হজ্জ সংক্রান্ত বলে ধারণা করেছেন। অথচ তা ছিল মুতআ বিবাহ সংক্রান্ত। তবে উপস্থিত সাহাবীগণের কাছে মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ক কোন রিওয়ায়াত ছিল না (বিধায় তাঁরা না সূচক জবাব দিয়েছেন) কিংবা এমনও হতে পারে যে, মূল রিওয়ায়াতে 'কিরান' সংযুক্তিকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ছিল বটে। তবে তা (হজ্জের কিরান নয় বরং সমপরিমাণে প্রদত্ত চাঁদার পয়সার কেনা বা দলবদ্ধভাবে সংগৃহীত খেজুর (ইত্যাদি খাওয়ার সময়) সংযুক্ত করা অর্থাৎ এক সঙ্গে দু' দু'টি মুখে তুলে দেয়া নিষেধ হওয়া সম্পর্কিত। যেমন– ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। কিন্তু রাবী (কিরান শব্দ থাকার কারণে) হজ্জের কিরান বলে ধারণা করেছেন। অথচ বাস্তব ব্যাপার তা নয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, মুআবিয়া (রা) যখন বলেছিলেন, তখন

এভাবে বলেছিলেন, আপনারা জানেন নি যে, এ বিষয়টি 'নিষেধ করা হয়েছে'। অর্থাৎ তিনি (ক্রিয়ার কর্তৃরূপ ব্যবহার না করে) কর্মরূপ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী রাবী সেটিকে নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত (করে কর্তৃরূপে রূপান্তরিত করে 'নিষেধ করেছেন'রূপে ব্যক্ত) করেছেন এবং তাতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কেননা, হজ্জের মুতআ যিনি নিষেধ করতেন, তিনি হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। তবে তাঁর এ নিষেধ ও 'হারাম' সাব্যস্ত করার রূপে এবং 'চূড়ান্ত' পর্যায়ের ছিল না (যেমন পূর্বে আলোচনা করে এসেছি)। বরং তাঁর নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য ছিল– যাতে হজ্জ হতে ভিন্ন করে উমরার জন্য স্বতন্ত্র সফর করে আসা হয় এবং তার ফলে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর যেহেতু সাধারণ সাহাবীগণ (রা) তাঁকে খুব বেশী সমীহ করতেন।

তাই প্রায়শ মুখের উপরে তাঁর বিরোধিতা বা তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণের দুঃসাহস তাঁরা দেখাতেন না। অথচ তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ (র)-ও এ বিষয়ে তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন এবং তাঁকে এ কথা বলা হলো যে, আপনার পিতা তো তা (হজ্জের আগে উমরা করা) নিষেধ করতেন; তিনি বলতেন, "আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের উপরে আসমান হতে পাথর না বর্ষিত হয়! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো নিজে তা করেছেন। তা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত অনুসরণ করা হবে নাকি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আচরিত রীতির অনুসরণ করা হবে? অনুরূপ উছমান (রা) তা নিষেধ করতেন আর আলী ইবন আবূ তালিব (রা) তাঁর বিরোধিতা করেছেন (পূর্বেই আলোচনা হয়েছে)। আলী (রা) বলতেন, কোন মানুষের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ পরিত্যাগ করব না। আর ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) পরিস্কার বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তামাত্তু (কিরান) করেছি; তারপর তা হারাম সাব্যস্ত করে কুরআন নাযিল হয় নি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর ওফাত পর্যন্ত তা নিষেধ করে যান নি। (বুখারী-মুসলিম) সহীহ্ মুসলিমে সা'দ (রা) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি মুআবিয়া (রা)-এর মুতআর অস্বীকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে থেকে তা করেছি, যখন নাকি এ লোকটি মক্কায় কাফিররূপে জীবন-যাপন করছিল। অর্থাৎ মুআবিয়া (রা)।

গ্রন্থকারের বক্তব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিরান হজ্জ করেছেন এবং এর আনুষঙ্গিক রিওয়ায়াতসমূহ ইতোপূর্বে বিবৃত হয়েছে। আর বিদায় হজ্জ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের মাঝে একাশি দিন (এর বেশী)-ও ছিল না এবং প্রায় চল্লিশ হাজার সাহাবী (রা) তাঁর হজ্জ বিষয়ক উক্তিসমূহ শুনেছেন এবং এ সংক্রান্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং এত অধিক লোক তাঁর যে হজ্জ প্রত্যক্ষ করলেন তাতে যদি তিনি কিরান নিষিদ্ধ করতেন তবে সাহাবীগণের মাত্র একজন তা বর্ণনা করা এবং তাদের মাঝে শ্রোতা-অশ্রোতা এক সমষ্টির তা প্রত্যাখ্যান করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টির অবকাশ হত না। আর এ সব কিছু প্রমাণ করে যে, ঐ বিষয়টি উল্লিখিত রূপে মুআবিয়া (রা) হতে 'সংরক্ষিত' নয়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

আবূ দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইব্ন সালিহ (র)....সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র)-এর বরাতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবী উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এসে এ মর্মে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর অন্তিম

অসুস্থতার সময় হজ্জের আগে উমরা পালন নিষেধ করতে শুনেছেন। প্রথমত এ সনদটি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। দ্বিতীয়ত এ সাহাবী বলতে যদি মুআবিয়া (রা)-কে বুঝানো হয়, তবে সে বিষয় ইতোপূর্বেই আলোচিত হয়েছে; এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞাটি মুতআ (তামাত্তু) সম্পর্কিত কিরান সম্পর্কিত নয়। আর সে সাহাবী অন্য কেউ হলে তাতে কিছুটা জটিলতা অবশ্যই রয়েছে, তবুও তাও কিরান সম্পর্কিত নয়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

ইহরামকালে হজ্জ উমরা নির্দিষ্ট না করা সম্পর্কিত রিওয়ায়াত ঃ যারা বলেছেন যে, নবী করীম (সা) প্রথম দিকে হজ্জ বা উমরার কথা নির্দিষ্ট করে ইহরাম বাঁধেন নি, পরে তা নির্দিষ্ট করেছিলেন তাদের প্রমাণের উৎস পর্যালোচনা ইমাম শাফিঈ (র) সম্পর্কেও কথিত হয়েছে যে, তিনি এ পদ্ধতিকে উত্তম বলেছেন, তবে এটি তাঁর নামে উদ্ধৃত 'দুর্বল' অসমর্থিত উক্তি। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) (ইব্ন তাউস, ইবরাহীম ইব্ন মায়সারা ও হিশাম ইব্ন হুজায়র (র) সূত্রে এঁরা) তাউস (র)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা হতে বের হলেন, তখন তিনি হজ্জ-উমরার কথা নির্দিষ্ট করে না বলে আসমানী ফায়সালার প্রতীক্ষায় ছিলেন, তারপর তাঁর সাফা-মারওয়ায় অবস্থানকালে 'ফায়সালা' নাযিল হল। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে হুকুম দিলেন তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে এবং তার সাথে হাদী আনে নি, তারা সেটিকে উমরায় পরিণত করবে এবং বললেন-

لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدی ولکن لبدت راسی و سقت هدیی فلیس لی محل الا محل هدیی-

"আমার ব্যাপার যা আমি পরে বুঝেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তবে হাদী নিয়ে আসতাম না; কিন্তু আমি তো মাথায় আঁটা জড়িয়েছি এবং আমার হাদী সাথে নিয়ে এসেছি; অতএব আমার হাদী 'হালাল' হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতীরেকে আমার জন্য হালাল হওয়ার অবকাশ নেই।" তখন সুরাকা ইব্ন মালিক (রা) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিন- যেন আজই তাঁদের জন্ম হয়েছে- আমাদের এ উমরাটি শুধু আমাদের এ বছরের জন্য (সীমিত) নাকি অনন্তকালের জন্য (উন্মুক্ত)? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন-

بل للابد دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة-

"(না) বরং অনন্তকালের জন্য, কিয়ামত পর্যন্তকালের জন্য হজ্জের মাঝে উমরা প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে।" বর্ণনাকারী বলেন, ইতোমধ্যে ইয়ামান হতে আলী (রা) এসে পৌছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কী বিষয়ের ইহরাম করেছ ? তিনি বললেন, (একজনের বর্ণনা) 'আপনার সকাশে হাযির! নবী করীম (সা)-এর ন্যায় ইহরাম সহকারে!....(অন্যজনের বর্ণনা) আপনার সকাশে হাযির! নবী করীম (সা)-এর ন্যায় হজ্জ সহকারে! এ হাদীস (তাবিঈ) তাউস (র)-এর 'মুরসাল' (অসংযুক্ত) এবং এতে 'বিরলতা'-ও রয়েছে। তাছাড়া শাফিঈ (র)-এর নীতি হল অন্য সনদ দ্বারা সমর্থিত না হলে শুধু মুরসাল রিওয়ায়াত তিনি গ্রহণ করেন না; তবে যদি অগত্যা তা প্রবীণ তাবিঈগণের রিওয়ায়াত হয়। (যেমন, তাঁর 'আর রিসালাহ'-র বক্তব্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে) কেননা, প্রবল ধারণা করা যায় যে, প্রবীণ তাবিঈগণ সাহাবীগণের নিকট হতেই

মুরসাল (অসংযুক্ত) রিওয়ায়াত বর্ণনা করে থাকবেন। (যাতে রাসূল (সা)-এর সাথে হাদীসের সংযোগ প্রতিপন্ন করা যায়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

কিন্তু এ মুরসাল রিওয়ায়াতটি ঐ ধরনের নয়; বরং এটি পূর্বোল্লিখিত সব হাদীস ইফরাদ, তামাত্তু ও কিরান সম্পর্কিত সব হাদীসের বিপরীত এবং ঐগুলো যেমন বর্ণিত হয়েছে সবই 'মুসনাদ' ও সংযুক্ত বর্ণনা। সুতরাং সেগুলোই বিধান মতে অগ্রাধিকারযোগ্য। তাছাড়া ঐগুলো এমন একটি (অতিরিক্ত) বিষয় সাব্যস্তকারী যা এ মুরসাল হাদীসে নেই। আর বিধান মতে ইতিবাচক (সাব্যস্তকারী) হাদীস নেতিবাচক (অসাব্যস্তকারী) হাদীসের চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য যদি উভয় প্রকার (সনদের বিচারে) সমতুল্য হয়। অথচ বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রে একদিকে রয়েছে 'মুসনাদ ও সহীহ্ এবং অপরদিকে মুরসাল যা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে 'প্রমাণ'রূপে দাঁড়াতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলাই সমধিক অবগত।

(অন্য একটি রিওয়ায়াত) হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ (র)....(আসওয়াদ) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম, তখন আমরা হজ্জ ও উমরা (-এর কোন একটি নির্দিষ্ট করে) উল্লেখ করি নি। আমরা (মক্কায়) উপনীত হলে তিনি আমাদের হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।....প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় (রা)-এর ঋতুস্রাব শুরু হল। নবী করীম (সা) (তা জানতে পেয়ে) বললেন, মনে হচ্ছে ও তোমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে। তিনি আবার বললেন, দশ তারিখে তাওয়াফ করেছিলে কি? তিনি বললেন, হাঁ। নবী করীম (সা) বললেন, 'তবে চলো'। আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো উমরার ইহরাম বাঁধি নি। তিনি বললেন, فاعتمرى من التنعيم তবে যাও তানঈম হতে উমরার ইহরাম বেঁধে আসো। বর্ণনাকারী (আসওয়াদ) বলেন, তখন তাঁর ভাই তাঁর সাথে গেলেন। আইশা (রা) বলেন, পরে মাদলাজ (রা)-এর সাথে আমাদের সাক্ষাত হলে সে বলল, "অমুক জায়গায় আপনাদের একত্রিত হতে হবে। বায়হাকী (র) এভাবেই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর বুখারী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ (র) (যিনি ইয়াহ্‌য়া আয-যুহালী [র]-এর পুত্র)....ঐ সনদে তবে তাতে তিনি বলেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম আমরা হজ্জ ব্যতীত অন্য কিছুর আলোচনা করি নি। এ বর্ণনা আইশা (রা) হতে বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। তবে মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন, সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)....(আসওয়াদ) আইশা (রা) সূত্রে তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম আমরা হজ্জ বা উমরা কোনটিরই উল্লেখ করি নি।" অন্য দিকে বুখারী ও মুসলিম (র) মানসূর (র)....(আসওয়াদ) আইশা (রা) সূত্রে এটা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম, আমরা সেটিকে হজ্জ ব্যতীত অন্য কিছু মনে করি নি।" এটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য। আল্লাহ্ সমধিক অবগত।

এ সূত্রেই তাঁর (আইশা রা.) অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, "আমরা তালবিয়া পাঠ করতে করতে বের হলাম, তবে আমরা হজ্জ বা উমরা কোনটিরই উল্লেখ করছিলাম না।" এ হাদীসের অবশ্য এভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যায় যে, তালবিয়ার সাথে তাঁরা হজ্জ বা উমরার কথা উল্লেখ করতেন না, যদিও ইহরাম বাঁধার মুহূর্তে তাঁরা তা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। যেমন– আনাস (রা)-এর

হাদীসে রয়েছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি- لبيك اللهم حجا وعمرة "আপনার সকাশে হাযির! ইয়া আল্লাহ্! হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে!" আনাস (রা) আরো বলেন, আমি তাদের একত্রে ঐ দু'টি নিয়ে উচ্চস্বরে ধ্বনি দিতে শুনেছি। তবে মুসলিম (র) দাঊদ ইব্ন আবূ হিন্দ (র) (আবূ নাযরা সূত্রে) হযরত জাবির আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন– আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এগিয়ে এলাম, আমরা উচ্চস্বরে 'হজ্জ'-এর তালবিয়া উচ্চারণ করছিলাম। এটি অবশ্য এক্ষেত্রে জটিল। আল্লাহ্ সমধিক অবগত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তালবিয়া প্রসঙ্গ

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মালিক (র) (নাফি) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তালবিয়া ছিল–

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك-

"হাযির ইয়া আল্লাহ্ হাযির! হাযির! আপনার কোন শরীক–অংশী নেই, হাযির! হাম্দ-স্তুতি ও নিআমত আপনারই! রাজ্য-রাজত্ব আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।" আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এতে বাড়িয়ে বলতেন-

لبيك لك وسعديك ، والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل-

"আপনার সকাশে হাযির! কল্যাণ আপনারই, মঙ্গল আপনার কুদরতের দু'হাতে। হাযির! পরম আগ্রহ-আকর্ষণ আপনাতে আর আমল!" বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) সূত্রে এবং মুসলিম (র) ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র) সূত্রে মালিক থেকে ঐ সনদে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র)....(নাফি ও হামযা প্রমুখ) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, যুল হুলায়ফা মসজিদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে যখন তাঁর বাহন সোজা হয়ে দাঁড়াত তখন তিনি ইহরাম-তালবিয়া উচ্চারণ করতেন। তিনি বলতেন-

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك، والملك لك لا شريك لك

"অন্যদের বর্ণনায়– আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তালবিয়ার বিবরণে বলতেন– আর নাফি (র)-এর বর্ণনায়– আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সাথে 'বর্ধিত' করতেন-

لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك (لبيك) والرغباء والعمل-

মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)....(নাফি) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে 'তালবিয়া' পেয়েছি (এভাবে) বলে তিনি পূর্বানুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন। হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)....(সালিম ইব্ন) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তালবিয়া উচ্চারণ করে বলতে শুনেছি-

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك-

এ শব্দমালার চাইতে তিনি অতিরিক্ত কিছু বলতেন না। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলতেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল-হুলায়ফায় দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। তারপর তাঁর উটনী যুল-হুলায়ফায় মসজিদের কাছে তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে এ শব্দমালা উচ্চারণ

করতেন।" আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আরো বলতেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী করীম (সা)-এর তালবিয়া পাঠের **অনুকরণে** এই শব্দমালা দিয়ে তালবিয়া পড়তেন। তিনি বলতেন-

لبيك اللهم لبيك، وسعديك والخير فى يديك لبيك والرغباء اليك والعمل-

এ পর্যন্ত **মুসলিম (র)**-এর ভাষ্য। এ ছাড়াও জাবির (রা)-এর হাদীসে ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ তালবিয়া উদ্ধৃত হয়েছে। একটু পরে দীর্ঘ হাদীস উল্লিখিত হবে। মুসলিম (র) একাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী (র) তাঁর পূর্বোল্লিখিত মালিক (র)....ইব্ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতের পরে বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)....আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সুনিশ্চিতই জানি, নবী করীম (সা) কীভাবে তালবিয়া পাঠ করতেন–

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك-

আবূ মু'আবিয়া (র)....শুবা (র) থেকে এর সমর্থনে রিওয়ায়াত করেছেন। আর শুবা (র) বলেছেন, সুলায়মান (র) আইশা (রা)-কে বলতে শুনেছি....বুখারী (র) এ হাদীস একাকী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমদ (র)-ও একাধিক সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র)-ও রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়ল (র)....তিনি আইশা (রা) সূত্রে– তিনি বলেন, আমি অবশ্যই জানি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কীরূপে তালবিয়া পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী (আবূ আতিয়্যা) বলেন, তারপর আমি তাঁকে তালবিয়া পড়তে শুনলাম তিনি বললেন-

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك-

–অর্থাৎ একমাত্র এ বর্ণনাটিতে والملك لا شريك لك বেশী রয়েছে।

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তালবিয়ার একটি অংশ ছিল لبيك اله الحق এ হাদীস নাসাঈ (র) এবং ইব্ন মাজা (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে নাসাঈ (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনুল ফায্ল (র) থেকে আবদুল আযীয (র) ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস 'মুসনাদ'রূপে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমার জানা নেই। আর ইসমাঈল ইব্ন উমায়্যা (র) এটি 'মুরসাল' রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন সালিম আল কাদদাহ (র)....মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম (সা) (এর তালবিয়া অংশ বিশেষ) প্রকাশ করতেন لبيك اللهم لبيك....(প্রচলিত তালবিয়া উল্লেখ করেছেন) তিনি বলেন, অবশেষে একদিন এমন হল যে, যখন লোকেরা তাঁর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিল, তখন তাঁর সে অবস্থা ও অবস্থান যেন তাঁকে বিমোহিত করল।

তখন তিনি তাতে বাড়িয়ে বললেন-لبيك ان العيش عيش الاخرة হাযির! জীবন হলো আখিরাতের জীবন। (মধ্যবর্তী রাবী) ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমার ধারণা এটা ছিল আরাফা দিবসে। এ হাদীসও এ সূত্রে 'মুরসাল'।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাতে খুতবা দিচ্ছিলেন। (তাতে) তিনি যখন لبيك اللهم لبيك বললেন, তখন বলেছিলেন- انما الخير خير الاخرة প্রকৃত কল্যাণ তো আখিরাতের কল্যাণ। এটি বিরল প্রকৃতির সনদ এবং এ সনদ সুনান গ্রন্থসমূহের শর্তানুরূপ; তবে সুনান সঙ্কলকগণ তা উদ্ধৃত করেন নি।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহ (র)....(মুত্তালিব) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—

امرنی جبرائیل برفع الصوت فی الاهلال فانه من شعائر الحج-

"জিবরীল (আ) আমাকে তালবিয়া পাঠের সময়ে আওয়ায উঁচু করতে বলেছেন। কেননা, তা হচ্ছে হজ্জের অন্যতম প্রতীক।" এ রিওয়ায়াত একাকী আহমদ (র)-এর। আর বায়হাকী (র)-ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, হাকিম আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবদুর রাযযাক (র)-ও বলেছেন। সুফিয়ান ছাওরী (র)....যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিবরীল (আ) নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বললেন—

مر احابك ان يرنعوا اصواتكم بالتلبية فانها شعار الحج-

"আপনার সাহাবীদের উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে বলুন, কেননা, তা হচ্ছে হজ্জের প্রতীক।" ইব্‌ন মাজা (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সাইব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

اتانی جبرائیل فامرنی ان امر اصحابی او من معی - ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیة - او بالاهلال-

"জিবরীল (আ) আমার কাছে এসে আমাকে নির্দেশ দিলেন- যেন আমি আমার সাহাবীগণকে কিংবা যারা আমার সাথে রয়েছেন তাদেরকে নির্দেশ দেই যে, তারা তালবিয়া পাঠে কিংবা ইহরাম উচ্চারণে তাঁদের আওয়ায যেন উঁচু করে। শাফিঈ (র) ও আবূ দাউদ (র) মালিক (র) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন এ হাদীসটি 'হাসান' সহীহ্। হাফিজ বায়হাকী (র) ও আহমদ (র) বলেছেন, ইব্‌ন জুরায়জ (র)-ও এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হজ্জ সম্পর্কে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সুদীর্ঘ হাদীস

আমাদের পূর্বালোচিত তালবিয়া ইত্যাদি ও পরবর্তী বিষয়াবলীর বিবরণের ক্ষেত্রে জাবির (রা)-এর হাদীস একাই একটি অধ্যায়ে তুল্য। তাই, সেটিকে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা

আমরা সমীচীন মনে করছি। প্রথমে হাদীসটির মূলপাঠ উল্লেখ করার পরে আমরা তার সমর্থক (শাহিদ) রিওয়ায়াতগুলো উল্লেখ করব। আল্লাহ্ সহায়!

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ (র) মুহাম্মদ সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেছেন, জাবির (রা)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন বনূ সালিমায় অবস্থান করেছিলেন। আমরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদেরকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নয় বছর যাবত হজ্জ না করে মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর সাধারণ্যে ঘোষণা দেয়া হল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বছর হজ্জ পালন করবেন। বর্ণনাকারী (জাবির) বলেন, ফলে মদীনায় অনেক লোকের সমাগম হল– যাদের প্রত্যেকের বাসনা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হজ্জ করা এবং তিনি যা যা করবেন তা করা। যিলকদ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন। আমরাও তাঁর সাথে বের হলাম। অবশেষে তিনি যুল-হুলায়ফায় উপনীত হলে আসমা বিনত উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে প্রসব করে নিফাসগ্রস্থা হলেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, তিনি কী করবেন? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন- اغتسلى ثم استثفرى بثوب ثم اهلى- "গোসল করে নাও, তারপর কোন কাপড় দিয়ে 'পট্টি' জড়িয়ে নাও, তারপর ইহরাম বাঁধো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন এবং যখন তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে প্রান্তরে স্থির হয়ে দাঁড়ালো তখন 'তাওহীদ'সহ তালবিয়া পড়লেন—

لبيك اللهم لبيك - لبيك لا شريك لك لبيك - ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

ذاالمعارج-

লোকেরা তালবিয়া উচ্চারণ করতে লাগল। তারা সুউচ্চ আসমানসমূহের অধিকর্তা এবং এ ধরনের অন্যান্য শব্দ বেশী বলছিল। নবী করীম (সা) তা শুনেও আপত্তি করেন নি। আমার দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত নজর দৌড়িয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আরোহী ও পথচারীদের দেখতে পেলাম; তাঁর পিছনেও তেমনি, তাঁর ডান দিকেও তেমনি এবং তাঁর বাম দিকেও তেমনি লোকে লোকারণ্য দেখতে পেলাম। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আমাদের মাঝে এমন অবস্থায় তাঁর উপরে কুরআন অবতীর্ণ হলো। তিনি তার ব্যাখ্যা জানতেন এবং সে অনুসারে তিনি যে কোন আমল করতেন– আমরাও সে আমল করতাম। আমরা যখন বের হই তখন হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কিছুর নিয়ত ছিল না। অবশেষে আমরা কা'বায় উপনীত হলে নবী করীম (সা) হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন; তারপর তাওয়াফের তিন চক্করে 'রমল' করলেন এবং চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন। তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীম-এর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার পেছনে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

তারপর তিলাওয়াত করলেন- واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى "এবং (বলেছিলাম) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর" (২ ঃ ১২৫)। আহমদ (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ বলেছেন, সে দু'রাকআতে তিনি সূরা ইখলাস ও কাফিরূন পড়েছিলেন। তারপর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে সাফার উদ্দেশ্যে বের হলেন। (সেখানে)

তিলাওয়াত করলেন- ان الصفا والمروة من شعائر الله "সাফা-মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম" (২ ঃ ১৫৮)। তারপর তিনি বললেন- نبدأ بما بدأ الله به "আল্লাহ্ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমরাও তা দিয়েই শুরু করব।" এরপর তিনি সাফায় চড়লেন। সেখানে যখন বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টি করলেন তখন তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি দিলেন এবং বললেন—

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير - لا اله الا الله وحده انجز وعده وصدق وعده وهزم - او غلب - الاحزاب وحده -

"আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই যিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজ্য-রাজত্ব, হাম্দ তাঁরই; আর তিনি সব কিছুতে ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, যিনি একক; তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁর ওয়াদা 'সত্য' বানিয়েছেন; আর তিনি একাকী সব দলবলকে পরাস্ত কিংবা (বলেন) পরাভূত করেছেন।" তারপর (আরো) দু'আ করলেন এবং আবার এই কথাগুলো বললেন। তারপর নেমে এলেন। যখন তাঁর পদযুগল উপত্যকার সমতলে স্থির হতে লাগল, তখন তিনি দ্রুত পদে চললেন। আবার যখন চড়াই পথে চড়তে লাগলেন তখন স্বাভাবিক হাঁটলেন। তারপর মারওয়ায় এসে তাতে চড়লেন এবং যখন বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন সেখানে তেমনই বললেন, যেমন সাফায় আরোহণ করে বলেছিলেন। তারপর যখন সপ্তম সা'ঈ শেষে মারওয়ায় পৌঁছলেন তখন বললেন-

يايها الناس لو استقبلت من امرى ما استدبرت لم اسق الهدى ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدى فليحل وليجعلها عمرة-

"লোক সকল! আমার ব্যাপার যা আমি পরে বুঝেছি, তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তবে আমি হাদী নিয়ে আসতাম না এবং অবশ্যই এটিকে উমরায় পরিণত করতাম। সুতরাং যার সাথে হাদী নেই সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং এটিকে উমরারূপে গণ্য করে।" তখন লোকেরা (প্রায়) সকলেই হালাল হয়ে গেল। তখন সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'ছুম (রা) যিনি উপত্যকার নিম্নভূমিতে ছিলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেবল আমাদের এ বছরের জন্যই নাকি চিরকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে ঢুকিয়ে বললেন- للابد 'চিরদিনের জন্য' এ কথা তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন—

دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة-

"কিয়ামতের দিন পর্যন্ত উমরার (সময়) হজ্জের (সময়ের) মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।"

বর্ণনাকারী (জাবির) বলেন, ওদিকে আলী (রা) ইয়ামান থেকে কিছু হাদী নিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও মদীনার হাদী হতে কিছু হাদী নিয়ে এসেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ফাতিমা (রা) হালাল হয়ে গিয়েছেন এবং রঙ্গীন কাপড় পরেছেন ও সুরমা ব্যবহার করেছেন। আলী (রা) তা অপসন্দ করলে তিনি বললেন, আমার আব্বাজান আমাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইয়াহ্য়া (র) বলেন, আলী (রা) কুফায় বলেছেন (জা'ফর (র) বলেছেন এ পরবর্তী অংশটুকু জাবির (রা) উল্লেখ করেন নি), আমি রাগে চটে গিয়ে ফাতিমার কথিত বিষয়ে

'ফাতওয়া' জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, ফাতিমা রঙ্গীন কাপড় পরেছেন, সুরমা লাগিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আমার আব্বাজান আমাকে হুকুম করেছেন। নবী করীম (সা) বললেন, সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে, আমি তাকে ঐ বিষয় হুকুম দিয়েছি। আর জাবির (রা)-এর বর্ণনায় এবং নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে বললেন- بم اهللت "তুমি কী বলে ইহরাম বেঁধেছো? তিনি বললেন, আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ্! আমি ইহরাম বাঁধছি সেরূপ যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল (সা)। তিনি বললেন, আর আমার সাথে হাদীও রয়েছে। নবী করীম (সা) বললেন- فلا تحل "তবে তুমি হালাল হয়ো না।" বর্ণনাকারী (জাবির) বলেন, আলী (রা) ইয়ামান হতে যে হাদী নিয়ে এসেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা নিয়ে এসেছিলেন তার মোট সংখ্যা ছিল একশ'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে তেষট্টিটি কুরবানী করলেন। তারপর আলী (রা)-কে দিলে তিনি অবশিষ্টগুলো কুরবানী করলেন। নবী করীম (সা) তাঁর হাদীতে আলী (রা)-কে শরীক করে নিলেন। তারপর প্রতিটি কুরবানী হতে টুকরা কেটে নেয়ার হুকুম দিলেন, সেগুলো একটি হাঁড়িতে রাখা হল (এবং পাকানো হল)। পরে তাঁরা দু'জন সে গোশত খেলেন এবং ঝোল পান করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন- قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر "এখানে আমি কুরবানী করেছি, তবে মিনার সবটাই কুরবানী ক্ষেত্র। তিনি আরাফায় 'অবস্থান' করে বললেন, وقفت ههنا وعرفة كلها موقف "আমি এখানে উকূফ (অবস্থান) করেছি, তবে আরাফার সবটাই উকূফের স্থান। আর মুযদালিফায় অবস্থান করে বললেন- وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف আমি এখানে অবস্থান করেছি, তবে গোটা মুযদালিফাই অবস্থান ক্ষেত্র। ইমাম আহমদ (র) এভাবেই এ হাদীস উপস্থাপন করেছেন এবং এর শেষ অংশ যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র) তার সহীহ্-এর 'মানাসিক' অধ্যায়ে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আমরা যথাস্থানে মুসলিম ও আহমদ (র)-এর বর্ণনা-ব্যবধানের অতিরিক্ত অংশ চিহ্নিত করে এসেছি। তা ছিল আলী (রা)-কে বলা নবী করীম (সা)-এর বাণী, "সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে।" (পূর্ববর্তী বর্ণনা ব্যবধান) ماذا قلت حين فرضت الخ "তুমি যখন হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছ তখন কী বলেছ? আলী (রা) বললেন, আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ্! আমি সেরূপ ইহরাম বেঁধেছি। যেরূপ ইহরাম আপনার রাসূল (সা) বেঁধেছেন। আলী (রা) বললেন, আমার সাথে তো হাদী রয়েছে! নবী করীম (সা) বললেন, তবে তুমি হালাল হবে না"। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়ামান থেকে আলী (রা)-এর নিয়ে আসা হাদী দল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা এনেছিলেন তা সংখ্যায় ছিল একশ'। বর্ণনাকারী বলেন, তখন (প্রায়) সব লোকই হালাল হল এবং তারা চুল ছেঁটে নিল। কিন্তু নবী করীম (সা) এবং যার যার সাথে হাদী ছিল তাঁরা হালাল হলেন না। পরে 'তালবিয়া' (৮ই যিলহজ্জ)-এর দিন এলে তাঁরা মিনা অভিমুখে চললেন। তখন তাঁরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বাহনে আরোহণ করলেন এবং সেখানে (মিনায়) গিয়ে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও (পরবর্তী) ফজর সালাতসমূহ আদায় করলেন। তারপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কিছু সময় অপেক্ষা করে রইলেন। তিনি তাঁর একটি পশমী তাঁবু লাগাবার নির্দেশ দিলে তা 'নামিরায়' তাঁর জন্য লাগানো হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন চলতে লাগলেন। কুরাইশীদের এ বিষয় কোন দ্বিধা ছিল না যে, নবী করীম (সা) 'মাশ'আরুল হারাম' (মুযদালিফা)

এই অবস্থান করবেন (আরাফাতে যাবেন না)। যেমন– জাহিলী যুগে কুরাইশীদের নিয়ম ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতিক্রম করে আরাফা পর্যন্ত চলে গেলেন। সেখানে নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে, দেখতে পেলেন। তাই সেখানে অবতরণ করলেন। সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়লে তিনি বাহন 'কাসওয়া' (উটনীটি) নিয়ে আসতে বললেন। তখন তাঁর জন্য উটনীর পিঠে গদী আঁটা হল। তিনি উপত্যকার সমতলভূমিতে এসে লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি বললেন—

ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هـذا- ألا كل شيئ من امر الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء الجاهلية موضـوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه من ربانا ربا العباس بن عبـد المطلـب فانـه موضوع كله واتقوا الله فى النساء فانكم اخذ تموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم (عليهن) ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذالك فاضـربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لم (لـن) تضلوا بعده ان اعتصمتم به - كتاب الله - وانتم تسألون عنى فما انتم قائلون؟

"তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য 'মর্যাদা সম্পন্ন' তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ নগরে তোমাদের এ দিনটির 'মর্যাদার ন্যায়। শুনে রেখো! জাহিলিয়্যাতের সব কিছু আমার দু'পায়ের তলায় রহিত। জাহিলী যুগের 'রক্তপণ' রহিত। প্রথম রক্তপণ যা আমি রহিত ঘোষণা করছি। আমাদের নিজ গোষ্ঠীর রক্তপণ, ইব্ন রাবীআ ইবনুল হারিছ-এর রক্তপণ, বনূ সা'দ গোত্রে সে (ধাত্রীমাতার) দুধপান রত ছিল, হুযায়লীরা তাকে হত্যা করে। জাহিলী যুগের সূদ রহিত; প্রথম সূদ যা আমি রহিত ঘোষণা করছি। আমাদের প্রাপ্য আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সূদ তা সম্পূর্ণই রহিত। নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে; কেননা, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ, 'আল্লাহ্র আমানত'-এর মাধ্যমে এবং তাদের লজ্জাস্থান তোমরা হালাল করেছ আল্লাহ্র কালিমার সাহায্যে। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, তারা তোমাদের বিছানাগুলো এমন কাউকে মাড়াতে দেবে না, যাদের তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা তা করে বসে, তবে তাদের প্রহার করতে পারবে আঘাত সৃষ্টিকারী নয় এমন প্রহারে। আর তোমাদের উপর তাদের হক, সঙ্গত পরিমাণে তাদের খোরপোষ।

আর তোমাদের কাছে এমন একটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যার পরে তোমরা পথহারা হবে না– যদি তোমরা তা মযবূত আঁকড়ে থাক। তা হল আল্লাহ্র কিতাব! তোমরা আমার বিষয় জিজ্ঞাসিত হবে, (বল তো) তোমরা তখন কী বলবে? উপস্থিত লোকজন বললেন, আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি কল্যাণ কামনা করেছেন এবং আপনি (যথাযথ) দায়িত্ব পালন করেছেন। তখন নবী করীম (সা) তাঁর 'শাহাদাত' আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এবং সমবেত জনতার দিকে নামিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন- اللهم اشهد "ইয়া আল্লাহ্ সাক্ষী থাক! ইয়া আল্লাহ্ সাক্ষী থাক! কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

তারপর আযান ইকামত হলো এবং যুহর সালাত আদায় করলেন। তারপর (শুধু) ইকামত হলো এবং আসর সালাত আদায় করলেন এবং এ দুই সালাতের মাঝে কোন সালাত আদায় করলেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহনে চড়ে ওকূফ স্থলে চলে এলেন। তখন তিনি তাঁর উটনী কাসওয়ার পেটের অংশ পাথর খণ্ডগুলোর দিকে রাখলেন এবং পদাতিকদের টিলাকে রাখলেন তাঁর সামনের দিকে এবং তিনি কিবলামুখী হয়ে থাকলেন। এভাবে অবস্থান করতে থাকলেন। যতক্ষণ না সূর্য অস্ত গেল। অর্থাৎ হলদে বর্ণ কমে আসতে লাগল, এমনকি সূর্যগোলকটি ডুবে গেল। তখন উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে নিজের পিছনে সহ-আরোহী করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলতে লাগলেন। তিনি তখন কাসওয়ার লাগাম টেনে ধরলেন এমনভাবে যে, তার মাথা তার পায়ের গদীর পেছনের সাথে লেগে যাচ্ছিল। তিনি তখন তাঁর ডান হাত দিয়ে ইশারা করেছিলেন– ايها الناس اسكينة اسكينة "লোক সকল! শান্ত থাকো! স্থির থাকো! যখনই তিনি কোন পাহাড়ের কাছে পৌঁছতেন তখন উটনীকে (লাগাম) ঢিল দিতেন যাতে সে উপরে উঠতে পারে। এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন। সেখানে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন, এক আযান ও দুই ইকামাত দিয়ে। এ দুইয়ের মাঝে 'তাসবীহ' (নফল সালাত) আদায় করলেন না।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন। তারপর ভোরের আলো পূর্ণ স্পষ্ট হলে এক আযান ও দুই ইকামাত দিয়ে ফজর সালাত আদায় করলেন। তারপর কাসওয়ায় আরোহণ করে 'আল মাশআরুল হারাম'-এ গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন। তখন তিনি আল্লাহ্র হাম্দ (আলহামদুলিল্লাহ্), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহলীল-তাওহীদ (কালিমাই শাহাদাত) পড়লেন। আকাশ খুব ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে সেখান থেকে চলতে শুরু করলেন এবং ফায্ল ইব্ন আব্বাস (রা)-কে সহ-আরোহী বানালেন। ফায্ল (রা) ছিলেন সুকেশী ও উজ্জ্বল সুন্দর চেহারার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলতে শুরু করলে কতক 'হাওদানাশীনা' মহিলা যেতে লাগলেন। ফায্ল (রা) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাযলের চেহারার উপরে তাঁর হাত রেখে দিলেন। ফায্ল (রা) তাঁর হাত অন্য দিকে সরিয়ে দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও অন্য দিক হতে ফাযলের চেহারায় হাত ফিরিয়ে দিলেন। তখন ফায্ল (রা) অন্য দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।[১] তারপর নবী করীম (সা) 'মুহাস্সার' নিম্নভূমিতে পৌঁছলে একটু দ্রুত চললেন। তারপর মাঝের পথ ধরে চললেন যেটি 'জামরাতুল কুবরা' (বড় শয়তান) পর্যন্ত পৌঁছে। অবশেষে গাছের নিকটবর্তী জামরাটির কাছে পৌঁছলেন। সেটিকে সাতটি কঙ্কর মারলেন, প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তিনি তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিলেন। উপত্যকার নিম্নভূমি হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কুরবানী ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি কুরবানী করার পরে আলী (রা)-কে দিলে তিনি অবশিষ্টগুলো কুরবানী করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে তাঁর হাদীতে শরীক করে নিলেন। তারপর প্রতিটি উট হতে এক টুকরো করে কেটে নেয়ার হুকুম দিলেন। টুকরাগুলো একটি হাঁড়িতে রেখে পাকানো হল। তখন তাঁরা দু'জন সে গোশত খেলেন এবং তার ঝোল

১. এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ সময় ফায্ল (রা) ছিলেন ১২/১৩ বছরের কিশোর। –অনুবাদক

পান করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহনে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে চললেন এবং মক্কায় যুহর সালাত আদায় করলেন। পরে বনূ আবদুল মুত্তালিবের কাছে গেলেন, তারা তখন যমযম-এর কাছে লোকদের পানি তুলে দিচ্ছিল। তখন তিনি বললেন—

انزعوا بنى عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقابتكم لنزعت معكم -

"মুত্তালিবীরা! (পানি) তুলতে থাক; যদি না তোমাদের পানি সরবরাহের কাজে তোমাদের উপরে লোকদের ঝামেলা ও চাপ সৃষ্টির আশংকা থাকত, তবে আমিও অবশ্যই তোমাদের সাথে (পানি) তুলতাম!" তাঁরা তাকে একটি বালতী এগিয়ে দিলে তিনি তা থেকে পান করলেন (এ পর্যন্ত মুসলিম [র]-এর রিওয়ায়াত)। তারপর মুসলিম (র) এ হাদীসখানা অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন জাবির (রা) সূত্রে। আবূ সিনান-এর কাহিনী সে যে জাহিলী যুগের লোকদের সাথে খালি পিঠে গাধায় আরোহী হয়ে (হজ্জের সময়) চলাচল করত তা উল্লেখ করেছেন এবং (এ কথাও) যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন- "আমি এখানে কুরবানী করলাম, তবে মিনা পুরোটাই কুরবানী ক্ষেত্র; তাই তোমরা তোমাদের আস্তানায় (তাঁবুতে) কুরবানী করতে পার; আমি এখানে ওকূফ (অবস্থান) করেছি তবে গোটা আরাফাই ওকূফ স্থল এবং আমি (মুযদালিফায়) এখানে অবস্থান করেছি তবে গোটা মুযদালিফাই অবস্থান ক্ষেত্র।

আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) এ হাদীস তার দীর্ঘ পরিসরসহ বিভিন্ন রাবী হতে রিওয়ায়াত করেছেন (যাদের রিওয়ায়াতে বিষয়গত ও শব্দগত কিছুটা তারতম্য রয়েছে)।

হজ্জ ও উমরা পালনে মদীনা থেকে মক্কা গমনকালে নবী করীম (সা)-এর সালাত আদায়ের স্থানসমূহের আলোচনা

বুখারী (র) বলেছেন, মদীনাভিমুখী পথের মসজিদসমূহ এবং নবী করীম (সা)-এর সালাত আদায়ের স্থানসমূহ। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আল মুকাদ্দামী (র)....মূসা ইব্ন উকবা (র) সূত্রে বলেন, আমি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌কে পথে কিছু কিছু স্থান খুঁজে বের করতে দেখেছি; যে সব স্থানে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং হাদীস বর্ণনা করতেন যে, তাঁর পিতা ঐ সব স্থানে সালাত আদায় করতেন এবং এই (কথাও বলতেন) যে, তিনি (সালিমের পিতা) নবী করীম (সা)-কে ঐ সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। আর (মূসা বলেন) নাফি (র) ইব্ন উমর (রা) হতে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইব্ন উমর) ঐ সকল স্থানে সালাত আদায় করেছেন। আমি (মূসা) সালিম (র)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আমার জানা মতে তিনি নাফি (র)-এর সাথে সব ক'টি স্থানের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তাঁরা দু'জন রাওহার উঁচুভূমিতে অবস্থিত মসজিদের ক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।[১] বুখারী (র) বলেন, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (র) নাফি (র) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁকে 'খবর' দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উমরা করার সময় এবং তাঁর হজ্জের সফরে, যখন তিনি (বিদায়) হজ্জ করলেন, যুল-হুলায়ফার 'বাবলা' গাছের তলায় যুল-হুলায়ফাতে যে মসজিদ রয়েছে তার (কাছাকাছি) স্থানে অবতরণ করতেন। ঐ পথ রেখার

১. রাওহা (روحاء) মদীনা হতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে একটি মনযিল। –অনুবাদক

কোন গাযওয়া থেকে কিংবা উমরা বা হজ্জ হতে যখন ফিরে আসতেন তখনও উপত্যকার নিম্নভূমিতে অবতরণের পর যখন উপত্যকার নিম্নভূমি হতে (চড়াই পথে) উঠতে শুরু করতেন, তখন উপত্যকা প্রান্তের পূর্ব দিকের প্রশস্ত বাতহা (কঙ্করভূমি)-তে উট বসাতেন। সেখানে সকাল পর্যন্ত 'শেষ রাতের' বিশ্রাম নিতেন। এটি (বড়) পাথরের পাশের মসজিদের কাছে কিংবা যে টিবির উপরে মসজিদ রয়েছে সেখানেও নয় (সেখানে এক সময় নালার মত গর্ত ছিল)। আবদুল্লাহ্ (রা) সেখানে সালাত আদায় করতেন– যার মধ্যে কতক বালুর টিবি ছিল; (১) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সেখানে সালাত আদায় করতেন। পরে ঢল সে কঙ্করময় ভূমিকে প্রসারিত করে দিয়েছে যার ফলে ঐ স্থান যেখানে আবদুল্লাহ্ (রা) সালাত আদায় করতেন তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে।

ইব্ন উমর (রা) বলেন যে, (২) ছোট মসজিদ যেখানে, সেখানে ছোট মসজিদ, এটি রাওহার উঁচু স্থানে, যে মসজিদ রয়েছে তার কাছেই। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত আদায় করার স্থানটি চিনতেন। তিনি বলতেন, এখানে তোমার ডানে, যখন তুমি (বর্তমানে বড়) মসজিদে সালাতে দাঁড়াও। ঐ মসজিদটি তোমার মক্কা গমনকালে সড়কের ডান পাড়ে, বড় মসজিদ ও তার মাঝে (দূরত্ব) একটি পাথর নিক্ষেপের কিংবা এর কাছাকাছি; (৩) ইব্ন উমর (রা) ইরক (ক্ষুদে পাহাড় বা উপত্যকাটি) সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন– যেটি রয়েছে রাওহার শেষ প্রান্তে। আর ঐ ইরকের শেষ মাথা রয়েছে রাস্তার পাড়ে। অর্থাৎ (রাওহার) শেষ প্রান্ত ও ইরকের মাঝে যে মসজিদ তার কাছে। যখন নাকি তুমি মক্কাগামী হও। ওখানে মসজিদ তো নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ (রা) সে মসজিদে সালাত আদায় করতেন না। বরং সেটিকে বামে ও পেছনে রেখে তার সামনে এগিয়ে সোজা ইরক-এর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। আবদুল্লাহ্ (রা) রাওহা হতে এগিয়ে যেতেন এবং ঐ স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত যুহর সালাত আদায় করতেন না। সেখানে পৌঁছে যুহর সালাত আদায় করতেন। আর যখন মক্কা হতে ফিরে আসতেন তখন 'সুবহে সাদিকের' একটু আগে কিংবা শেষ রাতে এখান থেকে অতিক্রম করতে হলে ফজরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত এখানে শেষ রাতের বিশ্রাম নিতেন।

আবদুল্লাহ্ (রা) আরো বলেছেন যে, (৪) নবী করীম (সা) রাস্তা বরাবর সড়কের ডানে 'রুওয়ায়ছার'[১] কাছের বিশাল গাছের নীচে অবতরণ করতেন। সমতল বিস্তীর্ণ কঙ্করময় ক্ষেত্রে। তারপর সেই টিলা ধরে এগিয়ে যেতেন, যেটি রয়েছে রুওয়ায়ছার ডাকঘরের একেবারে কাছে– দু'মাইলের মধ্যে। সে গাছের উপরের অংশ ভেঙ্গে গিয়ে মাঝ বরাবর ভাঁজ হয়ে পড়েছিল, তবে গাছটি তার কাণ্ডের উপরে দাঁড়ানো ছিল এবং তার গোড়ায় অনেকগুলো বালির টিবি ছিল।

(৫) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আরো বলেন যে, নবী করীম (সা) 'পাহাড়ী বাঁধ'-এর প্রান্তে সালাত আদায় করেছেন, যা হাযবা গমনকালে আরজ-এর পেছনের দিকে পড়ে।[২] সে

১. রুওয়ায়াছা (رُوَيْثَة) রাওহা ও মদীনার মধ্যবর্তী রাওহা হতে তের মাইল দূরে মদীনা হতে প্রায় চব্বিশ মাইল। –অনুবাদক

২. আরজ– মদীনা হতে হাযবা অভিমুখী পথের পাঁচ মাইল দূরত্বে।

মসজিদের কাছে দু'টি কিংবা তিনটি কবর রয়েছে; কবরগুলোর উপরে বড় বড় পাথরের চাঁই রয়েছে; এগুলো হল রাস্তার ডান পাশে সড়কের পাথরখণ্ডসমূহের কাছে। দুপুরে সূর্য ঢলে পড়ার পরে আবদুল্লাহ্ (রা) আরজ হতে বিকালে সফর শুরু করে ঐ পাথরগুলোর মাঝে এসে ওখানকার মসজিদে যুহর সালাত আদায় করতেন।

(৬) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাস্তার বাম দিকে 'হারশার'[১] কাছের (ঢল প্রবাহের) নালায় বড় বড় গাছগুলোর কাছে অবতরণ করেছেন। এ নালাটি হাব্শা পাহাড়শ্রেণীর পাশে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত এবং এ নালা ও সড়কের মাঝের দূরত্ব এক তীর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ। আবদুল্লাহ্ (রা) সড়ক প্রান্তের গাছগুলোর মাঝে যেটি সবগুলোর মাঝে সর্বাধিক দীর্ঘকায় গাছ সেটির কাছে সালাত আদায় করতেন।

(৭) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাররুজ জাহরান[২]-এর কাছাকাছি মদীনার দিকের নালায় অবতরণ করতেন। যখন তিনি উঁচু স্থান থেকে নেমে আসতেন তখন এ নালায় অবতরণ করতেন, যা মক্কা গমনকালে পথের বাম পাশে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবতরণক্ষেত্র ও জনপথের মাঝের দূরত্ব এক ঢিল নিক্ষেপের অধিক হবেনা।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাগমনকালে যু-তুওয়ায়[৩] অবতরণ করতেন এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত রাত যাপন করে ফজরের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সালাত আদায়ের এ স্থনটি একটি বিশাল প্রশস্ত টিলার উপরে; সেখানে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে নয়; বরং তার নিম্নে ঐ টিলার উপরে।

(৮) আবদুল্লাহ্ (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বামুখী গিরিপথদ্বয়ের বরাবরে দাঁড়িয়েছেন, যা তাঁর ও কা'বার দিকের দীর্ঘ পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত (নাফি (র) বলেন) তিনি (ইব্ন উমর) ওখানে নির্মিত মসজিদটি টিলা প্রান্তের মসজিদের বাম পাশে রাখলেন। অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর সালাতের স্থান হল ঐ মসজিদের পাদদেশে কাল টিলার উপরে টিলা হতে তুমি দশ হাত বা এর কাছাকাছি ছেড়ে দিয়ে তোমার ও কা'বার মধ্যবর্তী পর্বতের ফাটলদ্বয়ের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে।

বুখারী (র) এ দীর্ঘ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে মুসলিম (র) এ হাদীসের শেষ অংশ (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) নাফি (র) হতে এ হাদীসও শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যু-তূওয়ায় অবতরণ করতেন....হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আল মুসায়্যিবী (র) (আনাস, মূসা, নাফি) ইব্ন উমর (রা) সনদে। আর ইমাম আহমদ (র)-ও ভিন্নসূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

মন্তব্য ঃ তবে এ সব স্থানের অনেকগুলো বরং এর অধিকাংশই আজ আর চেনা যায় না। কেননা, এ সব স্থানে বসবাস রত বেদুঈনদের কাছে এগুলির অধিকাংশের নাম পরিবর্তিত

১. জাহ্ফার কাছে মদীনা ও শাম-এর সড়ক সংগমে একটি পর্বতশ্রেণী। –অনুবাদক

২. মক্কা হতে ষোল মাইল দূরে বিখ্যাত সড়ক সংগম ও মানযিল জনভাষায় এটি মার নিম্নভূমি।

৩.বাবে মক্কা (মক্কা তোরণ)-এর পাদদেশে তানঈমের কাছে একটি উপত্যকা। –অনুবাদক

হয়ে গিয়েছে। এ কারণে যে, তাদের অধিকাংশের উপরে অজ্ঞতা প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তবুও বুখারী (র) তাঁর কিতাবে এগুলি উপস্থাপন করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, কেউ গভীর অভিনিবেশ সহকারে খোঁজাখুজি ও অনুসন্ধানে লেগে থাকলে হয়তোবা এগুলির সঠিক সন্ধান পেয়ে যেতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এর অনেকগুলি বা অধিকাংশ বুখারী (র)-এর যুগে পরিচিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সমধিক অবগত।

নবী করীম (সা)-এর মক্কা শরীফে প্রবেশ প্রসংগ

বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যূ-তুওয়ায় রাত যাপন করলেন– সকাল পর্যন্ত । ইব্ন উমর (রা)-ও তা করতেন। মুসলিম (র) এ হাদীস রিয়ায়াত করেছেন। ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ আল বাত্তান (র) সূত্রে। তবে এতে এভাবে বেশী রয়েছে। সেখানে ফজর সালাত আদায় করা পর্যন্ত কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) সকাল হওয়া পর্যন্ত। মুসলিম (র) আরো বলেন, আবুর রাবী আয-যাহরানী (র) ইব্ন উমর (রা) সম্পর্কে যে, তিনি মক্কায় আগমন করলেই যূ-তুওয়ায় রাত কাটাতেন। শেষে সকাল হলে গোসল করতেন। পর দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং নবী করীম (সা) সম্পর্কে উল্লেখ করতেন যে, তিনি ও তাই করতেন। বুখারী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) সূত্রে। বুখারী মুসলিম (র)-এর আর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমর হারাম শরীফের প্রান্ত সীমায় প্রবেশ করলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন, পরে যূ-তুওয়ায় রাত কাটাতেন (পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেছেন)। তা ছাড়া মূসা ইব্ন উকবা ইব্ন উমর (রা) সনদে আহরিত বুখারী মুসলিমের এ হাদীস পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা গমন কালে যূ-তূয়ায় সকাল পর্যন্ত রাত যাপন করে সেখানে ফজর সালাত আদায় করতেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত আদায় করার স্থান কোল টিলার দশ হাত দূরত্বে সামনের পাহাড়ের দুই ফাটলের দিকে মুখ করে ।

এ সব বর্ণনার সার কথা হল, নবী করীম (সা) যখন তাঁর সফরে যূ-তূওয়ায় উপনীত হন, যা নাকি মক্কার নিকটবর্তী এবং হারাম শরীফের সীমান্তবর্তী– তখন তিনি তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেছেন। কেননা, তিনি তো তখন অভিষ্টের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন এবং ঐ স্থানে তিনি রাত যাপন করেন। অবশেষে সকাল হলে সেখানে ফজর সালাত আদায় করেন– সে স্থানে যার বর্ণনা দিয়েছেন বর্ণনাকারীগণ অর্থাৎ সেখানকার দীর্ঘ পাহাড়ের ফাটল দু'টির মাঝে। কেউ ঐ সব স্থান বুদ্ধিদীপ্ত চোখে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে উত্তম ভাবেই তা চিনতে পারবে এবং তার কাছে নবী করীম (সা)-এর সালাত আদায়ের স্থান নির্ণীত হয়ে যাবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশের (প্রস্তুতির) জন্য গোসল করেন। তারপর বাহনে আরোহণ করেন এবং বাতহার অন্তর্গত ছানিয়্যতুল উলিয়া চড়াই দিকের পার্বত্য মোড় হতে প্রকাশ্য দিবালোকে খোলাখুলি ভাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। বলা হয়ে থাকে যে, এভাবে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনিও তাদের প্রতি নজর দিতে পারেন। মক্কা বিজয়ের দিনও তিনি এভাবেই প্রবেশ করেছিলেন (পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। মালিক (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছানিয়াতুল উলিয়ার পথে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন

এবং ছানিয়াতুস সুফলার পথে বের হয়েছিলেন (বুখারী মুসলিম মালিক)। ইব্ন উমর ও আইশা (রা) থেকে বুখারী মুসলিম (র)-এর অনুরূপ আরো দুটি রিওয়ায়াত রয়েছে। মোট কথা নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টি বায়তুল্লাহর উপরে পড়লে তিনি বললেন, শাফিঈ (র)-এর রিওয়ায়াত– সাঈদ ইব্ন সালিম (র) ইব্ন জুরায়জ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) যখন আল্লাহর ঘর দেখতেন তখন তার দু'হাত তুলতেন এবং বলতেন–

اللهم زد هذا البيت تشريقا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه من حجة واعتمره تشريفا فكريما وتعظيما وبرا-

হে আল্লাহ; এঘরের মর্যাদা মাহাত্ম্য সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দিন এবং যারা এ ঘরের সম্মান করে মর্যাদা দেয়, যারা এ ঘরে হজ্জ ও উমরা করে তাদের মর্যাদা সম্মান, মাহাত্ম্য ও পুণ্য বাড়িয়ে দিন (মুসনাদে শাফিঈ)। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, এ হাদীসটি 'মুনকাতি'[1] তবে সুফিয়ান ছাওরী (র) (আবু সাঈদ আশ-শামী মাধ্যমে) মাকহুল (রা) থেকে এর সমর্থনে (শাহিদ) একটি 'মুরসাল'[2] রিওয়ায়াত রয়েছে। মাকহুল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং আল্লাহর ঘর দেখতে পেতেন তখন দু'হাত উপরে তুলে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতেন এবং বলতেন।

اللهم انت السلام ومنك السلام فحينه ربنا بلسلام – اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومها بة وبرا وزد من حجه او اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا-

হে আল্লাহ আপনিই শান্তি (এর উৎস), আপনার নিকট হতেই শান্তি আসে; তাই সমৃদ্ধ রাখুন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জীবনকে শান্তিময় করে দিন। হে আল্লাহ্ এ ঘরের মর্যাদা মাহাত্ম্য সম্মান প্রতিপত্তি ও পূণ্য বাড়িয়ে দিন এবং যারা এ ঘরের হজ্জ বা উমরা করে তাদের মর্যাদা মাহাত্ম্য সম্মান ও পূণ্য বাড়িয়ে দিন। শাফিঈ (র) আরো বলেন, সাঈদ ইব্ন সালিম (র) (ইব্ন জুরায়জ হতে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন (তিনি) নবী করীম (সা) বলেছেন– হাত উঁচুতে তোলা হবে (১) সালাতে; (২) বায়তুল্লাহ দর্শনকালে; (৩) সাফায়; (৪) মারওয়ায়; (৫) আরাফাতে অবস্থানের অপরাহ্ণে (৬) মুযদালিফাতে; (৭/৮) দুই জামরা-র কাছে এবং (৯) মৃত ব্যক্তির জন্য (জানাযায়)। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে এবং (নাফি সূত্রে) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তা কখনো মাওকুফ রূপে আবার কখনো মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে মৃত ব্যক্তির কথা (৯নং) উল্লেখিত হয়নি। ইব্ন আবূ লায়লা (র) বলেছেন, এ রিওয়ায়াতটি সবল নয়।

তারপর নবী করীম (সা) বনু শায়বা দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন ইব্ন জুরায়যজ (র) আতা ইব্ন আবু রাবাহ (রা) সূত্রে আমরা রিওয়ায়াত করেছি। তিনি (আতা) বলেন, ইহরামকারী যে দিক দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে

---

১. তাবিঈ পর্যন্ত সনদ সীমিত তার উর্ধ্বে বিছিন্ন।

২. সাহাবী পর্যন্ত সনদ।

পারে। তিনি আরো বলেছেন। নবী করীম (সা) বনূ শায়ব দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং বনূ মাখযুম দরজা দিয়ে সাফার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তারপর বায়হাকী (র) বলেছেন, এ হাদীস উত্তম মুরসাল। তবে বনূ শায়বা দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা মুসতাহাব হওয়ার ব্যাপারে বায়হাকী (র) আবু দাঊদ তায়ালিসী (র) হতে আহরিত তাঁর একটি রিওয়ায়াত দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও কায়স ইব্‌ন সাল্লাম (র) আলী (রা) সূত্রে তিনি বলেন, জুরহুম গোত্রের নির্মাণের পরে যখন কা'বা শরীফ বিধ্বস্ত হয়ে গেল তখন কুরায়শীরা তা পুনঃনির্মাণ করল। যখন তারা হাজারে আসওয়াদ (যথাস্থানে) স্থাপনের পর্যায়ে পৌঁছল তখন কে তা স্থাপন করবে তা নিয়ে তাদের মাঝে কলহের সূত্রপাত হল। পরে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে– ঐ দরজা দিয়ে সবার আগে যে প্রবেশ করবে সেই তা স্থাপন করবে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ শায়বা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) একটি কাপড় নিয়ে আসতে বললেন এবং নিজের হাতে তার মাঝখানে পাথরটি তুলে রেখে দিয়ে প্রতিটি উপগোত্রকে কাপড়ের এক একটি প্রান্ত ধরতে বললেন। এভাবে তারা সেটি তুলে নিলে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে তা উঠিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। নবুয়াত পূর্বকালীন কা'বা নির্মাণ অধ্যায়ে এ ঘটনার বিশদ বিবরণ আমরা দিয়ে এসেছি। তবে এ হাদীস দিয়ে ইহরামকারীদের বনূ শায়বা দরজা দিয়ে প্রবেশ মুসতাহাব হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নাতীত হয়। আল্লাহই সমধিক অবগত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওয়াফের বিবরণ

বুখারী (র) বলেন, আসবাগ ইবনুল ফারজ (র)....উরওয়া (র) বলেন, আইশা (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন– নবী করীম (সা) যখন আগমন করলেন তখন তিনি প্রথমে উযু করলেন তারপর তাওয়াফ করলেন। তারপর আবু বকর ও উমর (রা) ও অনুরূপ হজ্জ করেন। [উরওয়া (র) বলেন] পরে আমি আমার পিতা যুবায়র (রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি। তিনি প্রথম তাওয়াফ দিয়ে শুরু করলেন। তা ছাড়া মুহাজির ও আনসারদেরকেও করতে দেখেছি। আর আমার মা (আসিয়া রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি এবং তার বোন আইশা (আমার পিতা) যুবায়র এবং অমুক অমুক ব্যক্তি উমরা করেছেন। পরে যখন তারা রুকন (ইয়ামানী) স্পর্শ করলেন তখন তারা হালাল হয়ে গেলেন। এটা বুখারীর ভাষ্য। অন্যত্রও বুখারী ও মুসলিম ভিন্ন ভিন্ন সনদে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁর (আইশার) উক্তি তারপর তা উমরা হালাল নির্দেশ করে যে, নবী করীম (সা) দুই আমলের (হজ্জ ও উমরার) মাঝে হালাল হননি। আর সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফ শুরু করার আগে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দিয়ে সূচনা করেন। যেমনটি জাবির (রা) বলেছেন অবশেষে আমরা যখন তার সাথে বায়তুল্লাহ-এ পৌঁছলাম তখন রুকন (হাজরে আসওয়াদ) চুম্বন করলেন। তারপর তিন চক্কর রমল করলেন ও চার চক্করে হাটলেন। বুখারী (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এলেন এবং তা চুম্বন করে বললেন, "আমি ভাল করেই জানি যে, তুমি একটা পাথর বৈ কিছু নও। ক্ষতিও করতে পার না উপকারও করতে পার না। রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে চুম্বন করছেন, আমি যদি তা না দেখতাম তবে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না । মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত

করেছেন। ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া প্রমুখ সূত্রে....আবিস ইব্ন রাবী'আ (র) থেকে তিনি বলেন। আমি দেখেছি যে, উমর (রা) হাজারে আসওয়াদে চুমু খাচ্ছেন এবং বলছেন আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। কোন ক্ষতি করতে পার না, কোন উপকারও করতে পার না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যদি না আমি তোমাকে চুমু খেতে দেখতাম তবে আমি তোমাকে চুমু খেতাম না। তবে এ বর্ণনায় তার উক্তির পর চুমু খেয়েছিলেন বলে উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু বুখারী-মুসলিমের বর্ণনা উক্তির আগেই চুমু খাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

এ মর্মে ইমাম আহমদের একটি রিওয়ায়াত রয়েছে। বুখারী (র) আরো বলেছেনঃ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র) আসলাম (র) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, ইবনুল খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ভাল ভাবেই জানি যে, তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। লাভ-ক্ষতি করতে পারনা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে চুম্বন করছেন তা যদি আমি না দেখতাম তবে তোমাকে চুম্বন করতাম না। তারপর তাতে চুম্বন করলেন এবং বললেন রামল-এর সাথে আমাদের কী সম্পর্ক ও দিয়ে তো আমরা মুশরিকদের শক্তি প্রদর্শন করেছিলাম; আর আল্লাহ তো তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন (তাই রামল করা আর জরুরী নয়)। তারপর তিনি বললেন, একটি বিষয় যা রাসূলুল্লাহ (সা) করেছেন, তাই তা বর্জন করা আমরা পসন্দ করছি না। এ রিওয়ায়াতেও প্রতীয়মান করে যে, চুম্বন হয়েছিল বক্তব্যের পরে।

অন্যদিকে বুখারী (র) বলেন হযরত উমর (রা) চুমু খাওয়া যে বক্তব্য প্রদানের আগে ছিল। এ মর্মে বুখারী মুসলিমেও ভিন্ন ভিন্ন রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। ইমাম আহমদ (র)-এর অপর একটি রিওয়ায়াতে উমর (রা)-এর উক্তির পর, তাতে অধিক বলেছেন তারপর তাকে চুমু খেলেন ও জড়িয়ে ধরলেন।

ইমাম আহম্মদ (র) আরো বলেন, (হাদীস) আফফান (র)....সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রুকুন (ই-য়ামানী হাজারে আসওয়াদ)-এর উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং বললেন আমি ভাল করেই জানি যে, তুমি একটা পাথর– আমার প্রিয়জনকে যদি আমি না দেখতাম যে, তোমাকে চুম্বন করছেন ও স্পর্শ করছেন তবে তোমাকে স্পর্শ করতাম না এবং চুম্বন করতাম না।

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة-

(তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে উত্তম আদর্শ (৩৩ ঃ ২১)। এটি একটি বেশ উত্তম ও সবল সনদ। তবে সিহাহ গ্রন্থকারগণ এটি উদ্ধৃত করেন নি।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) বলেছেন, মক্কার বাসিন্দা জা'ফর ইব্ন উছমান আল কুরাশী (র) বলেন, মুহামদ ইব্ন আব্বাস ইব্ন জা'ফর (র)-কে আমি দেখেছি যে, হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করছেন এবং তাতে সিজদা করছেন, তারপর আমাকে বলেছেন– তোমার (জা'ফরের) মামা ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আমি দেখেছি তাকে চুমু খেতে এবং তাতে সিজদা করতে এবং ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমি দেখেছি তাকে চুমু খেতে এবং তাতে সিজদা করতে। তারপর উমর (রা) পূর্ব বর্ণিত উক্তিটি করেন। আর আবু য়ালা

মাওসিলী (র) তার মুসনাদে ভিন্ন সূত্রে তা উদ্ধৃত করেছেন। আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর মুসনাদ রূপে সংকলিত আমাদের গ্রন্থে এ সব রিওয়ায়াত যাবতীয় সূত্র, ভাষ্য, সূত্র সম্বন্ধ ও পর্যালোচনা সহ আমরা একত্রে সন্নিবেশিত করেছি। আল্লাহর জন্যই সব হামদ এবং সব অনুকম্পা তাঁরই।

মোটকথা এ হাদীস উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সূত্রগুলি এ শাস্ত্রের অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে নিশ্চিতভাবে তা প্রমাণ করে। তবে নবী করীম (সা) হাজারে আসওয়াদে সিজদা করেছেন– এ সব রিওয়ায়াতে এ ভাষ্যটি নেই। তবে একমাত্র জা'ফর ইব্ন উছমান (র) হতে গৃহিত আবু দাঊদ আত-তায়ালিসী (র)-এর রিওয়ায়াত এ বিষয়টির প্রতি ইংগিতবহ। কিন্তু সেটিও মারফু হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। তবে হাফিজ বায়হাকী (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যাতে হযরত উমর (রা)-এর এ উক্তিটিও রয়েছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ করত দেখেছেন।

বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র) যুবায়র ইব্ন আরাবী (র) হতে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সম্পর্কে ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি তা স্পর্শ করতে ও চুম্বন করতে। লোকটি বলল, বলুন তো আমি যদি ভিড়ের মাঝে পড়ে যাই ? বলুন তো আমি যদি অপারগ হয়ে যাই (তাহলে কী করব?)। ইব্ন 'উমর (রা) বললেন, "তোমার 'বলুন তো' (ارأيت) টি ইয়ামানে রেখে এসো। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি তা স্পর্শ করতে ও তা চুম্বন করতে। এ রিওয়ায়াত একাকী বুখারী (র)-এর, মুসলিমের নয়। বুখারী (র) আরো বলেন, মুসাদ্দাদ (র) (নাফি)ইব্ন উমর (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এ দুটি রুকন (হাজারে আসওয়াদ ইয়ামনী) স্পর্শ (চুম্বন) করতে দেখার পর হতে সুযোগে দুর্যোগে এ দু'টি স্পর্শ করা ত্যাগ করি নি। (রাবী উবায়দুল্লাহ বলেন,) আমি নাফি (র)-কে বললাম। ইব্ন উমর (রা)-কি রুকন দ্বয়ের মাঝে (স্বাভাবিক ভাবে) হাঁটতেন? তিনি বললেন, তিনি হেঁটে যেতেন যাতে তাঁর স্পর্শ (চুম্বন) করা সহজসাধ্য হয়। আবু দাঊদ ও নাসাঈ (র) ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান (র) থেকে ইব্ন উমর (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিটি চক্করে রুকন ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা ত্যাগ করতেন না। বুখারী (র) আরো বলেন, আবুল ওয়ালীদ (র) (সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তার পিতা) আবদুল্লাহ (রা) হতে তিনি বলেন, দুই ইয়ামানী রুকন (দক্ষিণের দুই কোণা) ব্যতীত বায়তুল্লাহ্র অন্য কিছু স্পর্শ (চুম্বন) করতে আমি নবী করীম (সা)-কে দেখি নি। মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া ও কুতায়বা (র) হতে। মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, তিনি (ইব্ন উমর রা) বলেন, আমার ধারণা, নবী করীম (সা) দুই শামী রুকন (উত্তর দিকের দুই কোণা) চুম্বন করা বর্জন করেছেন শুধু এ কারণে যে, সে দু'টি ইবরাহীম (আ)-এর বুনিয়াদের উপরে নির্মিত ছিল না।

বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবু বাকর (র) বলেন, আবুশ শা'ছা (র) হতে– তিনি বলেন, (অনুচ্ছেদ) যারা বায়তুল্লাহ্র কোন অংশ হতে বেঁচে থাকেন (বর্জন করেন)

মু'আবিয়া (রা) সব কটি রুকন স্পর্শ করতেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন। (নিয়ম হল) এই যে, (উত্তর দিকের) এ রুকন দু'টি স্পর্শ করা হয় না। তিনি (মু'আবিয়া) বললেন, বায়তুল্লাহ্র কোন কিছুই ছাড়বার নয়। ইবনুয যুবায়র (র) সবগুলি রুকনই স্পর্শ করতেন। বুখারী (র) একাকী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর মুসলিম (র) বলেন, আবুত তাহির (আবুত তুফায়ল আল বিকরী র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুই ইয়ামানী রুকন ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ (চুম্বন) করতে দেখি নি। এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন মুসলিম (র) একাকী। সুতরাং ইব্ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি পরস্পরের সমর্থক। অর্থাৎ শামী রুকনদ্বয় চুম্বন করা হবে না। কেননা, সে দু'টি ইবরাহীমী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারণ কুরায়শীদের অর্থ সংস্থানের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল বিধায় কা'বা পুনঃনির্মাণকালে তারা বায়তুল্লাহ্র উত্তর প্রান্তের হিজর (হাতীম) অংশটি কা'বা ঘরের বাইরে রেখে দিয়েছিল। বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। নবী করীম (সা) আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি কা'বা পুনঃনির্মাণ করবেন এবং ইবরাহীমী বুনিয়াদে তার পূর্ণতা বিধান করবেন। কিন্তু তাঁর আশংকা হয়েছিল যে, লোকেরা জাহিলী যুগের নিকটবর্তী অবস্থানে থাকার কারণে তাদের মন তার এ কর্মসূচীকে অপসন্দ করবে। পরে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)-এর শাসন কালে তিনি কা'বা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে নবী করীম (সা)-এর প্রদত্ত রূপ রেখায় তা পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। যে ভাবে তার খালা উম্মুল মু'মিনীন আইশা বিনত (আবু বকর) সিদ্দীক (রা) তাকে অবহিত করেছিলেন। অতএব, ইবরাহীমী বুনিয়াদে কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণের পরে যদি ইব্নুয যুবায়র (রা) সব কটি রুকন (কোন) স্পর্শ করে থাকেন– আর আল্লাহর কসম! এটাই তার সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা, তবে তা তো বেশ উত্তম।

আবু দাঊদ (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র) (নাফি) ইব্ন উমর (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার তাওয়াফে কোন চক্করে রুকন ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদে চুম্বন ও স্পর্শ পরিত্যাগ করতেন না। নাসাঈ (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র) হতে (ঐ সনদে)। নাসাঈ (র) আরো বলেছেন। ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম আদ দাওরাকী (র) আবদুল্লাহ্ ইবনুস-সাইব (রা) হতে তিনি বলেন, ইয়ামানী রুকন ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে (দাঁড়িয়ে) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি এরূপ দু'আ করতে শুনেছি

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار-

হে আমাদের প্রতিপালক; আমাদের ইহকালে কল্যাণ দিন এবং পরকালেও কল্যান দিন এবং আমাদের রক্ষা করুন জাহান্নামের আযাব হতে (২ ঃ ২০১)। আবু দাঊদ (র) এ হাদীসটি ভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী (র) বলেন, মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) জাবির (রা) হতে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মক্কায় আগমন করলে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। তারপর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে তার ডান দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর তিন চক্করে রমল করলেন ও চার চক্করে (স্বাভাবিক ভাবে) হাঁটলেন। তারপর মাকামে (ইবরাহীম) এসে বললেন– واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে

সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর (২ ঃ ১২৫)। তারপর মাকামকে বায়তুল্লাহ্ ও নিজের মাঝে রেখে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। দু'রাকআত আদায়ের পরে হাজারে আস্ওয়াদের কাছে গিয়ে তা চুম্বন করলেন। তারপর সাফা-র উদ্দেশ্যে বের হলেন– আমার ধারণা-তখন বললেন, ان الصفا والمروة من شعائر الله "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম" (২ ঃ ১৫৮)। তিরমিযী-র মন্তব্য– এ হাদীস হাসান-সহীহ্ এবং 'আলিম সমাজ এটি অনুসারে আমল করেন।"-ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ্ (র)-ও এ হাদীসখানা ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।[১] আর তাবারানী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ (র) প্রমুখ হতে....(ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম-)....ঐ সনদে।

তাওয়াফ কালে নবী করীম (সা)-এর 'রমল' ও তাঁর ইয্তিবা করার বিবরণ

বুখারী (র) বলেন, আস্বাগ ইব্নুল ফার্জ (র)....সালিম-তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ্ (রা)) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা আগমন কালে যখন তিনি 'কাল রুকন' (হাজারে আস্ওয়াদ) চুম্বন করে প্রথম তাওয়াফ করতেন তখন তাঁকে সাত চক্করের তিন চক্করে দ্রুতবেগে চলতে দেখেছি। মুসলিম (র)-এ হাদীসখানা ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম (র)....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) হজ্জ ও উমরার তিন চক্করে সাঈ করেছেন (দ্রুতবেগে চলেছেন) এবং চার চক্করে হেঁটে চলেছেন।-লায়ছ (র)-এর অনুগামী (তাবী') রিওয়ায়াত করেছেন-(কাছীর).....ইব্নু উমর সনদে। এটি বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা নাসাঈ (র)-ও ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, ইবরাহীম ইব্নুল মুন্যির (র)....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও উমরায় আগমন কালে প্রথম যে তাওয়াফ করতেন তাতে তিন চক্করে দ্রুতবেগে চলতেন এবং চার চক্করে হেঁটে চলতেন। তারপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তারপর সাফা-মারওয়া-র মাঝে সাঈ করতেন। মুসলিম (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন মূসা ইব্ন উক্বা (র) থেকে। বুখারী (র) আরো বলেন, ইব্রাহীম ইব্নুল মুন্যির (র)....ইব্ন উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন প্রথম বারের তাওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করতেন তখন তিন চক্করে দ্রুত চলতেন এবং চার চক্করে হাঁটতেন। এবং সাফা-মারওয়া-য় প্রদক্ষিণকালে নালার নিম্নভূমিতে দ্রুত চলতেন। মুসলিম (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) সূত্রে।

মুসলিম (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবান আর জু'ফী (র)....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজারে আস্ওয়াদ হতে হাজারে আস্ওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্করে দ্রুত হেঁটে চলেছেন (রমল করেছেন) এবং চার চক্করে স্বাভাবিক হেঁটেছেন।" তারপর মুসলিম (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি একাধিকবার রিওয়ায়াত করেছেন।

---

১. এ ইয়াহ্য়া (র) হলেন তিরমিযী-র শায়খ মাহমুদ (র)-এর শায়খ। অতএব উর্ধ্ব সনদ অভিন্ন।- অনুবাদক।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, "(এখন আর) 'রমল' এবং কাঁধ খুলে চলা কেন ? এখন তো আল্লাহ্ ইসলামকে মযবুত করেছেন, কুফরকে বিদূরিত করেছেন, এতদসত্ত্বেও আমরা এমন কিছু বর্জন করব না, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে থেকে করেছি।"- আহমাদ আবূ দাঊদ, ইব্ন মাজা ও বায়হাকী (র) এটি রিওয়ায়াত করেছেন। হিশাম ইব্ন সাঈদ (র) সূত্রে....উমর (রা) হতে, এ সব বর্ণনা রমল সুন্নাত না হওয়া সম্পর্কিত ইব্ন আব্বাস (র)-ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত রদ করে, এ বিষয়ে তাদের যুক্তি হল– রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা করেছিলেন যখন তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ 'চার তারিখের ভোরে' এসেছিলেন– অর্থাৎ উমরাতুল কাযা-র সময়। তখন মুশরিকরা মন্তব্য করেছিল যে, "তোমাদের এখানে এমন একটি জনগোষ্ঠী আস্ছে ইয়াছরিব (মদীনা)-এর জ্বর যাদের কাবু করে ফেলেছে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা তিন চক্করে রমল করেন এবং দুই রুকনের মধ্যবর্তী স্থান হেঁটে অতিক্রম করেন। সম্পূর্ণ চক্করে রমল করতে বারণ করার কারণ ছিল শুধু তাঁদের কষ্ট লাঘব করা।" এ বর্ণনা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে সহীহ্ বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে এবং সহীহ্ মুসলিমের বিবরণ 'বারণ করার কারণ বর্ণনায় স্পষ্টতর। মোটকথা, বিদায় হজ্জে রমল করার সাব্যস্ত হওয়াকে ইব্ন আব্বাস (রা) অস্বীকার করতেন। অথচ, আমরা যেমন বর্ণনা করে এসেছি-তাতে বিশুদ্ধ উদ্ধৃতি দিয়েই রমল প্রমাণিত হয়। বরং তাতে "হাজার হতে হাজার পর্যন্ত"-পূর্ণাংগ রমল সাব্যস্ত হওয়ার অতিরিক্ত বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ দুই রুকনের মাঝে পাঁয় হাঁটার কথা নেই। কেননা, উল্লিখিত লাঘব করণের কারণ ছিল তাদের দুর্বলতা, এটা তখন তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। আবার বিশুদ্ধ হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা) হতে, বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা (সাহাবীগণ) উমরাতুল জি'ইর্রানা-য় রমল করেছিলেন এবং ইয্তিবাও[১] করেছিলেন। এ হাদীসও তাঁর অভিমত রদ করে। কেননা, জি'ইর্রানা হতে উমরা আদায় করা হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পরে। সুতরাং সে সময় 'আশংকা' ও নিরাপত্তাহীনতা বিদ্যমান ছিল না। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ জি'ইর্রানা থেকে উমরা করলেন। তখন তাঁরা বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে রমল করলেন এবং ইয্তিবা'ও করলেন– তাঁরা তাঁদের চাদরগুলি বগলের নীচে এবং কাঁধের উপরে রাখলেন। আবূ দাঊদ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদ (র) হতে....ঐ সনদে এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন খুসায়ম (র)-এর হাদীস হতে....ইব্ন আব্বাস (রা) সনদে।

তবে বিদায় হজ্জে ইয্তিবা'-এর বিষয়টি বিবৃত করেছেন কাবীসা ও ফিরয়াবী (র)-(সুফিয়ান ছাওরী)....উমায়্যা (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইয্তিবা' অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে দেখেছি।" তিরমিযী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ছাওরী (র) থেকে এবং মন্তব্য করছেন এটি হাসান-সহীহ্। আবূ দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র)-(সুফিয়ান)....ইব্ন ইয়ালা (ইব্ন উমায়্যা)-র পিতা (উমায়্যা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন-একটি সবুজ

---

১. ইয্তিবা-পোশাক পরিধানের একটি ধরন। চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে দুই প্রান্ত বাম কাঁধের উপরে পাল্টে দিয়ে তাওয়াফ করা।–অনুবাদক

চাদর দিয়ে ইয্‌তিবা‘ করে। অনুরূপ, ইমাম আহমাদ এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ওয়াকী‘ (র)-(ছাওরী)....ইব্‌ন য়া‘লা-তাঁর পিতা উমায়্যা (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আগমন করলেন তখন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন– তিনি তখন তাঁর একটি সবুজ চাদর দিয়ে ইয্‌তিবা‘ করেছিলেন।

জাবির (র) তাঁর পূর্বোল্লিখিত হাদীসে বলেছেন– অবশেষে আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ্‌তে উপনীত হলে তিনি রুকন (হাজারে আস্‌ওয়াদ) চুম্বন করলেন, তারপর তিন চক্কর রমল করলেন এবং চার চক্করে হাঁটলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তিলওয়াত করলেন- واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى (তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর (২ ঃ ২২৫)। তারপর মাকাম-কে তাঁর নিজের ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে রাখলেন, (এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে,) তিনি দু'রাক‘আত সালাত আদায় করলেন যাতে কুল্‌হু ওয়াল্লাহু আহাদ্ (সূরা ইখ্‌লাস) ও কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন (সূরা কাফিরুন) পাঠ করেছিলেন।....এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ তাওয়াফের সময় নবী করীম (সা) আরোহী ছিলেন না কি পদব্রজে ছিলেন ? তবে তার জবাব হল– এ বিষয় দুটি উদ্ধৃতি রয়েছে যাতে পরস্পর বিরোধী হওয়ার বাহ্যত: ধারণা জন্মে। আমরা রিওয়ায়াত দু'টি উল্লেখ করে সে দুটির মাঝে সমন্বয় বিধান ও তাতে অন্তঃবিরোধের ধারণা পোষণকারীদের দ্বিধা নিরসনের পন্থা নির্ণয়ে সচেষ্ট হব– ইনশাল্লাহ্ ! (আল্লাহ্-ই তাওফীক দাতা, তাঁর সকাশেই সাহায্য প্রার্থনা এবং তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও উত্তম কার্য সম্পাদনকারী)।

বুখারী (র) বলেন, আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ওয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) (ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে তাঁর উটের পিঠে তাওয়াফ করলেন, তিনি একটি (বাঁকা মাথা) লাঠি (محجن) দিয়ে রুকন (হাজারে আস্‌ওয়াদ) স্পর্শ করছিলেন। তিরমিযী (র) ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সঙ্কলক এ হাদীস ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) বলেছেন, দারাওয়ারদী (র) এ হাদীসের অনুগামী (তাবি‘) রিওয়ায়াত দিয়েছেন যুহ্‌রী (র) সূত্রে। তাঁর এ অনুগামী রিওয়ায়াত অতিশয় বিরল ধরনের-(গরীব)। বুখারী (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুছান্না (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একটি উটের উপরে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন। যখনই ‘রুকন’-এর কাছে আসতেন তখন সে দিকে ইংগিত করতেন। তিরমিযী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন (বুখারী-র সনদের)। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন আবদুল মাজীদ ছাকাফী (র) এবং ‘আবদুল ওয়ারিছ (র)....(ইকরিমা-) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাহনের উপরে বসে তাওয়াফ করলেন। যখন রুকন পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তিনি তাঁর দিকে ইংগিত করলেন।” তিরমিযী (র) বলেন– এ হাদীস হাসান-সহীহ্। তারপর বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র)....(ইকরিমা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একটি উটের উপরে (চড়ে) বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন। যখন ‘রুকন’-এর কাছে আসলেন তখন কোন কিছু দিয়ে যা তাঁর কাছে ছিল- সে দিকে ইংগিত করলেন এবং তাক্‌বীর ধ্বনি দিলেন।” ইবরাহীম ইব্‌ন তাহ্‌মান (র) খালিদ আল্-হাযযা' (র) হতে এ হাদীসের অনুগামী (তাবি‘) রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে বুখারী

(র) তাঁর এ 'তা'লীক' রিওয়ায়াতটি অন্যত্র– কিতাবুত্ তাওয়াফ-এ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....ইবরাহীম ইব্ন তাহমান (র)....হতে 'মুসনাদ' রূপেও রিওয়ায়াত করেছেন।

মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন-হাকাম ইব্ন মূসা (র)....আইশা (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জে একটি উটের উপরে বসে কা'বা-র চারদিকে তাওয়াফ করেছিলেন, রুকন স্পর্শ করছিলেন– তাঁর নিকট হতে লোকদের হটিয়ে দেয়া হবে–এ আশংকায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে একটি উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করেছিলেন। তবে বিদায় হজ্জে মোট তাওয়াফ ছিল তিন বার। প্রথম-তাওয়াফুল কুদুম, আগমনী (বা উদ্বোধনী) তাওয়াফ, দ্বিতীয় তাওয়াফুল ইফাযাঃ (হজ্জের) ফরয তাওয়াফ, যা ছিল নহ্র দিবসে অর্থাৎ জিলহজ্জের দশ তারিখে কুরবানীর দিন ; আর তৃতীয়-তাওয়াফুল বিদা' বিদায়ী তাওয়াফ। নবী করীম (সা) আরোহীরূপে তাওয়াফ করেছিলেন সম্ভবত শেষ দু'তাওয়াফের একটিতে কিংবা উভয় তাওয়াফে। আর প্রথম তাওয়াফ অর্থাৎ তাওয়াফুল কুদুম-এ তিনি ছিলেন পদব্রজে। শাফিঈ (র) এ সব কিছুই স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ই সমধিক ও যথার্থ অবগত। আমাদের এ দাবীর অনুকূলে দলীল হলো হাফিজ আবূ বাক্রা আল বায়হাকী (র) সংকলিত আস্-সুনানুল কাবীর-এ তাঁর বর্ণনা– আবূ আবদুল্লাহ্ আল্-হাফিজ (র)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে তিনি বলেন, দিনের আলো বেশ উজ্জ্বল হওয়ার পর আমরা মক্কায় প্রবেশ করলাম। তখন নবী করীম (সা) মসজিদুল হারামের দরজায় এসে তাঁর বাহন বসালেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন। প্রথমে হাজরে আস্ওয়াদ হতে শুরু করলেন এবং তাতে চুমু খেলেন। তখন কান্নায় তাঁর দু'চোখ ভেসে যাচ্ছিল। তারপর তিন চক্কর রমল করলেন এবং চার চক্কর হেঁটে তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। তাওয়াফ সমাধা করলে হাজারে আস্ওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তাঁর দু'হাত তার উপরে রাখলেন এবং তা দিয়ে নিজের চেহারা মুছলেন।"-এটি একটি উত্তম সনদ।

অন্যদিকে আবূ দাঊদ (র)-এর রিওয়ায়াত মুসাদ্দাদ (র)....আব্বাস (রা) সূত্রে, এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় আগমন করলেন, তখন তিনি অসুস্থতা বোধ করছিলেন। তাই তিনি তাঁর বাহনে বসে থেকে তাওয়াফ করলেন। রুকন-এর কাছে এলে একটি বাঁকা মাথা লাঠি দিয়ে তা স্পর্শ করলেন। তাওয়াফ শেষ করলে তিনি উট বসালেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবু যিয়াদ (র) এ হাদীসের একক রাবী, যিনি 'দুর্বল'। তা ছাড়া, এ বিষয়টি বিদায় হজ্জকালে হওয়ার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই এবং বিদায় হজ্জে হলেও তার প্রথমে তাওয়াফে হওয়াও উল্লিখিত হয় নি। এবং মুসলিম শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আহরিত রিওয়ায়াতেও তিনি এরূপ উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে জাবির (রা)-ও এমন কথা বলেন নি যে, নবী করীম (সা) তাঁর (শারীরিক) দুর্বলতার কারণে আরোহণ করেছিলেন। বরং তিনি উল্লেখ করেছেন জনতার সংখ্যাধিক্য ও তাঁর আশপাশে তাদের ভিড় করে থাকার কথা এবং নবী করীম (সা) যে তাঁর সামনে হতে তাদের হটিয়ে দেয়া পসন্দ করতেন না-সে কথা-(যার বিবরণ শীঘ্রই আসবে ইনশাল্লাহ্)।

তবে ইব্ন ইসহাক (র) তাঁর রিওয়ায়াতে তাওয়াফের পরে এবং (তাওয়াফের পরবর্তী) দু'রাক'আত পরে যে, দ্বিতীয়বার চুম্বনের কথা উল্লেখ করেছেন তা সহীহ্ মুসলিম শরীফে

জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াতে বিদ্যমান রয়েছে। তাওয়াফ পরবর্তী দু'রাক'আত সালাতের কথা উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন-"এরপর 'রুকন' (হাজারে আস্‌ওয়াদ)-এর কাছে ফিরে গিয়ে চুম্বন করলেন। মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বলেছেন, আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)....নাফি (র) হতে, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখেছি, তিনি নিজ হাতে হাজারে আস্‌ওয়াদ স্পর্শ করেছেন এবং পরে সে হাতে চুমু খেয়েছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা করতে দেখার পর হতে আমি তা বর্জন করিনি। এ বিষয়টি এমন হতে পারে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর কোন তাওয়াফ কালে কিংবা শেষবারের স্পর্শ করার সময় এরূপ করতে দেখেছেন (ঐ কারণে যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি)। কিংবা এমনও হতে পারে যে, ইব্‌ন উমর (রা) নিজের কোন (শারীরিক) দুর্বলতার কারণে হাজারে আস্‌ওয়াদ-এর সন্নিকটে পৌঁছুতে পারেন নি ; কিংবা অন্যদেরকে ভিড়ের চাপে ফেলে তাদের কষ্ট দেয়ার মাধ্যম হতে চান নি। যেহেতু, এ বিষয় (সতর্ক করে দিয়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, যা ইমাম আহ্‌মাদ (র) তাঁর মুস্‌নাদে রিওয়ায়াত করেছেন। ওয়াকী (র)-সুফিয়ান, আবূ ইয়াফুর আল্ আব্‌দী (র) হতে, তিনি বলেন, হাজ্জাজের শাসন কালে মক্কায় এক বৃদ্ধকে উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) হতে, এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছেন—

يا عمر انك رجل قوى لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبل وكبر-

উমর! তুমি একজন সবল দেহী পুরুষ; হাজারে আস্‌ওয়াদের কাছে ভিড় করবে না; কেননা, তাতে দুর্বলদের কষ্ট হবে। ভিড় না থাকলে তা চুম্বন করবে, অন্যথায় তার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং তাকবীর ধ্বনি দেবে। এ সনদটি উত্তম। তবে উমর (রা) হতে রিওয়ায়াত গ্রহণকারী-বৃদ্ধ অজ্ঞাত, যার নাম উল্লেখ করা হয় নি; তবে বাহ্যত তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলে ধারণা করা যায়, কেননা, শাফিঈ (র)-ও এ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)-আবু য়া'ফুর আল্ 'আবদী (র) হতে। যাঁর নাম ওয়াক্‌দান, তিনি বলেন, ইব্‌নুয্ যুবায়র (রা) শাহাদাত লাভের সময় খুযা'আ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে যিনি মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন, বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে বললেন—

يا ابا حفص انك رجل فلا تزاحم على الركن فانك تؤذى الضعيف ولكن ان وجدت خلوة فاستلمه والا فكبر وامض-

"হে আবূ হাফ্‌স ! তুমি একজন সবল পুরুষ অতএব, রুকন-এর কাছে ভিড় করবে না, কেননা, তাতে তুমি দুর্বলদের ক্লেশ পৌঁছবে। তবে যদি 'নির্জনতা পেয়ে যাও তবে তা চুম্বন করবে, অন্যথায় তাকবীর ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে যাবে।" সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেছেন, ঐ (খুযাঈ) ব্যক্তিটি হলেন আবুদর রহমান ইব্‌নুল হারিছ (র)। ইব্‌নুয যুবায়র (রা) শহীদ হওয়ার পরে হাজ্জাজ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এ ব্যক্তিকে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এ আবদুর রহমান (র) ছিলেন একজন অভিজাত ও সেরা সম্মানী ব্যক্তি। এবং উছমান (রা) সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহে পাঠাবার

জন্য কুরআন শরীফের যে সব অনুলিপি তৈরী করিয়েছিলেন সে সবের অনুলিখনের দায়িত্বে নিয়োজিত বিশিষ্ট চার ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন এ আবদুর রহমান ইব্নুল হারিছ (র)।

সাফা মারওয়ায় নবী করীম (সা)-এর সা'ঈ প্রসংগ

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে জাবির (রা) থেকে পূর্বোল্লিখিত দীর্ঘ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে বায়তুল্লাহ্-এ নবী করীম (সা)-এর সাতবার তাওয়াফ ও মাকামে ইবরাহীম-এ দু'রাকআত সালাত আদায়ের কথা আলোচনার পরে তিনি বলেছেন, "তারপর তিনি হাজারে আসওয়াদ-এর কাছে ফিরে গিয়ে তা চুম্বন করলেন। তারপর দরওয়াযা দিয়ে সাফা অভিমুখে বের হলেন। সাফার কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি তিলাওয়াত করলেন- ان الصفا والمروة من شعائر الله "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্যতম" (২ ঃ ১৫৮)। তারপর বললেন, أبدا بما بدأ الله به "আল্লাহ্ যেটিকে শুরুতে রেখেছেন আমরাও সেটি দিয়ে শুরু করছি।" তাই তিনি সাফাতে সুচনা করে তার উপরে চড়লেন। সেখান থেকে যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন তখন কিবলামুখী হয়ে কালিমা-ই-তাওহীদ ও তাকবীর ধ্বনি -(আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করলেন এবং বললেন—

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير - لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده-

"এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই অধিকারে রাজ্য, তাঁরই জন্য হাম্দ- স্তুতি, তিনি সব কিছুতে শক্তিমান। এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই ! তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সব কাফির দলকে একাকী পরাস্ত করেছেন।" এভাবে তিনি তিনবার বললেন এবং এর মাঝে দু'আ করলেন। তারপর নেমে আসলেন এবং উপত্যকার নিম্নভাগে যখন তাঁর পদযুগল স্থির ভাবে পড়তে লাগল তখন 'রমল' করলেন (ছুটে চললেন)। আর যখন (মারওয়ায়) চড়তে লাগলেন তখন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়ায় আরোহণ করলেন। অবশেষে যখন বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন তখন সেখানে সাফা-র "অনুরূপ বাক্যাবলী উচ্চারণ করলেন"। ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আবু হাফ্স উমার ইব্ন হারূন আল্- বা্লখী (র)....বনূ য়া'লা ইব্ন উময়্যা-র জনৈক ব্যক্তি- তাঁর পিতা হতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে একটি নাজরানী চাদর দিয়ে ইয্তিবা (চাদর ডান বগলের নীচে এবং দু'প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রেখে দ্রুত চলমান) অবস্থায় দেখেছি।' ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইউনুস (র).... হাবীবাহ্ বিন্ত আবু তাজ্যাআ (রা) হতে, তিনি বলেন, একদল কুরায়শী নারীর সাথে আমি হুসায়ন-এর বাড়িতে প্রবেশ করলাম, তখন নবী করীম (সা) সাফা- মারওয়ায় সা'ঈ করছিলেন। (তিনি বলেন) তিনি ছুটে চলছিলেন এবং ছুটে চলার তীব্রতার কারণে তাঁর লুঙ্গি তাঁর গায়ে জড়িয়ে পড়ছিল। তিনি তখন তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন- اسعوا ان الله كتب عليكم السعى "ছুটে চল, আল্লাহ্ তো্মাদের জন্য ছুটে চলা (সা'ঈ) নির্ধারিত করেছেন।" আহমদ (র) আরো বলেন , শুরায়হ (র)....হাবীবা বিন্ত তাজ্যাআ (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করতে দেখেছি, জনতা ছিল তাঁর সামনে এবং তিনি ছিলেন সবার পিছনে, তিনি

ছুটে চল্ছিলেন, এমন কি চলার গতির তীব্রতা আমি তাঁর হাঁটুদ্বয় দেখলাম, তাঁর লুঙ্গি তাঁর হাঁটুতে জড়িয়ে যাচ্ছিল; তখন তিনি বলছিলেন,"তোমরা ছুটে চল, কেননা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সাঈ আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন।" আহ্মাদ (র) একাকী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আহ্মাদ (র) আরো রিওয়ায়াত করেছেন– আবদুর রায্যাক (র).... সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা (র) হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা তাঁকে এ মর্মে 'খবর' দিয়েছিল যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে সাফা-মারওয়া-র মাঝে বলতে শুনেছেন, كتب عليكم السعى فاسعوا "সা'ঈ তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় করা হয়েছে, সুতরাং তোমরা সাঈ।" এ সনদের এ মহিলা পূর্ববর্তী সনদদ্বয়ে স্পষ্ট উল্লিখিত হাবীবা বিন্ত আবু তাজ্যাআই। শায়রা ইব্ন উছমান (রা)-এর উম্মু ওয়ালাদ[১] হতে তিনি নবী করীম (সা)- কে সাফা- মারওয়ায় সাঈ করতে দেখেছেন; তখন তিনি বলছিলেন لا يقطع الا بطح الاشدا "নিম্নভূমি দৌঁড়িয়ে-ই অতিক্রম করতে হবে।" নাসাঈ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

(গ্রন্থকারের মতে) এখানে সা'ঈ السعى শব্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাফা হতে মারওয়া এবং পুনরায় মারওয়া হতে সাফায় শুধু গমনাগমন ও চলাচল করা। অর্থাৎ দুলতে দুলতে চলা কিংবা দৌড়ে চলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তা অলংঘনীয়রূপে আমাদের জন্য সাব্যস্ত করেন নি, বরং কোন মানুষ যদি ঐ দুই স্থানের মাঝের সাত চক্করে স্বাভাবিক অবস্থায় হেঁটে চলে এবং মাসীল তথা নিম্নভূমিতে রমল না করে, তবুও তা সকল আলিমের দৃষ্টিতে বৈধ ও যথার্থ হবে। এ বিষয় কোন মতানৈক্য নেই। তিরমিযী (র) ও অনুরূপ উদ্ধৃত করে বলেছেন। ইউসূফ ইব্ন ঈসা (র)....কাছীর ইব্ন জাহ্মান (র) থেকে বর্ণণা করেন যে- তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন উমার (রা)- কে সাঈ করার স্থানে হেঁটে চলতে দেখে বললাম, আপনি সাফা-মারওয়া-র সাঈ ক্ষেত্রে হেঁটে চলছেন? তিনি বললেন, "আমি যদি দৌড়ে চলি– তবে (তা যথাযথ, কেননা) আমি তো রাসুলুল্লাহ (সা)-কে দৌড়ে চলতে দেখেছি; আর আমি যদি হেঁটে চলি তবে (তা-ও যথার্থ, কেননা) আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে হেঁটে চলতেও দেখেছি। আর আমি তো এখন একজন অতিবৃদ্ধ।" তারপর তিরমিযী (র) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-ও ইব্ন আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র)-ও এ হাদীসখানি 'আতা' ইবনুস সাইব (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন।

সুতরাং উভয় অবস্থার প্রত্যক্ষকারী হিসাবে বিবৃত ইব্ন উমর (রা)-এর উক্তির দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক ঃ কোন সাঈর সময় তিনি নবী করীম (সা)-কে আগা-গোড়া হেঁটে চলতে দেখেছেন, যাতে রমল ও দৌড়ে চলার এতটুকুও মিশ্রণ ছিল না। দুই ঃ সাঈর কতক পথ তিনি নবী করীম (সা)-কে দৌড়ে চলতে এবং কতক পথ হেঁটে চলতে দেখেছেন। তবে এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি অপেক্ষাকৃত সবল। কেননা, বুখারী ও মুসলিম উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর আল্ উমরী (র)....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) সাফা- মারওয়া সাঈ

---

১. উম্মু ওয়ালাদ ঃ সন্তানের মা। মনিব যে বাঁদীর সঙ্গে সহবাস করার পরে সন্তান হয়েছে সে বাঁদীকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয়। -অনুবাদক

কালে নিচু অংশটুকু দ্রুতপদে অতিক্রম করতেন। আর জাবির (রা)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসে রয়েছে যে," নবী করীম (সা) সাফা থেকে অবতরণ করতে লাগলেন; যখন উপত্যকার নিম্নভূমিতে তাঁর পদযুগল স্থির হতে লাগল তখন তিনি রমল করলেন এবং এভাবে যেতে যেতে চড়াই পথে আরোহণ কালে হেঁটে হেঁটে মারওয়ায় পৌঁছলেন। "এবং সকল আলিমের মতে পসন্দনীয় (এবং জাবির (রা)-এর হাদীসেও যেমনটি রয়েছে) যে, সাফা মারওয়ায় সাঈ পালনের জন্য মুসতাহাব পদ্ধতি হল প্রতি চক্করে উপত্যকার নিম্নভাগে অর্থাৎ দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী নালা রূপী নিম্ন সমতলে রমল করবে। তাঁরা এর সীমা নির্ধারণ করেছেন সবুজ রং এর ফলকগুলির মাঝে- সাফার দিকে মসজিদ সংলগ্ন একটি ফলক এবং মারওয়া প্রান্তের ও মসজিদ সংলগ্ন পাশাপাশি দু'টি ফলক। তবে আলিমগণের কেউ কেউ বলেছেন, বর্তমানে ফলকসমূহের মধ্যবর্তী আয়তন রাসুলুল্লাহ (সা)-এর রমল করার স্থান নালার নিম্নাঞ্চলের চেয়ে প্রশস্ততর।[১] আল্লাহ্ সমাধিক অবগত।

আলোচ্য বিষয় একটি ভিন্নমত ও তার পর্যালোচনা

তবে 'হাজ্জাতুল বিদা' নামে সংকলিত কিতাবে মুহাম্মদ ইব্ন হায্ম (র)-এর উক্তি- "তারপর নবী করীম (সা) সাফা অভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন। এবং ان الصفا والمروة من شعائر الله আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, আল্লাহ যেটি দিয়ে শুরু করেছেন আমরাও সেখান থেকে শুরু করছি....।" তারপর সাফা-মারওয়াতেও (বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের ন্যায়) উটের পিঠে আরোহী হয়ে সাত চক্কর দিলেন; তিন চক্কর দ্রুত চালে এবং চার চক্কর হেঁটে হেঁটে।" এ উক্তির সমর্থনে কোন রিওয়ায়াত পেশ করা হয় নি এবং তাঁর (ইবন হায্ম) সঙ্গে কেউ এ মর্মে ভিন্নমত পোষণ করেন নি যে, নবী করীম (সা) সাফা মারওয়ার মাঝে তিন চক্কর ছুটে চলেছেন আর চার চক্কর হেঁটে হেঁটে। প্রথমত তো এটি একটি স্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং তদুপরি তিনি এর অনুকুলে কোন দলীল উপস্থাপন করেন নি। বরং আলোচনার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেছেন, "সাফা-মারওয়ার মাঝে 'রমল'-এর সংখ্যাটি আমরা পরিষ্কারভাবে পাই নি, তবে কিনা এটি সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত।" (মন্তব্যঃ) এখন, তিনি যদি বুঝাতে চান যে, প্রথমত তিন চক্কর (আগাগোড়া) রমল করা– যেমন তিনি উল্লেখ করলেন- এটাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত; তবে তা যথার্থ ও স্বীকৃত নয়, বরং তিনি ব্যতিত আর কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেন নি। আর যদি প্রথম তিন চক্করের অংশ বিশেষে রমল করার বিধিবদ্ধতা সর্বসম্মত হওয়া বুঝানো তাঁর উদ্দেশ্য হয়, তবে এ বর্ণনা তাঁর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক নয়। কেননা, বিদ্বান মনীষীগণ প্রথম তিন চক্করের অংশবিশেষে রমল করার ব্যাপারে যেমন ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন, তেমনি পরবর্তী চার চক্করে তা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা ঐক্যমত্য পোষণ করেন। সুতরাং ইব্ন হায্ম (র) কতৃক প্রথম তিন চক্করে রমল মুস্তাহাব হওয়ার ক্ষেত্ররূপে নির্দিষ্ট করা আলিমগণের অভিমতের পরিপন্থী।- আল্লাহই সমধিক অবগত। আর, সাফা-মারওয়ার মাঝে নবী করীম (সা)-এর সওয়ার হওয়া সম্পর্কিত ইব্ন হায্ম (র)-এর উক্তি- (এ বিষয় আমাদের বক্তব্য হল-) তা, ইব্ন উমার (রা) হতে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে,

---

১. বর্তমানে নিম্নভাগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাকে সমতলে পরিণত করা হয়েছে। তবে দৌড়ে চলার সীমানা নির্ণয়ের জন্য তৎকালীন নিম্নভূমির সমপরিমাণ স্থানকে সবুজ আস্তরণে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।- অনুবাদক

"রাসুলুল্লাহ (সা) উপত্যকার (নালার) নিম্নভাগে দ্রুতবেগে অতিক্রম করবেন (বুখারী- মুসলিম রিওয়ায়াত করেছেন)। আর ইব্‌ন উমার (রা) হতে তিরমিযী- (র)- এর রিওয়ায়াত রয়েছে- "আমি যদি দ্রুতবেগে চলি, তবে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তো দ্রুত চলতে দেখেছি, "আর যদি হেঁটে চলি, তবে রাসুলুল্লাহ (সা)-কেও হেঁটে চলতে দেখেছি।" আর জাবির (রা) বলেছেন, "তাঁর পদযুগল যখন উপত্যকায় স্থির হয়ে বস্‌তে লাগল- তখন রমল করলেন, অবশেষে যখন চড়তে লাগলেন তখন স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন (মুসলিম)। এ ছাড়া আবু জা'ফর আল্ বাকির (র) সূত্রে জাবির (রা) হতে গৃহীত মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর হাদীস আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। (তাতে রয়েছে) যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁর উট মসজিদের দরজায় বসিয়ে দিলেন"- অর্থাৎ উট বসাবার পরে তাওয়াফ করেছিলেন। তারপর সাফা অভিমুখে বের হওয়ার সময় সওয়ারীতে আরোহণ করেছেন বলে উল্লিখিত হয় নি।

এ সব উদ্ধৃতির দাবী হল এই যে, রাসুল করীম (সা) সাফা মারওয়ায় পায়ে হেঁটে সাঈ করেছিলেন, তবে মুসলিম (র)- এর একটি হাদীসে এর ব্যাতিক্রম রয়েছে। তিনি বলেন, 'আব্‌দু ইব্‌ন হুমায়দ (র)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে, তিনি বলেন, "বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) তাঁর বাহনে-একটি উট-চড়ে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করেছেন, যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনিও উঁচু হতে সবাইকে দেখতে পান এবং যাতে লোকেরা তাঁর কাছে মাস্‌আলা জিজ্ঞেস করতে পারে। কেননা, জনতা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।"....এবং নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবীগণও সাফা মারওয়ায় একটির অধিক সাঈ করেন নি।" ইমাম মুসলিম এ হাদীস আবু বক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)....এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)....(সব সনদই ইব্‌ন জুরায়জ মারফত পূর্বোক্ত উর্ধতন সনদে)- তবে এগুলির কোন কোনটিতে 'এবং সাফা-মারওয়ায়' কথাটুকু নেই। আবূ দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, " নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে তাঁর বাহনে চড়ে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফ করেছেন।" নাসাঈ (র) রিওয়ায়াত করেছেন ফাল্লাস (র)....এবং 'ইমরান ইব্‌ন য়াযীদ (র)....(উভয় সূত্র ইব্‌ন জুরায়জ মারফত পূর্বোক্ত সনদে-), মোট কথা, ইব্‌ন জুরায়জ (র)-এর হাদীসরূপে এটি সংরক্ষিত ও পরিশুদ্ধ এবং সেহেতু এটি সমন্বয় অতিশয় জটিল। কেননা, জাবির (রা) প্রমুখ হতে বর্ণিত সমুদয় রিওয়ায়াত নির্দেশ করে যে, সাফা মারওয়া প্রদক্ষিণকালে নবী করীম (সা) পদব্রজে চলেছিলেন।

এখন দু'ভাবে এ ব্যতিক্রমী রিওয়ায়াতটির জবাব দেয়া যায়। (এক) জাবির (রা) হতে (তাঁর অধস্তন রাবী) আবুয্ যুবায়র (র)-এর রিওয়ায়াতের এ অতিরিক্ত অংশ- অর্থাৎ 'সাফা-মারওয়ার মাঝে' উক্তিটি- সাহাবী পরবর্তী কোন রাবী-র অসর্তকতা প্রসূত দুর্বলতার ফসল কিংবা তা' অনুপ্রবিষ্ট- হয়েছে। আল্লাহই সমাধিক অবগত। (দুই) কিংবা নবী করীম (সা) সাফা মারওয়ায় তাঁর কতক তাওয়াফ পায়ে হেঁটে আদায় করেছিলেন এবং অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়াদিসহ তা অনেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরে তাঁর চারপাশে লোকের ভিড় বেড়ে যেতে থাকলে তিনি বাহনে আরোহণ করেন (যেমন- একটু পরে উদ্ধৃত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস নির্দেশ করছে)। ইব্‌ন হায্‌ম (র) অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে, নবী করীম (সা)-এর বায়তুল্লাহ প্রথম তাওয়াফ ছিল পায়ে হেঁটে, এবং আরোহী হয়ে তাওয়াফ করা সম্পর্কিত

রিওয়ায়াতগুলিকে তিনি পরবর্তী তাওয়াফের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু যেহেতু সাফা-মারওয়ায় তিনি একবার মাত্র সাঈ করেছিলেন, তাই ইব্‌ন হাযম (র) দাবী করেছেন যে সাফা-মারওয়ায় সাঈ কালে তিনি (সা) আগাগোড়া আরোহী ছিলেন। এবং এ দাবীর সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য জাবির (রা)-এর হাদীসের উপত্যকায় তাঁর পদযুগল স্থির হতে লাগলে তিনি রমল করলেন"-এর উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাবে যে, আরোহী হওয়া অবস্থায়ও এ বিবরণ প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, তাঁর বাহন উট নিম্নভূমিতে স্থির হলে উটের সাথে তাঁর গোটা দেহ এবং সে সূত্রে তাঁর পদযুগল স্থির হওয়া সাব্যস্ত হতে পারবে। ইব্‌ন হায্‌ম আরো বলেছেন যে, রমল করার ব্যাপারটিও অনুরূপ, অর্থাৎ আরোহীকে নিয়ে বাহনের দোলার তালে চলা। আমার মতে এ ব্যাখ্যা খুবই কষ্টকল্পিত। আল্লাহ্‌ই সমাধিক অবগত।

রমল প্রসংগে বিশদ আলোচনা

আবু দাউদ (র) বলেন, আবূ সালামা মূসা (র)....আবুত্ তুফায়ল (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আপনার কওমের লোকেরা বলে থাকে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে রমল করেছেন এবং এটি তাঁর সুন্নাতও। তিনি বললেন, তাঁরা সত্য ও মিথ্যা বলেছে। আমি বললাম, "তারা সঠিক ও অধিক বলেছে" আপনার এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, সঠিক বলেছে- রাসুলুল্লাহ (সা) রমল করেছেন; আর অধিক বলেছে-যেহেতু তা' সুন্নত নয়। (মূল ব্যাপার ছিল এই যে) হুদাইবিয়ার সময় কুরায়শী (কাফির)- রা বলেছিল, মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের 'নাগাফ' (নাকের কীটের) রোগে মরতে দাও।[১] পরে যখন এ মর্মে সন্ধি হল যে, পরবর্তী বছর মুসলমানগণ হজ্জ (উমরা) করতে আসবেন এবং তারা মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবেন এবং এ সন্ধিবলে রাসুলুল্লাহ (সা) আগমন করলেন মুশরিকরা তখন 'কু'আয়কি'আন' প্রান্তে অবস্থান করছিল। রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথীদের বললেন, ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة "বায়তুল্লাহ-এ তিন চক্করে রমল কর; এটি সুন্নত নয়," লোকদের রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হতে হটিয়ে দেয়া হচ্ছিল না, আর তাদের সরিয়েও দেয়া হচ্ছিল না, তাই তিনি একটি উটের উপরে চড়ে তাওয়াফ করলেন যাতে তারা তাঁর কথা শুনতে পায় এবং তাঁর অবস্থান প্রত্যক্ষ করতে পারে, আবার তাদের হাত তাঁকে নাগালে না পায়। আবু দাউদ (র)-এ ভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন।

মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন- আবু কামিল (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, এতে বায়তুল্লাহ-এ তাওয়াফের আলোচনা পূর্বানুরূপ। পরবর্তী অংশে রাবী বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, সাফা-মারওয়ায় আরোহী হয়ে তাওয়াফ করার বিষয় আমাকে অবহিত করুন, তা কি সুন্নত ? আপনার কওমের লোকেরা তো বলে থাকে যে, তা সুন্নত। তিনি বললেন, তারা সঠিক বলেছে, আবার অঠিকও বলেছে। আমি বললাম, 'সঠিক বলেছে, আবার অঠিকও বলেছে'-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর চারপাশে অনেক লোকের সমাগম হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল এই যে মুহাম্মদ! এই যে মুহাম্মদ! এমন কি পর্দানশীন নারীকুলও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। আর রাসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সামনে থেকে লোকদের হটিয়ে দিতেন না। তাই,

---

১. النغف উট-ছাগলের নাকে এক প্রকার কীট বা কৃমি; নাকের শুকানো ময়লা।

তাঁর কাছে লোকের অধিক সমাগম হয়ে গেলে তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বললেন, তবে পায়ে হাঁটা ও সাঈ করা উত্তম। এ হচ্ছে মুসলিম শরীফের ভাষ্য এবং এর দাবী হল যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবর্তী কোন সময় তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করেছিলেন এবং এভাবে সব হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধিত হতে পারে। আল্লাহই সমাধিক অবগত।

তবে সহীহ্ মুসলিমের রিওয়ায়াত– যাতে তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র).... আবুত্ তুফায়ল (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমার যতদূর মনে হয়- রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (সাফা- মারওয়ায়) আমি দেখেছি। তিনি বললেন, তবে আমাকে তাঁর বিবরণ দাও তো দেখি! আমি বললাম, তাঁকে আমি দেখেছি মারওয়া-র কাছে একটি উটের পিঠে, তখন তাঁর ওখানে লোকের ভিড় হয়ে গিয়েছিল। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, (হাঁ) ইনি-ই রাসূলুল্লাহ (সা); তাঁর নিকট হতে লোকদের হটে যেতে বাধ্য করা হত না। (মন্তব্য) এ রিওয়ায়াত একাকী মুসলিম (র)-এর এবং এতে সাফা মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আরোহী হয়ে সাঈ করার বিশেষ কোন প্রমাণ নেই। কারণ, ঘটনাটিকে বিদায় হজ্জ বা অন্য উপলক্ষের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি। আর বিদায় হজ্জে হওয়ার কথা ধরে নিলেও এরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, নবী করীম (সা) তাঁর সাঈ ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি- তথা মারওয়ায় উপবেশন, সেখানে খুতবা প্রদান, যারা হাদী-র পশু নিয়ে আসে নি তাদের হজ্জে (এর ইহরাম আপাততঃ) ভংগ করে উমরায় পরিণত করার আদেশ দান এবং সেখানে যারা হাদী আনয়নকারী নয় তাদের হালাল হয়ে যাওয়া [যেভাবে জাবির (রা)-এর হাদীসে বিবৃত হয়েছে]- এ সব কিছুর পরে তাঁর উটনী নিয়ে আসা হলে তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং 'আবতাহ'-এ তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রের দিকে চলে গেলেন। আলোচনা পরে আসছে। এ সময়ই আবুত্ তুফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াছিলা ঃ আল বিকরী (রা) তাঁকে দেখে থাকবেন। এ 'আমির (রা) শিশু সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ইরাকী ফকীহ্দের একদল-যেমন আবূ হানীফা (র) ও তাঁর সহচরবৃন্দ এবং ছাওরী (র) এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, কিরান হজ্জ আদায়কারী দুটি তাওয়াফ এবং দুটি সাঈ (অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক) পালন করবে। এবং এ অভিমত আলী, ইব্ন মাসউদ (রা), মুজাহিদ ও শা'বী (র) প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা জাবির (রা)-এর দীর্ঘতম হাদীস দিয়েও প্রমাণ পেশ করতে পারেন। সে হাদীসে সাফা-মারওয়ায় হেঁটে হেঁটে সাঈ করার কথা আর এ হাদীসের ভাষ্য– নবী করীম (সা) ঐ দুই স্থানের মাঝে সওয়ারীতে আরোহী হয়ে সাঈ করেছেন- এ দুই হাদীসের সমন্বিত ভাষ্য নির্দেশনা প্রতীয়মান করে যে, তাওয়াফ (ও সাঈ) দু'বার করে হয়েছিল। একবার হেঁটে হেঁটে এবং একবার সওয়ারীতে আরোহী হয়ে।

অনুরূপ, সাঈদ ইব্ন মানসুর (র) হযরত আলী (রা)-র বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি একাধারে হজ্জ ও উমরার ইহরাম করেছিলেন। মক্কা শরীফে উপনীত হয়ে তিনি তাঁর উমরার জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা- মারওয়ায় সাঈ করলেন। তারপর পুনরায় আরম্ভ করে তাঁর হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করলেন।

তারপর নাহর দিবস (দশ তারিখ) পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করলেন (এ হচ্ছে ইব্‌ন মানসুরের ভাষ্য)। আর আবু যর আল্ হারওভী (র) তাঁর 'মানাসিক' অধ্যায়ে আলী (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি হজ্জ ও ওমরা একত্রে করেছেন এবং সে দু'টির জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফ ও সাঈ পালন করে বলেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সা)-কে এভাবেই করতে দেখেছি।" অনুরূপ, বায়হাকী, দারা- কুতনী ও নাসাঈ (র)-ও "আলী (রা)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ-এর বিবরণে তা রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র) তাঁর সুনানে বলেছেন, ফকীহ আবূ বকর ইবনুল হারিছ (র)....আবু নাস্‌র (র) হতে, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম, আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম আর তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলাম। আমি বললাম, আপনি যেমন করেছেন আমার করার তেমন কোন উপায় আছে কি ? তিনি বললেন, তা- তুমি যদি উমরা দিয়ে শুরু করতে....। আমি বললাম, তবে আমি (কখনো) এমন করতে চাই, তা হলে কিরূপে করব ? তিনি, "পানির একটি (ছোট) পাত্র নিয়ে তা তোমার গায়ে ঢেলে দেবে। তারপর দুটোর জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধবে, তারপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাওয়াফ ও সাঈ করবে এবং নাহ্‌র দিবসের আগে তুমি হালাল হবে না।" মনসুর (র) বলেন, আমি মুজাহিদ (র)-এর কাছে এ বিষয়টি আলোচনা করলে তিনি বললেন, "আমরা তো একটি তাওয়াফ নিয়েই ফিরে যেতাম। তবে এখন আর তা করব না।" হাফিয বায়হাকী (র) আরো বলেছেন যে, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না; সুফিয়ান ছাওরী ও শু'বা (র)-ও এ হাদীস মনসূর (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তারা 'সাঈ' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি। তিনি আরো বলেছেন, এ আবূ নাস্‌র অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। আর রিওয়ায়াত বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এতে দুই তাওয়াফ বলে তাওয়াফে- কুদূম ও তাওয়াফে- যিয়ারাত বুঝিয়ে থাকবেন। বায়হাকী (র) আরো বলেন, এ হাদীস আরো একাধিক সনদে আলী (রা) হতে মারফূ' ও মাওকূফ রূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে সে সব সনদের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে হাসান ইব্‌ন উমারা, হাফ্‌স ইব্‌ন আবূ দাঊদ, ঈসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং হাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রমুখ। এদের প্রত্যেকেই দুর্বলতার জন্যে অভিযুক্ত সুতরাং এ (বিতর্কিত) বিষয় তাদের রিওয়ায়াত প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহই সমাধিক অবগত।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ সহীহ্ হাদীসসমূহে উদ্ধৃত বিষয়বস্তু এর পরিপন্থি। সহীহ্ বুখারীতে উদ্ধৃত ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, তিনি প্রথমে উমরা-র ইহ্‌রাম করে তার সাথে হজ্জ অনুপ্রবিষ্ট করে কিরাণ পালনকারী হয়েছিলেন, হজ্জ ও উমরার জন্য সম্মিলিতরূপে একটি তাওয়াফ করে বলেছিলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা) এ ভাবেই করেছেন।" তি্রমিযী, ইব্‌ন মাজা ও বায়হাকী (র) দারাওয়ারদী (র)-এর বরাতে উবায়দুল্লাহ (-নাফি-) ইব্‌ন উমর (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যারা হজ্জ ও উমরা একত্রে তারা করবে দুটির জন্য একটি তাওয়াফ করবে এবং দুটির জন্য একটি সাঈ করবে।" তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, এটি হাসান- গরীব (একক- সূত্রীয় উত্তম) হাদীস এবং এর সনদ মুসলিমের শর্তানুরূপ।

উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা)-এর ঘটনাও অনুরূপ। তিনি শুধু উমরা-র জন্য ইহ্‌রামকারী দলভুক্ত ছিলেন। যেহেতু তাঁর সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। পরে তাঁর ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁকে গোসল করার পরে তাঁর উমরার সাথে হজের ইহরাম বাঁধার

নির্দেশ দিলেন। ফলে তিনিও কিরান পালনকারিণী হয়ে গেলেন। হজ্জ সমাপ্তিতে মিনা হতে তাঁদের প্রত্যাবর্তন কালে তিনি হজের পরে তাঁকে উমরা করাবার বায়না ধরলে নবী করীম (সা) তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁকে উমরা করিয়ে আনলেন। যেমনটি হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু আবদুল্লাহ শাফিঈ (র) বলেন, মুসলিম (র)....'আতা' (র) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আইশা (রা)- কে বললেন-

طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك-

"বায়তুল্লাহ-এ তোমার (একবারের) তাওয়াফ এবং সাফা- মারওয়ায় তোমার (একবারের) সাঈ তোমার হজ্জ ও উমরা দুটির জন্যে যথেষ্ট।" এ হাদীস বাহ্যত 'মুরাসাল' (বিযুক্ত সনদের) হলেও প্রকৃত বিচারে এটি মুস্নাদ (সংযুক্ত সনদ)। এ দাবীর প্রমাণ হচ্ছে শাফিঈ (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত। আর তা হলো ইব্ন উয়ায়না (র)....'আইশা (রা) হতে, তিনি নবী করীম (সা) থেকে....শাফিঈ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) কখনো বলেছেন 'আতা'- আইশা (রা) হতে- আবার কখনো বলেছেন 'আতা' (র) হতে এ মর্মে যে, নবী করীম (সা) 'আইশা (রা)-কে এরূপ বলেছেন।

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন, ইব্ন আবু উমর (র) এ হাদীস সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) সূত্রে সংযুক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন উহায়ব (র)-এর বরাতে....(ইব্ন আব্বাস-তাঁর পিতাসূত্রে আইশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, মুসলিম (রা)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত ইব্ন জুরায়জ (র)....জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আইশা (রা)-র কাছে গিয়ে তাঁকে কান্নারত দেখতে পেয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে, কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, কাঁদছি এজন্য যে, লোকেরা হালাল হয়ে গেল, আমি হালাল হতে পারলাম না; তারা বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করল, কিন্তু আমি তাওয়াফ করতে পারলাম না; ওদিকে হজ্জ (এর সময়) তো এসেই পড়ল। নবী করীম (সা) বললেন—

ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي واهلي بحج-

"এটি এমন ব্যপার যা আল্লাহ পাক আদম সন্তানের নারীকুলের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাই, তুমি গোসল করে নাও এবং হজের ইহরাম বেঁধে ফেল।" 'আইশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। আমি (ঋতু হতে) পবিত্র হলে তিনি বললেন—

طوفى بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك وعمرتك-

"তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর, সাফা মারওয়ায় সাঈ কর; তারপর তুমি তোমার হজ্জ ও উমরা (উভয়টি) হতে হালাল হয়ে যাবে।" তখন 'আইশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমার উমরার বিষয় আমি মনের মাঝে অতৃপ্তির ভাব অনুভব করছি, যেহেতু হজের (জন্য তাওয়াফ করার) আগে আমি (উমরার জন্য) তাওয়াফ করতে পারিনি। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান ! তাঁকে নিয়ে গিয়ে তানঈম থেকে উমরা করিয়ে আন।

মুসলিম (র) ইব্ন জুরায়জ সূত্রের আরো একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন– জাবির (রা) বলেন, "নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ায় একটির অধিক তাওয়াফ (সাঈ) করেন নি।" আর আবূ হানীফা (র)-এর অনুসারীদের মতে তো নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের মাঝে যারা কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা একত্রে হজ্জ ও উমরা করে

কিরান পালন করেছিলেন। যেমনটি পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত। আল্লাহই সমাধিক অবগত।

শাফি'ঈ (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র)....আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি কিরান হজ্জ আদায়কারী সম্পর্কে বলেন, "দুটি করে তাওয়াফ ও সাঈ করবে।" শাফি'ঈ (র) বলেছেন, কেউ কেউ "দুই তাওয়াফ এবং দুই সাঈ এবং এ বিষয় আলী (রা)-এর নামে বর্ণিত একটি দুর্বল রিওয়ায়াত প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। জাফর (র) বলেছেন, আলী (রা) হতে আমাদের মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। আমরা তা নবী করীম (সা) হতে রিওয়ায়াত করেছি। কিন্তু আবূ দাউদ (র) বলেছেন, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র), আবুত তুফায়ল (রা) সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী কারীম (সা)-কে তাঁর বাহনে করে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে দেখেছি; তিনি একটি বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে সে লাঠিটি চুম্বন করেছিলেন। এ সনদের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন রাফি অতিরিক্ত এটুকু বলেছেন। এরপর সাফা-মারওয়া অভিমুখে বের হয়ে গিয়ে তাঁর বাহনে করে তিনি সাতবার সাঈ করলেন। মুসলিম (র) তাঁর গ্রন্থে এ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ দাউদ আত তায়ালিসী (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)-এর পরিবেশিত অতিরিক্ত অংশটুকু ব্যতিরেকে। হাফিজ বায়হাকী (র)-ও আবূ সাঈদ ইব্ন আবূ আমর (র)....আবুত্ তুফায়ল (রা) সূত্রে এ হাদীস অতিরিক্ত অংশ ব্যতিরেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহই সমধিক অবগত।

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ বকর ইবনুল হাসান ও আবূ যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ ইসহাক (র)....(আয়মান) —কুদামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্মার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে একটি উটের পিঠে সাফা-মারওয়ায় সাঈ করতে দেখেছি; (কাউকে) প্রহার করা নেই, তাড়ানো নেই, 'হটো' 'হটো'ও নেই। বায়হাকী বলেন, রাবীদ্বয় এভাবেই বলেছেন। আয়মান (র) ব্যতীত একদল বর্ণনাকারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তারা বলেছেন,...দশ তারিখে 'জামরায়' কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন (উটের পিঠে) বায়হাকী (র) বলেন, উভয় বর্ণনা বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী প্রমুখ একদল রাবী আবূ ইমরান মাক্কী আয়মান ইব্ন নাবিল হাবাসী (র) থেকে যিনি বুখারীর রাবী তালিকাভুক্ত মহান ও নির্ভরযোগ্য রাবী তিনি কুদামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্মার আল কিলাবী (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি (জিলহজ্জের) দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি লাল-সাদা উটনীর পিঠে উপত্যকার নিম্নভূমি হতে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছেন কাউকে প্রহার করা নেই, তাড়ানো নেই এবং হটো হটোও নেই। তিরমিযী (র) ও আহম্মদ ইবন সামী (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

নাসাঈ (র) এ হাদীস আহরণ করেছেন ইসহাক ইবন রাহ্ওয়ায়হ (র) হতে....এবং ইবন মাজা (র) আবূ বকর ইবন শায়বা (র) হতে....সব সনদ– আয়মান ইবন নাবিল সূত্রে কুদামা (রা) থেকে যেমনটি ইমাম আহম্মদ (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে। তিরমিযী (র) তা হাসান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ সা'ঈর সংখ্যা ও তার সমাপ্তি ক্ষেত্র প্রসংগ

জাবির (রা)-এর হাদীসে রয়েছে অবশেষে যখন মারওয়ায় তাঁর শেষ চক্কর সমাপ্ত হল তখন তিনি ইরশাদ করলেন–

انی لو استقبلت من امری ما استد برت لم اسق الهد-

আমার যে ব্যাপারটি আমি পরে বুঝতে পেরেছি তা আগে উপলব্ধি করলে আমি কুরবানীর পশু নিয়ে আসতাম না (মুসলিম)। এ বর্ণনা তাদের বিপক্ষে প্রমাণ হবে যারা বলেছেন যে সাফা মারওয়ায় সাঈ হবে চৌদ্দ বার আসা যাওয়ায়। প্রতি বারের যাওয়া এবং আসা মিলিয়ে এক চক্কর হিসাবে। সাফিঈ মতাবলম্বী একটি প্রবীণ দল এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ হাদীস তাদের অভিমত খণ্ডন করে। কেননা, তাদের মতানুসারে সাঈর শেষ প্রান্ত হওয়ার কথা সাফা-মারওয়ায় নয়। এ কারণেই জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে আহমদ (র) বলেছেন, যখন মারওয়ার কাছে সপ্তম বার (সমাপ্ত) হল তখন নবী করীম (সা) বললেন, লোক সকল! আমি যা পরে বুঝেছি তা আগে অনুধাবন করলে আমি কুরবানীর পশু নিয়ে আসতাম না এবং এটিকে উমরায় পরিণত করতাম। সুতরাং যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই, তারা হালাল হয়ে যাবে এবং এ (তাওয়াফ সাঈ)-কে উমরা সাব্যস্ত করবে। ফলে সকল লোক হালাল হয়ে গেল। আর মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াতে সকল লোক হালাল হয়ে গেল এবং চুল ছেঁটে নিল; তবে নবী করীম (সা) এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তাঁরা ইহরাম অবস্থায় রয়ে গেলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম ভংগের নির্দেশের গুরুত্ব

কুরবানীর পশু সাথে না নিয়ে আসা লোকদের প্রতি হজ্জ (এর ইহরাম) বাতিল করে উমরায় পরিণত করা সম্পর্কিত নবী করীম (সা)-এর নির্দেশটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী রিওয়ায়াত করেছেন। তাই তাদের সকলের বিশদ বিবরণের জন্য উপযোগী নয়। তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আল-আহকামুল কাবীর গ্রন্থে পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ্! এ ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক, আবূ হানিফা ও শাফিঈ (র) বলেছেন। বিষয়টি উপস্থিত সাহাবীগণের জন্যে খাস ছিল। হজ্জ-এর ইহরাম বাতিল করে উমরায় পরিণত করার বৈধতা অন্যদের জন্য পরবর্তীতে রহিত করা হয়েছে। এ বিষয় তাদের দলীল হল আবূ যার (রা)-এর উক্তি হজ্জ ভংগ করে উমরায় পরিণত করার বিধান মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য ছিল না (মুসলিম)।

কিন্তু ইমাম আহম্মদ (র) এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে বক্তব্য হল অন্তত এগার জন সাহাবী বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন, তা হল ঐ অভিমতের বিপরীতে এতগুলি রিওয়ায়াতের কী হবে ? তাই তিনি সাহাবী ব্যতীত অন্যান্যদের জন্যেও (হজ্জ) বাতিল করা বৈধ হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। আর ইবন আব্বাস (রা) তো কুরবানীর পশু সাথে না নিয়ে আসা লোকদের জন্য হজ্জের ইহরাম রহিত করে উমরায় পরিণত করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। বরং তিনি আরো অগ্রবর্তী হয়ে বলেছেন যে, যারা হাদী নিয়ে আসে নি তারা শরী'আতের বিধানে হালাল হয়ে যাবে এবং বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ (ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ) সম্পাদন করা মাত্র এমনিতেই হালাল হয়ে যাবে। মূলত তাঁর মতে হজ্জ দুটি পন্থায় কেবল হতে পারে: (এক) হাদী

সংগে নিয়ে আসা লোকদের জন্য কিরান এবং (দুই) হাদীবিহীন লোকদের জন্য তামাত্তু। আল্লাহই সমধিক অবগত।

এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) বলেন, জাবির (র)-ও ইবন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেন যে, তাঁরা বলেছেন, নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ জিলহজ্জের চার তারিখে মক্কায় পৌঁছলেন, তারা হজ্জের ইহরাম বেঁধে ছিলেন, তার সাথে অন্য কিছু (উমরা) মিশ্রিত ছিলনা। আমরা পৌঁছে তাওয়াফ সাঈ শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুকুমে আমরা সেটিকে উমরা পরিণত করলাম। তিনি আমাদের স্ত্রী গমনেরও অনুমতি দিলেন। একথাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বললেন, ফলে আমাদের কেউ কেউ মিনা অভিমুখে যেতে লাগ্লো, অথচ তখন তারা সঙ্গমও করছিল। এ ক্ষেত্রে জাবির (রা) তাঁর হাতের ইংগিতে বিষয়টি ব্যক্ত করছিলেন। এ আলোচনা নবী করীম (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন—

بلغنى ان قوما يقولون كذا وكذا والله لا نا ابر واتقى لله منهم ولو انى استقبلت من امرى ما استدبرت ما اهديت ولو لا ان معى الهدى لا حللت ـ

আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, একদল লোক এমন কথা বলছে। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর ভয়ে তাদের চেয়ে অধিক ভীত (মুত্তাকী) এবং তাদের চেয়ে অধিক পূণ্য প্রত্যাশী আর আমি আমার ব্যাপারে পরে যা বুঝেছি তা যদি আগে বুঝতাম তবে আমি হাদী নিয়ে আসতাম না। আর যদি আমার সাথে হাদী না থাকত তবে আমিও অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। তখন সুরাকা ইবন জুশুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্! এ ব্যবস্থা শুধু আমাদের জন্য নাকি সর্বকালের জন্য? জবাবে তিনি বললেন, বরং সর্বকালের জন্য।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, কুতায়বা (র) জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা ইফরাদ হজ্জের ইহরাম করে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এগিয়ে চললাম আইশা (রা) রওয়ানা হলেন, উমরার ইহরাম করে। আমরা 'সারিফ'-এ উপনীত হলে তার রজঃস্রাব দেখা দিল। আমরা মক্কায় পৌঁছে গেলে কা'বা এবং সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণ করলাম। রাসুলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মাঝে যার যার সাথে হাদী ছিল না তাদের হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। জাবির বলেন, আমরা বললাম কি ধরনের হালাল হওয়া? তিনি বললেন, পূর্ণাংগ হালাল। তখন আমরা স্ত্রী সহবাস করলাম। সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং (ইহরাম কালে নিষিদ্ধ) পোশাকাদি পরিধান করলাম। অথচ তখন আমাদের এবং আরাফা দিবসের মাঝে চার রাতের অধিক ব্যবধান ছিল না। এ হাদীসদ্বয়ের স্পষ্ট ভাষ্য হল– নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জের সময় জিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকালে মক্কায় উপনীত হয়েছিলেন এবং তা ছিল রোববার সূর্য পূর্ব দিগন্তে উচু হওয়ার পরে চাশত-এর সময়। কেননা, বুখারী, মুসলিম সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর হাদীসের ভাষ্য মতে যা পরে আসবে, আরাফা দিবস (নয় তারিখ) ছিল শুক্রবার এবং এ বিষয়টি সর্ব সম্মত। সুতরাং সে বছরের জিলহজ্জের মাস পহেলা ছিল নিশ্চিতরূপে বৃহস্পতিবার (অতএব হিসাব মতে চার তারিখ হবে রবিবার)।

সুতরাং মাসের চার তারিখ রবিবার নবী করীম (সা) আগমন করার পরে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ দিয়ে সূচনা করলেন, যেমনটি পূর্বে বলে এসেছি। মারওয়ায় তাঁর তাওয়াফ

(সাঈ) সম্পন্ন হলে তিনি হাদী সাথে না নিয়ে আসা লোকদের হালাল হওয়ার অলংঘনীয় নির্দেশ দিলেন। ফলে ঐ নির্দেশ পালন করা তাঁদের জন্য আবশ্যকীয় সাব্যস্ত হল। তাই, তাঁরা তাই করলেন। তবে নবী করীম (সা) হাদী সাথে নিয়ে আসার ফলশ্রুতিতে তাঁর হালাল না হওয়ার কারণে তাদের কেউ কেউ আক্ষেপ করছিলেন। কেননা, তাঁরা সব কিছুতে নবী করীম (সা)-এর অনুগমন অনুসরনে উদগ্রীব ছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁদের এ মর্মবেদনা প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার যে ব্যাপার আমি পরে বুঝেছি তা যদি আগে বুঝতাম তবে আমি হাদী নিয়ে আসতাম না এবং এটিকে অবশ্যই উমরায় পরিণত করতাম। অর্থাৎ আমি যদি জানতাম যে, এ ব্যাপারটি তোমাদের জন্য মনঃকষ্টের কারণ হবে তবে অবশ্যই আমি হাদী নিয়ে আসা বর্জন করতাম এবং তোমাদের মত হালাল হয়ে যেতাম। এ ব্যাখ্যা অনুসারে তামাত্তু সর্বোত্তম হওয়ার প্রমাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যা এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহম্মদ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) যে কিরান হজ্জ পালনকারী ছিলেন তাতে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। তবে (এতেও সন্দেহ নেই যে) তামাত্তুই সর্বোত্তম। কেননা, নবী করীম (সা) তামাত্তুর জন্য আফসোস করেছিলেন। তবে (আমাদের পক্ষে) এর জবাব হল নবী করীম (সা) হাদী সাথে না নিয়ে আসা লোকদের জন্য কিরানের তুলনায় তামাত্তু শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে আফসোস করেন নি। বরং তিনি আক্ষেপ করেছিলেন নিজে ইহরাম অবস্থায় অব্যাহত থেকে তাঁর সংগীদের হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়ার ফলে তাঁদের মনঃকষ্টের কারণে। এবং এ কারণেই গভীর নিরীক্ষণে এ তত্ত্ব অনুধাবন করে ইমাম আহম্মদ (র) তাঁর দ্বিতীয় উক্তিতে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যার হাদী না নিয়ে যাবে তাদের জন্য তামাত্তু উত্তম। যেহেতু নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবীকুলের মাঝে হাদী না নিয়ে আসা লোকদের ঐ মর্মে হুকুম দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যারা হাদী নিয়ে যাবেন তাদের জন্য কিরানই উত্তম। যেমন, মহান মহীয়ান আল্লাহ বিদায় হজ্জ তাঁর প্রিয় নবীর জন্য পসন্দ করেছিলেন এবং পূর্বাহ্নেই যুল-হুলায়ফায় তাঁকে সে মতে আদেশ দিয়েছিলেন। যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

অনুচ্ছেদ ঃ সাঈ পরবর্তী কর্মসূচী প্রসংগ

সাফা মারওয়ায় সাঈ সমাপ্তি ও হাদীবিহীন লোকদের হজ্জের ইহরাম ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়ায় পরে নবী করীম (সা) তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন এবং মক্কা নগরীর পূব প্রান্তের আবতাহ-এ[১] অবস্থান নিলেন। সেখানে রোববারের অবশিষ্ট সময় সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার অবস্থান করে বৃহস্পতিবার সকালে ফজরের সালাত আদায় করলেন। এ দিনগুলিতে তিনি সেখানে তার সহযাত্রী সাহাবীগণকে নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করলেন এবং এ সব দিনের কোনও সময় তিনি (তাওয়াফ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) কা'বায় ফিরে যাননি। এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) বলেন,

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম বারের তাওয়াফের পরে যারা আরাফায় গিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত পুনরায় কা'বার সান্নিধ্য গমন ও তাওয়াফ করেন না তাদের প্রসংগ।

মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মক্কায় আগমন করে সাতবার তাওয়াফ করলেন ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ

---

১. আবতাহ (ابطع و بطحاء) বাতহা কংকরময় ভূমি। -অনুবাদক

করলেন এবং কা'বার সে তাওয়াফের পরে আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কা'বার কাছে আর গেলেন না। এটি বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা।

অনুচ্ছেদ ঃ আবতাহে অবস্থান ও আলী (রা)-র আগমন প্রসংগ

এ সময় মক্কার বাইরে বাতহার কংকরময় ভূমিতে নবী করীম (সা)- এর অবস্থান কালে ইয়ামান হতে হযরত আলী (রা) আগমন করলেন। নবী করীম (সা) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর স্থানে তাঁকে আমীর নিয়োগ করে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন (যেমন, আমরা পূর্বে বলে এসেছি)। তিনি এসে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিনীগণ এবং হাদীবিহীন হজ্জ যাত্রীদের মত তার স্ত্রী ও রাসূল তনয়া ফাতিমা (রা)-ও হালাল হয়ে গিয়েছেন এবং সুরমা ব্যবহার ও রংগীন কাপড় পরে সাজ সজ্জা করেছেন। আলী (রা) বললেন, তোমাকে এসব কে করতে বলেছে? ফাতিমা (রা) বললেন, আমার আব্বাজান। আলী (রা) তখন স্ত্রীর প্রতি ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে অবহিত করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ফাতিমা হালাল হয়ে গিয়েছেন, রংগীন কাপড় পরেছেন, সুরমা লাগিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনিই নাকি তাঁকে এসব করতে বলেছেন। জবাবে নবী করীম (সা) বললেন, -صدقت صدقت – صدقت সে সত্য বলেছে! সে সত্য বলেছে! সে সত্য বলেছে! তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হজ্জের নিয়ত করার সময় তুমি কী বলে ইহরাম বেঁধেছিলে ? আলী (রা) বললেন নবী করীম (সা)-এর ইহরামের ন্যায় ইহরামের নিয়ত করেছি। নবী করীম (সা) বললেন, তবে আমার সাথে তো হাদী রয়েছে, সুতরাং তুমিও হালাল হবে না। তখন ইয়ামান হতে আলী (রা)-র নিয়ে আসা হাদী এবং মদীনা হতে ও পথে খরিদ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়ে আসা হাদীর সমষ্টি ছিল একশত উট। তাঁরা উভয়ের এসব হাদীতে পরস্পরে শরীক হলেন। সহীহ্ মুসলিমের বরাতে এ সব বিবরণ আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এ বিবরণ হাফিজ আবুল কাসিম আত তাবারানী (র)-র বর্ণনাকে প্রত্যাখান করে যা তিনি ইকরিমা ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে উল্লেখ্য করেছেন, এ মর্মে যে, আলী (রা) জুহফায় নবী করীম (সা)-এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন । আল্লাহই সমধিক অবগত।

আবূ মূসা (রা) ছিলেন আলী (রা)-এর সহযাত্রীদের অন্যতম। কিন্তু তিনি হাদী নিয়ে আসেন নি। তাই তিনি উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করার পরে নবী করীম (সা) তাঁকে হালাল হয়ে যেতে বললেন, তিনি হজ্জ (এর ইহরাম) বাতিল করে তা উমরায় পরিণত করে তামাত্তু আদায়কারী হলেন। তাই, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি এরূপ করার ফাতওয়া দিতে লাগলেন। তবে উমর (রা) উমরা হতে হজ্জকে পৃথক করার অভিমত গ্রহণ করলে আমীরুল মু'মিন উমর (রা)-এর প্রতিপত্তির স্বীকৃতি দিয়ে এবং তাকে সন্তুষ্ট করার মানসে তিনি এ ফাতওয়া প্রদান থেকে বিরত রইলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র)....আবূ জুহায়ফা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর বাতহায় অবস্থানকালে আযান দিতে দেখেছি। তিনি তখন ঘুরে ঘুরে এদিকে ওদিকে মুখ করছিলেন এবং তাঁর দু'আংগুল ছিল তাঁর দু'কানে। (বর্ণনা কারী বলেন,) রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর একটি লাল বর্ণের, আমার যতদূর মনে পড়ে চামড়ার তৈরী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাবী বলেন, বিলাল (রা) একটি ছোট বর্শা

নিয়ে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে সেটি পুঁতে দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করলেন বাতহায় কিন্তু আবদুর রায্যাক (র) বলেন, তাঁকে (উর্ধ্বতন রাবী সুফিয়ান কে আমি মক্কায় কথাটি বলতে শুনেছি) তাঁর সামনে দিয়ে (সুতরাং রূপে ব্যবহৃত বল্লমের অপর পাশ দিয়ে) কুকুর, নারী ও গাধা চলাচল করছিল এবং তাঁর গায়ে শোভা পাচ্ছিল এক জোড়া লাল পোষাক আজো যেন, আমি তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আমি আবতাহে নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন একটি লাল তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল (রা) তখন নবী করীম (সা)-এর উযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। (তখন সে পানির বরকত লাভের জন্য হৈচৈ পড়ে গেল) কেউ কিছু পেল, কেউ ছিটা ফোঁটা পেয়ে ধন্য হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল (রা) আযান দিলেন। আমি তাঁর মুখ ঘুরানো প্রত্যক্ষ করছিলাম, কখনো এদিকে বা কখনো ওদিকে অর্থাৎ ডানে বাঁমে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাঁর জন্য একটি ক্ষুদে বল্লম পূঁতে দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর পরিধানে ছিল একটি লাল জুব্বা কিংবা লাল জোড়া পোষাক (জামা ও লুংগী), আমি যেন (এখনও) তাঁর গোছাদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি। তিনি আমাদের নিয়ে একটি বল্লম সামনে রেখে যুহর কিংবা আসর সালাত দুই রাক'আত আদায় করলেন। (সামনে দিয়ে) নির্বিবাদে মেয়ে লোক, কুকুর ও গাধা চলাচল করছিল।

তারপর মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দু'রাকআত করে আদায় করতে থাকলেন। বর্ণনাকারী কখনো কখনো বলেছেন-যুহর এবং আসর, দু'রাকআত (করে) আদায় করলেন। প্রধান ইমামদ্বয় তাদের দুই সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীস সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। আহমদ (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র) আবু জুহায়ফা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুপুর বেলা কংকরময় মাঠে বেরিয়ে এসে উযু করলেন এবং যুহর দুই রাকআত আদায় করলেন। তখন তাঁর সামনে (সুতরাং রূপে) ছিল একটি ছোট্ট বল্লম। এ রিওয়ায়াতে আওন অতিরিক্ত যোগ করেছেন। আমাদের সামনে দিয়ে গাধা ও নারীরা চলাচল করছিল। (মুহাম্মদ ইবন জা'ফরের অন্যতম শায়খ) হাজ্জাজ (রা)- এ হাদীসে অতিরিক্ত বলেছেন। তারপর লোকেরা দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে ধরে তা নিজেদের মুখমণ্ডলে লাগিয়ে নিচ্ছিল। আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমিও তাঁর হাত ধরলাম এবং তা আমার মুখে লাগালাম। আমি অনুভব করলাম যে, বরফের চাইতে শীতল ও মিশকের চাইতে অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের গ্রন্থকারদ্বয় শু'বা (র)-এর হাদীস সংগ্রহ হতে এ হাদীস পূর্ণাংগ আহরণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মিনা অভিমুখে যাত্রা ও নবী করীম (সা)-এর ভাষণ ও ইহ্রাম তালবিয়া প্রসংগ

পূর্বেই যেমন বিবৃত করেছি, নবী করীম (সা) রবিবার হতে বুধবার পর্যন্ত আবতাহে অবস্থান করলেন এবং হাদীবিহীন লোকেরা হালাল হয়ে গেল। আলী (রা) এ সময় ইয়ামান হতে তাঁর সহযাত্রী মুসলমান কাফেলা ও অর্থ সম্পদ সহকারে আগমন করলেন। প্রথম বারের তাওয়াফের পরে নবী করীম (সা) আর কা'বায় ফিরে গেলেন না। তারপর নবী করীম (সা) বৃহস্পতিবারের সকালে আবতাহে সে দিনের ফজর সালাত আদায় করলেন। এ দিনটি ইয়াওমুত-তারবিয়া নামে অভিহিত এবং এ দিন মিনা অভিমুখে যাত্রা করা হয়, বিধায় এদিকে মিনা দিবসও বলা

হয়। নবী করীম (সা) এ দিনের আগের দিন খুতবা দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে। পূর্ববর্তী দিনটি যেমন কোন কোন তালীক[১] রিওয়ায়াত আছে, ইয়াওমুয্-যীনা সাজ-সজ্জা দিবস নামে অভিহিত। কেননা, ঐ দিন গদী–জীন, মালা ইত্যাদি পরিয়ে উট সাজানো হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত।

হাফিজ বায়হাকী বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ (র) (নাফি) ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তালবিয়া দিবসে নবী করীম (সা) ভাষণ দিলে তাতে তিনি লোকদের হজ্জের রীতি নীতি বিষয়ে অভিহিত করলেন। দুপুরের আগে মতান্তরে দুপুরের পরে নবী করীম (সা) মিনার উদ্দেশ্যে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। আর যাঁরা হালাল হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরাও মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন এবং তাদের বাহন গন্তব্যভিমুখে চলার জন্য উদ্যত হলে আবতাহে তাঁরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। আবদুল মালিক (র) আতা সূত্রে জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে উদ্ধৃত করে বলেছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আগমন করলাম এবং (উমরা পালন করে) হালাল হয়ে গেলাম। যিলহজ্জের আট তারিখ হলে আমরা মক্কা পিছনে রেখে হজ্জের তালবিয়া উচ্চারণ করলাম। বুখারী (র) সুনিশ্চিত তালীকরূপে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। মুসলিম (র) বলেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা হালাল হয়ে গেলে নবী করীম (সা) আমাদের হুকুম দিলেন যেন, আমরা মিনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেই। জাবির বলেন, আমরা আবতাহে ইহরাম বাঁধলাম। উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) ইবন উমর (রা)-কে বললেন, আপনাকে লক্ষ্য করলাম, আপনি মক্কায় অবস্থান কালে লোকেরা (যিলহজ্জের) চাঁদ দেখা মাত্রই ইহরাম বাঁধে কিন্তু আপনি আট তারিখ পর্যন্ত ইহরাম না বেঁধেই থাকেন। তিনি বললেন, নবী করীম (সা)-কে নিয়ে তাঁর বাহন উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত তাঁকে আমি তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনি নি (এক দীর্ঘ হাদীসের আওতায় বুখারী (র) হাদীসে রিওয়ায়াত করেছেন)। বুখারী (র) আরো বলেন, আতা (র)-কে মিনা অতিক্রম কারীর হজ্জের তালবিয়া পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, ইবন উমর (রা) আট তারিখে যুহর সালাত আদায়ের পর তাঁর বাহনে স্থির হলে তালবিয়া উচ্চারণ করতেন। আমার (গ্রন্থকার) মতে, ইব্ন উমর (রা) প্রথমে উমরা পালনকারীরূপে হজ্জে আগমন করলে এরূপই করতেন। উমরা হতে হালাল হয়ে যেতেন এবং আট তারিখ আগত হলে মিনা অভিমুখে রওয়ানাকালে তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে চলতে উদ্যত না হওয়া পর্যন্ত তালবিয়া উচ্চারণ করতেন না। যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল-হুলায়ফায় যুহর সালাত আদায়ের পরে তার বাহন তাকে নিয়ে চলতে উদ্যত না হলে ইহরাম তালবিয়া আদায় করতেন না। তবে নবী করীম (সা) আট তারিখ আবতাহে যুহর সালাত আদায় করেন নি। তিনি তো তা আদায় করেছিলেন মিনায় পৌঁছে এবং এ বিষয়টিতে কোন মতপার্থক্য নেই।

বুখারীর অনুচ্ছেদ ঃ শিরোনাম, তালবিয়া দিবসে যুহর সালাত কোথায় আদায় করা হবে ?

আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র) আবদুল আযীয ইবন রুফায় (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে যা আয়ত্ব

---

১. বুখারীর অনুচ্ছেদ শিরোনামে উদ্ধৃত সনদ বিহীন রিওয়ায়াত।-অনুবাদক।

করে রেখেছেন তা হতে আমাকে অবহিত করুন যে, আট তারিখের যুহর, আসর, কোথায় আদায় করা হবে? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, তা হলে প্রত্যাবর্তন দিবস (বার/তের তারিখে) আসর, সালাত কোথায় আদায় করেছিলেন ? তিনি বললেন, আবতাহে। তারপর (আনাস রা) বললেন, তোমার শাসকগণ যেমন করে, তুমিও তেমন করবে। ইবন মাজা (র) ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সংকলকগণ এ হাদীস ইসহাক ইবন ইউসুফ আল আযরাক (র), সুফিয়ান ছওরী থেকে (পূর্বোক্ত সনদে) বিভিন্ন সনদে উদ্ধৃত করেছেন বিধায় আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন। তবে হাসান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। তারপর বুখারী (র) আলী (রা) আবদুল আযীয ইবন রুফায় (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন। আমি আনাস (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করলাম, ইসমাঈল ইব্ন আবান (র).... আবদুল আযীয (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি তালবিয়া দিবসে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম তখন গাধায় চড়ে গমনরত অবস্থায় আনাস (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল। আমি বললাম, এ দিনে নবী করীম (সা) যুহর সালাত কোথায় আদায় করেছিলেন ? তিনি বললেন, লক্ষ্য রাখবে তোমার আমীররা যেখানে সালাত আদায় করবেন তুমিও সেখানে আদায় করবে।

আহমদ (র) বলেছেন, আসওয়াদ ইবন আমির (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন। আহমদ (র) আরো বলেন, আসওয়াদ ইবন আমির (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) তালবিয়া দিবসে যুহর সালাত মিনায় আদায় করেছেন এবং আরাফা দিবসের (নয় তারিখ) ফজরের সালাতও তথায় আদায় করেছেন। আবূ দাউদ (র) এ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন যুহায়র ইবন্ হারব (র)....(আ'মাশ সূত্রে ঐ সনদে)। তবে তাঁর ভাষ্য হল যুহর সালাত আরাফা দিবসে মিনায়। তিরমিযী (র) এ হাদীস আহরণ করেছেন আল আশাজ (র) (আমাশ) হতে, অনুরূপ অর্থ সম্পন্ন হাদীস। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, শু'বা (র) যে সব হাদীস মিকসাম (র) হতে হাকাম (র)-এর শ্রুত বলে পরিগণিত করেছেন এ হাদীসটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তিরমিযী (র) আরো বলেন, আবু সাঈদ আল আশাজ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও (পরের দিন) ফজর সালাত আদায় করলেন। তারপর ভোর বেলা আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তারপর তিরমিযী (র) বলেছেন (এ হাদীসের মধ্যবর্তী) রাবী ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। তবে এ প্রসংগে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতেও রিওয়ায়াত রয়েছে। ইমাম আহমদ (র) বলেছেন,[১] নবী করীম (সা)-কে দেখেছেন এমন ব্যক্তি হতে এ মর্মে যে, নবী করীম (সা) তারবিয়া দিবসের অপরাহ্ণে মিনায় গমন করলেন, তাঁর পাশে ছিলেন বিলাল (রা) একটি কাঠের মাথায় একটি কাপড় নিয়ে যা দিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছায়া

১. মূল পাণ্ডুলিপিতে এ স্থানটি সাদা রয়েছে।

দিচ্ছিলেন– অর্থাৎ উত্তাপের কারণে। এটি একাকী আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত। আর শাফিঈ (র) তো স্পষ্ট ভাষ্য দিয়েছেন যে, নবী করীম (সা) আবতাহ হতে মিনার উদ্দেশ্য আরোহণ করেছিলেন দুপুরের পরে। তবে তিনি যুহর সালাত আদায় করেছিলেন মিনায়। সুতরাং এ হাদীসটি বিষয়টির প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যায়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

জা'ফর (র) জাবির (রা)-এর সনদের হাদীসে আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) এবং অন্য যাদের সাথে হাদী ছিল তাঁরা ব্যতীত সকল লোক হালাল হয়ে গেল এবং চুল ছেটে নিল। তারবিয়া (অষ্টম) দিবস আগত হলে তাঁরা মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিল এবং হজ্জের ইহরাম-তালবিয়া শুরু করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও (পরের দিনের) ফজর সালাতসমূহ আদায় করলেন। তারপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অল্প সময় অপেক্ষা করে রইলেন এবং পশমের তৈরী তাঁর একটি তাবূ খাটাবার নির্দেশ দিলে তাঁর জন্য তা খাটানো হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এগিয়ে চললেন। কুরায়শীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, তিনি মাশআরুল হারামে (মুযদালিফায়)-ই অবস্থান করবেন (হরমের সীমা ছাড়িয়ে আরাফাতে যাবেন না), যেমন কুরাইশীরা জাহিলী যুগে (তাদের জাত্যাভিমানের কারণে) করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) (হরমের সীমানা) অতিক্রম করে আরাফায় উপনীত হলেন। সেখানে নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু তৈরী করা হয়েছে দেখতে পেয়ে তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে তিনি তাঁর বাহন কাসওয়া নিয়ে আসতে বললে তাতে গদী বসানো হল। তিনি উপত্যকার নিম্নভূমিতে এসে লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের জন্য মর্যাদা সম্পন্ন তোমাদের এ নগরে, তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ দিনটির মর্যাদার ন্যায়। শুনে রেখ জাহিলী যুগের প্রতিটি বিষয় আমার দুপায়ের তলায় দলিত। জাহিলী যুগের সব রক্তপণ রহিত, প্রথম যে রক্তপণ রহিত ঘোষণা করছি তা আমাদের প্রাপ্য রক্তপণ– রাবীআ ইবনুল হারিছ-এর পুত্রের রক্তপণ, যে বনু সাদে স্তন্য পানরত ছিল। হুলায়লীরা তাকে খুন করেছিল। জাহিলী যুগের সূদ রহিত, প্রথম যে সূদ রহিত করছি তা আমাদের প্রাপ্য সূদ আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের পাওনা সূদ, তার সম্পূর্ণই রহিত। তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহর ভয় করে চলবে।

কেননা, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানত সূত্রে; তাদের লজ্জাস্থান হালাল করেছো আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে। তাদের উপরে তোমাদের হক ও দাবী হল তারা তোমাদের অপসন্দনীয় কাউকে তোমাদের শয্যা মাড়াতে দিবে না। এমন করলে তোমরা তাদের যখম সৃষ্টি না করে প্রহার করতে পারবে। আর তোমাদের উপরে তাদের হক ও দাবী হল সংগতভাবে তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করা। তোমাদের মাঝে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা আঁকড়ে থাক, তবে আমার পরে কক্ষণো পথহারা হবে না, (তা হল) আল্লাহর কিতাব। আর তোমরা আমার বিষয় জিজ্ঞাসিত হবে, তোমরা তখন কী বলবে ? তারা বললেন আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন, আপনি কল্যাণ কামনা করেছেন। নবী করীম (সা) তখন তার শাহাদাত আংগুল দিয়ে ইংগিত করে আংগুলটি আকাশের দিকে উঁচু করছিলেন আবার জনতার দিকে নামিয়ে আনছিলেন।

তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন। তিনবার।

আবূ আবদুর রহমান (ইমাম) নাসাঈ (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুজর (র) আম্‌র আস সাদী সূত্রে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের আরাফা দিবসের খুতবায় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি—

اعلموا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا كحرمة شهركم هذا كحرمة بلدكم هذا-

জেনে রেখো তোমাদের জান, তোমাদের মাল ও তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য মর্যাদা সম্পন্ন তোমাদের এ দিনের মর্যাদাও ন্যায়। তোমাদের এ মাসের মর্যাদার ন্যায় এবং তোমাদের নগরীর মর্যাদার ন্যায়।

আবূ দাউদ (র) এ অনুচ্ছেদ শিরোনাম ঃ আরাফার মিম্বারের উপরে খুতবা প্রদান প্রসংগ

হান্নাদ (র) বনূ যামরার জনৈক ব্যক্তি তাঁর পিতা কিংবা চাচার বরাতে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি। তিনি আরাফায় একটি মিম্বারের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। এ হাদীসের সনদ দুর্বল । কেননা, এতে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি রয়েছে। তা ছাড়া জাবির (রা)-এর পূর্বোল্লিখিত দীর্ঘ হাদীস বিবৃত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) তাঁর কাসওয়া উষ্ট্রীর পিঠে থেকে খুতবা দিয়েছিলেন। আবূ দাউদ (র) তারপর বলেছেন, মুসাদ্দাদ (র) নুবায়ত (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরাফায় অবস্থানকালে একটি লাল উটের পিঠে উপবেশনরত অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছেন। এ সনদে ও অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছেন।

তবে জাবির (রা)-এর হাদীসে তার সমর্থন রয়েছে। আবূ দাউদ (র)-এর পরবর্তী বক্তব্য হান্নাদ ইব্‌নুস সারী ও উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) উছমান বর্ণনা করেন যে, আল ইদা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হাওযা অথবা খালিদ ইব্‌নুল ইদা ইব্‌ন হাওযা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি আরাফা দিবসে উটের পিঠে দুই পাদানীতে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে। আবূ দাউদ (র) বলেন, আল আলা (র) ও ওয়াকী সূত্রে হান্নাদ (র)-এ বর্ণনানুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম (র) আল ইদা ইব্‌ন খালিদ (রা) হতে অনুরূপ অর্থ সম্পন্ন। সহীহ্ বুখারী মুসলিম ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আরাফাত খুতবা দিতে শুনেছি–

من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل-

যার চপ্পল নেই সে (চামড়ার) মোজা পরবে। যার ইযার (খোলা লুংগী) নেই সে পাজামা পরবে (মুহরিম ব্যক্তির জন্য বলছিলেন)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (র) তার পিতা আব্বাস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আরাফাতে অবস্থানকালে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী উচ্চস্বরে লোকদের শোনাচ্ছিলেন তিনি হলেন, রাবীআ ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

قل ايها الناس ان رسول الله يقول هل تدرون اى شهر هذا-

বল লোক সকল! আল্লাহর রাসূল বলছেন, তোমরা জান কী এটি কোন মাস ? তারা বলল, আশ শাহরুল হারাম, পবিত্র মাস। তারপর বললেন—

قل لهم ان الله قد حرم عليكم دماء كم كحرمة شهركم هذا-

তাদের বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের জান মাল মর্যাদা সম্পূর্ণ করেছেন এ মাসের মর্যাদার ন্যায়। তারপর বললেন—

قل ايها الناس ان رسول الله يقول هل تدرون اى بلد هذا-

বল, লোক সকল! তোমরা জান কী এটি কোন নগরী ? (পূর্ণ হাদীস উল্লেখ্য করেছেন) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেন, লায়ছ ইব্‌ন আবু সুলায়মান (শাহর ইব্‌ন হাওশার সূত্রে) আমর ইব্‌ন খারিজা (রা) হতে। তিনি বলেন, আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা) কোন প্রয়োজনে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি তখন আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাকে বিষয়টি পৌছে দিলাম। তারপর তার উষ্ট্রীর (মুখের) নীচে দাঁড়িয়ে গেলাম এভাবে যে, তার লালা আমার মাথায় ঝরছিল। আমি তখন তাকে বলতে শুনলাম—

ايها الناس ان الله ادى الى كل ذى حق حقه- وانه لا يجوز وصية لوارث - والولد للفراش وللعاهر الحجر - ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا-

লোক সকল! আল্লাহ পাক প্রতিটি হকদারের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মীরাছের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন)। আর ওয়ারিছের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ নয়। সন্তান বিছানার (অধিকারীর) জন্য (অর্থাৎ আইনগত স্বামীর জন্যই)। ব্যভিচারীর জন্য পাথর। যে তার পিতা ব্যতীত কারো নামে বংশ সূত্রে দাবী করবে কিংবা নিজের মনিব ব্যতীত অন্য কাউকে মনিব সাব্যস্ত করবে তার উপরে আল্লাহর লা'নত এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের অভিশাপ; আল্লাহ তার কোন নফল কিংবা ফরয (ইবাদত) কবুল করবেন না। তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন কাতাদা (র)-এর বরাতে (শাহর ইব্‌ন হাওসাব সূত্রে) : আমর ইব্‌ন খারিজা (রা) হতে অনুরূপ। তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।

(আমার মতে) কাতাদা (র)-এর সাথে এ হাদীসের সনদ সংযুক্ত থাকার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। (এ খুতবার পরে দশ তারিখে নবী করীম (সা) যে গুরুত্বপর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন তা তাঁর উপদেশমালা, প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও নবী আদর্শের নীতি বাণীসহ অনতিবিলম্বে আলোচনা করব। ইনশআল্লাহ)।

বুখারী (র) প্রদত্ত অনুচ্ছেদ শিরোনাম

প্রত্যুষে আরাফার উদ্দেশ্যে মিনা হতে প্রস্থান কালে তালবিয়া ও তাকবীর প্রসংগ। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে সকাল বেলা মিনা হতে আরাফার দিকে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করা হলো এ দিনে আপনারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে থেকে কী রূপ

করতেন? তিনি বললেন, আমাদের মাঝে যার ইচ্ছা তালবিয়া উচ্চারণ করছিল। তাকে বাধা দেয়া হচ্ছিল না এবং আমাদের মাঝে যার ইচ্ছা তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিল, তাকে তাতে বাধা দেয়া হচ্ছিল না। মুসলিম (র) এ হাদীসখানা আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, (খলীফা) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের কাছে হজ্জের ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)- এর অনুসরণ করার নির্দেশ লিখে পাঠালেন। আরাফা দিবসে সূর্য ঢলে পড়ার সময় আমাকে সংগে নিয়ে ইব্ন উমার (রা) তাঁর তাবুর কাছে এসে আওয়ায দিলেন, এ লোক কোথায় ? তখন হাজ্জাজ তার কাছে বেরিয়ে এলে ইব্ন উমার (রা) বললেন, চলুন, হাজ্জাজ বলল, এখন? ইব্ন উমর (রা) বললেন, হাঁ। হাজ্জাজ বলল, একটু সময় দিন, একটু গায়ে পানি ঢেলে আসি। তখন ইব্ন উমার (রা) নেমে পড়লেন এবং হাজ্জাজ বেরিয়ে আসলে আমরা চলতে লাগলাম। হাজ্জাজ ছিল আমার পিতা ও আমার মাঝখানে। আমি তাকে বললাম, আপনি আজকের সুন্নাত (নিয়ম) সঠিকভাবে পালন করতে চাইলে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করবেন এবং উকুফ (অবস্থান) শুরুর ত্বরান্বিত করবেন। তখন ইব্ন উমার (রা) বললেন, সে যথার্থই বলেছে। বুখারী (রা) কা'নাবী (র) হতে ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন আশহাব ও ইব্ন ওয়াহাব (র) সূত্রে মালিক (র) থেকে।

বুখারী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করার পরে বলেছেন। লায়ছ (র) বলেছেন (একায়ল) সালিম (র) হতে এ মর্মে যে, ইবনুয যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযানকালে হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল। এ অবস্থান ক্ষেত্রে (আরাফায়) আপনি কী রূপ করেন? সালিম (রা) বললেন, আপনি যদি সুন্নাত অনুসরণ করতে চান তবে আরাফা দিবসে সালাত আদায় ত্বরান্বিত করবেন। তখন ইব্ন উমার (রা) বললেন, সে যথার্থ বলেছে, তাঁরা (সাহাবীগণ) সুন্নাত অনুসারে যুহর ও আসর একত্রিত করে আদায় করতেন। রাবী আমি, সালিম (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও কি তাই করেছেন? তিনি বললেন, তা সুন্নত ছাড়া আর কী হতে পারে ? আবূ দাউদ (র) বলেন, আহম্মদ ইব্ন হাম্বল (র) ইব্ন উমার (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফা দিবসের (নয় তারিখে) প্রত্যুষে ফজর সালাত আদায়ের পর মিনা রওয়ানা হলেন এবং নামিরায় অবতরণ করলেন। নামিরায় হল আরাফায় অবস্থানের জন্য ইমামের অবস্থান স্থল।

অবশেষে জুহর সালাতের সময় হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্বরা করে বেরিয়ে পড়লেন এবং যুহর ও আছর একত্রিত করে আদায় করলেন। জাবির (রা) ও তাঁর হাদীসে পূর্বোল্লিখিত খুতবার বিবরণ দেয়ার পরে অনুরূপ উল্লেখ্য করে বলেছেন। তারপর বিলাল (রা) আযান দিলেন, তারপর ইকামাত বললেন, তখন নবী করীম (সা) যুহর আদায় করলেন। তারপর আবার বিলাল (রা) ইকামত বললেন, নবী করীম (সা) আসর সালাত আদায় করলেন এবং এ দুয়ের মাঝে আর কোন সালাত (সুন্নাত নফল) আদায় করলেন না। এ বর্ণনার দাবী হল– নবী করীম (সা) প্রথমে খুৎবা দেয়ার পরে সালাত আদায় করা হল এবং দ্বিতীয় খুতবার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। ওদিকে ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) প্রমুখও জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জ সম্পর্কে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আরাফার অবস্থান ক্ষেত্রের দিকে চললেন, সেখানে প্রথম খুতবা দিলেন, তারপর বিলাল (রা) আযান

দিতে লাগলেন। তারপর নবী করীম (সা) দ্বিতীয় খুতবা দিতে লাগলেন এবং তিনি খুতবা শেষ করলেন, ওদিকে বিলালও আযান শেষ করলেন। তারপর বিলাল (রা) ইকামত বললে নবী করীম (সা) যুহর সালাত আদায় করলেন; তারপর বিলাল ইকামত দিলে আসর সালাত আদায় করলেন। বায়হাকী (র) বলেছেন, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ ইয়াহয়া (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম (র) জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারীতে আরোহণ করে আরাফার অবস্থান ক্ষেত্রে গমন করলেন। তিনি তাঁর উটনী কাসওয়ার পেট রাখলেন পাথরের বিশাল খণ্ডগুলোর দিকে আর পথচারী জনতাকে রাখলেন তাঁর সামনে এবং তিনি কিবলামুখী হলেন।

আরাফা দিবসে রাসূল (সা)-এর সিয়াম প্রসংগ

বুখারী (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ইব্‌ন ওয়াহাব, মায়মূনা (রা) হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা নবী করীম (সা)-এর সিয়াম পালনের ব্যাপারে দ্বিধায় পড়ে গেল। আমি তার কাছে দুধ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তখন অবস্থান ক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন। তিনি সে পাত্র হতে পান করলেন আর লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। মুসলিম (র) এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) ইব্‌ন ওয়াহাব হতে ঐ সনদে। বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদ কৃত গোলাম উমায়র (র) হতে তিনি উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিছ (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তাঁর কাছে একদল লোক আরাফা দিবসে নবী করীম (সা)-এর সিয়াম পালন বিষয় বিতর্কে লিপ্ত হল। কেউ কেউ বলল, তিনি রোযা আছেন। আবার কেউ বলল, তিনি রোযা রাখেননি। তখন তিনি (উম্মুল ফাযল) তাঁর কাছে এক পাত্র দুধ পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (সা) তখন তাঁর উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তিনি সে দুধ পান করলেন। বুখারী, মুসলিম আরো একাধিক সূত্রে আবুন নাযর (র) হতে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ উম্মুল ফাযল হলেন, উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা বিনতুল হারিছ (রা)-এর বোন। এদের দুজনের দুধ পাঠানোর ঘটনা অভিন্ন। তবে তাদের প্রত্যেকের সাথে দুধ পাঠানোর সম্পৃক্তি যথার্থ হয়েছে। কেননা, তারা একত্রে একই স্থানে ছিলেন এবং সেখান হতে দুধ পাঠানো হয়েছিল। তবে হাঁ, এমনও হতে পারে যে, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পাঠিয়েছিলেন কিংবা একের পরে অন্য জন পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহই সমধিক অবগত। ইমাম আহমদ (র) বলেন। ইসমাঈল (র) সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হতে তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সামনে গেলাম তিনি তখন আরাফায় ছিলেন এবং তিনি একটি ডালিম খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফায় রোযা ছিলেন না। উম্মুল ফাযল তাঁর কাছে দুধ পাঠালে তিনি তা পান করেছিলেন। আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী ইব্‌ন আবূ যি'ব (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা (সাহাবীগণ) আরাফা দিবসে নবী করীম (সা)-এর সিয়াম পালনের ব্যাপারে বিতণ্ডায় লিপ্ত হলে উম্মুল ফাযল (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে দুধ পাঠালে তিনি তা পান করলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক ও আবূ বকর (র)....আতা (র) থেকে বলেন, তিনি আরাফার দিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ফাযল ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে খানা খাওয়ার জন্য ডাকলে তিনি বললেন, আমি তো সিয়াম পালন করছি।

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, (আজ) সিয়াম পালন করো না। কেননা, আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি পাত্র পাঠানো হল– যাতে দুধ ছিল। তিনি তা থেকে পান করলেন। অতএব তুমি সিয়াম পালন করো না। কেননা, লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করবে।

আনুষংগিক বিভিন্ন প্রসংগ ঃ বুখারী (র) বলেন, সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে আরাফায় অবস্থান করছিলেন, ইতোমধ্যে সে তাঁর বাহন হতে পড়ে গেল। উটনীটি তাঁকে ফেলে দেয়ার ফলে তাঁর ঘাড় মটকে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা (মিশিয়ে) দিয়ে গোসল দিবে। তাঁকে (তাঁর ইহরামের) দুই কাপড় কাফন পরাবে, তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না। তাঁর মাথা আবৃত করবেনা এবং তাঁকে হানূত (কর্পূর ইত্যাদি) মাখাবে না। কেননা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত করবেন। মুসলিম (র) ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবুর রাবী আয যাহরানী (র) হতে, নাসাঈ (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম অর্থাৎ ইব্ন রাহওয়ায়াহ (র), আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ামুর আদ-দীলা (রা) হতে তিনি বলেন, আমি আরাফায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি। তখন নাজদবাসী একদল লোক তাঁর কাছে এসে তাঁকে হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

الحج عرفة فمن ادرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقدتم حجه-

আরাফায় অবস্থান হজ্জ। সুতরাং মুযদালিফার রাতের ফজর শুরু হওয়ার আগে যাঁরা আরাফার রাত (এর অবস্থান) পেয়ে যাবে তাঁদের হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। সুনান গ্রন্থসমূহের অন্যান্য সংকলনবৃন্দ এ হাদীস সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে নাসাঈ (র) শু'বা (র) হতেও অতিরিক্ত একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন।

নাসাঈ (র) বলেন, কুতায়বা (র) ইয়াযীদ ইব্ন শায়বান (রা) হতে। তিনি বলেন, আমরা আরাফার অবস্থান ক্ষেত্রের এক দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থানরত ছিলাম। তখন ইব্ন মারবা আল আনসারী (রা) আমাদের সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর দূত। তিনি তোমাদের বলছেন, তোমরা তোমাদের নিদর্শনাবলী ও স্মৃতিচিহ্নসমূহে স্থিতিবান থাকবে। কেননা, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হয়েছো। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে ঐ সনদে। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন– এর সনদ (হাসান)। আমর ইব্ন দীনার (র) হতে প্রাপ্ত সুফিয়ান (র)-এর হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসের পরিচিতি আমরা পাই নি। আর ইব্ন মারবা-এর নাম হল যায়দ ইব্ন মারবা আল আনসারী (রা)। তাঁর সূত্রে মাত্র এই একটি হাদীসই পাওয়া যায়। তিরমিযী (র) আরো বলেন, এ প্রসংগে আলী, আইশা, জুবায়র ইব্ন মুতইম ও শারীদ ইব্ন সুওয়ায়দ (রা) হতেও রিওয়ায়াত রয়েছে।

জাবির (রা) হতে– মুসলিম (র)-এর এ রিওয়ায়াত আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف আমি এখানে উকুফ করেছি। তবে গোটা

আরাফাতই অবস্থান উকূফস্থল। মালিক (র) তার মুআত্তায় অতিরিক্ত বলেছেন, وارفعوا عن بطن عرفة- তবে নিম্ন ভুমি হতে দূরে থাকবে।

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফা অবস্থান কালে নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ

নবী করীম (সা) আরাফার দিন রোযা অবস্থায় ছিলেন না, একথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, সেখানে সিয়াম পালনের চাইতে সিয়াম বিহীন অবস্থায় থাকাই উত্তম। কেননা, তাতে দু'আ করার ব্যাপারে শক্তি সামর্থ পাওয়া যায়, যা ঐ দিনের এবং ঐ স্থানের আসল লক্ষ্য। এ কারণেই নবী করীম (সা) বাহনারোহী হয়ে দুপুর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। আবূ দাউদ আত তায়ালিসী (র) এ প্রসংগে তাঁর মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন। হাওশাব ইব্‌ন আকীল (র) হতে....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে (তিনি) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি আরাফাতে অবস্থান কালে আরাফার দিনের (যিলহজ্জের নয় তারিখের) সিয়াম পালন নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র), ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমা (রা) থেকে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর বাড়িতে তাঁর কাছে গেলাম এবং আরাফাতে অবস্থান কালে আরাফার দিনের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আরাফাতে আরাফার দিনের রোযা থাকতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। অনুরূপ আহমদ (র) এ হাদীস ওয়াকী হাওশাব (র) সনদেও উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদ (র) নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজা বিভিন্ন সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ উসামা আল কালবী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আরাফাতে অবস্থানকালে আরাফার দিনের রোযা রাখতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন। বায়হাকী (র) মন্তব্য করেছেন যে, (আবু উসামার শায়খ হাসান এর শায়খ) হারিছ ইব্‌ন উবায়দ এভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু সংরক্ষিত সনদে রয়েছে ইকরিমা হতে। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হতে। আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান আল বুসতী (র) তার সহীহ্-এ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন্ আমর (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তাকে আরাফা দিনের সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে হজ্জ করেছি। তিনি ঐ সিয়াম পালন করেন নি। আবূ বকর (রা)-এর সংগেও হজ্জ করেছি, তিনি ও ঐদিনের সিয়াম পালন করেন নি, উমর (রা)-এর সাথেও....তিনি ঐ দিন রোযা রাখেন নি। আর আমিও– আমি সিয়াম পালন করি না এবং কাউকে তার হুকুমও দেই না, আবার কাউকে তা নিষেধও করি না।

দু'আসমূহ ঃ ইমাম মালিক (র) বলেন, যিয়াদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র)–তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরায়য (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—

افضل الدعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله لا شريك له-

আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠ দু'আ এবং আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের শ্রেষ্ঠ দু'আ "লা-ইলাহা ইল্লালাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু", এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। যিনি একক ও লা শরীক। বায়হাকী (র) বলেছেন এ হাদীসখানা মুরসাল। ইমাম মালিক (র) হতে

পালনকারী গোলাম বলল, তিনি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছেন না। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) এখানে পৌঁছলে পেশাব করতেন। তাই তিনি (ইবন উমার)-ও এখানে তা করা পসন্দ করেছেন।

বুখারী (র) বলেন, মূসা জুওয়ায়রিয়া (র) নাফি (র) হতে--তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রিত করে আদায় করতেন। তবে তিনি সে গিরিপথ দিয়ে চলতেন যে পথে নবী করীম (সা) চলেছিলেন এবং সেখানে প্রবেশ করে ইসতিনজা ও উযূ করতেন এবং মুযদালিফায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না। এ সূত্রে বুখারী (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, তিনি বলেন, আদম ইবন আবু যিব (র)....ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্র করে আদায় করলেন, প্রতি সালাত স্বতন্ত্র ইকামতে; এ দুয়ের মাঝে কিংবা এর কোন সালাতের অব্যবহিত পরে তাসবীহ (নফল সালাত) আদায় করেন নি। মুসলিম (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন উমর (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন, পরবর্তী বর্ণনায় মুসলিম (র) বলেন, হারমালা (র) ইবন উমার (রা) সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিব তিন রাক'আত আদায় করলেন এবং ইশা আদায় করলেন দুই রাক'আত। তাই আবদুল্লাহ্ (রা)-ও আজীবন মুযদালিফায় অনুরূপ পন্থায় সালাত আদায় করেছেন। তারপর মুসলিম (র) শু'বা, সাঈদ ইবন জুবায়ের সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) আবূ ইসহাক (র) হতে.... তিনি বলেন, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেছেন, আমরা ইব্ন উমর (রা)-এর সংগে (ইফাযা: করে অর্থাৎ) আরাফাত থেকে রওয়ানা করে মুযদালিফায় পৌঁছলাম। তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিব ও 'ইশা' এক ইমামাতে আদায় করলেন। এরপর ঘরে বসে বললেন রাসূলুল্লাহ (সা) এ স্থানে আমাদের নিয়ে এ ভাবেই সালাত আদায় করেছেন। বুখারী (র) ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী (র)-এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ....উভয় সালাতের জন্য স্বতন্ত্র আযান ইকামত প্রসঙ্গ

আমর ইব্ন খালিদ (র)....আবূ ইসহাক (র) সূত্রে (তিনি বলেন) আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র)-কে আমি বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হজ্জ পালন করলেন। আমরা 'আতামা ('ইশা)-র আযানের সময় কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে মুযদালিফা-য় পৌঁছলাম। আবদুল্লাহ (রা) এক ব্যক্তিকে হুকুম করলে সে আযান দিল ও ইকামত বলল। তিনি মাগরির সালাত আদায় করলেন এবং তারপরে দুই রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তাঁরা রাতের খাবার আনিয়ে তা খেলেন। তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে আযান দিল ও ইকামত বলল। তারপর 'ইশার সালাত দুই রাক'আত আদায় করলেন। পরে ফজরের সময় হলে (একেবারে প্রথম ওয়াক্তে ফজর সালাত আদায় করে) তিনি বললেন, 'এ দিনের এবং এ স্থানের এই সালাত ব্যতীত এত আগ মুহূর্তে নবী করীম (সা) অন্য কোন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন না।" আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, এ দুই সালাত এমন যা স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে–মাগরিব আদায় করা হয় লোকজন মুয্দালিফায় এসে সমবেত হলে, আর ফজর সালাত

অন্য একটি সনদে সংযুক্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে সে সনদটি দুর্বল ও অসমর্থিত। তবে ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী (র) আমর ইব্‌ন শুআয়ব, তাঁর পিতা, তার দাদা সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

افضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير-

আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠ দু'আ এবং আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের বলা উত্তম বাণী "এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। যিনি একক, যার কোন শরীক ও অংশী নেই। রাজত্ব, রাজ্য তারই হামদ স্তুতি তারই এবং তিনিই সব কিছুতেই ক্ষমতাবান। আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতা তাঁর দাদা এ সনদে ইমাম আহমদ (র)-এর আরও একটি রিওয়ায়াত রয়েছে– তিনি বলেন, আরাফার দিনে নবী করীম (সা)-এর দু'আ ছিল, لا اله الا الله....على كل شئ قدير আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মানদা (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আয়্যুব নিশাপুরী (র), ইব্‌ন উমর (রা) হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

আরাফার বিকেল বেলা আমার দু'আ এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দু'আ হচ্ছে।

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير-

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ অর্থাৎ ইব্‌ন আবদ রাব্বিহী আল জারজিসী (র), যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম্মা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন তিনি আরাফায় ছিলেন এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি–

شهد الله انه لا اله الاهو والملائكة واولوالعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم (ال عمران-١٨) وانا على ذالك من الشاهدين يارب -

আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও (এ সাক্ষ্য দেন) (আল্লাহ্) ন্যায় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৩ ঃ ১৮)।

তারপর বললেন, আমিও এ বিষয়ে অন্যতম সাক্ষী হে প্রতিপালক! হাফিজ আবুল কাসিম আত তাবারানী (র) তার কিতাবুল মানাসিক অধ্যায়ে বলেছেন, হাসান ইবন মুছান্না ইবন মু'আয আল-আম্বারী (র) আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন। আরাফার বিকেলে আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের বলা উত্তম কথা لا اله الا الله....على كل شيئ قدي- তিরমিযী (র) তাঁর আদ-দাওয়াত অধ্যায়ে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন হাতিম (রা) আলী (রা)....হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, আরাফা দিবসে অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দু'আ অধিক পরিমাণে করেছিলেন তা ছিল—

اللهم لك الحمد كالذى تقول وخير مما نقول - اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى ولك رب تراثى - اعوذبك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر - اللهم انى اعوذبك من شر ما تهب به الريح-

ইয়া আল্লাহ্; আপনারই জন্য হামদ, আপনি যেমন বলেন, তেমন এবং আমরা যেমন বলি তার চেয়ে উত্তম। ইয়া আল্লাহ্! আপনারই জন্য আমার সালাত, আমার কুরবানীর (আমার দৈহিক ও আর্থিক ইবাদাত) এবং আমার জীবন ও মরণ এবং আপনারই জন্য হে প্রতিপালক! আমার উত্তরাধিকার। আপনার কাছে স্মরণ মাগি কবরের আযাব হতে, মনের ওয়াসওয়াসা এবং বিশৃংখল অবস্থা হতে। ইয়া আল্লাহ্! আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি বায়ু যা নিয়ে চলাচল করে তার অকল্যাণ হতে। তারপর তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি বর্ণনা সূত্রে বিরল এবং এ সনদ সবল নয়। বায়হাকী (র) এ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন মূসা ইবন উবায়দা (র)....আলী (রা) সূত্রে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন আমার পূর্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের এবং আরাফার দিনে আমার অধিকাংশ দু'আ হলো—

لا اله الا الله وحده لا شريك له - له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير- اللهم اجعل فى بصرى نورا وفى سمعى نورا وفى قلبى - اللهم اشر لى صدرى ويسرلى امرى اللهم انى اعوذبك من وسواس الصدر وشتات الامر وشر فتنة القبر وشر مايلج فى الليل وشر مايلج فى النهار وشر ماتهب به الرياح وشر بوائق الدهر-

"এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, যিনি একক, যাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য হাম্‌দ, তাঁরই জন্য রাজ্য এবং এবং তিনি সব কিছুতেই ক্ষমতাবাণ। ইয়া আল্লাহ্! আমার চোখে নূর দিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ্! আমার সিনা উন্মুক্ত ও বিকশিত করে দিন এবং আমার কাছে আমার কাজ সহজ করে দিন! ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই মনের কুমন্ত্রনা হতে, কাজ-কর্মের বিশৃংখলা হতে, কবরের ফিতনা ও পরীক্ষার অকল্যান হতে, রাতে যা অনুপ্রবেশ করে তার অকল্যাণ হতে, বায়ু যা নিয়ে চলাচল করে তার অনিষ্ট হতে এবং সময় ও কাল চক্রের অনিষ্ট হতে।" তারপর বায়হাকী (র) বলেছেন, মূসা ইবন্ 'উবায়দাঃ (র) একাকী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি দুর্বল রাবী, আর তার রিওয়ায়াতের উৎস তার ভাই আবদুল্লাহ্ আলী (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেন নি।

তাবারানী (র) তাঁর মানাসিক-এ বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবন উছমান আন-নাসরী (র) ইবন আব্বাস (রা) হতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব দু'আ করেছিলেন তার মাঝে ছিল—

اللهم انك تسمع كلامى وترمى مكانى وتعلم سرى علانيتى ولا يخفى عليك شيئ من امرى - اناالبائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه - اسألك مسئلة المسكين وابتهل اليك انتهال الذليل وتاذعوك دعاء الخائف الضرير من خصعت لك رقبته وفاضت لك غبرته وذل لك جسده ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤوفا رحيما ياخير الممئولين خير المعطين -

ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমার কথা শুনতে পান, আমার অবস্থান দেখতে পান, আমার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন, আপনার কাছে আমার কোন বিষয়-ই গোপন নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, অভাবী, ফরিয়াদকারী, আশ্রয় প্রার্থী, ভীত-সন্ত্রস্ত, পাপ ও অপরাধের স্বীকারোক্তিকারী! আপনার সকাশে

মিসকীনের ন্যায় ভিক্ষা প্রার্থী, আপনার কাছে হীন দুর্বলের ন্যায় কাকুতি মিনতি কারী। শংকিত পতিতের ন্যায় আপনার কাছে দু'আ করছি–যার গর্দান আপনার সমীপে অবনত, যার অশ্রু আপনার জন্য প্রবাহিত, যার দেহ আপনার কাছে আবনমিত, যার নাক (মর্যাদা) আপনার কাছে ধুলি লুণ্ঠিত। ইয়া আল্লাহ্ আপনার সকাশে দু'আর ওয়াসিলায় আমাকে, হে.প্রতিপালক! দুর্ভাগা বানাবেন না; আমার প্রতি হোন স্নেহশীল, দয়াবান। হে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শ্রবণকারী! হে শ্রেষ্ট দাতা!

হাত তোলা প্রসংগে

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র)....উসামা ইবন যায়দ (র) সূত্রে বলেন, আরাফাতে আমি নবী করীম (সা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম। তিনি দু'আ করার জন্য দু'হাত তুললেন। তখন তাঁর উটনী ঝুঁকে পড়লে তার লাগাম পড়ে গেল। (উসামা বলেন), তিনি এক হাত দিয়ে লাগাম তুলে নিলেন এবং অন্য হাত (দু'আর জন্য) উর্দ্ধ দিকে তুলে রেখেছিলেন। ইমাম নাসাঈ (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন। আবু আবদুল্লাহ্ আল-হাফিজ (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরাফাতে দু'আ করতে দেখেছি। ফকীর-মিসকীনদের খাদ্য ভিক্ষার ভংগিমায় দু'হাত বুক পর্যন্ত তুলে।

উম্মাতের জন্য দু'আ প্রসংগ ঃ

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) তাঁর মুসনাদে বলেছেন, আবদুল কাহির ইবনুস সারীয়া....আব্বাস ইবন মিরদাস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফা দিবসের বিকেল বেলা তাঁর উম্মতের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করলেন এবং খুব বেশী বেশী দু'আ করলেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন যে—

انى قد فعلت الا ظلم بعضهم بعضا - واما ذنو بهم فيما بينى وبينهم فقد غفرتها -

আমি তা (কবূল) করেছি। তাদের পরস্পরের প্রতি জুলুম অনাচার ব্যতীত, আর আমার হক সংক্রান্ত পাপ সমূহ আমি মাফ করে দিলাম। তখন নবী করীম (সা) বললেন, হে প্রতিপালক! আপনি তো ঐ মাযলুমকে তার নিপীড়িত হওয়ার পরিমাণের চাইতে উত্তম বিনিময় দিতে এবং এ জালিমকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু ঐ বিকেলে তার এ দু'আ কবূল করা হল না। পরে মুযদালিফার সকালে (দশ তারিখে) তিনি পুনরায় দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল করলেন। انى قد غفرت لهم "আমি তাদের মা'ফ করে দিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মৃদু হাসতে দেখে কোন কোন সাহাবী তাকে বললেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি এমন একটি সময় হাসলেন যে মুহূর্তে সাধারণত আপনি হাসতেন না। তিনি বললেন, আমি স্মিত হাসি হেসেছি আল্লাহর দুশমন ইবলীসের দুরবস্থা দেখে, সে যখন জানতে পেল যে, মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার দু'আ কবুল করলেন, তখন হায় কপাল, হায় মরণ! বলে চিৎকার জুড়ে দিল এবং নিজের মাথায় ধুলা বালি ছিটাতে লাগল।" আবূ দাউদ সিজিসতানী (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে এ হাদীছটি আব্বাস ইবন মিরদাস-এর সনদে সংক্ষেপে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম ইবন মাজা (র) আয়্যুব ইবন মুহাম্মদ আল-হাশিমী (র) সূত্রে....ঐ সনদে আনুপূর্বিক রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন জারীর (র) তাঁর তাফসীরে এ হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন, ইসহাক ইবন ইবরাহীম আদ-দাবারী (র) উবাদা ইবনুস-সামিত (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

ايها الناس ان الله تطول عليكم فى هذا اليوم فغفرلكم الا التبعات فيما بينكم ووهب مسيئكم لمحسنكم واعطى محسنكم ما سأل فادفعوا بسم الله-

লোক সকল; এ দিনটিতে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের মাগফিরাত দান করেছেন। তবে তোমাদের পারস্পারিক দাবী-দাওয়া (হক্কুল ইবাদ)। তোমাদের সদাচারী পুন্যবানের ওসীলায় তোমাদের অসদাচারী পাপীকে ক্ষমা দান করেছেন এবং পুন্যবানকে তার প্রার্থিত বিষয় দিয়ে দিয়েছেন। বিসমিল্লাহ–আল্লাহ্র নামে এবার (মুযদালিফায়) চলো! পরে তারা মুযদালিফায় থাকা কালে তিনি বললেন—

ان الله قد غفر لصالحكم وشفع لصالحيكم فى طالحيكم تنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق الرحمة فى الارض فتقع على تائب ممن حفظ لسانه ويده - وابليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم فاذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثبور- كنت استفزهم حقبا من الدهر (خوف) المغفرة فغشيتهم فيتفر قون يدعون بالويل الثبور-

আল্লাহ্ তোমাদের পুণ্যবান লোকদের মা'ফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের মন্দ লোকদের জন্য ভাল লোকদের সুপারিশকারী রূপে গ্রহণে সম্মতি দিয়েছেন। রহমত অবতরিত হয়ে সকলকে ব্যাপ্ত করে ফেলবে তারপর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে নিজের জিহবা ও হাত সংরক্ষণকারী প্রত্যেক তাওবাকারীর জন্য বণ্টিত হবে। ওদিকে আল্লাহ তাদের (বান্দাদের) সাথে কী করেন তা দেখার জন্য ইবলীস ও তার দলবল আরাফাতের পর্বতমালায় প্রতীক্ষা করছিল, রহমত নেমে আসলে ইবলীস ও তার দলবল 'হায় মরণ' 'হায় মরণ' চিৎকার জুড়ে দিল। (সে আক্ষেপ করতে লাগল) এক দীর্ঘ যুগ তাদের আমি বিপথগামী হতে উদ্বুদ্ধ করে চলেছিলাম–ক্ষমা প্রাপ্তির আশংকায় (কিন্তু) ক্ষমা তাদের আবৃত করেই ফেলল। তখন তারা হাঁয় মরণ, হাঁয় মরণ বলে ছত্রভংগ হয়ে গেল।

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগত ওহী প্রসংগ

ইমাম আহম্মদ (র) বলেন, জা'ফর ইবন আওন (র)....তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তি এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনারা আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত তিলায়াত করে থাকেন। সে রকম একটি আয়াত আমাদের ইয়াহুদী সমাজের জন্য নাযিল হলে আমরা ঐ (আয়াত নাযিল হওয়ার) দিনটিকে ঈদ দিবস রূপে পালন করতাম। উমর (রা) বললেন, সেটি কোন আয়াত? ইয়াহুদী বলল, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ- اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا- আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (৫ ঃ ৩)। উমার (রা) তখন বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যথার্থ ভাবে সে দিনটির কথা জানি যে দিন এ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং সে বিশেষ মুহূর্তটিও জানি যখন তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নাযিল

হয়েছিল। –সেটি ছিল জুমু'আর দিন আরাফার বিকেল বেলা। বুখারী (র) এটি রিওয়ায়াত করেছেন হাসান ইবনুস-সাবাহ (র)....হতে এবং বুখারী অন্য এক রিওয়ায়াতে এবং মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) কায়স ইবন মুসলিম (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে ঐ সনদে উদ্ধৃত করেছেন।

আরাফাত হতে নবী করীম (সা)-এর আল-মাশ'আরুল হারাম-মুযদালিফা অভিমুখে গমন

জাবির (রা) তার দীর্ঘ হাদীসে বলেছেন, তিনি নবী করীম করতে থাকলেন। অবশেষে সূর্যাস্তের পর দিগন্তে তা হলু (সা) (আরাফা প্রান্তরে) অবস্থান দের আভা মিলিয়ে যেতে থাকলে যখন সূর্য-বৃত্ত অদৃশ্য হয়ে গেল তখন উসামা (রা)-কে নিজের পিছনে সহ-আরোহী করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলতে শুরু করলেন। তিনি কাসওয়া উষ্ট্রীর লাগাম এমন সজোরে টেনে রাখলেন যে, তাঁর মাথা তার উরু ছুতে লাগল।

তিনি তখন তার ডান হাত দিয়ে ইংগিত করে করে বলছিলেন লোক সকল! ধীর স্থিরে! শান্তভাবে (এগিয়ে চল)! সামনে কোন টিলা পাহাড় পড়লে তাতে চড়া পর্যন্ত উটনীর লাগাম ঢিলা করে দিতেন। এভাবে মুযদালিফায় পৌঁছে সেখানে এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাতদ্বয় আদায় করলেন এবং এ দুইয়ের মাঝে কোন তাসবীহ (নফল) আদায় করলেন না। (মুসলিম)

বুখারী (র) আরাফা হতে প্রস্থানকালে চলার গতি।

অনুচ্ছেদ শিরোনামে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন, উসামা (রা)-কে রাবী উরওয়ার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসা করা হল–বিদায় হজ্জে আরাফা হতে মুয়দালিফা যাওয়ার পথে নবী করীম (সা) কিভাবে পথ চলেছিলেন? তিনি বললেন, সাধারণত তিনি 'আনাক চালে' চলতেন, তবে সামনে ফাঁকা দেখলে 'নাস' চালে চলতেন। রাবী হিশাম (র) বলেন, 'নাস' হল 'আনাক'-এর চেয়ে দ্রুততর গতি।

ইমাম আহম্মদ (র) এবং তিরমিযী (র) ব্যতীত ছয় গ্রন্থকার সকলেই হিশাম ইবন উরওয়া....উসামা ইবন যায়দ (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র)....আরো বলেন, ইয়াকুব (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) হতে তিনি বলেন, আমি আরাফার শেষ বেলায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম। উসামা (রা) বলেন, সূর্য অস্ত গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) (মুযদালিফা পানে) চলতে লাগলেন, তিনি যখন পিছনে জনতার ভিড়ের হৈহল্লা শুনতে পেলেন তখন বললেন— رويدا ايهاالناس عليكم السكينة ان البر ليس بالايضاع ধীরে, লোক সকল! শান্ত স্থির থাকবে! দ্রুত উট ঘোড়া ছুটানোতে কোন পুন্য নেই। উসামা (রা) বলেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের ভিড় দেখলে 'আনাক' গতিতে চলতেন এবং পথ ফাঁকা দেখলে উটকে গতিশীল করতেন। অবশেষে মুযদালিফায় উপনীত হলে তিনি মাগরিব ও ইশার সালাতদ্বয় একত্রিত করলেন। তারপর ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) সূত্রের ইবরাহীম (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) সনদেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আবূ কামিল (র) ইবন উসামা ইবন যায়দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

---

১.'আনাক' (العنق) ও নাসস (النص) উটের গতি চলার বিশেষ। প্রথমটি ঘাড় উঁচু করে দোলার তালে চলা। দ্বিতীয়টি দ্রুত চলার জন্য উটকে উত্তেজিত করা।—অনুবাদক

রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফা হতে মুযদালিফায় চললেন। আমি ছিলাম তার সহ-আরোহী। তিনি নিজের বাহনের লাগাম এমন শক্ত করে টেনে রাখতে লাগলেন-যে তার কর্ণমূল হাওদার সম্মুখ ভাগ ছুঁয়ে যাচ্ছিল প্রায়। তিনি বলে চলেছিলেন—

يا ايها الناس عليكم السكينة والوقار فان البر ليس فى ايضاع الابل-

লোক সকল! শৃংখলা সুস্থিরতা ও ভাব-গম্ভীরতা রক্ষা করে চলবে; উট দ্রুত ছুটানোতে কোন বিশেষ পুণ্য নেই। নাসাঈ (র)এ হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মুসলিমের বর্ণনায় অধিক রয়েছে। উসামা (রা) বলেছেন, এভাবে তিনি ধীর স্থিরতার সংগে চলতে চলতে মুযদালিফায় উপনীত হলেন।

পথিমধ্যে অবতরণ এবং একত্রিত প্রসংগ ঃ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আহমদ ইবনুল হাজ্জাজ (র)....উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আরাফার দিন তিনি নবী করীম (সা)-এর সহ-আরোহী হলেন। অবশেষে গিরিপথে প্রবেশ করলে নবী করীম (সা) (বাহন হতে নেমে পড়ে) পেশাব করলেন ,তারপর উযু করে পুনরায় আরোহণ করলেন কিন্তু (মাগরিবের) সালাত আদায় করলেন না। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আবদুস-সামাদ (র)....উসামা ইবন যায়দ (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাত হতে চলে আসার সময় আমি তাঁর সহ-আরোহী ছিলাম। মুযদালিফায় পৌঁছা পর্যন্ত তাঁর বাহন তার পা উপর্যুপরি না তুলেই চলল, ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) উসামা ইবন যায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) তাকে আরাফা হতে সহ-আরোহী করলেন। পাহাড়ী মোড়ে গুহার কাছে পৌঁছলে তিনি অবতরণ করে পেশাব করলেন। এ বর্ণনায় রাবী পানি ঢাললেন (اهراق الماء) বলেন নি। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলে তিনি সংক্ষিপ্ত উযু করলেন। আমি বললাম, সালাত....? তিনি বললেন الصلاة امامك "সালাত তোমার সম্মুখে।" রাবী বলেন, তারপর মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর লোকেরা হাওদা খোলার কাজ সেরে আসলে ইশার সালাত আদায় করলেন।–ইমাম আহম্মদ (র) এরূপ সনদেই অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর নাসাঈ (র)-ও ভিন্ন সূত্রে পূর্বানুরূপ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ উসামা ইবন যায়দ (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাবী কুরায়ব (র) তাঁকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফা হতে চলতে লাগলেন। পথে গিরিপথে অবতরণ করে তিনি পেশাব করলেন, তারপর সংক্ষিপ্ত উযূ করলেন, আমি তখন তাঁকে বললাম। সালাত? তিনি বললেন, "সালাত তোমার সামনে রয়েছে।" পরে তিনি মুযদালিফায় এসে পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন। তারপর সালাতের ইকামত দেয়া হলে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর লোকেরা নিজ নিজ অবতরণ ক্ষেত্রে নিজ নিজ উট বসিয়ে এল।

তারপর সালাতের ইকামত বলা হলে তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন এবং এ দুয়ের মাঝে (অন্য) কোন সালাত আদায় করলেন না। বুখারী (র), মুসলিম (র) ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। কুরায়ব (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) আমাকে ফাযল (রা)-এর বরাতে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জামরায় পৌঁছা পর্যন্ত

তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন। মুসলিম (র) এ হাদীসখানা বিভিন্ন রাবীর বরাতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহম্মদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) হতে এমর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে আরাফা হতে রওয়ানা কালে সহ-আরোহী করলেন। রাবী বলেন, তখন লোকেরা বলাবলি করল যে, আমাদের এ সাথী (উসামা) তাঁর (নবী করীম (সা)-এর কর্ম ধারা আমাদের অবহিত করতে পারবে। (রাবী বলেন) উসামা (রা) বলেছেন, আরাফা থেকে চলতে শুরু করলে (প্রথমে) তিনি থেমে পড়লেন, তাঁর বাহনের মাথা এমন ভাবে থামিয়ে রাখলেন যে, তাঁর মাথা হাওদার মাঝ বরাবার পৌছে গিয়েছিল-কিংবা প্রায় পৌছে ছিল। তিনি হাতের ইশারায় লোকদের বলছিলেন,শৃংখলা! শৃংখলা! শৃংখলা! এভাবে মুযদালিফায় উপনীত হলেন।

তারপর (পরের দিন) ফাযল ইবন আব্বাস (রা)-কে সহ-আরোহী করলেন। রাবী বল্লেন, তখন লোকেরা বলাবলি করল, আমাদের এ সাথী (উসামা) তাঁর (নবী সা) এর কর্ম ধারা আমাদের অবহিত করতে পারবে। পরে ফাযল (রা) বললেন, নবী করীম (সা) মৃদু গতিতে গত দিনের মতই ধীরে ধীরে চলতে থাকলেন। ওয়াদী মুহাসসার (নিম্নভূমিতে) পৌছলে তিনি চলার গতি দ্রুততর করে দিলেন, যতক্ষণ না বাহন তাকে নিয়ে সমতল ভুমিতে পৌছল। বুখারী (র) বলেন,সাঈদ ইবন আবু মারয়াম (র) ইবন আব্বাস (রা)-এর বরাতে হাদীস শুনিয়েছেন যে, আরাফার দিন নবী করীম (সা) মুযদালিফার উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলেন। নবী করীম (সা) তাঁর পিছনে প্রচন্ড হাঁক ডাক ও উট প্রহার করার আওয়ায শুনতে পেয়ে তার চাবুক দিয়ে তাদের দিকে ইংগিত করে বললেন, লোক সকল! عليكم بالسكينة তোমরা শান্তি শৃংখলা বজায় রেখে চলো; কেননা, উট তাড়ানোতে কোন বিশেষ পুণ্য নেই। -এ সূত্রে একাকী বুখারী (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসাঈ (র) কর্তৃক আতা ইব্ন আবু রাবাহ, ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়দ (রা)-এ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াতের বিবরণ পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।-আল্লাহই সমধিক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, এ হাদীস উদ্ধৃত করা কালে অতিরিক্ত বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপরে তাঁর মুযদালিফায় অবতরণ করা পর্যন্ত কোন পা তুলে চলাচলকারী (অর্থাৎ কোন বাহন) কে ছুটে এগিয়ে যেতে দেখিনি।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, হুসায়ন ও আবূ নু'আয়ম (র) তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে এ মর্মে উদ্ধৃত করেছেন যে, আরাফাত ও মুযদালিফায় নবী করীম (সা) যখনই কোথাও অবতরণ করেকেরেছেন তা শুধু প্রশ্রবের জন্য ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবন হারুন (র)-আনাস ইবন সীরীন (র) হতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা)-এর সংগে আরাফাতে ছিলাম। তিনি কোথাও বের হওয়ার সময় হলে আমিও তাঁর সাথে বেরোতাম। শেষ পর্যন্ত তিনি ইমামের সাথে প্রথম ওয়াক্ত (যুহর) ও আসর সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি এবং আমার সংগীদের নিয়ে আমি ও তাঁর সাথে অবস্থান করলাম। পরে ইমাম মুযদালিফার উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলে আমরাও তার সাথে চলতে শুরু করলাম। আমরা গিরিপথদ্বয়ের আগের অপরিসর স্থানে পৌছলে তিনি উট বসালেন। আমরাও উট বসালাম। আমরা অনুমান করছিলাম যে, তিনি এখানে (মাগরিব) সালাত আদায় করতে মনস্থ করছেন। তখন তাঁর বাহনের দায়িত্ব

পালনকারী গোলাম বলল, তিনি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছেন না। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) এখানে পৌঁছলে পেশাব করতেন। তাই তিনি (ইবন উমার)-ও এখানে তা করা পসন্দ করেছেন।

বুখারী (র) বলেন, মূসা জুওয়ায়রিয়া (র) নাফি (র) হতে--তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রিত করে আদায় করতেন। তবে তিনি সে গিরিপথ দিয়ে চলতেন যে পথে নবী করীম (সা) চলেছিলেন এবং সেখানে প্রবেশ করে ইসতিনজা ও উযূ করতেন এবং মুযদালিফায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না। এ সূত্রে বুখারী (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, তিনি বলেন, আদম ইবন আবু যিব (র)....ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্র করে আদায় করলেন, প্রতি সালাত স্বতন্ত্র ইকামতে; এ দুয়ের মাঝে কিংবা এর কোন সালাতের অব্যবহিত পরে তাসবীহ (নফল সালাত) আদায় করেন নি। মুসলিম (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন উমর (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন, পরবর্তী বর্ণনায় মুসলিম (র) বলেন, হারমালা (র) ইবন উমার (রা) সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিব তিন রাক'আত আদায় করলেন এবং ইশা আদায় করলেন দুই রাক'আত। তাই আবদুল্লাহ্ (রা)-ও আজীবন মুযদালিফায় অনুরূপ পন্থায় সালাত আদায় করেছেন। তারপর মুসলিম (র) শু'বা, সাঈদ ইবন জুবায়ের সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) আবূ ইসহাক (র) হতে.... তিনি বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেছেন, আমরা ইব্‌ন উমর (রা)-এর সংগে (ইফাযা: করে অর্থাৎ) আরাফাত থেকে রওয়ানা করে মুযদালিফায় পৌঁছলাম। তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিব ও 'ইশা' এক ইমামাতে আদায় করলেন। এরপর ঘরে বসে বললেন রাসূলুল্লাহ (সা) এ স্থানে আমাদের নিয়ে এ ভাবেই সালাত আদায় করেছেন। বুখারী (র) ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী (র)-এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ....উভয় সালাতের জন্য স্বতন্ত্র আযান ইকামত প্রসঙ্গ

আমর ইব্‌ন খালিদ (র)....আবূ ইসহাক (র) সূত্রে (তিনি বলেন) আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)-কে আমি বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জ পালন করলেন। আমরা 'আতামা ('ইশা)-র আযানের সময় কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে মুযদালিফা-য় পৌঁছলাম। আবদুল্লাহ (রা) এক ব্যক্তিকে হুকুম করলে সে আযান দিল ও ইকামত বলল। তিনি মাগরির সালাত আদায় করলেন এবং তারপরে দুই রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তাঁরা রাতের খাবার আনিয়ে তা খেলেন। তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে আযান দিল ও ইকামত বলল। তারপর 'ইশার সালাত দুই রাক'আত আদায় করলেন। পরে ফজরের সময় হলে (একেবারে প্রথম ওয়াক্তে ফজর সালাত আদায় করে) তিনি বললেন, 'এ দিনের এবং এ স্থানের এই সালাত ব্যতীত এত আগ মুহূর্তে নবী করীম (সা) অন্য কোন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন না।" আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, এ দুই সালাত এমন যা স্থানন্তরিত করা হয়ে থাকে–মাগরিব আদায় করা হয় লোকজন মুয্‌দালিফায় এসে সমবেত হলে, আর ফজর সালাত

আদায় করা হয় ফজরের ওয়াক্ত উঁকি মারা মাত্র। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে আমি তা করতে দেখেছি।

৩৮২ এ রিওয়ায়াতের "ফজর সালাত ফজরের ওয়াক্ত উঁকি মারা মাত্র"-উক্তিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাফস ইব্‌ন উমর ইব্‌ন গিয়াছ (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে আহরিত বুখারী (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত হতে অধিকতর বিশদ ও স্পষ্ট। কারণ তাতে বলা হয়েছে "রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাতের নির্ধারিত সময় ব্যতীত কোন সালাত আদায় করতে দেখি নি, কিন্তু দুটি সালাত (মুয্‌দালিফায়) মাগরিব ও 'ইশা তিনি একত্রিত করেছেন এবং ফজর সালাত আদায় করেছেন তার (নির্ধারিত) সময়ের আগে।" মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবূ মু'আবিয়া ও জারীর (র) সূত্রে ঐ সনদে। জাবিব (রা) তাঁর হাদীসে বলেছেন "তাঁরপর রাসূলুল্লাহ (সা) শুয়ে থাকলেন ফজরের সময় হওয়া পর্যন্ত। সুব্‌হ (সাদিক) স্পষ্ট হয়ে উঠলেই তিনি আযান ও ইকামত সহকারে ফজর সালাত আদায় করলেন।"-তাঁর সাথে এ সালাতে হাযির ছিলেন উরওয়া: ইব্‌ন মুযাররিস ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হারিছা: ইব্‌ন 'লাম' আত্‌-তাঈ (রা)। এ প্রসংগে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র)....উরওয়া ইব্‌ন মুযার্‌রিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে পৌঁছলাম-যখন তিনি মুয্‌দালিফায় ছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! "আমি আপনার সকাশে এসেছি সুদূর তা-য় পার্বত্য এলাকা হতে। নিজে ক্লান্তি সহ্য করেছি, আমার বাহনকেও শীর্ণ করেছি। আল্লাহর কসম! পথে যে কোন পাহাড় অতিক্রম করেছি, তাতে কিছুক্ষণ 'অবস্থান' করে এসেছি-তাতে আমার হজ্জ হয়ে যাবে কী? তিনি বললেন—

من شهد معنا هذه الصلاة - يعنى صلاة الفجر- بجمع ووقف معنا حتى يفيض منه وقد افاض قبل ذالك من عرفات ليلا اونهارا فقد تم حجة وقضى تفثه-

"যারা আমাদের সাথে এ সালাতে অর্থাৎ ফজর সালাতে মুয্‌দালিফায় হাযির থাকল এবং এখান হতে প্রস্থান করা পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করল এবং ইতোপূর্বে দিনে কিংবা রাতে 'আরাফাত হতে প্রস্থান করে এসেছে তাদের হজ্জ পূর্ণ হয়েছে এবং তাদের (আল কুরআনে বর্ণিত) 'ময়লা-আবর্জনা দূরীভূত হয়েছে।" চার সুনান গ্রন্থ সংকলকগন এবং ইমাম আহমদ (র) ও শা'বী (র)-এর বরাতে উরওয়া ইব্‌ন মুযাররিস (রা) হতে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) একে হাসান সাহীহ বলে মন্তব্য করেছেন ।

নারী ও দুর্বলদের আগে ভাগে মুয্‌দালিফা হতে প্রস্থান প্রসংগ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পরিবার বর্গের একটি দলকে সাধারণ জনতার ভিড়ের আগে রাতের বেলা মুয্‌দালিফা হতে মিনা-য় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসংগে বুখারী (র) বলেন, "অনুচ্ছেদ ঃ যারা তাদের পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতের বেলা আগে পাঠিয়ে দেয় এবং তাঁরা নিজেরা মুয্‌দালিফায় অবস্থান করে দু'আ করতে থাকে এবং ঐ রাতের চাঁদ ডুবে যাওয়ার পরে মিনায় চলে যায় তাদের প্রসংগ। ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন বুকায়র (র) (ইব্‌ন শিহাব বলেন) সালিম (র) বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর পরিবারের দুর্বলদের আগে পাঠিয়ে দিতেন আর তাঁরা রাতের বেলা 'আল মাশ'আরুল হারাম'- মুয্‌দালিফায় অবস্থান

করে যতক্ষণ ইচ্ছামত দু'আ করতে থাকতেন এবং পরে ইমামের অবস্থান ও প্রস্থানের আগেই তারা মিনার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করতেন। তাদের কেউ কেউ ফজর সালাতের সময় মিনায় পৌঁছে যেতেন আর কেউ বা তার একটু পরে পৌঁছাতেন। তাঁরা সেখান পৌঁছে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) এদের ব্যাপারে বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন।" সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে রাতের বেলা মুযদালিফা হতে পাঠিয়ে দিলেন।" বুখারী (র) আরো বলেন, আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, "মুয্‌দালিফার রাতে নবী করীম (সা) তাঁর পরিবারের দুর্বলদের মাঝে যাদের আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমিও ছিলাম তাদের একজন।" মুসলিম (র) এ হাদীস খানা রিওয়ায়াত করেছেন ইব্‌ন জুরায়জ (র) সূত্রে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুযদালিফা হতে শেষ রাতে তাঁর পরিবারের আসবাব-পত্র ও নারীগণের সাথে আমাকে প্রত্যুষে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান ছাওরী (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বনূ মুত্তালিবের কিশোরদের আমাদের দুর্বলতার খাতিরে/আসবাব পত্রের দায়িত্ব দিয়ে আগে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমাদের (মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে) তাঁর হাত দিয়ে, আমাদের উরুতে কোমল স্পর্শ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "আমার ছেলেরা ! সূর্য উদয়ের আগে কিন্তু 'রামী' (শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ) কর না।" আহ্‌মদ (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী (র) হতেও এ হাদীসখানা অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ (র) এ হাদীস এবং নাসাঈ (র) ও ইব্‌ন মাজা (র) আহমদ ও তাবারাণী বিভিন্ন সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, মুসাদ্দাদ (র) আসমা' (রা)-র আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (র) হতে-আসমা' (রা) সর্ম্পকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুযদালিফায় অবস্থানের রাতে তিনি সেখানে অবতরণ করলেন এবং সালাত (নফল) আদায়ে নিমগ্ন হলেন। কতক্ষণ সালাত আদায়ের পরে বললেন, ও ছেলে! দেখো তো! চাঁদ ডুবেছে কি না?[১] আমি বললাম, না। তখন তিনি আরো কিছুক্ষণ সালাত আদায়ের পরে বললেন, চাঁদ অস্ত গিয়েছে কি? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। তিনি বললেন, তবে রওয়ানা হওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরা প্রস্থানের ব্যবস্থা করলাম এবং (মিনা অভিমুখে) চললাম। এমন কি তিনি জামরায় কংকর মেরে ফিরে আসলেন এবং তাঁর অবস্থান স্থলে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করলেন। আমি তাকে বললাম, আম্মাজান, আমার মনে হয় আমরা আঁধার থাকতেই সালাত আদায় করে ফেল্‌লাম! তিনি বললেন, হে বৎস! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারীদের জন্য এ অনুমতি দিয়েছেন। মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইব্‌ন জুরায়জ (র) সূত্রে....ঐ সনদে। সুতরাং এখানে যেমন উল্লেখ করা হল-হযরত আস্‌মা' বিনত্ (আবূ বকর) সিদ্দীক (রা) ফজর হওয়ার আগে জামরায় কংকর মারা যদি 'তাওকীফী' [অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হতে শরী'আত সম্মত অনুমোদন] রূপে হয়ে থাকে তবে তাঁর এ রিওয়ায়াত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর (পূর্ববর্তী) রিওয়ায়াতের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, আসমা' (রা)-এর হাদীসের সনদ ইব্‌ন 'আব্বাসের হাদীসের সনদের তুলনায়

১. শেষ বয়সে হযরত আসমা (রা) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। -অনুবাদক

বিশুদ্ধতর। হ্যাঁ, তবে (আল্লাহ ভরসা করে) (প্রাধান্য প্রদানের পন্থা অবলম্বন না করে দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় বিধান প্রয়াসে) এ কথাও বলা যেতে পারে যে, কিশোররা নারীদের চেয়ে তুলনামলক কম ভারী ও উদ্যমী। তাই কিশোরদের সূর্যোদয়ের আগে 'রামী' না করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর নারীদের জন্য সূর্যোদয়ের আগেও রামী করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেহেতু তাঁরা চলনে ভারী এবং তাদের ক্ষেত্রে পর্দার ব্যবস্থা অধিক জরুরী।-আল্লাহ সমধিক অবগত।

আর যদি আসমা' (রা) তাওকীফী [নবী করীম (সা) হতে প্রাপ্ত সরাসরি শরীআতী] বিধানরূপে না শুনে তা করে থাকেন তবে (তা হবে আসমা'-এর ব্যক্তিগত আমল এবং সে ক্ষেত্রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস আসমা' (রা)-এর ব্যক্তিগত আমল ও কর্মপন্থার চেয়ে অগ্রাধিকার যোগ্য হবে। তবে আবূ দাউদ (র)-এর বিবৃতি প্রথম অভিমতকে সবল করে। আবূ দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লাদ আল বাহিলী (র) সূত্রে.... ('আতা' বলেন, জনৈক 'খবর দাতা' আমাকে খবর দিয়েছেন) আসমা '(রা) হতে এ মর্মে যে, তিনি রাতের বেলা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলেন। আমি (রাবী) বললাম, আমরা রাতের বেলা জামরায় কংকর মেরে ফেললাম! তিনি বললেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে আমরা এ ভাবেই করতাম।

বুখারী (র) বলেন, আবূ নু'আয়ম (র)....(মুহাম্মাদ সূত্রে) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, আমরা মুয্‌দালিফায় অবতরণ করলে সাওদা (রা) জনতার ভিড়ের আগে (মিনায়) চলে যাওয়ার জন্য নবী করীম (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। সাওদা ছিলেন ধীর গামিনী ভারী নারী। নবী করীম (সা) তাঁকে অনুমতি দিলে মানুষের ভিড় ও হৈ হুল্লোড়ের আগেই তিনি চলে গেলেন। আমরা সকাল হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করলাম এবং পরে নবী করীম (সা)-এর প্রস্থানের সময় প্রস্থান করলাম।

তবে কিনা, আমিও যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে (আগে চলে যাওয়ার) অনুমতি চেয়ে নিতাম যেমন সাওদা অনুমতি নিয়েছিলেন তবে তা আমার কাছে যে কোন আনন্দের বিষয়ের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় হত।" মুসলিম (র) এ হাদীস আহরণ করেছেন কা'নাবী (র) সূত্রে....ঐ সনদে। আর বুখারী-মুসলিম উভয় অন্য সনদে আহরণ করেছেন....সুফ্‌য়ান ছাওরী (র)-এর হাদীস সংগ্রহ হতে আইশা (রা)-এর বরাতে।

আবূ দাউদ (র) বলেন, হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেছেন, দশ তারিখের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু সালামাকে পাঠিয়ে দিলে তিনি ফজরের আগেই জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলেন। তারপর অবস্থান ক্ষেত্রে চলে গেলেন। সে দিনটি ছিল, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পালা মতে থাকবেন–অর্থাৎ (আবূ দাউদ বলেন) উম্মু সালামা-এর কাছে।[১] এটি একটি সবল ও উত্তম সনদ যার রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

মুয্‌দালিফায় নবী করীম (সা)-এর তালবিয়া পাঠ প্রসংগ

মুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা....আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ননা করেছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আমাদের মুয্‌দালিফায় অবস্থান কালে

---

১. অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর বিবিগণের পালাক্রমিক হিসাবে ঐ দিন-রাত ছিল উম্মু সালামার-পালা।-অনুবাদক।

বলেছেন, "যাঁর উপরে সূরা আল্-বাকারা নাযিল করা হয়েছিল (নবী স) তাঁকে আমি এ স্থানে বলতে শুনেছি-লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক !

আল-মাশআরুল হারাম-এ নবী করীম (সা)-এর অবস্থান, সূর্যোদয়ের আগে তাঁর মুয্দালিফা হতে প্রস্থান এবং 'মুহাস্সির' নিম্নভূমিতে তাঁর দ্রুত উট পরিচালন প্রসংগ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -

"যখন তোমরা আরাফাত হতে চলে আসবে তখন মাশ্আরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে" (২ ঃ ১৯৮)। জাবির (রা) তাঁর হাদীসে বলেছেন, "সুব্হে সাদিক হয়ে গেলেই তিনি (নবী সা) আযান ও ইকামত সহকারে ফজর সালাত আদায় করলেন। তারপর কাস্ওয়া-য় সওয়ার হয়ে মাশআরুল হারাম পর্যন্ত পৌঁছলেন, সেখানে কিবলামুখী হয়ে মহান মহীয়ান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য এককত্ব ও তাওহীদ ঘোষণা করলেন (তাক্বীর কালিমা-ই-তাওহীদ উচ্চারণ করলেন।) এবং ঊষা বেশ পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার পর সূর্যোদয়ের আগে (মিনা-অভিমুখে) চলতে শুরু করলেন এবং ফায্ল ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তাঁর পিছনে সহ-আরোহী করলেন। বুখারী (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন মিন্হাল (র)....ইব্ন ইসহাক (র) হতে, তিনি বলেন, আম্র ইব্ন মায়মূন (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি প্রত্যক্ষ করেছি, উমর (রা) মুয্দালিফায় ফজর সালাত আদায় করার পর অবস্থান করলেন এবং বললেন, মুশরিকরা সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত প্রস্থান করত না, তাঁরা বলত "ছাবীর! রৌদ্রোজ্জল হও![১] আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রস্থান করেছেন সূর্যোদয়ের আগেই।" বুখারী (র) আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা' (র)....আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) হতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসঊদ) (রা)-এর সংগে মক্কা অভিমুখে (হজের সফর) বের হলাম। পরে আমরা মুয্দালিফায় পৌঁছলে তিনি দু'টি ওয়াক্ত সালাত (মাগরিব ও 'ইশা) আদায় করলেন, প্রতি সালাত স্বতন্ত্র আযান ইকামাতে এবং রাতের খাবার-গ্রহণ করলেন ঐ দুই সালাতের মাঝে। তারপর ফজরের ওয়াক্ত হওয়া মাত্র ফজরের সালাত আদায় করলেন। কেউ বলছিল, ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ বলছিল, (এখনও) ফজরের ওয়াক্ত হয় নি। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

ان هاتين الصلاتين خولتا عن وقتهما فى هذا المكان المغرب فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة-

"এ দুই ওয়াক্ত সালাত তার নির্ধারিত সময় হতে পরিবর্তিত করা হয়েছে; মাগরিব যেহেতু 'ইশা-এর সময় না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা মুযদালিফায় উপনীত হচ্ছে না; আর ফজর এই (আগাম) সময়ে।" তারপর দিগন্ত পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমীরুল মু'মিনীন (উছমান রা) এখন প্রস্থান করলে যথাযথভাবে সুন্নত পালন

---

১. ছাবীর মুযদালিফার একটি বড় পাহাড়। মুশরিকদের উক্তির অর্থ-ছাবীরের গায়ে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ো! -অনুবাদক

করবেন। (তখন উছমান রা ঐ মুহূর্তেই চলতে শুরু করলেন)....আমি বলতে পারছি না যে, আবদুল্লাহ (রা)-এর কথা এবং উছমান (রা)-এর প্রস্থান উদ্যোগ এ দুয়ের মাঝে কোন্টি আগে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি তাল্বিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন দশ তারিখ জামরায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত।

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস আবূ আবদুল্লাহ (র) মিসওয়ার ইব্ন মাখ্রামা (রা)-এর বরাতে বলেন, তিনি বলেছেন, আরাফা-য় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে খুত্বা দিলেন। তিনি তাতে আল্লাহ্র হামদ ও ছানার পরে বললেন—

اما بعد - فان اهل الشرك و الاوثان كانوا يدفعون من ههنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها - هدينا مخالف لهديهم - وكانوا يدفعون من المشعرا الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها - هدينا مخالف لهديهم-

"এরপর অংশীবাদী ও প্রতিমা পূজারীরা এ স্থান হতে প্রস্থান করতো সূর্যাস্ত কালে–যখন সূর্য পাহাড় চূড়ায় থাকে–যেমন লোকদের পাগড়ী থাকে তাদের মাথায়। 'আমাদের পন্থা ওদের পন্থার বিপরীত।' আর তারা মাশআরুল হারাম হতে প্রস্থান করত পাহাড় চূড়ায় সূর্যোদয়কালে–যেমন লোকদের পাগড়ী তাদের মাথায়" 'আমাদের পন্থা ওদের পন্থার বিপরীত।' বায়হাকী (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদরীস (র)....মুহাম্মদ ইব্ন কায়স ইব্ন মায্রাসা (রা)-এর বরাতে এ হাদীস খানা 'মুরসাল' রূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহ্মদ (র) বলেছেন, আবূ খালিদ সুলায়মান ইব্ন হায়্যান (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুযদালিফা হতে সূর্যোদয়ের আগেই প্রস্থান করতেন।

বুখারী (র) বলেন, যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)....উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে যে, উসামা (রা) আরাফা হতে মুয্দালিফা পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর সহ-আরোহী ছিলেন। তারপর মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফায্ল (রা)-কে তিনি সহ-আরোহী করলেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, তাঁদের দু'জনই (উসামা ও ফায্ল) বলেছেন যে, জাম্রাতুল আকাবায় রামী শুরু করা পর্যন্ত নবী করীম (সা) তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন। ইব্ন জুরায়জ (র) 'আতা' ইব্ন আব্বাস সনদে এবং মুসলিম (র) লায়ছ (র)-এর বরাতে.... (ইব্ন আব্বস সূত্রে) ফায্ল ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, ফায্ল (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহ-আরোহী ছিলেন। এ মর্মে যে, আরাফার (সন্ধ্যায়) এবং মুয্দালিফার সকালে লোকদের চলাচলের সময় নবী করীম (সা) বলেছেন। "তোমরা শান্তি শৃংখলা বজায় রেখো!" তিনি নিজেও তাঁর উটনীকে সংযত করে রাখছিলেন –এভাবে মিনা-র অন্তর্গত- মুহাস্সির নিম্নভূমিতে পৌঁছলে তিনি বললেন— عليكم بحصى الخذف الذى يرمى بـه الجمرة "তোমরা ঢিল ছোঁড়ার (আকারের) কংকর সংগ্রহ করে নাও–যা দিয়ে জাম্রায় কংকর নিক্ষেপ করা হবে।" ফায্ল (রা) বলেন, জাম্রায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চারণ করতে থাকলেন।

হাফিয বায়হাকীর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ঃ মুহাস্‌সার নিম্নভূমিতে দ্রুত বাহন পরিচালনা প্রসঙ্গে ঃ

আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফিজ (র) জাবির (রা) হতে- নবী করীম (সা)-এর হজ্জ সম্বন্ধে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন অবশেষে যখন তিনি মুহাস্‌সির-এ পৌঁছলেন তখন বাহনের গতি একটু বাড়িয়ে দিলেন। মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্-তে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা) থেকে। বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত সুফিয়ান ছাওরী (র) সূত্রে....জাবির (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মুয্‌দালিফা হতে) প্রস্থান শুরু করলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রশান্ত। তিনি সাথীদেরও শান্ত সুশৃংখল থাকতে বললেন এবং মুহাস্‌সির নিম্নভূমিতে দ্রুত বাহন পরিচালনা করলেন। তিনি তাদেরকে ঢিল ছোঁড়ার আকৃতির কংকর দিয়ে জাম্‌রাসমূহে (তিন শয়তানের গায়ে) কংকর মারতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন— خذوا عنى مناسككم لعلى لا اراكم بعد عامى هذا "তোমরা আমার কাছে তোমাদের হজ্জ পালনের রীতি-নীতি শিখে নাও, হতে পারে আমার এ বছরের পরে তোমাদের সাথে আমার আর সাক্ষাত হবে না।" বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত ছাওরী (র) সূত্রের, আবদুর রহমান ইব্‌নুল হারিছ (র), আলী (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুয্‌দালিফা থেকে চলতে শুরু করে মুহাস্‌সির পর্যন্ত পৌঁছলে তাঁর উটনীকে তাড়া দিলেন। **অবশেষে নিম্নভূমি অতিক্রম করার পর থাকলেন।** তারপর ফায্‌ল (রা)-কে **সহ-আরোহী করে জাম্‌রা-য় এসে কংকর মারলেন।** এ রিওয়ায়াত এ ভাবেই সংক্ষেপে বর্ণিত। এ প্রসংগে ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আবূ আহ্‌মদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আয্ যুবায়রী (র) আলী (রা)-এর বরাতে বর্ননা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাতে অবস্থান করে বললেন— ان هذا الموقف وعرفة كلها موقف এটিই অবস্থান ক্ষেত্র; এবং গোটা 'আরাফা-ই অবস্থান ক্ষেত্র।" এবং সূর্য অস্ত গেলে তিনি প্রস্থান শুরু করলেন এবং উসামা (রা)-কে সহ-আরোহী করলেন। তিনি তাঁর উটকে 'আনাক' চালে (ধীর মন্দগতিতে) চালাতে লাগলেন। জনতা তাঁর ডানে বামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলছিল, তিনি যেন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন না। (তাদের প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপিত হচ্ছিল না।) তিনি বলে চলছিলেন, ধীরে হে লোক সকল!" তারপর মুয্‌দালিফায় পৌঁছে লোকদের নিয়ে মাগরিব ও 'ইশার সালাতদ্বয় আদায় করলেন।

তারপর সকাল হওয়া পর্যন্ত রাত্রি যাপন করলেন। তারপর 'কুযাহ্' পাহাড়ে এসে-কুযাহ্ পাহাড়ের উপরে অবস্থান করলেন এবং বললেন, هذا الموقف رجع كلها موقف "এটাই অবস্থান ক্ষেত্র; এবং মুয্‌দালিফা পুরোটাই অবস্থান ক্ষেত্র।" তারপর চলতে শুরু করলেন এবং মুহাস্‌সির প্রান্তে পৌঁছে থামলেন। তখন তাঁর বাহনকে তাড়া দিয়ে দ্রুত গতিতে নিম্নভূমি অতিক্রম করার পর তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর ফায্‌ল (রা)-কে সহ-আরোহী করে চলতে লাগলেন এবং জাম্‌রা-য় পৌঁছে কংকর নিক্ষেপ করলেন। তারপর (কুরবানীর স্থলে) পৌঁছে বললেন,! هذا المنحرومنى كلها منحر "এ হচ্ছে কুরবানী ক্ষেত্র, আর মিনা-র সম্পূর্ণটাই কুরবানী ক্ষেত্র।" বর্ণনা কারী বলেন, এ সময় খাছ'আম গোত্রের এক তরুণী তাঁর কাছে ফাত্‌ওয়া জিজ্ঞাসা করল, সে বলল, 'আমার পিতা একজন অতিশয় বৃদ্ধ, কথার খেই হারিয়ে

ফেলার বয়সে পৌঁছেছেন। ওদিকে হজ্জ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র বিধান তার উপর বর্তিয়েছে। এখন তাঁর পক্ষে আমি হজ্জ আদায় করলে তা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? নবী করীম (সা) বললেন, نعم فادى عن ابيك হ্যাঁ তেমন হলে তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে আদায় করতে পার। বর্ণনা কারী বলেন, এবং নবী করীম (সা) ফায্‌ল (রা)-এর ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন।

তখন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনার চাচাত ভাইয়ের ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, "আমি দেখলাম এক তরুণ আর এক তরুণী তাই তাদের ব্যাপারে শয়তান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না।" বর্ননাকারী বলেন, এরপরে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি! নবী করীম (সা) বললেন,انحر ولا حرج "এখন কুরবানী করে নাও-কোন অসুবিধা নেই! তখন আর একজন এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! মাথা কামাবার আগেই আমি প্রস্থান করে ফেলেছি! নবী করীম (সা) বললেন,احلق اواقصر ولا حرج "এখন মুণ্ডন করে ফেল কিংবা ছেঁটে ফেল– কোন অসুবিধা নেই!" তারপর বায়তুল্লায় গিয়ে তাওয়াফ করলেন। পরে যম্‌যম্–এর কাছে গিয়ে বললেন—

يا بنى عبدالمطلب سقايتكم ولولا ان يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم-

"আবদুল মুত্তালিবের সন্তানরা! তোমাদের পানি পান করাবার দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে থাক! লোকেরা তোমাদের উপরে প্রধান্য বিস্তার করার এবং তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করার আশংকা না থাকলে আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। আবূ দাউদ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)....হতে এবং তিরমিযী (র) বুন্‌দার (র) সূত্রে এবং ইব্‌ন মাজা (র) আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে। তিরমিযী (র) এটা হাসান-সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। আলী (রা)-র হাদীসরূপে এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এর পরিচিতি আমরা পাই না।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ একাধিক বিশুদ্ধ সূত্রে এর সমর্থনে রিওয়ায়াত রয়েছে যা সিহাহ্ গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন– খাছ'আমী তরুণীটির ঘটনা–সহীহ্ বুখারী, মুসলিম ফায্‌ল (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং জাবির (রা)-এর পূর্বোল্লিখিত হাদীসেও তা' বিবৃত হয়েছে। পরে আরো সমর্থক রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত একটি সনদের ভিত্তিতে বায়হাকী (র) মুহাস্‌সির নিম্নভূমিতে নবী করীম (সা)-এর দ্রুত চলার কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তিনি বলেছেন, তা ছিল যাযাবর বেদুঈনদের কাজ। বায়হাকী (র) আরো বলেছেন। আর (উসূলে হাদীসের বিধান মতে) কোন বিষয় 'সাব্যস্তকারী' ও ইতিবাচক হাদীস ঐ বিষয় 'প্রত্যাখ্যানকারী' ও নেতিবাচক হাদীসের চাইতে অগ্রাধিকার যোগ্য। (আমার মতে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এ হাদীস বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।-আল্লাহই সমধিক অবগত।

অথচ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে একদল সাহাবী সূত্রে প্রমাণিত এবং শায়খায়ন–দুই প্রধান ও প্রবীণ সাহাবী আবূ বকর ও উমর (রা)-এর বাস্তব কর্মের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে যে,

তাঁরা দু'জন অনুরূপ করতেন। যেমন– বায়হাকী (র) মিসওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামা (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, উমর (রা) দ্রুত উট ছোটাতেন এবং বলতেন— اليك تغدو قلقا وضينها مخالف دين النصارى دينها তোমার দিকে হাওদার রশি কেঁপে কেঁপে ধাবিত হচ্ছে, তার ধর্মকর্ম খৃস্টানদের ধর্মকর্মের পরিপন্থী ।

দশ তারিখে নবী করীম (সা)-এর শুধু বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ; কংকর নিক্ষেপের পদ্ধতি; সময় ও স্থান এবং কংকরের সংখ্যা ও কংকর মারা-র সময় তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা প্রসংগ

উসামা, ফাযল ও অন্যান্য সাহাবী (রা) হতে এ রিওয়ায়াত আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বড় জামরা-য় কংকর মারার সময় পর্যন্ত নবী করীম (সা) অবিরাম তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকেন। বায়হাকী (র) বলেন, ইমাম আবূ উছমান (রা) আবদুল্লাহ (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। বড় জামরায় প্রথম কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তিনি লাগাতার তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন।"....ঐ সনদে ইব্‌ন খুযায়মা (র) ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে ফায়ল (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি আরাফাত হতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি জামরাতুল আকাবা-য় (বড় শয়তানকে) কংকর মারা পর্যন্ত লাগাতার তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। প্রতিটি কংকরের সাথে তিনি তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিলেন। শেষ কংকরের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করলেন। রায়হাবী (র) বলেছেন, এ অংশটি বিরল ধরনের বর্ধিত কথা, যা ফাযল (রা) হতে ইব্‌ন আব্বাস সূত্রের প্রসিদ্ধ বর্ণনা সমূহে উল্লিখিত হয় নি।

যদিও ইব্‌ন খুযায়মা (র) এ বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আবান ইব্‌ন সালিহ্ (র) ইক্‌রিমা: (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি হুসায়ন ইব্‌ন আলী (র)-এর সংগে (আরাফাত হতে) প্রস্থান করলাম। জাম্‌রাতুল 'আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তাঁকে লাগাতার তালিবিয়া পাঠ করতে শুনলাম। কংকর নিক্ষেপের পর তিনি তালবিয়া বন্ধ করলেন। আমি বললাম, এটা কী করলেন? তিনি বললেন, আমি আমার পিতা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে জাম্‌রাতুল আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তালবিয়া উচ্চারণ করতে দেখছি। তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাই করতেন। "আর ইতোপূর্বে লায়ছ (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর (ছোট) ভাই ফাযল হতে আগত রিওয়ায়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) মুহাসসির উপত্যাকায় লোকদের ঢিল মারার আকারের কংকর সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা দিয়ে জামরায় কংকর মারা হবে (মুসলিম)। আবুল আলিয়া (র) বলেন, আব্বাস ফাযল (রা) হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দশ তারিখের ভোরে আমাকে বললেন, هات فالقطلى حصا "এসো আমার জন্য কংকর কুড়িয়ে আন।" আমি তাঁর জন্য ঢেলার ন্যায় কিছু কংকর কুড়িয়ে আনলাম। তিনি সেগুলি নিজের হাতে নিয়ে বললেন—

بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء واياكم والغلو فانما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين -

"এ গুলির আকারের এগুলির আকারের (কংকর দিয়েই) তোমরা অবশ্যই বাড়াবাড়ি করবে না; কেননা, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে (বয়হাকী)। আর জাবির (রা) তাঁর হাদীসে বলেছেন, অবশেষে মুহাস্‌সির নিম্নভূমিতে এলে তিনি কিছু গতি

বাড়িয়ে দিলেন। তারপর মধ্যবর্তী পথ ধরে চললেন যা বড় জামরা পর্যন্ত পৌঁছায়, জামরা পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি সাতটি কংকর মারলেন প্রতি কংকরের সাথে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছিলেন। সে গুলি ছিল ঢিল ছোঁড়ার কংকরের আকৃতির কংকর মারলেন উপত্যকার নিম্নভূমি হতে (মুসলিম)।

বুখারী (র) বলেন,....জাবির (রা) বলেছেন, নবী করীম (সা) দশ তারিখে প্রথম প্রহরে রমী করলেন এবং তার পরের দিনগুলিতে রমী করলেন দুপুরের পরে।" বুখারী-র এ তা'লীকে (সনদ বিহীন) হাদীসটিই মুসলিম (র) সনদ যুক্ত করে রিওয়ায়াত করেছেন ইব্ন জুরায়জ-আবুয যুবায়র-জাবির (রা) সনদে জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) দশ তারিখে জামরায় কংকর মারলেন প্রথম প্রহরে তবে তার পরের দিন তা ছিল সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়ার পরে। সহীহ্ বুখারী মুসলিমে আমাশ (র) আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) হতে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) উপত্যকার নিম্নভূমি হতে কংকর মারলে আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! কিছু লোক উপত্যকার উঁচু ভূমি হতে কংকর মেরে থাকে।" তিনি বললেন, "যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই তাঁর কসম! এটাই কংকর নিক্ষেপের দাঁড়াবার স্থান যেখানে সূরা বাকারা নাযিল করা হয়েছিল।" (এ ভাষ্য বুখারী-র) শুবা (র) হাকাম (র) সূত্রে....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে গৃহীত বুখারী (র)-এর হাদীস ভাষ্যে রয়েছে– "তিনি (ইব্ন মাসঊদ) বড় জামরার কাছে এসে বায়তুল্লাহ বাম হাতের দিকে এবং মিনা ডান দিকে রেখে সাতটি কংকর মারলেন এবং বললেন, "যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল করা হয়েছিল তিনি এ ভাবেই রমী করেছেন।"

বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যারা সাতটি কংকর মারেন। প্রতি কংকরের সময় তাকবীর ধ্বনি দেন- এ বিষয়টি নবী করীম (সা) হতে ইব্ন উমর (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র)....জাবির (রা) সনদের হাদীসেই এ বিষয়টি পাওয়া যায়। যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে-তিনি বড় জামরার কাছে গিয়ে সাতটি কংকর মারলেন যার প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। কংকরগুলি ছিল ঢিল ছোঁড়ার কংকরের আকারের। বুখারী (র) তাঁর এ অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে আমাশ (র) সূত্রে....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) সনদের হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ মর্মে যে, তিনি (ইব্ন মাসঊদ) জামরার কাছে এসে উপত্যাকার নিম্নভূমি হতে সাতটি কংকর মারলেন। প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিলেন।" তার পর বললেন, "এ স্থান-হতেই যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই তাঁর কসম! তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে ছিলেন যাঁর উপরে সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।" মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াত ইব্ন জুরায়জ (র)....জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বলেন, "ঢেলা ছোঁড়ার কংকরের ন্যায় সাতটি কংকর দিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি।"

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন যাকারিয়্যা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম (সা) দশ তারিখে শেষ (বড়) জামরায় কংকর মেরেছিলেন আরোহী অবস্থায়।" তিরমিযী (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আহ্মদ ইব্ন 'মানী' (র)(ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ যাইদা) এ সনদে এবং এটি হাসান মন্তব্য করেছেন।

আর ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) হাজাজ ইব্ন আরতাত (র) থেকে ঐ সনদে। এ প্রসংগে আহ্মদ আবূ দাউদ, ইব্ন মাজা! ও বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন।

ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ (র) উম্মু জুনদুব আল-আযদিয়্যা (র) হতে, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উপত্যকার নিম্নভূমি হতে জামরাগুলিকে আরোহী অবস্থায় কংকর মারতে দেখেছি, প্রতি কংকরের সাথে তিনি তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিলেন এবং একজন লোক তাঁর পেছন হতে (রোদ হতে) তাঁকে আড়াল করে রেখেছিল। আমি লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ইনি হচ্ছেন ফাযল ইব্ন আব্বাস (রা)। ইতোমধ্যে জনতার ভিড় জমে গেলে নবী করীম (সা) বললেন—

يايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حصى الخذف-

"লোক সকল! একে অন্যকে পিষে মেরে ফেল না; আর যখন তোমরা জামরায় কংকর মারবে তখন ঢেলা ছোঁড়ার কংকরের ন্যায় কংকর দিয়ে মারবে। এ ভাষ্য আবূ দাউদ (র)-এর। তাঁর অন্য একটি রিওয়ায়াত রয়েছে তিনি (উম্মু জুনদুব) বলেন, তাঁকে [নবী করীম (সা)-কে] আমি শেষ জামরাটির কাছে সওয়ার অবস্থায় দেখেছি এবং তাঁর আংগুল সমূহের মাঝে দেখেছি কংকর; তিনি (নিজেও কংকর মারলেন এবং লোকেরাও কংকর মারলেন এবং তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না।"

ইব্ন মাজা (রা)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে তিনি (উম্মু জুনদুব) বলেন, "আমি দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জামরাতুল আকাবা-র কাছে দেখেছি- তিনি একটি 'খচ্চরে' আরোহী ছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে 'খচ্চর' এর উল্লেখ একান্তই বিরল।

মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে ইব্ন জুরায়জ (র)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বলেন, আমি দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর বাহনে (উটে) চড়ে জামরায় কংকর মারতে এবং একথা বলতে শুনেছি–

لتأخذوا مناسككم فانى لا ادرى لعلى لا احج بعد حجتى هذه-

"তোমাদের হজ্জের নিয়ম কানুন শিখে নাও! কেননা, আমি জানি না- হয়তো আমার এ হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ করব না।" মুসলিম (র) আরো রিওয়ায়াত করেছেন, যায়দ ইব্ন আবূ উনায়সা (র)-এর উম্মুল হুসায়ন (রা)-এর বরাতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ সূত্রের অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হজ্জ করলাম-বিদায় হজ্জ। তখন উসামা ও বিলাল কে দেখলাম, তাদের একজন নবী করীম (সা)-এর উটনীর লাগাম ধরে রয়েছেন এবং অন্য জন তার (হাতে) কাপড় উঁচু করে নবী করীম (সা)-কে খরতাপ হতে আড়াল করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি জামরাতুল 'আকাবায় কংকর মারা শেষ করলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আহ্মদ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আয-যুবায়রী (র)....কুদামা ইব্ন আবদুল্লাহ আল-কিলাবী (র) সূত্রে এমর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর একটি লালচে সাদা উষ্ট্রীতে উপত্যকার নিম্নভূমি হতে জামরাতুল আকাবাকে রমী

করতে দেখেছেন। কোন মারা-মারি ছিল না। কোন হাঁকা-হাঁকিও ছিল না এবং 'হটে যাও সরে যাও' ধ্বনিও দিল না। আহমদ (র)-এর হাদীসটিও কী প্রস্ময (আয়মান হতে) ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ, আবূ কুরবা ছাওরী সনদেও রিওয়ায়াতটি করেছেন। নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র)-এ হাদীস ওয়াকী (র)-এর বরাতে ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র)-র সূত্র হল আহ্মদ ইব্ন মানী' (র) (আয়মান....ঐ সনদ)। তাঁর মন্তব্য-এটি হাসান সাহীহ্ ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, নূহ্ ইব্ন মায়মূন নাফি' (র) হতে, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) দশ তারিখে তাঁর বাহনে করে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারতেন এবং এর পরবর্তী সবগুলি জামরায় কংকর মারার সময় পায়ে হেঁটেই আসতেন। এবং বলতেন যে, নবী করীম (সা)-ও সে গুলিতে[১] কংকর মারার জন্য পায় হেঁটেই আসা যাওয়া করতেন। আবূ দাউদ (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন কা'নাবী (র)-(আবদুল্লাহ আল-উমরী) ঐ সনদে।

নবী করীম (সা)-এর কুরবানী প্রসংগ

জাবির (রা) বলেন, এরপর নবী করীম (সা) কুরবানীর স্থানের দিকে চললেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট নাহ্র[২] (জবাই) করলেন। পরে আলী (রা)-কে দিয়ে দিলে তিনি অবশিষ্ট গুলি নাহ্র করলেন। নবী করীম (সা) তাঁর হাদীতে আলী (রা)-কে শরীক করে নিলেন। এরপর প্রতিটি উট হতে এক এক টুকরা গোশ্ত নিতে বললেন। টুকরাগুলি একটি হাঁড়িতে রেখে তা রান্না করা হল। তাঁরা দু'জন সে গোশ্ত আহার করলেন এবং তার 'ঝোল' পান করলেন। একটু পরে এ হাদীসের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বাল (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র) নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবী (রা) সূত্রে বলেন যে, নবী করীম (সা) মিনায় খুতবা দিলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে যার যার উপযোগী স্থানে অবস্থান করালেন। তিনি বললেন, "মুহাজিররা এ দিকে অবস্থান নিবে" তিনি কিবলার ডান দিকে ইংগিত করলেন এবং কিবলার বাম দিকে ইংগিত করে বললেন, "আর আনসাররা এ দিকে"। "এরপর অন্য লোকেরা ওদের চার পাশে অবস্থানে নিবে।" বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাঁদের কে মানাসিক-হজ্জ কুরবানীর বিধি বিধান শিখালেন। মিনায় উপস্থিত লোকদের কান খোলা থাকল, তাঁরা নিজ-নিজ অবস্থানে থেকে তাঁর ভাষণ শুনতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম "তোমরা 'খাযাফ' আকৃতির কংকর দিয়ে জামরায় 'রমী' করবে।"

আবূ দাউদ (র) আহ্মদ ইব্ন হাম্বাল (র) হতে "অন্য লোকেরা তাদের আশ-পাশে অবস্থান নিবে" পর্যন্ত অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহ্মদ (র) আবূ দাউদ (র) ও ইব্ন মাজা বিভিন্ন সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন যে আমরা মিনায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিলেন। আমাদের কানগুলো খোলা থাকল যেন এখনও আমরা তা শুনতে পাচ্ছি।

---

১. এগার বার (এবং পরবর্তী) তারীখে তিনটি জামরার রামী উদ্দেশ্য।-অনুবাদক

২. উটের বক্ষতলে রক্তবাহী নালী সমূহের সম্মিলন ক্ষেত্রে ছুরি ঢুকিয়ে জবাই করার পন্থাকে 'নাহ্‌র' বলা হয়।-অনুবাদক

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাদী-তে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে শরীক করেছিলেন এবং আলী (রা)-র ইয়ামান থেকে নিয়ে আসা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (মদীনা ও পথ হতে) নিয়া আসা কুরবানীর উটের সমষ্টি ছিল একশ' । রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজ মুবারক হাতে তেষট্টিটি উট নাহ্‌র করেছিলেন।" এ প্রসংগে ইব্‌ন হিব্বান (র) বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর জীবন কালের ঐ সংখ্যাটিই সাদৃশ্যপূর্ণ কেননা, তা ছিল তেষট্টি বছর। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদম (র) আব্বাস (রা) হতে, তিনি বলেন, হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) একশ' উট নাহ্‌র করেছিলেন। তার মাঝে ষাটটি করেছিলেন নিজের হাতে এবং অবশিষ্ট গুলি সম্পর্কে (কাউকে) হুকুম দিলে তা নাহ্‌র করা হল। প্রতিটি উট হতে এক একটুকরা নিয়ে তা একটি হাঁড়িতে একত্রিত করা হল....তা থেকে তিনি আহার করলেন এবং তার ঝোল পান করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এবং হুদায়বিয়া সন্ধি কালে সত্তুরটি উট নাহ্‌র করেছিলেন, যে গুলির মাঝে (বদর যুদ্ধে গনীমত লব্ধ) আবূ জাহ্‌লের উষ্ট্রী ছিল। বায়তুল্লাহ পৌঁছতে বাধা প্রাপ্ত হলে সেটি সন্তানের প্রতি প্রকাশিত মায়া ও অনুরাগের ন্যায় অনুরাগে প্রকাশ করতে লাগল। ইব্‌ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়রা আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে হাদীসটি আংশিক রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইয়া'কূব (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) একশ' উটের কাফেলা পাঠালেন। যার ত্রিশ (?) টি নিজের হাতে নাহ্‌র করলেন এবং বাকীগুলির জন্য আলী (রা)-কে হুকুম করলে তিনি সেগুলি নাহ্‌র করলেন। তিনি বললেন— جدية من لحم واجعلها فى قدر واحدة حتى ناكل من لحمها ونحسو من مرقها "এগুলির গোশ্‌ত, চামড়ার জিন-গদী গুলি জনতার মাাঝে বন্টন করে দাও, কসাইদের কিন্তু এ থেকে কিছুই দেবে না; এবং প্রতিটি উট হতে আমাদের জন্য এক এক টুকরা নিয়ে সে গুলি একটি ডেগচীতে রেখে পাকাবে আমরা তার গোশ্‌ত খাব এবং তার ঝোল খাবো।" আলী (রা) তা-ই করলেন। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ে মুজাহিদ (র) আলী (রা)-র হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁর উট পালের ব্যবস্থাপনা করার, সে গুলির গোশ্‌ত-চামড়া গদীসমূহ সাদাকা করে দেয়ার এবং তা থেকে কসাইকে কিছুই না দেয়ার হুকুম করলেন। তিনি বললেন, نحن نعطيه من عندنا "আমরা কসাইকে নিজেদের থেকে দিয়ে দিব।"

আবূ দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) আরাফা ইব্‌নুল হারিছ আল-কিনদী (রা) সূত্রে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যখন তাঁর কাছে (কুরবানীর) উটগুলি নিয়ে আসা হল। তিনি বললেন, "আবূ হাসান (আলী)-কে আমার কাছে ডেকে আন।" তখন আলী (র)-কে তাঁর কাছে ডেকে আনা হলে তিনি বললেন, خذ بالسفل الحربة "তুমি বল্লমের নিম্নভাগ ধরে রাখ।" রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে বল্লমের উপরের দিকটা ধরলেন। পরে দুজনে তা দিয়ে উটগুলি 'জখম' (জবাই) করলেন।

এ কাজ সমাধা করে তিনি নিজের 'খচ্চরে' আরোহণ করলেন এবং আলী (রা)-কে সহ-আরোহী করলেন। এ হাদীস একাকী আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ ও পাঠে 'বিরলতা' রয়েছে। -আল্লাহ্‌ সমধিক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আহ্মদ ইব্নুল হাজ্জাজ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার পরে কুরবানী করলেন এবং তারপর মাথা কামালেন।

ওদিকে ইব্ন হাযম (র) দাবী করেছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর বিবিগণের পক্ষে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন মিনায় তিনি একটি গরু কুরবানী জন্য নিয়ে এসেছিলেন। আর তিনি নিজে দুটি সুশ্রী ও হৃষ্টপুষ্ট দুম্বা কুরবানী করেছিলেন।"

নবী করীম (সা)-এর মুবারক মাথা মুণ্ডনের বিবরণ

ইমাম আহম্দ (র) বলেন, আবদুর রাযযাক (র) ইব্ন উমর (রা) হতে এ মর্মে যে, বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হজ্জে মাথা মুণ্ডন করেন। নাসাঈ (র)-ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) বলেন, আবুল য়ামান (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন করেছিলেন।" মুসলিম (র)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা' (র) নাফি' (র) হতে এ মর্মে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের একটি দল মাথা মুণ্ডালেন এবং অন্য কতকে চুল ছাটিয়ে ফেললেন। মুসলিম (র)-ও এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি অধিক বলেছেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, يرحم الله المحلقين "আল্লাহ (মাথা) মুণ্ডনকারীদের রহম করুন! (একবার কিংবা দু'বার) তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! "আর চুল যারা ছাটাই করেন তাদেরও? ! তিনি বললেন والمقصرين "আর চুল যারা ছাটাই করে তাদেরও (রহম করুন)! "মুসলিম (র) আরো বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ওকী ও আবূ দাউদ তায়ালিসী)....ইয়াহয়া ইব্নুল হুসায়ন (র)-এর দাসী সূত্রে বর্নর্না করেছেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছাটাই কারীদের জন্য এক বার দু'আ করতে শুনেছেন। তবে রাবী ওকী' (র) 'বিদায় হজ্জে' শব্দটি বলেন নি। অনুরূপ, মুসলিম (র) এ হাদীসটি মালিক ও আবদুল্লাহ্ (উবায়দুল্লাহ) (র) সূত্রে ইব্ন উমর হতে; ভিন্ন সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন।

মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়হ্ইয়া (র) আনাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মিনায় আগমন করে জামরার কাছে পৌঁছলেন এবং কংকর মারার পরে মিনায় অবস্থান ক্ষেত্রে ফিরে এলেন এবং কুরবানী করলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে কামাও "বলে মাথার ডান দিকে ইংগিত করলেন, তারপর বাম দিকে ইংগিত করলেন। তারপর কর্তিত চুল লোকদের দিয়ে দিতে লাগলেন।" একটি রিওয়ায়াত রয়েছে যে, তিনি তাঁর মাথার ডান দিক কামিয়ে তার কেশ এক গাছি দু'গাছি করে লোকদের মাঝে বন্টন করে দিলেন এবং বাম দিকের চুল আবূ তালহা (রা)-কে দিয়ে দিলেন। তাঁর অন্য একটি রিওয়ায়াত রয়েছে যে, নবী করীম (সা) ডান দিকের অংশ আবূ তালহা (রা)-কে দিয়েছিলেন, এবং বাম দিকের অংশও তাঁকে দিয়ে তা জনতার মাঝে বিতরণ করে দিতে বললেন। ইমাম আহ্মদ (র) আরো বলেন, সুলায়মান ইব্ন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যখন ক্ষৌরকার তাঁর মাথা মুণ্ডন করে দিচ্ছিল! এবং তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে যে, প্রতি গাছি কেশ যেন কারো না কারো হাতে পড়ে।" এ রিওয়ায়াত একাকী আহমদ (র)-এর।

ফরয তাওয়াফের আগে সাধারণ পোশাক পরিধান ও সুগন্ধি ব্যবহার প্রসংগ

তারপর, নবী করীম (সা) জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা ও কুরবানী করার পরে এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার আগে স্বাভাবিক পোষাক পরলেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা) তাঁকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসংগে বুখারী (র) বলেন, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল মাদীনী (র) হতে এ মর্মে যে, তিনি আইশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি আমার এ দু'হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি তাঁর ইহরাম করার সময় এবং তাওয়াফ করার আগে, হালাল হওয়ার সময় তাঁর হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে। এ সময় আইশা (রা) তাঁর দু'হাত প্রসারিত করে দেখলেন। মুসলিম (র) বলেন, ইয়াকূব আদ-দাওরাকী ও আহ্মদ ইব্ন মানী' (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর ইহরাম করার আগে এবং দশ তারিখ তাওয়াফ করার আগে তাঁর হালাল হওয়ার পূর্বে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম তাতে মিশকও থাকতো। নাসাঈ, শাফেরী ও আবদুর রাজ্জাক (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন.... সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে ইব্ন জুরায়ক (র) হতে (উরওয়া ও কাসিম) আইশা (রা) সূত্রে এমর্মে যে তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জে হালাল হওয়ার সময় এবং ইহরাম বাঁধার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার দু'হাত দিয়ে 'যারীরাহ্' সুগন্ধি রেনু মাখিয়ে দিয়েছি। মুসলিম (র)-ও ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেছেন, সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি বলেছেন, "তোমরা যখন জামরায় কংকর মারলে তখন তোমাদের উপরে হারাম কৃত সব কিছু হালাল হয়ে গেল, তবে নারী সম্ভোগ ছাড়া-যতক্ষণ না বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো। যা তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আর সুগন্ধি? হে আবুল আব্বাস! তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর মাথায় (মিশক মাখাতে আমি দেখেছি; তা কি সুগন্ধি নয়?"

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আবূ উবায়দা (র) উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে রাত যাপনের ক্ষেত্রে পালা করে ঘুরে আসতেন তাতে দশ তারিখের (পূর্বে) রাত্রে রাসূলুল্লাহ ছিলেন আমার ঘরে। তখন ওয়াহ্ব ইব্ন যামআ (রা) ও আবূ উমায়্যা গোত্রের এক ব্যক্তি জামা পরিহিত অবস্থায় এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দু'জনকে বললেন, তোমরা কি 'ইসাযা' ফরয তাওয়াফ করেছে? তারা বললেন জ্বী না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা হলে তোমাদের জামা খুলে ফেল, তারা জামা খুলে ফেললেন। তখন ওয়াহ্ব (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এটা কেন? নবী করীম (সা) বললেন, "এ দিনটিতে তোমাদের জন্য এতটুকু সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা জামরায় কংকর মেরে ফেললে এবং কুরবানী করে ফেললে যদি তা তোমাদের সাথে থাকে, তখন তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাওয়া সব কিছু হতে হালাল হতে পারবে....নারী সম্ভোগ ব্যতীত। যতক্ষণ না বায়তুল্লাহ্র ফরয তাওয়াফ করে নাও। আর যদি কংকর মেরে ফেললে কিন্তু 'ইফাযা' করনি, তবে তোমরা

বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় ইহরাম অবস্থায়ই রয়ে যাবে।" আবূ দাউদ (র) ও আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ও ইয়াহ্য়া ইব্ন মাঈন (র) ইব্ন ইসহাক (র) সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (রা) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাতে অতিরিক্ত রয়েছে আবূ উবায়দা (র) বলেছেন, এবং কায়স বিন্‌ত মিহ্‌সান (রা) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন, দশ তারিখের বিকেলে (আমার ভাই) উকাশা ইব্ন মিহ্‌সান বনূ আসাদের একটি দলের সাথে সকলে জামা-কামীস পরে আমার এখান হতে বেরিয়ে গেলেন। পরে রাতের বেলা (ইশার সময়) তারা ফিরে এলেন যার জামা হাতে বহন করে। তখন উম্মু কায়স তাদের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা তাঁকে অবহিত করলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়াহ্‌ব ইব্ন যামআ (রা) ও তার সংগীকে বলেছিলেন ।

এ হাদীসটি অতি বিরল ও অসমর্থিত। আলিমগণের কেউ অভিমত গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

নবী করীম (সা) কর্তৃক বায়তুল্লাহর ফরয তাওয়াফ প্রসংগ

জাবির (রা) বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ অভিমুখে চললেন এবং মক্কায় যুহ্‌র সালাত আদায় করে বনূ আবদুল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে যারা তখন যামযম পাড়ে (লোকদের পানি পান করাচ্ছিলেন তাদেরকে বললেন, "হে বনু আছেল মুত্তালিব! পানি তুলতে থাক, তোমাদের পান করানোর কাজে লোকদের প্রভাব ও ঝামেলা সৃষ্টির আশংকা না থাকলে অবশ্যই আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম।" তখন তারা তাঁকে একটি বালতি এগিয়ে দিলে তিনি তা থেকে পান করলেন (-মুসলিম)। এ বর্ণনায় এমন তথ্য রয়েছে যা প্রতীয়মান করে যে, নবী করীম (সা) দুপুরের আগেই সওয়ারীতে চড়ে মক্কা শরীফ পৌঁছে ছিলেন এবং বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন।

তারপর তওয়াফ শেষে সেখানেই যুহ্‌র সালাত আদায় করলেন। আবার মুসলিম (র)-এর অন্য একটি বর্ণনা-মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) (নাফি') ইব্ন উমার (রা) সূত্রে এমর্মে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দশ তারিখে ইফাযা-ফরয তাওয়াফ করার পরে মিনায় ফিরে এসে যুহ্‌র সালাত আদায় করলেন।" -এ হাদীসটি জাবির (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী এবং উভয় রিওয়ায়াত-ই মুসলিমের।

এখন এ দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, নবী করীম (সা) মক্কায় যুহ্‌র সালাত আদায় করার পরে মিনায় ফিরে এসে লোকদের তাঁর জন্য প্রতীক্ষারত দেখতে পেয়ে তাঁদের নিয়ে (আবার) সালাত আদায় করলেন।-আল্লাহই সমধিক অবগত। আর যুহ্‌রের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকা কালে নবী করীম (সা)-এর মিনায় ফিরে আসা সম্ভব ছিল। কেননা, সময়টি গ্রীষ্মকাল ছিল বিধায় দিন ছিল দীর্ঘ।

যদিও এ দিনটির প্রথম ভাগে নবী করীম (সা) অনেকগুলি কর্ম-সম্পাদন করেছিলেন। যেমন, ফর্সা হওয়ার পরে তিনি মুয্‌দালিফা হতে প্রস্থান করেছিলেন, তবে তা ছিল সূর্যোদায়ের আগে। এরপর মিনায় পৌঁছে প্রথমে জামরাতুল আকাবায় সাতটি কংকর মারলেন। পরে ফিরে এসে নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন এবং এক শতের অবশিষ্ট গুলি হযরত আলী (রা) জবাই করলেন। পরে প্রতিটি উটের এক এক টুকরা নিয়ে তা 'একটি ডেগ্‌চীতে রেখে

রান্না করা হল। পাক হয়ে গেলে সে গোশত আহার করলেন এবং তার ঝোল পান করলেন। ইত্যবসরে তিনি (সা) মাথা মুণ্ডালেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করলেন।

এ সব কিছু থেকে ফারিগ হয়ে তিনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহণ করলেন। তদুপরি এ দিন নবী করীম একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিভাষণে জনতাকে সম্বোধন করেছিলেন। তবে তা তাঁর বায়তুল্লাহ গমনের আগে ছিল নাকি সেখান থেকে মিনায় প্রত্যাবর্তনের পরে ছিল তা আমি সঠিক নির্ণয় করতে পারছি না।-আল্লাহই সমধিক অবগত।

এ আলোচনার লক্ষ্য হলো নবী করীম (সা) সওয়ারীতে আরোহী হয়ে বায়তুল্লাহ গমন করে আরোহী অবস্থায় সেখানে সাত বার তাওয়াফ করেছিলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করেন নি (যেমন সহীহ্ মুসলিম শরীফে জাবির ও আইশা (রা) হতে প্রতিপন্ন হয়েছে)। তারপর যমযম কূপের পানি এবং যমযমের পানিতে ভেজানো খুরমা ভিজানো পানি (নবী স) পান করলেন। এ সব বর্ণনা নবী করীম (সা)-এর মক্কায় যুহ্র সালাত আদায় করার অভিমত পোষণকারীদের বক্তব্যকে জোরদার করে। যেমনটি জাবির (রা) রিওয়ায়াত করেছেন।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, নবী করীম (সা) যুহ্রের ওয়াক্তের শেষ ভাগে মিনায় ফিরে এসে মিনায়-ও তাঁর সাহাবীদের নিয়ে পুনরায় যুহর সালাত আদায় করেছিলেন। আর এ বিষয়টিই ইব্ন হায্ম (র)-কে জটিলতায় ফেলে দিয়েছে এবং তিনি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিতে সমর্থ হন নি। অবশ্য সহীহ্ রিওয়ায়াত সমূহের পরস্পর বিরোধী হওয়ায় কারণে তাঁর এ অপরাগতা মেনে নেয়া যায়। আল্লাহই সমধিক অবগত।

আবূ দাঊদ (র) বলেন, আলী ইব্ন বাহার ও আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সে দিনের (দশ তারিখ) শেষ যুহ্র সালাত আদায় করে ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) করার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। তারপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করে 'আইয়ামে তাশ্রীক' (১১, ১২, ১৩ যিলহজ্জ)-এর রাতগুলি সেখানে অবস্থান করে (প্রতিদিন) সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় জাম্‌রায় কংকর মারলেন। তিনি প্রতি জাম্‌রা সাত টি করে কংকর মারেন এবং প্রতি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দেন।" ইব্ন হায্ম (র) বলেন, 'এতে দেখা যাচ্ছে যে, জাবির ও আইশা (রা) এ বিষয় একমত যে, নবী করীম (সা) দশ তারিখের যুহ্র সালাত 'মক্কায়' আদায় করেছিলেন। আর এঁরা দু'জন আল্লাহই সমধিক অবগত ইব্ন উমর (রা)-এর তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য স্মৃতি শক্তির অধিকারী" এ হচ্ছে ইব্ন হায্ম (র)-এর বক্তব্য। তবে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা, আইশা (রা)-এর এ রিওয়ায়াতটি নবী করীম (সা)-এর মক্কায় যুহ্র সালাত আদায় করার সুস্পষ্ট বর্ণনা নয়। কেননা, উল্লিখিত রিওয়ায়াত টি দু'ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। যুহ্র সালাত আদায় করার 'সময়' (অথবা 'যখন' জুহ্র সালাত আদায় করলেন) حين صلى الظهر এবং যুহর সালাত আদায় করা 'পযন্ত' (حتى صلى الظهر) প্রথমটি যা রিওয়ায়াত হিসাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বায়তুল্লাহ গমনের আগে মিনায় যুহ্র সালাত আদায় করা প্রমাণ করে এবং তার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না। আর দ্বিতীয়টি যদি তা রিওয়ায়াত রূপে সংরক্ষিত সাব্যস্ত হয় মক্কায় যুহ্র সালাত আদায় করা নির্দেশ করতে পারে। যা ইব্ন হায্ম (র)-এর

অভিমত। কিন্তু এ রূপ 'সম্ভাবনা ' যুক্ত দলীল দিয়ে কোন বিতর্কের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করা যায়না। আল্লাহ্ পাকই সমধিক অবগত।

মোটকথা প্রথম সম্ভাবনার বিচারে এ হাদীসটি জাবির (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী। কেননা, এ হাদীসের প্রতিপাদ্য হল, নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সওয়ারীতে আরোহনের আগে মিনায় যুহ্র সালাত আদায় করে ছিলেন। আর জাবির (রা)-এর হাদীসের দাবী হল যুহ্র সালাতের আদায়ের আগে নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং যুহ্র সালাত সেখানেই আদায় করেছিলেন।

অন্য দিকে বুখারী (র) বলেছেন, 'আইশা ও ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আবুয্ যুবায়র (র) বলেছেন, 'নবী করীম (সা) রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করলেন অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত বুখারী (র)-র এ সনদবিহীন হাদীসটি অন্য অনেকে ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ আবদুর রহমান ইব্ন মাহ্দী ও ফার্‌জ ইব্ন মায়মূন (র) (সুফিয়ান আবুয্ যুবায়র) আইশা ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সনদ যুক্ত করে রিওয়ায়াত করেছেন– এ মর্মে যে, "নবী করীম (সা) কুরবানীর দিন (দশ তারীখের) তাওয়াফ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছিলেন। চার সুনান গ্রন্থ সংকলক এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন সুফিয়ান (র) হতে....ঐ সনদে। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন এটি হাসান হাদীস। ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আইশা ও ইব্ন উমর (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা (তাওয়াফ) 'যিয়ারত' করেছেন।" এখন যদি 'রাত' কে 'দুপুরের পরের দিকে' অর্থে প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ যেন বলা হল বিকেলে ও দিনের শেষাংশে তবে তা সঠিক ভিত্তি পেয়ে যাবে। আর যদি সূর্যাস্তের পরের (প্রকৃত রাত) অর্থে প্রয়োগ করা হয় তবে তা হবে খুবই অবাস্তব এবং এ সম্পর্কিত বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের পরিপন্থী। কেননা, সেগুলোতে বলা হয়েছে যে, "নবী করীম (সা) দশ তারিখে দিনের বেলা তাওয়াফ করেছেন এবং যমযমের পানপাত্র হতে পান করেছেন।" আর যে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে রাতের বেলা তিনি বায়তুল্লাহ্ গিয়েছিলেন তা হল বিদায়ী তাওয়াফ। তবে রাবীদের অনেকে সে তাওয়াফকেও 'যিয়ারাত তাওয়াফ' নামে ব্যক্ত করে থাকেন (পরবর্তী আলোচনা দ্র)। কিংবা (রাতের তাওয়াফ হবে) বিদায়ী তাওয়াফের আগে এবং তাওয়াফুস্ সাদ্র (প্রধান তাওয়াফ) অর্থাৎ ফরয তাওয়াফের পরে শুধু যিয়ারত ও আল্লাহ্র ঘরের সাক্ষাত-সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে আদায়কৃত সাধারণ ও নফল তাওয়াফ (এ বিষয় সম্বলিত হাদীসে আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মিনার রাত সমূহের প্রতি রাতে বায়তুল্লাহ যিয়ারতে গমন করতেন। যা প্রায় অবাস্তব)। আল্লাহই সমধিক অবগত।

হাফিয বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আম্র ইব্ন কায়স (র) আইশা (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সহচর বৃন্দকে অনুমতি দিলে তারা দশ তারিখের দুপুরে বায়তুল্লাহর তাওয়াফে যিয়ারত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তাঁর স্ত্রীগণকে নিয়ে রাতে তাওয়াফ যিয়ারত করলেন। এটি একটি অতিশয় বিরল হাদীস এবং তাউস ও উরওয়া ইব্নুয্ যুবায়র (র) এ অভিমত পোষণ করতেন যে, নবী করীম (সা) দশ তারিখের (ফরয) তাওয়াফ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছিলেন। তবে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত সমূহ এবং জমহুরের অভিমতের দাবী হল নবী করীম (সা) দশ তারিখের তাওয়াফ দিনে করেছিলেন এবং তা দুপুরের আগে হওয়াই

অধিকতর সংগতি পূর্ণ। তবে দুপুরের পরে হওয়ার প্রমাণগত সম্ভাব্যতার বিদ্যমান। আল্লাহই সমধিক অবগত।

এ আলোচনার সার কথা হল– নবী করীম (সা) (মিনা হতে) মক্কায় উপনীত হয়ে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্ এ সাতবার তাওয়াফ করলেন। তারপর যমযম কূপের কাছে গেলেন; বনূ মুত্তালিবে লোকেরা কূয়ো থেকে পানি তুলছিল এবং লোকদের পান করাচ্ছিল। নবী করীম সেখান হতে একটি বালতি নিলেন এবং তা থেকে পান করলেন ও নিজের গায়ে ঢাললেন।" যেমন মুসলিম (র) বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল আদ-দারীর (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে তখন তাঁকে বলতে শুনেছেন নবী করীম (সা) তাঁর বাহনে করে আগমন করলেন, তাঁর পিছনে ছিলেন উসামা। আমরা তাঁর কাছে একটা পাত্র নিয়ে এলাম যাতে নাবীয ছিল। তিনি পান করলেন এবং তার অবশিষ্টটুকু উসামা কে পান করতে দিলেন এবং বললেন, "সুন্দর্ করেছো, উত্তম করেছো ! এ ভাবেই করতে থাকবে।" ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "তাই, রাসূলুল্লাহ (সা) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আমরা পরিবর্তন করতে চাই না।" বাকর (র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে, যে, জনৈক বেদুঈন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, "কী ব্যাপার, আপনাদের চাচাত ভাইদের দেখছি, লোকদের মধু আর দুধ পান করাচ্ছেন আর আপনারা নিজেরা নাবীয পান করাচ্ছেন তা কি অভাবের কারণে নাকি কার্পণের কারণে ? তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) ঐ বেদুইনের কাছে এ হাদীসটি উল্লেখ করলেন। আহমদ (র) আরো বলেন, রাওহ (র)....বাক্‌র ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) হতে এ মর্মে যে, এক বেদুইন এসে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলল, কী ব্যাপার মু'আবিয়া পরিবারের লোকেরা পানি ও মধু পান করাচ্ছে; অমুকরা দুধ পান করাচ্ছে আর আপনারা নাবীয পানি করাচ্ছেন! তা কি আপনাদের কৃপণতাও জন্যে, নাকি অনটনেও জন্য? তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, কৃপণতার আমাদের পায় নি আর অভাবে অনটনের নয়।

তবে, (বিদায় হজ্জ) রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এলেন, তাঁর সহ-আরোহী ছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) তিনি পানীয় দিতে বললে আমরা এ জিনিস অর্থাৎ নাবীয পান করতে দিলাম। তিনি তা থেকে পান করলেন এবং বললেন, "উত্তম করেছো! এ ভাবেই কর চলবে।" আহমদ (র) এ হাদীস রাওহ্ বাকও একাধিক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে....(অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন)। বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এমর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পান কেন্দ্রে যমযম (থেকে তোলা পানির আধারে) এসে পানীয় চাইলেন।

তখন আব্বাস (রা) বললেন, হে ফায্‌ল! তোমরা আম্মা-র কাছে গিয়ে তার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য পানীয় নিয়ে এসো ! নবী করীম (সা) তখন (আবার) বললেন, "আমাকে (এখান থেকেই) পান করিয়ে দিন! তখন আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! "এরা তো এ পানিতে তাদের হাত ঢুকিয়ে দেয়। নবী করীম (সা) বললেন, 'আমাকে পান করতে দিন! তখন তিনি সেখান থেকে পান করার পরে যমযম এর কাছে গেলেন। তখন তারা পানি পান করাচ্ছিলেন এবং কাজে লিপ্ত ছিলেন। নবী করীম (সা) বললেন—

اعملوا فانكم على عمل صالح- “কার যাও তোমরা একটা ভাল ও কল্যাণের কাজে ওয়েছো।” পরে বললেন— لولا ان تغلبوا لنزعن حتى اضع الحبل على هذه “তোমরা অন্যায় হস্তক্ষেপ ও ঝামেলার শিকার হওয়ার আশংকা না থাকলে আমি ও (পানি) তুলতাম এবং সে জন্য এর উপরে রশি তুলে নিতাম।” বলে তিনি নিজের কাঁধের দিকে ইংগিত করলেন। বুখারী শরীফে আরো রয়েছে আসিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হতে তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে আমি যম্‌যমের পানি পান করিয়েছি, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করলেন। “আসিম (র) বলেন, ‘ইকরিমা (র) হলফ করে বলেছেন যে, “ঐ দিন তিনি ‘উটের পিঠেই’ ছিলেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে উটনীর পিঠে।

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, হুশায়ম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, তিনি তখন একটি উটের উপরে ছিলেন। তিনি নিজের কাছের একটি বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ‘পানকেন্দ্রে’ এসে বললেন, “আমাকে পানীয় দাও! তখন তারা বলল, এ তে তো লোকজন তাদের হাত ঢুকিয়ে দেয়, বরং আমরা ঘর থেকে আপনার জন্য তা নিয়ে আসছি। তিনি বললেন, আমার জন্য তার কোন প্রয়োজন নেই; সাধারন লোকেরা যা পান করে আমাকে তা হতে পান করাও।” আবূ দাউদ (র)-ও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহ্‌ র ‘আফ্‌ফান (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যম্‌যম-এর কাছে এলে আমরা তাঁর জন্য এক বালতি (পানি) তুললাম, তিনি পান করলেন এবং বালতিতে কুলি ফেললেন। পরে আমরা তা যম্‌যমে ঢেলে দিলাম। পরে তিনি বললেন, “তোমাদের পরাভূত হওয়ার আশংকা না থাকলে আমি নিজ হাতে (পানি) তুলতাম।” এ রিওয়ায়াত একাকী আহমদ (র)-এর সনদ মুসলিম (র)-এর শর্তানুরূপ।

সাফা-মারওয়ায় পুনঃ সাঈ প্রসংগ

তারপর নবী করীম (সা) সাফা-মারওয়ায় পুনঃ সাঈ করলেন না; বরং প্রথম বারের সাঈকে যথেষ্ট মনে করলেন। যেমন– মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্‌তে রিওয়ায়াত করেছেন– ইব্‌ন জুরায়জ (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ায় একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করেছেন। অর্থাৎ এখানে সাহাবী বলতে সে সকল সাহাবী বুঝিয়েছেন যারা কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন এবং (সেহেতু) কিরান হজ্জ পালনকারী হয়েছিলেন। যেমন– মুসলিম শরীফের অন্য একটি রিওয়ায়াত মতে রাসূলুল্লাহ (সা) আইশা (রা)-কে বললেন, যখন তিনি উমরা (পূর্ণ না করতে পেরে তা)-এর সাথে হজ্জ অনুপ্রবিষ্ট কিরান হজ্জ পালন কারিনী হয়ে গিয়েছিলেন– [নবী করীম (সা) বললেন]

يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا ولمروة لحجك وعمرتك -

‘বায়তুল্লাহ্‌ এবং সাফা-মারওয়ায় তোমার (এক বারের) তাওয়াফ (ওসাঈ) তোমার হজ্জ ও উমরা (উভয়ের)-এর জন্য যথেষ্ট।”

ইমাম আহমদ (র)-এর অনুগামীদের অভিমত হল যে, জাবির (রা)-এর তাঁর সহযোগীদের এ অভিমত কিরান ও তামাত্তু’ এ উভয় প্রকার হজ্জ পালনকারীদের জন্য প্রযোজ্য। এ জন্যই

ইমাম আহমদ (র)-এর অভিমত হলো এই যে, তামাত্তু' হজ্জ পালনকারীর জন্যও একটি তাওয়াফ তাঁর হজ্জ ও উমরা আদায়ে যথেষ্ট হবে, যদিও এ ক্ষেত্রে উভয় আমলের মাঝে 'হালাল' হওয়ার অবকাশ রয়েছে।" তবে তাঁর এ অভিমত একটি বিরল বক্তব্য– যার উৎস হাদীসের বাহ্য পাঠ। আল্লাহই সমধিক অবগত।

পক্ষান্তরে আবূ হানীফা (র)-এর অনুগামীগণ তামাত্তু হজ্জের ক্ষেত্রে মালিকী ও শাফিঈ মতাবলম্বীদের অভিমত– দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ-র ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করছেন কিন্তু, তাঁরা এ বিধান টি কিরান হজ্জের ক্ষেত্রে পর্যন্ত সম্প্রারিত করে বলেছেন যে, কিরান পালনকারীও (হজ্জ উমরার জন্য ভিন্ন ভিন্ন) দুই তাওয়াফ দুই সাঈ করবে। এটি তাঁদের একক মাযহাব এবং এটির স্বপক্ষে আলী (রা) পর্যন্ত মাওকুফ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। আবার আলী (রা) হতে মারফূ '[নবী করীম (সা) পর্যন্ত সনদ উন্নীত) রিওয়ায়াত ও বর্ণিত হয়েছে। তাওয়াফ পরিচ্ছেদে এ সব রিওয়ায়াতের উপরে আমরা আলোচনা করে এসেছি এবং এ কথাও বিবৃত করেছি যে ঐ সব রিওয়ায়াতের সনদ দুর্বল এবং সেগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের পরিপন্থী। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দশ তারিখের যুহ্র সালাতের স্থান প্রসংগে

মক্কায় যুহর সালাত আদায়ের পরে নবী করীম (সা) মিনায় প্রত্যাগমন করলেন।" এ হল জাবির (রা)-এর হাদীসের প্রতিপাদ্য। পক্ষান্তরে ইব্ন উমর (রা)-এর ভাষ্য– ফিরে এসে মিনায় যুহ্র সালাত আদায় করলেন। উভয় রিওয়ায়াত মুসলিম (র)-এর। যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মক্কা ও মিনায় দু'বার সালাত আদায় করার কথা মেনে নিয়ে এ দু'য়ের মাঝে সমন্বয় বিধান করা যায়। ইব্ন হায্ম (র) এ বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত প্রদানে বিরত রয়েছেন। বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিতে পরস্পর বিরোধিতার কারণে তাঁর এ অপরাগতা বিবেচ্য ও গ্রহণযোগ্য। তবে, আল্লাহই সমধিক অবগত। এ ছাড়া মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেছেন, আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম তাঁর পিতা সূত্রে আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, সে দিনের শেষে যুহ্র সালাত আদায়ের 'সময়' তিনি ইফাযা (ফরয তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন) করলেন, তারপর মিনায় ফিরে এলেন এবং আইয়ামে তাশরীকের (১১, ১২, ১৩ তারিখের) রাতগুলি সেখানে অবস্থান করে প্রতিদিন সূর্য পশ্চিম মুখী হওয়ার সময় জামরা সমূহে কংকর মারলেন। প্রতি জামরায় সাত কংকর এবং প্রতি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দিলেন।" এ রিওয়ায়াত একাকী আবু দাউদের। এ হাদীস প্রতীয়মান করে যে, দশ তারিখে নবী করীম (সা)-এর মক্কা গমন হয়েছিল দুপুরের পরে। সুতরাং এ হাদীস নিশ্চতরূপেই ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীসের সাথে সংঘটিত। তবে এটি জাবির (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী কিনা সে ব্যাপারে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

মিনায় নবী করীম (সা)-এর ভাষণ প্রসংগ

এ মহান দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। হাদীসের বহুল ও উপর্যুপরি ধারাবাহিক (মুতাওয়াতির) রিওয়ায়াত বিষয়টি প্রমাণিত। আমরা এখানে মহান মহীয়ান আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে যথা সম্ভব তা উল্লেখ করার প্রয়াস পাব। বুখারী (র)-এর

অনুচ্ছেদ শিরোনাম **মিনার দিনগুলিতে** খুত্‌বা দান আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা) দশ তারিখে লোকদের সমনে ভাষন দিলেন। তিনি বললেন, ای یوم هذا "লোক সকল ! এ টি কোন্ দিন ? লোকেরা বলল, "সম্মানিত দিন।" নবী করীম (সা) বলেন, فاى بلد هذا "এটি কোন্ নগর ?" লোকেরা বলল, "সম্মানিত নগর।" নবী করীম (সা) বললেন فاى شهر هذا "তবে এটি কোন মাস?" তারা বলল, "পবিত্র মাস!" নবী করীম (সা) বললেন—

فان دماءكم واموالكم واراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا۔

যে মাসটি পবিত্র তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ নগরে তোমাদের এদিনটির সন্মান ও পবিত্রতার ন্যায় তোমদের জীবন ও সম্পদ (জান-মাল) ও আবরু-ইজ্জত তোমাদের জন্য পবিত্র। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) এ কথাটি কয়েকবার পুনর্ব্যক্ত করলেন এবং পরে মাথা তুলে বললেন— اللهم هل بلغت اللهم قد بلغت "ইয়া আল্লাহ! পৌঁছিয়ে দিয়েছি তো? ইয়া আল্লাহ! পৌঁছিয়ে দিয়েছি তো!" ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "যাঁর অধিকারে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ ভাষণ অবশ্যই তাঁর উম্মতের কাছে তাঁর অন্তিম ওসিয়ত (তিনি আরো বললেন)—

فليبلغ الشاهد الغائب - لا ترجعوا بعدى كفارا يغرب بعضكم رقا بعض۔

"উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতকে পৌঁছিয়ে দিবে। আমার পরে কাফিরে পরিনত হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে থাকবে!" তিরমিযী (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ফাল্লাস (র) ইয়াহয়া আল-কাত্তান সূত্রে ঐ সনদে। এবং এটিকে হাসান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) আবূ বাক্‌রা (রা) হতে। তিনি বলেন, দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে খুত্‌বা দিলেন। তিনি বললেন, اليس ذوالحجة "তোমরা জান কী এটি কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অনেক জানেন। তখন তিনি নিরবতা অবলম্বন করলে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এখনই এ দিনটির অন্য কোন নাম রেখে দিবেন তিনি বললেন, اليس هذايوم النحرء "এটি কি নাহ্‌র দিবস নয়?" আমরা বললাম, জ্বী হাঁ অবশ্যই! তিনি বললেন, 'এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সমধিক অবগত। তখন তিনি নিরবতা অবলম্বন করলেন, এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এখনই এটিকে তার নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে অভিহিত করবেন। তিনি বললেন, اليس ذوالحجة "এটি যিলহজ্জ (মাস) নয় কি? ' আমরা বললাম, জ্বী অবশ্যই! তিনি বললেন, এটি কোন্ নগর ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি নিরবতা অবলম্বন করলেন, এমন কি আমরা ভাবলাম তিনি এটি কে এর নাম কোন নামে আখ্যায়িত করবেন। তিনি বললেন, اليس بالبلاد الحرام এটি কি পবিত্র নগরী নয়? আমরা বললাম, জ্বী হাঁ অবশ্যই! তিনি বললেন, "তবেই, তোমাদের জান-মাল তোমাদের জন্য পবিত্র তোমাদের এ নগরে। তোমাদের এ শাসক তোমাদের এ দিনটির পবিত্রতার ন্যায়। الى يوم تتقون ربكم তোমাদের প্রতি পালকের সান্নিধ্যে গমনের দিন পর্যন্ত।" আমি পৌঁছিয়ে দিলাম কী? তাঁরা

বলল জী-হাঁ। (তিনি বললেন) ইয়া আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন! তাই, উপস্থিতরা অনুপস্থিদের পৌঁছে দিবে। فرب مبلغ اوعى من سامع কেননা, অনেক (প্রত্যক্ষ) শ্রোতার চাইতে যাকে পৌঁছিয়ে দেয়া হয় অর্থাৎ পরোক্ষ শ্রোতা অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়। আমার পরে এমন কাফির দলে পরিণত হয়ো না যে তোমাদের একে অন্যের গর্দান মারতে থাকবে! "বুখারী মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হতে একাধিক সূত্রে ঐ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) আবদুল্লাহ ইব্ন 'আওন (র) আবু বাক্রাহ (রা) হতেও রিওয়ায়াত করেছেন।

এ রিওয়ায়াতের শেষে অতিরিক্ত রয়েছে এরপর নবী করীম (সা) দু'টি সুশ্রী হৃষ্টপুষ্ট দুম্বার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে দু'টি জবাই করলেন, এবং একটি ছোট ছাগ পালের কাছে গিয়ে তা আমাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।"

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র) (মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন সূত্রেই) আবু বাক্রা (রা) হতে, এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হজ্জে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "শোনো ! সময় তার নিজস্ব ও প্রকৃত অবস্থানে অতীত হয়ে এসেছে যেদিন আল্লাহ্ আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছিলেন, সে দিনের মতই বছর বার মাস, যার মধ্যে চারটি পবিত্র ও নিষিদ্ধ মাস। তিন মাস পরপর যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এবং 'মুযার গোত্রীয়দের রজব মাস যা রয়েছে জুমাদাল উখ্রা ও শা'বান মাসের মাঝে।" তারপর তিনি বললেন—

الا ان الزما نقد اشدا كهيئته يوم خلق الله السموات والارض - السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان-

শোনো! এটি কোন দিন ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। নবী করীম (সা) নিরব থাকলে আমরা ভাবতে লাগলাম যে, তিনি এটিকে এর অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন, এটি কুরবানীর দিন নয় কী?, আমরা বললাম, জী-হাঁ অবশ্যই!" আবার তিনি বললেন, "এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। তখন তিনি নিরব থাকলেন, এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এটিকে এখনই তার নাম ভিন্ন অন্য কোন নামে অভিহিত করবেন।

তিনি বললেন, "এটি যিলহজ্জ নয় কি?" আমরা বললাম, হাঁ অবশ্যই! আবার বললেন "এটি কোন নগরী ?" আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।" তিনি তখন নিরব থাকলেন, এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এখনই এটিকে তার নাম ভিন্ন অন্য কোন নাম দিবেন।

তিনি বললেন, এটি কি পবিত্র নগরী নয়? আমরা বললাম, জ্বী হাঁ অবশ্যই! (তিনি বললেন) তবেই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (জান-মাল) (আমার ধারণা, তিনি আরো বললেন) তোমাদের ইজ্জত আবরু তোমাদের জন্য পবিত্র, তোমাদের এই নগরীতে, তোমাদের এই মাসে তোমাদের এ দিনটির পবিত্রতা (ও নিষিদ্ধতার) তুল্য। وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم আর অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রতি পালকের সাক্ষাতে উপস্থিত হবে, তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

শোনো! আমার পরে 'ভ্রান্ত' দলে পরিণত হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াতে থাকল। শোনো! আমি পৌঁছিয়ে দিলাম কী? শোনো! উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। فلعل من يبلغه يكون اوعى له من بعض من سمعه "কেননা, হতে পারে, যার কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়া হবে সে এর কোন শ্রোতার চেয়ে ঐ বিষয়ের অধিক সংরক্ষণশালী প্রতিপন্ন হবে।" ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে এভাবেই মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) আবূ বকর (রা) হতে (সরাসরি) উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপ, আবূ দাঊদ (র) মুসাদ্দাদ (র) হতে এবং নাসাঈ (র) আম্‌র ইব্‌ন যুরারা (র) হতে....ইব্‌ন সীরীন (র) আবূ বাকরা (রা) হতে (সরাসরি) রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু, এভাবে সনদটি বিচ্ছিন্ন সূত্র (মুনকাতি)। কেননা, বুখারী-মুসলিম এ হাদীস আহরণ করেছেন (আয়্যুব হতে বিভিন্ন সূত্রে) মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন হতে; তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা হতে এবং তিনি তাঁর পিতা আবূ বাকরা (রা) হতে। পূর্বানুরূপ।

বুখারী (র)....ইব্‌ন উমর (রা) হতে ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং তিরমিযী (র) ব্যতীত সিহাহ সিত্তা সঙ্কলকগণের অন্য সকলে বিভিন্ন সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

বুখারী (র) বলেন, হিশাম ইবনুল গায্ (র) বলেছেন, নাফি সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) হতে নবী করীম (সা) যে হজ্জ পালন করেছিলেন সে হজ্জে জামরাসমূহের মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে এ ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন- هذا يوم الحج الاكبر "এটি প্রধান হজ্জের দিন' নবী করীম (সা) বলে চললেন, "ইয়া আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! এবং (এভাবে) তিনি লোকদের বিদায় জানালেন। তাই তারা এর নাম দিল হাজ্জাতুল বিদা' বিদায় হজ্জ। আবু দাউদ (র) এ হাদীস পূর্ণ সনদে উল্লেখ করেছেন মুআম্মাল ইব্‌নুল ফায্‌ল (র) হতে। আর ইব্‌ন মাজা (র) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন– হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) সূত্রে আবুল আব্বাস আদ-দিমাশকী (র) পূর্ব সনদে। এ ভাষণের সময় নবী করীম (সা)-এর জাম্‌রাসমূহের কাছে অবস্থান দশ তারিখে জামরায় কংকর মারার পরে এবং তাওয়াফ করার আগে যেমন হতে পারে, তেমনি মিনায় প্রত্যাবর্তন ও জামরাসমূহ কংকর মারার পরেও হতে পারে। তবে নাসাঈ (র)-এর রিওয়ায়াত প্রথম সম্ভাবনাকে সবল করে। যেহেতু তিনি বলেছেন, আমর ইব্‌ন হিশাম আল-হার্‌রানী (র) তাঁর উম্মু হুসায়ন (রা) হতে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর হজ্জের সময় আমিও হজ্জ করেছি। তখন দেখলাম বিলাল তাঁর বাহনের রশি ধরে রয়েছেন আর উসামা ইব্‌ন যায়দ নবী করীম (সা)-এর উপরে তার কাপড় তুলে ধরে তাঁকে সূর্য তাপ হতে ছায়া দিচ্ছেন তখনও তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। এভাবে জামরাতুল আকবায় কংকর মারলেন। তারপর লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা বয়ান করলেন এবং অনেক অনেক কথা বললেন।....মুসলিম (র) ও এ হাদীসটি উল্লিখিত সনদে উম্মু হুসায়ন (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে হজ্জ পালন করলাম। আমি দেখলাম, উসামা ও বিলালকে; তাঁদের একজন রাসূলুললাহ্ (সা)-এর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছেন, অন্যজন

তাঁর একটি বস্ত্র ধরে তাঁকে সূর্য তাপ হতে ছায়া দিচ্ছেন- জামরাতুল 'আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত। উম্মুল হুসায়না (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেক কথা বললেন, পরে আমি তাঁকে বলতে শুনলাম——

ان امر عليكم عبد مجدع - اسود يقودكم بكتاب الله فاسمعو له واطيعوا-

"কোন নাক কাটা (-রাবী বলেন, আমার ধারণা উম্মুল হুসায়ন এ শব্দটিও বলেছেন যে,) কাফ্রী গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হলেও, যে তোমাদের আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে পরিচালিত করে, তবে, তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।"

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুলাহ (র)....সূত্রে জাবির (রা) হতে, তিনি বলেন দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, اى يوم اعظم حرمة "কোন দিনটি মর্যাদায় সর্বাধিক মহান ? তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, আমাদের এ দিনটি। নবী করীম (সা) বললেন, কোন মাস্‌টি মর্যাদায় সব চাইতে মহান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ মাস্‌টি। নবী করীম (সা) বললেন, মর্যাদায় কোন নগরী সব চাইতে উত্তম ? তাঁরা বললেন," আমাদের এ নগরীটি। নবী করীম (সা) বললেন, 'সুতরাং তোমাদের জান-মাল তোমাদের জন্য পবিত্র ও মর্যাদাবান, যেমন তোমাদের এ নগরে তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ দিনটি পবিত্র ও মর্যাদাবান। আমি পৌঁছিয়ে দিলাম তো ! তাঁরা বললেন, জ্বী হ্যাঁ ! তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন !- এ সূত্রে ইমাম আহমদ (র) একাকী বর্ণনা করেছেন, এবং এ সনদ সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের শর্তানুরূপ। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ মু'আবিয়া– আ'মাশ (র) হতে....ঐ সনদে। আর 'আরাফা দিবসে নবী করীম (সা)-এর ভাষণের বিবরণ সম্বলিত জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ....জাবির (রা)-এর হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ্ই সমাধিক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আলী ইব্ন বাহ্র (র)....সালিহ্ সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে– তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, (সমর্থক হাদীস) ইব্ন মাজা (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হিশাম ইব্ন 'আম্মার ঈসা ইব্ন ইউনুস (র) হতে....ঐ সনদে। এর সনদও সহীহ্ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুরূপ। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

হাফিজ আবু বক্‌র আল-বায্‌যার (র) বলেন, আবূ হিশাম (র)....আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, "এটি কোন্ দিন ?" তারা বললেন, "পবিত্র দিন।" নবী করীম (সা) বললেন, "সুতরাং তোমাদের জান-মাল তোমাদের জন্য পবিত্র– যেমন তোমাদের এ দিনটি পবিত্র তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ নগরে।" তারপর বায্‌যার (র) বলেছেন, আবূ মু'আবিয়া (র)-ও আবূ হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) হতে এ মর্মে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর আবূ হিশাম (র) হাফস ইব্ন গিয়াস (র) সূত্রে এ উভয় রিওয়ায়াত আমাদের কাছে একত্রিত পরিবেশন করেছেন। এ ছাড়া, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আত্ তানাফিসী (র)-এর মাধ্যমে....জাবির (রা) হতে হাদীসটি ইমাম আহমদ (র)-এর উদ্ধৃতিতে পূর্বে উলিখিত হয়েছে। যার অর্থ হল যে, সম্ভবত আবূ সালিহ (র) তিন জন সাহাবীর কাছেই এ হাদীস পেয়েছেন।

হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) বলেছেন....সালামা ইব্ন কায়স আল্ আশজাঈ (রা) হতে তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (রা) বললেন,

انما هن اربع - لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا لنفس التى حرم الله بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا-

"গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চারটি "(১) আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরীক করবে না; (২) আল্লাহ্ যে প্রাণ (বধ করা) হারাম করেছেন তা ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া বধ করবে না; (৩) ব্যাভিচার করবে না এবং (৪) চুরি করবে না।" বর্ণনাকারী বলেন, "যে দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ কথাগুলি শুনেছিলাম– সে দিনের চাইতে আজও এ সবের প্রতি অধিক আগ্রহী নই।" আহমদ ও নাসাঈ (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মানসূর (র) সূত্রে এবং অনুরূপ, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না ও সুফিয়ান ছাওরী (র) ও মানসূর (র)....হতে।

ইব্ন হায্ম বিদায় হজ্জ সম্পর্কে বলেন, আহমদ ইব্ন উমর ইব্ন আনাস আল্ 'আযরী (র)....-উসামা ইব্ন শারীক (রা) হতে– তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি– যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন; তিনি বলেছিলেন— امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك "(সেবা ও সদাচরণ করবে-) তোমার মার প্রতি, তোমার বাপের প্রতি, তোমার বোনের প্রতি, তোমার ভাইয়ের প্রতি, তারপর ক্রমান্বয়ে নিকট আত্মীয়দের প্রতি....।"

বর্ণনাকারী বলেন, তখন একদল লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের পূর্বেকার বনূ ইয়ারবূ'দের কী হবে ? তিনি বললেন, لا يجنى نفس على اخرى "কোন ব্যক্তি অন্যের অপরাধের দায় ভোগ করবে না।" তখন জামরায় কংকর মারতে ভুলে গিয়েছে এমন এক ব্যক্তি তাঁকে (এ বিষয়) জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেন, ارم ولا حرج "(এখন) কংকর মেরে নাও, কোন অসুবিধা নেই! তখন অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (যথাসময়ে) তাওয়াফ করতে ভুলে গিয়েছি। তিনি বললেন, طف ولاحرج "(এখন) তাওয়াফ করে নাও, কোন অসুবিধা নেই!" তখন আর এক ব্যক্তি এল- যে জবাই (কুরবানী) করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছে। নবী করীম (সা) বললেন, اذبح ولا حرج "(এখন) জবাই করে নাও, কোন সমস্যা নেই!" মোটকথা, এ সময় তাদের যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন, لاحرج لاحرج কোন দোষ নেই! অসুবিধা নেই! পরে বললেন—

قد اذهب الله الحرج الا رجلا اقترض امرأ مسلما فذلك الذى حرج وهلك -

"আল্লাহ্ সব সংকট দূর করে দিয়েছেন; তবে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের গীবত করল সে-ই সংকটাপন্ন ও ধ্বংস হল।" তিনি আরো বললেন— ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا الهرم "আল্লাহ্ যত রোগ অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর চিকিৎসাও তিনি অবতীর্ণ করেছেন, তবে বার্ধক্য এর ব্যতিক্রম। ইমাম আহমদ (র) এবং সুনান গ্রন্থসমূহের সংকলকবৃন্দ এ সূত্রে এ হাদীসের আংশিক বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, 'হাসান-সহীহ্।'

দোভাষী প্রসংগ ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র)....জারীর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে বললেন, "হে জাবীর ! লোকদের নিরব হতে বল।"

তারপর তাঁর ভাষণে তিনি বললেন, "আমার পরে তোমরা এমনভাবে কাফির দলে পরিণত হয়ে যেয়ো না, যে, তোমাদের একে অন্যের গর্দান উড়াতে শুরু করবে !" আহমদ (র) এ হাদীসখানা গুনদার ও ইব্‌ন মাহ্‌দী (র) হতেও....ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।....আহমদ (র) আরো বলেন, ইব্‌ন নুমায়র (র).... জাবীর (রা) সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'লোকদের নিরব থাকতে বল' এর পরে বললেন—لا اعرفن بعد ما ارى ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بقض এখন যা দেখতে পাচ্ছি তারপরে যেন আমাকে এমন অবগত হতে না হয় যে, তোমরা কাফির দলরূপে প্রত্যাবর্তীত হয়ে একে অন্যের গর্দান উড়াতে শুরু করেছ।" নাসাঈ (র) ও আবদুলাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)-এর বরাতে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ (র) আরো বলেছেন, হান্নাদ ইব্‌নুস সারী (র)....সুলায়মান ইব্‌ন 'আম্‌র (র) তাঁর পিতা (আম্‌র) হতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আমি নবী করীম (সা)- কে বলতে শুনেছি, লোক সকল ! (তিনবার) "এটি কোন দিন ? তাঁরা বললেন, প্রধান হজ্জের দিন। নবী করীম (সা) বললেন, "সুতরাং তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম ও পবিত্র, যেমন তোমাদের এ দিনটি পবিত্র তোমাদের এ নগরীতে।

ولا يجنى جان على والده - الا ان الشيطان قد يئس ان يعبد فى بلدكم هذا ولكن سيكون له طاعة فى بعض ما تحتقرون من اعمالكم فيرضى- الا وان كل ربا الجاهلية يوضع - لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون-

"কোন অপরাধী পিতার অপরাধে তার পুত্র অপরাধী হবে না। শোন ! শয়তান তোমাদের এ নগরে পূজা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে ; তবে অচিরেই এমন কিছু কিছু 'আমলে তার আনুগত্য হয়ে যাবে, যেগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে, তাতে তার মনস্তুষ্টি হবে। শোন! জাহিলী যুগের সব সূদ রহিত করা হচ্ছে ; তোমরা তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে, তোমরা যুলুম করবে না, আবার যুলুমের শিকারও হবে না।"-হাদীসটি তিনি আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন।

আবূ দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ ঃ যারা দশ তারিখে খুতবা ও ভাষণ দেয়ার মত ঘোষণা করেছেন- হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)....হিরসাম ইব্‌ন যিয়াদ আল-বাহিলী (র) সূত্রে বলেন, কুরবানীর দিন মিনায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর 'আয্‌বা' উটনীর উপরে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি।" আহমদ ও নাসাঈ (র)-ও....বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন- তিনি বলেন, "আমার পিতা আমাকে সহ-আরোহী করেছিলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে দেখলাম কুরবানী দিবসে মিনায় তাঁর 'আযবা' উটনীর উপরে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে।"-এ ভাষ্য আহমদ (র)-এর এবং এটি তাঁর 'মুসনাদ'-এর 'ছুলাছী' (তিন মাধ্যমযুক্ত) হাদীস।

যাবতীয় হাম্‌দ আল্লাহ্‌রই জন্য। তারপর আবূ দাউদ (র) বলেন, মুআম্মাল ইব্‌নুল ফাযল আল্ হার্‌রানী (র)....আবূ উমামা (রা) সূত্রে বলেছেন,'আমি দশ তারিখে মিনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভিভাষণ শুনেছি।" ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রহমান (র)....আবূ উমামা

(রা) সূত্রে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ; আর সে দিন তিনি জাদ'আ' (কান কর্তিত) উষ্ট্রীর উপরে পা-দানীতে তাঁর দু-পা রেখে লোকদের শোনাবার উদ্দেশ্যে উঁচু হচ্ছিলেন। তিনি তাঁর উচ্চৈস্বরে বললেন, ألا تسمعون "তোমরা শুনতে পাচ্ছ কী? তখন একজন সাধারণ লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি আমাদের কাছে কী অংগীকার নিচ্ছেন ? তিনি বললেন—

اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا اذا امرتم تدخلوا جنة ربكم -

"তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদাত করবে, তোমাদের পাঁচবারের সালাত আদায় করবে, তোমাদের (রমযান) মাসের সিয়ম পালন করবে এবং আদিষ্ট হলে আনুগত্য করবে, তবেই তোমাদের প্রতিপালকের জন্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" আমি (সুলায়ম) বললাম, তখন আপনি কার মত ছিলেন ? তিনি বললেন, আমার বয়স তখন ত্রিশ বছর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উটের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করে তাঁকে কিছুটা হারিয়ে দেয়ার প্রয়াস পেতাম।" আহমদ (র) হাদীসটি যায়দ ইব্নুল হুবাব (র) হতেও....ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন মূসা ইব্ন আবদুর রহমান আল্-কূফী (র) সূত্রে তিনি এটাকে হাসান-সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল মুগীরা (র)....আবু উমামা আল্ বাহিলী (রা)-এর বরাতে বলেন, বিদায় হজ্জের সময় প্রদত্ত তাঁর ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে আমি বলতে শুনেছি–

ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث - وللولد للفراش وللعاهر الحجروحسابهم على الله - ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة - لاتنفق امرأة من بيتها الا باذن زوجها-

"আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারকে তার হক ও অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন, অতএব, কোনও ওয়ারিছের জন্য ওসিয়াত করা (বৈধতা) নেই। সন্তান আইন সম্মত স্বামীর এবং ব্যাভিচারীর জন্য পাথর (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু), তাদের প্রকৃত হিসাব নিকাশ আল্লাহ্র যিম্মায়। যে ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্য কারো সাথে বংশ সূত্র দাবী স্থাপন করে, কিংবা যে, গোলাম তার মনিব ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক দাবী করে তার উপরে কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ্র লাগাতার অভিশাপ। কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার সংসার থেকে খরচ করবে না।" তখন কেহ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! খাবার জিনিসও নয় ? তিনি বললেন, ذلك افضل اموالنا "তা তো আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم -

"ধারে নেয়া বস্তু পত্যাপর্তনযোগ্য, দুধ পানের জন্য দানের পশু প্রত্যাহারযোগ্য; ঋণ আদায় অপরিহার্য এবং যামিন (ক্ষতিপূরণের) যিম্মাদার।" চার সুনান গ্রন্থের সংকলকগণ এ হাদীসটি ইসমাঈল ইব্ন 'আয়্যাশ (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) একে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

আবূ দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ঃ কুরবানী দিবসে খুত্বা প্রদানের সময় আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন 'আব্দুর রাহীম আদ্ দিমাশকী (র)....রাফি ইব্ন 'আমর আল্ মুযানী (রা)

সূত্রে বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনায় ভাষণ দিচ্ছেন– যখন প্রথম প্রহর চড়ে গিয়েছে ; একটি উজ্জ্বল সাদা-কাল খচ্চরের পিঠে ; আলী (রা) তাঁর ভাষণের পুনরাবৃত্তি করে চলছেন আর জনতা কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে। নাসাঈ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেণ দুহায়ম (র)....হতে ঐ সনদে। ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আবূ মু'আবিয়া (র)....'আমির (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিনায় একটি খচ্চরের পিঠে লোকদের সামনে ভাষণ দিতে দেখেছি; আর তাঁর গায়ে ছিল একটি লাল চাদর। বর্ণনাকারী বলেন, আর একজন বদরী সাহাবী তাঁর সামনে থেকে তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি (কাছে) গিয়ে তাঁর পা এবং চপ্পলের ফিতার মাঝে আমার হাত প্রবিষ্ট করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর পায়ের শীতল স্পর্শে মোহিত হতে থাকলাম। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ....আমির আল্ মুযানী (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।" ভিন্ন সূত্রে আবূ দাউদ (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ দাউদ (র)-এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় প্রদত্ত ইমামুল হজ্জ-এর খুতবার আলোচ্য বিষয় ঃ মুসাদ্দাদ (র)....আবদুর রহমান ইব্ন মু'আয আত্-তায়মী (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন; আমরা তখন মিনায়। আমাদের কানগুলি খোলা থাকল, এমন কি আমরা আমাদের অবস্থান ক্ষেত্র থেকেই তাঁর বক্তব্য শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি হজ্জ ও কুরবানীর বিধি-বিধান শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এ ভাবে জামরাসমূহের আলোচনা পর্যন্ত পৌঁছলে মাঝের দু'আংগুল (তর্জনী ও মধ্যমা, পাশাপাশি) তুলে ধরে বললেন, حصى الخذف "ঢিল ছোঁড়ার আকারের কংকর। তখন মুহাজিরদের হুকুম করলে তাঁরা (মিনার) মসজিদের সামনে অবস্থান নিলেন; আনসারদের হুকুম করলে তাঁরা মসজিদের পিছনে অবস্থান নিলেন এবং অন্য লোকেরা মুহাজির আনসারদের পেছনে অবস্থান নিলেন।" আহমদ ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে ইব্ন জুরায়জ (র) সূত্রে....আমর ইব্নুল আস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ তারিখে মিনায় ভাষণ দিচ্ছিলেন; এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল,"আমি ভেবেছিলাম- অমুক অমুক বিষয় অমুক অমুক বিষয়ের আগে, তখন আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি ধারণা করেছিলাম যে, অমুক অমুক কাজ অমুক অমুক কাজের আগে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, افعل ولا حرج "করে যেতে থাক, কোন অসুবিধা নেই!" গ্রন্থকারদ্বয় এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, মালিক (র) থেকে। মুসলিম (র) ঐ সনদে অতিরিক্ত বলেছেন এবং সে ভাষ্য বেশ ব্যাপক (যার পূর্ণাংগ বিবরণের উপযোগী ক্ষেত্র এটা নয়। তার উপযোগী ক্ষেত্র হল 'কিতাবুল আহ্কাম')। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের ভাষ্যে আরো রয়েছে– বর্ণনাকারী বলেন, এদিন যথাসময়ে আগে বা পরে করা যে কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,"করে যাও, ক্ষতি নেই !"

মিনায় অবস্থান ও রামী সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ঃ তারপর, কথিত মতে-নবী করীম (সা) মিনায় আজকাল যেখানে মসজিদ রয়েছে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং তার ডান দিকে মুহাজিরদের ও বাম দিকে আনসারদের অন্যান্য লোকদের ওঁদের পরবর্তী স্থানে অবস্থান নিতে

বললেন, হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ আল্ হাফিয (র)....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হল-আপনাকে ছায়া দেয়ার জন্যে আমরা মিনায় আপনার জন্য কোন 'ঘর' তৈরী করবো কি ? তিনি বললেন, لا- منى مناخ من سبق "না, মিনা হল আগে আসলে আগে উট বসাবার স্থান।" এ সনদে কোন ত্রুটি নেই; তবে এ সূত্রে তা মুসনাদে (আহমদ) কিংবা ছয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নি।

আবূ দাঊদ (র) বলেন, আবূ বাকর মুহাম্মদ ইব্‌ন খাল্লাদ আল্-বাহিলী (র)....ইব্‌ন জুরায়জ কিংবা আবু হুরায়য (র) আবদুর রাহমান ইব্‌ন ফাররূয (র)-কে ইব্‌ন উমার (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন। তিনি বললেন– আমরা (হজ্জের সফরে) লোকজনের মালপত্র বেচাকেনা করতে থাকি।

এ ভাবে আমাদের কেউ কেউ মক্কায় পৌঁছে মালপত্র নিয়ে রাত কাটায়। 'ইব্‌ন উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ তো মিনায় রাত কাটিয়েছেন এবং (তাঁবুর আচ্ছাদনের) ছায়ায়-। "এ রিওয়ায়াত একাকী আবূ দাঊদ (র)-এর। আবূ দাঊদ (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা- উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....ইব্‌ন উমর (রা) হতে, তিনি বলেন, আব্বাস (রা) তাঁর (যমযমের) পানি পান করাবার ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব পালন সূত্রে মিনার রাতগুলিতে মক্কায় রাত যাপনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে নবী করীম (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন।" বুখারী ও মুসলিম (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) সনদ বিহীন রূপেও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনায় তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে (চার রাক'আত যুক্ত) সালাতসমূহ দুই রাক'আত করে আদায় করতেন।-এ হচ্ছে সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে ইব্‌ন মাসঊদ ও হারিছা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা)-এর হাদীসের ভাষ্য। এ কারণে একদল আলিমের অভিমত হল এই যে, মিনায় সালাতের 'কসর' হজ্জ সম্পর্কিত বিধানের অংগ। কতক মালিকী মাযহাব অনুসারী এবং অন্য অনেকে এ অভিমত পেষণ করেছেন। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে, নবী করীম (সা) মিনায় মক্কাবসীদের উদ্দেশ্যে বলতেন-"তোমরা সালাত পূর্ণ করে নাও; আমরা মুসাফির দল"- এ বাণী যারা এ ক্ষেত্রে প্রমাণ রূপে উপস্থাপন করতে চান তাঁদের ধারণা ভুল। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথাটি বলেছিলেন, মক্কা বিজয় কালে আব্‌তাহ্-এ অবস্থান কালে। যেমনটি পূর্বেই উক্ত হয়েছে।

নবী করীম (সা) মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে প্রতিদিন দুপুরের পর তিন জাম্‌রার প্রতিটি জাম্‌রায় কংকর মারতেন।(-যেমন জাবির (রা) বলেছেন এবং ইব্‌ন উমর (রা)-এর বক্তব্য অনুসারে এ সময় তিনি) পদব্রজে কংকর মারতেন। প্রতি জাম্‌রায় সাতটি করে কংকর; প্রতি কংকরের সাথে তিনি তাক্‌বীর ধ্বনি দিতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জাম্‌রায় কংকর মারার পরে থেমে দাঁড়িয়ে মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতেন এবং তৃতীয় জাম্‌রা (জাম্‌রাতুল আকাবা)-এর পরে সেখানে দাঁড়াতেন না। আবূ দাঊদ (র) বলেন, আলী ইব্‌ন বাহ্‌র (শব্দ ভাষ্যে) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) (অর্থ ভাষ্যে)....আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, "সে দিনের (দশ তারিখ) শেষ ভাগে সালাত আদায় করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তাওয়াফে) ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) করার পরে মিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আইয়ামে তাশরীক-এর

দিনগুলি সেখানে অবস্থান করে সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়ার সময় জাম্‌রায় কংকর মারতে থাকলেন– প্রতি জামরায় সাত কংকর এবং প্রতি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দিতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জাম্‌রায় কংকর মারার পরে থেমে দাঁড়াতেন এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করে কাকুতি-মিনুতির সংগে দু'আ করতেন এবং তৃতীয় (বড়) জাম্‌রায় কংকর মারার পরে দাঁড়াতেন না।-এ হাদীস একাকী আবূ দাঊদ (র)-এর রিওয়ায়াত।

বুখারী (র) ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)....ইব্‌ন উমার (রা) সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন-এ মর্মে যে, তিনি ইব্‌ন উমার (রা) নিকটবর্তী (প্রথম) জাম্‌রায় সাতটি কংকর মারতেন, প্রতি কংকরের পরেই তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে সমতলে সহজ ভাবে দাঁড়াতেন এবং কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দু'হাত তুলে দু'আ করতেন। তারপর মধ্যবর্তী (দ্বিতীয়) জামরায় কংকর মারতেন। তারপর একটু বামে সরে গিয়ে সমতলে কিবলামুখী হয়ে সহজভাবে দাঁড়াতেন এবং দু'হাত তুলে দু'আ করতেন এবং (এ ভাবে) দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর উপত্যকার নিম্নভূমি হতে জাম্‌রাতুল আকাবায় (তৃতীয় ও শেষ জাম্‌রায়) কংকর মারতেন এবং পরে সেখানে না থেমে চলে যেতেন। তিনি বলতেন "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি এ রূপই করতে দেখেছি।"

ব্যতিক্রমী বর্ণনা ঃ ওয়াবারা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেছেন, "ইব্‌ন উমর (রা) শেষ জামরার কাছে সূরা বাকারা তিলাওয়াতের সম-পরিমাণ সময় দাঁড়িয়েছেন।" আবূ মিজ্‌লায (র) বলেছেন, "কংকর মারার পরে তাঁর (ইব্‌ন উমর) দাঁড়াবার পরিমাণ আমি অনুমান করেছি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াতের সমপরিমাণ। -এ দুটি রিওয়ায়াত বায়হাকী (র)-এর।

রাখালদের কংকর মারার সহজীকরণ প্রসংগ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)....আবুল কাদ্দাহ্ (র)-এর পিতা হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাখালীদের জন্য একদিন কংকর মারার এবং একদিন বিরতি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।" আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর (র)....আবুল কাদ্দাহ্-এর পিতা ('আসিম) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাখালদের জন্য পালাক্রমে কংকর মারার অনুমতি দিয়েছেন।

অর্থাৎ তারা দশ তারিখে কংকর মারার পরে একদিন একরাত বাদ দিয়ে পরের দিন কংকর মারবে।" ইমাম আহ্‌মদ (র) আরো বলেন, আবদুর রহমান (র)....আবুল কাদ্দাহ্ ইব্‌ন 'আসিম ইব্‌ন 'আদী (র) তাঁর পিতা ('আসিম (রা)) থেকে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উটপালের রাখালদের দশ তারিখের রাতে) মিনায় চলে গিয়ে রাত যাপনের অনুমতি দিয়েছেন, যাতে তারা দশ তারিখে কংকর মারতে পারে (এভাবে তারা দশ তারিখে কংকর মারবে, তারপর তার পরের দিন কিংবা তারও পরের দিন (মোট) দু'দিন কংকর মারবে, তারপর ফেরার দিন (তের তারিখে) কংকর মারবে। আবদুর রায্‌যাক (র) (মালিক) হতেও অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। চার সুনান গ্রন্থ সংকলক মালিক ও সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) বলেছেন, মালিক (র)-এর রিওয়ায়াত বিশুদ্ধতর এবং এটি হাসান-সহীহ্।

মিনায় খুতবা প্রদানের দিন ও খুতবার বিষয়বস্তু ও আনুষংগিক প্রসংগ এবং আইয়ামে তাশরীক এর দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ মধ্যবর্তী শ্রেষ্ঠ দিনে খুতবা প্রদান নির্দেশক হাদীসের আলোচনা

আবূ দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ঃ খুতবা প্রদানের দিন কোনটি ? মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা' (র)....ইব্ন আবু নাজী' (র)-বনূ বাক্র-এর দু'জন লোক হতে, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমরা ভাষণ দিতে দেখেছি আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝিতে, আমরা তখন তাঁর বাহনের কাছে ছিলাম। এটিই তাঁর সে (ঐতিহাসিক) ভাষণ যা তিনি মিনায় প্রদান করেছিলেন।" -এ রিওয়ায়াত একাকী আবূ দাঊদ (র)-এর আবূ দাঊদ (র)-এর। পরবর্তী মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)....সারবা' বিনত নাব্হাম (রা)-যিনি জাহিলী যুগে একটি প্রতিমা মন্দিরের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াওমুর রুউস (কুরবানীর পশুর মাথা খাওয়ার দিন-এগার তারিখ)-এ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, এটি কোন দিন ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) ভাল জানেন। তিনি বললেন, اليس اوسط ايام التشريق "এটি আইয়ামে তাশরীক (গোশ্ত শুকানোর দিনসমূহ)-এর মধ্যবর্তী শ্রেষ্ঠ দিন নয় কি ? আবূ দাঊদ (র)-এর একক রিওয়ায়াত। তিনি আরো বলেছেন, আবূ হার্বা আর্-রুকাশী (র)-এর চাচা-ও অনুরূপ বলেছেন যে, নবী করীম (সা) আইয়্যাম-ই-তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে খুতবা দিয়েছিলেন।

ইমাম আহ্মদ (র) এ হাদীসটি সনদযুক্ত করে বিশদ আকারে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, উছমান (র)....আবু হার্বা আর্-রুকাশী (র) তাঁর চাচা থেকে, তিনি বলেন, আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে রেখেছিলাম এবং আমি তাঁর নিকট হতে লোকদের সরিয়ে রাখছিলাম। তিনি (সা) তখন বললেন—

اتدرون فى اى ا شهرانتم وفى اى يوم انتم وفى اى بلد انتم ؟

"তোমরা জান কি, তোমরা কোন মাসে, কোন দিনে এবং কোন নগরীতে অবস্থান করছ ? তাঁরা বললেন, (আমরা অবস্থান করছি) একটি পবিত্র দিনে, একটি পবিত্র মাসে এবং একটি পবিত্র নগরীতে। তিনি (সা) বললেন, সুতরাং তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের এ দিনটি তোমাদের এ মাসে, তোমাদের এ নগরে ; তাঁর (আল্লাহ্র) সাথে তোমাদের সাক্ষাত করা পর্যন্ত (এ বিদান প্রযোজ্য)। তারপর বললেন,

اسمعوا منى تعيشوا - الا لا تظلموا - الا لا تظلموا الا لا تظلموا - انه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه - الا ان كل دم ومال- ومأثرة كانت فى الجاهلية تحت قدمى هذه الى القيامة - وان اول دم يوضع دم (ابن) ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذيل- الا ان كل ربا فى الجاهلية موضوع وان الله قضى ان اول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الا وان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والارض - ثم قرأ) ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق الممورات والارضض منها اربعة حرم - ذالك الدين القيم فلا تظلمون فيهن

انفسكم (التوبة-٣٦) الالا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم قاب بعض - الا ان الشيطان قديئس ان يعبده المصلون ولكنه فى التحريش بينكم - واتقوا الله فى النساء فانهن عند) عوان لا يملكن لانفسهن شيئا وان لهن عليكم حقا ولكم عليهن حق ان لا يوطئن فرشكم احد غيركم ولا يأذن فى بيوتكم لاحد تكرهونه - فان خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح - ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف - وانما اخذ تموهم بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله - ألا ومن كانت عنده امانع فليؤدها الى من ائتمنة عليها - (وبسط يده وقال) الا هل بلغت الا هل بلغت - (ثم قال) ليبلغ الشاهد الغائب فان رب مبلغ اسعد من سامع -

আমার কথা শোন! (যতদিন বেঁচে থাকবে) যুলুম করবে না! শোন যুলুম করবে না! শোন যুলুম করবে না! কোন মুসলমানের মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে হালাল হয় না। শুনে রেখো খুনের প্রতিটি দাবী সম্পদও (অবৈধ) জাহিলী যুগের রাবি পদ্ধতি কিয়ামত পর্যন্তকালের জন্য আমার এ পদ তলে দলিত (রহিত)। প্রথম যে খুনের দাবী রহিত ঘোষণা করা হচ্ছে তা (ইবন) রাবী‘আ ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিবের খুনের দাবী, সে বনু সা‘দ গোত্রে দুধ পান করছিল। তখন হুযায়লীরা তাকে খুন করেছিল। শুনে রেখো; জাহিলিয়াতের সব সূদ রহিত। আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন যে, প্রথম সূদ রহিত করা হল আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সূদ। তোমাদের মূলধনে তোমাদের অধিকার অব্যাহত থাকবে। তোমরা যুলুম করবে না। যুলুমের শিকারও হবে না।

শুনে রেখো সময় ও কাল আবর্তিত হয়ে সে দিনের অবস্থায় পৌঁছেছে যে দিন আল্লাহ্ আসমান সমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তিলাওয়ায়াত করলেন –অর্থাৎ) “আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, যার মধ্যে চারটি পবিত্র (সংঘাত নিষিদ্ধ) মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এগুলির মধ্যে তোমরা নিজদের প্রতি যুলুম করবে না (৯ : ৩৬)। (তারপর বললেন) শোন! আমার পরে কাফির দলে প্রত্যাবর্তন করো না যে, তোমরা পরস্পরেকে হত্যা করতে শুরু করবে। শোন! মুসল্লীগণ শায়তানের পূজা করবে এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়েছে। তবে কিনা তোমাদের পরস্পরে উস্‌কানী ও সংঘাত সৃষ্টিতে (সে লেগে থাকবে....) নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে।

কেননা, তারা তো তোমাদের হাতে অসহায়, নিজেদের জন্য যারা কোন বিষেশ কিছুর অধিকার সংরক্ষণ করে না। তোমাদের কাছে তাদের অবশ্যই কিছু অধিকার রয়েছে। (যেমন) তাদের কাছে তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে তোমাদের বিছানা মাড়াতে দেবে না। তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যাকে তোমরা অপসন্দ কর।

তবে যদি তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তবে তাদের উপদেশ দেবে। বিছানায় তাদের পরিত্যাগ করবে এবং (প্রয়োজনে) তাদের প্রহার করবে, যখম সৃষ্টিকারী প্রহার নয়। আর

তাদের অধিকার হল সংগত পরিমাণে তাদের খোরপোষ। তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর 'আমানত' সূত্রে এবং তাদের লজ্জাস্থান হালাল করেছ আল্লাহর কালিমার বদৌলতে। শুনে রেখো! যার কাছে কোন আমানত থাকবে সে তার আমানত দাতার কাছে প্রত্যার্পণ করবে।" এরপর নবী করীম (সা) তাঁর হাত প্রসারিত করে বললেন, ওহে পৌঁছিয়ে দিলাম কী? শোন! পৌঁছিয়ে দিলাম কী? তারপর বললেন, উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের পৌঁছিয়ে দিবে। কেননা, এমনও হয় যে, অনেক অনুপস্থিত (পরোক্ষ) শ্রোতা অনেক প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে (শ্রুত বিষয়ের মমার্থ অনুধাবনে অধিকরতর) ভাগ্যবান হয়। রাবী হুমায়দ (র) বলেন, বর্ণনায় এ অংশে পৌঁছলে (শায়খ) হাসান (র) বললেন, নিশ্চয়, আল্লাহর কসম! তাঁরা এমন অনেক লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যাঁরা ঐ বিষয়ে অধিক ভাগ্যবান প্রতিপন্ন হয়েছেন। আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থের 'নিকাহ' অধ্যায়ে মূসা ইবন ইসমাঈল (র) আবূ হাররা অর রুকাশী (হানীফা)-এর চাচা হতে স্ত্রী অবাধ্যতা বিষয়ক অংশ বিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইব্ন হাযম (র) বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) মাথা খাওয়া দিবসে (ইয়াওমুর রুউস) ভাষণ দিয়েছেন। মক্কাবাসীদের ঐকমত্যে দিনটি হল নাহর (কুরবানী)দিবস হতে দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ এগার তারিখ)। তবে কোন কোন বর্ণনায় দিনটিকে আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী (اوسط) দিবস বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে اوسط (মধ্যম) শব্দটিকে (জন ভাষায় ব্যবহৃত) শ্রেষ্ঠ অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন– আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন وكذالك جعلنا كم امة وسطا এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী (উত্তম) জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি (১) (২ ঃ ১৪৩)

মন্তব্য ঃ আল্লামা ইব্ন হাযম (র)-এর গৃহীত এ অভিমত বাস্তবতা বর্জিত।–আল্লাহই সমধিক অবগত।

হাফিজ আবূ বকর আল বায্যার (র) বলেন, ওলাদ ইবন আমর ইবন মিসকীন (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে তিনি বলেন, এ সূরাটি মিনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরে অবতীর্ণ দিনে হয়েছিল। তখন তিনি বিদায় হজ্জের আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে অবস্থান করছিলেন। (সূরা– اذا جاء نصر الله والفتح যেমন এসে গেল আল্লাহর সাহায্যে ও বিজয় (১১০ ঃ ১)।

তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ হচ্ছে বিদায়ের পূর্বাভাষ। তিনি তখন তাঁর বাহন কাসওয়া প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলে তাতে গদী লাগানো হলে। তারপর তিনি আরোহণ করে লোকদের উদ্দেশ্যে আকাবায় অবস্থান নিলেন। তখন দলে দলে মুসলমানদের তাঁর কাছে সমবেত হলে আল্লাহর হামদ-ছানা পাঠের পরে তিনি বলেন, তারপর লোক সকল। জাহিলী যুগের সব খুনের দাবী বাতিল।

আর তোমাদের প্রথম যে খুনের দাবী 'বাতিল' করছি তা (ইবন) রাবী'আ ইবনুল হারিছের খুনের দাবী বনূ লায়ছ গোত্রে দুধ পান করতে থাকা কালে হুয়ায়লীরা তাকে খুন করেছিল। জাহিলী যুগের যে সব সূদ তা রহিত আর তোমাদের প্রথম যে সূদ রহিত করছি তা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সূদ। লোক সকল। সময় ঘুরে ফিরে এসেছে সে অবস্থায়, যেদিন আল্লাহ্

সৃষ্টি করেছিলেন আসমানসমূহ এবং যমীন। আর মাসের গণনা। আল্লাহর নিকট বার মাস; যার মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ ও পবিত্র—

رجب نصر الذى بين جمارى شعبان وذو القعدة وذو الحجة ومحرم - ذالك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم - انما النسيئ زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوا طئوا عدة ما حرم الله-

মুযার গোত্রীয় রজব জুমাদাল মাখির ও শাবানের মাঝে, যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম। এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান সুতরাং এগুলির মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না (৯ ঃ ৩৬)। এই যে কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া তা তো কেবল কুফরী বাড়িয়ে দেয়া, যা দিয়ে কাফিরদের বিভ্রান্ত করা হয়। তারা তাকে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে, যাতে তারা আল্লাহ্ যে গুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলির গণনা পূর্ণ করতে পারে (৯ ঃ ৩৭)। তারা এক বছর সফর মাসকে (যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য) বৈধ ঘোষণা করত এবং মুহাররমকে অবৈধ তালিকাভুক্ত রাখত।

আবার এক বছর মুহাররম মাসকে বৈধ ঘোষণা করে সফর মাসকে অবৈধ ঘোষণা করত। এটাই 'নাসী' বিলম্বিত ও আগ পাছ করা নবী করীম (সা) আরো বললেন–

يا ايهاالناس من كان عنده وديعة فليؤدها الى من ائتمنه عليها- ايها الناس ان الشيطان قد يئس ان يعبد ببلادكم اخر الزمان وقد يرضى عنكم لبحقرات الاعمال فاحذروه على دينكم لبحقرات الاعمال - ايها الناس ان النساء عندكم عوان اخذ تموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله - لكم عليهن حق وليهن عليكم حق- ومن حقكم عليهن ان لا يؤطئن فرسكم غيركم ولا يعصينكم فى معروف - فان فعلن ذالك فليس لكم عليهن سبيل وليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف - فان ضربتم فاضربوا ضربا غيرمبرح ولا يحل لامرئ من مال اخيه الا ما ما طابت به يفسه - ايها الناس انى قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لم (لن) تضلوا كتاب الله فاعملوا به-

লোক সকল; যার কাছে কোন গচ্ছিত বিষয় থাকবে। সে যেন তা যে তার কাছে আমানত রেখেছে তাকে প্রত্যার্পণ করে। লোক সকল; আখেরী যামানা পর্যন্ত তোমাদের দেশে পূজা পাওয়ার ব্যাপারে শায়তান নিরাশ হয়েছে। তবে অনেক তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র আমলে সে তুষ্টি লাভ করবে। তাই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়গুলিতে তোমাদের দীনের ব্যাপারে তার সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। লোক সকল! নারীরা তোমাদের করতলগত; আল্লাহর আমানত সূত্রে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার বদৌলতে তোমরা তাদের লজ্জাস্থান হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার রয়েছে। তাদেরও তোমাদের উপরে অধিকার রয়েছে। তাদের উপরে তোমাদের অধিকারের অন্যতম হচ্ছে তোমাদের ব্যতীত কাউকে তোমাদের 'বিছানা' মাড়াতে না দেয়া এবং তোমাদের কোন সংগত আদেশে অবাধ্যতা না করা। তারা যদি এতটুকু পালন করে চলে তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের আর কোন অভিযোগের অবকাশ

নেই। আর তাদের অধিকার হল সংগত পরিমাণ তাদের খোরপোষ যদি তাদের প্রহার কর। তবে যখম সৃষ্টি না করে তা করবে। কোনও মানুষের জন্য তার অন্য ভাইয়ের সম্পদ অতটুকুই বৈধ যতটুকুতে তার মনের তুষ্টি থাকে। লোক সকল! আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় রেখে যাচ্ছি যে, তোমরা তা ধরে থাকলে পথ হারা হবে না -(তা হল) আল্লাহর কিতাব, সুতরাং তোমরা সে অনুযায়ী আমল করতে থাকবে। (তিনি আরো বলেছেন) লোক সকল এটি কোন দিন? লোকেরা বলল, পবিত্র দিন। নবী করীম (সা) বললেন, তবে এটি কোন নগর? তারা বলল, পবিত্র নগর। নবী করীম (সা) বললেন, তবে এটি কোন মাস? তারা বলল, পবিত্র মাস। নবী করীম (সা) বললেন, সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতকে পবিত্র ও নিষিদ্ধ করেছেন। এ মাসে এ নগরে এ দিনটির পবিত্রতা ও নিষিদ্ধতার ন্যায়। শোন তোমাদের উপস্থিতরা তোমাদের অনুপস্থিতদের পৌছিয়ে দেবে। لا نبى بعدى ولا امة بعدكم আমার পরে কোন নবী নেই এবং তোমাদের পরে আর কোন (নতুন) উম্মতও নেই। তারপর নবী করীম (সা) তাঁর দুহাত তুলে বললেন, ইয়া আল্লাহ্ সাক্ষী থাকুন।

মিনায় অবস্থানের প্রতি রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বায়তুল্লাহ যিয়ারত সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা

বুখারী (র) বলেন, আবূ হাস্‌সান (র) ইবন আব্বাস হতে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মিনার দিন গুলিতে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করতেন। বুখারী (র) বিষয়টিকে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। দুর্বলতা সূচক ভাষ্যে সনদভাবে। এ প্রসংগে হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন। আবুল হাসান ইবন আবাদান (র)....ইবন আর আরা (র) সূত্রে বলেন, মু'আয ইবন হিশাম (র) আমাদের কাছে একটি লিপি অর্পণ করলেন। তিনি বললেন, আমি আমার পিতার কাছে বিষয়টি শুনেছি। তিনি তা পাঠ করেন নি। তিনি বলেন, তাতে বলা হয়েছিল- কাতাদা (র) আবূ হাস্‌সান ইবন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যতদিন মিনায় অবস্থান করেছিলেন তার প্রতি রাতে তিনি বায়তুল্লাহ্ যিয়ারাত করতেন। বায়হাকী (র) বলেন, এ হাদীসের ব্যাপারে কাউকে আমি আবূ হাস্‌সানের সমর্থন পাই নি। বায়হাকী আরো বলেন, জামি এ ছাওরী (র) তাউস ইবন আব্বাস (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি রাতে ইফাযা (বায়তুল্লাহ্ গমন) করতেন অর্থাৎ মিনায় অবস্থানের রাতগুলিতে। এ সনদটি অবশ্য মুরসাল।

মুহাস্‌সার-এ অবতরণ-অবস্থান ও বিদায়ী তাওয়াফ প্রসংগ

যিলহজ্জ মাসের ষষ্ঠ দিনের নাম কারো কারো মতে ইয়াওযুয যীনা সাজ-সজ্জা দিবস। কেননা, এ দিন উটগুলিকে জিন-গদী ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। সপ্তম দিনকে বলা হয় ইয়াওমুত্ তার্‌বিয়া পানি আহরণ ও সঞ্চয় দিবস। কেননা, এদিন হাজীগণ পর্যাপ্ত পানি সংগ্রহ করে আরাফায় অবস্থান ও পরবর্তী দিনগুলির প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি বহন করার ব্যবস্থা করে থাকেন। অষ্টম দিনকে বলা হয় মিনা দিবস। কেননা, ঐ দিন তারা আবতাহ হতে মিনা অভিমুখে প্রস্থান করে থাকেন। নবম দিন হল আরাফা দিবস। যেহেতু ঐ দিন তারা আরাফাতে

অবস্থান করেন। দশম দিনকে বলা হয় নাহ্র দিবস। আযহা (কুরাবানী) দিবস এবং বড় হজ্জ দিবস। তার সাথে সংযুক্ত পরের দিনকে বলা হয় ইয়াওমল কার - স্থৈর্য দিবস। কেননা, এ দিনটি তারা (হজ্জের গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়াদি সমপণান্তে) স্বস্তির সাথে অতিবাহিত করেন। তবে এ দিনে তারা কুরবানীর পশুর মাথাগুলি আহার করেন, বিধায় এ দিনকে ইয়াওমুর রুউসও বলা হয়। এ দিনটি হল আইয়ামে তাশরীক (কুরবানীর গোশত শুকাবার দিন গুলি)-এর প্রথম দিন। তাশরীক এর দ্বিতীয় দিন যাকে প্রথম প্রস্থান দিবস (নাফর)ও বলা হয়। কারণ, হজ্জ যাত্রীদের জন্য ঐ দিনেও স্বদেশ পানে প্রস্থানের বৈধতা রয়েছে। তবে কারো কারো মতে এটাই হচ্ছে 'মাথা ভক্ষণ দিবস' নামে অভিহিত দিনটি। তাশরীক এর তৃতীয় দিন (তের তারিখ) হল শেষ প্রস্থান (নাফর) দিবস। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ-

কেউ যদি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে (১২ তারিখের) তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ (১৩ তারিখ পর্যন্ত) বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই (২ ঃ ২০৩)। মোটকথা, শেষ নাফর (প্রস্থান) দিবসে অর্থাৎ আইয়াম তাশরীকের তৃতীয় দিন মংগলবার মুসলিম কাফিলাসহ মিনা হতে প্রস্থান মাসকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং মুহাসসাব এ পৌঁছে অবতরণ করলেন।–এটি মক্কা ও মিনার মাঝে একটি পাহাড়ী উপত্যকা। সেখানে তিনি আসরের, সালাত আদায় করলেন। যেমন বুখারী (র)-এর ভাষ্য মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র) আবদুল আযীয ইবন রুফায় (র) হতে, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছে আবদার করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তালবিয়া (সপ্তম) দিবসে যুহর সালাত কোথায় আদায় করেছিলেন? এ সম্পর্কে আপনার স্মৃতি থেকে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, তা হলে নাফর (প্রস্থান) দিবসের আসর, সালাত কোথায় আদায় করেছিলেন? তিনি বললেন, 'আবতাহে'। (তবে) তোমার আমীর যেমন করেন তেমনই করবে। আবার এমন রিওয়ায়াতও রয়েছে যে, প্রস্থান দিবসের যুহর সালাত ও নবী করীম (সা) আবতাহে অর্থাৎ মুহাস্‌সাব এ আদায় করেছিলেন।-আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। যেমন, বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল মুতা'আলা ইবন তালিব (র) আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুহাস্‌সাবে যুহর, আসর ও ইশা আদায় করলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। তারপর বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্য সওয়ারীতে আরোহণ করে তা তাওয়াফ করলেন অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ। বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র) খালিদ ইবনুল হারিছ বলেন, আবদুল্লাহ্ (র)-কে মুহাস্‌সাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উবায়দুল্লাহ্ সূত্রে নাফি (র) হতে হাদীস বর্ণনা করলেন। নাফি (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং উমর (রা) ও ইবন উমর (রা) ও মুহাস্‌সাবে অবতরণ করেছেন। নাফি (র) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, ইবন উমর (রা) সেখানে অর্থাৎ মুাস্‌সাবে যুহর, আসর– (রাবী বলেন) আমার ধারণা, তিনি মাগরিবের কথাও বলেছেন এবং খালিদ (র) বলেন, নিঃসন্দেহে ইশাও আদায় করেছেন। তারপর অল্প সময় নিদ্রা যান এবং নবী করীম (সা) ও সম্পর্কে এরূপ করেছেন বলে ইবন উমর (রা) উল্লেখ করতেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, নূহ ইবন মায়মুন (র) ইবন উমর (রা) হতে এমর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর, উমার ও উসমান (রা) মুহাস্‌সাবে অবতরণ করেছেন। ইমাম আহম্মদ (র)-এর মুসনাদে আবদুল্লাহ আল আমরী নাফি (র) সনদের হাদীস রূপে আমি এভাবে অধ্যয়ন করেছি। তিরমিযী (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, ইসহাক ইবন মনসূর (র) হতে। ইব্‌ন মাজা (র) রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহয়া (র) হতে- (উভয় সনদ....) নাফি-ইব্‌ন উমর (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা), আবূ বকর, উমর ও উছমান (রা) আবতাহে অবতরণ করতেন। তিরমিযী (র) বলেছেন, এ প্রসংগে আইশা, আবু রাফি ও ইবন আব্বাস (রা) হতে রিওয়ায়াত রয়েছে। ইবন উমার (রা) হতে আগত হাদীসটি হাসান-গারীব একক সূত্রে উত্তম।

কেননা, শুধু আবদুর রায্‌যাক- উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (রা) সনদের হাদীস রূপে এটির সাথে আমাদের পরিচিতি। মুসলিম (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইবন মিহ্‌রান আল রাযী (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে এমর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর ও উমর (রা) আবতাহে অবতরণ করতেন। মুসলিম (র) সাখ্‌র ইবন জুওয়ায়রিয়া নাফি ইবন উমর (রা) হতেও রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ইবন উমার মুহাস্‌সাবে অবতরণ করতেন এবং নাফর দিবসের যুহর সালাত হাসবায় (মুহাস্‌সাবে) আদায় করতেন। নাফি (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ মুহাস্‌সাবে অবতরণ করেছেন। ইমাম আহম্মদ (র) আরো বলেন, ইউনুস (র)....ইবন উমার (র) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত বাতাহাযা (আবতাহে) আদায় করলেন, তারপর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। তারপর মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। আহম্মদ (র) আফফান (র)....ইব্‌ন উমর (রা) হতেও রিওয়ায়াত করেছেন। এ রিওয়ায়াতের শেষ অংশে অধিক রয়েছে ইব্‌ন উমর (রা) ও তা করতেন। আবূ দাউদ (র) ও আহম্মদ ইবন হাম্বল (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী (র) বলেন, হুমায়দী (র)....(যুহরী)....আবূ হুরায়রা (রা) হতে তিনি বলেন, মিনায় নাহ্‌র দিবসের দশ তারিখ-এর পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন-

نحن نازلون غدا بخيف نبى كنانة حيث تقاسموا على الكفر-

আমরা আগামী দিন বনূ কিনানার উপত্যকায় অবতরণ করব, যেখানে তারা কুফরীতে অটল থাকার চুক্তিতে অংগীরকারাবদ্ধ হয়েছিল। তিনি এ গিরিগুহা বলতে মুহাস্‌সাবকে বুঝিয়েছিলাম। (পূর্ণ হাদীস) মুসলিম (র) হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) (আওযাঈ) সূত্রে ইমাম আহম্মদ (র) বলেন, আবদুর রায্‌যাক (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) হতে। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আগামী কাল কোথায় অবস্থান নেবেন? এটি তার হজ্জের সময়ের কথা। তিনি বললেন, وهل ترك لنا عقيل منزلا আকীল (ইবন আবু তালিব) কি আর আমাদের কোন ঘরবাড়ি রেখেছে? তারপর বললেন, আগামী কাল আমরা ইনশাআল্লাহ্ বনু কিনানার উপত্যকায় অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে-অবস্থান নেব যেখানে তারা কুরায়শীদের সাথে কুফরীতে ও অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিল। ঘটনাটি হল যে, বনূ কিনানা বনূ হাশেমীর বিরুদ্ধে অন্যান্য কুরায়শীদের সাথে এ ব্যাপারে শপথ যুক্ত আঁতাত ও চুক্তি করল যে তারা হাশিমীদের

সাথে বিয়ে শাদী করবে না। তাদের সাথে বেচা-কেনা লেনদেন করবেনা এবং তাদের আশ্রয় দেবে না।–অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের হাতে তুলে দেয়। এ সময় নবী করীম (সা) আরো বলেছিলেন, لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم মুসলমান কাফিরদের মিরাজ পাবে না এবং কাফির ও মুসলমানের ওয়ারিছ হবে না। (মধ্যবর্তী) রাবী যুহরী (র) বলেন, এ হাদীসের খায়ফ (خيف) শব্দের অর্থ হল উপত্যকা। বুখারী মুসলিম (র) এ হাদীস আবদুর রায্যাক (র) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন।

বুখারী ও আহম্মদ (র)-এর এ হাদীস দুটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা) মুহাস্সাবে অবস্থানের ইচ্ছা করেছিলেন একটি মুখ্য উদ্দেশ্য কুরায়শী কাফিররা রাসূল (সা)-বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করার দাবীতে বনূ হাশিম ও বনুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে চুক্তি পত্র সাক্ষর করে (কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে রেখে)। ছিল তার ব্যর্থ পরিণতি ও তাতে তাদের হেনস্তা ও পরাজয়ের গ্লানির স্মৃতি স্বরূপ (যেমন সংশ্লিষ্ট অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে)। ওখানে অবতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনুরূপ মক্কা বিজয়ের সময়ও সেখানে অবতরন করেছিলেন। এ দৃষ্টিকোণের বিচারে সেখানে অবতরণ একটি সুন্নাত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয় সাব্যস্ত হবে। এবং এটি আলিমগণের এ বিষয় সম্পর্কীত দুই অভিমতের একটি।

পক্ষান্তরে, বুখারী (র) বলেন, আবূ নু'আয়ম (র) আইশা (রা) সূত্রে তিনি বলেন, তা তো ছিল একটি (সাধারণ) মানযিল যেখানে নবী করীম (সা) অবতরণ করতেন শুধু তার (পরবর্তী) সফর ও প্রস্থানের সুবিধার্থে অর্থাৎ আবতাহ (মুহাসসাবে) থেকে। মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হিশাম (র) থেকে ঐ সনদে। আর আবূ দাউদ (র)-এর রিওয়ায়াত আহমদ ইবন হাম্বল (র) আইশা (রা) হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাসসাবে অবস্থান করেছিলেন শুধু তার প্রস্থান সহজ হওয়ার উদ্দেশ্য তা সুন্নাত নয়। সুতরাং যার ইচ্ছা সেখানে অবতরণ করবে, যার ইচ্ছা অবতরণ করবে না। বুখারী (র) বলেছেন, আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) সুফিয়ান ইবন আব্বাস (রা) হতে তিনি বলেন, (মুহাসসাবে অবতরণ অবস্থান) মনযিল যেখানে (স্বাভাবিক ভাবেই) নবী করীম (সা) অবস্থান করেছিলেন। মুসলিম (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আবু বকর ইবন আবূ শায়বা (র) প্রমুখ সূত্রে (সুফিয়ান ইবন উয়ায়না) হতে ঐ সনদে। আবু দাউদ (র)-বলেন, আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) উছমান ইবন আবূ শায়বা (শব্দ ভাষ্য) ও মুসাদ্দাদ (র) (অর্থ-ভাষ্য) সুলায়মান ইবন উয়াসার (র) হতে, তিনি বলেন, আবূ রাফি (রা) বলেছেন, তিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সেখানে অবতরণ করার হুকুম করেন নি। তবে সেখানে তাবু তৈরী করা হলে তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। মুসাদ্দাদ (র) বলেছেন। আবু রাফি (রা) ছিলেন নবী করীম (সা)-এর বোঝা বহরের যিম্মাদার। উছমান (রা) বলেছেন। (সেখানে) অর্থাৎ আবতাহে মুসলিম (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন– কুতায়বা। যুহায়র ইবন হারব ও আবূ বকর (র) সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) হতে ঐ সনদে।

এ আলোচনা লক্ষ্য হল মিনা থেকে প্রস্থান কালে নবী করীম (সা)-এর মুহাস্সারে অবতরণের ব্যাপারে এরা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তা উদিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মাঝে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কারো কারো মতে তিনি সেখানে কোন বিশেষ

উদ্দেশ্য অবতরণ করেন নি। বরং তার অবতরণ ছিল ঘটনাক্রমে যাতে প্রস্থান ও পরবর্তী সনদের জন্য সুবিধা হয়। আর কারো কারো অভিমত হল নবী করীম (সা) বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেখানে অবতরণ করেছিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর কোন বাণীকে তারা তাঁর উদ্দেশ্যর প্রতি আভাস বলে মনে করেছেন। এটাই এ ক্ষেত্রে সাযুজ্যপূর্ণ। কেননা, নবী করীম (সা) লোকদের এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের শেষ সময়ের সম্পৃক্তি যেন বায়তুল্লাহ্-এর সাথে হয়। কেননা, ইতোপূর্বে হজ্জ যাত্রীরা যার যেখানে থেকে যেমন ইচ্ছা প্রত্যাবর্তন করতেন। যেমন–ইবন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য রয়েছে। মোটকথা,নবী করীম (সা) লোকদের হুকুম দিলেন যে, তারা যেন তাদের শেষ সময় ও মর্যাদা বায়তুল্লাহ্তে সম্পাদন করে। অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ করে প্রত্যাবর্তন করে। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম (সা) এবং তাঁর সহচর মুসলমানগণ বায়তুল্লাহ্ এ বিদায়ী তাওয়াফ আদায়ের ইচ্ছা করলেন। ওদিকে মিনা হতে তিনি প্রস্থান শুরু করেছিলেন দুপুরের কাছাকাছি সময়ে।

সুতরাং তখন ঐদিনের অবশিষ্ট সময়ে বায়তুল্লাহ্ গমন করে তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর মদীনার দিককার মক্কা নগর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, অতবড় বিশাল দল সাথে নিয়ে কাজটি ছিল সুকঠিন। তাই মক্কার কাছাকাছি কোথাও রাত্রি যাপন তার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। আর এ বিশাল কাফেলা সহ তার রাতে কাটানোর জন্য মুহাস্সাবেই ছিল সর্বাধিক সমীচিন স্থান। আর ঘটনাচক্রেইতো পূর্বে বনূ কিনানা গোত্র ঐ স্থানেই হাশিমী ও মুত্তালিবীদের বিপক্ষে আঁতাত ও চুক্তি সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাতে কুরায়শীদের সফলতার মুখ দেখালেন না বরং তাদের পর্যুদস্ত ও ব্যর্থ মনোরথ করে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয় দিলেন। তাঁর নবী করীম (সা) কে সাহায্য করলেন তাঁর কালিমাকে উন্নীত ও উচ্ছ্বসিত করলেন। তাঁর (নবী করীম সা) জন্য সুষ্ঠু ও যথার্থ দীনকে পূর্ণতা দান করলেন। তার দিয়ে তিনি সরল সোজা পথ স্পষ্ট করে দিলেন। ফলে নবী করীম (সা) লোকদের নিয়ে হজ্জ পালন করে তাদের সামনে আল্লাহর শরী'আত ও বিধানসমূহ এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের স্পষ্ট বিবরণ দান করেন।

এভাবে হজ্জের বিধি বিধান ও কার্যক্রম পূর্ণাংগ সমাপণের পর প্রস্থান করে নবী করীম (সা) সে স্থানটিতে অবতরণ করলেন যেখানে কুরায়শীরা শপথ করে যুলুম নিপীড়ন ও আত্মীয়তা ছিন্ন করার অংগীকার আবদ্ধ হয়ে ছিল। সেখানে তিনি যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত সমূহ আদায়ের পর কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রামগ্ন হলেন।

ওদিকে উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-কে তানঈম হতে উমরা করিয়ে আনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভাই আবদুর রহমান (রা)-এর সাথে। কাজ সেরে তাঁরা নবী করীম (সা)-এর নিকটে আসার কথা ছিল। সে মতে আইশা (রা) উমরা সম্পন্ন করে ফিরে এল নবী করীম (সা) মুসলমানদের প্রাচীন গৃহ (রো মুক্ত ঘর কা'বা ঘরের উদ্দেশ্য প্রস্থানের ঘোষণা দিলেন। যেমন–আবূ দাউদ (র)-এর বর্ণনা ওয়াহব ইবন বাকিয়া (র)....আইশা (রা) সূত্রে তিনি বলেন, তানঈম হতে আমি উমরার জন্য ইহরাম করলাম। বায়তুল্লাহ পৌছে উমরা সম্পন্ন করলাম। ওদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবতাহে আমার প্রতীক্ষায় রইলেন। আমি কাজ সেরে আসলে

লোকদের প্রস্থানের নির্দেশ দিলেন। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বায়তুল্লাহ আগমন করে তাওয়াফ করলেন। তারপর বের হয়ে গেলেন। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে আফলাহ ইবন হুমায়দ (র) সূত্রে।

আবু দাউদ (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা–মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম শেষ প্রস্থান দিবসে (তের তারিখ)। তিনি মুহাস্সারে অবতরণ করলেন। আবূ দাউদ (র) বলেন, এপর্যায় রাবী ইবন বাশ্শার (র) আইশা (রা)-কে তানঈম পাঠাবার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আইশা (রা) বলেন, আমি রাতের শেষ প্রহরে ফিরে নবী করীম (সা) সাহাবীদের প্রস্থানের ঘোষণা দিলেন এবং তিনি নিজেও চলতে শুরু করলেন। ফজর সালাতের আগে বায়তুল্লাহ্ উপনীত হলেন এবং ফিরে আসার সময় তাওয়াফ করলেন। তারপর মদীনা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন। বুখারী (র) ও এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) হতে ঐ সনদে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ বলা বাহুল্য যে, নবী করীম (সা) ঐ দিনের ফজর সালাত কা'বা শরীফের চত্বরে আদায় করেছিলেন এবং তাঁর ঐ সালাতে তিনি সূরা (শপথ তূর পর্বতের শপথ, কিতাবের যাহর লিখিত আছে, খোলা পাতায় (উম্মুক্ত পত্রে)

وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ والسقنا الْمَوْفُوْعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ -

শপথ তূর পর্বতের, শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে, খোলা পাতায় (উন্মুক্ত পত্রে) শপথ বায়তুল মামুরের শপথ সমুন্নত আকাশের এবং শপথ উদ্বেলিত সাগরের (সূরা তূর ঃ ১-৬)।

পূর্ণাংগ সূরা তিলাওয়াত করেছিলেন। এ বিষয় আমার কাছে প্রমাণ হল বুখারী (র)-র রিওয়ায়াত। তিনি বলেন ইসমাঈল উরওয়া ইব্নুয্ যুবায়র যয়নাব বিন্ত উম্মু সালমা নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালমা হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আমি অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থতাবোধ করছি।

তিনি বললেন–طوفى من وراء الناس وانت راكبة "তুমি লোকদের পিছন হতে সওয়ারীতে হয়ে তাওয়াফ করবে।" তাই আমি তাওয়াফ করলাম যখন রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং তিনি তিলাওয়াত করছিলেন– والطور وكتاب مسطور তিরমিযী (র) ব্যতীত জামাআত (ছয় গ্রন্থকার)-এর অন্য সকলেও মালিক (র)-এর সংগ্রহ হতে এ হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) উম্মু সালামা (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন তিনি মক্কায় ছিলেন এবং প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করছিলেন এবং উম্মু সালামা তাওয়াফ করেছিলেন না এবং সে অবস্থায় প্রস্থানের ইচ্ছা করছিলেন, তখন নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন, যখন ফজর সালাত আদায় করা হতে থাকবে তখন তুমি– যখন লোকেরা সালাতরত থাকবে- তোমার উটে সওয়ায় হয়ে তাওয়াফ সেরে নেবে (পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন)।

তবে ইমাম আহ্মদ (র)-এর রিওয়ায়াত ঃ আবূ মু'আবিয়া (র), উম্মু সালামা (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'নাহর' (দশম) দিবসে ফজর সালাতের সময় মক্কায় নবী করীম (সা)-এর সাথে মিলিত হতে। সনদের বিচারে এ হাদীস সবল এবং বুখারী-মুসলিম সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের শর্তানুরূপ। কিন্তু অন্য কোন ইমাম এ হাদীসটির এরূপ পাঠ উদ্ধৃত করেন নি। তবে সম্ভবত নাহ্র দিবস (يوم النحر) শব্দটি কোন রাবীর বিচ্যুতি কিংবা (লিপিকারের অসতর্কতার ফল। শব্দটি হবে নাহ্র দিবস (يوم نهر) প্রস্থান দিবস)। বুখারী (র) হতে উদ্ধৃত আমাদের রিওয়ায়াত এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে। আল্লাহই সমধিক অবগত।

এ অলোচনায় আমাদের লক্ষ্য হল নবী করীম (সা) ফজরের সালাত আদায় করার পর বায়তুল্লাহ্-এ সাতবার তাওয়াফ করেন এবং কা'বা ঘরের হাজারে আসওয়াদ সংলগ্ন কোণ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী 'মূলতাযাম'-এ দাঁড়িয়ে মহান-মহীয়ান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে থাকেন এবং কা'বা-র দেয়ালের সাথে নিজের শরীর লাগিয়ে রাখেন।" ছাওরী (র) বলেন, মুছান্না ইব্নুস্ সাব্বাহ্ (র) 'আম্র ইব্ন শু'আয়ব (তাঁর পিতা), তাঁর দাদা হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি দেখেছি 'মূল্তাযাম'-এ তাঁর মুখ ও বুক লাগিয়ে রাখতে।

মন্তব্য ঃ মুছান্না দুর্বল রাবী।

মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন প্রসংগ

তারপর নবী করীম (সা) মক্কার নিম্নাঞ্চল হতে প্রস্থান শুরু করলেন। যেমন আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় আগমন করেছিলেন, মক্কার উচুঁ অঞ্চল দিয়ে এবং নির্গমন করেছিলেন নিচু এলাকা দিয়ে।" বুখারী, মুসলিম (র) এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইব্ন উমর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (মক্কায়) প্রবেশ করেছিলেন বাত্হার দিককার উঁচু পাহাড়ী মোড় দিয়ে এবং প্রস্থান করেছিলেন নিম্ন অঞ্চলের পাহাড়ী মোড় দিয়ে (বুখারী মুসলিম)। অন্য একটি ভাষ্যে রয়েছে কাদা' (চড়াই)-এর দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন এবং কুদা-(উৎরাই)-এর দিক থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়ল (র)....জাবির (রা) হতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা হতে নির্গমন করেছিলেন সূর্যাস্তের সময় এবং সারিফ পর্যন্ত না পৌঁছে তিনি (মাগরিব) সালাত আদায় করেন নি। 'সারিক' হল মক্কা হতে নয় মাইল দূরে। এ হাদীসটি অতি বিরল ধরনের; এ ছাড়া এর সনদের অন্যতম রাবী আজলাহ্ বিতর্কিত ব্যক্তি। সম্ভবত এটি বিদায় হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন সময়ের ঘটনা। কেননা, নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছিলেন ফজর সালাতের পরে (পূর্বের বর্ণনা দ্রষ্টব্য) তা হলে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রস্থান বিলম্বিত করার কারণ কি? সুতরাং এ বর্ণনা অতি দুর্বল। তবে ইব্ন হায্ম (র) এর দাবী যদি যথার্থ বলে স্বীকৃত হয় যে, নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্ এ তাঁর বিদায়ী তাওয়াফের পরে মক্কা হতে মুহাস্সাবে ফিরে এসেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি আইশা (রা)-এর উক্তি ব্যতীত আর কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেন নি। আইশা (রা) যখন তান্ঈশ হতে তাঁর উমরা সম্পাদন করে ফিরে আসছিলেন তখন তাঁর চড়াই অতিক্রম কালে এবং নবী

করীম (সা)-এর মক্কার দিকে উতরাই পথে অবতরণ কালে, কিংবা আইশা (রা)-এর অবতরণ কালে এবং নবী করীম (সা)-এর চড়াই অতিক্রম কালে তাঁর সাথে আইশা (রা)-এর সাক্ষাত হয়েছিল। এখন ইব্ন হায্ম (র)-এর দাবী হল- এটা সন্দেহাতীত যে, আইশা (রা) মক্কা হতে চড়াই পথে উঠে আসছিলেন এবং নবী করীম (সা) অবতরণ করছিলেন।

কেননা, আইশা (রা) উমরার জন্য চলে গেলে নবী করীম (সা) তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর নবী করীম (সা) বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদনের উদ্যোগ নিলে মক্কা হতে তাঁর (আইশার) মুহাস্সাব ফিরে আসার সময় তাঁর সাথে নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাত হয়েছিল।"

বুখারী (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ঃ মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন কালে 'যূ-তুওয়ায়' অবতরণকারীদের প্রসংগ

মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) বলেছেন, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) ইব্ন উমর (রা) সম্পর্কে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি (মক্কায়) আগমন কালে 'যূ-তুওয়ায়' রাত কাটাতেন এবং সকাল হলে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন এবং প্রত্যাগমন কালেও যূ-তুওয়ায় অবতরণ করে সেখানে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করতেন এবং উল্লেখ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অনুরূপ করতেন।" বুখারী (র) হাদীসটি এভাবেই সনদ বিহীন (তা'লীক) রূপে 'নিশ্চয়তা' সূচক ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। আবার বুখারী ও মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র)-এর বরাতে মুসনাদ (সনদ যুক্ত) রূপেও উল্লেখ করেছেন। তবে তাতে প্রত্যাবর্তন কালে যূ-তুওয়ায় রাত যাপনের কথা উল্লিখিত হয় নি। আল্লাহই সমধিক অবগত।

একটি দুর্লভ তথ্য ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের সাথে করে যম্যমের বিন্দু পানি নিয়ে গিয়েছিলেন

হাফিজ আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবূ কুরায়ব (র) 'আইশা (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজের সংগে যম্যমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন। এ তথ্যও জানাতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও তা বহন করে নিতেন।" এরপর তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, এটি একটি হাসান -গারীব- একক সূত্রীয় উত্তম হাদীস; এ সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে আমরা এর পরিচিতি লাভ করি নি।

বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন গায্ওয়া (সমরাভিযান), হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রথমে তিনবার তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ করতেন, এরপর বলতেন–

لااله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون- صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده-

"এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, হাম্দ তাঁরই। তিনি সব কিছুতে ক্ষমতাবান। (আমরা) প্রত্যাবর্তনকারী, প্রত্যাধাবন (তাওবা) কারী,

ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের হাম্‌দ আদায়কারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা-অংগীকার বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর বান্দাকে (রাসূলকে) সাহায্য করেছেন এবং একাকী সব দলবলকে পরাস্ত করেছেন।" এ সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা বিপুল। আল্লাহ্রই জন্য হামদ এবং তাঁরই অনুকম্পা।

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী জুহ্ফার কাছাকাছি গাদীরে খুমে নবী করীম (সা)-এর ভাষণ সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা

উল্লিখিত ভাষণে তিনি আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিবের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দেন এবং তাঁর সম্পর্কে ইয়ামানে তাঁর সহকর্মী-সহযোদ্ধাদের কারো করো সমলোচনার জবাবে আলী (রা)-এর নির্দোষিতা ও সাফাই বর্ণনা করেন। তাদের বিরূপ সমালোচনার কারণ ছিল সংগীদের সাথে আলী (রা)-এর কিছু সংগত আচরণ যা তাদের কারো কারো দৃষ্টিতে পীড়ন, সংকীর্ণতা ও অহেতুক কাপর্ণ্য রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। অথচ সে ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপ ছিল যথার্থ। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নবী করীম (সা) হজ্জ উমরার বিধি বিধানের বিবরণ দেয়ার পরে তাঁর মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে তিনি বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটাতে চাইলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি ঐ বছরের যিলহজ্জ মাসের আঠার তারিখ রোববার খুম্ম জলাধারের পাড়ে একটি বড় গাছের তলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি আনুষাংগিক অনেক বিষয়ের সাথে আলী (র)-এর মাহাত্ম্য, তাঁর বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পয়াণতা এবং নবী করীম (সা)-এর সাথে তাঁর নৈকট্য সান্নিধ্যের এমন হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেন যা আলী (রা) সম্পর্কে অনেক মানুষের মনের দ্বেষ, অসম্প্রীতি ও বিরক্তি ভাব বিদূরীত করে দেয়। এ অনুচ্ছেদে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবৃত হাদীস সমষ্টি উপস্থাপন করে সেগুলির মাঝে সবল ও দুর্বল এবং গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখাত হওয়ার ব্যবধান রেখা অংকনের প্রয়াস পাব, আল্লাহ্র সাহায্যে নিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে রিওয়ায়াতের সংখ্যা বিশাল। তাই বিশ্ব-বিশ্রুত ইতিহাসবিদ ও মুফাস্‌সির ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী (র)[1] সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীসসমূহ আহরণে সর্বাত্মক সাধনা নিয়োগ করে সে সব হাদীসের ভাষ্য ও মূল পাঠ এবং সনদের সূত্রসমূহে দুইটি খণ্ডে সংকলিত করেছেন। তাঁর যুগের গ্রন্থকার সংকলকদের সংকলন ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি পন্থা ছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভাল মন্দ, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সব কিছু সংগৃহীত করা। মনীষী তাবারী (র) এ পন্থার ব্যতিক্রম নন। তাই তাঁর সংগৃহীত ভাণ্ডারেও রয়েছে সবল দুর্বল এবং সমর্থিত অসমর্থিত তথ্যের মিশ্রণ। অনুরূপ মহান হাফিজ আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির (র)-ও এ ভাষণ সম্পর্কিত বহু সংখ্যক হাদীস সংকলন করেছেন। আমরা সেগুলির বৃহদাংশও উদ্ধৃত করব এবং সেই সাথে আমরা এ কথাও প্রমাণ করব যে, ঐ সব হাদীসে শীআ মহোদয়দের জন্য উদ্দীপ্ত হওয়ার কিংবা তাদের অনুকূলে প্রমাণ ও সমর্থন যোগাবার কোন অবকাশ নেই। এবারে আমরা আল্লাহ্র সাহায্যের ভরসায় শুরু করছি-

---

১. তাফসীরে তাবারী ও তারীখে তাবারী প্রণেতা। -অনুবাদক

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বিদায় হজ্জে বিবরণ প্রসংগে বলেছেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ 'আমরা (রা) ইয়াযীদ ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন য়াযীদ ইব্‌ন রুকানা (র) হতে তিনি বলেন, আলী (রা) (বিদায় হজ্জকালে), মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশে ইয়ামান হতে রওয়ানা করলেন। দ্রুত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সহচরদের একজনকে তাঁর বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ করলেন। ভারপ্রাপ্ত আমীর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আলী (রা)-এর কাছে রক্ষিত 'বায্ কাপড়ের এক এক জোড়া পোষাক বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে প্রদান করলেন। বাহিনী (মক্কার) কাছে পৌঁছলে আলী (রা) তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাদের গায়ে রয়েছে নতুন জোড়া পোশাক। তিনি বললেন, সর্বনাশ! কী ব্যাপার? আমীর বললেন, সকলকে পোশাক দিয়ে দিয়েছি যাতে তারা জনসমাবেশে আমার জন্য উপযোগী সাজগোজ করতে পারে। আলী (রা) বললেন, হতভাগা! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে পৌঁছার আগে এ গুলি খুলে ফেলার ব্যবস্থা কর। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে বাহিনীর লোকদের নিকট হতে পোশাক গুলি খুলে নিয়ে বস্ত্র ভাণ্ডারে জমা করা হল। বর্ণনাকারী বলেন, বাহিনীর লোকেরা তাদের প্রতি এ আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করল। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, এ প্রসংগে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন হাযম (র)....আবূ সাঈদ (খুদরী) (রা) হতে আমাকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, লোকেরা আলী (রা)-এর নামে অভিযোগ তুলল। তখন নবী করীম (সা) আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম–

ايها الناس لا تشكوا عليا فو الله انه لأخشن فى ذات الله اوفى سبيل-

লোক সকল! তোমরা আলীকে অভিযুক্ত করো না। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় সে (আলী) আল্লাহ্‌র সত্তা (তাঁর তুষ্টি)-এর ব্যাপারে কিংবা আল্লাহ্‌র পথে অধিক 'কঠোর 'ও অনমনীয় (যা অভিযুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে)।

"ইমাম আহ্‌মদ (র)-ও এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে ঐ সনদে। তাতে তিনি বলেছেন, নিশ্চিয় সে আল্লাহ্‌র সত্তার বিষয়ে কিংবা আল্লাহ্‌র পথে অধিক অনমনীয়।" ইমাম আহ্‌মদ (র) আরো বলেন, ফায্‌ল ইব্‌ন দুকায়ন (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি বুরায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর সংগে ইয়ামান অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাতে তাঁর কিছু কঠোরতা লক্ষ্য করি। রাসূলুল্লাহ (সা) সকালে ফিরে এলে আমি আলী (রা)-এর কথা আলোচনা প্রসংগে তাঁর বিরূপ সমালোচনা করলাম। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লক্ষ্য করলাম। তিনি তখন বললেন–- يابريده الست اولى بالمؤمنين من انفسهم "আমি ঈমানদারদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে অধিক আপন ও অধিকারসম্পন্ন নই কী? "আমি বললাম, জ্বী, হাঁ নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলূল্লাহ! নবী করীম (সা) বললেন,-من كنت مولاه فعلى مولاه "আমি যার আপনজন ও অভিভাবক আলীও তার আপন জন ও অভিভাবক। নাসাঈ (র)-ও এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ দাউদ আল্-জারবানী (র) হতে (আবূ নুআয়ম ফায্‌ল ইব্‌ন দুকায়ন

সূত্রে)....ঐ সনদে অনুরূপ। এ সনদটি উত্তম ও সবল; এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। নাসাঈ (র) তাঁর সুনাম গ্রন্থে আরো রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুছান্না (র)....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে খুম জলাশায়ে অবতরণ করলে সেখানকার বৃহৎ বৃক্ষরাজীর বনানীটি পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দিলে তা পালিত হল। এরপর তিনি বললেন—

كانى قد دعيت فاجبت - انى قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى- فانظروا كيف تخلفونى فيهما - فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض-

"মনে হয় যেন আমি (পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার জন্য) আহূত হয়েছি এবং (তাতে) আমি সাড়াও দিয়েছি। আমি তোমদের মাঝে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি— আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার বংশধর আমার আহ্‌লে বায়ত। তাই লক্ষ্য রাখবে যে, আমার অবর্তমানে এ দুটি বিষয়ে তোমাদের আচরণ কেমন হয়। কেননা, এ দু'টি হাওয্ (কাওছার)-এ আমার কাছে উপনীত হওয়া পর্যন্ত এ দু'টো কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হবে না। তারপর বললেন, الله مولائى وانا ولى كل مؤمن- আল্লাহ্ আমার বন্ধু ও অভিভাবক আর আমি প্রতিটি ঈমানদারের বন্ধু ও অভিভাবক।" তারপর তিনি আলী (রা)-এর হাতে ধরে বললেন,

من كنت مولاه فهذا وليه - اللهم وال من والاه وعادمن عاداه-

"আমি যার বন্ধু ও অভিভাবক এ-ও তার বন্ধু ও অভিভাবক। ইয়া আল্লাহ! যে তার সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করবে আপনি তার বন্ধু হোন এবং যে তার সাথে বৈরীতা করবে আপনি তার প্রতি বৈরী হোন!" এ বর্ণনার পরে আমি (আবুত তুফায়ল) যায়দ (রা)-কে বললাম, আপনি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, যারাই ঐ বৃক্ষরাজীর তলায় ছিল তারা সকলেই তাদের দু'চোখে তাঁকে (নবী সা) দেখেছে এবং দু'কান দিয়ে বাণী শুনেছে। এ সূত্রে নাসাঈ (র) একাকী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আমাদের শায়খ আবু আবদুল্লাহ যাহাবী (র) বলেছেন, এটি একটি সহীহ্ হাদীস।

ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বারা, ইব্‌ন আযিব (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে হজ্জ পালন করেছিলেন সে বিদায় হজ্জ থেকে আমরা তাঁর সাথে ফিরে চললাম। পথে তিনি অবতরণ করলেন এবং সালাতের জন্য জামাআত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিলেন। তারপর আলী (রা)-এর হাত ধরে বললেন, আমি কি মু'মিনদের জন্য তাঁদের নিজেদের চাইতে অধিকতর আপনজন নই?" তাঁরা বললেন, জ্বী হাঁ, নিশ্চয়ই! তিনি (সা) বললেন, الست باولى بكل مؤمن من نفسه আমি কি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার নিজের চাইতে অধিকতর আপন ও অগ্রাধিকারযোগ্য নই?" তাঁরা বললেন, জ্বী হাঁ, নিশ্চয়ই! তখন তিনি বললেন, তবে আমি যাদের আপন এ (আলী) ও তাদের জন্য আপন, ইয়া আল্লাহ! যারা তার সাথে সম্ভব রক্ষা করবে আপনি তাদের বন্ধু হোন এবং যারা তার সাথে বৈরিতা করবে আপনি এদের প্রতি বৈরী হোন!" আবদুর রায্‌যাক (র)-ও হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন মা'মার (র)....(আদী সূত্রে) বারা (রা) হতে। হাফিজ আবূ ইয়ালা মাওয়সিলী ও হাসান ইব্‌ন সুফিয়ান (র) বলেন, হুদবা (র)....সূত্রে বারা (রা) হতে, তিনি বলেন, বিদায় হজে

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে ছিলাম। আমরা খুম জলাশয়ের কাছে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য দু'টি গাছের তলা পরিষ্কার করা হল। কাফেলার মধ্যে ঘোষণা দেয়া হয় 'সালাতের জামাআত' সমাগত! ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে ডেকে এনে তাঁর হাতে ধরে তাঁকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করিয়ে বললেন। الست اولى بكل امرئ من نفسه "আমি প্রতিটি মানুষের জন্য তাঁর নিজের চাইতে অধিকতর আপন নই কি ? তাঁরা বললেন, জ্বী হাঁ, নিশ্চয়ই! তিনি বললেন, তা হলে এ (আলী) হচ্ছে তার বন্ধু ও আপন, আমি যার বন্ধু ও আপন। ইয়া আল্লাহ! যারা তার বন্ধু হয়, আপনিও তাদের বন্ধু হোন, আর যারা তার সাথে দুশমনী করে আপনি তাদের দুশমন হোন! "তখন 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, শুভেচ্ছা মুবারকবাদ! আপনি তো সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিটি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর বন্ধু ও আপনজন হলেন।" ইব্ন জারীর (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ যুরআ (র)....(আলী ইব্ন যায়দ ও আবূ হারূন আল আবদী সূত্রে, এ দু'জনই দুর্বল রাবী। আদী ইব্ন ছাবিত সূত্রে বারা ইব্ন আযিব (রা) হতে। এ হাদীসে ইব্ন জারীর (র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত মূসা ইব্ন উছমান আল্ হাযরামী-এর বরাতে, যিনি অতিশয় দুর্বল রাবী, বারা ও যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হতে। আল্লাহ সমধিক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্ন নুমায়র (র) আবূ আবদুর রহীম 'আল্ কিনদী--আবূ উমর যাযান (র) হতে, তিনি বলেন, (কূফার) মসজিদ চত্বরে আলী (রা)-কে আমি বলতে শুনলাম, তিনি লোকদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছিলেন যে, খুম জলাশয়ের নিকট অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তিনি যা যা বলেছিলেন উপস্থিত সকলে তা শুনেছেন বর্ণনাকারী বলেন, তখন বার জন লোক দাঁড়াল– এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শুনেছে, যখন তিনি বলছিলেন "আমি যার বন্ধু ও আপন জন আলীও তার বন্ধু ও আপন জন।" আহমদ (র) একাকী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং এর অন্যতম রাবী আবূ আবদুর রহীম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) বলেন, তাঁর পিতার মুসনাদে আলী ইব্ন হাকীম আল্ আওদী (র)-এর এ মর্মে হাদীস রয়েছে শারীক (র) সাঈদ ইব্ন ওয়াহ্ব ও যায়দ ইব্ন ইউছায়গ (র) হতে। তিনি বলেন, আলী (রা) মসজিদ চত্বরে আল্লাহ্র নামে দোহাই দিয়ে বললেন, খুম জলাশয়ের নিকট অবস্থান কালে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে, তারা যেন অবশ্যই দাঁড়ায়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাঈদ (র)-এর দিক হতে ছয় জন এবং যায়দ (র)-এর দিক হতে আর ছয় জন দাঁড়াল। তাঁরা সাক্ষ্য দিল যে, তারা খুম জলাশয়ে অবস্থান দিবসে আলী (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে– أليس الله اولى بالمؤمنين من انفسهم- "আল্লাহ কি ঈমানদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে অধিকতর আপন নন? তারা বলল, জ্বী হাঁ, নিশ্চয়ই! নবী করীম (সা) বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমি যার বন্ধু ও আপন আলীও তার বন্ধু ও আপন ইয়া আল্লাহ্! যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব রাখবে আপনি-তাদের বন্ধু হোন এবং যারা তার সাথে দুশমনী করবে আপনি তাদের দুশমন হোন! আবদুল্লাহ আরো বলেন, আলী ইব্ন হাকীম (র) (উল্লিখিত) আবূ ইসহাক (র)-এর হাদীসের ন্যায় অর্থাৎ সাঈদ ও যায়দ (র) হতে হাদীস রয়েছে। তবে এ রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত রয়েছে।

وانصر من نصره واخذل من خذله- এবং (নবী সা. বললেন) যারা তার সাহায্য করবে তাদের আপনি সাহায্য করুন এবং যারা তাঁর সাহায্য বর্জন করবে আপনি তাদের সাহায্য বর্জন করুন!" আবদুল্লাহ (র) আরো বলেন, আলী ইব্‌ন হাকীম (র)-ও শারীক (র) (আবুত্ তুফায়ল সূত্রে) যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কিতাবু খাসাইস-ই আলী (আলী (র)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী) শিরোনামে ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, হুসায়ন ইব্‌ন হারব (র) সাঈদ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে, তিনি বলেন, (মসজিদ) চত্বরে আলী (রা) বললেন, "এমন প্রতিটি লোককে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি- যারা খুম জলাশয়ে (অবস্থান) দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে যে,

ان الله ولى المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه - اللهم وال من والاه - وعاد من عاداه وانصر من نصره-

শু'বা (র)-ও আবূ ইসহাক (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটি একটি বেশ উত্তম সনদ। নাসাঈ (র) ইসরাঈল সূত্রে ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইসরাঈল (আবূ ইসহাক) যূ-আম্‌র (কর্মাধ্যক্ষ) আম্‌র (র) হতে, তিনি বলেন, আলী (রা) (কুফার মসজিদ) চত্বরে লোকদের শপথ দিলেন। তখন একদল লোক দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল যে, তারা খুম জলাশয় দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে "আমি যার বন্ধু ও অভিভাবক, আলীও তার বন্ধু ও অভিভাবক। ইয়া আল্লাহ যে তাঁকে বন্ধু বানায় আপনি তার বন্ধু হোন এবং যে তাকে শত্রু বানায় আপনি তাঁর শত্রু হোন! واحب من احبه وابغض من ابغضه وانصر من نصره- এবং যে তাকে ভালবাসে আপনি তাকে ভাল বাসুন, যে তার প্রতি বিদ্বেষ রাখে তাকে আপনি অপছন্দ করুন এবং যে তাকে সাহায্য করে আপনি তাকে সাহায্য করুন!" ইব্‌ন জারীর (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ ইব্‌ন মনসূর (র) (আবূ ইসহাক) আলী (রা) হতে। ইব্‌ন জারীর (র) অন্য একটি সনদেও রিওয়ায়াত করেছেন, আহমদ ইব্‌ন মনসূর (র) (উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা যিনি একজন শী'আ এবং বিশ্বস্ত) যায়দ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব যায়দ ইব্‌ন ইউছায়গ এবং যূ-আম্‌র আম্‌র (র) হতে এ মর্মে যে, আলী (রা) কূফায় লোকদের আল্লাহ্‌র নামে দোহাই দিলেন (পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন)।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন (ইমাম) আহমদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর আল্ কাওয়ারীরী (র), 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা (র) হতে, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম, মসজিদ চত্বরে লোকদের আল্লাহ্‌র নামে দোহাই দিতে তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাচ্ছি (তাঁর নামে দোহাই পাড়ছি) যে, যারা খুম জলাধার দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছে যে, "আমি যার বন্ধু ও আপন, আলীও তার বন্ধু ও আপন। সে অবশ্যই দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিবে।

আবদুর রহমান (র) বলেন, তখন বারজন বদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবী দাঁড়ালেন, আমি যেন তাঁদের প্রত্যেককে (এ মুহূর্তেও) দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা বললেন, 'গাদীর-ই খুম দিবসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি- الست اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجى امهاتهم- আমি কি ঈমানদারদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আপন নই? এবং

আমার স্ত্রীগণ কি তাদের মা নয় ?[১] আমরা বললাম, জ্বী হাঁ নিশ্চয়ই, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন,'আমি যার বন্ধু ও আপন, আলীও তার বন্ধু ও আপন।" ইয়া আল্লাহ যে তাঁকে বন্ধু বানায় আপনি তাঁর বন্ধু হোন, আর যে তাকে শত্রু বানায় আপনি তার শত্রু হোন!" এ টি বিরল ও অসমর্থিত দুর্বল সনদ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) আরো বলেন, আহমদ ইব্‌ন উমায়র আল্ ওয়াকীঈ (র) (উবায়দুল্লাহ ইব্‌নুল ওয়ালীদ আল্ কায়সী বলেন, আমি) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) (এর কাছে গেলে তিনি) হাদীস শোনালেন যে, তিনি আলী (রা)-কে 'চত্বরে' এ কথা বলাতে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, "আমি এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, যে খুম্ জলাশয় দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছে এবং তাঁকে বলতে শুনেছে– সে অবশ্যই দাঁড়াবে; যারা তাঁকে দেখে নি এমন কেউ কিন্তু দাঁড়াবে না ! "তখন বারজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা অবশ্যই তাঁকে দেখছি এবং তাঁর কথা শুনেছি– যখন তিনি তাঁর (আলীর) হাত ধরে বলেছিলেন, ইয়া আল্লাহ! যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখবে আপনি তাদের বন্ধু হোন এবং যারা তাঁর সাথে দুশমনী করবে আপনি তাদের দুশমন হোন! যারা তাকে সাহায্য করবে আপনি তাদের সাহায্য করুন এবং যারা তাঁর সাহায্য বর্জন করবে আপনি তাদের সাহায্য বর্জন করুন!" তখন সকলেই দাঁড়িয়েছিল, তবে তিনজন এমন ছিল যারা দাঁড়াল না।

ফলে আলী (রা) তাদের জন্য বদ-দু'আ করলে তাঁর বদ-দু'আ তাদের পেয়ে বসল।" 'আবদুল আ'লা ইব্‌ন 'আমির তাগ্‌লিবী প্রমুখ, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা সূত্রেও (ঐ সনদে) এটি বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেছেন, আহমদ ইব্‌ন মনসূর (র) এবং ইব্‌ন আবূ আসিম (র)-এর রিওয়ায়াত সুলায়মান আল্ গুলাবী হতে (উভয়), আলী (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খুম-এর গাছটির কাছে উপনীত হলেন (পূর্ণ হাদীস) তাতে রয়েছে, 'আমি যার মাওলা ও অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক।" কেউ কেউ এ হাদীসটি আবূ আমির (র) আলী (রা) হতে মুনকাতি (সনদের প্রথমাংশ বিচ্ছিন্ন) রূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন আম্‌র আল বাজালী (অন্যতম দুর্বল রাবী) মিস'আর (র) উমায়রা ইব্‌ন সা'দ (র) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি (কূফার মসজিদের) মিম্বারে আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌র নামে কসম দিতে শুনেছেন যে, "খুম জলাশয় দিবসে কে কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে ? " তখন বার জন লোক দাঁড়ালেন যাদের মাঝে আবূ হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীগণও ছিলেন। তাঁরা এ মর্মে সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি যার মাওলা ও অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক; ইয়া আল্লাহ যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে আপনি তাঁর বন্ধু হোন, যে তাঁর সাথে দুশমনী করবে আপনি তার দুশমন হোন।" উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র)-ও এ হাদীস হানি ইব্‌ন আয়্যূব (র) হতে, যিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য....ঐ সনদে।

---

১. সূরা আহ্‌যাব ঃ ৬ আয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত। অনুবাদক

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্‌নুশ্ শা'ইর (র), আবূ মারয়াম ও আলী (র)-এর জনৈক সভাসদ সূত্রে আলী (রা) হতে এ মর্মে যে, খুম জলাশয় দিবসে রাসূলুল্লাহ(সা) বলেছেন, 'আমি যার আপন ও অভিভাবক আলীও তার আপন ও অভিভাবক।" বর্ণনাকারী (আবূ মারয়াম (আবদুল্লাহ) বলেন, পরে লোকেরা এর সাথে যে তার বন্ধু হয় আপনি তাঁর বন্ধু হোন এবং যে তাঁর দুশমন হয় আপনি তাঁর দুশমন হোন! "এ অংশটুক বাড়িয়ে দিয়েছে। আবূ দাউদ (র) উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ (শব্দ ভাষ্য) এবং আবু নু'আয়ম (অর্থ ভাষ্য), আবুত্ তুফায়ল (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আলী (রা) লোকদের চত্বরে সমবেত করলেন, অর্থাৎ কূফার মসজিদের চত্বরে। তিনি বললেন, আমি এমন প্রতিটি লোককে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, যারা 'খুম জলাশয় দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন– যাই শুনেছেন তারা অবশ্যই দাঁড়াবেন। তখন অনেক লোক দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল– যখন নবী করীম (সা) তাঁর (আলী) হাতে ধরে লোকদের বলেছিলেন, "তোমরা জান কি যে, আমি ঈমানদারদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে অধিকতর আপন ও অগ্রাধিকার সম্পন্ন? তারা বলল, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমি যার আপনি ও অভিভাবক আলীও তার আপন ও অভিভাবক। ইয়া আল্লাহ! যে তাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আপনি তার বন্ধু হোন এবং যে তাঁর সাথে দুশমনী করে আপনি তার দুশমন হোন!" আবুত তুফায়ল (র) বলেন, আমি (চত্বর থেকে) বেরিয়ে এলাম– এ অবস্থায় যেন, আমার মনে ঐ বিষয়টা কিছু খুঁত খুঁত করছিল। তাই আমি (সাহাবী) যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, আমি আলী (রা)-কে এই এই কথা বলতে শুনেছি! তিনি বললেন, তাতে তোমার কাছে এর কোনটি অপছন্দনীয় হল? আমিও তো তাঁকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঐ কথা বলতে শুনেছি। ইমাম আহমদ (র) যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর 'মুসনাদে' (তাঁর সনদে প্রাপ্ত হাদীসে) এ ভাবেই উল্লেখ করেছেন।

নাসাঈ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আমাশ (র) (আবুত্ তুফায়ল), যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)। তিরমিযী (র) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। বুন্‌দার (রা) আবুত্ তুফায়ল (র) সূত্রে, তিনি হাদীস বর্ণনা করেন আবূ সুরায়হা কিংবা যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে (সন্দেহটি মধ্যবর্তী রাবী শু'বার)। এ মর্মে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি যার আপন ও অভিভাবক আলী ও তাঁর আপন ও অভিভাবক। "ইব্‌ন জারীর (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আহমদ ইব্‌ন হাযিম (র)....(ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন জা'দা), যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্‌ফান (র) আবূ আবদুল্লাহ মায়মূন (র) হতে, তিনি বলেন, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (র) বলছিলেন, আমি শুনছিলাম, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 'ওয়াদী খুম' নামে অভিহিত একটি মনযিলে অবস্থান নিলাম। তখন নবী করীম (সা) সালাতের নির্দেশ দিলেন এবং আউয়াল ওয়াক্তে সে সালাত আদায় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং গাছের সাথে একটি কাপড় লট্‌কিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ছায়া দেয়া হল, যা তাঁকে সূর্যের তাপ হতে ছায়া দিয়ে রাখল।

তিনি বললেন,-الستم تعلمون او الستم تشهدون "তোমরা অবগত নও কি? কিংবা (তিনি বলেছিলেন) তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ না কি যে, আমি প্রতিটি ঈমানদারের জন্য তার নিজের চাইতে আপন? "তারা বলল, জ্বী হাঁ, নিশ্চয়! তিনি বললেন, তবে, আমি যার আপন ও অভিভাবক নিশ্চয়ই (فان) আলীও তার আপন ও অভিভারক।

ইয়া আল্লাহ! যে তার সংগে বন্ধুতা করে আপন তার সংগে বন্ধুতা করুন এবং যে তার সংগে বৈরীতা করে আপনি তার সংগে বৈরিতা রাখুন। "তারপর ইমাম আহমাদ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন গুনদার (র), (শু'বা)....যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হতে, "আমি যার অভিভাবক" পর্যন্ত (অর্থাৎ এ রিওয়ায়াতে পরবর্তী অংশ নেই)। মায়মূন (র) বলেন, যায়দ (রা) হতে জনৈক ব্যক্তি আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "ইয়া আল্লাহ যে তার সংগে বন্ধুতা করে আপনি তার সংগে বন্ধুত্ব করুন, যে তার সাথে বৈরিতা করে আপনি তার সাথে বৈরীতা রাখুন– এ সনদটি বেশ উত্তম (জায়্যিদ), এর রাবী তালিকার সকলেই নির্ভরযোগ্য ও সুনান গ্রন্থ সমূহের শর্তানুরূপ। তিরমিযী (র) এ সনদে রায়ছ (الريث) (ধীর গামীতা/বিলম্বক্ষণ ?) সম্পর্কিত একটি হাদীস সহীহ্ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম (র) রাবাহ্ ইব্নুল হারিছ (র) হতে, তিনি বলেন, 'চত্বরে' একদল লোক আলী (রা) সকাশে আগমন করলেন, তারা বললেন, আস্-সালামু 'আলাইকা ইয়া মাওলানা! (হে আমাদের মওলা) তিনি (আলী) বললেন, আপনারাও হলেন তো আরবী তো আমি কী করে আপনাদের মাওলা হতে পারি ?[১] তাঁরা বললেন, খুম জলাশয় দিবসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি।" আমি যার 'মাওলা' এ (আলী)-ও তার 'মাওলা'। রাবাহ (র) বলেন, আগন্তুকরা চলে যেতে লাগলে আমি তাদের অনুসরণ করলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, "এ লোকদের পরিচয় কি?" তাঁরা বললেন, "আনসারীদের একটি দল" আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) তাঁদের অন্যতম। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, হান্শ (র) রাবাহ্ ইব্নুল হারিছ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আনসারী একদল লোককে দেখলাম। আলী (রা)-এর কাছে 'চত্বরে আগমন করল, আলী (রা) তাদের বললেন, "এরা কারা ? তাঁরা বলল, আমীরুল মু'মিনীন! এরা আপনার মাওলা, পূর্বোক্ত হাদীসের মর্ম উল্লেখ করলেন, এ হল আহমদ (র)-এর ভাষ্য এবং এটি তাঁর একক বর্ণনা।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবুল জাওয়া আহমদ ইব্ন উছমান (র), আইশা বিনত সা'দ (র) হতে, তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি,-জুহ্ফায় অবস্থানের দিন, তিনি আলী (রা)-এর হাতে ধরলেন এবং ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, ايها الناس انى وليكم লোক সকল আমি তোমাদের অভিভাবক? তাঁরা বললেন যথার্থ বলেছেন"। তখন তিনি আলী (রা)-এর হাত উঁচু করে ধরে বললেন,

هذا وليى والمؤدى عنى وان الله موالى من والاه ومعادى من عاداه-

"এ হচ্ছে আমার আপন জন এবং (প্রয়োজনে) আমার পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনকারী; আর যে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখবে আল্লাহ তার আপন হবেন এবং যে তাঁর সাথে শত্রুতার সম্পর্ক রাখবে

---

১. যুদ্ধে অনারব পরাজিতরা গোলাম হত, আরবদের গোলাম বানাবার বিধান ছিল না। –অনুবাদক

আল্লাহ তার প্রতি বৈরী হবেন। শায়খ যাহাবী (র) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান-গরীব। ইব্‌ন জারীর (র) এ হাদীসের পরবর্তী রিওয়ায়াত নিয়েছেন ইয়া'কূব ইব্‌ন জা'ফর সূত্রে, হাদীসটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরও রয়েছে যে, নবী করীম (সা) তাঁর পিছনের লোকদের তাঁর কাছে পৌঁছা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করলেন এবং সামনে চলে যাওয়া লোকদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। তাঁরপর ভাষণ দিলেন। 'কিতাবু গাদীর-ই খুম'-এর প্রথম খণ্ডে সংকলক আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী (র) বলেছেন, শায়খ আবূ আবদুল্লাহ আয্ যাহাবী (র)-এর বর্ণনা মতে এ বিবরণ ইব্‌ন জারীর হতে গৃহীত একটি পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। মাহ্‌মূদ ইব্‌ন আওফ আত্-তাঈ (র) সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে, ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আমার কিতাবে যদিও কথাটি নেই, তবুও আমার ধারণায় এ সনদ উমর (রা) হতে, (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি (বলতে) শুনেছি, এখন তিনি আলী (রা)-এর হাত ধরে রেখেছিলেন। "আমি যার আপন ও অভিভাবক হব এও তার আপন হবে।" ইয়া আল্লাহ! যে তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আপনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন এবং যে তার সাথে দুশমনী করে আপনি তার সাথে দুশমনী রাখুন! এ হাদীসটি বিরল, বরং মুনকার, অগ্রহণযোগ্য এবং এর সনদ দুর্বল । বুখারী (র) বলেছেন, এ (হাদীসের অন্যতম) রাবী জামীল ইব্‌ন উমারা বিতর্কিত ব্যক্তি।

আল্ মুত্তালিব ইব্‌ন যিয়াদ (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আকীল (র) হতে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা জুহ্‌ফার খুম জলাশয়ের পাড়ে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) একটি তাঁবু হতে বেরিয়ে এসে আলীর হাত ধরলেন এবং বললেন, 'আমি যার মাওলা আলীও তাঁর মাওলা ও অভিভাবক।" শায়খ যাহাবী বলেন, এটি হাসান (উত্তম) সনদের হাদীস। ইব্‌ন লাহী'আ (র)-ও হাদীসটি বাক্‌র ইব্‌ন সাওয়াদা (রা) প্রমুখ হতে আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদুর রহমান সূত্রে জাবির (রা) হতে অনুরূপ রিওয়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাবয়ী ইব্‌ন জুনায়দ (রা) বিদায়, হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, على منى وانا منه ولا يؤدى عنى الا انا او على- "আলী আমার (হতে) এবং আমি আলী (হতে) এবং আমার পক্ষে একমাত্র আমি কিংবা আলী ব্যতীত অন্য কেউ দায়িত্ব পালন করবে না।" ইব্‌ন আবূ বুকায়র (র)-এর বর্ণনায়– لا يقضى عنى دينى الا انا او على- "আমি কিংবা আলী ব্যতীত অন্য কেউ আমার পক্ষে আমার ঋণ পরিশোধ করবে না।" আহমদ (র) আবূ আহ্‌মদ আয্ যুবায়রী (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, যুবায়রী (র) হাবশী ইব্‌ন জুনাদা (রা) সনদেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী শারীক (র) বলেন, আমি আবূ ইসহাক (র)-কে বললাম, আপনি তাঁব (হাব্‌শী কাছে এ কথা কোথায় শুনলেন? তিনি বললেন, "জাব্বানা আয় সুবায় جبانة السبيع - এ আমাদের একটি মজলিসের সামনে একটি ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় তিনি আমাদের জন্য থেমে ছিলেন।

আহমদ (র) ভিন্ন সনদেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) এটাকে হাসান সাহীহ গরীব বলে মন্তব্য করেছেন। সুলায়মান ইব্‌ন কারম যিনি একজন পরিত্যাজ্য রাবী হাব্‌শী ইব্‌ন জুনাদা (রা) হতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন যে, হাবশ (রা) খুম জলাশয় দিবসে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

আমি যার মাওলা হব আলীও তার মাওলা। ইয়া আল্লাহ! যে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করে আপনি তার বন্ধু হোন এবং যে তাঁর সাথে শত্রুতা করে আপনি তার শত্রু হোন" (পূর্ণ হাদীস)।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা আল্ মাওসিলী (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র), আবূ ইয়াযীদ আল্-সাওদী (র) তাঁর পিতা হতে। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) মসজিদে প্রবেশ করলে অনেক লোক তাঁর কাছে সমবেত হল। এক যুবক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাকে আল্লাহ্র নামে কসম দিচ্ছি– আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে,"আমি যার মওলা আলীও তার মওলা, ইয়া আল্লাহ যে তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে আপনি তার বন্ধু হোন এবং যে তার সাথে দুশমনী করে আপনি তার দুশমন হোন!" আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হাঁ। ইব্ন্ জারীর (র) এটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ কুরায়ব (র) শারীক, ঐ সনদে এবং ইদরীস আল্ আওদী (র) তাঁর, ভাই আবূ ইয়াযীদ (দাউদ ইব্ন ইয়াযীদ) হতে ঐ সনদে এর সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর (র) উক্ত ইদরীস ও দাউদ (র) (তাদের পিতা সূত্রে) আবূ হুরায়রা (রা) হতেও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু, যাম্রা (র) শাওয়াব....আবূ হুরায়রা (রা) হতে যে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আলী (রা)-এর হাতে ধরলেন তখন বললেন, "আমি যার মওলা আলীও তার মওলা এবং তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন– اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي- আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, সে দিনটি ছিল খুম জলাশয়ের নিকটে অবস্থানের দিন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের (ঐ দিনটিতে) আঠার তারিখে সিয়াম পালন করবে তার জন্য ষাট মাস সিয়াম পালনের (ছওয়াব) লেখা হবে। এটি একটি অত্যন্ত মুনকার ও প্রত্যাখ্যাত হাদীস বরং এটি মিথ্যা ও জাল। কেননা, এ বর্ণনাটি সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হতে প্রাপ্ত হাদীসের বিপরীত। কারণ তাতে বলা হয়েছে যে, শুক্রবার আরফাত দিবসে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে অবস্থান করছিলেন (সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

অনুরূপ তাঁর উক্তি– যিলহজের আঠার তারিখ খুম জলাশয় দিবসের (স্মরণে) সিয়াম পালন ষাট মাস সিয়ামের সমতুল্য এ বক্তব্য যথার্থ নয়। কেননা, সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে (যার অর্থ ভাষ্য) যে, গোষ্ঠী রমযান মাসের সিয়াম দশ মাসের সমতুল্য। সুতরাং মাত্র একদিনের সিয়াম ষাট মাসের সমতুল্য হওয়ার কাল্পনিক ব্যাপার নয় কি ? কাজেই ভাষ্যটি বাতিল ও অবাস্তব। শায়খ আল্ হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ আয্ যাহাবী (র) এ কারণেই এ হাদীস উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, এটি চরম মুনকার ও প্রত্যাখ্যাত। হাব্শূন আল্ খাল্লাল ও আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহ্মদ আন্ নায়্যিরী (র) দু'জন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাবী যাম্রা (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (যাহাবী) বলেছেন, উমর ইব্নুল খাত্তাব, মালিক ইব্নুল হুওয়ায়ারিছ, আনাস ইব্ন মালিক ও আবূ সাঈদ (রা) প্রমুখের নামেও বিভিন্ন দুর্বল ও মনগড়া সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হাদীসের প্রথম অংশ বহুল সূত্রে মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত, যাতে এ নিশ্চয়তায় পৌঁছতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তা বলেছেন।

আর (মধ্যবর্তী অংশ) ইয়া আল্লাহ যে তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে....অংশটুকু সবল সনদে সমর্থিত বর্ধিত অংশ, আর (শেষ অংশটুকু) এ সিয়ামের বিষয়টি যথার্থ ও বিশুদ্ধ নয়। আল্লাহ্র কসম! ঐ সময় আয়াত নাযিল হওয়ার বিষয়টিও স্বীকৃতিযোগ্য নয়। কেননা, তা অবশ্যই খুম জলশায় দিবসের বেশ কতক দিন আগে (নয় দিন) আরাফা দিবসেই নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক ও সমধিক অবগত।

তাবারানী (র) বলেছেন, আলী ইব্ন ইসহাক আল্ ওয়াযীর আল্ ইস্পাহানী (র) সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন মালিক (কা'ব ইব্ন মালিক-এর ভাই) তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে– তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বিদায় হজ্জ সম্পাদন করে মদীনায় ফিরে এলেন তখন মিম্বারে উঠে আল্লাহ্র হামদ ও ছানা উচ্চারণ করলেন। এরপর বললেন—

ايها الناس ان ابا بكر لم يسؤلى قط فاعر فوا ذالك له - ايها الناس انى عن ابى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الاولين راض فاعرفوا ذالك لهم - ايها الناس احفظو فى اصحابى واصهارى واحبائى لا يطلبكم الله بمظلمة احد منهم - ايها الناس ارفعوا السنتكم عن المسلمين واذا مات احد منهم فقولوا فيه خيرا (بسم الله الرحمن الرحيم)

লোক সকল! আবূ বকর কোন দিন আমাকে কষ্ট দেয়নি। তাই, তোমরা তাঁর এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিবে ও কদর করবে। লোক সকল ! আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী, তাল্হা, যুবায়র ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফ এবং প্রথম যুগের মুহাজিরদের প্রতি রয়েছে আমার সন্তুষ্টি, তাদের ব্যাপারে এ বিষয়টির কদর করে চলবে। লোক সকল ! আমার সাহাবীগণ, বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়কুল এবং আমার প্রিয়জনের ব্যাপারে আমার সাথে তাদের সম্পর্কের দাবী রক্ষা করে চলবে; আল্লাহ যেন তাদের কারো সাথে দুর্ব্যবহারের দায়ে তোমাদের দায়ী না করেন। লোক সকল! মুসলমানদের (বিরূপ সমালোচনার) ব্যাপারে তোমরা তোমাদের জিহ্বা সংযত রাখবে এবং তাদের কেউ মারা গেলে তার সম্পর্কে ভাল কথা বলবে (ও সুমন্তব্য করবে)। বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।[১]

---

১. সম্ভবত মূল পাণ্ডুলিপিতে বিসমিল্লাহ পরবর্তী অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে ছিল। কোন অনুলিপিকারের অসতর্কতায় এখানে যুক্ত হয়েছে। – অনুবাদক

একাদশ হিজরী সাল

এ বছরের নতুন চাঁদ উঁকি দিল যখন বিদায় হজ্জ শেষে নবী করীম (সা)-এর মুবারক বাহন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে এসে থামলো। এ বছরের ঘটনাবলীর তালিকায় রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। সেগুলির মাঝে সর্বাধিক মর্মান্তিক হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত। তবে কিনা তাঁর ওফাতের মর্মার্থ হল আল্লাহ্ পাক তাঁকে অস্থায়ী জগত হতে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা ও উন্নত অবস্থানে স্থানান্তরিত করে দেন, যার চাইতে উন্নত ও সমুজ্জ্বল কোন মর্যাদা নেই। যেমন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ-

"তোমার জন্য পরবর্তী সময় (আখিরাত) পূর্ববর্তী সময় (দুনিয়া) অপেক্ষা শ্রেয়। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (অনুগ্রহ) দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে" (৯৩ ঃ ৪-৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে যে রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা পৌঁছিয়ে দেয়ার কর্তব্য প্রতিপালনের পরে এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা, দুনিয়া আখিরাতে তাদের জন্য কল্যাণকর রূপে অবগত বিষয়াদিতে তাদের পথ নির্দেশ দান এবং তাদের জন্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয়াদির নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কীকরণ এ সব গুরু দায়িত্ব সুচারুভাবে প্রতিপালনের পর আল্লাহ্ পাক তাঁকে নিজ সান্নিধ্যে তুলে নিলেন। সহীহ্ গ্রন্থকারদ্বয় উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে রিওয়ায়াত উপস্থাপন করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (مائده -)

আয়াতটি আরাফাত দিবস শুক্রবারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আরাফাত অবস্থান কালে নাযিল হয়েছিল। যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া, বেশ উত্তম সূত্রে আমরা রিওয়ায়াত করেছি যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) কেঁদে দিয়েছিলেন। তখন তাঁকে তাঁর এ কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন– "পূর্ণতার পরে তো অপূর্ণতা ব্যতীত কিছুই থাকে না (জোয়ারের শেষেই তো ভাটির টান শুরু হয়)। অর্থাৎ তিনি যেন এ আয়াতে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন। ইব্ন জুরায়জ (র) সূত্রে....জাবির (রা)-এর সনদে বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীসে নবী করীম (সা) এ দিকে ইংগিত দিয়েছিলেন। এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জামরাতুল আকাবার কাছে থেমে দাঁড়ালেন এবং আমাদের (সাহাবীদের) বললেন! -خذ واعنى منا سككم فلعلى لا احج بعد عامى هذا

"তোমাদের হজ্জ-উমরার রীতিনীতি আমার কাছে শিখে নাও, এমন হতে পারে যে, আমার এ বছরের পরে আমি আর হজ্জ পালনে আসব না।"

এ ছাড়া মূসা ইব্ন উবায়দা আর-রাবাযী (র)....ইব্ন্ উমর (রা) সনদে উদ্ধৃত হাদীস শাস্ত্রের দুই হাফিজ মনীষী আবূ বকর আল-বায্যার ও বায়হাকী (র)-এর রিওয়ায়াতও আমরা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। যাতে ইব্ন উমর (রা) বলেছেন এ সূরাটি اذا جاء نصر الله والفتح- নাযিল হয়েছিল আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে উপলব্ধি করলেন যে, এটি হচ্ছে বিদায়ের আগাম বার্তা। তাই তিনি নিজের বাহন কাসওয়াকে প্রস্তুত করতে বললেন। তাকে গদী পরিয়ে প্রস্তুত করা হলে....তিনি ভাষণ দিলেন। অনুরূপ এ সূরার তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রা) প্রদত্ত বক্তব্য যা তিনি উমর (রা)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। এ সাওয়াল জবাবের সূত্র হল– ইব্ন আব্বাস (রা) ছিলেন বয়সে তরুণ ও কনিষ্ঠ সাহাবীদের অন্যতম।

কিন্তু যোগ্যতা ও প্রতিভায় তিনি ছিলেন অনেক প্রবীণের উর্ধ্বে। তাই আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) তাঁকে নিজের মজলিসে শূরা ও উপদেষ্ঠা পরিষদের সদস্য করেছিলেন। অথচ মজলিসের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন বদরে অংশ গ্রহণকারী প্রধান সাহাবীগণ। এতে কেউ কেউ উমর (রা)-এর সমালোচনা ও তাঁকে ভর্ৎসনা করলে তিনি ইব্ন আব্বাসের যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রবর্তিতা সর্ব সমক্ষে প্রতিপাদনের ইচ্ছা করলেন এবং সে উদ্দেশ্যে একদিন উমর (রা) অনেক সাহাবীর উপস্থিতিতে এ সূরাটির তাফসীর ও রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন—

اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجا فسبح بحمده ربك واستغفره - انه كان توابا-

ইব্ন আব্বাস (রা)-ও মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। সাহাবীগণ বললেন, এতে আমাদের আদেশ করা হয়েছে যে বিজয় লাভ করলে আমরা যেন আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও হাম্‌দ করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা (ইস্‌তিগফার) করি। তখন উমর (রা) বললেন, ইব্ন আব্বাস! তোমার বক্তব্য কি? ইব্ন আব্বাস বললেন, এ তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যু পরোয়ানা; তাঁকে তাঁর মৃত্যুর আগাম সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।" তখন উমর (রা) বললেন, এ বিষয় তুমি যা জান, আমিও তাই জানি।" আর এখন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। কেন তাঁকে আমি মর্যাদা দিয়ে থাকি।

এ সূরার তাফসীর সম্পর্কে আমি এমন সব বিবরণ উল্লেখ করেছি, যা বিভিন্ন দিক থেকে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের যথার্থতা নির্দেশ করে। তবে তা অন্যান্য সাহাবীদের (রা) প্রদত্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যার পরিপন্থী নয়। অনুরূপ ইমাম আহ্‌মদ (র)-এর রিওয়ায়াত ওয়াকী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদনের পরে বললেন, - انما هى هذه الحجة ثم لا لزمن ظهور الحصر "শুধুমাত্র এ হজ্জই, এরপর মাদুর আঁকড়ে থাকবো (যিক্‌র তাসবীহ ও ইসতিগফার নিয়ে মগ্ন থাকাবো)। "এ সূত্রে আহ্‌মদ (র) একাকী রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনানে অন্য একটি বেশ উত্তম সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। মোটকথা, এ বছরেই নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সব মানুষের মনেই একটা আগাম অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা এখানে সে উপলব্ধি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীস ও আছার সমূহ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি। আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। প্রথমে আমরা নবী করীম (সা)-এর আদায়কৃত হজ্জসমূহ তাঁর

গায্ওয়া ও সমরাভিযানসমূহ এবং তাঁর প্রেরিত পত্রাবলী ও দূতগণের বিষয় মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার, আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর ও আবূ বক্‌র বায়হাকী প্রমুখ (র) ইমামগণের 'ওফাত পূর্ববর্তী শিরোনামে উপস্থাপিত আলোচনার সার সংক্ষেপ পাঠক সমীপে পেশ করব। তারপর মূল বিষয় ওফাতুন্নাবী (সা)-এর বিশদ আলোচনা করব।

সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হতে আগত আবূ ইসহাক আস-সুবায়ঈ (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উনিশটি 'গায্ওয়া'[1] পরিচালনা করেছেন এবং হিজরাতের পরে একবার, অর্থাৎ বিদায় হজ্জ পালন করেছেন। এর পরে আর কোন হজ্জ করেন নি। আবূ ইসহাক বলেছেন, আর একটি ((হজ্জ) মক্কায় থাকাকালে। এরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন আবূ ইস্হাক আস সুবায়ঈ (র)। যায়দ ইবনুল হুবাব (রা) বলেছেন, সুফিয়ান ছাওরী (র).... জাবির (রা) হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার হজ্জ পালন করেছেন, দুটি হজ্জ হিজরাতের আগে এবং একটি হিজরাতের পরে। যার সাথে উমরাও ছিল এবং ছিষট্টটি উট নিয়ে গিয়েছিলেন। আর আলী (রা) ইয়ামান হতে নিয়ে এসেছিলেন একশটি পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্টগুলি। এ ছাড়া, সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে আনাস ইব্ন মালিক (রা) প্রমুখ একাধিক সাহাবী হতে ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, নবী করীম (সা) চার বার উমরা পালন করেছিলেন। হুদায়বিয়ার উমরা, কাযা উমরা, জিঈর্‌রানা হতে (ইহ্‌রাম)-কৃত উমরা এবং বিদায় হজের সাথে আদায়কৃত উমরা।

গায্ওয়া প্রসংগ ঃ বুখারী (র) আবূ আসিম অন্-নুবায়ল (র)....সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি (সালামা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমি সাতটি গায্ওয়া অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছি। আর যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সাথে নয়টি অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আমাদের আমীর নিয়োগ করতেন। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে কুতায়বা (র) সালামা (রা) সনদে বিবৃত হয়েছে। সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সাতটি গায্ওয়া অভিযানে আমি অংশগ্রহণ করেছি; আর তিনি যে সব বাহিনী পাঠাতেন তার নয়টি অভিযানে। কখনো আমাদের আমীর হতেন আবূ বকর (রা) আবার কখনো আমীর হতেন উসামা ইব্ন যায়দ (রা)। সহীহ্ বুখারীতে ইসরাঈল (র)....বারা (রা) সনদের হাদীস। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পনরটি গায্ওয়া অভিযান পরিচালনা করেছেন। বুখারী-মুসলিমে....শু'বা (র), বারা (রা)-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সা) উনিশটি গায্ওয়া অভিযান পরিচালনা করেছেন, যার মধ্যে সতেরটিতে তিনি (বারা') নবী করীম (সা)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, যার প্রথমটি ছিল 'আল্ উশায়র العشيرة العشير কিংবা আল্ উসায়র (العسير)। মুসলিম (র) আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)....সূত্রে ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতা হতে– সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি (বুরায়দা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ষোলটি গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করেছেন। মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে– হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদ (র).... বুরায়দা (রা) হতে এ মর্মে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে উনিশটি গায্ওয়া অভিযানে

---

১. গায্ওয়া ঃ বড় ধরনের সমরাভিযান এবং সারিয়্যা ছোট ধরনের সমরাভিযান। তবে হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের পরিভাষায় স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর অংশগ্রহণকৃত সমরাভিযান গায্ওয়া নামে এবং নবী করীম (সা) কর্তৃক অন্য কাউকে আমীর করে প্রেরিত অভিযানকে সারিয়্যা নামে অভিহিত করা হয়। অনুবাদক।

অংশগ্রহণ করেছেন, যার মাঝে আটটিতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে। এ সনদে তাঁর আর একটি রিওয়ায়াতে আরো রয়েছে যে, নবী করীম (সা) চব্বিশটি সারিয়্যা বাহিনী পাঠিয়েছেন এবং লড়াই করেছেন বদর, উহুদ, আহ্যাব (খন্দক), মুরায়সী, খায়বার, মক্কা বিজয় ও হুনায়ন-এর অভিযানসমূহে। সহীহ্ মুসলিমে জাবির (রা) হতে আবুয্-যুবায়র (র)....এর হাদীস। এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একুশটি সমরাভিযান পরিচালনা করেছেন, যার মাঝে উনিশটি অভিযানে আমি তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছি। বদর এবং উহুদে আমি আমার পিতার বারণ করার কারণে অংশ নিতে পারিনি। উহুদের যুদ্ধে আমার আব্বা শহীদ হয়ে যাওয়ার পর হতে নবী করীম (সা)-এর পরিচালিত কোন গায্ওয়া-অভিযানে আমি অনুপস্থিত থাকি নি।"

আবদুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার (র) যুহ্রী (র) সূত্রে বলেছেন যে তিনি বলেন, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র)-কে আমি বলতে শুনেছি– রাসূলুল্লাহ (সা) আঠারটি গায্ওয়া অভিযান পরিচালনা করেছেন। যুহরী (র) বলেন, কখনো তাকে 'চব্বিশটি গায্ওয়া"-ও বলতে শুনেছি। তাই, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে, ব্যাপারটিতে আমার স্মৃতি বিভ্রাট ঘটেছে কিংবা তা পরবর্তী সময়ে তাঁরই কাছে শ্রুত কোন বিষয়। কাতাদা (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'উনিশটি সমরাভিযান করেছেন, যার মাঝে আটটিতে প্রত্যক্ষ লড়াই হয়েছে এবং চব্বিশটি বাহিনী (অন্যদের পরিচালনায়) পাঠিয়েছেন। সুতরাং তাঁর গায্ওয়া ও সারিয়্যার সমষ্টি হবে তেতাল্লিশ। সংশ্লিষ্ট বিষয়াভিজ্ঞ ইমামগণ এবং মাঝে রাবীগণের উরওয়া ইব্নুয্ যুবায়র, যুহরী ও মূসা ইব্ন উক্বা এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) দ্বিতীয় হিজরী সনের রামাযানে বদর যুদ্ধ পরিচালনা করেন, তারপর তৃতীয় হিজরীর শাওয়ালে উহুদ যুদ্ধ, চতুর্থ হিজরীর মতান্তরে পঞ্চম হিজরীর শাওয়ালে খন্দক (পরিখা) ও বনূ কুরায়যা অভিযান, পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে বনুল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে মুরায়সী অভিযান, সপ্তম হিজরীর সফর মাসে খায়বার অভিযান তবে– কারো কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে এবং তথ্য বিশ্লেষণে ষষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগ এবং সপ্তম হিজরীর সূচনায় খায়বার অভিযান সংঘটিত হয়। তারপর আট হিজরীর রামাযানে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে (মক্কা বিজয়), হাওয়াযিন অভিযান ও তাইফ অবরোধ যথাক্রমে অষ্টম হিজরীর শাওয়াল ও যিলহজ্জ মাসের কোন অংশে (বিশদ বর্ণনা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে দ্রষ্টব্য)। অষ্টম হিজরীতে মক্কার নাইব প্রশাসক 'আত্তাব ইব্ন আসাদ (রা) লোকদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। তারপর নবম হিজরীতে হজ্জ পরিচালনা করেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তারপর দশম হিজরীতে খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সাথে নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরকতময় সত্তার উপস্থিতি ধন্য গায্ওয়ার সংখ্যা সমষ্টি সাতাশ। (১) গায্ওয়া ওয়াদ্দান, যা গাযুওয়া-আব্ওয়া' নামে পরিচিত; (২) রায্ওয়া (رضوى) পর্বতমালার কাছে[১] গায্ওয়া বুয়াত; (৩) ইয়াম্বু সমতল ভূমিতে গায্ওয়া আল্ উশায়রা; (৪) প্রথম বদর অভিযান– কুর্য ইব্ন জাবিরকে দমনের উদ্দেশ্যে; (৫) বিখ্যাত বদর যুদ্ধ বা বড় বদর– যাতে কুরায়শী সর্দাররা নিহত হয়;

---

১. বর্তমান সৌদী আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কা ও ইয়ামবূ-এর মধ্যবর্তী একটি পর্বত শ্রেণী।-অনুবাদক

(৬) বনূ সুলায়ম অভিযান যা কুদার[১] জলাশয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল; (৭) আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্ব-এর বিরুদ্ধে গায্ওয়া সাবীক (ছাতু অভিযান); (৮) গাত্ফান অভিযান, যা'যূ-'আমর অভিযান নামেও পরিচিত; (৯) নাজ্রান অভিযান, হিজায্-এর একটি খনিজ এলাকা; (১০) উহুদ যুদ্ধ; (১১) হামরা'উল্ আসাদ অভিযান; (১২) বনূ নাযীর অভিযান; (১৩) নাখ্ল এলাকায় যা-তুর-রিকা' অভিযান; (১৪) শেষ বদর; (১৫) দূমাতুল্-জানদাল অভিযান; (১৬) খন্দক (পরিখা) যুদ্ধ; (১৭) বনূ কুরায়যা অভিযান; (১৮) হুযায়ল-এর শাখা বনূ লিহ্য়ানের বিরুদ্ধে অভিযান; (১৯) যূ-কারাদ অভিযান; (২০) খুযা'আর অন্তর্গত বনূ মুস্তালিক অভিযান; (২১) হুদায়বিয়া অভিযান, এতে লড়াই উদ্দেশ্য ছিল না। মুশরিকেরা তাঁকে উমরা পালনে বাধা দিয়েছিল; (২২) খায়বার অভিযান; (২৩) উমরাতুল কাযা; (২৪) মক্কা বিজয় অভিযান; (২৫) হুনায়ন অভিযান; (২৬) তাইফ অভিযান এবং (২৭) তাবূক অভিযান। ইব্ন ইসহাক (র) বলেছেন, এগুলির মাঝে নয়টি গায্ওয়ায় তিনি (সা) লড়াই করেছেন। বদর (বড়), উহুদ, খন্দক, বনূ কুরায়যা, মুস্তালিক, খায়বার, ফাত্হ্ (মক্কা বিজয়), হুনায়ন ও তাইফ অভিযান। আনুষংগিক প্রমাণাদিসহ এসব অভিযান সম্পর্কিত যুক্তিসহ বিশদ আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে পরিবেশন করে এসেছি– আল্লাহ্রই জন্য যাবতীয় হাম্দ।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেছেন, নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রেরিত ক্ষুদ্র বাহিনী, প্রতিনিধি দল এবং সারিয়্যা সমূহের সংখ্যা ছিল আটত্রিশ। তারপর তিনি এগুলির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

আল্লাহ্র ফযলে আমরা যথাস্থানে এর প্রায় সবগুলির আলোচনা সন্নিবেশিত করে এসেছি। আমরা এখানে ইব্ন ইসহাক (র) প্রদত্ত বিবরণের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেছি (১) ছানিয়্যাতুল-মুর্রা (মুর্রা গিরিপথ)-এর নিকটে প্রেরিত উবায়দা ইব্নুল হারিছ (রা)-এর অভিযান (২) ঈস্-এর উপকূলবর্তী এলাকায় হাম্যা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর অভিযান। কোন কোন বর্ণনাকার এ দ্বিতীয়টিকে উবায়দার অভিযানের পূর্ববর্তী সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত (পূর্বালোচনা দ্রষ্টব্য) (৩) জিরার অভিমুখে সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর কাফেলা (৪) বাজীলা অভিমুখে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ (রা)-এর অভিযান; (৫) কারাদা অভিমুখে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর অভিযান; (৬) কা'ব ইব্নুল আশরাফকে দমনে মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর নৈশ অভিযান; (৭) রাজী অভিমুখে মারছাদ ইব্ন আবূ মারছাদ (রা)-এর অভিযান; (৮) বী'রে মাউনা অভিমুখে মুন্যির ইব্ন আম্র (রা)-এর অভিযান; (৯) যূল-কাস্সার উদ্দেশ্যে প্রেরিত আবূ উবায়দা (রা) অভিযান; (১০) বনূ আমির অঞ্চলের মরুবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর অভিযান; (১১) ইয়ামান অভিমুখে আলী (রা)-এর অভিযান; (১২) কুদায়দ অভিমুখে গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ আল্-কালবী (রা)-এর অভিযান। এ বাহিনী নৈশ অভিযানে বনূল মালূহকে আক্রমণ করে তাদের পরাস্ত করে এবং তাদের কতককে নিহত করে তাদের পশুপাল তাড়িয়ে নিয়ে আসলে তাদের একটি বাহিনী পশুপাল উদ্ধারের জন্য পাল্টা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু তারা প্রতিপক্ষের কাছাকাছি পৌঁছলে ঢলে প্লাবিত একটি উপত্যকা তাদের গতি রুখে দেয়। এ অভিযানেই বন্দী হয়েছিলেন হারিছ ইব্ন মালিক ইব্নুল বারসা। ইব্ন ইসহাক এ প্রসংগটি

১. বনূ সূলায়ম গোত্রের একটি কূপ।

এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি; (১৩) ফাদাক অভিমুখে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর অভিযান; (১৪) বনূ সুলায়মের বিরুদ্ধে 'আওজা' আস্ সুলামী (রা)-এর গোত্রের লোকদের অভিযান। যাতে সহযোদ্ধাদেরসহ তিনি শাহাদাত লাভ করেন; (১৫) গাম্রা অভিমুখে উক্কাশা (রা)-এর অভিযান; (১৬) কাতান অভিমুখে প্রেরিত আবূ সালামা ইব্নুল আসাদ (রা)-এর অভিযান। কাতান হল নাজদ এলাকায় আসাদ গোত্রের একটি জলাশয়; (১৭) হাওয়াযিন-এর শাখা কারতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত মুহাম্মদ ইব্ন মাস্লামা (রা)-এর অভিযান; (১৮) ফাদাক-এর বনূ মুর্রা অভিমুখে বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-এর অভিযান; (১৯) হুনায়ন অভিমুখে প্রেরিত বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-এর অভিযান; (২০) বনূ সুলায়ম অঞ্চলের জুমূম অভিমুখে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর অভিযান; (২১) বনূ খুশায়ন অঞ্চলের জুযাম গোত্র অভিমুখে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর অভিযান। ইব্ন হিশাম (র)-এর মতে এ এলাকাটি ছিল হিস্মার অধীন।

ইব্ন ইসহাক (র) প্রমুখের বর্ণনা মতে এ অভিযানের কারণ ছিল এই যে, দিহ্য়া ইব্ন খালীফা (রা) যখন কায়সার (রোম সম্রাট সিজার)-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানমূলক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতী পত্র পৌঁছিয়ে দিলেন এবং কায়সার নবী করীম (সা) উপহৃত হাদিয়া ও উপহার সামগ্রী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন তখন জুযামীদের এলাকায় আশ্নার নামে পরিচিত উপত্যকায় উপনীত হলে হুনায়দ ইব্ন 'আওস সুলায়ঈ ও তার ছেলে 'আওস ইব্নুল হুনায়দ সুলায়ঈ তাকে আক্রমণ করে তার সংগে বিদ্যমান উপঢৌকনাদি লুট করে নেয়। সুলায়ে জুযাম-এর একটি শাখা।

তখন সে গোত্রের একটি মুসলমান উপগোত্র পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে দিহ্য়া (রা)-এর নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া সামগ্রী পুনরুদ্ধার করে। দিহ্য়া (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে এসব খবর অবহিত করেন এবং হুনায়দ ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। তখন তাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনীসহ যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে পাঠানো হলে তিনি আওলাজ এলাকার পথ ধরে অগ্রসর হয়ে হার্রা-র 'মাকিদে'[১] তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। এ বাহিনী সফল আক্রমণ করে প্রাপ্ত সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী একত্রিত করল এবং হুনায়দ, তার পুত্র ও বনূল আহনাফের দুইজন লোক এবং বনূ খুসায়ব-এর একজনকে হত্যা করল। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং নারী ও শিশু বন্দীদের সমবেত করলে প্রতিপক্ষের একটি দল রিফাআ ইব্ন যায়দ-এর কাছে জমায়েত হল। ওদিকে তখন রিফা'আর কাছে আল্লাহ্র (দীনের) দিকে আহবান সম্বলিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি পত্র এসে পৌঁছেছিল। রিফা'আ (রা) সে চিঠি স্বগোত্রীয়দের পড়ে শোনালে তাদের একটি দল এ চিঠির আহবানে সাড়া দিল (এবং ইসলাম গ্রহণ করল)। কিন্তু যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) এ চিঠির বিষয় অবগত ছিলেন না। আক্রান্তদের একটি দল মাত্র তিন দিনে মদীনার পথ অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে উপনীত হয়ে তাঁর কাছে পত্রটি সমর্পণ করল। তিনি (সা) তা উচ্চস্বরে লোকদের পড়ে শোনাবার নির্দেশ দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,-كيف اصنع بالقتلى এ নিহতদের বিষ'য়টি আমি কীভাবে সমাধান করতে পারি ?"

---

১. মাকিদ ما قص নামক স্থানে; যা ঐ অঞ্চলের কালো পাথুরে এলাকায় অবস্থিত। -অনুবাদক

তিনবার বললেন, তখন আবূ যায়দ ইব্‌ন 'আম্‌র নামে আগন্তুক দলের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলল্লাহ! যারা জীবিত রয়েছে, আমাদের খাতিরে তাদের মুক্ত করে দিন; আর যারা নিহত হয়েছে তাদের বিষয়টি আমার এ পদতলে (রহিত করার দায়-দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে পাঠাবার ঘোষণা দিলেন। আলী (রা) বললেন, যায়দ তো আমার আনুগত্য মেনে নিতে স্বীকৃত হবে না।"

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ নির্দশন স্বরূপ স্বীয় তরবারী আলী (রা)-কে দিয়ে দিলেন। আলী (রা) তাদেরই একটি উটে করে তাদের সাথে সফর শুরু করলেন এবং ফায়ফা' আল-ফাহ্‌লাতায়ন (দুই পাহাড়ের মরু প্রান্তর)-এ যায়দ (রা)-ও তার বাহিনীর সাক্ষাত পেলেন এবং তাদের আহরিত যাবতীয় সামগ্রী ও বন্দীদের যথাযথ অবস্থায় পেয়ে গেলেন। আলী (রা) প্রতিনিধি দলের কাছে তাদের লুণ্ঠিত সব কিছুই প্রত্যার্পণ করলেন, একটা কিছুও তাদের অপ্রাপ্ত রইল না (২২) ওয়াদি-ল কুরায় বসবাসরত বনূ ফাযারা অভিমুখে যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর আর একটি অভিযান। এতে তাঁর সহযোদ্ধাদের অনেকেই শহীদ হন। শহীদদের মাঝে তাঁকে (যায়দ) আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেল। তিনি ফিরে এলে শপথ করলেন যে, পুনরায় ওদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা না করা পর্যন্ত তিনি স্ত্রী গমন করবেন না। তাঁর যখম শুকিয়ে গিয়ে সুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বাহিনী দিয়ে পুনরায় তাঁকে অভিযানে পাঠালেন। ওয়াদিল কুরায় তিনি শত্রুদের নিধন করলেন এবং উম্মু কারফা ফাতিমা বিন্‌ত রাবীআ ইব্‌ন বদরকে বন্দী করলেন। সে ছিল মালিক ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদ্‌র-এর কাছে এবং তাঁর সাথে তাঁর একটি কন্যাও ছিল।

যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) কায়স ইব্‌নুল মিসহার আল্ ইয়ামুরীকে হুকুম করলে তিনি উম্মু কার্‌ফাকে হত্যা করলেন এবং তার কন্যাটিকে জীবিত রাখলেন। উম্মু কার্‌ফা ছিল এক অভিজাত পরিবারের নারী এবং আভিজাত্য প্রকাশে তার নাম প্রবাদতুল্য প্রসিদ্ধ ছিল। তার ঐ কন্যাটি (গনীমতের বন্টিত অংশরূপে) সালামা ইব্‌নুল আক্‌ওয়া (রা)-এর ভাগে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে কন্যাটিকে হেবা করে দিতে বললে সালামা (রা) তাকে নবী করীম (সা)-এর হাতে সমর্পণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাকে হেবা হিসাবে তাঁর মামা হুয্‌ন ইব্‌ন আবূ ওয়াহব (রা)-এর হাতে তুলে দিলেন। তাঁরই গর্ভে তাঁর এক পুত্র আবদুর রহমানের জন্ম হয়; (২৩) খায়বার অভিমুখে দুইবার প্রেরিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার অভিযান। প্রথম বারের ঘটনার বিবরণঃ এ অভিযানে ইউসায়র ইব্‌ন রিযামকে হত্যা করা হয়। ইউসায়র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গাত্‌ফানীদের সংঘবদ্ধ করতো। তাই, রাসূলুল্লাহ (সা) (তাকে দমন করার লক্ষ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর অধীনে একটি বাহিনী পাঠালেন। এ বাহিনীর অন্যতম মুজাহিদ ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা)। বাহিনী ইউসায়র-এর এলাকায় পৌঁছে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে বিভিন্ন উপায়ে তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। ফলে সে কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু খায়বার হতে ছয় মাইল দূরবর্তী কারকারা-য় পৌঁছেই ইউসায়র তার এ সফর সিদ্ধান্তে অনুতাপ অনুভব করতে লাগল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) তার এ মনোভাবের কথা আঁচ করতে পারলেন, তাকে তরবারী ব্যবহারে উদ্যত দেখে আবদুল্লাহ তরবারীর আঘাতে

তার পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। ইউসায়র ও 'শাওহাত' কাঠের একটি বাঁকা লাঠি দিয়ে আবদুল্লাহ (রা)-এর মাথায় সজোরে আঘাত করে তাঁকে গুরুতর যখম করে । তখন মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি সদস্য তাঁদের প্রত্যেকের কাছের ইয়াহূদীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে হত্যা করেন। তবে একজন লোক কোনরকমে দৌড়ে পালাল। আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স্ (রা) ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাথায় লালা লাগিয়ে দিলেন, ফলে তাঁর যখমের পচন নিবারিত হল এবং কষ্টের উপশম হয়।

আমার (গ্রন্থকারের) ধারণা দ্বিতীয় অভিযানটি ছিল খায়বারে (ইয়াহূদীদের কাছে বর্গা পত্তনী দেয়া) খেজুরের উৎপাদন পরিমাণ সম্পর্কে আগাম পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত; (২৪) খায়বার অভিমুখে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আতীক ও তাঁর সংগীদের অভিযান, এঁরা আবূ রাফি ইয়াহূদীকে নিধনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন; (২৫) খালিদ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন নুবায়হ্কে দমনের লক্ষ্যে প্রেরিত আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা)-এর অভিযান তারা প্রতিপক্ষকে আরাফাতে হত্যা করেন। ইব্ন ইসহাক (র) এ ক্ষেত্রে তার ঘটনার দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। (আমাদের গ্রন্থে পঞ্চম হিজরীর আলোচনায় তা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহই সমধিক অবগত); (২৬) যায়দ ইব্ন হারিছা, জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা), তিন সেনাধ্যক্ষের শাম (সিরিয়া) সীমান্তের মূ'তা অভিযান যাতে তাঁরা তিন জনই পরপর শাহাদাত বরণ করেছিলেন (পূর্বে আলোচিত হয়েছে); (২৭) শাম (সিরিয়া) দেশের যাতু-আত্লাহ্ অভিমুখে কা'ব ইব্ন উমায়র (আমর) (রা)-এর অভিযান। এতে এ বাহিনীর সকলেই শাহাদাত বরণ করেন; (২৮) তামীম-এর শাখা বনূল 'আম্বার অভিমুখে প্রেরিত উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদর (রা)-এর অভিযান। এ বাহিনী প্রতিপক্ষের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের অনেক লোককে হতাহত করে। পরে তাদের প্রতিনিধিদল বন্দীদের ব্যাপারে আলোচনার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে উপনীত হলে নবী করীম (সা) তাদের কতককে সরাসরি মুক্তি দিয়ে দেন এবং অন্য কতককে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন; (২৯) বনূ মুর্রা-র অঞ্চলাভিমুখে গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর আর একটি অভিযান। এতে মুর্রা-র অন্যতম মিত্র জুহায়নার শাখা হুরাশা গোত্রের মিরদাস ইব্ন নাহীক নিহত হয়। উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ও অন্য একজন আনসারী ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। তাঁরা দু'জন তাকে নাগালে পেয়ে গেলেন। তারা তঁরবারী উত্তোলন করলে মিরদাস বলে উঠল لا الـه الا الله (এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই)। তারা দু'জন (উসামা ও আনসারী) ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের শক্ত ভর্ৎসনা করলেন। 'সে তো শুধু জীবন রক্ষার উপায় হিসাবে কালিমা বলেছিল'। এ কথা বলে তাঁরা দু'জন নিজেদের দোষ স্খলনের যুক্তি পেশ করলেন।

তখন নবী করীম (সা) উসামা (রা)-কে বললেন, هل شققت عن قلبه "তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে এবং বার বার তিনি উসামা (রা)-কে বলতে লাগলেন من لك بلا الـه الا الله يوم القيامة "কিয়ামতের দিন লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্-এর জবাবে তোমার পক্ষে কে দাঁড়াবে?" উসামা (রা) বলেছেন, নবী করীম (সা) এ বাক্যটি এত অধিক পুনরুক্তি করতে লাগলেন যে, আমার এমন বাসনাও হতে লাগল যে, যদি এ ঘটনার আগ পর্যন্ত আমি মুসলমানই না হতাম (বা হাদীসটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে); (৩০) বনূ আযরা অঞ্চলের যাতুস্ সালাসিল অভিমুখে

'আম্‌র ইব্‌নুল আস (রা)-এর অভিযান। এ গোত্রটি আরবদের সিরিয়া গমনে উদ্বুদ্ধ করত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াত। আমর (রা)-কে পাঠানোর পিছনে যুক্তি ছিল এই যে, আস ইব্‌ন ওয়াইল-এর মা ছিল 'বালী' গোত্রের মেয়ে। এ কারণে তাদেরকে দলে ভিড়াবার উদ্দেশ্যে আমর (রা)-কে পাঠানো হল, যাতে আত্মীয়তার দাবীতে তার আহবান তাদের মাঝে অধিক কার্যকর প্রতিপন্ন হয়। আমর (রা) সাল্‌সাল নামে তাদের একটি কূপের কাছে পৌঁছলে তাঁর মনে শত্রুদের ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার হল।

তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সাহায্যকারী বাহিনী চেয়ে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জার্‌রাহ্ (রা)-এর পরিচালনাধীনে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। আবূ বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। এঁরা সকলে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলে আম্‌র (রা) নিজেকে সম্মিলিত বাহিনীর আমীর ঘোষণা করে বললেন, আপনারা তো আমার সাহায্যকারী বাহিনীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। আবূ উবায়দা (রা) এতে আপত্তি করলেন না। তিনি ছিলেন সহজ সরল ও পার্থিব বিষয়ে নির্মোহ কোমল প্রকৃতির। তাই তিনি আমর (রা)-এর নেতৃত্বে মেনে নিলেন। ফলে আম্‌র (রা) তাঁদের সকলের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করতেন এবং ফিরে এসে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ "আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয় লোক কে? নবী করীম (সা) বললেন, আইশা। আম্‌র (রা) বললেন, তবে পুরুষদের মাঝে? নবী করীম (সা) বললেন, তাঁর (আইশার) পিতা; (৩১) বাত্‌ন-আদম অভিমুখে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ হাদ্‌রাদ (রা)-এর অভিযান। এ অভিযান ছিল মক্কা বিজয়ের আগে এবং এতেই সংঘটিত হয়েছিল মুহাল্লাম ইব্‌ন জাছ্‌ছাসার ঘটনা।

সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীর আওতায় এর বিশদ বিবরণ ইতোপূর্বেই আলোচিত হয়েছে; (৩২) গাবা অভিমুখে ইব্‌ন আবূ হাদরাদ (রা)-এর অন্য একটি অভিযান; (৩৩) দূমাতুল-জান্‌দাল অভিমুখে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর অভিযান। এ অভিযানের প্রস্তুতি পর্বের প্রাসংগিক ঘটনা বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আমার কাছে অবিশ্বস্ত নয় এমন ব্যক্তি....'আতা' ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) হতে, তিনি বলেন, কোন মানুষ পাগড়ী বাঁধার সময় পাগড়ী (শামলা) ঝুলিয়ে দেয়ার বিষয় জনৈক বস্‌রাবাসী ব্যক্তিকে আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম। 'আতা' বলেন, জবাবে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্ এ বিষয় আমি তোমাকে যথাযথ 'খবর' দিচ্ছি। তুমি জেনে নাও যে, আমি নবী করীম (সা)-এর মসজিদে তাঁর সাহাবীগণের দশ জনের একটি জামা'আতে' দশম ব্যক্তিরূপে উপস্থিত ছিলাম। (১) আবূ বকর, (২) উমর, (৩) উছমান, (৪) আলী, (৫) আবদুর রহমান ইব্‌ন্ আওফ, (৬) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ, (৭) মু'আয ইব্‌ন জাবাল, (৮) হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান, (৯) আবূ সাঈদ খুদরী এবং (১০) আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক আনসারী তরুণ উপস্থিত হয়ে রাসূলল্লাহ (সা)-কে সালাম দিল এবং বসে পড়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মু'মিনদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কে? নবী করীম (সা) বললেন احسنهم خلقا "যে তাদের মাঝে চরিত্রগুণে উত্তম।" আনসারী বললো, তবে, মু'মিনদের মাঝে সর্বাধিক ধীমান কে? নবী করীম (সা) বললেন—

اكثرهم ذكرا الاموت واحسنهم استعدادا له قبل ان ينزل به اولئك الا كياس-

"তাদের মাঝে মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তা তার কাছে আপতিত হওয়ার আগে হতেই তার জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণকারী– ওরাই হল বুদ্ধিমান।" তরুণ আনসারী নিরব হলে রাসূলল্লাহ (সা) আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—

يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا نزلن بكم - واعوذ بالله ان تدركوهن - انه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يغلبوا عليها الا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التى لم تكن فى اسلافهم الذين مضوا - ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان و لم يمنعوا الزكاة من اموالهم الا منعوا القطرمن السماء فلولا البهائم ما مطروا وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدورا من غيرهم فاخذ بعض ما كان فى ايديهم - وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله ويجبروا فيما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم-

হে মুহাজির সমাজ! পাঁচটি স্বভাব যখন তোমাদের মাঝে দেখা দেবে, তোমরা সেগুলিতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি; (এক) কোন জাতির মাঝে যখনই অশ্লীলতার প্রসার ঘটে, যদি না তারা তা দমিয়ে দেয়, তবে অবশ্যই তাদের মাঝে প্লেগ-মহামারী এবং অন্যান্য এমন সব রোগ ব্যাধির বিস্তার ঘটে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না; (দুই) যখনই কোন জাতি পরিমাণ-পরিমাপে কম দিতে শুরু করে, তখন তারা দুর্ভিক্ষ অজন্মা, জীবিকা-সংকট ও শাসকের নিপীড়নের শিকার হবেই; (তিন) যখনই (কোন জাতি) তাদের সম্পদের যাকাত দানে বিরত হবে, তখনই আসমান থেকে তাদের জন্য বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয় হবে; এমন কি পশুকুল ও জীব-জন্তু না থাকলে তাদের মোটেই বৃষ্টি দেয়া হবে না; (চার) আর যখনই তারা আল্লাহ্‌র অংগীকার এবং তাঁর রাসূলের অংগীকার লঙ্ঘন করবে, তখনই তাদের বিজাতীয় দুশমনকে তাদের উপরে বিজয়ী করে দেবেন, ফলে তারা তাদের মালিকানাধীন অনেক কিছু দখল করে নিবে এবং (পাঁচ) যতক্ষণ তাদের শাসকরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে শাসন পরিচালনা করবে না এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিষয়ে কার্যকরী করবে না, ততক্ষণ আল্লাহ তাদের অভ্যন্তরীন সংঘাত লাগিয়ে রাখবেন।" বর্ণনাকারী (ইব্‌ন উমর) বলেন, তারপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করে তাঁকে একটি বাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি সকালে (মসজিদ নববীতে) পৌঁছলেন কিরবাস (সূতী) কাপড়ের একটি কাল পাগড়ী মাথায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে কাছে ডেকে পাগড়ীটি খুলে ফেললেন এবং পরে তিনি নিজে তা বেঁধে দিয়ে পিছন থেকে নুন্যাধিক চার আংগুল পরিমাণ ঝুলিয়ে দিলেন।

তারপর বললেন— هكذا يا ابن عوف فاعتم فانه احسن واعرف "ইব্‌ন আওফ ! এ ভাবেই পাগড়ী বাঁধবে, কেননা এটাই সর্বাধিক সুন্দর ও মানানসই। তারপর বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন তার হাতে যুদ্ধ পতাকা এগিয়ে দিতে। তিনি তা এগিয়ে দিলেন। তখন নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌র হাম্‌দ এবং নিজের জন্য সালাত উচ্চারণ করার পরে বললেন–

خذه يا بن عوف اغزوا جميعا فى سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم-

"ইবন আওফ! এ (পতাকা)-টি নাও, সম্মিলিত শক্তিতে আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করবে, তোমরা লড়বে তাদের সাথে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে; খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, নিহত ব্যক্তিকে নাক কান কেটে বিকৃত করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অংগীকার এবং তোমাদের জন্য তোমাদের নবীর আদর্শ। এ সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) পতাকা হাতে নিলেন। ইব্‌ন হিশাম (র) বলেছেন, তখন ইব্‌ন আওফ দূমাতুল জান্‌দাল অভিমুখে যাত্রা করলেন; (৩৪) আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ (রা)-এর বাহিনী, তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশত অশ্বারোহী এবং তাঁদের গন্তব্য ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা। নবী করীম (সা) এ বাহিনীকে এক বস্তা খুরমা পাথেয়রূপে দিয়েছিলেন। এ অভিযানেই আম্বার মাছের ঘটনা ঘটেছিল। সাগরের তরংগ এক বিশাল মাছ তাদের জন্য সৈকত ঠেলে দিয়েছিল এবং তাঁরা সকলে মিলে প্রায় এক মাস যাবত মাছ খেয়ে খেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা মাছটির অনেকগুলি টুকরা কেটে নিয়ে নিজেদের সাথে করে রাসূলল্লাহ (সা)-এর কাছে ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁকে তা হতে খাবার জন্য হাদিয়া দিলে তিনি তা খেয়েও ছিলেন। যেমনটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ইব্‌ন হিশাম (র) বলেছেন, ইব্‌ন ইসহাক (র) এ স্থানে একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করেন নি। তাহল– যুবায়র ইব্‌ন আদী ও তাঁর সংগীদের (রা) শহীদ করার পরে আবূ সুফিয়ান সাখ্‌র ইব্‌ন হার্‌বকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত আম্‌র ইব্‌ন উমায়্যা আয্ যামারী (রা)-এর বাহিনী। এ সম্পর্কিত ঘটনা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আম্‌র ইব্‌ন উমায়্যার অন্যতম সংগী ছিলেন জাববার ইব্‌ন সাখ্‌র (রা)। তবে তাঁরা দু'জন আবূ সুফিয়ানকে হত্যা করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। বরং অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করে খুবায়ব (রা)-কে শূলী কাষ্ঠ হতে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন; (৩৫) সালিস ইব্‌ন উমায়র বাক্কাঈর (রা) অভিযান যা বনূ 'আম্‌র ইব্‌ন আওফের অন্যতম আবূ ইফ্‌ক-এর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। রাসূলল্লাহ (সা) হারিছ ইব্‌ন সুওয়য়দ ইব্‌নুস্ সামিতকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করলে (পূর্বালোচনা দ্র.) ইব্‌ন ইফ্‌ক-এর মুনাফিকী ও কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায়। হারিছ-এর জন্য শোক গাঁথা এবং নতুন ধর্ম গ্রহণের নিন্দাবাদ করে সে কবিতা রচনা করেছিল। আল্লাহ্ তাকে কুশ্রী করুন। দীর্ঘকাল ধরে জীবন-যাপন করছি। কোন পরিবার বা কোন সমাজ দেখিনি যারা চুক্তিবদ্ধ মিত্রের আহ্‌বানে অভিজাত ও বাহাদুর কায়লা-র সন্তানদের চেয়ে, অধিক অংগীকার পূরণকারী ও বিশ্বস্ত।

যারা পাহাড় ধসিয়ে দেয় কিন্তু নিজেরা বিনীত হতে জানে না। তাদের দ্বিধা বিভক্ত করল এক আরোহী– হালাল, হারাম ও বৈধ-অবৈধ যার কাছে একাকার। হায়! যদি তোমার ইজ্জত, আভিজাত্যের মান রক্ষা করতে। কিংবা রাজকীয় মর্যাদার অধিকারীদের আনুগত্য করতে!" রাসূলুল্লাহ (সা) এ কবিতার বিষয় অবগত হয়ে বললেন। " من لى بهذا الحديث " কে আছে আমার পক্ষ থেকে এ উক্তির জবাব দিবে ? তখন সালিম ইব্‌ন উমায়র নবী করীম (সা)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে আবু 'ইফ্‌ক কে হত্যা করে আসলেন। এ প্রসংগে উমামা আল্ মাযীদিয়্যা কবিতা রচনা করেছিলেন–

تكذب دين الله والمرء احمدا + لعمر والذى امناك بئس الذى يمنى

حباك حنيف اخر الليل طعنة + اباعفك خذها على كبر السن-

আল্লাহ্‌র দীন এবং মহান মানব মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ ! কসম ! যে তোমাকে বীর্যপাত করেছে কতই নিকৃষ্ট যে বীর্যপাত করেছে একজন তাওহীদ বাদী তোমাকে শেষ রাতে একটি বল্লমের আঘাত উপহার দিয়েছে; আবূ 'ইফ্‌ক বুড়ো বয়সে নিয়ে নাও ওটি।

(৩৬) বনূ উমায়্যা ইব্‌ন যায়দ-এর মহিলা কবি 'আস্‌মা' বিনত মারওয়ানকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রেরিত উমায়র ইব্‌ন 'আদী আল্‌-খিত্‌মী (রা)-এর অভিযান– এ 'আসমা' ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ব্যংগ কবিতা রচনা করত। পূর্বোল্লিখিত আবূ ইফ্‌ক নিহত হলে 'আসমা' তার মুনাফিকী ও কপটতার পর্দা উন্মোচিত করে দেয় এবং এ প্রসংগে কবিতা রচনা করে।

চরম দুর্দশা! বনূ মালিক, বনুন নাবীত ও আওফ গোষ্ঠীর জন্য; চরম দুর্দশা বনুল খাযরাজ গোষ্ঠীর! তোমরা অনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছো এক বিজাতীয় ভিনদেশীর যে লোকটি মুরাদ গোষ্ঠীরও নয় মায্‌হিজ্জ গোষ্ঠীরও নয়। তোমাদের মাথাগুলোর (নেতৃবর্গের) নিধন যজ্ঞের পরেও তাকে আশা ভরসার পাত্র বানিয়ে রেখেছো, এ যে মরা গাছে নতুন পাতা গজাবার দুরাশা !

হায়! নেই কী আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ কোন বাহাদুর যে, সুযোগের সদ্ব্যহার করে এ আশাবাদের রশি ছিঁড়ে দিতে পারে ? এর জবাবে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) পাল্টা কবিতা রচনা করলেন– বনূ ওয়াইল, বনূ ওয়াকিফ ও খিত্‌মীরা, বনূল-খায্‌রাজ ব্যতিরেকে। যখন কপাল পোড়ারা নির্বুদ্ধিতার দরুন নিজেদের চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। আন্দোলিত করে ঐতিহ্যময় পরিচিতি ও বদান্যতার অধিকারী এক তরুণকে; ভেতরে বাইরে স্বভাবে-আচরণে অভিজাত। সে তরুণ ধুলা লুণ্ঠিত করে দিল ঐ অভিজাত-গর্বী সুপথ বিদ্বেষী অপদার্থদের, তাতে সে কোন অন্যায় করেনি।

বিন্‌ত মারওয়ানের কবিতা শোনার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন الا اخذلى من ابنة مروان "বিন্‌ত মারওয়ানের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাকে শান্ত করবে কী কেউ?" উমায়র ইব্‌ন 'আদী (রা) তা' শুনেছিলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ঐ রাতেই তিনি বিন্‌ত মারওয়ানের বাড়ীতে নৈশ অভিযান চালিয়ে তাকে হত্যা করলেন। তার পর সকালে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে খতম করে দিয়েছি! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, نصرت الله ورسوله يا عمير "উমায়র তুমি আল্লাহ এবং তার রাসূলকে সহায়তা করেছ।" উমায়র বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ! তার ব্যাপারে কি আমার উপর কোন পাপ বর্তাবে ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, لا تنتطع فيها عنزان 'ওতে তুমি দু'টো খোঁচারও আশংকা করো না। তখন উমায়র (রা) তাঁর স্বগোত্রে ফিরে গেলেন। গোত্রের লোকরা তখন বিনত মারওয়ানের হত্যার ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক ও মতবিরোধ করছিল। বিনত মারওয়ানের ছিল পাঁচ পুত্র। উমায়র (রা) বললেন, "আমিই তাকে খুন করেছি; এখন তোমরা সদলবলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর এবং তাতে আমাকে কোন অবকাশ দেয়ার প্রয়োজন নেই। এটাই ছিল প্রথম দিন, যে দিন খিত্‌মীদের মাঝে ইসলাম সগৌরবে আত্ম প্রকাশ করল। ফলে ইসলামের প্রতিপত্তি দর্শনে সেদিন গোত্রের অনেক লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল।

অভিযান তালিকায় এর পরে রয়েছে (৩৭) ছুমামা ইব্‌ন উছাল আল্‌ হানাফী (রা)-কে পাকড়াওকারী বাহিনীর কথা এবং তাঁর ইসলাম গ্রহনের কাহিনী। সহীহ্‌ হাদীসসমূহের

উদ্ধৃতিতে এ সম্পর্কীয় আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে পেশ করে এসেছি। ইব্‌ন হিশাম (র) উল্লেখ করেছেন যে, এ ছুমামা (রা)-ই হচ্ছেন সে ব্যক্তি যার প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন— المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة امعاء "ঈমানদার এক আঁতে খায় আর কাফির খায় সাত আঁতে। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর ছুমামা (রা)-এর খাবারের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। আরো উল্লেখ করেছেন, ছুমামা (রা) মদীনা হতে প্রস্থান করে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় উপনীত হলেন এবং তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে তাতে বাধা দিতে আসলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ইয়ামামা থেকে মক্কাবাসীদের জন্য আগত রসদ বন্ধ করে দেয়ার পাল্টা হুমকি দিলেন। ইয়ামামায় ফিরে গিয়ে সত্যসত্যই তিনি মক্কাগামী শস্য চালানোর রসদ বন্ধ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাছে পত্র লিখে পাঠালে পুনরায় তিনি রসদ পাঠানোর অনুমতি দিলেন। বনূ হানীফার জনৈক রাবির ভাষায়–

ومنا الذى لبى بملكة محرما + برغم ابى سفيان فى الاشهر الحرم-

"সে বাহাদুর আমাদেরই লোক যিনি পবিত্র মাসে ইহরাম করে মক্কাতে আবূ সুফিয়ানের নাকের ডগায় তালবিয়া ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন।"

(৩৮) ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আলকামা ইব্‌ন মুজায্‌যায আল্ মিদলাজী (রা)-এর অভিযান। যূ-কারাদ অভিযানে ওয়াক্কাস ইব্‌ন মুজায্‌যায শাহাদত বরণ করলে আলকামা (রা) দুশমনের পশ্চদ্ধাবনের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে অভিযানের অনুমতি দিলেন। অভিযানে রওয়ানা হওয়ায় পর আলকামা একটি ছোট্ট দলকে অগ্রবর্তী অভিযানের অনুমতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রা)-কে তাঁদের নেতা মনোনীত করলেন। আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন কৌতুক প্রবণ ও মারাত্মক ধরনের রসিকতায় অভ্যস্ত লোক। তিনি আগুন জ্বালাবার হুকুম দিলেন এবং তাঁর অধীনস্ত বাহিনীকে তাতে ঝাঁপ দিতে আদেশ করলেন। তাঁদের কেউ কেউ (দল নেতার আদেশ মেনে নিয়ে) ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি তো রসিকতা করছিলাম। নবী করীম (সা)-এর কাছে এ ঘটনার খবর পৌঁছলে তিনি বললেন— من امركم بمعصية الله فلا تطيعوه "আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কোন আদেশ কেউ তোমাদের করলে তোমরা তার আনুগত্য করবে না।" এ সম্পর্কিত হাদীস বিবৃত হয়েছে, ইব্‌ন হিশাম (র), দারওয়ারদী (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সনদে। কুরয্ ইব্‌ন জাবির (রা)-এর বাহিনী একদল বিদ্রোহীকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাজীলার শাখা কায়স গোত্রের একদল লোক মদীনায় এসেছিল। মদীনার আবহাওয়া তাদের সাস্থ্যের প্রতিকুল হল এবং তারা ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়ন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে তাঁর (সাদাকার) উট পালের বিচরণ ক্ষেত্রে গিয়ে তার পেশাব ও দুধ ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। তাতে তারা সুস্থ হয়ে উঠলে পালের যিম্মাদার রাখাল, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলাম ইয়াসার (রা)-কে হত্যা করল। তারা প্রথমে তাকে যবাই করে তার দু'চোখে কাঁটা বিঁধিয়ে রাখল (এবং অংগপ্রত্যংগ কেটে বিকৃত করল) এবং (দুগ্ধবতী) উটগুলি তাড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন নবী করীম (সা) সাহাবীদের একটি দলসহ কুরয ইব্‌ন জাবির (রা)-কে তাদের পাকড়াও করার জন্য পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যূ-কারাদ গাযওয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কালে এ বাহিনী বাজীলার ঐ বিদ্রোহী দলটিকে

বন্দী করে নিয়ে আসে। তিনি তাদের বিষয় নির্দেশ জারী করলেন। তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল এবং তাদের চোখে গরম লৌহ শলাকা পুরে দেয়া হল।" এখন এ বিদ্রোহী দলটি এবং বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত আনাস (রা)-এর হাদীসে উল্লিখিত উক্ল' কিংবা উরায়না' গোত্রের আট সদস্যের মদীনা আগমনকারী দলটি যদি অভিন্ন হয় এবং বাহ্যত: এরা ওরাই অর্থাৎ অভিন্ন দল হয় তবে এদের ঘটনা ইতোপূর্বে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে (এ কারণে সংখ্যা তালিকায় এটিকে স্বতন্ত্র ধরা হয় নি)। আর এরা স্বতন্ত্র দল হলেও এদের বিষয় ইব্‌ন হিশাম (র)-এর মুখ্য আলোচনা এখানে উপস্থাপন করলাম। আল্লাহ্ সমাধিক অবগত।

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, এবং আলী (রা)-এর অভিযান যা তিনি দু'বার পরিচালনা করেছিলেন। আবূ আম্‌র আল-মাদনী (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং খালিদ (রা)-কে পাঠালেন একটি স্বতন্ত্র বাহিনী সহ। তিনি তাঁদের বলে দিলেন– ان اجتمعتم فالامير على ابن ابى طلب "তোমরা (কখনো) এক সাথে যুদ্ধ করলে আমীর হবে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব"। ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, ইব্‌ন ইসহাক (র) ও খালিদ (রা)-এর বাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এটিকে সারিয়্যাসমূহ ও প্রেরিত বাহিনী অভিযানসমূহের তালিকায় সন্নিবেশিত করেননি। সুতরাং তাঁর উক্তি মতে সংখ্যাটি হওয়া উচিত ঊনচল্লিশ।

ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তাঁর ওফাতের স্বল্প আগে) উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে সিরিয়ায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তাঁকে ফিলিস্তীনের দারূম ও (বর্তমান র্জদানের অন্তর্গত) বালকা সীমান্ত অঞ্চলে অশ্ব বাহিনীর টহল অভিযান চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। লোকেরা এ অভিযানের প্রস্তুতি নিল এবং প্রবীণ মুহাজিরগণের প্রায় সকলেই উসামা (রা)-এর বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হলেন। ইব্‌ন হিশাম (র) বলেছেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাঠানো শেষ অভিযান। এ প্রসংগে বুখারী (র) বলেন, ইসমাঈল (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বাহিনী গঠন করলেন এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে বাহিনীর আমীর মনোনীত করলেন। লোকেরা তাঁর অধিনায়কত্বের বিরূপ সমালোচনা করল। তখন নবী করীম (সা) (মিম্বার) দাঁড়িয়ে বললেন–

ان تطنوا فى امارته فقد كنتم تطعنون فى امارة ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للامارة وان كان لمن احب الناس الى وان هذالمن احب الناس الى بعده-

"তার আমীর হওয়াতে তোমরা সমালোচনা করছো, তোমরা ইতোপূর্বে তার পিতার আমীর নিযুক্তিতেও সমালোচনা করেছ, আল্লাহ্‌র কসম! সে অবশ্যই আমীর হওয়ায় উপযোগী ছিল এবং সে ছিল আমার কাছে অধিকতর পসন্দনীয়; আর তার পরে এ উসামাও আমার কাছে অধিকতর প্রিয়তর। "তিরমিযী (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন মালিক (র)-এর বরাতে এবং তিনি একে হাসান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। প্রথম যুগের মুহাজির ও অনাসারগণের অনেক প্রবীণ সাহাবী (রা) তার এ বাহিনীতে তালিকাবদ্ধ হয়েছিলেন। যাঁদের মাঝে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে যারা আবূ বকর

(রা)-কেও ঐ বাহিনীর অর্ন্তভুক্ত হওয়ার দাবী করেছেন তাঁরা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা যখন কঠিন আকার ধারণ করে তখন উসামা বাহিনী 'জুরুফে' তাঁবুতে অবস্থান করছিল।

ওদিকে নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-কে লোকেদের সালাতে ইমামতি করার নিদের্শ দিয়েছিলেন, যা' পরে আসছে। তা হলে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক রাব্বুল 'আলামীনের দূত ও রাসূলের অনুমোদনক্রমে ইমামুল মুসলিমীনরূপে বরিত হওয়াা সত্ত্বেও তিনি কি করে বাহিনীর তালিকাভুক্ত হবেন? আর তর্কের খাতিরে বহিনীর সাথে তাঁর তালিকাভুক্তি মেনে নেয়া হলেও খোদ শরী'আত প্রবর্তক নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই তো তাঁকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন এবং তা-ও করেছেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান রুকন ও স্তম্ভ সালাতে ইমাম নিযুক্তির সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে।[১]

পরে নবী করীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম-এর ওফাত হয়ে গেল (আবূ বকর) সিদ্দীক (রা) উসামা (রা)-কে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে রেখে যাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন সিদ্দীক (রা)-এর কাছে অবস্থান করার অনুমতি দেন এবং খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উসামা বাহিনীর অভিযানের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেন। বিশদ বর্ণনা যথাস্থানে আসছে– ইন্‌শাআল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পূর্বাভাষ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত পূর্বকালীন অসুস্থতার সূচনা প্রসংগ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون - وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افائن ممت فهم الخالدون - كل نفس ذائقة الموت - ونبلوكم بالشرو الخير فتنة والينا ترجعون وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قبل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين-

তুমি তো মৃত্যু পথযাত্রী এবং ওরাও মৃত্যুপথ যাত্রী। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাক-বিতণ্ডা করবে (৩৯ ঃ ৩০-৩১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আমি তোমার আগে আর কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলেই ওরা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে ?" জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আমি ভাল ও মন্দ দিয়ে তোমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা

১. সিরিয়া অভিমুখী উসামা বাহিনী গঠিত হয়েছিল আবূ বকর (রা)-কে সালাতে ইমামতি করার নির্দেশ প্রদানের আগে। সুতরাং অন্যান্য প্রবীণ মুহাজিরদের সাথে তাঁরও তালিকাভুক্তি অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ ছাড়া প্রমাণ্য বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায় যে, উমর (রা)-কে রেখে যাওয়ার ব্যাপারে যেমন অনুরোধ করেছিলেন। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যুক্তিতে তিনি নিজের জন্যও নৈতিকভাবে অনুমতি নিয়ে তালিকা মুক্ত হয়েছিলেন। দ্র. মাওলানা তফাজ্জল হুসায়ন– হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ..... পৃ. ৯২৪।

পুনঃআনীত হবে" (২১ ঃ ৩৪-৩৫)। তিনি আরো ইরশাদ করেন– (জীব মাত্রই মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ করবে), **কিয়ামতের দিন** তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে আগুন **হতে দূরে রাখা হল এবং জান্না**তে দাখিল করা হল সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় **ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়"**(৩ ঃ ১৮৫)। অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন। "মুহাম্মাদ একজন রাসূল **বৈ নন। তাঁর পূর্বে অনেক** রাসূল গত হয়েছেন।

সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা তাঁকে হত্যা করা হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন **করবে ?** এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনোও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করবে না। বরং আল্লাহ **শীঘ্রই** শুক্‌র আদায়কারীদের পুরস্কৃত করবেন (৩ ঃ ১৪৪)। এই শেষের আয়াতটিই সে **আয়াত,** যা আবূ বকর (রা) তিলাওয়াত করেছিলেন, রাসূল (সা)-এর ওফাত দিবসে মসজিদে সমবেত সাহাবীগণের সামনে। লোকেদের তা শুনে মনে হতে লাগল যেন ইতোপূর্বে তারা আয়াতটি শুনে নি।

এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِى دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا-

"যখন এসে যাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়, এবং তুমি দেখবে মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রসংশাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবে। তিনি তো তাওবা কবুলকারী (১১০ ঃ ১-৩)। এ সূরা সম্পর্কে উমর ইবনুল খাত্তাব ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) **বলেছেন, এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর** মৃত্যু ঘোষণা, যা তাঁকে আগাম পরিবেশন করা হয়েছে। **ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, বিদায় হজ্জে আইয়্যামে** তাশরীকের মধ্যম **(মধ্যবর্তী) দিনে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল।**

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুধাবন করছিলেন যে, এ হচ্ছে বিদায় বার্তা। তাই তিনি লোকদের সামনে ভাষন দিলেন এবং তাতে প্রয়োজনীয় আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করলেন। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। জাবির (রা) বলেছেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাম্‌রাগুলিতে কংকর মারার পর থেমে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হজ্জ-উমরার নিয়মাবলী লিখে নাও। কেননা সম্ভবত আমার এ বছরের পরে আমি আর হজ্জ করব না।" নবী করীম (সা) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বলেছিলে (বিশদ বর্ণনা পরে আসছে)।

ان جبريل كان يعارضنى بالقران فى كل سنة وانه عارضنى به العام مرتين وما ارى ذالك الا اقتراب اجلى-

"জিবরীল (আ) প্রতি বছর আমাকে একবার করে কুরআন শরীফ শুনাতেন। কিন্তু এ বার তিনি আমাকে তা দু'বার শুনালেন। আমার ধারণা, আমার শেষ সময়ের নিকটবর্তীতাই এর কারণ।" সহীহ্ বুখারীতে আবূ বক্‌র ইব্‌ন আয়্যাশ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সনদের হাদীসে রয়েছে– তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি রমযান মাসে (শেষ) দশ দিনের ইতিকাফ করতেন। **কিন্তু** তাঁর ওফাতের বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করলেন। প্রতি বছর এক বার তাঁকে (পূর্ণ) কুরআন শুনানো হতো। আর তাঁর ওফাতের বছর তাঁকে দু'বার কুরআন শুনানো হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেছেন, জিলহজ মাসেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে এলেন। মাসের অবশিষ্ট দিনগুলিসহ মুহাররম ও সফর মাস মদীনায় অবস্থান করলেন এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে অভিযানে পাঠাবার ঘোষণা দিলেন। লোকজন যখন এ অবস্থায় (অভিযানের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত) ছিল তখন সফর মাসের শেষ রাতগুলিতে কিংবা রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে অসুস্থতার সূচনা হল যাতে আল্লাহ তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁর পসন্দের রহমত ও মর্যাদার জগতে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অসুস্থতার সূচনা সম্পর্কে আমি যে বিবরণ পেয়েছি তা হল- নবী করীম (সা) মধ্য রাতে বাকী গোরস্তানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং সেখানে কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন, তারপর নিজের পরিজনদের কাছে ফিরে গেলেন। পবরর্তী সকাল হতে তাঁর অসুস্থতার সূচনা হল। ইব্ন ইসহাক (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ মুওয়াহিবা (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মাঝরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জাগিয়ে তুলে দিয়ে বললেন—

আবূ মুওয়ায়হিবা এ বাকীবাসীদের জন্য ইস্তিগফার করতে আমি অদিষ্ট হয়েছি। তাই, আমার সাথে চল।" আমি তাঁর সাথে চলমান। যখন তিনি তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন বললেন—

السلام عليكم يا اهل المقابر ليهن لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اخرها اولها الاخرة شر من الاولى-

"কবর বাসীরা ! তোমদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! লোকজন যার মাঝে রয়েছে তার তুলনায় তোমরা যার মাঝে রয়েছে তা তোমাদের জন্য সুখবর হোক! ফিতনা ধেয়ে আসছে আঁধার রাতের টুকরাগুলির মত, যার পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির সাথে লেগে রয়েছে; পরেরটি আগের টির চাইতে নিকৃষ্ট।" এরপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন,

يا ايامويهبة انى قد اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة – فخيرت بين ذالك وبين لقاء ربى والجنة-

"আবূ মুওয়ায়াহিবা ! পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ ও তাতে স্থায়ী থাকার এবং তার পরে জান্নাত (এর প্রস্তাব) আমাকে দেয়া হয়েছে। তারপর আমাকে ঐ সব বিষয় এবং আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত সান্নিধ্য ও জান্নাত এ দুয়ের মাঝে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গীত ! তা হলে আপনি পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ ও তাতে স্থায়িত্ব এবং তার পরে জান্নাত গ্রহণ করুন না ! তিনি বললেন— لا والله يا ابامويهبة لقد اخترت لقاء ربى والجنة না; আল্লাহ্র কসম! হে আবূ মুওয়ায়হিবা "আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত সান্নিধ্য ও জান্নাত বেছে নিয়েছি। তারপর তিনি বাকীবাসীদের জন্য ইস্তিগ্ফার করে ফিরে চললেন। এরপরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে অসুস্থতার সূচনা হল যাতে আল্লাহ্ তাঁকে তুলে নিলেন। প্রসিদ্ধ (ছয়) গ্রন্থসমূহের সংকলকগণ এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নি।

তবে আহমদ (র) ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আবুন্ নায্‌র (র) আবূম্ ওয়ায়হিবা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাকী (গোরস্তান) বাসীদের জন্য দু'আ-ইসতিগফার করতে আদিষ্ট হলেন। তখন তিনি তাদের জন্য তিনবার দু'আ-ইস্‌তিগফার করলেন। তৃতীয়বারের সময় তিনি বললেন– يا ابامو يهبة اسرح لى دابتى "আবূ মুওয়ায়হিবা! আমার জন্য আমার বাহনে জিন লাগাও!" তারপর তিনি আরোহণ করলেন এবং আমি হেঁটে চললাম। কবরবাসীদের কাছে পৌঁছে তিনি নেমে পড়লেন এবং আমি বাহনটি থামিয়ে রাখলাম। তিনি সেখানে থামলেন। কিংবা (বর্ণনায় রয়েছে) তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন। লোকজন যার মাঝে রয়েছে তার তুলনায় তোমরা যার মাঝে রয়েছো। তা তোমাদের জন্য সুখকর হোক! ফিতনা ও দুর্যোগ এসে পড়ল আঁধার রাতের অংশগুলির ন্যায়, যার একটি আর একটির অনুগামী, শেষটি প্রথমটির চাইতে কঠোরতর! তাই লোকজন যার মাঝে রয়েছে তার তুলনায় তোমাদের জন্য সুখবর হোক সে অবস্থা যাতে তোমরা রয়েছো।

তারপর ফিরে এসে বললেন, হে আবূ মুওয়ায়হিবা আমি প্রদত্ত হয়েছি, কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তিনি বলেছিলেন আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে আমার পরে আমার উম্মতের জন্য যে অঢেল পরিমাণ উন্মুক্ত করে (ফতুহাত) দেয়া হবে তার চাবিগুচ্ছ ও জান্নাত কিংবা আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত সান্নিধ্য এ দুয়ের মাঝে। "বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত! তা হলে আপনি আমাদের (পৃথিবীতে অবস্থান) ইখ্‌তিয়ার করুন না ? তিনি বললেন–-لأن ترد على عقبها ما شاء الله فاخترت لقاء ربى "আল্লাহ যেমন ইচ্ছা করবেন তা তার পরিণতিতে উপনীত হবে, তাই আমি আমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমনকে ইখ্‌তিয়ার করেছি।" এরপরে সাত কিংবা আট দিন যেতে না যেতেই তাঁকে তুলে নেয়া হল। আবদুর রায্‌যাক (র) মা'মার (র) ইব্‌ন তাউস এবং তিনি তাঁর পিতার বরাতে চলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

يصرت بالرعب واعطيت الخزائن وخيرت بين ان ابقى حتى ارى ما يفتح على امتى وبين التعجيل – فاخترت التعجيل-

"প্রভাব দ্বারা আমি সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি, ধন-ভাণ্ডারসমূহ প্রদত্ত হয়েছি এবং আমার উম্মতকে যে বিজয় ধারা দেয় হবে তা দেখা পযর্ন্ত আমার বেঁচে থাকা এবং দ্রুত প্রস্থান করা– এ দুইয়ের মাঝে আমাকে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে। দ্রুত প্রস্থানকেই ইখতিয়ার করেছি।" বায়হাকী (র) বলেছেন, এটি মুরসাল হাদীস এবং এটি আবূ মুওয়ায়হিবা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের শাহিদ (সমর্থক) হাদীস।

ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেন, ইয়াকুব ইব্‌ন উত্‌বা আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাকী হতে ফিরে এসে আমাকে দেখলেন যে, আমি মাথা ধরায় কাতরাচ্ছি। বলে চলছি 'হায় আমার মাথা, নবী করীম (সা) বললেন بل انا ياعائشة وارأساه "বরং আমিই, হে আইশা ! হায় আমার মাথা ! আইশা (রা) বলেন, পরে তিনি বললেন, "তোমার অসুবিধা কি, তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তা হলে আমি তোমার সব ব্যবস্থাপনা করব

তোমাকে কাফন পরাব, তোমার জানাযা সালাত আদায় করব এবং তোমাকে দাফন করব।" 'আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমার তো নিশ্চিতই মনে হয় যেন, এমন করলে তো আপনি আমার ঘরে ফিরে এসেই সেখানে আপনার (অন্য) কোন স্ত্রীকে নিয়ে বাসর করবেন।" আইশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃদু হাসলেন এবং তাঁর অসুস্থতা নিয়েই তিনি সহধর্মিনীগণের ঘরে ঘরে পালা রক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে মায়মূনা (রা)-এর ঘরে তাঁর অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করলে তিনি সহধর্মিনীগণকে সেখানে ডাকলেন এবং আমার ঘরে সেবা শুশ্রূষা পাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে অনুমতি চাইলে তাঁরা সকলে অনুমতি দিয়ে দিলেন। আইশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর খান্দানের দু'জন লোকের উপর ভর দিয়ে বের হয়ে আসলেন, একজন ফয্ল ইব্ন আব্বাস এবং অন্য একজন লোক। তাঁর মাথায় ছিল পট্টি বাঁধা এবং তাঁর পা দু'খানি মাটিতে দাগ কাটছিল।

এভাবে তিনি আমার ঘরে পৌঁছিলেন।" মধ্যবর্তী রাবী উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি তখন ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এ কথা শোনালে তিনি বললেন, তুমি কি জান, দ্বিতীয় লোকটি কে ? তিনি হলেন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)। এ হাদীসের অনেক সমর্থক রিওয়ায়াত রয়েছে। যা পরে আসছে। বায়হাকী (র) হাকিম (র)....আইশা (রা) সূত্রে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমার মনে হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিউমোনিয়া জাতীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন; তাই তাকে মুখে ওষুধের ফোঁটা দেয়ার ব্যবস্থা কর। তারা তাঁকে মুখে ওষুধের ফোঁটা দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন, من فعل هذا "এ কাজ কে করেছে?" তারা বলল, আপনার চাচা আব্বাস; তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে, নিউমোনিয়া আপনাকে আক্রমণ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "ওটা তো হয়ে থাকে শয়তানের পক্ষ হতে, আল্লাহ্ তাকে আমার উপরে প্রতিপত্তি দিবেন না; আমার চাচা আব্বাস ব্যতীত ঘরের কাউকে বাদ না দিয়ে প্রত্যেকের মুখে ওষুধ ঢেলে দিতে হবে।" তখন ঘরের সকলের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়া হল। এমনকি মায়মূনা (রা) রোযাদার ছিলেন, তাঁকেও বাদ দেয়া হল না এবং এসব করা হল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টির সামনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আমার ঘরে অসুস্থতাকালীন সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার জন্য তাঁর সহধর্মিণীগণের কাছে অনুমতি চাইলে তারা অনুমতি দিয়ে দিলেন। পরবর্তী বর্ণনা পূর্বানুরূপ। তবে সেখানে ফযল ইব্ন আব্বাসের স্থলে আব্বাস (রা)-এর নাম রয়েছে।

বুখারী (র) সাঈদ ইব্ন উকায়র....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উৎবা সূত্রে খবর দিয়েছেন যে, নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আইশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রোগভারে শয্যাশায়ী হলেন এবং তাঁর ব্যাধি প্রকট আকার ধারণ করল (বাকী অংশ পূর্বানুরূপ)।

পরবর্তীকালে নবী সহধর্মিনী আইশা (রা) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার ঘরে আগমন করলেন এবং তাঁর অসুস্থতা আরো প্রকট হল তখন তিনি বললেন- هر يقوا على من سبع قرب لم تحلل او كيتهن لعلى اعهد الى الناس "আমার উপরে সাত মশক পানি ঢেলে দাও, যেগুলির মুখের বাঁধন খোলা হয়নি।[১] আশা করছি আমি লোকদের অন্তিম উপদেশ দেবে

১. বাঁধন খোলা হয় নি অর্থাৎ পূর্ণ ভর্তি কিংবা যাতে কোন পাত্র বা হাত ঢোকানো হয়নি। যাতে তার বরকত ও পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে (বুখারীর টিকা অবলম্বনে)। —অনুবাদক

ও তাদের অংগীকার নেবো।" আইশা (রা) বলেন, আমরা তখন তাঁকে নবী সহধর্মিনী হাফ্সা (রা)-এর একটি গামলায় বসালাম এবং তাঁর উপর বর্ণিত পাত্র হতে পানি ঢালতে লাগলাম এমনকি তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমাদের দিকে ইংগিত করে বুঝালেন যে, তোমরা যথেষ্ট করেছ। আইশা (রা) বলেন, পরে তিনি লোকদের কাছে (মসজিদে) বেরিয়ে গিয়ে তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদের সামনে ভাষণ দিলেন। বুখারী (র) তাঁর সহীহ্-এর একাধিক অনুচ্ছেদে এবং মুসলিম (র) ও যুহ্রী (র) হতে ঐ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, ইসমাঈল (র) আইশা (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেছে যে, যে অসুস্থতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হলো, সে অসুস্থতা কালে তিনি (বার বার) জিজ্ঞাসা করতেন। اين انا غدا اين انا غدا "আগামী কাল আমি কার ঘরে থাকব ? আগামী কাল আমি কার ঘরে থাকব? উদ্দেশ্য ছিল আইশা (রা)-এর ঘরে থাকার দিন কবে হবে? তখন তাঁর সহধর্মিনীগণ তাঁর যেখানে মর্জি সেখানে থাকার ব্যাপরে সম্মতি জানালেন। তখন তিনি আইশার ঘরে থাকতে লাগলেন এবং সেখানেই ওফাত বরণ করলেন। আইশা (রা) বলেছেন, পালার হিসাব মতে যে দিন তাঁর আমার ঘরে থাকার কথা ছিল সেদিনই আমার ঘরে তাঁর ওফাত হল। আল্লাহ্ তাঁকে তুলে নিলেন যখন তাঁর মাথা ছিল আমার বুকের উপর এবং আমার লালা মিশে গিয়েছিল (আমার চাবিয়ে দেয়া মিসওয়াক ব্যবহার করার কারণে) তাঁর লালার সংগে। আইশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) ঘরে ঢুকলেন, তাঁর কাছে একটি মিস্ওয়াক ছিল যা দিয়ে তিনি মিস্ওয়াক করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দিকে দৃষ্টি দিলে আমি তাকে বললাম, আবদুর রহমান, আমাকে এ মিস্ওয়াকটি দিন! তিনি সেটি আমাকে এগিয়ে দিলে আমি তা চিবিয়ে নরম করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এগিয়ে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দিয়ে মিস্ওয়াক করলেন।" এ সূত্রে হাদীসটি বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা। বুখারী (র) আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসূফ (র)....আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ওফাতবরণ করলেন, তখন তিনি ছিলেন আমার চিবুক ও কণ্ঠার মাঝে। সুতরাং নবী করীম (সা)-এর ওফাতকালীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পরে আমি আর কারো জন্য মৃত্যু যাতনাকে অপসন্দনীয় মনে করি না।

বুখারী (র) আরো বলেন, হায়্যান (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থতা বোধ করলে 'মুআব্ বিযাত' (সূরা ফালাক ও সূরা নাস)-এ পাঠ করে নিজের গায়ে ফুঁ দিতেন এবং হাত দিয়ে গা মুছে নিতেন। পরে যখন তিনি তাঁর সে অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর ওফাত হল– তখন আমি সে মুআব্বিযাত পড়ে তাঁকে ফুঁ দিতে লাগলাম যেগুলি দিয়ে তিনি নিজে ফুঁ দিতেন। নবী করীম (সা)-এর হাত দিয়েই তাঁর দেহ মুছিয়ে দিতে লাগলাম, মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, ইব্ন ওয়াহ্ব (র)....যুহ্রী সনদের এবং ফাল্লাস (র) ও মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) সূত্রে

সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে আবূ আওয়ানা (র) আইশা (রা) সমদে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের নারীগণ তাঁর কাছে সমবেত হলেন। তাদের একজনও বাদ থাকলেন না। ফাতিমা (রা)-ও হেঁটে হেঁটে আসলেন। তার হাঁটার ধরন তাঁর পিতার হাঁটার

ধরন হতে একটুও ভিন্ন ছিল না। নবী করীম (সা) বললেন, مرحبا با بنتى "স্বাগতম ! আমার কন্যা ! পরে তাঁকে নিজের ডান কিংবা বাম পাশে বসালেন। পরে তাঁর কানে কানে কিছু বললে তিনি কেঁদে দিলেন। আবার কানে-কানে কিছু বললে ফাতিমা (রা) হেসে উঠলেন। আমি (আইশা) তখন তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ করে তোমার সাথেই কানে কানে কথা বলেলন তবুও তুমি কাঁদছো ? পরে ফাতিমা (রা) চলে যেতে উদ্যত হলে আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে গোপনে কী বলেছেন তা আমায় বলো না ? ফাতিমা (রা) বললেন, " রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রহস্য ফাঁস করতে আমি প্রস্তুত নই।"

পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে আমি তাঁকে (ফাতিমাকে) বললাম, তোমার উপরে আমার যে হক ও অধিকার রয়েছে তার দাবীতে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি; আমাকে তোমার বলতেই হবে।" সে বলল, অবশ্য এখন (বলা যেতে পারে) সে বলতে লাগল-প্রথম বারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কানে কানে বললেন, জিবরীল (আ) প্রতি বছর আমাকে একবার কুরআন শরীফ শুনাতেন অথচ এ বছর তিনি আমাকে দু'বার তা শুনিয়েছেন। "এবং আমি মনে করি যে, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হওয়া ব্যতীত এর অন্য কোন কারণ নেই। তাই, তুমি আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে এবং সবর অবলম্বন করবে। তোমার জন্য আমি কতইনা উত্তম 'পূর্বসূরী' ! "তাঁর একথা শুনে আমি কেঁদেছিলাম। আবার তিনি কানে কানে আমাকে বললেন। আমার মৃত্যুর পর তুমিই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে-

اما ترضين ان تكونى سيدة نساء المؤمنين اوسيدة نساء هذه الامة-

তুমি কি এতে তুষ্ট হতে পার না যে, তুমিই জান্নাতের ঈমানদার নারীকুলের কিংবা (তিনি বলেছিলেন) এ উম্মতের নারীকুলের সর্দার হবে।" এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম। আইশা (রা) হতে এ হাদীসের আরো একাধিক বর্ণনা সূত্র রয়েছে।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র), আইশা (রা) সনদে বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা কালে আমরা তাঁর মুখে ওষুধ ঢেলে দিলাম। তিনি আমাদের ইংগিত করতে লাগলেন যে, "আমাকে মুখে ওষুধ ঢেলে দিও না। " আমরা বলাবলি করলাম," ওষুধের প্রতি রোগীর 'স্বভাবজাত অনীহা। পরে তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন, "আমি কি তোমাদের নিষেধ করি নি যে, আমার মুখে ওষুধ ঢেলে দিও না !? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা বুঝি ওষুধের প্রতি অসুস্থ ব্যক্তির অনীহা। তখন তিনি বললেন, ঘরের কেউ বাকী থাকবে না, যার মুখে ওষুধ ঢেলে দেয় না হবে; আর আমি (তা) দেখতে থাকব; তবে আব্বাসকে নয়, কেননা- তিনি তোমাদের মধ্যে ছিলেন না।" বুখারী (র) বলেছেন, ইব্ন আবুয্ যিনাদ (র) আইশা (রা) সনদে নবী করীম (সা) হতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী (র) বলেন, ইউনুস (র) আইশা (রা) সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে অসুস্থতায় ওফাত লাভ করলেন তাতে তিনি বলতেন,

يا عائشة ما ازال اجد الم الطعام الذى اكلت بخيبر- فهذا اوان وجدت انقطاع ابهرى من ذالك اسم-

"আইশা! খায়বারে আমি যে বিষমিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম সব সময় আমি তার যন্ত্রণা ভোগ করছি; আর এ হচ্ছে বিষের ক্রিয়ায় আমার গ্রীবা ধমনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার উপলব্ধি করার সময়।" বুখারী (র) হাদীসটি এভাবে তালীক (সনদ বিহীন)-রূপে উল্লেখ করেছেন । হাফিজ বায়হাকী (র) অবশ্য হাদীসটি হাকিম (র), আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইয়াহ্য়া আল্-আশ্কার (র) যুহরী (র)....হতে পরবর্তী ঐ সনদে সনদযুক্ত করে রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র) বলেছেন, হাকিম (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র) হতে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যক্ষ শহীদ হয়েছেন' এ বিষয় নয় বার হলফ করা 'তিনি নিহত (শহীদ) হন নি' বলে এক বার হলফ করার চেয়ে আমার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়।' এর কারণ হল আল্লাহ্ পাক তো (আল কুরআনের ভাষ্য মতে) তাঁকে নবী এবং শহীদরূপে মনোনীত করেছেন।'

বুখারী (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন বিশর (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক আনসারী (রা)-কে খবর দিয়েছেন, কা'ব (রা) হলেন তাবূক অভিযান অনুপস্থিতদের মাঝে সত্যবাদিতার কারনে তাওবা কবুলকৃত তিন ভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম, এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেছিলেন সে অসুস্থতার সময় আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাঁর নিকট হতে বের হয়ে এলে লোকেরা তাঁকে বলল, হে আবুল হাসান ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কেমন দেখলেন? তিনি বললেন, আল্হামদু লিল্লাহ! তিনি রোগ মুক্তির পথে– আজ সকাল থেকে সুস্থ বোধ করছেন। তখন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তার হাত ধরে তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তিন দিন পরেই তুমি অন্যের লাঠির গোলাম হবে।"[১] আল্লাহ্র কসম! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এ অসুস্থতায় অচিরেই ইন্তিকাল করবেন। মৃত্যুর আগে আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয় লোকদের চেহারার অবস্থা আমি ভাল করেই জানি।' চলো, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, (তাঁরপর) এ (নেতৃত্বের) বিষয়টি কাদের হাতে থাকবে ? যদি আমাদের মাঝে থাকে তবে তা-ও আমরা জেনে নেবো, আর যদি আমাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য হয় তবে তাও আমরা জেনে নেবো এবং তিনি আমাদের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাবেন। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বিষয়টির জন্য আবেদন করি। আর তিনি তা আমাদের প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তবে তাঁর পরে লোকেরা আর তা আমাদের দেবে না। অতএব, আমি তো আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঐ বিষয়টি চেয়ে নেবো না। এ হাদীস একাকী বুখারী (র) বর্ণিত ।

বুখারী (র) বলেন, কুতায়বা (র), সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হতে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, বৃহস্পতিবার ! সে কী ভয়াবহ বৃহস্পতিবার! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা প্রকট রূপ ধারণ করলো। তিনি বললেন, اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا "আমার কাছে (কাগজ কলম) নিয়ে এসো, তোমাদের জন্য একটি লিপি লিখিয়ে দিয়ে যাই, যার পরে তোমরা কখনো

---

১. অর্থাৎ তিন দিনের ব্যবধানেই নবী করীম (সা)-এর ওফাত হবে, আর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নেতৃত্ব থাকবে না।

পথহারা হবে না।” তখন তাঁরা (উপস্থিত লোকজন) মতবিরোধ করল। কেউ বলল, লিখিয়ে নাও। কেউ বলল, এ অসুস্থতার সময় কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন নেই ! আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। অথচ নবীর সাক্ষাতে কলহ বিরোধ সমীচীন নয়। তারা (কেউ কেউ) বলল, তাঁর অবস্থা কি, তিনি (কি তাঁর অসুস্থতার প্রচণ্ডতায়) আসংলগ্ন কথা বলছেন? আচ্ছা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নাও। তখন তারাঁ পুনরায় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলে তিনি বললেন। دعونى فالذى انا فيه خير مما تدعونى اليه “আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। কেননা, আমি যার মধ্যে রয়েছি তা তোমরা যে দিকে আমাকে আহ্‌বান করছ তার চাইতে উত্তম।” এরপর তিনি তাদের তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করে বললেন,

اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد يخوما كنت اجيزهم-

“(এক) আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদের বহিষ্কার করবে; (দুই) প্রতিনিধি দল ও দূতদের উপঢৌকনাদি দেবে। যেমনটি আমি তাদের দিতাম এবং (তিন) তৃতীয়টি বলার ব্যাপারে তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। কিংবা তিনি তা বলেছিলেন, তবে আমি তা ভুলে গিয়েছি।’ বুখারী (র) এ হাদীসটি তাঁর গ্রন্থের অন্য একটি স্থানে এবং মুসলিম (র) ও সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) সূত্রে ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তী বর্ণনায় বুখারী (র) বলেছেন, আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, ইব্‌ন আব্বাস (র) হাত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত যখন সন্নিকট হল– ঘরে তখন অনেক লোক ছিল তখন নবী করীম (সা) বললেন, هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلو بعده ابدا- “এসো, তোমাদের একটি লিপি লিখে দিয়ে যাই, যার পরে তোমরা কখনো বিভ্রান্তির শিকার হবে না।” তখন উপস্থিতদের কেউ কেউ বলল, ব্যাধির প্রকোপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরাভূত করে ফেলেছে, আর তোমাদের কাছে তো (দীনের পূর্ণতা প্রদত্ত) আল কুরআন রয়েছে ; আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

এভাবে ঘরের লোকেরা মতভেদ করল এবং বিতণ্ডায় লিপ্ত হল। তাদের কেউ বলছিল, (তাঁর) কাছে (কাগজ কলম) এগিয়ে দাও, তিনি তোমাদের জন্য একটি লিপি লিখিয়ে দিয়ে যাবেন। যার পরে তোমরা পথ হারা হবে না। অন্য কেউ অন্য কিছু বলছিল। যখন তাঁরা মতবিরোধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, قوموا “(এখান থেকে) উঠে যাও।” রাবী বলেন, এ পর্যায়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, বিপদ ! মহা বিপদ!! রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং উপস্থিত লোকদের জন্য তাঁর একটি পত্র লিখে দেয়ার মাঝে তাঁদের বিরোধ ও বিতণ্ডার করণে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হল তা চিরদিনের জন্য এক সমাধানবিহীন সমস্যা হয়ে রয়েছে। মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুমায়দা (র) (আবদুর রায্‌যাক) হতে অনুরূপ। বুখারী (র) মা‘মার ও ইউনুস (র) সূত্রে ঐ সনদে হাদীসটি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের আরো একাধিক স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। শীআ ও অন্যান্য বাতিলপন্থী কতক স্থূল মেধার পণ্ডিত এ হাদীসের সূত্র ধরে কল্পনার জগতে বিচরণ করতে শুরু করেছে। তাদের প্রত্যেকের দাবী হল নবী করীম (সা) ঐ পত্রে এমন একটি বিষয় লিখে দিতে চেয়েছিলেন যা তাদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত ও তাদের নিজেদের পসন্দ মাফিক তারা নবী করীম (সা)-এর নামে আরোপ করেছেন এ সব দাবী মূলত

মুতাশাবিহ[১] দিয়ে প্রামাণীকরণ এবং 'মুহকাম' বর্জনের প্রয়াস মাত্র। (যা বৈধ পন্থা নয়)। আহ্‌লে সুন্নাত জামাআত (ন্যায়পন্থী সুন্নাত অনুসারী বিদ্বান ও গবেষকবর্গ) 'মহকাম' কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে মুতাশাবিকে মুহকামের সাথে সম্পৃক্ত ও সমন্বিত করে থাকেন এবং মহান গ্রন্থে মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্ পাকের দেয়া বর্ণনা অনুসারে এটাই শরীআতের ইলমে প্রজ্ঞাবান ও দৃঢ়তা সমৃদ্ধ বিজ্ঞজনের অনুসৃত পন্থা। এক্ষেত্রটিতে এসে পদস্খলন ঘটেছে অনেক নামী দামী বাতিল পন্থী ও বিভ্রান্ত মতবাদীর। তবে আহ্‌লে সুন্নত জামাআতের মত পন্থা হল সত্য ও ন্যায় পথেও অনুসরণ করা এবং সত্য ও ন্যায়ের আবর্তনের সাথে আবর্তিত হতে থাকা।

কেননা, বাস্তব বিচারে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা লিখিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন তা তার উদ্দেশ্যের স্পষ্ট অভিব্যক্তি সহ বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছে। কেনন. ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেছেন, মুআম্মিল (র) (ইব্‌ন আবু মুলায়কা) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, "যখন সে অসুস্থতা দেখা দিল যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তুলে নেয়া হল তখন তিনি বললেন,

ادعوا لى ابا بكر وابنه لكى لا يطمع فى امر ابى بكر طامع ولا يتمناه متمن-

আবূ বকর ও তাঁর ছেলে (আবদুর রহমান)-কে আমার কাছে ডেকে আন্ যাতে কোন লালসাকারী আবূ বকরের বিষয়টিতে লালায়িত না হয় এবং কোন বাসনা পোষণকারী তাতে বাসনা পোষন না করে।

"তারপর বললেন– يأبى الله ذالك والمؤمنون (আচ্ছা ঠিক আছে) আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণ তা (আবূ বকর ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্ব) প্রত্যাখ্যান করবেন।" দু'বার বললেন। আইশা (রা) বলেন, (বাস্তবেও হল তা-ই) আল্লাহ্ তা রহিত করলেন এবং ঈমানদারগণও তা প্রত্যাখ্যান করলেন।" এ সূত্রে আহমদ (র) হাদীসটি একাকী বর্ণনা করেছেন। আহ্‌মদ (র) আরো বলেছেন, আবু মুআবিয়া (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা ভারী ও প্রকট হয়ে গেলে তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে বললেন,

ائتنى بكتف اولوح حتى اكتب لابى بكر كتابا لا يختلف عليه احد-

"আমার কাছে কোন হাড় বা (কাঠ, হাড় বা পাথরের) পাত নিয়ে আস, আমি আবূ বকর সম্পর্কে একটি দলীল লিখে দিয়ে যাব, যাতে তার সাথে কেউ বিরোধ করতে না আসে।" তখন আবদুর রহমান উঠতে উদ্যত হলে নবী করীম (সা) বললেন, ابى الله والمؤمنون ان يختلف عليك يا ابا بكر- "আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণ অস্বীকার করবেন তোমার সাথে কোন বিরোধে লিপ্ত হওয়াকে। "হে আবূ বকর!" এ সূত্রেও হাদীসটি একাকী ইমাম আহ্‌মদ (র)

---

১. কুরআন ও হাদীসে যে সব আয়াত ও বাণীমালার অর্থ ও ভাষ্য দ্ব্যর্থতাবিহীন ও সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল সেগুলিকে মুহকাম (محكم) সুদৃঢ়তা সম্পন্ন) বলে আর দ্ব্যর্থতা সম্পন্ন ও সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষ্যসমূহকে বলা হয় মুতাশাবিহ: (متشابه সাদৃশ্যপূর্ণ অস্পষ্ট)। শরীআতের উসূল ও মূলনীতি অনুসারে মুতাশাবীহ-এর আয়াত ও হাদীসের সে অর্থই গ্রহণযোগ্য যা সংশ্লিষ্ট বিষয় মুহকাম আয়াত ও হাদীস প্রতিপন্ন করে থাকে। -অনুবাদক

বর্ণিত। বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছে ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

لقد هممت ان ارسل الى ابى بكر وابنه فاعهد ان يقول القائلون اويتمنى متمنون-

"আমি ইচ্ছা করছি যে, আবূ বকর ও তাঁর ছেলের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে অংগীকার ঘোষণা করে যাব-এ আশংকায় যে, দাবীদাররা দাবী করে বসবে কিংবা বাসনা পোষণকারীরা বাসনা করতে শুরু করবে। পরে বললেন[১]- يأبى الله او ويدفع المؤمنون - او يدفع الله ويأبى الالمؤمنون- "আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মু'মিনগণ প্রতিরোধ করবেন। কিংবা নবী করীম (সা) বলেছিলেন, আল্লাহ্ প্রতিরোধ করবেন এবং মু'মিনগণ প্রত্যাখ্যান করবেন" (অর্থাৎ আবূ বকর ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্ব)।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে ইবরাহীম ইব্‌ন সাদ (র) মুহাম্মদ (ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ইম)-এর পিতা (জুবায়র) (রা) হতে, তিনি বলেন, একটি মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে (কোন কিছু পাওয়ার আবেদন জানিয়ে) ছিল। নবী করীম (সা) তাকে আবার আসতে বললে সে বলল, দেখুন, (বলে দিন) যদি আমি এসে আপনাকে না পাই (সে যেন নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে যাওয়ার কথা বলতে চাচ্ছিল) তখন আমি কী করব? নবী করীম (সা) বললেন, ان لم تجدينى فاتى ابابكر "আমাকে না পেলে তুমি আবূ বকরের কাছে যাবে।" বাহ্যত মেয়েলোকটি নবী করীম (সা)-কে এ কথা বলেছিল- তাঁর সে অসুস্থতার সময় যাতে তিনি ওফাত বরণ করেছিলেন। তবে আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

এ ছাড়া নবী করীম (সা) তাঁর ওফাতের পাঁচ দিন আগে বৃহস্পতিবার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন যাতে তিনি সকল সাহাবীর তুলনায় (আবূ বকর) সিদ্দীক (রা)-এর মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠত্ব বিবৃত করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে রয়েছে সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে তাঁদের সকলের ইমামত করার ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর সুস্পষ্ট নিদের্শ । বর্ণনা পরে আসছে। এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি তাঁর লিপিতে যা লিখে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, তাঁর এ ভাষণটি ছিল তারই বিকল্প। এ মাহান অভিভাষণের আগে নবী করমী (সা) গোসল করেছিলেন। ঘরের লোকেরা এমন সাতটি মশক হতে তাঁর গায়ে পানি ঢাললেন, যেগুলোর 'মুখের বাঁধন' খোলা হয়নি। এ বিষয়টি 'সাত' সংখ্যা যোগে নিরাময় লাভ সম্পর্কিত। অন্যত্র এ বিষয় অনেক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোসল করার পরে বের হয়ে এসে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন; তারপর তাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আইশা (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসে যেমন বলা হয়েছে।

---

১. বুখারী, খলীফা মনোনয়ন অনুচ্ছেদে (২য় খণ্ড ১০৭১ পৃ) রয়েছে ثم قلت "এরপর আমি মনে মনে) বললাম- অর্থাৎ নবী করীম (সা) যখন আবূ বকরকে ডাকার ইচ্ছা করেছিলেন তখনই তার মনে পরবর্তী কথাটির উদয় হয়েছিল। -অনুবাদক

ওফাত পূর্বকালীন নবী করীম (সা)-এর ভাষণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবৃত হাদীসসমূহের আলোচনা

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র)....আয়্যুব ইব্ন বাশীর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর (অন্তিম) অসুস্থতা কালে বললেন,

افيضوا على من سبع قرب من سبع ابار شتى حتى اخرج فاعهد الى الناس-

সাতটি ভিন্ন ভিন্ন কুয়োর সাত মশক হতে আমার উপরে পানি ঢেলে দাও; যাতে আমি বের হতে পারি এবং লোকদের অংগীকার নিতেও উপদেশ দিতে পারি।" তাঁরা তা পালন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে এসে মিম্বরে উপবেশন করলেন। তখন আল্লাহ্র হাম্দ ও তাঁর ছানার পরে নবী করীম (সা) প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করলেন তা ছিল উহুদের শহীদগণের আলোচনা। তিনি তাঁদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করলেন এবং তাদের জন্য দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন,

يا معشر المهاجرين انكم اصبحتم تزيدون والا نصار على هيئتها لا تزيد وانهم عيبتى التى اويت اليها - فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم ايها الناس ان عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار...............................ما عند الله -

"হে মুহাজির জামাআত! তোমরা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছো, আর আনসারীরা তাদের স্থিতাবস্থায় রয়েছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ওরা আমার সে (সুরক্ষিত) সিন্দুক, যাতে আমি আশ্রয় নিয়েছি। তাই তাদের মধ্যকার সজ্জনদের সম্মান করবে এবং অন্যায়কারীদের মার্জনা করবে।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লোক সকল ! আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের মাঝে এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে এ দুয়ের মাঝে একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিলেন, সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে' তাই ইখতিয়ার করল।" জনতার মাঝে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথার গুঢ়তত্ত্ব অনুধাবন করে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন,"বরং আমরা আমাদের জীবন, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ-সম্পত্তি আপনার জন্য উৎসর্গিত করছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

على رسلك يا ابا بكر انظروا الى هذه الابواب الشارعة فى المسجد فسدوها الا ما كان من بيت ابى بكر فانى لا اعلم احدا عندى افضل فى الصحبة منه-

ধীরে "আবূ বকর! (ব্যস্ত হয়ো না!)....মসজিদ মুখী এ দরযাগুলোর দিকে লক্ষ্য কর! এগুলো বন্ধ করে দেবে– আবূ বকরের ঘর হতে যেটি রয়েছে সেটি বাদে। কেননা, সঙ্গী হিসাবে আমার কাছে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ কাউকে আমি জানি না।" এ হাদীসটি মুরসাল (সনদ বিযুক্ত) তবে এর অনেক শাহিদ (সমর্থক) রিওয়ায়াত রয়েছে। ওয়াকিদী (র) বলেন, ফারওয়া ইব্ন যুবায়দ নবী করীম (সা) সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

“এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথায় পট্টি বেঁধে “রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন, তিনি মিম্বরের উপর স্থির হলে উপস্থিত লোকেরা মিম্বরের চারদিক ঘিরে ফেলল এবং বেষ্টনী বানিয়ে ফেলল। তখন নবী করীম (সা) বললেন, والذى نفسى بيده انى لقائم على الحوض الساعة “যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই হাওয (-ই কাওছার)-এর উপরে অবস্থান করছি।” তারপর তিনি তাশাহ্হুদ (হাম্দ ও সালাত) আদায় করলেন। তাশাহ্হুদ শেষে তিনি প্রথম যে কথাটি বললেন, তা ছিল এই যে, উহুদের শহীদদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ। তারপর বললেন, আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে একজন বান্দা দুনিয়া এবং আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে (এ দু'য়ে)-এর মাঝে ইখতিয়ার প্রদত্ত হয়ে সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে তা পসন্দ করল।” এ কথা শুনে আবূ বকর (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। আমরা তাঁর সে কান্নায় বিস্ময়বোধ করলাম। তিনি বললেন, আমার মা-বাপের কসম! আমরা আপনার জন্য উৎসর্গ করছি আমাদের পিতাদের আমাদের মাতাদের এবং আমাদের জীবন ও সম্পদসমূহ! এতে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই ছিলেন 'ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা' এবং আবূ বকর (রা) ছিলেন আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে সর্বাধিক বিজ্ঞজন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলতে লাগলেন “ধীরে! (ব্যস্ত হয়ো না!)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির (র), আবূ সাঈদ (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ একজন বান্দাকে দুনিয়া এবং তাঁর (আল্লাহ্র) কাছে যা রয়েছে তার মাঝে (পসন্দ ও বাছাই করার) ইখতিয়ার দিলে সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে তা পসন্দ করল।” বর্ণনাকারী বলেন, 'এতে আবূ বকর (রা) কেঁদে দিলেন।” বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর কান্না দেখে বিস্মিত হলাম এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো কোনও বান্দা সম্পর্কে খবর দিচ্ছিলেন (তাতে কান্নার কি রয়েছে? পরে বুঝা গেল যে) অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই ছিলেন ইখতিয়ার প্রদত্ত ব্যক্তি এবং আবূ বকর ছিলেন সে বিষয় আমাদের মাঝে সর্বাধিক বিজ্ঞ। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন–

ان امن الناس على فى صحبته وما له ابو بكر - لوكنت متخذا خليلا غير ربى لا تخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام ومودته لا يبقى فى المسجد باب الا سد الا باب ابى بكر -

সংসর্গ ও সংগ দানে এবং সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহ্সান অনুগ্রহকারী ব্যক্তি হলেন আবূ বকর। আমার প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাউকে যদি আমি খালীল ও 'অন্তরংগ'রূপে গ্রহণ করাতাম, তাহলে আবূ বকরকেই করতাম! তবে হাঁ ইসলামী বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি। মসজিদের (দিকের) কোন দরযা বন্ধ করে দেয়া ব্যতিরেকে থাকবে না (সব দরযাই বন্ধ করে দেয়া হবে)। তবে আবূ বকরের দরযা ব্যতীত। আবূ আমির আল্ আকাদী (র)-এর বরাতে বুখারী (র)-ও হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) তাঁর পরবর্তী রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন ইউনুস (র) আবূ সাঈদ (রা) হতে। তদ্রূপ বুখারী মুসলিম (র) ও ফুলায়হ ও মালিক ইব্ন আনাস (র)....আবূ সাঈদ (রা) সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবুল ওলীদ (র)....আবুল মুআল্লা (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ভাষণ দান কালে বললেন–

ان رجلا خيره ربه بين ان يعيش فى الدنيا ماشاء ان يعيش فيها يأكل من الدنيا ماشاء ان يأكل منها وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه -

"একজন লোককে আল্লাহ্ পাক ইখতিয়ার দিলেন এ পৃথিবীতে যতদিন জীবন-যাপন করার ইচ্ছা ততদিন জীবন-যাপন করে পৃথিবীতে যা কিছু খাওয়ার ইচ্ছা তা খাওয়া এবং তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমন-এ দু'য়ের মাঝে তখন সে তার প্রতিপালকের সান্নিধ্যকেই ইখতিয়ার করল।" এ কথা শুনে আবূ বকর (রা) কাঁদতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ (রা) বললেন, এ 'বৃদ্ধ' ব্যক্তির আচরণে তোমার কি বিস্মিত হচ্ছো না? কারণ আল্লাহ্ পাক একজন ভাল মানুষকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকা এবং তার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমন এ দু'য়ের মাঝে একটি বেছে নিতে বললেন। তিনি নিজের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমনকে পসন্দ করলেন। এতে কাঁদার কী আছে? আবূ বকর (রা)-ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য (রহস্য) অনুধাবনে তাঁদের মাঝে সব চেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি । তাই আবূ বকর (রা) বললেন, "বরং আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি ও সহায়-সম্পদ আপনার বিনিময়ে উৎসর্গ করব।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—

ما من الناس احد امن علينا فى صحبته وذات يده من ابن ابى وقحافة ولو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابن ابى قحافة - ولكن ود واخاء وايمان ولكن ود واخاء وايمان (مرتين) وان صاحبكم خليل الله عزو جل-

আমাকে সংগ-সান্নিধ্য দান ও স্বীয় মালিকানা অধিকারের বিষয়াদিতে ইব্ন আবূ কুহাফার চাইতে আমার প্রতি অধিকতর অনুগ্রহকারী আর কেউই নেই। কাউকে আমি অন্তরংগ (খলীল) বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে ইব্ন আবূ কুহাফা (আবূ বকর)-কেই গ্রহণ করতাম। তবে ভালবাসা সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ঈমান (এর সম্পর্ক); তবে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানী সম্বন্ধ (দু বার বললেন) এবং তোমাদের এ 'সাথী' মহান-মহীয়ান আল্লাহ্র খালীল ও অন্তরংগ বন্ধু। একাকী আহমদ (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (অর্থাৎ ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ্ র.) জুনদুব (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন—

قد كان لى منكم اخوة واصدقاء وانى ابرأ الى كل خليل من خلته ولو كنت متخذ من امتى خليلا لا تخذت ابابكر خليلا وان ربى اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا - وان قوما ممن كان فيكم يتخذون قبورا نبيائهم وصلحائهم مساجد فلا تخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذالك-

"তোমাদের মাঝে আমার ভাই ও বন্ধু সম্পর্কের অনেকেই ছিল। আমি এখন যে কোন অন্তরংগের সাথে তার অন্তরংগতা বিষয় দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। (কেননা) আমার উম্মতের মাঝে কাউকে আমি অন্তরংগরূপে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন।" যেমন ইবরাহীম (আ)-কে খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন। "তোমাদের পূর্বেকার কোন কোন জাতি তাদের নবীগণের এবং পুণ্যবানদের

কবরগুলিকে সিজদা করার স্থানে (মসজিদ) পরিণত করেছিল, তোমরা কিন্তু কবর (স্থান)-কে মসজিদে পরিনত করো না। আমি এ বিষয়টি তোমাদের নিষেধ করছি।" মুসলিম (র)-ও তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি ইস্‌হাক ইব্‌ন রাহ্ওয়ায়হ্ (র) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পাঁচ দিন আগেকার এ দিনটিই ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পূর্বোল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত বৃহস্পতিবার। আমরা এ ভাষণটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রেও রিওয়ায়াত করেছি। বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুক্‌রী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) তাঁর ওফাতকালীন অসুস্থতায় এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথায় পট্টি বেঁধে (হুজরা হতে) বের হয়ে এসে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা পাঠের পরে বললেন–

انه ليس من الناس احد امن على بنفسه وماله من ابى بكر - ولو كنت متخذا من الناس خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا - ولكن خلة الاسلام افضل - سدوعنى كل خوخة فى المسجد الاخوخة ابى بكر -

"মানুষদের মাঝে এমন কেউ নেই যে তার জান ও মাল দিয়ে আমার উপরে আবূ বকরের চাইতে অধিকতর ইহ্‌সান-অনুগ্রহকারী। মানুষের মাঝে কাউকে আমি 'খলীল' (অন্তরংগ) বানালে আবূ বকরকেই বানাতাম। তবে কিনা ইসলামী বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতিই শ্রেষ্ঠ। মসজিদের সবগুলি 'খিড়কী দরযা' বন্ধ করে দাও, আবূ বকরের খিড়কী দরযা ব্যতিরেকে।" বুখারী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্ জু'ফী (র) (ওয়াহ্ব ইব্‌ন জারীর সূত্রে) ঐ সনদে। নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ বাণী– "আবূ বকরের খিড়কী দরযা ব্যতীত মসজিদ মুখী সব খিড়কী দরযা অর্থাৎ ছোট দরযাসমূহ বন্ধ করে দাও।" এতে তাঁর খিলাফতের প্রতি ইংগিত রয়েছে অর্থাৎ যাতে তিনি মুসলমানদের নিয়ে সালাতে ইমামাতের জন্য বেরিয়ে আসতে পারেন। বুখারী (র) আরো রিওয়ায়াত করেছেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন সুলায়মান, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ওফাতকালীন অসুস্থতার সময় বের হয়ে এলেন, মাথায় তিনি পট্টি বেঁধে রেখেছিলেন 'তেলচটা' এক টুকরা কাপড়পট্টি দিয়ে এবং দুই কাঁধে জড়িয়ে রেখেছিলেন একটি কম্বল (জাতীয় কাপড়)। তারপর তিনি মিম্বরে উপবেশন করলেন এরপর তিনি উক্ত ভাষণটির উল্লেখ করেছেন, যাতে আনসারগণের সাথে সদ্ভাব সদাচারণ সম্পর্কে উপদেশমালার ছিল।

অবশেষে তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) বলেছেন এটাই ছিল ওফাতের আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শেষ বৈঠক ও উপবেশব, অর্থাৎ নবী করীম (সা) প্রদত্ত সর্বশেষ অভিভাষণ। হাদীসটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে অন্য একটি সূত্রে বিরল সনদে ও বিরল শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন, আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি ফায্‌ল ইব্‌ন আব্বস (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আগমন করলেন, তখন তিনি প্রবল জ্বরে কাঁপছিলেন এবং মাথায় পট্টি বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, ফায্‌ল! আমার হাত ধর!" ফাযল (রা) বলেন, আমি তাঁর হাত ধরলে তিনি গিয়ে মিম্বরে উপবেশন করলেন। তারপর বললেন, "ফায্‌ল লোকদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে দাও।" তখন আমি ঘোষণা

দিলাম "সালাতের জামাআত' (এ হাযির হও)! বর্ণনাকারী (ফায্‌ল) বললেন। ফলে লোকজন সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন–

اما بعد ايها الناس انه قد دنى منى خلوف من بين اظهركم ولن ترو نى فى هذا المقام فيكم - وقد كنت ارى ان غيره غير مغن عنى حتى اقومه فيكم - الا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد مومن كنت اخذت له ما لا فهذا مالى فليأ خذ منه - ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد - ولا يقولن قائل اخاف الشحناء من قبل رسول الله - الا وان الشحناء ليس من شانى ولا من خلقى - وان احبكم الى من اخذحقا ان كان له على او حللنى فلقيت الله عزوجل وليس لاحد عندى مظلمة۔

“এরপর লোক সকল ! আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে (তোমাদের মধ্য হতে বিদায় নিয়ে যাবার এবং আমার স্থলাভিষিক্ত নির্ণয়ের সময় সন্নিকট হয়েছে)। তোমাদের মাঝে আমার কিছু কিছু আচরণ বদলা নেয়ার মত রয়ে গিয়েছে তোমরা নিশ্চয় তোমাদের মাঝে এ স্থানে আমাকে আর দেখবে না। আমি মনে করতাম যে, ঐ আচরণ ও ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আমার কাজ সমাধা করতে পারবে না; যতক্ষণ না আমি তা তোমাদের মাঝে বাস্তবায়িত করি। শোন! তাই, তোমাদের মাঝে আমি কারো পিঠে (যদি) চাবুক লাগিয়ে থাকি (পিটিয়ে) তা হলে এই যে, আমার পিঠ রয়েছে; সে যেন সম-প্রতিশোধ (কিসাসা) নিয়ে নেয়! আর যদি আমি কারো সম্পদ নিয়ে থাকি, তাহল এই যে আমার মাল সম্পদ; সে যেন এ থেকে নিয়ে নেয়। আর কাউকে আমি গালি দিয়ে মান-ইজ্জত নষ্ট করে থাকি, তা হলে এই রইল আমার ইজ্জত, সে যেন বিনিময় প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। কেউ যেন এ কথা না বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং বিদ্বেষ অসন্তুষ্টির আশংকায় আমি ভীত হচ্ছি! কেননা, শোন! বিদ্বেষ ঘৃণা আমার মর্যাদা সুলভও নয় এবং আমার স্বভাব সুলভ নয়। তোমাদের মাঝে আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে ঐ ব্যক্তি যে তার হক ও পাওনা আদায় করে নিবে– যদি তা আমার কাছে থেকে থাকে, কিংবা আমাকে দায়মুক্ত করে দেবে। ফলত আমি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে হাযির হব এমন অবস্থায় যে আমার কাছে কারো কোন জুলুম নিপীড়নের দাবী থাকবে না।”

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাদের মাঝ হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! আপনার কাছে আমার তিনটি দিরহাম (রৌপ্য মূদ্রা পাওনা) রয়েছে। “নবী করীম (সা) বললেন, “আমি তো কোন দাবীদারকে মিথ্যাবাদী বলব না এবং (তার কাছে হলফও দায়ী করব না কিংবা) শপথ করে দাবী প্রমাণ করার দাবীও করব না। (তবে) কী ব্যাপারে আমার কাছে থাকল ? লোকটি বলল, আপনার কি মনে পড়ছে না যে, এক প্রার্থী আপনার কাছে এসেছিল। তখন আপনি আমাকে হুকুম করলে তাকে আমি তিনটি দিরহাম দিয়ে দিয়েছিলাম।” নবী করীম (সা) বললেন, اعطه يا فضل "ফায্‌ল! তাকে দিয়ে দাও! বর্ণনাকারী (ফায্‌ল) বলেন, নবী করীম (সা) তাঁকে আদেশ করলে সে বসে পড়ল।” বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পূর্ব বক্তব্য ধারায় ফিরে এলেন এবং বললেন– يا ايها الناس من عنده من الغلول شيئ فليرده লোক সকল! কারো কাছে (সরকারী মাল হতে) আত্মসাৎকৃত কিছু থাকলে তা সে ফেরত দিয়ে দিক। “তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কাছে তিনিটি দিরহাম রয়েছে যা

আমি 'আল্লাহ্‌র পথে আত্মসাত করেছিলাম। নবী করীম (সা) বললেন, "তবে তুমি তা আত্মসাৎ করেছিলে কেন"? লোকটি বলল, "সেগুলির প্রতি আমি অভাবী ছিলাম।" নবী করীম (সা) বললেন, ফাযল! তার নিকট হতে সেগুলি নিয়ে নাও। "এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আগের বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বললেন– يا يها الناس من احس من نفسه شيئا فليقم ادعوالله له "যে তার মনের মাঝে কোন (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব) অনুভব করে সে দাঁড়িয়ে যাক! আমি তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করব।" তখন এক ব্যক্তি তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অবশ্যই মুনাফিক, আমি অবশ্যই মিথ্যুক এবং আমি অবশ্যই দুর্ভাগ্য কুলক্ষুণে।'' তখন উমর (রা) বললেন, রে দুর্ভাগা! আল্লাহ্ তো তোমাকে আবরণ দিয়েছিলেন, তুমিও যদি নিজেকে আবৃত করে রাখতে! "তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন–

مه يا ابن الخطاب فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخرة - اللهم ارزقه صدقا وايمانا واذهب عنه الشؤم اذا شاء-

"ইব্‌নুল খাত্তাব! থামো ! দুনিয়ার লাঞ্ছনা আখিরাতের লাঞ্ছনার চাইতে সহজতর। ইয়া আল্লাহ্ ! তাকে সত্যবাদিতা ও ঈমান নসীব করুন এবং তার কুলক্ষণ ও দুর্ভাগ্য দূর করে দিন, যখন সে তা চায়! "তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন– عمر معى انا مع عمر والحق بعدى مع عمر- "উমর আমার সাথে, উমরের সাথে। ন্যায় ও সত্য আমার পরে উমরের সাথে"–এর সনদ ও মূল পাঠ (মতন) নিতান্তই বিরল।

সকল সাহাবী (রা)-এর সালাতে ইমামতি করার জন্য আবূ বকর (রা)-এর প্রতি নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ দান প্রসংগ

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, ইয়া'কূব (র) ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র) বলেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাম্'আ (রা) হতে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা প্রকট রূপ পরিগ্রহ করল, তখন কতিপয় মুসলমানের সাথে আমিও সেখানে ছিলাম, বিলাল (রা) সালাতের জন্য নবী করীম (সা)-কে আহ্বান জানালে তিনি বললেন, مروا من يصلى بالناس- কাউকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি বের হয়ে উমর (রা)-কে উপস্থিত জনতার মাঝে দেখতে পেলাম। আবূ বকর উপস্থিত ছিলেন না। আমি বললাম উমর ! উঠুন, লোকদের সালাতে ইমামতি করুন।" বর্ণনাকারী বলেন, উমর উঠে দাঁড়ালেন এবং উমর ছিলেন ভারী আওয়াযের অধিকারী। তিনি যখন তাঁর উচ্চৈস্বরে (সালাতের) তাকবীর বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন–

فاين ابو بكر يابى الله ذالك والمسلمون يابى الله ذالك والمسلمون-

আবূ বকর কোথায় ? আল্লাহ এবং মুসলমানগণ ঐ কাজ প্রত্যাখ্যান করবেন; আল্লাহ এবং মুসলমানগণ তা প্রত্যাখ্যান করবেন।" বর্ণনাকরী বলেন, উমর (রা) ঐ সালাত আদায় করার পরে আবূ বকরের কাছে লোক পাঠান হলে তিনি এসে লোকদের পরবর্তী সালাতসমূহে ইমামতি করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাম'আ (রা) আরো বলেন, উমর (রা) আমাকে বললেন, হায়! তুমি এ কী করলে হে ইব্‌ন যাম্'আ? আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যখন আমাকে

বললে তখন আমি একমাত্র এ ধারণাই করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে আমাকে হুকুম করেছেন, তা না হলে তো আমি সালাতে ইমামতি করতাম না। বর্ণনাকারী (ইব্ন যাম্‌আ বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) (সরাসরি আপনাকে বলার জন্য) আমাকে হুকুম করেন নি, তবে আমি যখন আবূ বকরকে দেখতে পেলাম না তখন সালাতে ইমামতির জন্য উপস্থিতদের মাঝে আপনাকে যোগ্যতম মনে করলাম। আবূ দাউদ (র)-ও অনুরূপ যুহ্‌রী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন ইস্‌হাক আবদুল্লাহ ইব্ন যাম্‌'আ (রা) সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ (র) আরো বলেছেন, আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন যাম্‌'আ (রা) (উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্‌বাকে) খবর দিয়েছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন উমর (রা)-এর আওয়ায শুনলেন, ইব্ন যাম্‌আ বলেন, নবী করীম (সা) বের হয়ে এলেন, (অর্থাৎ) হুজরা থেকে মাথা গলিয়ে দেখার পরে বললেন– لا - لا - لا يصلى بالناس الا ابن ابى قحافة - "না, না, ইব্ন আবূ কুহাফা (আবূ বকর) ব্যতীত অন্য কেউ লোকদের সালাতে ইমামতি করবে না।" তিনি তা বলছিলেন অসন্তুষ্টির সাথে।

বুখারী (র) বলেন উমর ইব্ন হাফস (র) আস্‌ওয়াদ (র) হতে, তিনি বলেছেন, আমরা আইশা (রা)-এর কাছে ছিলাম এবং আমরা সালাতে নিয়মানুবর্তিতা ও অধ্যাবসায় এবং তার গুরুত্ব প্রদান বিষয় আলোচনা করছিলাম। 'আইশা (রা) বললেন, নবী করীম (সা) যখন সে অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন যাতে তিনি ইন্তিকাল করেন তখন সালাত-এর সময় উপস্থিত হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন। নবী করীম (সা) বললেন, "আবূ বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। তখন তাঁকে বলা হল,আবূ বকর একজন কোমল প্রাণ মানুষ, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ হবেন না। নবী করীম (সা) তাঁর আদেশের পুনরাবৃত্তি করলে তাঁরাও তাদের কথার পুনরুক্তি করলেন। নবী করীম (সা) তৃতীয়বার তাঁর হুকুমের পুনরুক্তি করলেন। তিনি বললেন– انكن صواحب يوسف مروا ابابكر فليصل بالناس "তোমরা তো দেখছি ইউসুফ (আ)-এর যুগে নারীদের মত।[১] আবূ বকরকে বল লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে।" তখন আবূ বকর (রা) (সালাত আদায়ের জন্য) বের হলেন। পরে (কোন এক সালাতের সময়) নবী করীম (সা) (রোগের প্রকোপ কমে গিয়ে) একটু হাল্কা বোধ করলে দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে বের হলেন, আমি যেন (এখনও) দেখছি তাঁর পা দু'খানি, রোগ ভারে (মাটিতে) দাগ কেটে যাচ্ছে। নবী করীম (সা)-এর উপস্থিতি টের পেয়ে আবূ বকর (রা) (ইমামের স্থান হতে) পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলে নবী করীম (সা) তাঁকে ইংগিতে নিজ স্থানে থাকতে বললেন। এভাবে তাঁকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার (আবূ বকরের) পাশে বসে পড়লেন। মধ্যবর্তী রাবী আ'মাস (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, তবে কি তখন নবী করীম (সা) সালাত আদায় করছিলেন এবং আবূ বকর তাকে

১. ইউসুফ (আ)-এর সহচরী অর্থাৎ অযীযের স্ত্রীর চা-চক্রের আহবানে আগত শহরের সম্ভ্রান্ত নারীগণ যেভাবে উচ্চ প্রসংশার জালে আবদ্ধ করে ইউসুফ (আ)-কে সঠিক পন্থা হতে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। তোমরাও তেমনি আমাকে আমার যথার্থ করণীয় হতে বিচ্যুত করতে সচেষ্ট হচ্ছো। –অনুবাদক

অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন, আর লোকেরা আবূ বকরের সালাতের অনুকরণে সালাত আদায় করছিল ? আমাশ (র) তাঁর মাথা দিয়ে ইংগিত করলেন, হাঁ। এরপরে **বুখারী** (র) বলেছেন, আবূ দাউদ (র) শু'বা (র) হতে এ হাদীসের অংশবিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন। আর আমাশ (র) হতে গৃহীত রিওয়ায়াতে আবূ মুআবিয়া (র) অধিক বলেছেন– "নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-এর বাম দিকে উপবেশন করলেন এবং আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থের একাধিক স্থানে এবং মুসলিম, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র) আমাশ (র) হতে একাধিক সূত্রে ঐ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) আইশা (রা) হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অসুস্থতার সময় বললেন, "আবূ বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল! "ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) আইশা (রা)-এর বরাতে আমাকে 'খবর' দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এ বিষয় নবী করীম (সা)-কে বিকল্প প্রস্তাব দিলাম। এ বিকল্প প্রস্তাব দানে আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিল। শুধু আমার এ দুশ্চিন্তা যে, লোকেরা আবূ বকরকে (অপয়া) মনে করবে এবং শুধু আমার এ উপলব্ধি যে, যে কেউ তাঁর স্থানে দাঁড়াবে লোকেরা তাঁকে কুলক্ষণে মনে করবেই।" তাই, আমি চাচ্ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বলুন।

আবদুর রায্‌যাক (র) যুহ্‌রী (র) সনদে সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে (যুহ্‌রী বলেন) হাম্‌যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র) আইশা (রা) হতে আমাকে খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার ঘরে এলেন তখন বললেন, "আবূ বকরকে বলে দাও, লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে!" "আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ বকর একজন কোমল প্রাণ মানুষ কুরআন পাঠ করতে লাগলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন না। তাই, আপনি যদি আবূ বকর ব্যতীত অন্য কাউকে আদেশ করতেন!" আইশা (রা) বলেছেন, (এরূপ বলার পিছনে) আমার মাঝে কাজ করছিল শুধু এই দুশ্চিন্তা যে, সর্বাগ্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্থানে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে লোকেরা কুলক্ষণে মনে করবে।" আইশা (রা) বলেন, তাই, দু'বার কিংবা তিন বার আমি তাঁর কাছে পুনঃপুনঃ আবদার জানালাম । তিনি বললেন– ليصل بالناس ابوبكر فانكن صواحب يوسف "আবূ বকরই লোকদের নিয়ে (ইমামতি করে) সালাত আদায় করবেন; তোমরা নিশ্চয় ইউসুফ (আ)-এর যুগের নারীদের তুল্য। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে 'আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (র)-এর বরাতে, আবূ মূসার পিতা হতেও অনুরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে তাতে অতিরিক্ত আছে। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই আবূ বকর (লোকদের ইমাম হয়ে) সালাত আদায় করলেন।

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী (র), উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হতে, তিনি বলেন, আইশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা সম্পর্কে আপনি আমাকে হাদীস শোনাবেন কি? তিনি বললেন, "কেন নয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা প্রকট হল। তিনি বললেন, اصلى الناس লোকরা কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, জ্বী না। তাঁরা আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি

বলেলেন– صبوا لى ماء فى المخضب গামলায় আমার জন্য পানি ঢেলে দাও, আমরা তা করলাম। আইশা (রা) বলেন, তিনি গোসল করার পরে উঠে দাঁড়াতে গেলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। পরে চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন, اصلى الناس লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম জ্বী না, তারা আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, " আমার জন্য গামলায় পানি ঢেলে দাও।" আমরা তা করলাম। তখন তিনি গোসল করলেন। পরে দাঁড়াতে উদ্যত হলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেললেন।

তারপর চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন,"লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে ?" আমরা বললাম জ্বী, না। তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানির ব্যবস্থা কর। আমরা তা করলে তিনি গোসল করলেন এবং পরে উঠে দাঁড়াতে গেলে চেতনা হারিয়ে ফেললেন। পরে চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন, "লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে ? আমরা বললাম, জ্বী না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে।" আইশা বলেন, লোকেরা মসজিদে নিশ্চল হয়ে ইশার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতীক্ষা করছিল।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার জন্য আবূ বকর (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন। আবূ বকর (রা) ছিলেন কোমল প্রাণ মানুষ। তাই তিনি বললেন, হে উমর! লোকদের সালাতে ইমামতি করুন!" তিনি বললেন, "এ বিষয় অগ্রগণ্য।" তখন তিনি (আবূ বকর) ঐ দিনগুলিতে তাঁদের সালাতে ইমামতি করলেন। পরে (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) খানিকটা সুস্থতা বোধ করলে দুইজন লোকের উপর (ভর দিয়ে) যুহ্‌র সালাতের জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন হলেন আব্বাস (রা)। আবূ বকর (রা) (সালাতে থেকে) তাকেঁ (আগমন উদ্যত) দেখতে পেয়ে পিছনে সরে যেতে লাগলে নবী করীম (সা) তাঁকে ইংগিত করলেন যেন, পিছনে সরে না যান এবং ঐ দু'জনকে বললে তাঁরা তাঁকে তার (আবূ বকরের) পাশে বসিয়ে দিলেন। তখন আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসে বসে সালাত আদায় করলেন।" (আইশার বর্ণনা সমাপ্ত) উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, পরে আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম," রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা কালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে 'আইশা (রা) আমাকে যা শুনিয়েছেন তা আপনার কাছে উপস্থাপন করব কি? "তিনি বলনেন, আচ্ছা তা করতে পার। তখন আমি তাঁকে (আনুপূর্বিক) বিবরণ দিলে তিনি তার কিছুই অস্বীকার করলেন না। তবে তিনি এতটুকু বললেন, আব্বাসের সাথে অন্য যে লোকটি ছিলেন, তিনি ('আইশা) কি তোমার কাছে তাঁর নাম বলেছেন ? আমি বললাম, জ্বী না। তিনি বললেন, তিনি হলেন আলী (রা)। বুখারী ও মুসলিম (র) উভয় আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র), (যাইদা) হতেও (ঐ সনদে) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে,"তখন আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের অনুসরনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন; আর লোকেরা আবূ বকরের সালাতের অনুসরণে সালাত আদায় করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন উপবিষ্ট। বায়হাকী (র) বলেছেন, এ বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ সালাতে নবী করীম (সা) অগ্রবর্তী হয়ে (বসে) ছিলেন এবং আবূ বকর (রা) রাসূল (সা)-এর সালাতের সাথে নিজের সালাতকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলেন।

আইশা (রা) হতে আসওয়াদ ও উরওয়া (র) অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। তদ্রূপ, ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আরকাম ইব্ন শুরাহ্বীল (র)-এর রিওয়ায়াতও, অর্থাৎ এখানে উদ্দিষ্ট বিষয় হল আহ্মদ (র)-এর রিওয়ায়াত ইয়াহ্যা ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ যাইদা (র) (আরকাম ইব্ন শুরাহ্বীল সূত্রে) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে তিনি বলেন, পূর্বানুরূপ বর্ণনা করে তাতে অতিরিক্ত যোগ করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গিয়ে আবূ বকরের পাশে তাঁর বাম দিকে বসে পড়লেন এবং আবূ বকর (রা) যে আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন সে আয়াত হতে তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন। পরে আহ্মদ (র) ওয়াকী (র) আরকাম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আরো বিশদ রিওয়ায়াত করেছেন। ওয়াকী (র) তাঁর বর্ণনায় কখনও বলতেন, "আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-এর ইক্তিদা অনুগমন করছিলেন এবং লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর ইকতিদা অনুগমন করছিল।" ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র), ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ। পক্ষান্তরে; ইমাম আহ্ মদ (র) বলেছেন, শাবাবা ইব্ন সাওয়ার (র) 'আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেছিলেন তাতে তিনি আবু বকরের 'পিছনে' উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় করেছেন।" তিরমিযী ও নাসাঈ (র)-ও হাদীসটি শু'বা বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) হাসান সাহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহ্মদ (র) আরো বলেন, বকর ইব্ন ঈসা (র) (শু'বা) (মসরূক) আইশা (র) হতে এ মর্মে যে, আবূ বকর (রা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন (মুক্তাদীদের) কাতারে।" বায়হাকী (র) বলেছেন, আবুল হুসায়ন ইব্ন ফায্ল আল-কাত্তান (র) আইশা (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরের পিছনে (মুক্তাদী হয়ে) সালাত আদায় করেছেন।

এ সনদটি বেশ উত্তম (জায়্যিদ) সনদ; তবে (ছয়) গ্রন্থকারগণ তা উদ্ধৃত করেন নি। বায়হাকী (র) বলেছেন, অনুরূপ হুমায়দ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে এবং ইউনুস (র) হাসান (রা) হতে হাদীসটি মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন। পরে আবার হাদীসটি সনদযুক্ত রিওয়ায়াত করেছেন, হুশায়ম (র) সূত্রে (হুশায়ম-ইউসুস-হাসান এবং হুশায়ন-হুমায়দ-আনাস ইব্ন মালিক) এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন, আবূ বকর (রা) তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি (সা) গিয়ে তাঁর পাশে উপবেশন করলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি চাদর, যার দু'প্রান্ত তিনি বিপরীত মুখী করে (দু'কাঁধে ফেলে) রেখেছিলেন। তিনি তখন তাঁর (আবূ বকরের) সালাত অনুসারে (মুক্তাদী হয়ে) সালাত আদায় করলেন। বায়হাকী (র) বলেন, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদান (র) আনাস (রা) সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ যে সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন তা তিনি আদায় করেছিলেন আবূ বকরের পিছনে এক কাপড়ে তা চাদরের ন্যায় জড়িয়ে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এটি একটি বেশ উত্তম সনদ, যা সহীহ্ (বুখারী) গ্রন্থের শর্তানুরূপ, তবে (ছয়) গ্রন্থকারগণ তা উদ্ধৃত করেন নি। এ ছাড়া "মানুষের (জামা'আতের) সাথে আদায় কৃত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ সালাত" এ অতিরিক্ত সংযুক্তিটুকু গুরুত্ব বহন করে। বায়হাকী (র) সুলায়মান ইব্ন বিলাল ও ইয়াহ্য়া ইব্ন আয়্যুব (র) সূত্রে আনাস (র) হতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায়

করলেন। একখানি কাপড়, চাদর পরিধান করে, তার দু'প্রান্ত বিপরীত মুখী করে (কাঁধের উপর) রেখে, পরে যখন দাঁড়াবার ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন, "আমার জন্য উসামা ইব্ন যায়দকে ডেকে আন।" উসামা এসে গেলে তিনি নিজের পিঠ তার বুকের সাথে লাগালেন (এবং উঠে দাঁড়ালেন)। এ সালাতই ছিল তাঁর আদায় কৃত শেষ সালাত। বায়হাকী বলেন, এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সালাত ছিল ওফাতের দিন সোমবারের ফজর সালাত। কেননা, তা-ই ছিল তাঁর আদায়কৃত শেষ সালাত। কেননা, এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি সোমবার প্রথম প্রহরে ইন্তিকাল করেছিলেন।"

গ্রন্থকারের কথা ঃ বায়হাকী (র) তাঁর কথিত এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন। (সম্ভবত) মূসা ইব্ন উক্বার 'মাগাযী' গ্রন্থ থেকে হুবহু। কেননা, মূসা (র) অনুরূপই উল্লেখ করেছেন, আবুল আস্ওয়াদ (র) ও উরওয়া (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এ বক্তব্যটি দুর্বল ও অসমর্থিত, বরং এটি হবে জামাআতের সাথে আদায়কৃত নবী করীম (সা)-এর শেষ সালাত। যেমন পূর্বোল্লিখিত একটি রিওয়ায়াতে এরূপ বিবৃত হয়েছে। আর মূল হাদীস যেহেতু এক ও অভিন্ন। সুতরাং নির্ণয়বিহীন ও উন্মুক্ত (মুত্লাক) বর্ণনাকে নির্ণয়যুক্ত বিশিষ্ট (মুকায়্যাদ) বর্ণনার অধীন করা হবে।[1] সুতরাং এ কথা বলার অবকাশ থাকছে না যে, তা ওফাত দিবস সোমবারের ফজরের সালাত ছিল। কেননা, সে সালাত তিনি জামাআতের সাথে আদায় করেন নি, বরং দুর্বলতার কারণে নবী করীম (সা) সে সালাত আদায় করেছিলেন তাঁর হুজরায়। এ ব্যাপারে আমার কাছে প্রমাণ হল সহীহ্ গ্রন্থে বুখারী (র)-এর বিবৃতি আবুল ইয়ামান (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বরাতে খবর দিয়েছেন, তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর সার্বক্ষণিক খাদিম ও বিশ্বস্ত সহচর, এ মর্মে যে নবী করীম (সা) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করলেন, সে সময় আবূ বকর (রা) তাদের (ইমাম) হয়ে সালাত আদায় করতেন। এভাবে সোমবার (সকালে) তারা সালাতে সারিবদ্ধ ছিলেন।

তখন নবী করীম (সা) তাঁর হুজরার পর্দা তুলে আমাদের দিকে তাকালেন; তিনি তখন দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক ছিল হাসিতে উদ্ভাসিত। যেন তা পবিত্র গ্রন্থের পাতা। নবী করীম (সা)-কে দেখার কারণে আমাদের আনন্দাতিশয্যে বিশৃংখল ও আত্মহারা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আবূ বকর (রা) কাতারে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে পিছু হট্তে উদ্যত হলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, নবী করীম (সা) সালাতের জন্য বেরিয়ে আসছেন। তখন নবী করীম (সা) আমাদের ইংগিত করলেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। পরে তিনি পর্দা ছেড়ে দিলেন এবং ঐ দিনই ইন্তিকাল করলেন। "মুসলিম (র)-এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রের রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) পরবর্তী রিওয়ায়াত

---

১. অর্থ উসূল (মূলনীতি) শাস্ত্রের বিধান মতে কোন অতিরিক্ত বর্ণনা বিহীন ভাষ্য (যাকে পরিভাষায় মুত্লাক مطلق উন্মুক্ত বলা হয়) অতিরিক্ত বর্ণনা যুক্ত ভাষ্যের (পরিভাষায় মুকায়্যাদ مقيد সীমিত ও সংকীর্ণ) সমান্তরালে প্রয়োগ করা হবে। এটাই অভিন্ন বিষয় পরস্পর বিরোধী বর্ণনাসমূহের বৈপরীত্য নিরসনের স্বীকৃত পন্থা।–অনুবাদক

আবূ মা'মার (র), আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তিন দিন বের হলেন না। এদিকে সালাতের ইমামাত বলা হলে আবূ বকর (রা) (যথারীতি) অগ্রবর্তী হয়ে গেলেন। ওদিকে নবী করীম (সা) বললেন, পর্দা তুলে দাও। পর্দা তুলে দিলে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর চেহারা যখন উদ্ভাসিত হল তখন আমাদের মনে হল যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর চেহারার চাইতে অধিকতর মোহনীয় কোন দৃশ্য আমরা কোন দিন দেখি নি।" নবী করীম (সা) তখন তাঁর হাত দিয়ে আবূ বকরকে অগ্রবর্তী থাকার ইংগিত করলেন। তিনি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন।

তারপর ওফাত পর্যন্ত আর মসজিদে আগমন করতে সমর্থ হলেন না।" মুসলিম (র) ভিন্ন সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি পূর্বোল্লিখিত দাবীর স্পষ্ট প্রমাণ যে, নবী করীম (সা) সোমবারের ফজর সালাত জনতার সাথে আদায় করেন নি এবং তিনি তাঁদের কাছে থেকে (শেষে বারের মত) চলে যাওয়ার পর তিন দিন যাবত তাদের কাছে আর আসেননি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, শেষ যে সালাত তিনি তাঁদের সাথে আদায় করেছিলেন তা হবে যুহর সালাত। যেমন, আইশা (রা)-এর পূর্বোল্লিখিত হাদীসে স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে এবং তা হবে বৃহস্পতিবারের ঘটনা। শনিবারেরও নয় রোববারেরও নয়– যা নাকি মূসা ইব্ন উকবার 'মাগাযী'র দুর্বল সূত্রে বায়হাকী (র) উদ্ধৃত করেছেন। এ ছাড়াও আমাদের অনুকূলে রয়েছে আমাদের পূর্বোল্লিখিত বৃহস্পতিবার যুহর সালাতের পরে প্রদত্ত নবী করীম (সা)-এর ভাষণ এবং তিন দিন জামাআত হতে তাঁর বিচ্ছিন্ন থাকার বিবরণ। দিন তিনটি হল শুক্র, শনি ও রবিবার, পূর্ণ তিন দিন। যুহ্রী (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ সাবরা (রা)-এর বরাতে বলেছেন, "আবূ বকর (রা) তাঁদের নিয়ে সতের ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছিলেন। অন্যান্যরা বলেছেন, 'বিশ ওয়াক্ত সালাত।" আল্লাহই সমধিক অবগত। তারপর সোমবারের প্রত্যুষে তাঁদের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে তাদের নিকট থেকে বিদায় নেন। তাঁর সে মোহনীয় দৃষ্টিপাতে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার দরুন তাঁদের সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল। এ দর্শনই ছিল প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবী জনতার শেষ দর্শন এবং তাঁদের অবস্থা থেকে এ অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। (কবির ভাষায়)–

وكنت ارى كالموت من بين ساعة + فكيف ببين كان موعده الحشر

"মুহূর্তের বিরহে মরমে পশিল বিচ্ছেদের অসহ জ্বালা, হাশর অবধি সে বিচ্ছেদ জ্বালা সইব কেমনে বল!"

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, হাফিজ বায়হাকী (র)-এর ন্যায় তীক্ষ্ণধী হাদীস বিশারদ এ হাদীসটি উল্লিখিত দুই সূত্রেই বর্ণনা করেছেন এবং বৈপরীত্য নিরসনে তিনি যা বলেছেন তার সার কথা হল সম্ভবত নবী করীম (সা) প্রথম রাকাআতের সময় পর্দার আড়ালে ছিলেন; পরে দ্বিতীয় রাকআতের সময় বেরিয়ে এসে আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছিলেন। যেমন উরওয়া (র)-ও মূসা ইব্ন উক্বা (র) বলেছেন এবং বিষয়টি আনাস ইব্ন

মালিক (রা)-এর কাছে অজ্ঞাত। কিংবা তিনি হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন এবং তার শেষ অংশের উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছেন। (আমার মতে) বায়হাকী (র)-এর এ সমন্বয় প্রয়াস বাস্তবতা হতে যথেষ্ট দূরের। কেননা, আনাস (রা) পরিস্কার বলেছেন যে, "ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি আর তাতে (অর্থাৎ জামা'আতে হাযির হতে) সমর্থ হন নি।" অন্য এক রিওয়ায়াতে তিনি বলেছেন, "এটাই ছিল তার শেষ দর্শন।" আর এ ধরনের ক্ষেত্রে সাহাবীর উক্তি তাবিঈ উক্তির তুলনায় অগ্রগণ্য। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

এ আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য হল ইসলামের সর্ব প্রধান আমলী রুক্ন ও প্রধান কর্মসূচী সালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কেই সকল সাহাবীর ইমাম রূপে অগ্রবর্তী করে দিয়েছিলেন। শায়খ আবুল হাসান আশআরী (র) বলেছেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাঁকে ইমাম নিযুক্ত করা দীন-ইসলামের একটি সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার।" তিনি আরো বলেছেন, 'এবং তাঁকে অগ্রবর্তী করে দেয়া এ কথারও প্রমাণ বহন করে যে, তিনি সাহাবা-ই কিরামের মাঝে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ কুরআনবিদ ছিলেন। কেননা, সকল আলিমের কাছে সর্বসম্মত বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة - فان كانوا فى السنة سواء فاكبرهم سنا - فان كانوا فى السن سواء فاقدمهم مسلما-

"কওমের ইমামত করবে আল্লাহ্র কিতাবের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। কুরআনের ইল্মে তাঁরা সম পর্যায়ের হলে তাঁদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ; সুন্নাহ্র ইল্মে তাঁরা সম পর্যায়ের হলে তবে তাঁদের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়সে সকলে সমান হলে তাদের মাঝে ইসলাম গ্রহণ প্রবীণ ও অগ্রবর্তী ব্যক্তি।" (আমার মতে) আশআরী (র)-এর এ অভিমতটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত।" এ ছাড়া এখানে লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত সব কটি বিশেষণই সমবেত হয়েছে মহান সিদ্দীকের মাঝে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাযী থাকুন এবং তাঁকে তুষ্ট করুন)।

প্রসংগত বিভিন্ন সহীহ্ রিওয়ায়াত সূত্রে প্রমাণিত কোন কোন সালাতে আবূ বকর (রা)-এর পিছনে নবী করীম (সা)-এর সালাত আদায় এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের বর্ণনামতে নবী করীম (সা)-এর অনুগামী মুক্তাদী হয়ে সালাত আদায়, এ দু'য়ের মাঝে মূলত কোন বিরোধ নেই। কেননা, এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভিন্ন ভিন্ন সালাতের ঘটনা। যেমন ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখ হাদীস বিশারদ ও বিদ্বানবর্গ স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন।

প্রাসংগিক আলোচনা ঃ নবী করীম (সা)-এর উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় এবং আবূ বকর (রা)-এর দাঁড়ানো অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর ইক্তিদা এবং অন্যান্য মুসল্লীগণেরও দাঁড়িয়ে আবূ বকর (রা)-এর ইক্তিদা (যা আলোচ্য হাদীসের উপজীব্য)। এ ঘটনার সূত্রে ইমাম মালিক, শাফিঈ ও অন্যান্য বিশিষ্ট আলিমগণ বিশেষত ইমাম বুখারী (র) এ বিষয়ের পূর্ববর্তী বিধান রহিত হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং নবী করীম (সা) ওফাত-পূর্ব অসুস্থতাকালীন এ আমলকে তাঁদের এ অভিমতের দলীলরূপে উপস্থাপন করেছেন। পূর্ববর্তী বিধান সাব্যস্ত হয়েছে বুখারী মুসলিমের সমন্বিত রিওয়ায়াত সূত্রে। বর্ণনা মতে নবী করীম (সা) একবার

উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর কতক সাহাবীকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। কারণ তিনি একটি ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর পাজরে আঘাত পেয়েছিলেন। সাহাবীগণ তাঁর পিছনে (দাঁড়িয়ে) সালাত আদায় করতে শুরু করলে, তিনি তাদের বসে পড়ার ইংগিত করলেন। সালাত সমাপনান্তে তিনি বললেন–

كذالك والذى نفسى بيده تغعلون كفعل فارس والروم يقومون على عظمائهم وهم جلوس – (وقال) انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا ارفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين-

"এভাবেই তো যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমরা করে থাক পারসিক ও রোমানদের ন্যায় আচরণ। ওরা ওদের প্রধানদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে আর নেতারা থাকে উপবিষ্ট (না, এমন করো না)। তিনি আরো বললেন, ইমাম গ্রহণের উদ্দেশ্যই হল, তার অনুগমন করা। তাই ইমাম তাক্‌বীর বললে তোমরা তাকবীর বলবে। তিনি রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে, তিনি রুকূ' হতে মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে; তিনি সিজদা করলে তোমরাও সিজদায় যাবে এবং ইমাম বসে বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও সকলেই বসে বসে সালাত আদায় করবে।" বিদ্বান ও মুজতাহিদ আলিমগণ বলেছেন, পরবর্তীতে ওফাতপূর্ব অসুস্থতাকালে নবী করীম (সা) বসে বসে তাঁদের ইমামত করেছেন এবং তাঁরা দাঁড়ানো ছিলেন। সুতরাং পূর্ববর্তী বিধান রহিত হওয়া প্রমাণিত হল। আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত।

তবে এ অভিমতের প্রতিকূল অভিমত পোষণকারীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে এর বিভিন্ন জবাব উপস্থাপন করেছেন। (কিতাবুল আহ্‌কাম আল-কাবীর এ প্রসংগে বিশদ আলোচনার উপযোগী ক্ষেত্রে সে সব জবাবের সারসংক্ষেপ হল– (ক) কারো কারো মতে এ শেষোক্ত সালাতে সাহাবীগণ উপবিষ্ট ছিলেন, নবী করীম (সা)-এর পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুসরণে। শুধু আবূ বকর (রা) একাকী দাঁড়িয়েছিলেন বিশেষ প্রয়োজনে, অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর অবস্থা মুসল্লীদের গোচরীভূত করার উদ্দেশ্যে; (খ) কারো কারো মতে প্রকৃতপক্ষে এ সালাতে আবূ বকর (রা)-ই ইমাম ছিলেন (যেমন পূর্ববর্তী কোন কোন রিওয়ায়াতে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে)। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আবূ বকর (রা)-এর পরম আদব ও শিষ্টাচার বোধের কারনে তিনি অগ্রবর্তী না হয়ে বরং বাহ্যত তাঁর মুক্তাদী ও অনুগামী রূপে আচরণ করছিলেন। তা হলে এখন বলা যায়, নবী করীম (সা) ইমামের জন্য ইমাম ছিলেন। সাধারণ মুসল্লীদের ইমাম ছিলেন না। সাধারণ মুসল্লীরা যেহেতু আবূ বকর (রা)-এর পিছনে মুক্তাদী ছিলেন এবং তাঁদের ইমাম (আবূ বকর) যেহেতু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই মুসল্লীগণ ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুকরণে সিদ্দীক (রা) না বসার কারণ হল তিনিই ছিলেন মূলত কওমের ইমাম এবং তদুপরি তিনি কওমের কাছে নবী করীম (সা)-এর কর্ম ধারা, আচার-আচরণ, উঠা-বসা ইত্যাদি পৌছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছিলেন। আল্লাহ্‌ই সমাধিক অবগত; (গ) কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করেন এবং কোন কারণবশত সালাতের মাঝে বসে পড়েন, সে ক্ষেত্রে তাঁর পিছনে সালাত আদায় করা যেমন উল্লিখিত ঘটনা ঘটেছিল এবং শুরু হতে বসে বসে সালাত আদায়কারী ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা, এ দু'য়ের মাঝে বিধানের পার্থক্য রয়েছে। প্রথম

ক্ষেত্রে মুকতাদিগণ দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বসে পড়া ওয়াজিব ও অনিবার্য হবে; (ঘ) তবে কেউ কেউ উভয় কূল রক্ষা করে সমন্বয় বিধান করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, ইমাম বসে বসে সালাত আদায় করার সময় মুক্তাদীর জন্য দাঁড়ানো কিংবা বসা উভয়টি জাইয, প্রথমোক্ত বিধানের কারণে উপবিষ্ট ইমামের পিছনে উপবিষ্ট হয়ে এবং শেষোক্ত ঘটনার প্রমানে উপবিষ্ট ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা, উভয় পদ্ধতি বৈধ ও শরীআত সম্মত। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সায়াহ্ন ও ওফাত

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি তীব্র জ্বরে ভুগছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত বুলালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো প্রচন্ড জ্বরে ভুগছেন! তিনি বললেন, "হাঁ, তাই, আমি তোমাদের মত দু'জনের জ্বরের প্রচণ্ডতা ভোগ করে থাকি।" আমি বললাম তাতে কি আপনার জন্য দ্বিগুণ ছাওয়াব ? তিনি বললেন—

نعم والذى نفسى بيده ما على الارض مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الاحط الله عنه خطا ياه كما تحط الشجرة ورقها-

"হাঁ, যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! পৃথিবীর বুকে কোনও মুসলমান কোন রোগ ব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গোনাহগুলি ঝরিয়ে না দেন। যেমনটি গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।" বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি সুলায়মান আল্ আ'মাল ইব্ন মিহ্রান (র) হতে একাধিক সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। হাফিজ আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী (র) তাঁর মুসনাদে বলেছেন, ইসহাক ইব্ন আবূ ইসরাঈল (জনৈক ব্যক্তি সূত্রে) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে, তিনি বলেন, তিনি নিজের হাত নবী করীম (সা)-এর গায়ে রাখার পরে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনার জ্বরের প্রচণ্ডতায় আমি তো আপনার গায়ে হাত রাখতে পারছি না।" তখন নবী করীম (সা) বললেন—

انا معشر الانبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الاجر- ان كان النبى من الانبياء ليبتلى بالقمل حتى يقتله وان كان الرجل ليبتلى بالعرى حتى يأخذ العباءة فيجوبها وان كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء-

"আমরা নবীগণের জামাআত বিপদাপদ ও পরীক্ষা আমাদের জন্য দ্বিগুন করা হয়, আবার ছাওয়াবও আমাদের জন্য দ্বিগুণ হয়। কোন নবী উকুন (দ্বার পোকা) ইত্যাদি দিয়ে বিপদগ্রস্ত হতেন এমন কি তা তার জীবন নাশ করে দিত। কোন নবী তীব্র শীতে বস্ত্রহীনতায় বিপদগ্রস্ত হয়ে 'সাবাজুব্বা জড়িয়ে নিতে বাধ্য হতেন। তবুও তাঁরা নিশ্চিতই বিপদ ও পরীক্ষায় আনন্দিত হতেন যেমন আনন্দিত হতেন সচ্ছলতায়।" এ সনদে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছেন, যার আদৌ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। আল্লাহ সমাধিক অবগত।

বুখারী (র) সুফিয়ান ছাওরী ও শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (র) হতে এবং মুসলিম (র) এ দু'জন সহ জারীর (র) হতে (তিনজনই আ'মাশ হতে)....(মাসরূক সূত্রে) আইশা (রা) হতে রিওয়ায়াত

করেছেন, আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেয়ে কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত হতে কাউকে আমি দেখি নি।" সহীহ্ বুখারীতে ইয়াযীদ ইবনুল জাদ (র) 'আইশা (রা) সনদের হাদীসে রয়েছে, আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেছেন আমার চিবুক ও কণ্ঠার মাঝে, সুতরাং (তাঁর মৃত্যু যাতনা প্রত্যক্ষ করার পর) নবী করীম (সা)-এর পরে আর কারো মৃত্যু-যাতনাকে আমি অপসন্দনীয়তার দৃষ্টিতে দেখব না।" সহীহ্ বুখারীর অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন—

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالا مثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلابه شدد عليه فى البلاء-

"কঠিনতম বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ, তারপর পুণ্যবানগণ, ক্রমান্বয় আদর্শবান ভাল মানুষ, এ ক্রমধারায় (পরীক্ষা চলে) মানুষ তার দীনদারীর পরিমাণে পরীক্ষার সম্মুখীন ও বিপদগ্রস্ত হয়। ধর্মপরায়ণতায় কেউ কেউ মযবূত হলে তার পরীক্ষাও কঠিন করা হয়।" ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইয়াকূব (র) উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে আমি এবং আমার সাথে অনেক লোক মদীনার উঁচু অঞ্চল হতে (মূল) মদীনায় এসে অবতরণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে বিধায় তিনি কথাবার্তা বলতে পারছিলেন না। সুতরাং তিনি নিজের দু'হাত আসমানের দিকে তুলে পুনরায় তা নিজের মুখমণ্ডলের দিকে নামিয়ে আনছিলেন– যাতে আমি বুঝতে পারি যে, তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ কুরায়ব সূত্রে এবং মন্তব্য করেছেন, এটি হাসান গারীব। ইমাম মালিক (র) তাঁর মু'আত্তা গ্রন্থে বলেছেন, ইসমাঈল ইব্ন আবু হাকীম (র) উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে বলতে শুনেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বশেষে যে সব কথা বলেছিলেন সে সবের মাঝে ছিল– তিনি বললেন,

قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد - لا يبقين دينان بارض العرب-

"আল্লাহ ইয়াহূদী ও নাসারাদিগকে ধ্বংস করুন! ওরা ওদের নবীগণের সমাধিসমূহকে সিজদা-স্থলে পরিণত করেছে। আরব ভূমিতে কোন অবস্থায়ই দুটি ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না।" ইমাম মালিক (র) আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্ন আবদুল সাযীয (র) হতে এভাবেই মুরসাল রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য বুখারী ও মুসলিম (র) যুহ্রী (র)-এর হাদীস বরাতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবার মাধ্যমে আইশা ও ইব্ন আব্বাস (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁরা দু'জন বলেন। "অসুস্থতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পেয়ে বসলে তিনি তাঁর একটি চাদর টেনে টেনে নিজের মুখের উপরে রাখতে লাগলেন এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে আসলে আবার তা চেহারা থেকে হটিয়ে দিতে লাগলেন। এরকম (অস্থিরতার) অবস্থায় তিনি বললেন,

لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد-

"ইয়াহূদী-খৃস্টানদের উপর আল্লাহ্র লা'নত ওরা ওদের নবীগণের সমাধিসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।" তিনি ওদের কর্মধারার ব্যাপারে (মুসলমানদের) সর্তক করছিলেন।

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ রাজা আল্ আদীব (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের তিনদিন আগে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি– احسنوا الظن بالله "আল্লাহ্‌র প্রতি 'সুধারণা' পোষণ করবে।" আ'মাশ (র) জাবির (রা) সনদে মুসলিম (র) বর্ণিত কোন কোন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله "আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা না নিয়ে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু পথযাত্রী না হয়।" অন্য একটি (হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন, انا عند ظن عبدى بى فليظن بى خيرا "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা মুতাবিক থাকি। সুতরাং সে যেন আমার প্রতি উত্তম ধারণা রাখে।"

বায়হাকী (র) আরো বলেন, হাকিম (র) আনাস (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের সময় উপস্থিত হলে তাঁর ব্যাপক ও বারংবার উচ্চারিত ওসিয়াত ছিল الصلاة وما ملكت ايمانكم "সালাত এবং তোমাদেও মালিকানাধীন (গোলাম-বাঁদী)। এমন কি বলতে বলতে কথাটি তাঁর কণ্ঠে ঘড় ঘড় করতে থাকল; তাঁর জিহ্বা তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারছিলেন না।" নাসাঈ (র) ও ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আস্‌বাত ইব্ন মুহাম্মাদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (র) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত আসন্নকালে তাঁর ব্যাপক ভিত্তিক বারংবার উচ্চারিত ওসিয়াত ছিল– "সালাত এবং যা তোমাদের মালিকানা কর্তৃত্বাধীন (গোলাম-বাঁদী)! এমন কি কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বুকের মাঝে ঘড়ঘড় করছিল এবং তাঁর জিহবা তা প্রকাশ করতে পারছিল না। নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আহমদ (র) বলেন, বক্‌র ইব্ন ঈসা আর-রাসিকী (র) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে একটি তখতি নিয়ে আসতে বললেন, যাতে তিনি এমন কিছু লিখে দেবেন যার পরে তাঁর উম্মত বিভ্রান্ত হবে না। আলী (রা) বলেন, আমার আশংকা হলো যে, (এখন আমি দূরে গেলে) তাঁর শেষ নিঃশ্বাস আমি পাব না।" (তাই) আমি বললাম, "(আপনি বললে) আমি মুখস্ত করে রাখব এবং সংরক্ষণ করে রাখব।" তিনি (সা) বললেন, اوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت ايما نكم- "আমি ওসিয়ত করছি সালাত, যাকাত এবং তোমাদের মালিকানা (গোলাম-বাঁদী) বিষয়ে।" এ সূত্রে আহমদ (র) হাদীসটি একাকী বর্ণনা করেছেন। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান (র) বলেন, উম্মু সালামাঃ (রা) হতে, তিনি বলেন, ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারবার ওসিয়ত করছিলেন "সালাত এবং তোমাদের মালিকানাধীন! এমন কি তা তাঁর বুকের মাঝে আটকে যেতে লাগল এবং জিহবা তা উচ্চারণ করতে পারছিল না।" নাসাঈ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হুমায়দ ইব্ন মাস্‌আদা (র) উম্মু সালামা (রা) সনদে অনুরূপ। [বায়হাকী (র) বলেছেন, 'আফ্‌ফান (র) উম্মু সালামা (রা) সনদের রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধ।] ইব্ন মাজা এবং নাসাঈ (র) হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র) আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি দেখেছি, তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তাঁর কাছে পানি ভর্তি একটি পেয়ালা ছিল; তিনি নিজের হাত পেয়ালায় ডুবিয়ে পানি দিয়ে নিজের মুখে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, اللهم اعنى على سكرت الموت "ইয়া আল্লাহ ! মৃত্যু যাতনায় আমাকে

সাহায্য করুন!" তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) এটা গরীব বলে মন্তব্য করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, 'ওয়াকী' (র) আইশা (রা) হতে, যে নবী করীম (সা) বলেছেন, ليهون على انى رأيت بياض كف عائشة فى الجنة "আমার কাছে সুখকর মনে হয় যে, জান্নাতে আইশার হাতের (তালুর) শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।" এটি আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা সনদ অভিযোগমুক্ত। এবং এটা মা আইশা (রা)-এর প্রতি নবী করীম (সা)-এর পরম ভালবাসার প্রমাণবহ। লোকজন তাদের প্রেমাধিক্য প্রকাশে বহুবিধ ভাব ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিয়ে থাকে; কিন্তু কেউ অর্থবহ সংক্ষিপ্ত উক্তিতে এ প্রকাশ ভংগীর পর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি। এর কারণ হল, তাদের বক্তব্য থাকে বাস্তবতার সাথে সম্বন্ধ বর্জিত বাগড়াম্বর। আর এ বাণীটি সন্দেহাতীত বাস্তব সত্য।

হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) আইশা (রা)-এর বরাতে বলেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেছেন আমার ঘরে এবং তাঁর ওফাত হয়েছিল আমার বুকে ঠেস দেয়া অবস্থায়। তিনি ইতোপূর্বে অসুস্থ হলে জিবরীল (আ) একটু দু'আ পড়ে তাঁকে 'আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে' সমর্পণ করতেন। তাই, আমিও তাঁকে (সব অনিষ্ট হতে) আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করতে গেলে তিনি নিজের দৃষ্টি আকাশ পানে তুলে বললেন, فى الرفيق الا ع - فى الرفيق الا على "মহান বন্ধুর সকাশে, বন্ধুর সকাশে।" আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (ঘরে) প্রবেশ করলেন, তার হাতে ছিল একটি তাজা (খেজুর) শাখা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সে ডালটির দিকে তাকাতে থাকলে আমার ধারণা হল যে, এটার প্রতি তিনি আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

আইশা (রা) বলেন, সুতরাং আমি সেটি নিয়ে চিবিয়ে নরম করে তা নবী করীম (সা)-কে দিলাম। তিনি সেটি দিয়ে উত্তমরূপে দাঁত মাজলেন। পরে তিনি সেটি আমাকে দিতে গেলে তা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। আইশা (রা) বলেন, এভাবে দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে আল্লাহ পাক তাঁর লালা ও আমার লালা একত্রিত করলেন।" বুখারী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন সুলায়মান ইব্ন জারীর হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) হতে। বায়হাকী (র) বলেন, হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ (র) আইশা (রা)-এর বরাতে বলেন যে, তিনি বলতেন, "আমার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের একটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার 'পালা'র দিনে, আমার ঘরে এবং আমার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন এবং ওফাতের সময় আল্লাহ্ তাঁর লালা ও আমার লালার মাঝে সম্মিলন ঘটিয়েছেন।" (এ প্রসংগে) তিনি পূর্বানুরূপ মিসওয়াকের ঘটনা আরো বিশদভাবে উল্লেখ করেন।

তাতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে,পাত্রে রক্ষিত পানি দিয়ে চেহারা মুছতে মুছতে তিনি বলছিলেন— لا اله الا الله - ان للموت سكرات "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই! নিশ্চয় মৃত্যুর অনেক যাতনা রয়েছে।" তারপর বামহাতের আংগুল উঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "মহান বন্ধুর সকাশে, মহান বন্ধুর সকাশে "! এ ভাবে তাঁর ওফাত হয়ে গেল এবং তাঁর হাত পানিতে (পাত্রে) ঢলে পড়ল।" বুখারী (র)-ও হাদীসটি ভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেছেন, শু'বা (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে এরূপ আলোচনা হতো যে, কোন নবীর ইনতিকাল হয় না যতক্ষণ না তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাত এ দুটির একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়। 'আইশা (রা) বলেন, পরে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তিম অসুস্থতা দেখা দিল তখন (একবার) তাঁর গলার আওয়ায বসে গেলে আমি তাঁকে বলতে শুনলাম

مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا-

" যাদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং পুণ্যবানদের সংগে (রাখুন!) ওরা সংগীরূপে কতই না উত্তম" (৪ ঃ ৬৯)। আইশা (রা) বলেন, তখন আমাদের ধারণা জন্মাল যে, তিনি ইখতিয়ার লাভ করেছেন। -"বুখারী-মুসলিম (র) হাদীসটি আহরণ করেছেন শু'বা (র) থেকে। যুহ্‌রী (র) বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও উরওয়া ইবনুয্ যুবায়র (র) সহ একদল আলিম আমাকে অবহিত করেন যে, 'আইশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সুস্থ থাকাকালে বলতেন যে, انه لم يقبض نبى حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير 'কোন নবীকেই তুলে নেয়া হয় নি যতক্ষণ না তাঁকে জান্নাতে তাঁর অবস্থান ক্ষেত্র দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে।" আইশা (রা) বলেন, পরে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) অসুখে পড়লেন এবং তার মাথা ছিল আমার কোলে। তখন কিছু সময়ের জন্য তিনি চেতনা হারিয়ে ফেললেন। পরে চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি নিজের দৃষ্টি ঘরের ছাদে নিবদ্ধ রেখে বললেন— اللهم الرفيق الا على ইয়া আল্লাহ ! মহান বন্ধু ! আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, এই হচ্ছে সে হাদীসের বস্তবায়ন যা তিনি সুস্থ থাকা কালে আমাদের বলতেন যে, জান্নাতের অবস্থান ক্ষেত্র দেখিয়ে ইখতিয়ার না দেয়া পর্যন্ত কখনও কোন নবীকে তুলে নেয়া হয়নি।" 'আইশা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, "তা হলে এখন আর আপনি আমাদের (সাথে অবস্থানকে) গ্রহণ করছেন না! আইশা (রা) আরো বলেছেন, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উচ্চারিত অন্তিম বাক্যঃ الرفيق الا على "মহান বন্ধু! " যুহরী (র) হতে একাধিক সূত্রে বুখারী-মুসলিম (র) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী (র) 'আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাথা আমার কোলে থাকা অবস্থায় চেতনা হারিয়ে ফেলেন। আমি তাঁর চেহারায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম এবং নিরাময়ের দু'আ করতে থাকলাম। এমন সময় তিনি বলে উঠলেন—

لا بل اسأل الله الرفيق الا على الا سعد مع جبريل وميكائيل اسرافيل-

"না, বরং আল্লাহ্‌র কাছে আমার প্রার্থনা যিনি মহান বন্ধু বরকতময়, জিবরীল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীল (আ)-এর সংগে!"

নাসাঈ (র) হাদীসটি সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, হাফিজুল হাদীস আবূ আবদুল্লাহ (র) প্রমুখ যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেন যে আইশা (রা) তাঁকে বলেছেন যে. ওফাতের পূর্বে যখন নবী করীম (সা) আইশার বুকে হেলান দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর দিকে কান লাগিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন। اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق- "ইয়া আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন এবং আমাকে

রাফীকে আ'লার সাথে মিলিত করুন!" বুখারী-মুসলিম (র) হিশাম ইবন উরওয়াঃ (র)-এর বরাতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহ্মদ (র) ইয়া'কূব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আইশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেছেন আমার বুকে ঠেস দেয়া অবস্থায় এবং আমার পালার দিনে এবং তাতে আমি (হক নষ্ট করে) কারো প্রতি যুলুম করি নি। তবে আমার বয়সের স্বল্পতা ও অপরিপক্কতার দরুন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কোলে ওফাত বরণ করলেন আর তখন আমি বালিশে তাঁর মাথা রেখে দিয়ে উঠে গিয়ে নারীদের মাতম-বিলাপে অংশ নিয়ে মুখমণ্ডলে করাঘাত করতে লাগলাম।

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (র)....'আইশা (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন,

ما من نبى الا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد اليه فيخير بين ان ترد اليه وبين ان يلحق-

"কোন নবীই এর ব্যতিক্রম নন যে, (প্রথমে) তাঁর আত্মা তুলে নেয়া হয় তারপর তাঁর প্রাপ্য বিনিময় (জান্নাত) তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে আত্মা তাঁর কাছে ফেরত পাঠানো হয় এবং তখন তাঁর কাছে ফেরত পাঠানো কিংবা তাঁর (উর্ধজগতে) মিলিত হওয়া এ দুয়ের মাঝে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়।" আমি তাঁর এ বাণী মনে গেঁথে রেখেছিলাম। আমি তাঁকে নিজের বুকের সাথে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। সুতরাং যখন তাঁর ঘাড় ঢলে পড়ল তখন আমি তাঁর দিকে তাকালাম এবং বললাম "তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।" তখন তিনি যা আগে বলেছিলেন আমি তার বাস্ত -বতা উপলব্ধি করলাম। (এর আগে) তিনি যখন দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখেছিলাম। আইশা (রা) বলেন, তখন আমি বলেছিলাম।' এখন তা হলে, আল্লাহ্র কসম ! আমাদের আর গ্রহণ করবেন না।" তখন তিনি বলেছিলেন।" মহান বন্ধুর সংগে জান্নাতে; আল্লাহ যাদের অনুগৃহীত করেছেন- নবীগণ সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণের সংগে; ওরা কতইনা উত্তম বন্ধু।" আহ্মদ (র) একাকী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন; সিহাহ্সিত্তার সংকলকগণ তা উদ্ধৃত করেন নি।

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, আফ্ফান (র)....আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তুলে নেয়া হল, তখন তাঁর মাথা ছিল আমার বুকে। 'আইশা (রা) বলেন, তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলে তার চাইতে সুরভিত কোন ঘ্রাণ আমি আর কোন দিন পাই নি। এটি একটি সহীহ্ সনদ যা সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের শর্তানুরূপ, তবে ছয় গ্রন্থের কোন গ্রন্থকারই তা উদ্ধৃত করেন নি। বায়হাকী (র) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফিজ (র)....উম্মু সালামা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে দিন ইনতিকাল করলেন, আমি তাঁর বুকে হাত রাখলাম। এরপর অনেক সপ্তাহ চলে গেল, আমি পানাহার করতাম উযূ (গোসল) করতাম কিন্তু আমার হাত হতে মিশ্কের ঘ্রাণ তিরোহিত হচ্ছিল না।

আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান ও বাহ্য় (র) আবূ বুরদার (র) হতে তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি ইয়ামানে তৈরী হয় এমন একটি লুঙ্গি এবং 'মুলাব্বাদা' নামে পরিচিত একটি চাদর আমাদের সামনে বের করে দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ দুই

কাপড় পরিহিত অবস্থায় ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন। নাসাঈ (র) ব্যতিরেকে জামা'আতের (ছয় গ্রন্থকারের) সকলেই এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) এটি হাসান-সহীহ্ মন্তব্য করেছেন ।

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, বাহ্য্ (র)....ইয়াযীদ ইবন বারনূস (র) হতে, তিনি বলেন, আমার একজন সংগীসহ আমরা আইশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদের জন্য একটি বালিশ এগিয়ে দিয়ে নিজের জন্য পর্দা টেনে দিলেন, তখন আমার সংগীটি বলল, হে উম্মুল মু'মিনীন! 'ইরাক' (العراك) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, ইরাক আবার কী? তখন আমি আমার সংগীর কাঁধে খোঁচা দিলে আইশা (রা) বললেন, থামো! সাথীকে ব্যথা দিচ্ছো কেন? তারপর বললেন, 'ইরাক তো ঋতু স্রাব! তোমরা তা্ই বলবে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেছেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এক চাদরে আবৃত করে নিতেন এবং আমার মাথা ধরে সোহাগ করতেন–তখন আমার ও তাঁর মাঝে একটি মাত্র কাপড়ের আবরণ থাকত এবং আমি তখন ঋতুবতী থাকতাম। পরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই আমার দরযা অতিক্রম করে যেতেন তখন কোন না কোন একটি কথা আমাকে বলে যেতেন যা দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করতেন।

এভাবে একদিন তিনি চলে গেলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। আবার চলে গেলেন, কিছুই বললেন না, এ ভাবে দু'বার কিংবা তিনবার গেলেন। তখন আমি দাসীকে বললাম, "আমার জন্য দরযার কাছে একটি বালিশ বিছিয়ে দাও।' আর আমি মাথায় পট্টি বাঁধলাম তখন নবী করীম (সা) আমার কাছ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, ياعائشه ما شأنك "আইশা! তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, মাথায় পীড়া বোধ করছি। তিনি বললেন, উহ! আমারও তো ভীষণ মাথা ব্যথা! একটু পরেই তাকে একটি মোটা চাদরে জড়িয়ে নিয়ে আসা হল এবং আমার ঘরে এসে তিনি অন্য সহধর্মিনীদের কাছে খবর পাঠালেন এবং বললেন, "আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং পালা করে তোমাদের ঘরে ঘরে যাওয়ার সামর্থ হারিয়ে ফেলেছি। তাই তোমরা আমাকে অনুমতি দিলে আমি 'আইশার কাছে থাকব।" তখন থেকে আমি তাঁর সেবা শুশ্রুষা করতাম এবং ইতোপূর্বে আমি কোন রোগীর সেবা করতে অভ্যস্ত ছিলাম না। এরকম অবস্থায় একদিনের ঘটনা। তাঁর মাথা ছিল আমার কাঁধের উপর, হঠাৎ তাঁর মাথা আমার মাথার দিকে এলিয়ে পড়লে আমি ভাবলাম যে, আমার মাথায় (মুখে) তাঁর কোন 'চাহিদা' রয়েছে। তখন তাঁর মুখ হতে একটি শীতল ফোঁটা বের হয়ে আমার বুকের ঢালুতে পড়ল। তাতে আমার গা শিহরিত হয়ে উঠল। তখন আমি ধারণা করলাম যে, তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন। এসময় আমি তাঁকে একটি কাপড় দিয়ে আবৃত করে দিলাম। তখন উমর ও মুগীরা ইবন শু'বা (রা) এসে অনুমতি চাইলে তাদের দু'জনকে অনুমতি দিয়ে আমি নিজের সামনে পর্দা টেনে দিলাম। তখন উমর (রা) তাঁকে দেখে বললেন, " হায়! চেতনা হীনতা! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ অচেতনতা কতই না গভীর ! পরে তাঁরা দু'জন উঠে যেতে লাগলেন এবং দরযার কাছে পৌছলে মুগীরা বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন! তখন আমি বললাম. "তুমি মিথ্যা বলেছ, বরং তুমি এমন একজন লোক যে ফিত্না ও বিশৃংখলায় উস্কানী দিতে

ভালবাস। আল্লাহ মুনাফিকদের বিনাশ করে না দেয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করবেন না।" আইশা (রা) বলেন, এরপরে আবূ বকর (রা) এলে আমি পর্দা তুলে দিলাম। তিনি তাঁর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলে উঠলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। রাসূলুল্লাহ (সা) তো ইনতিকাল করেছেন।

তারপর তাঁর মাথার কাছে গিয়ে নিজের মুখ নামিয়ে (তাঁকে) কপালে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, ওয়া নাবিয়্যাহ- হায় নবীজী ! তারপর মাথা তুললেন এবং আবার নিজের মুখ নামিয়ে তাঁর কপালে চুমু খেলেন; তারপর বললেন, ওয়া সাফিয়্যাহ! হে আল্লাহ্র মনোনীত জন! পরে মাথা তুলে আবার মুখ নামিয়ে এনে তাঁর কপালে চুমু খেলেন এবং পরে বললেন, ওয়া খালীলাহ্! হে আল্লাহর বন্ধু! রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন।" এ কথা বলে আবূ বকর মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেলেন, সেখানে তখন উমর (রা) কথা বলছিলেন এবং লোকদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "আল্লাহ মুনাফিকদের বিনাশ না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্র ওফাত হতে পারে না।" তখন আবূ বকর (রা) কথা বললেন, আল্লাহ্র হামদ ও ছানা পাঠ করার পরে বললেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন–انك ميت وانهم ميتون তুমি মরণশীল ওরাও মরণশীল" (৩৯ ঃ ৩) পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه-

(এবং মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর আগে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে হত্যার শিকার হয়, তবে তোমরা কি পিছন দিকে ফিরে যাবে ? এবং যে পিছন দিকে ফিরে যাবে (৩ ঃ ১৪৪) পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

তারপর বললেন, সুতরাং যারা আল্লাহ্র ইবাদাত করেছে তারা জেনে রাখুক আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, মৃত্যুবরণ করবেন না। আর যারা মুহাম্মাদের পূজা করত তো, মুহাম্মদ তো মারা গেলেন।" তখন উমর (রা) বললেন। এ আয়াতও কি আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে। আমার তো খোঁজই ছিল না যে এসব আয়াত কুরআনে রয়েছে!"....পরে উমর (রা) বললেন, "এই তো আবূ বকর ইনিই মুসলমানদের (বিভক্তিতে) সম্মিলন ক্ষেত্র।" সুতরাং সকলে তাঁর হাতে বায়া'আত কর, তাঁর হাতে বায়'আত কর।" আবূ দাউদ (র) এবং শামাইল গ্রন্থে তিরমিযী (র) মারহূম ইবন আবদুল আযীয আল সাত্তার (র) সূত্রে....ঐ সনদে হাদীসটির অংশবিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফিজ (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আবূ বকর (রা) 'সুন্হ' (মহল্লা)-এ অবস্থিত তাঁর বাড়ি থেকে একটি ঘোড়ায় চড়ে মদীনায় এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেখানে কোন কথা না বলে 'আইশা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে গেলেন। তাকে তখন একখানি বুটিদার চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছিল। আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-এর চেহারা উন্মুক্ত করলেন এবং ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন ও পরে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান! আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ কখনোই আপনাতে দুটি মৃত্যু সমবেত করবেন না। আর যে

মৃত্যু আপনার জন্য লিখে দেয়া হয়েছিল, তা তো তিনি আপনি বরণ করেছেন।" যুহ্রী (র) বলেন, আবূ সালামা (র) ইবন আব্বাস (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আবূ বকর (রা) (আইশার হুজরা হতে) বের হয়ে লোকদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, উমর বস! কিন্তু উমর (রা) বসতে অস্বীকৃত হলেন। তিনি আবার বললেন, উমর! বসে পড়! উমর (রা) এবারও বসতে স্বীকৃত হলেন না। তখন আবূ বকর (রা) ভাষণ পূর্ববর্তী হামদ ও ছানা পাঠ শুরু করলে লোকেরা তাঁর দিকে মনোযোগী হল। তিনি বললেন, এরপর আপনাদের মাঝে যারা মুহাম্মদের পূজা করত, (তারা জেনে রাখুক) মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহ্র 'ইবাদত করত তারা জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل - اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ-

(৩ ঃ ১৪৪) বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম! মনে হচ্ছিল যে, আবূ বকর (রা) আয়াতটি তিলাওয়াত করার আগে পর্যন্ত লোকেরা অবগতই ছিল না যে, আল্লাহ পাক এ আয়াতটি নাযিল করেছিলেন। লোকেরা তখন আয়াতটি মুখে মুখে লুফে নিল এবং মজলিসে এমন একজন লোকও ছিল না যাকে তা তিলাওয়াত করতে শোনা গেল না। যুহরী (র) আরো বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, উমর (রা) বলেছেন, "আল্লাহ্র কসম! ব্যাপারটি এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবূ বকর যখন আয়াতিটি তিলাওয়াত করলেন তখনই আমার উপলব্ধি হল যে, হাঁ এটাই বাস্তব ও মহা সত্য। আমি যেন অবশ হয়ে গেলাম, আমার পা দুখানি আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছিল না। এমন কি আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। আবূ বকরের তিলাওয়াত শুনে আমার বোধোদয় হল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সত্যই ইনতিকাল করেছেন।" বুখারী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্য়া ইবন বুকায়র (র) সূত্রে।

হাফিজ বায়হাকী (র) ইবন লাহী'আ (র) সূত্রের....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত বিষয়ক আলোচনায় উরওয়া ইবনুয্ যুবায়র (র) হতে....তিনি বলেন,। "উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে বক্তৃতা করতে লাগলেন এবং হুমকি দিতে লাগলেন এই বলে-যে বলবে 'মারা গিয়েছেন' তাকে খুন করবো এবং কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। তিনি বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চেতনা হারিয়েছেন। কেউ তিনি মারা গেছেন বললে তাকে খুন করা হবে, কেটে ফেলা হবে।" ওদিকে 'আমর ইব্ন কায়েস ইব্ন যাইদা ইবনুল আসম ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) মসজিদের শেষ প্রান্তে তিলাওয়াত করছিলেন,

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل-

মসজিদে সমবেত লোকদের কান্নার ঢেউ উঠছিল। কেউ কারো কথা শোনার অবকাশ ছিল না। তখন আব্বাস ইবনুল মুত্তালিব (রা) লোকদের সামনে বেরিয়ে এসে বললেন। "লোক সকল! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত সম্পর্কে তোমাদের কারো কাছে তাঁর কোন বাণী-অংগীকার রয়েছে কি? তবে তা আমাদের শোনাও! তারা বলল, না। তিনি বললেন, উমর

"তোমার কি এ বিষয় কিছু জানা আছে? তিনিও বললেন, না। তখন আব্বাস (রা) বললেন, 'লোক সকল! সাক্ষী থাক! রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ওফাত (না হওয়া) সম্পর্কে কারো কাছে কোন বাণী-অংগীকার রেখে গিয়েছেন বলে কেউ সাক্ষ্য দিচ্ছেনা। যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই! তাঁর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করছেন।" বর্ণনাকারী বলেন, ওদিকে আবূ বকর (রা) তাঁর 'সুন্হ' (মহল্লা)-র বাড়ী হতে একটি বাহনে চড়ে এসে মসজিদের দরযায় অবতরণ করলেন। তিনি বিপর্যস্ত ও দুঃখ ভারক্রান্ত হয়ে আসলেন। প্রথমে তিনি আপন কন্যা আইশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ অনুমতি চাইলেন। আইশা (রা) তাঁকে অনুমতি দিলেন তিনি প্রবেশ করলেন। ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে যাওয়ায় তাঁকে বিছানায় (শুইয়ে) রেখে মহিলারা তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন। তাঁরা এখন নিজেদের মুখ ওড়না আবৃত করে আবূ বকর (রা) হতে পর্দা করলেন।

তবে আইশা (রা) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তখন আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা উন্মুক্ত করে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং তাঁকে চুমু খেতে ও কাঁদতে লাগলেন। এবং বললেন। "ইবনুল খাত্তাব যা বলছে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা) ওফাত বরণ করেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপরে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। জীবনে ও মরণে আপনি কতই না সুন্দর সুরভিত। এরপর তাঁকে আচ্ছাদিত করে দিয়ে দ্রুত মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেলেন এবং লোকদের ডিংগিয়ে ডিংগিয়ে মিম্বর পর্যন্ত পৌছলেন। আবূ বকর কে তাঁর দিকে আগত দেখে উমর (রা) বসে পড়লেন। আবূ বকর (রা) মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করলেন। তারা বসে গিয়ে নিরব হলে আবূ বকর (রা) তাঁর তাশাহ্হুদ (হাম্দ ও দুরূদ) পাঠ করলেন এবং বললেন, মহান মহীয়ান আল্লাহ্র নবী তোমাদের মাঝে হায়াতে থাকাকালেই স্বয়ং তাঁর কাছে তাঁর মৃত্যুর আগাম শোক সংবাদ ও পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন এবং তোমাদের কাছেও তোমাদের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যুই অনিবার্য।" (মৃত্যুর হাত হতে কারো রেহাই নেই) এমন কি এক মাত্র মহান মহীয়ান আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিদ্যমান থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل- তখন উমর (রা) বললেন, এ আয়াতটি কুরআন শরীফে রয়েছে? আল্লাহর কসম! আমার তা (যেন) জানাই ছিল না যে, এ আয়াতটি আজকের আগে নাযিল করা হয়েছে! আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে আরো বলেছেন– انك ميت وانهم ميتون আপনি মরণশীল, তাদেরও মরতে হবে (৩৯ ঃ ৩০)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন— كل شيئ هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون- আল্লাহ্র সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৮ ঃ ৮৮) তিনি আরো ইরশাদ করেন—

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام-

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর; অবিনশ্বর কেবল তোমরা প্রতিপালকের সত্ত্বা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব (৫৫ ঃ ২৬-২৭)। তিনি আরো ইরশাদ করেন–

كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة-

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে (৩ ঃ ১৮৫)।

আবূ বকর (রা) আরো বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে জীবন দিয়েছিলেন এবং ততদিন বিদ্যমান রেখেছিলেন যতদিনে তিনি আল্লাহ্‌র দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আল্লাহর আদেশ প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্‌র রিসালাত ও পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে ঐ অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। তিনি তো তোমাদেরকে যথার্থ পথের উপর রেখে গিয়েছেন। সুতরাং এখন কেউ ধ্বংস হলে তা হবে একমাত্র প্রমাণপ্রাপ্তি ও 'নিরাময়' ব্যবস্থার পরে (অর্থাৎ সে নিজের ধ্বংসের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারবে না)। সুতরাং আল্লাহ যার প্রতিপালক তা আল্লাহ তো চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। আর যারা মুহাম্মদের পূজা করেছে এবং তাঁকে ইলাহ্-এর মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে, তার ইলাহ তো হালাক হয়ে গেল। অতএব, লোক সকল! আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, তোমাদের দীনকে মযবূত আঁকড়ে ধর এবং তোমাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখো। কেননা, আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্‌র কালিমা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যে আল্লাহকে সাহায্য করবে ও তাঁর দীনকে স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবে আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী। আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদের মাঝে রয়েছে। তা হচ্ছে নূর ও জ্যোতি শিফা ও নিরাময়। এবং তা দিয়ে আল্লাহ্ পথ দেখিয়েছেন মুহাম্মদ (সা)-কে। তাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র হালাল ও হারামের বিধান। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহর্ সৃষ্টি জগতের যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ ঘটালে তার আমরা তোয়াক্কা করব না (কেননা) আল্লাহ্‌র তরবারি কোষমুক্ত; তা আমরা এখনও রেখে দেই নি। আমরা আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সংগে থেকে যে ভাবে জিহাদ করেছি এখনও আমাদের প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধবাদীদের সাথে জিহাদ অব্যাহত রাখব। সুতরাং কেউ বাড়াবাড়ি করতে চাইলে তা সে আত্মঘাতীরূপেই করবে।"

এ সারগর্ভ ও অভাবিত ভাষণের পর মুহাজিরগণ আবূ বকর (রা)-এর সংগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ফিরে গেলেন। এ পর্যায়ে রাবী নবী করীম (সা)-এর গোসল, কাফন, তাঁর জানাযার সালাত ও তাঁর দাফন সম্পর্কিত বিবরণ দেন। (আমরা অবিলম্বে যথাস্থানে সে সবের প্রমাণ সমৃদ্ধ বিবরণ উপস্থাপন করব- ইনশা আল্লাহ তা'আল্য)।

ওয়াকিদী (র) তার উস্তাদগণের বরাতে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে কেউ বলল তিনি ইনতিকাল করেছেন, অন্য কেউ বলল, তিনি ইনতিকাল করেন নি। তখন আসমা' বিনত উমায়স (রা) তাঁর হাত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুই কাঁধের মাঝে রেখে দিয়ে বললেন: রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চিতরূপেই ইনতিকাল করেছেন। (কেননা) তাঁর গ্রীবা-সন্ধি হতে নবুয়তের মোহর তুলে নেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আলামত দিয়েই তাঁর ওফাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। হাফিজ বায়হাকী (র) ও তাঁর দালাইলুন নাবুওয়্যাহ গ্রন্থে ওয়াকিদী সূত্রে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি দুর্বল রাবী এবং তার শায়খ ও ঊর্ধতন রাবীদেরও নাম পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তদুপরি রিওয়ায়াতটি সর্ব বিবেচনায় মুনকাতি' সনদ বিচ্ছিন্ন এবং প্রামাণ্য বর্ণনার পরিপন্থী। তা ছাড়াও এতে রয়েছে চরম অভিনবত্ব, অর্থাৎ নবুওয়াতের মোহর উঠিয়ে নেওয়ার দাবী। -আল্লাহই সমধিক অবগত।

ওয়াকিদী ও অন্যান্যরা ওফাত প্রসংগে অনেক আজগুবী ও অভিনব বিবরণ দিয়েছেন। আমরা সেগুলির সনদের দুর্বলতা এবং মূল পাঠের অপ্রামাণ্যতা লক্ষ্য করে তার অধিকাংশই বর্জণ করাই শ্রেয় মনে করেছি। বিশেষতঃ শেষ যুগের পেশাদার ওয়ায়েজ ওকথকদের উপস্থাপিত অভিনব ও মুখরোচক কাহিনী সমূহ, যার অধিকাংশই নিংসন্দেহে জাল ও বানোয়াট। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে বিবৃত সহীহ্ ও হাসান পর্যায়ের হাদীসসমূহই প্রাসংগিক বিশদ বিবরণের জন্য যথেষ্ট এবং অপরিজ্ঞাত সনদ যুক্ত ও হাদীস নামে প্রচলিত মিথ্যা জাল কথাগুলি দিয়ে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন কিংবা যৌক্তিকতা নেই।-আল্লাহই সম্যক অবগত।

রাসূল (সা)-এর ওফাতের পরে ও তাঁর দাফনের পূর্বে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

এ সময়ের ঘটনাবলীর মাঝে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র জন্য সর্বাধিক বরকতপূর্ন ঘটনা হলো আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হতে বায়'আত ও তাঁর খিলাফাতের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা ও স্বীকৃতি। এ ঘটনার সূত্র হল, যে দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হল ঠিক সে দিন ভোর বেলায়ই আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুসলমানদের ইমাম হয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। এ সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বিগত কয়েক দিনের অসুস্থতাজনিত দুর্বলতা ও অচেতনতা হতে সাময়িক সুস্থতা বোধ করেছিলেন এবং দরযার পর্দা তুলে ধরে আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়রত মুসলমানদের প্রত্যক্ষ করে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চেহারা অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এমন কি মুসলমান মুসল্লীবৃন্দ তাদের প্রিয়তম নবীর সুস্থতা দর্শনের আনন্দাতিশয্যে তাঁদের সালাতে থাকার কথা ভুলে যেতে বসেছিলেন এমন কি সালাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে আসার উপক্রম করছিলেন এবং আবূ বকর (রা) নিজেও নবী করীম (সা)-এর আগমন সম্ভাবনায় ইমামের স্থান ছেড়ে দিয়ে পিছনে মুকতাদীর সারিতে শামিল হতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন নবী করীম (সা) তাঁদের নিজ নিজ অবস্থায়' থাকার ইংগিত করে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন এবং এটাই ছিল নবী করীম (সা)-কে মুসলমানদের শেষ দর্শন। আবূ বকর (রা) সালাত শেষে নবী করীম (সা)-এর কাছে গেলেন এবং আইশা (রা)-কে বললেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসুস্থতা কম হতে চলেছে দেখছি। আর আজ বিনত খারিজার (আবূ বকর (রা)-এর দু'স্ত্রীর একজন যিনি মদীনার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সুনহ্ মহল্লায় বসবাস করতেন) পালার দিন (তাই সেখান থেকে ঘুরে আসি)। সুতরাং তিনি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল সে দিনই প্রথম প্রহরের শেষ দিকে, মতান্তরে দুপুরের সময়। আল্লাহই সমধিক অবগত।

তাঁর ওফাতের পর সাহাবা-ই কিরামের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল। কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন, কেউ বলছিলেন, ইনতিকাল করেন নি। তখন সালিম ইব্ন 'উবায়দ (রা) সুন্হে সিদ্দীক (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত সম্পর্কে অবহিত করলেন। সিদ্দীক (রা) খবর পাওয়া মাত্র তাঁর বাড়ি হতে রওয়ানা করে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর চেহারার আবরণ উন্মুক্ত করে তাঁকে চুমু

খেলেন এবং তাঁর ওফাত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে লোকদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি সব সন্দেহের অপনোদন ও সব প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের ঘোষণা দিলেন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আগত লোকেরা তার কাছে সমবেত হল এবং সাহাবীদের জামাআত তাঁর হাতে বয়'আত গ্রহণ করল। তবে কতক আনসারীর (রা) মনে বিষয়টিতে খটকা বাঁধে এবং তাদের কারো কারো কাছে একজন আনসারীকে খলীফা মনোনয়ন সমীচীন মনে হলো।

কেউ আবার আপোষ রফার পন্থায় মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন আমীর এবং আনসারদের পক্ষে একজন আমীর হওয়ার কথা বলতে লাগলেন। এ পরিস্থিতিতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁদের কাছে স্পষ্ট করে দিলেন যে, (বিধান মতে) খিলাফতের পদাধিকারী রূপে কুরায়শদের মধ্য হতেই কেউ মনোনীত হবেন। ফলে তাঁরা সকলে আবূ বকরের আনুগত্যে আস্থা জ্ঞাপন করলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

বনূ সাঈদা ঃ মজলিস ঘরের ঘটনা

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, ইসহাক ঈসা আত-তাব্বা' (র) ইব্ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রে ফিরে এলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা)-কে 'পাঠ' শোনাতাম; তিনি এসে আমাকে প্রতীক্ষমান দেখলেন–এটা ছিল উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর শেষ হজ্জের সময় মিনার ঘটনা। তখন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বললেন, এক ব্যক্তি উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এসে বলল, 'অমুক' লোক বলে যে, "উমরের মৃত্যু হলে আমি অমুকের হাতে বায়'আত করবো।

তখন উমর (রা) বললেন, "ইনশা'আল্লাহ। আজ বিকালে আমি লোকদের সমবেত করে ভাষণ দেব এবং এ কেফর্কা সম্পর্কে সতর্ক করে দেব যারা জনতার হাত থেকে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়।" আবদুর রহমান বলেন, আমি তখন বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! এমন করবেন না।

কেননা, হজ্জের মওসুমে অনেক সাধারণ ও গোলমাল পাকানো লোকের সমাবেশ ঘটে। আর আপনার মজলিসে এদের সংখ্যাই বেশী থাকে। তাই, আমার আশঙ্কা, হয় যে, আপনি লোকদের সামনে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেও এ সব লোক তা বুঝে না বুঝে দৌড়াতে শুরু করবে এবং তারা যথাযথ সংরক্ষণ করবে না, যথার্থ ক্ষেত্রে ও পাত্রে তা প্রয়োগও করবে না। বরং আপনি মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন! কেননা, মদীনা হচ্ছে হিজরাত ও সুন্নাতের কেন্দ্র। সেখানে আপনি উম্মাহ্র আলিমকূল ও অভিজাত শ্রেণীকে একান্তে পাবেন এবং তখন আপনি ধীরে স্থিরে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন। ফলে তাঁরা আপনার বক্তব্য যথাযথ রূপে অনুধাবন ও সংরক্ষণ করে তা যথাস্থানে প্রয়োগ করবেন। উমর (রা) বললেন, "সুস্থ দেহে আমি মদীনায় পৌঁছুতে পারলে আল্লাহ চাহেন তো সেখানে আমার প্রথম বক্তব্য প্রদানের সুযোগেই আমি এ বিষয় লোকদের সামনে বক্তব্য রাখব। তারপর জিলহজ্জের শেষ দিকে যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং শুক্রবার দুপুর হতে না হতে আমি 'চোখ বুঁজে'

(মসজিদের দিকে) ছুটে চললাম।[১] গিয়ে দেখি সা'ঈদ ইব্ন যায়দ আমার আগেই এসে গিয়েছেন এবং মিম্বারের ডান স্তম্ভের কাছে বসে রয়েছেন। আমি গিয়ে তার বরাবরে বসলাম–এভাবে যে আমার হাঁটু তাঁর হাঁটুকে স্পর্শ করছিল। আমির বসতে না বসতেই 'উমর (রা) এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে আমি বললাম এ অপরাহ্নে এ মিম্বরে তিনি এমন কিছু বলবেন যা ইতোপূর্ব কেউ বলেন নি, সা'ঈদ ইব্ন যায়দ এমন সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করে বললেন। 'কেউ বলেন নি। এমন কীইবা তাঁর বলার থাকতে পারে?" তখন 'উমর (রা) মিম্বারে উঠে বসলেন। মু'আয্যিন (আযান শেষে) নিরব হলে তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র যথোপ্যোগী ছানা পাঠের পর বললেন, তারপর....লোক সকল! আমি আপনাদের সামনে একটি বিশেষ কথা বলতে চাই সে কথাটি বলা যেন আমার জন্যেই নির্ধারিত রাখা হয়েছে; আমি জানি না, হয়ত বা তা আমার মৃত্যুর পূর্বাভাস।

সুতরাং যে তা যথাযথ অনুধাবন ও সংরক্ষণ করতে পারবে, সে যেন যেখানেই তার বাহন তাকে পৌঁছে দেয়া সেখানেই তা বর্ণনা করে। আর যে তা সংরক্ষণ করতে পারবে না, (সে যেন তা বর্ণনা না করে, কেননা) তাকে আমার নামে অসত্য প্রচারের বৈধতা দিতে আমি প্রস্তুত নই। আল্লাহ মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপরে কিতাব নাযিল করেছেন। তিনি যা নাযিল করেছেন তার মাঝে 'রাজম' (ব্যভিচারীকে কংকরাঘাতে মেরে ফেলার) বিধান সম্পর্কিত আয়াতও ছিল। আমরা সে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, তার মর্ম অনুধাবন করেছি এবং তা হৃদয়ঙ্গম করেছি। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) 'রাজ্ম' বাস্তবায়িত করেছেন, আমরাও তার পরে রাজ্ম করেছি। এখন আমার আশংকা হচ্ছে যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে (লোকেরা তা ভুলে যাবে এবং) কেউ হয়ত বলে বসবে– আল্লাহ্র কিতাবে তো রাজ্ম সম্পর্কিত আয়াত খুঁজে পাচ্ছি না, ফলে তারা মহান মহীয়ান আল্লাহ্র নাযিলকৃত ও নির্ধারিত একটি ফরয বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হবে।

সুতরাং রাজ্ম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) ব্যাভিচারীর জন্য আল্লাহ্র কিতাবের বাস্তব বিধান– যদি সে বিবাহিত হয়ে থাকে–পুরুষ ও নারী যেই হোক না কেন। সাক্ষ্য প্রমাণে সাব্যস্ত হলে কিংবা গর্ভ দেখা দিলে কিংবা স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে। শোন! আমরা কিন্তু তিলাওয়াত করতাম– لا ترغبوا عن ابائكم فان كفرابكم ان ترغبون عن ابائكم "তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষের প্রতি অনীহা বোধ কর না। কেননা, পূর্ব পুরুষের প্রতি অনীহা বোধ তোমাদের জন্য কুফরী তুল্য। "শোন! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لا تطرونى كما اطرى عيسى بن مريم – فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله-

"তোমরা আমার প্রশংসা ও মর্যাদা দানে বাড়াবাড়ি করো না। যেমনটি ঈসা ইব্ন মারয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি (করে তাকে খোদা ও খোদার পুত্র সাব্যস্ত) করা হয়েছে, আমিতো একজন বান্দা মাত্র। তাই তোমরা বলবে– আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।" আমার কানে পৌঁছেছে যে

---

১. এখানে ব্যস্ততা বুঝাবার জন্য মূল আরবীতে عجلت الرواح صكة الاعمى রয়েছে যার আক্ষরিক অর্থ অন্ধের হুমড়ি খাওয়ার মত তাড়াতাড়ি গেলাম। অধস্তন রাবীর প্রশ্নের জবাবে উর্ধ্বতন রাবী মালিক (র) صكة الاعمى -র তরজমা করেছেন শীত-গ্রীষ্ম (বর্ষার) পরোয়া না করে বেরিয়ে পড়া। -অনুবাদক

তোমাদের কেউ কেউ এমন উক্তি করে যে, উমরের মৃত্যু হলেই আমি তখন অমুকের হাতে আনুগত্যের বায়'আত করব। শোন কেউ যেন এমন কথা বলে আত্ম প্রতারণার শিকার না হয় যে, আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত ছিল আকস্মিক ও অচিন্তাপ্রসূত ব্যাপার যা শেষ হয়ে গিয়েছে। শোন! তা যেমন হওয়ার ছিল তেমনই হয়েছে– সে যা-ই হোক, সে পরিস্থিতির অকল্যাণ হতে আল্লাহ হিফাজত করেছেন। আর আজ তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, আবূ বকরের ন্যায় যার সামনে সকলেরই মাথা নুয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত লগ্নে তিনিই ছিলেন আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। 'আলী ও যুবায়র এবং তাঁদের সমর্থকরা রাসূল তনয়া ফাতিমা (রা)-র ঘরে অবস্থান করে তা থেকে বিরত রইলেন। আর পিছিয়ে রইলেন আনসারীরা সকলেই–বনূ সাকীফার মজলিস ঘরে। এ দিকে মুহাজিররা সমবেত হলেন আবূ বকরের কাছে। তখন আমি তাঁকে বললাম, আবূ বকর! চলুন আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের কাছে যাই। আমরা তাঁদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে দু'জন পুণ্যবান লোক আমাদের সাথে সাক্ষাত করে ঐ সম্প্রদায়ের কর্মসূচী সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন। তাঁরা বললেন, মুহাজির সমাজ! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের উদ্দেশ্য বের হয়েছি। তারা বললেন, "তাদের কাছে যাওয়া আপনাদের জন্য অপরিহার্য কিছু নয়; মুহাজির সমাজ! আপনারা তো নিজেদের বিষয়টি নিজেরাই ফায়সালা করে নিতে পারেন।"

আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাঁদের কাছে যাচ্ছি। সে মতে আমরা চলতে থাকলাম এবং বনূ সা'ঈদা-য় তাদের উন্মুক্ত মজলিস ঘরে উপনীত হয়ে দেখলাম তাঁরা সেখানে সমবেত রয়েছেন এবং তাঁদের মাঝখানে বস্ত্রাবৃত এক ব্যক্তি। আমি বললাম, ইনি কে? তাঁরা বললেন ইনি সা'দ ইব্ন উবাদাঃ। আমি বললাম, তাঁর কী হয়েছে? তাঁরা বললেন অসুস্থ। আমরা বসে পড়লে তাঁদের মুখপাত্র বক্তা দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র যথোপযোগী প্রশংসা স্তুতি করার পরে বললেন,...এরপর, আমরা তো আল্লাহর (দীনের) আনসার এবং ইসলামের সেনানী, আর হে মুহাজির সমাজ! আপনারা আমাদের নবীর সম্প্রদায়–ইতোমধ্যে আপনাদের একটি গোপন চক্র আন্দোলন শুরু করেছে– আপনাদের ইচ্ছা আমাদের মূল থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করা এবং খিলাফতের বিষয়টিতে আমাদের জন্য প্রতিবন্ধক দাঁড় করানো।" মুখপাত্র তাঁর বক্তব্য শেষ করে নিরব হলে আমি উমর তার জবাবে কথা বলতে উদ্যত হলাম। ইতোপূর্বে আমি একটি ভাষণ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলাম যা আমার খুবই মনঃপূত ছিল এবং আমার ইচ্ছা ছিল তা আবূ বকরের সামনেই উপস্থাপন করব।

তিনি যেহেতু ছিলেন স্বভাব উদার, তাই তাঁর ব্যাপারে আমি এক বিশেষ পরিমাণ উদারতার কথা ভাবছিলাম। তবে তিনি ছিলেন আমার চাইতে অধিক প্রজ্ঞাবান ও অধিক স্থৈর্যের অধিকারী শ্রদ্ধার পাত্র। আল্লাহ্র কসম! তিনি যখন বলতে শুরু করলেন তখন তাঁর তাৎক্ষণিক অথচ সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তব্যে এমন একটি শব্দও বাদ রাখলেন না যা সাজানো গোছানো আমার প্রস্তুতকৃত বক্তৃতায় আমাকে আত্মপ্রীত করে রেখেছিল।

তিনি বললেন,....এরপর আপনারা যা উল্লেখ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে আপনাদের প্রাপ্য। তবে এ নেতৃত্বের বিষয়টি আরববাসীরা এ কুরায়শ গোত্র ব্যতীত অন্য কারো জন্য স্বীকার করে না। এরা অভিজাত্য ও অবস্থান বিচারে আরবের মধ্যমণি। আমি আপনাদের জন্য এ

দু'জন মহান ব্যক্তির যে কোন একজন গ্রহণের কথা সানন্দ সমর্থন করছি–এ দুজনের যাকে আপনাদের পসন্দ হয়। একথা বলে তিনি আমার হাতে এবং আবূ উবায়দাঃ ইব্‌নুল জার্‌রাহ্-এর হাতে ধরলেন। তখন তাঁর কোন কথাই আমার অপসন্দ হল না; কিন্তু আমার নাম প্রস্তাব সম্পকীর্ত তাঁর এ কথাটি আমার কাছে অসহনীয় মনে হল। আল্লাহ্‌র কসম! আমার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাকে এগিয়ে দেয়া, যদি তা কোন পাপের ব্যাপার না হতো, তা ছিল আমার কাছে আবূ বকরের উপস্থিতিতে কোন জাতির উপরে আমার নেতা সেজে বসার চাইতে অধিকতর পসন্দনীয়, তবে যদি মৃত্যুকালে আমার মনঃজগতে কোন বিকৃতি সাধিত হয় সে ভিন্ন কথা। তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন,"আমিই এ ব্যাধির পরীক্ষিত মহৌষধ এবং এ রোগের ধন্বন্তরী মন্ত্র"[১] আমার কাছেই রয়েছে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর এবং আপনাদের মধ্য হতে একজন আমীর- আমার কুরায়াশী ভাইয়েরা! ["বর্ণনা কারী বলেন, আমি মালিক (ইব্‌ন আনাস) কে বললাম, انا جذيلها المحكك وعذ يقها المرجب- কথাটির অর্থ কি? তিনি বললেন, সে যেন বলতে চাচ্ছিল, "আমার কাছেই রয়েছে এ সমস্যা সমাধানের সুচিন্তিত অভিমত।] ফলে গোলামাল বেড়ে গেল এবং হৈচৈ শুরু হয়ে গেল এবং বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিল। তখন আমি (উমর) বললাম, আবূ বকর! আপনার হাত প্রসারিত করুন! তিনি হাত প্রসারিত করলে আমি বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করলাম এবং মুহাজিরগণ তাঁর হাতে বায়'আত হলেন। তারপর আনসারগণও তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। আমরা তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদাঃ (রা)-র উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তখন তাঁদের একজন বলে উঠল–তোমরা তো সা'দকে শেষ করে দিচ্ছো। আমি বললাম, আল্লাহ্‌ই সা'দকে শেষ করেছেন। 'উমর (রা) বলেন, শোন! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম তাতে আবূ বকরের হাতে বায়'আত করার চেয়ে উপযোগী কোন সমাধান আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না।

কেননা, আমাদের আশংকা ছিল যে, কোন প্রকার বায়'আত অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে যদি আমরা সমবেত লোকদের ঐ অবস্থায় রেখে যাই তবে হয়ত আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা কোন নতুন বায়'আত সম্পাদিত করবে। তখন হয়ত আমাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আমরা তাদের সে বায়'আতের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবো। কিংবা তাদের বিরোধিতা করব, যার পরিণতি হবে বিশৃংখলা। কেননা, মুসলিম জনতার সাথে আলোচনা পরামর্শ ব্যতিরেকে কেউ আমীররূপে কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করলে যে বায়'আত করল এবং যার হাতে বায়'আত করল এর কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়– তারা উভয়ই মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত।" রাবী মালিক (র) বলেন, ইব্‌ন শিহাব (র) উরওয়া (র) হতে আমাকে খবর দিয়েছেন যে, পথে সাক্ষাতকারী লোক দুজন ছিলেন 'উয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদাঃ ও মা'আন ইব্‌ন 'আদী (রা)। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আর সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাব (র) আমাকে অবহিত করেন যে, انا جذيلها .... المرجب- উক্তিটি করেছিলেন হুবাব ইব্‌নুল মুন্‌যির (রা)। সিহাহ্ সিত্তা বিদগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে হাদীসটি যুহরী

---

১. انا جذ يلها المحكك وعذيقها المرحب (আক্ষরিক অর্থে খুজলী আক্রান্ত উটের গা চুলকাবার জন্য গাঁছের গুঁড়ি এবং পাথর জড়ো করে গোড়ায় ঠেস দেয়া দীর্ঘকায় খেজুর গাছ) অর্থাৎ মনের মত বিষয় ও নিরুপায়ের উপায়।

(র) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) এবং হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) আবদুল্লাহ (অর্থাৎ) ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে, বর্ণনা করেন- তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে আনসারীরা বললেন, আমাদের মধ্যথেকে একজন আমীর ও আপনাদের (মুহাজিরদের) মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন। তখন উমর (রা) তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন, হে আনসারী সমাজ! তোমারা কি অবগত নও যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকরকে লোকদের ইমামত করার হুকুম দিয়েছিলেন? এখন তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে, আবূ বকরের চাইতে অগ্রবর্তী হওয়া তার মনঃপুত হবে? তখন আনসারীগন বললেন, ন'উযুবিল্লাহ আবূ বকরের চাইতে অগ্রবর্তী হওয়ার ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাচ্ছি। নাসাঈ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ্ ও হান্নাদ ইব্নুস সারী (র) সূত্রে। আলী ইব্নুল মাদীনী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হুসায়ন ইব্ন 'আলী (রা) হতে এবং মন্তব্য করেছেন এটি সহীহ; তবে আসিম (র) হতে যাইদা (র) সূত্রেই কেবল আমি হাদীসটি পেয়েছি। নাসাঈ (র) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 'উমর (রা) হতে অন্য একটি সনদেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সূত্রে 'উমর (রা) সনদেও বিবৃত হয়েছে– তিনি ('উমর) বলেছেন, আমি বললাম, "হে মুসলিম জাতি! আল্লাহর নবীর কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে অগ্রাধিকারী ও সর্বাধিক উপযোগী ব্যক্তি হলেন "দু'জনের দ্বিতীয় জন–যখন তাঁরা গুহায় ছিলেন"[১] (এবং) সবার অগ্রণী ও বয়োজেষ্ঠ্য আবূ বকর (রা)। "এ কথা বলার পরে আমি আবূ বকরের হাত ধরতে গেলাম। ইতোমধ্যে এক আনসারী ব্যক্তি আমাকে হারিয়ে দিয়ে আমি আবূ বকরের হাত ধরার আগেই সে তাঁর হাত ধরে (বায়'আত করে) ফেলল এবং আমিও তখনই বায়'আত করলাম এবং অন্য লোকেরাও বায়'আত করতে থাকল। 'আরিম ইব্নুল ফায্ল (র) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং প্রায় অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি সিদ্দীক (রা)-এর হাতে 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর আগে বায়'আত গ্রহণকারী ঐ আনসারী ব্যক্তির নাম নির্ণয় করে বলেছেন "তিনি হলেন নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-এর পিতা বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)।

১. সূরা তাওবা ঃ ৪০ আয়াতের প্রতি ইংগিত। হিজরাতের পথে ছাত্তর গুহায় অবস্থান কালে নবী করীম (সা) ও তাঁর সহচর আবূ বকর (রা)-এর কথোপকথন। অনুবাদক

সাকীফা (মজলিস ঘরে জমায়েত) দিবসে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ভাষণের যথার্থতা সম্পর্কে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর স্বীকৃতি

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, আফ্‌ফান (র) হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। তখন আবূ বকর (রা) ছিলেন তাঁর মদীনার (সুন্‌হ মহল্লার গ্রীষ্ম) নিবাসে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এসে তাঁর চেহারা অনাবৃত করে তাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গিত! জীবনে ও মরণে আপনি কতই না সুরভিত! কা'বার মালিকের কসম! মুহাম্মদ (সা) ওফাত বরণ করেছেন (পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবূ বকর ও উমর (রা) দ্রুত গতিতে পথ চলে তাঁদের (আনসার) কাছে পৌঁছলেন এবং আবূ বকর (রা) কথা বললেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি আনসারদের প্রশংসায় নাযিলকৃত কুরআনের কোন আয়াত এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোনও বাণীই তিনি বাদ দিলেন না। তিনি একথাও বললেন, আপনারা অবশ্যই অবগত রয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لو سلك الناس واديا وسككت الانصار واديا سلكت وادى الانصار-

"লোকেরা যদি একটি উপত্যকা দিয়ে চলে, আর আনসাররা অন্য একটি উপত্যকা দিয়ে চলে তবে আমি (অবশ্যই) আনসারীদের পথ ধরে চলব।" (তিনি আরো বললেন) আর হে সা'দ আপনি ভাল করেই জানেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আপনিও তখন (মজলিসে) উপবিষ্ট ছিলেন–

قريش ولاة هذ الامر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم-

"কুরায়শ গোত্র এ দীনের (নেতৃত্ব) বিষয়টির যোগ্য পাত্র; সুতরাং মানব সমাজের ভাল লোকেরা এ (কুরায়শী)-দের ভালদের অনুগামী আর মন্দ লোকেরা এদের মন্দদের অনুগামী। তখন সা'দ (রা) বললেন, যথার্থ বলেছেন, আপনারা আমীর (খলীফা), আমরা উযীর (সহযোগী ও শুভানুধ্যায়ী)। ইমাম আহ্‌মদ (র) আরো বলেন, আলী ইব্‌ন আব্বাস (র)...যা-তুস্ সালাসিল গায্‌ওয়ায় আবূ বকর (রা)-এর সহযোদ্ধা রাফি আত-তাঈ (রা) হতে, তিনি বলেন,-আমি তাদের বায়'আত সম্পর্কে কথিত বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম– তখন আনসাররা যা বলাবলি করেছিল এবং তিনি তাদের সামনে যে কথা বলেছিলেন এবং উমর (রা) আনসারদের জবাবে যা বলেছিলেন আমাকে এ সবের আগাগোড়া বিবরণ শুনিয়ে তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসুস্থতা কালে তাঁর নির্দেশে তাঁদের সকলের সালাতে আমার ইমাম হওয়ার কথাও উমর (রা) উল্লেখ করলেন। তখন তারা আমার হাতে বায়'আত করল এবং আমিও তাদের বায়'আত গ্রহণ করলাম। কারণ, আমার আশংকা হচ্ছিল যে, (তা না করলে) পরে কোন ভয়াবহ বিশৃংখলা ও ধর্মত্যাগের ফিতনা দেখা দিতে পারে।" এটি

একটি সবল ও বেশ উত্তম সনদ। এর মর্মার্থ হল, আবূ বকর (রা) নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন শুধু এ আশংকায় যে তা গ্রহণ করায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ফলে কোন বড় ধরনের ফিতনা ও জাতীয় দুর্যোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে (আল্লাহ তাঁর প্রতি তুষ্ট থাকুন এবং তাকেও তুষ্ট করুন)।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এটা ছিল সোমবারে দিন শেষের ঘটনা। পরের দিন মংগল বারের সকাল হলে লোকেরা মসজিদে সমবেত হল এবং মুহাজির আনসার নির্বিশেষে সকলে বায়'আত গ্রহণ করলেন। এ সবই হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাফন-দাফনের আগে। বুখারী (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন যে, তিনি 'উমর (রা)-এর শেষ বক্তৃতাটি শুনেছিলেন, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরবর্তী দিন মিম্বরে বসেছিলেন। আবূ বকর (রা) তখন নিরব-নির্বাক বসে ছিলেন। উমর (রা) বললেন, আমার আশা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে অবস্থান করে আমাদের তত্ত্বধান ও পরিচালনা করবেন–অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি (নবী সা.)-ই হবেন তাঁদের সর্ব শেষ ব্যক্তি। (তিনি বলে চললেন) এখন যদি মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করে থাকেন, তবে আল্লাহ তো আপনাদের মাঝে এমন একটি 'নূর' রেখে দিয়েছেন যা দিয়ে আপনারা হিদায়তের পথে বিদ্যমান থাকতে পারেন। আল্লাহ্ সে নূর দিয়েই মুহাম্মদ (সা)-কে হিদায়তের পথে পরিচালিত করেছিলেন। আর আবূ বকর আল্লাহর রাসূলের সংগী ও সাহাবী; (ছাত্তর গুহার) দু'জনের দ্বিতীয় জন (অতএব, রাসূল (সা)-এর ঘনিষ্ঠ ও একন্তি সহচর) এবং আপনাদের জাতীয় বিষয়াবলীতে মুসলমানদের মাঝে তিনিই অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এগিয়ে আসুন এবং তাঁর হাতে বায়'আত করুন। এক দল লোক ইতোপূর্বেই বনূ সা'ঈদার মজলিস ঘরে তাঁর হাতে বায়'আত হয়েছিলেন। আর এ সর্বব্যাপী বায়'আত হচ্ছিল মিম্বরের উপরে।

যুহ্রী (র) বলেছেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে– তিনি বলেন, ঐ দিন আমি আবূ বকরকে উদ্দেশ্য করে 'উমরকে বলতে শুনেছি–মিম্বরে উঠে বসুন! তাঁর মিম্বরে না ওঠা পর্যন্ত তিনি এভাবেই বলতে থাকলেন। তখন উপস্থিত জনতা সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, যুহরী (র)–আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, (বনূ সা'ঈদার) 'মজলিস ঘরে বায়'আত অনুষ্ঠানের পরের দিন আবূ বকর (রা) মিম্বরে আসন গ্রহণ করলেন এবং আবূ বকরের আগে 'উমর (রা) দাঁড়িয়ে কথা বললেন। তিনি আল্লাহর শানে যথোপযোগী হামদ ও ছানা পাঠ করার পর বললেন, লোক সকল! আমি গতকাল আপনাদের সামনে এমন কিছু কথা বলেছিলাম তা যাই হোক-তা যথার্থ ছিলনা, সে কথা আমি আল্লাহ্র কিতাবেও পাইনি, এবং তা এমন কোন অংগীকারও ছিল না যা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলে গিয়েছিলেন। বরং আমি ভাবতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ই আমাদের পরিচালনা করতে থাকবেন- তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য ছিল, তিনিই হবেন আমাদের শেষ ব্যক্তি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আপনাদের মাঝে তাঁর সে কিতাব রেখে গিয়েছেন যা দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) হিদায়ত প্রাপ্ত হয়ে হিদায়ত বিস্তার করেছিলেন। এখন আপনারা তা আঁকড়ে ধরে থাকলে আল্লাহ আপনাদের হিদায়াত নসীব করবেন, যেভাবে আল্লাহ্ ঐ কিতাবকে নবীর জন্য আলোক বর্তিকা বানিয়েছিলেন। এখন আল্লাহ আপনাদের সংহত করেছেন এবং নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব আপনাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে সমর্পিত করেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহচর এবং

গুহায় অবস্থান কালে দু'জনের দ্বিতীয় জন (অর্থাৎ একান্ত ঘনিষ্ট জন)। তাই, উঠুন এবং তাঁর আনুগত্যের শপথ নিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করুন।" উমর (রা)-এর এ বক্তৃতার পরে লোকেরা (গত দিনের) মজলিস ঘরের বায়'আতের পরবর্তী ব্যাপক বায়'আত করল। তারপর আবূ বকর (রা) তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। তিনিও আল্লাহ পাকের শানে যথোপযোগী হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করার পরে বললেন, এরপর লোক সকল!

فانى قد وتيت علكم ولست بخير كم فان احسنت فاعينونى وان اسأت فقومونى -
الصدق امانة والكذب خيانة - والضيف منكم قوى عندى حتى ازيح علته ان شاء الله -
والقوى فيكم ضعيف حتى اخذ منه الحق ان شاء الله - لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله الا
ضربهم الله بالذل - ولا يشيع قوم قط الفاحشة الا عمهم الله بالبلاء - اطيعونى ما اطعت الله
ورسوله فاذا عطيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم - قوموا الى صلاتكم - يرحمكم الله -

"আমাকে তোমাদের উপরে কতৃত্ব দেয়া হয়েছে অথচ আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই! যদি আমি ভাল করি তবে তোমরা আমার সহযোগিতা করবে। আর মন্দ করলে আমাকে সোজা করে দিবে! সত্যবাদিতা হচ্ছে আমানত ও বিশ্বস্ততা; মিথ্যাচার হচ্ছে খিয়ানত ও বিশ্বাস ভংগ। তোমাদের মাঝের দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবল, যতক্ষণ, না তার দুর্বলতা ও সমস্যার সমাধান করে দেই ইনশাআল্লাহ! আর তোমাদের মাঝের সবল ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল, যতক্ষণ না তার নিকট হতে আমি হক ও প্রাপ্য উসূল করে দেই-ইনশাআল্লাহ! যখনই কোন জাতি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা বর্জন করে তখনই আল্লাহ্ তাদের জন্য অপমান-লাঞ্ছণা অবধারিত করে দেন। এবং কোন জাতি অশ্লীলতার বিস্তার ঘটালে আল্লাহ্ তাদেরকে ব্যাপক দুর্যোগ ও মাহাবিপদে অবশ্যই আক্রান্ত করেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করব তোমরা সে পর্যন্তই আমার অনুগত থাকবে। আর যদি আমি আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের অবাধ্যতা করি তা হলে তোমাদের জন্য আমার আনুগত্যের অধিকার থাকবে না।"

অবধারিত করে দেন। এবং কোন জাতি অশ্লীলতার বিস্তার ঘটালে আল্লাহ্ তাদের কে ব্যাপক দুর্যোগ ও মাহাবিপদে অবশ্যই আক্রান্ত করেন। আমি যতক্ষন আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করব তোমরা সে পর্যন্তই আমার অনুগত থাকবে। আর যদি আমি আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের অবাধ্যতা করি তা হলে তোমাদের জন্য আমার আনুগত্যের থাকবে না।

এবার সালাতের জন্য উঠ! আল্লাহ্ তোমাদের রহম করুন! এটি একটি বিশুদ্ধ সনদ। তবে "আমাকে তোমাদের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে অথচ আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই" আবূ বকরের এ উক্তিতে রয়েছে তাঁর স্বভাবজাত বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রকাশ। অন্যথায় তিনিই যে সাহাবীকুলের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত।

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্ ইস্‌ফরাঈনী (র) আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে লোকেরা সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর বাড়ীতে সমবেত হল। তাঁদের মাঝে আবূ বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারীদের খতীব দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা কি অবগত নন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং

তাঁর খলীফা ও স্থলভিষিক্তও হবেন মুহাজিরদের একজন। আমরা ছিলাম আল্লাহ্র রাসূলের আনসার ও সাহায্যকারী; সুতরাং আমরা এখনও তাঁর খলীফার সাহায্যকারী থাকব, যেমন করে আমরা তাঁর সাহায্যকারী ছিলাম "বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাদের মুখপাত্র যথার্থই বলেছেন, তবে যদি আপনারা এর চাইতে অন্য কিছু বলে বসতেন তবে আমরা আপনাদের হাতে বায়াআত হতাম না। এ কথা বলে তিনি আবূ বকরের হাত তুলে ধরে বললেন, ইনিই আপনাদের নেতা, তাঁর হাতে বায়আত করুন! তখন উমর (রা) তাঁর হাতে বায়আত করলেন এবং মুহাজির-আনসারগণও তাঁর হাতে বায়আত হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ বকর (রা) মিম্বরে উঠে বসলেন এবং উপস্থিত জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করে যুবায়র (রা)-কে দেখতে পেলেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি যুবায়র–এর নাম ধরে ডাকলেন। তিনি এসে গেলে বললেন, "ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফাত ভাই এবং তার 'হাওয়ারী', নিঃস্বার্থ নিবেদিত প্রাণ সহযোগী; তা আপনি কি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির সূচনা করতে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা! না কোন সমস্যা ও আপত্তি নেই! তখন তিনিও দাঁড়িয়ে বায়আত গ্রহণ করলেন। পরে আবূ বকর (রা) আবার জনতার মাঝে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আলী (রা)-কে দেখতে পেলেন না। তাই আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর নাম ধরে তিনি ডাকলেন। তিনি এসে গেলে বললেন, আমি ভাবছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই ও তাঁর প্রিয়তমা কন্যা সূত্রে তাঁর জামাতা; আপনি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর খলীফা! কোন অভিযোগ নেই! পরে তিনিও বায়আত করলেন। হাদীসটি অনুরূপ কিংবা এর সমর্থক। আবূ আলী আল্ হাফিজ (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা (র)-কে আমি বলতে শুনেছি, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আমার কাছে এসে এ হাদীসটি জিজ্ঞাসা করলে আমি তার জন্য এটি একটি চিরকুটে লিখে দিলাম এবং তাঁকে পড়ে শুনিয়ে দিলাম। এ হাদীসটি একটি উটের কিংবা এক থলে মুদ্রার সমমূল্যের। বায়হাকী (র)-ও ভিন্ন সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি আনসারী মুখ পাত্রের বক্তব্যের জবাব দানকারী রূপে উমর (রা)-এর স্থানে আবূ বকর (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। তাতে আরো রয়েছে যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) আবূ বকর (রা)-এর হাত ধরে বললেন, ইনিই আপনাদের যোগ্যতম নেতা; সুতরাং তাঁর হাতে বায়আত করুন। তারপর তারা রওয়ানা করলেন (মসজিদের দিকে) এবং আবূ বকর (রা) মিম্বরে উঠে বসলে জনতার দিকে তাকিয়ে আলী (রা)-কে দেখতে না পেয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন একদল আনসারী লোক উঠে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসলেন। তারপর পূর্বানুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং আলী (রা)-ও পরে যুবায়র (রা)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। আলী ইব্ন আসিম (র)-ও হাদীসটি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে পূর্বানুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ সনদটি আবূ সাঈদ সাদ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান আল্ খুদরী (রা) হতে গৃহীত হাদীসের ক্ষেত্রে একটি সংরক্ষিত এবং অতি উত্তম সনদ। এতে একটি গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তা হল নবী করীম (সা)-এর ওফাতের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দিনেই আবূ বকর (রা)-এর হাতে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর বায়আত গ্রহণ। বাস্তব ব্যাপারও তাই কোননা, আলী (রা) কখনোই আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি এবং তাঁর পিছনে কোনও সালাতে

অনুপস্থিত থাকেন নি। বিশদ আলোচনা পরে আসছে। রিদ্দা ঃ (ধর্মত্যাগী বিদ্রোহ) দমন অভিযানে আবূ বকর (রা)-কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে অগ্রগামী হলে (দৃঢ় সংকল্পতা দেখালে) যুল-কাস্‌সা অভিমুখে আলী (রা)-ও তাঁর সহযোদ্ধা হয়েছিলেন। তবে আবূ বকর (রা)-এর সাথে ফাতিমা (রা)-এর মনোমালিন্য দেখা দিলে আলী (রা) নবী তনয়ার খাতিরে সাময়িকভাবে বাহ্যত সম্পর্কহীনতার ভাব অবলম্বন করেছিলেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ফাতিমা (রা)-এর ধারণা ছিল যে, তিনি কন্যা হিসাবে রাসূল (সা)-এর (ব্যক্তি অধিকারে সংরক্ষিত খাস ভূমির) মীরাছ পাওয়ার অধিকারীণী। যেহেতু তিনি আবূ বকর (রা) কর্তৃক অবহিত করার পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর এ বাণী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না যে, নবী করীম (সা) বলেছেন– لا نورث ماتركنا فهوصدقة "আমরা (নবী-রাসূলরা) মীরাছরূপে কোন কিছু রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা। "ফাতিমা (রা) তাঁর নিজস্ব ধারণা সূত্রে মীরাছের অধিকার দাবী করলে আবূ বকর (রা) উক্ত সুস্পষ্ঠ ভাষ্যের জোরে তা প্রদানে অস্বীকৃত হলেন। ঐ বিধান বলেই নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণ ও তাঁর চাচা (আব্বাস)-কেও কোনরূপ অধিকার প্রদান এবং মীরাছ প্রদানে অস্বীকৃত হলেন (যথাস্থানে বর্ণনা আছে। তখন ফাতিমা (রা) খায়বার ও ফাদাকে অবস্থিত সাদাকার সম্পত্তিতে (আলী কে) তত্ত্বাবধায়ক রূপে দায়িত্ব অর্পণের জন্য আবূ বকর (রা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু আবূ বকর (রা) তাঁর এ আবেদন গ্রহণে সম্মত হলেন না। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, নবী করীম (সা) যে সব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন এবং তিনি যে সব অধিকার সংরক্ষণ করতেন রাসূলের খলীফা ও স্থলাভিষিক্তরূপে তাঁর সে সব দায়িত্ব কর্তব্যও অধিকার রয়েছে (মোট কথা ফাতিমা (রা)-এর আবেদন গ্রহণে সম্মত হলেন না)। তিনি এ ক্ষেত্রে ছিলেন সত্য-ন্যায়ের অনুগামী জনকল্যাণকামীও সততাপরায়ণ পুণ্যবান খলীফা। ফলে ফাতিমা (রা)-এর মনে-যিনি অবশেষে একজন নারীই এবং যিনি স্বভাবজাত চাহিদা-অনুভূতি দুর্বলতার উর্ধ্বে নন উষ্মা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হল এবং মৃত্যু পর্যন্ত সিদ্দীক (রা)-এর সাথে (পুনরায় কোন আলোচনা) কথাবার্তা বললেন না। এ সব কারণে আলী (রা) কতকাংশে তাঁর মনোরঞ্জন প্রয়োজনীয় মনে করলেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের ছয় মাস পরে ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকাল হল আলী (রা) আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়আতের নবায়ন সমীচীন মনে করলেন। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাফনের পূর্বে আলী (রা)-এর বায়আত ও আনুষংগিক বিষয় আমরা আলোচনা করব। এ ছাড়া মাগাযীতে মূসা ইব্‌ন উকবা (র)-এর উক্তি উল্লিখিত দাবীর বিশুদ্ধতা প্রমাণে অন্যতম সহায়ক। তিনি বলেছেন, সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) হতে, এ মর্মে যে, ইবরাহীম-এর পিতা আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ঘটনার সময় উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন, এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) যুবায়র (রা)-এর তরবারী ভেংগে ফেলেছিলেন। তারপর জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে আবূ বকর (রা) তাঁর বাধ্যবাধকতার কথা বর্ণনা করে বললেন, "আমি দিবা-রাত্রির কোন মূহূর্তে আমীর পদের প্রতি লালায়িত ছিলাম না এবং প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে এর জন্য কোন তদবীর বা প্রার্থনাও করি নি।" তখন মুহাজিরগণ! তাঁর এ বক্তব্যের স্বীকৃতি দিলেন। ওদিকে আলী ও যুবায়র (রা) বললেন, আমাদের উষ্মার কারণ শুধু এতটুকু যে, পরামর্শ ক্ষেত্রে আমাদের পেছনে রাখা হয়েছিল। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, আবূ বকরই এ বিষয়ে সর্বাধিক হকদার ব্যক্তি। কেননা তিনি গুহার (একান্ত) সঙ্গী।

এ ছাড়া তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রজ্ঞতার কথা তো আমাদের জানাই রয়েছে। তদুপরি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জীবদ্দশায়ই তো তাঁকে লোকদের সালাতে ইমামতি করার নিদের্শ দিয়েছিলেন। এ সনদটি বেশ উত্তম। সমস্ত প্রশংসা ও অনুকম্পা আল্লাহ্রই।

অনুচ্ছেদ ঃ উল্লিখিত আলোচনাটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে যে কোন পাঠকের দৃষ্টিতে আবূ বকর (রা)-কে অগ্রণী রাখার ব্যাপারে মুহাজির ও আনসার তাবত সাহাবায়ে কিরামের ইজমাও ঐকমত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। সে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (আগাম) উক্তি "আল্লাহ্ এবং মু'মিনগণ আবূ বকর ব্যতীত অন্য যে কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে, উক্তির যথার্থতা প্রতিভাত হবে। এ ছাড়া এ কথারও প্রীতি জন্মাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিলাফতের ব্যাপারে কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুকূলে সুনির্দিষ্ট ভাষ্য রেখে যান নি। আবূ বকর (রা)-এর অনুকুলেও নয়-যদিও আহ্লে সুন্নাত জামাআতের একদল তেমন দাবী করেছেন এবং আলী (রা)-এর অনুকুলেও নয়। যেমনটি একদল রাফেযী (খারেজী) বলে থাকে।

তবে, হাঁ, তিনি সুস্পষ্ট আভাষ দিয়ে গিয়েছেন। সে ইঙ্গিত এতই জোরালো যে, যে কোন বুদ্ধিমত্তার অধিকারী জ্ঞানবান তা দিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত অনুধাবন করতে পারে আলোচনা শীঘ্রই আসছে। যেমন বুখারী-মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে, হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) ইব্ন উমার (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে আহত করা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল। আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করছেন না কেন? তিনি বললেন, আমি যদি কাউকে খলীফা মনোনীত করে যাই, তবে (তা করতে পারি কেননা) আমার চেয়ে যিনি উত্তম, (অর্থাৎ আবূ বকর) তিনি খলীফা মনোনীত করে গিয়েছেন। আর যদি আমি ব্যাপারটি অমীমাংসিত রেখে দিয়ে যাই, তবে (তাও করতে পারি কেননা), আমার চাইতে যিনি উত্তম– অর্থাৎ খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও বিষয়টি উন্মুক্ত রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন তাঁর এমত জবাবদানে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম উল্লেখ করলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি খলীফা মনোনীত করে যাচ্ছেন না। "সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেছেন, আমর ইব্ন কায়স (র) আম্র ইব্ন সুফিয়ান (রা) হতে, তিনি বললেন, আলী (রা) যখন জনতার উপরে প্রাধান্য (ও বিজয়) লাভ করলেন তখন তিনি বললেন, সমবেত জনতা! এ খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে কোন আদেশ অঙ্গীকার রেখে যাননি। আমরা অবশেষে আমাদের চিন্তা ও বিবেচনা দিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আবূ বকর (রা)-কেই খলীফা মনোনীত করা উচিত। তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করলেন এবং তাতে সঠিক পন্থা অনুসরণ করে অবশেষে তাঁর 'পথে' চলে গেলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর সুচিন্তিত রায় অনুযায়ী উমর (রা)-কে খলীফা মনোনীত করে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন। তিনিও তাঁর কর্তব্য পালনে সঠিক পন্থা অবলম্বন করে চললেন এবং তাঁর পথে চলে গেলেন, কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন তিনি দীন প্রতিষ্ঠায় তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে তা সর্বব্যাপী করে গেলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নুআয়ম (র) আম্র ইব্ন সুফিয়ান (রা) হতে, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর প্রধান্য অর্জনের সময় 'বস্রা দিবসে' এক ব্যক্তি বক্তৃতা করছিলেন। আলী (রা) বললেন, ওহে প্রাঞ্জল ভাষী বক্তা ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব সুচারুভাবে আঞ্জাম দিয়ে) আগেই চলে গেলেন। আবূ বকর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন এবং উমর নিজেকে অধিষ্ঠিত করলেন তৃতীয় পর্যায়ে। তারপর

আমাদের এসব বক্তৃতা বিবৃতি তাঁদের পরে উদ্ভূত ফিত্না ও বিশৃংখলা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ্ তাতে যা ইচ্ছা তা করবেন।

হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস আবূ আবদুল্লাহ (র) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওহ আল্ মাদাইনী (র) আবূ ওয়াইল (র) হতে, তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল। আপনি আমাদের জন্য কি খলীফা মনোনীত করবেন না ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো খলীফা মনোনীত করে যান নি, তা হলে তো আমি খলীফা মনোনীত করতাম। তবে আল্লাহ্ যদি জনমানবের কল্যাণ পসন্দ করেন তা হলে আমার পরে তাদেরকে তাদের মাঝের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ব্যাপারে একতাবদ্ধ করে দিবেন। যেমন তাঁদের নবীর পরে তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ব্যাপারে একমত করে দিয়েছিলেন। সনদটি বেশ উত্তম; তবে সিহাহ্ সিত্তার গ্রন্থকারগণ তা উদ্ধৃত করেনি। এ ছাড়া যুহ্রী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সনদে, বুখারী (র)-এর আহরিত হাদীসটি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। যাতে বলা হয়েছে যে, আব্বাস ও আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (অসুস্থতা কালে তাঁর) নিকট হতে বের হয়ে এলে জনৈক ব্যক্তি বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখন কেমন রয়েছেন ? আলী (রা) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্ ! তিনি আজ সকালে সুস্থই আছেন। তখন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি আল্লাহ্র কসম! তিন দিন পরেই (অন্যের) লাঠির গোলাম হবে! হাশিমীদের চেহারায় মৃত্যুর আলামত চিনতে আমি পারদর্শী। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারায় মৃত্যুর আলামত দেখতে পাচ্ছি। তাই, চলো, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি– এ (নেতৃত্বের) বিষয়টি কাদের মাঝে থাকবে? যদি আমাদের মাঝেই থাকে তবে তা আমরা জেনে নিলাম। আর আমাদের ব্যতীত অন্যদের মাঝে হলে আমরা তাঁকে বলব। তিনি তার কাছে আমাদের জন্য অসিয়ত করে যাবেন।" তখন আলী (রা) বললেন, আমি কখনো তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করব না। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাদের জন্য নিষেধ করলে তাঁর পরে লোকেরা কখনো তা আমাদেরকে দিতে সম্মত হবে না।" মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এ হাদীসটি যুহ্রী (র) হতে ঐ সনদে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তাঁরা দু'জন তাঁর (সা) ওফাত হয়ে যাওয়ার দিন তাঁর কাছে গেলেন। এ রিওয়ায়াতের শেষ ভাগে রয়েছে এ দিনের প্রথম প্রহরের বেলা বেড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করলেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ সুতরাং ঘটনাটি ছিল ওফাত দিবস সোমবারে। এ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা) ইমাম বা আমীর মনোনয়ন বিষয়ে কোন অসিয়ত না করেই ইনতিকাল করেছিলেনা। (অনুরূপ) সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি রয়েছে সংকট মহা সংকট, যা প্রতিবন্ধক হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর ঐ লিখনী লিখে দেয়ার মাঝে।" আগে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, নবী করীম (সা) তাঁদের জন্য এমন একটি লিপি লিখে দেয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন যার পরে তারা বিভ্রান্ত হবে না।" কিন্তু তারা তাঁর কাছে হৈচৈ ও মাতানৈক্য শুরু করলে তিনি বলেছিলেন "আমার এখান হতে উঠে যাও। কেননা আমি যার মাঝে রয়েছি, তা তোমরা যার দিকে আমাকে আহ্বান করছ তার চাইতে উত্তম।" আমরা এ কথার উল্লেখ করে এসেছি যে, নবী করীম (সা)-এর পরে বলেছিলেন, আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণ আবূ বকর ব্যতীত অন্য যে কাউকে অগ্রাহ্য করবে। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আওন (র),

আস্ওয়াদ (র) হতে, তিনি বলেন, আইশা (রা)-কে বলা হল, এরা তো বলে বেড়াচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-এর কাছে ওসিয়ত করে গিয়েছেন! আইশা (রা) বললেন, (কখন) কোন বিষয় তাঁর কাছে অসিয়ত করে গেলেন? (শেষ সময় তো) তিনি পেশাব করার জন্য একটা পাত্র আনতে বললেন; আমি তাঁকে আমার বুকের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় রেখেছিলাম। তিনি কাত হয়ে পড়লেন এবং ইনতিকাল করলেন। অথচ আমি তা অনুভব করতেও পারলাম না। তা হলে এরা কোন সূত্রে দাবী করছে যে তিনি আলী (রা)-এর কাছে ওসিয়ত করে গিয়েছেন?

সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে মালিক ইব্ন মিগ্ওয়াল (র) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তাল্হা ইব্ন মুসাররিফ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কোন অসিয়ত করে গিয়েছেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে আমাদের অসিয়ত করার আদেশ দেয়া হল কেন? তখন তিনি বললেন, হাঁ তিনি মহান-মহীয়ান আল্লাহ্র কিতাব (আঁকড়ে থাকা)-এর অসিয়ত করে গিয়েছেন। তাল্হা ইব্ন মুসাররিফ (র) আরো বলেন, হুযায়ল ইব্ন শুরাহ্বীল বলেছেন, "আবূ বকর নাকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনোনীত ওসী-র উপরে সর্দারী-মাতববরী ফালাতে গিয়েছেন! আবূ বকরের বাসনা, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে একটি অংগীকার ঘোষণা পেয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি নিজের নাকের ডগাটা ভেংগে দিয়েছিলেন।" সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে আরো রয়েছে– আমাশ (র) ইবরাহীম (র) সনদের হাদীস। ইবরাহীম তায়মী (র)-এর পিতা বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, যারা বলে বেড়ায় যে, আমার কাছে আল্লাহ্র কিতাব এবং এ সহীফা (পুস্তিকা)। তাঁর তরবারীর খাপের সাথে ঝুলানো কতকগুলি পৃষ্ঠা যাতে রয়েছে (যাকাতের উট সম্পর্কিত বয়সের বিবরণ এবং বিভিন্ন ধরনের যখম সম্পর্কিত কতক দণ্ডবিধির আলোচনা) ব্যতীত অন্য কিছু রয়েছে যা আমরা (কুরআন রূপে) পাঠ করে থাকি, তারা কি মিথ্যা বলেছে। সে সহীফায় এ বিষয়টিও ছিল। আলী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

المدينة حرم ما بين عير الى ثور۔ من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين - لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا والناس اجمعين - لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى الى غيرا بيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحده يسعى بها ادناهم فمن اخغر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا-

"মদীনা আয়র (পবর্ত) হতে ছাওর (পবর্ত সীমা)পর্যন্ত 'হারাম' (হেরেম-সম্মানিত ও 'নিষিদ্ধ' এলাকা। যে এখানে কোন বিদআত (নতুন মতবাদ) উদ্ভাবন করবে, কিংবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেবে তার উপরে আল্লাহ্ এবং ফিরশ্তাকুল ও মানবকুলের সকলের লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার ফরয-নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। যে ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্য কারো সাথে জন্ম (ও বংশ) সূত্রের দাবী করবে কিংবা যে

(গোলাম) তার মনিব ব্যতীত অন্য কারো সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করবে তার উপরে আল্লাহ্র লা'নাত এবং ফিরিশতাকুল ও মানবকুলের সকলের অভিশাপ! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কোন ফরয-নফল কবুল করবেন না। মুসলমানদের 'যিম্মা' (নিরাপত্তা দানের অংগীকার) এক ও অভিন্ন তা সম্পাদনে তাদের বিশিষ্ট হতে সাধারণ পর্যন্ত সকলে যথাসাধ্য করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (দেয়া অংগীকারের ব্যাপারে তার) সাথে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার উপরে আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাকুল ও মানবকুলের সকলের লা'নত! কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাঁর ফরযও গ্রহণ করবেন না, নফলও না।" সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়সহ অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত এ বিশুদ্ধ হাদীসখানি, যা খোদ আলী (রা) হতে বর্ণিত, রাফিযী উপদলের তথাকথিত দাবী প্রত্যাখ্যান করে (যাতে বলা হয়েছে) যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-এর কাছে (তাঁরই অনুকূলে) খিলাফতের অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। কেননা, বাস্তব ব্যাপার তাদের দাবীর অনুরূপ হলে অবশ্যই একজন সাহাবীও তা রদ করতেন না। কেননা, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি তাঁর হায়াতে এবং তাঁর ওফাতের পরেও সাহাবীগণের আনুগত্য ছিল নিঃশর্ত ও নিরংকুশ এবং সব সন্দেহও দ্বিধার উর্ধ্বে। সুতরাং রাসূল (সা)-এর সুস্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে এবং স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিকে পিছনে হটিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে অগ্রবর্তী করা তাঁদের পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার। এমন হতেই পরে না। কিছুতে না! কখনো না!! বরং সাহাবাই কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে যে কেউ এহেন হীন ধারণা পোষণ করবে তাঁদের সকলকেই ফাসিকী ও শরীআতের সীমা লংঘন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশও স্পষ্ট ভাষ্যের সাথে হটকারিতা ও বিরুদ্ধবাদীতার আচরণে অভিযুক্ত করবে।

আর কোন লোকের দুঃসাহসের মাত্রা এ চরম সীমায় পৌঁছে গেলে সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং মহান বিদ্বান ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমতে কাফির হয়ে যাবে। ফলে তার খুন প্রবাহিত করা মদ ঢেলে ফেলে দেয়ার চেয়ে অধিকতর হালাল ও পবিত্রতর কাজ সাব্যস্ত হবে। অপর দিকে, আলী (রা)-র কাছে যদি এ ধরনের কোন দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট নির্দেশ থেকে থাকতো তবে তিনি কেন সাহাবীগণের উপরে তাঁর নেতৃত্ব-কতৃত্ব ইমামাত সাব্যস্ত করার প্রমাণরূপে তা তাঁদের সামনে উপস্থাপন করলেন না? যদি বলা হয় যে, তাঁর কাছে বিদ্যমান ভাষ্য ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তিনি সক্ষম ছিলেন না; তবে তো তিনি একজন অক্ষম অপারগ। আর কোন অক্ষম ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্য উপযোগী পাত্র হতে পারেন না।

আর যদি (বেলা হয় যে) সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করতে যান নি, তবে তো তিনি খিয়ানতের অপরাধে অভিযুক্ত! আর খিয়ানাত কারী ফাসিককে তো নেতৃত্ব হতে পদচ্যুতও অপসারিত করা কর্তব্য। আর যদি এ ভাষ্য সম্বন্ধে তাঁর কোন অবগতিই না থেকে থাকে তবে তো তিনি অজ্ঞ। আবার কিছু দিন পরে সেই তিনিই কি তা জানলেন এবং অন্যদের অবগত করলেন! অসম্ভব! বানোয়াট! অকাট মূর্খতা! বিভ্রান্তি !! এহেন কুধারণা ও কুযুক্তির উৎপাদন ক্ষেত্রে হল ইতর ও গণ্ড-মূর্খদের উর্বর মস্তিষ্ক এবং তা কেউ চিনে না এমন বিশেষজ্ঞদের মেধাপ্রসূত, যা কোন যুক্তি প্রমাণ ব্যতিরেকে শয়তান তাদের দৃষ্টিতে সুসজ্জিত করে তোলে। না, বরং এ হচ্ছে গায়ের জোরে বাগাড়ম্বর ও প্রলাপ, ডাহা মিথ্যা ও অপবাদ। ওদের এ জাল

ও ভেজাল মিশ্রণ এবং রাতকানার হাতড়ানো কৃতজ্ঞতা হতে আল্লাহ্ রক্ষা করুন! আল্লাহ্ আশ্রয় দান করুন কুরআন সুন্নাহ আঁকড়ে থাকার সুদৃঢ় নীতি অনুসরণে, ঈমান ও ইসলামের সাথে মৃত্যু বরণ করাতে, পরম বিশ্বাস ও অবিচলতার সাথে জীবনপাত করে মীযান ও নেক আমলের পাল্লা ভারী করতে এবং জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত লাভ করে জান্নাতের বাগানের সফলতা লাভে! তিনি তো করীম ও মহান, অনুকম্পাময় ও কৃপাবান, রাহীম ও রহমান!

সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে আলী (রা) হতে আমাদের পূর্বোদ্ধৃত হাদীসে তথাকথিত তরীকতপন্থী, বহু বাগড়াম্বর কারী (মারফতী চাপাবাজ) ও অশিক্ষিত পেশাদার ওয়ায়েজ-বক্তাদের মিথ্যা দাবীরও খণ্ডন রয়েছে। এ ভণ্ডদের দাবী হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে বহুবিধ বিষয় অসিয়ত করে গিয়েছেন। তাদের কথিত এ অসিয়তের নমুনা হল 'হে আলী ! এরূপ করবে! হে আলী ! এরূপ করবে না! হে আলী ! যে এমন করবে তার এমন এমন হবে....এক দীর্ঘ ফিরিস্তি এবং এ সবের ভাব ও ভাষা অতি নিম্ন মানের এবং এগুলির অধিকাংশের বিষয়বস্তু এমন হালকা ও বাজে প্রকৃতির যার উদ্ধৃতি দিয়ে কোন ভাল গ্রন্থের পৃষ্ঠা কলংকিত করা সমীচীন নয়। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

হাফিজ বায়হাকী (র) অন্যতম জাল হাদীস প্রণেতা ও মিথ্যুক হাম্মাদ ইব্ন আমর আন্-নাসীবী সূত্রে, আলী (রা)-এর নামে উদ্ধৃত করেছেন যে, আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, "হে আলী ! তোমাকে একটি (বিশেষ) অসিয়ত করছি, তা তুমি সংরক্ষণ করবে, কেননা যতদিন তুমি তা সংরক্ষণ করে রাখবে ততদিন তুমি মংগলের সাথে থাকাবে। হে আলী! মু'মিনের তিনটি আলামত রয়েছে, সালাত, সিয়াম ও যাকাত। বায়হাকী (র) বলেছেন এভাবে হাম্মাদ পসন্দনীয় ও আকর্ষণীয় এবং আদাব ও শিষ্টাচারের বিবরণ সম্বলিত এক সুদীর্ঘ হাদীসের অবতারণা করেছে। এটি একটি 'মাওযু' (জাল) হাদীস এবং আমি গ্রন্থ সূচনায় শর্ত ও অংগীকার করে এসেছি যে, আমার জানামতে কোন মাওযূ (জাল) হাদীস এতে উদ্ধৃত করব না। পরে তিনি এ হাম্মাদ ইব্ন আম্র সূত্রে, মাক্হূল শামী হতে আর একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। মাক্হূল বলেন, এ হচ্ছে সে বাণী যা হুনায়ন (যুদ্ধ) হতে প্রত্যাবর্তন কালে, যখন সূরা নাসর নাযিল হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বলেছিলেন....বায়হাকী (র) বলেছেন, ফিতনা ও দুর্যোগ সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অবতারণা করেছেন। এটিও একটি প্রত্যাখ্যাত হাদীস, এর কোন ভিত্তি নেই। সহীহ্ হাদীসসমূহই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ই তাওফীক দাতা।

তবে, এখানে প্রসংগত আমরা আবূ ইসমাঈল হাম্মাদ ইব্ন আম্র আন্ নাসীবী, ভদ্রলোকের পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। হাম্মাদ নাসাবী আমাশ (র) প্রমুখ হতে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ তার শায়খ ও উসতাদ তালিকায় রয়েছেন আমাশ (র) প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ। তার অধস্তন রাবী ও শাগরিদ তালিকায় রয়েছে ইবরাহীম ইব্ন মূসা, মুহাম্মদ ইব্ন মিহ্রান ও মূসা ইব্ন আয়্যূব প্রমুখ। বিশিষ্ট হাদীস পর্যালোচনা বিশারদ ইয়াহ্য়া ইব্ন মাঈন (র) বলেছেন, এ (হাম্মাদ) লোকটি হাদীস জালকারী ও মিথ্যুকদের অন্যতম। আম্র ইব্ন আলী আল্ ফাল্লাস ও আবূ হাতিম (র) বলেছেন, লোকটির বর্ণিত বর্ণনাসমূহ প্রত্যাখ্যাত ও অতিশয় দুর্বল। ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব আল-জাওয়জানী (র) বলেছেন, হাম্মাদ মিথ্যা

বলতে অভ্যস্ত ছিল। বুখারী (র) বলেছেন, হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সে প্রত্যাখ্যাত। আবূ যুরআ (র) বলেছেন, বাজে বর্ণনাকারী। নাসাঈ (র) বলেছেন, পরিত্যক্ত। ইব্‌ন হাব্বান (র) বলেছেন, চরম জালিয়াত। ইব্‌ন আদী (র) বলেছেন, তার প্রায় সবগুলি হাদীসই এমন যে নির্ভরযোগ্য রাবীগণের কেউ তার অনুগামী (তাবি) রিওয়ায়াত বর্ণনা করেনি। দারা কুত্‌নী (র) বলেন দুর্বল। আবূ আবদুল্লাহ্ হাকিম (র) বলেছেন এ লোকটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের নামে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকে। সে সম্পূর্ণই পরিত্যাজ্য।

তবে হাফিজ বায়হাকী (র) আহরিত একটি হাদীস নিয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল্ হাফিজ (র) সাল্লিম ইব্‌ন সুলায়ম আত্ তাবীল (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতা প্রকট হয়ে গেলে আমরা আইশা (র)-র ঘরে সমবেত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের দিকে তাকালেন ফলে তাঁর চোখ দুটি অশ্রু সজল হল। পরে তিনি আমাদের বললেন– قد دنا الفراق "বিচ্ছেদ আসন্ন" এভাবে তিনি নিজেই আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। এরপর বললেন–

مرحبا بكم - حبا كم الله - هداكم الله - نصركم الله - نفعكم الله - وفقكم الله - سددكم الله وقاكم الله - اعانكم الله - قبلكم الله - اوصيكم بتقوى الله - واوصى الله بكم واستخلفه عليكم انى لكم منه نذير مبين - ان لا تعلوا على الله فى عباده وبلاده فان الله قال لى ولكم - تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين - وقال تعالى - اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين-

"তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা আল্লাহ্ তোমাদের দীর্ঘজিবী করুন! আল্লাহ্ তোমাদের হিদায়াতের উপরে রাখুন! আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করুন! আল্লাহ তোমাদের মংগল করুন! আল্লাহ তোমাদের তাওফীক দান করুন! আল্লাহ তোমাদের সরল-সঠিক পন্থায় রাখুন! আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করুন! আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করুন! আল্লাহ তোমাদের কবুল করুন! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলতে ওসিয়াত করছি! আর আল্লাহ্‌কে তোমাদের ওসী বানিয়ে যাচ্ছি এবং তাঁর তত্বাবধানে তোমাদের সোপর্দ করে যাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী এ ব্যাপারে যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের এবং জনপদসমূহের ব্যাপারে তাঁর উপরে ঔদ্ধত্য করো না। কেননা, আল্লাহ আমাকে এবং তোমাদেরকে বলেছেন (আয়াত)। "এ হচ্ছে আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করে রেখেছি। তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য" (২৮ ঃ ৮৩)। "ঔদ্ধত্যদের জন্য কি জাহান্নামের কোন ঠাই (আবাস স্থল) নেই?" (৩৯ ঃ ৬০)।

আমরা বললাম, "তবে আপনার নির্ধারিত সময় কখন? তিনি বললেন,

قد دنا الاجل نو المنقلب الى الله والسدرة المنتهى والكاس الاوفى والفرش الاعلى-

"সময় তো নিকটেই এসে গিয়েছে; এবং আল্লাহ্‌র নিকটে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা-র কাছে এবং পূর্ণ পেয়ালা ও উন্নততর বিছানার দিকে প্রত্যাবর্তন (আসন্ন)"। আমরা বললাম, "তবে কে আপনাকে গোসল দেবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন,

رجال اهل بيتى الا دنى فالادنى مع ملائكة كثيرة يروذكم من حيث لا ترونهم –

"আমার পরিবার পরিজনের কিছু (পুরুষ) লোকেরা, নৈকট্য ও ঘনিষ্টতার ক্রম অনুসারে[১] অনেক ফিরিশতার সংগে যারা তোমাদের দেখতে পান এমন ক্ষেত্র হতে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। "আমরা বললাম, তা হলে আমরা আপনাকে কী কাপড়ে কাফন পরাব ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তিনি বললেন "আমার পরিধানের এ কাপড়েই তোমাদের মনঃপূত হলে কিংবা ইয়ামানী বস্ত্রে, কিংবা মিশরী সাদা বস্ত্রে।" আমরা বললাম, তবে আপনার জানাযা সালাত (এর ইমাম হয়ে) কে আদায় করবে ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তখন তিনি কাঁদলেন; আমরাও কাঁদলাম এবং তিনি বললেন,

مهلا- غفر الله لكم وجزاكم الله عن نبيكم خيرا - اذا غسلتمونى وحنطتمونى وكفنتمونى فضعونى على شفير قبرى ثم اخرجوا عنى ساعة- فان اول من يصلى على خليلا ى وجليسا ى جبريل وميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة عليهم السلام - وليدأ بالصلاة على رجال اهل بيتى ثم نسائهم - ثم ادخلو على افواجا افواجا وفرادى فرادى- ولا تؤذونى بباكية ولا برنة ولا بضجة - ومن كان غائبا من اصحابى فابلغوه عنى السلام - واشهدكم بانى قد سلمت على من دخل فى الاسلا م ومن تابعنى فى دينى هذا منذ اليوم الى يوم القيامة-

"একটু ধীরে ! আল্লাহ তোমাদের মাগফিরাত করুন এবং তোমাদেরকে তোমাদের নবীর তরফ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন! যখন তোমরা আমাকে গোসল দিবে; আমাকে হানূত-সুগন্ধি মাখাবে এবং আমাকে কাফন পরাবে তখন আমাকে আমার কবরের পাড়ে রেখে দিয়ে তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য বের হয়ে যাবে। কেননা, আমার জানাযার সালাত সবার আগে আদায় করবেন আমার দুইবন্ধু ও দুই সংগী জিবরীল ও মিকাঈল (আ)। তারপর ইসরাফীল, তারপর মৃত্যুর ফিরিশতা ফিরিশতাদের একটি বাহিনী সহ তাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক! আর (মানুষের মাঝে) আমার জানাযা সালাতের সূচনা করবে আমার পরিবারের পুরুষেরা, এরপর তাদের নারীরা। (এরপর) তোমরা আমার কাছে প্রবেশ করবে ছোট ছোট দলে এবং এক একজন করে। আর তোমরা ক্রন্দকারিনী দের দিয়ে এবং ইনিয়ে বিনিয়ে মাতম ও আর্ত চিৎকার দিয়ে আমাকে কষ্ট দেবে না। আর আমার সাহাবী (সহচর)-দের মাঝে যারা অনুপস্থিত থাকবে তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দিবে। তোমাদের আমি সাক্ষী করলাম যে, যারা ইসলামে প্রবেশ করবে এবং আজ হতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমার এ দীনের ক্ষেত্রে আমার অনুগমন করবে তাদের আমি সালাম জানাচ্ছি।" আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আপনার কবরে রাখবে কে? তিনি বললেন, "আমার পরিজনের পুরুষেরা নৈকট্য ও আত্মীয়তার ক্রম অনুসারে ফিরিশতাদের সংগে, যারা তোমাদের দেখতে পান এমন স্থান হতে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না।" এ বর্ণনা শেষে

১. যে যত অধিক ঘনিষ্ঠ তার অধিকার ততবেশী এই নিয়মে। –অনুবাদক

বায়হাকী (র) বলেছেন, সাল্লাম আত্-তাবীল (র) হতে হাদীসটি উদ্ধৃত করনে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র অনুগামী (তাবি' রিওয়ায়াত বর্ণনাকারী) হয়েছেন আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)। তবে সাল্লাম আত্-তাবীল (র) হাদীসটি একাকী রিওয়ায়াত করেছেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ইনি হলেন, সাল্লাম ইব্ন মুসলিম, মতান্তরে ইব্ন সুলায়ম মতান্তরে সুলায়মান তবে প্রথম অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ। (ইনি) তামীম গোত্রের সাদী শাখার লোক। আত্-তাবীল (দীর্ঘকায়)। তাঁর উর্ধতন রাবী (ও শায়খ) তালিকায় উল্লেখযোগ্য মনীষী রয়েছেন। জা'ফার সাদিক, হুমায়দ আত্-তাবীল, যায়দ আল্ 'আম্মী (র) প্রমুখ এবং আরো অনেকে। তাঁর অধস্তন রাবী ও শাগরিদ তালিকায়ও রয়েছেন অনেকে। যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস, আসাদ ইব্ন মূসা, খালাফ ইব্ন হিশাম, আল্ বায্যার, আলী ইব্নুল জা'দ, কাবীসা ইব্ন উক্বান (র) প্রমুখ। তবে হাদীস বিশারদগণের মাঝে আলী ইব্নুল মাদীনী, আহমদ ইব্ন হাম্বাল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন, বুখারী, আবূ হাতিম, আবূ যুর'আ আল-জাওযজানী, নাসাঈ (র) এবং আরো অনেকে তাকে দুর্বল বলেছেন। কোন কোন ইমাম তো তাকে মিথ্যুকও বলেছেন এবং অন্য অনেকে তাকে 'বর্জন' করেছেন। কিন্তু হাফিজ আবূ বাক্‌র আল্-বায্যার এ হাদীসটি অনুরূপ দীর্ঘ বর্ণনা সহকারে এই সাল্লাম (র) ব্যতীত অন্য একটি সূত্রেও রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল আহমাসী (র) আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) হতে দীর্ঘ হাদীসটি আনুপূর্বিক উল্লেখ করেছেন। এরপর বায্যার (র) বলেছেন, মুর্‌রা হতে পরস্পর কাছাকাছি একাধিক সনদে একাধিক পন্থায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুর রহমান (ইব্ন) আল্-ইস্‌পাহানী (র) মুর্‌রা (র) হতে সরাসরি এ হাদীস শুনেন নি। বরং 'মুর্‌রা' হতে খবর দাতা জনৈক ব্যক্তির কাছে তিনি শুনেছেন। কিন্তু আবদুল্লাহ সূত্রে মুর্‌রা হতে অন্য কেউ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের তারীখ ও সময় ওফাত কালে তাঁর বয়স তাঁর গোসল ও কাফন দাফনের বিবরণ তাঁর সমাধির স্থান নির্ধারণ

নবী করীম (সা)-এর ওফাত সোমবারে হওয়ার বিষয়টি সর্ব সম্মত, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের নবী করীম (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন সোমবারে; নবুয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন সোমবারে; হিজরাত করে মক্কা ত্যাগ করেছেন সোমবারে; মদীনায় উপনীত হয়েছেন সোমবারে এবং ইনতিকাল করেছেন সোমবারে। এ রিওয়ায়াত আহমদ ও বায়হাকী (র)-এর সুফিয়ান ছাওরী (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আইশা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন দিন ওফাত বরণ করেছিলেন? আমি বললাম, সোমবারে। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আশা করছি যে আমিও ঐ দিনে মারা যাব। তিনি ঐ দিনেই ইনতিকাল করলেন। ছাওরী (র)-এর এ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন বায়হাকী (র)।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন। সোমবার এবং সমাহিত হয়েছেন (মংগলবার দিবাগত) বুধবারের রাতে। এ বর্ণনা একাকী আহমদ (র)-এর। উরওয়া ইব্নুয্ যুবায়ের তাঁর 'মাগাযী'-তে এবং মূসা ইব্ন উক্‌বা (র) ইব্ন শিহাব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর অসুস্থতা প্রকট হলে আইশা (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে, হাফসা (রা) উমর (রা)-এর কাছে এবং ফাতিমা (রা) আলী (রা)-এর কাছে খবর পাঠালেন। কিন্তু তারা সমবেত হতে না হতেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। তখন তিনি মাথা রেখে ছিলেন আইশা (রা)-এর বুকে এবং পালা হিসাবেও সে দিনটি ছিল 'আইশা (রা)-এর। দিনটি ছিল সোমবার রবীউল আউয়াল মাসের নতুন চাঁদের দিনে সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে যাওয়ার সময়।

আবূ ইয়া'লা (র) বলেছেন, আবূ খায়ছামা (র) আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, শেষ যে দৃষ্টি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি নিবেদিত করেছিলাম তা ছিল সোমবার। তিনি (হুজরার দরযার) পর্দা তুললেন; লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করছিল। আমি তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি দিলাম, যেন তা জ্বল জ্বল করছিল। লোকেরা তাঁকে দেখে (সালাত ছেড়ে দিয়ে) ছুটোছুটি করার উপক্রম করছিল। তিনি তাদের যথাস্থানে অবস্থানের ইংগিত করে পর্দা ছেড়ে দিলেন এবং সে দিনের শেষ ভাগেই ইনতিকাল করলেন। এ হাদীস রয়েছে সহীহ্ বুখারীতে এবং এ হাদীস দুপুরের পরে ওফাত হওয়া নির্দেশ করছে। আল্লাহই সমধিক অবগত।

ইয়াকুব ইব্ন্ সুফিয়ান (র) আওযাঈ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি আওযাঈ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন সোমবার দুপুরের আগে। বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ আল্ হাফিজ (র) সুলায়মান ইব্ন তুরখান আত-তায়মী (র) সূত্রে (কিতাবুল মাগাযীতে) বর্ণিত হয়েছে। সুলায়মান (র) বলেন, সফর মাসের বাইশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হলেন। তাঁর এ অসুস্থতা দেখা দিয়েছিল ইয়াহূদী বন্দিনীদের অন্যতমা বায়হানা নাম্নী বাঁদীর ঘরে। তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়েছিল শনিবার এবং তাঁর ওফাত হয়েছিল রাবীউল আউয়ালের দুই তারিখ (দু'রাত অতিক্রান্ত হলে) সোমবার তাঁর মদীনায় পদার্পণের দশ বছর পূর্তি কালে।

ওয়াকিদী (র) বলেন, আবূ মা'শার (র) মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হিজরতের একাদশ বর্ষের সফর মাসের এগার রাত (দিন) অবিশিষ্ট থাকাকালে বুধবার যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর ঘরে রোগাক্রান্ত হলেন। তাঁর এ অসুস্থতা ছিল কঠিন ধরনের। তাঁর বিবিগণ সকলেই তাঁর কাছে সমবেত হলেন। তের দিন অসুস্থ থাকার পরে একাদশ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের দুই রাত অতিক্রান্ত হলে তিনি ইনতিকাল করলেন। ওয়াকিদী আরো বলেন, বর্ণনা দাতাগণ বলেছেন, সফর মাসের দুই দিন বাকী থাকা কালে বুধবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা হল এবং রবীউল আউয়ালের বার দিন অতিবাহিত হলে সোমবারে তিনি ওফাত বরণ করলেন। ওয়াকিদী (র)-এর কাতিব (সচিব) মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) এ বর্ণনার অনুকূলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, "এবং মংগলবার তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।" ওয়াকিদী (র)-এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আবয়ায (র) উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগের সূচনা হয়েছিল মায়মূনা (রা)-এর ঘরে।

ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান (র) বলেন, আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তের দিন অসুস্থ ছিলেন। যখনই একটু হালকা ও

সুস্থ বোধ করতেন তখন নিজে (ইমাম হয়ে) সালাত আদায় করতেন, আর বেশী অসুস্থতা বোধ হলে আবূ বকর (রা) (ইমাম হয়ে) সালাত আদায় করতেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাবীউল আউয়ালের বার দিন গত হলে ইনতিকাল করলেন। এই দিন এবং এ তারিখেই তিনি হিজরত করে মদীনায় আগমন করেছিলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হিজরতের দশটি বছর পূর্ণ করলেন। ওয়াকিদী বলেছেন, আমাদের কাছে বিষয়টি এ ভাবেই সংরক্ষিত আছে। ওয়াকিদী-র কাতিব মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ এ বিষয় আস্থা ও দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান (র) লায়ছ (র) সূত্রে বলেছেন, লায়ছ (র) বলেন, রবীউল আউয়ালের এক দিন অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন, তাঁর আগমনের দশ বছর পূর্তির মাথায়। দশ বছর আগের ঐ দিনেই তিনি মদীনায় আগমন করেছিলেন। সা'দ ইব্ন ইবরাহীম আয্ যুহরী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় আগমনের দশ বছর পূর্ণ হলে রবীউল আউয়ালের দুই তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার সময় সোমবারে তিনি ইনতিকাল করলেন। ইব্ন আসাকির (র)-ও এ বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। ওয়াকিদী (র) এ বিবরণ নিয়েছেন আবূ মা'মার সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) থেকে, অবিকল অনুরূপ। খালীফা ইব্ন খায়্যাত (র)-ও অনুরূপ বলেছেন। আবূ নু'আয়ম আল্ ফায্ল ইব্ন দুকায়ন (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মদীনায় আগমনের সময় হতে একাদশ বর্ষের সূচনায় রবীউল আউয়ালের নতুন চাঁদের সময় সোমবার দিন ইনতিকাল করলেন। ইব্ন আসাকির (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

একটু আগেই আমরা উরওয়া, মূসা ইব্ন উক্বা ও যুহরী (র) প্রমুখ সূত্রে 'মাগাযী' গ্রন্থের বরাতে অনুরূপ বিবরণ উল্লেখ করে এসেছি। আল্লাহই সমধিক অবগত। তবে এ ক্ষেত্রে ইব্ন ইসহাক ও ওয়াকিদীর (বার তারিখ সম্বলিত) অভিমতই প্রসিদ্ধি পেয়েছ। ওয়াকিদী বিষয়টি ইব্ন আব্বাস ও আইশা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, ইবরাহীম ইয়াযীদ (র) ইব্ন আব্বাস থেকে এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেছেন, সোমবার রবীউল আউয়ালের বার দিন অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন। ইব্ন ইসহাক (র) এ বিবরণটি উদ্ধৃত করেছেন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন হায্ম (এর পিতা) ইব্ন হাযম সূত্রে। এতে অধিক রয়েছে এবং বুধবারের (পূর্ব) রাতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সায়ফ ইব্ন উমর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ সম্পন্ন করার পরে মদীনায় এসে উপনীত হলেন এবং সেখানে যিলহজের অবশিষ্ট দিনগুলি সহ পূর্ণ মুহাররম ও সফর মাস অবস্থান করলেন এবং রবীউল আউয়ালের দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সোমবারে ইনতিকাল করলেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) উরওয়া (র) সনদের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ফাতিমা (রা) আইশা (রা) সনদের হাদীসেও অনুরূপ রয়েছে। তবে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে মাসের (রবীউল আউয়াল) শুরুতে কয়েকদিন গত হওয়ার পর।" আর 'আইশা (রা) বলেছেন, মাসের কতক দিন "অতিবাহিত হওয়ার পরে।"

একটি তাত্ত্বিক আলোচনা ঃ আর রাওয-গ্রন্থে আবুল কাসিম আস্ সুহায়লী (র) বলেছেন, তার সারমর্ম হলো এই যে, একাদশ হিজরী বর্ষের বারই রবীউল আউয়াল সোমবারে নবী করীম (সা)-এর ওফাত হওয়ার ব্যাপারটি এক অকল্পনীয় ব্যাপার। কেননা, দশম বর্ষের বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) আরাফায় উকূফ করেছিলেন শুক্রবারে, যা ছিল যিলহজ মাসের নয় তারিখ। সুতরাং যিলহজ মাসের প্রথম তারিখ ছিল অনিবার্যত বৃহস্পতিবার। আর সে হিসাবে পরবর্তী মাসগুলি সব কটি পূর্ণাংগ ত্রিশ দিন কিংবা সব কটি উনত্রিশ দিন ধরা হলে কিংবা কোন কোন মাস ত্রিশ দিনের ও অন্যান্য মাস উনত্রিশ দিনের ধরা হলে এর কোন হিসাবেই রবীউল আউয়ালের বার তারিখ সোমবার হওয়া সাব্যস্ত হয় না। আর বার তারিখের অভিমতটি যেমন প্রসিদ্ধ তার প্রতিকূলে এ প্রশ্নটিও তেমনই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অনেকে অনেক ভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে সুষ্ঠু জবাব হতে পারে মাত্র একটি পন্থায়। তা হল মক্কা ও মদীনায় চাঁদ দেখার ব্যবধান মেনে নেয়া। অর্থাৎ এ ভাবে যে, মক্কাবাসীরা দশম হিজরীর যিলহজ্জের চাঁদ দেখছিলেন বৃহস্পতিবার রাতে।[1] কিন্তু মদীনাবাসীগণ শুক্রবারের (পূর্ববর্তী) সন্ধ্যার আগে তা দেখতে পাননি। আইশা (রা) প্রমুখের বর্ণনায় এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিলকদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকাকালে বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে প্রস্থান করলেন। আমাদের পূর্ব আলোচনা সূত্রে তাঁর প্রস্থান দিবস ছিল শনিবার। [ইব্‌ন হায্‌ম (র)-এর ধারণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার হতে পারে না। কেননা, তাতে সন্দেহাতীতভাবে পাঁচ দিনের অধিক অবশিষ্ট থাকা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার প্রস্থান দিবস শুক্রবারও হতে পারে না। কেননা, আনাস (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহরের সালাত আদায় করলেন মদীনায় চার রাকআত আর আস্‌র আদায় করলেন যূল্-হুলায়াফায় দুই রাক'আত।] মোট কথা, এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকা কালে শনিবার প্রস্থান করেছিলেন। এ হিসাব অনুসারে মদীনাবাসীগণ যিলহজের চাঁদ দেখেছিলেন শুক্রবার পূর্ববর্তী সন্ধ্যায়। তা হলে মদীনাবাসীগণের কাছে যিলহজের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার। পরবর্তী মাসগুলি (যিলহজ ১০ হি. ও মুহাররম, সফর ১১ হিজরী) পূর্ণাংগ ত্রিশ দিনের ধরা হলে পহেলা রবীউল আউয়াল হবে বৃহস্পতিবার। সুতরাং বারই রবীউল আউয়াল হবে সোমবার। আল্লাহ্ সমধিক অবগত।

নবী করীম (সা)-এর বয়স সম্পর্কিত আলোচনা ঃ সহীহ্ বুখারী মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে মালিক (র), আনাস (রা) সনদের হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতি দীর্ঘও ছিলেন না, আবার অতি খর্বকায়ও ছিলেন না। একেবারে ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার শ্যামলাও ছিলেন না। তাঁর কেশ অতিশয় কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিলো না। চল্লিশ বছরের মাথায় মহান মহীয়ান আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়তে ভূষিত করলেন। পরে মক্কায় দশ বছর অবস্থান করলেন এবং মদীনায় দশ বছর অবস্থান করলেন এবং ষাট বছরের মাথায় আল্লাহ তাঁকে ওফাত দান করলেন। তখন তাঁর মাথা ও দাড়ির কুড়িটাও সাদা হয়নি। ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র)-ও উরওয়া (র) (একাধিক সনদে) আনাস

---

১. অর্থাৎ চাঁদের নিয়মানুসারে বুধবার দিন শেষের বৃহস্পতিবার শুরু হওয়ার সন্ধ্যায়।-অনুবাদক

(রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিয ইব্ন 'আসাকির বলেছেন, আনাস (রা) হতে যুহরী সূত্রের সনদটি বিরল।

তবে আনাস থেকে রাবীআ সূত্রের আরো অনেকে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এরপর ইব্ন আসাকির একটি সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র) (ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ ও রাবীআ সূত্রে) আনাস (রা) থেকে এ মর্মে যে, আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন তেষট্টি বছর বয়সে। অনুরূপ, ইব্নুল বারবারী ও নাফি' ইব্ন আবূ নুআয়ম (র) ও (রাবীআ সূত্রে) আনাস (রা) হতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন আসাকির (র) বলেন, তবে আনাস (রা) হতে রাবী'আ সূত্রে সংরক্ষিত বিবরণ হল– 'ষাট' বছর। এ মন্তব্যের পরে ইব্ন আসাকির (র) হাদীসটি মালিক, আওযাঈ মিস'আর, ইবরাহীম, ইব্ন তাহ্মান, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, সুলায়মান ইব্ন বিলাল, আনাস ইব্ন বিলাল, আনাস ইব্ন 'ইয়ায, দারাওয়ারদী ও মুহাম্মদ ইব্ন কায়স আল-মাদনী (র) প্রমুখ হতে সকলেই (রাবী'আ সূত্রে) আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর। বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হুসায়ন ইব্ন বুশ্রান (র) আবূ গালিব আল্ বাহিলী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, আল্লাহ্র রাসূল (সা) যখন নবুওতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন তখন তার কত বয়স ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর।

আবূ গালিব (র) বললেন, তারপরে কী কী হল? আনাস (রা) বললেন, মক্কায় ছিলেন দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর। ফলে মহান মহীয়ান আল্লাহ যে দিন তাঁকে তুলে নিলেন সে দিন তাঁর ষাট বছর পূর্ণ হয়েছিল। তখনও তিনি ছিলেন সবল, সুঠাম, সুন্দর সুগঠিত পুরুষ। ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র) থেকে ঐ সনদে। পক্ষান্তরে মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ গাস্সান, আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে; তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে 'তুলে' নেয়া হল যখন তিনি তেষট্টি বছরের ; উমর (রা)-কেও তুলে নেয়া হয়েছে তাঁর তেষট্টি বছর বয়সে।

এ বর্ণনা একাকী মুসলিম (র)-এর। তবে পূর্ববর্তী বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার বৈপরীত্য নেই। কেননা, আরববাসীরা সংখ্যা বর্ণনায় প্রায়শ দশকের মধ্যবর্তী একক সংখ্যা উহ্য করে দিয়ে থাকে। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে লায়ছ ইব্ন সা'দ (র) 'আইশা (রা) সনদে হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ওফাত বরণ করেছিলেন তেষট্টি বছর বয়সে। যুহ্রী (র) বলেছেন, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) আমাকে অনুরূপ বলেছেন। মূসা ইব্ন উক্বা, উকায়ল, ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ ও ইব্ন জুরায়জ (র) যুহ্রী (র) হতে, আইশা (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন যখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। যুহ্রী (র) আরো বলেছেন, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র)-ও আমাকে অনুরূপ খবর দিয়েছেন।

বুখারী (র) বলেছেন, আবূ নু'আয়ম (র) সূত্রে 'আইশা ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় দশ বছর অবস্থান করলেন, তাঁর উপরে কুরআন নাযিল হচ্ছিল। আর মদীনায় দশ বছর।! মুসলিম (র) এ হাদীস উদ্ধৃত করেন নি।

আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী (র) তাঁর মুসনাদে বলেছেন। শু'বা (র) মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে তুলে নেয়া হল যখন তিনি তেষট্টি বছর বয়সের, আবূ বকর (রা)-কেও যখন তিনি তেষট্টি বছর বয়সের এবং উমর (রা)-কেও যখন তিনি তেষট্টি বছর বয়সের ছিলেন। মুসলিম (র)-ও হাদীসটি গুনদার শু'বা (র) সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তা একাকী মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াত; বুখারী (র) তা বর্ণনা করেন নি (আবূ দাউদ-এর এ সনদে)। কেউ কেউ আমির ইব্ন সা'দ (সরাসরি) মু'আবিয়া থেকে বলেছেন। তবে সঠিক সনদ হবে যা আমরা উদ্ধৃত করেছি, অর্থাৎ আমির ইব্ন সা'দ, জারীর সূত্রে মু'আবিয়া থেকে। অনুরূপ, 'আমির ইব্ন শারাহীল (র) (জারীর সূত্র) মু'আবিয়া (রা) সনদেও হাদীসটি আমরা বর্ণনা করে এসেছি। হাফিয ইব্ন আসাকির (র)-ও কাযী আবূ ইউসুফ (র) আনাস (রা) সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন তেষট্টি বছর বয়সে; আবূ বকর (রা)-এর ওফাত হল তেষট্টি বছর বয়সে এবং উমর (রা)-এরও ওফাত হল তেষট্টি বছর বয়সে।

ইব্ন লাহী'আ (র) বলেছেন, আবূল আস্ওয়াদ (র) 'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকর (রা) আমার কাছে তাঁদের জন্মকাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাতে দেখা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তেষট্টি বছর বয়সে ওফাত বরণ করলেন এবং তাঁরপরে আবূ বকরও তেষট্টি বছর বয়সের সময় ইনতিকাল করলেন। ছাওরী (র) বলেছেন, আ'মাশ (র) কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। কাসিম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর ও উমর (রা) প্রত্যেকে ইনতিকাল করেছিলেন তেষট্টি বছর বয়সে।

হাম্বল (র) বলেন, ইমাম আহমদ (র) সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর উপরে (ওহী) নাযিল করা হল, যখন তাঁর বয়স তেতাল্লিশ বছর। পরে তিনি মক্কায় অবস্থান করলেন দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর। এ বর্ণনা বিরল সূত্রীয়; তবে সনদটি বিশুদ্ধ। আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র) শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন, যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। পরে তিনি তিন বছর অবস্থান করলেন'। তারপর জিবরীল (আ)-কে তাঁর নিকটে পাঠানো হল 'রিসালাত' সহকারে। এরপর দশ বছর তিনি (মক্কায়) অবস্থান করলেন। এরপর মদীনায় হিজরত করলেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করলেন। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেছেন, আমাদের কাছে যা প্রমানিত হয়েছে, তা হল, তেষট্টি বছর।

গ্রন্থকারের অভিমত ঃ মুজাহিদ (র) শা'বী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) সূত্রের হাদীসও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে রাওহ্ ইব্ন উবাদা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সনদের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) (নবুয়াত প্রাপ্তির পরে) মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আর বুখারী শরীফে রাওহ্ ইব্ন উবাদা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এরূপ অন্য একটি সনদে রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন চল্লিশ বছর বয়সে। পরে মক্কায় তের বছর অবস্থান করলেন, এরপর হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত

হলে দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করলেন। এরপর তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করলেন। ইমাম আহমদ (র)ও রাওহ্ ইব্ন উবাদা, ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) সকলে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ ইয়ালা আল-মাওসিলী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাসান ইব্ন উমর ইব্ন শাকীক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সনদে; অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। পরে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) সনদে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থান করলেন তের বছর–তাঁর কাছে ওহী পাঠানো হাচ্ছিল, (আর) মদীনায় দশ বছর এবং ইনতিকাল করলেন তেষট্টি বছর বয়সে। হাফিয ইব্ন আসাকির (র) মুসলিম ইব্ন জুনাদা (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (র) হতে পূর্ণ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন তেষট্টি বছর বয়সে এবং আবু নায্‌রা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তেষট্টি বছরের এ অভিমতটি অধিক প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশের আনুকূল্য সমৃদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইসমাঈল (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে। মুসলিম (র)-ও হাদীসটি খালিদ আল্ হায্‌যা (র) সূত্রে ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থান করলেন পনের বছর। আট কিংবা সাত বছর (শুধু) জ্যোতি দেখতে পেতেন ও আওয়াজ শুনতে পেতেন এবং আট কিংবা সাত বছর তাঁর কাছে ওহী পাঠানো হচ্ছিল। আর মদীনায় অবস্থান করলেন দশ বছর। মুসলিম (র)-ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সূত্রে ঐ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। আহমদ (র) আরো বলেছেন, আফ্‌ফান (রা) বনূ হাশিমের আযাদকৃত গোলাম আম্মার (র) থেকে তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের দিন তাঁর বয়স কত হয়েছিল ? তিনি বললেন, কোন কওমের মাঝে তোমার ন্যায় ব্যক্তির কাছে এ বিষয়টি অজ্ঞাত রয়েছে বলে আমি তো ধারণা করতাম না। আম্মার (র) বলেন, আমি বললাম, আমি বিষয়টি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি; কিন্তু ফলে ব্যাপারটি মতভেদপূর্ণ পেয়েছি। তাই এ বিষয় আপনার অভিমত সম্পর্কে অবগত হওয়া বাঞ্চনীয় মনে করলাম। তিনি বললেন, তুমি হিসাব কষতে জান তো? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। তিনি বললেন, (প্রথমে) ধর, চল্লিশ বছর, যার মাথায় নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন, পরে পনর বছর মক্কায় অবস্থান করলেন কখনো নিরাপদ, কখনো নিরাপত্তাহীন এবং দশ বছর মুহাজিররূপে মদীনায়। মুসলিম (র) এভাবেই হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন ইয়াযীদ ইব্ন যুরায় ও শুবা ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্ন নুমায়র (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বলল, নবী করীম (সা)-এর উপর দশ বছর ওহী নাযিল করা হয়েছিল মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর; তিনি বললেন, এ কথা কে বলল ? মক্কায় তাঁর উপরে নাযিল করা হয়েছে পনের বছর এবং মদীনায় দশ বছর....মোট পঁয়ষট্টি বছর এবং আরো কিছুদিন। এ হাদীসের সনদ ও মূল পাঠ (মতন) একাকী আহমদ (র) বর্ণিত। ইমাম আহমদ (র) আরো

বলেন, হুশায়ম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে তুলে নেয়া হল—যখন তার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। এ হাদীসও আহমদ (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) কিতাবুশ্ শামাইল-এ এবং আবূ ইয়ালা আল্ মাওসিলী (র)-ও বায়হাকী (র) কাতাদা (র) সূত্রে....নসব ও বংশধারা বিশারদ দাগ্ফাল ইব্ন হান্যালা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-কে তুলে নেয়া হয়েছে যখন তিনি পঁয়ষট্টি বছরের। পরে তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন। নবী করীম (সা) থেকে দাগ্ফাল (রা)-এর হাদীস 'শ্রবণ' পরিচিত নয়, তবে তিনি নবী করীম (সা)-এর সময়ে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ছিলেন। বায়হাকী (র) বলেছেন, এ বর্ণনা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আহরিত আম্মার (রা) ও তাঁর অনুগামী বর্ণনা কারীদের অনুকূল। তবে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে তেষট্টি বছর সম্পর্কিত জামা'আতের (ছয় ইমামের) রিওয়ায়াত অধিকতর বিশুদ্ধ এবং তাঁরা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও সংখ্যাবিচারে অধিক। তাছাঁড়া তাঁদের রিওয়ায়াত আইশা (রা) হতে উরওয়া (র)-এর রিওয়ায়াত আনাস (রা)-এর একটি রিওয়ায়াত এবং মুআবিয়া (রা) হতে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের অনুকূলে। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, আমের শাবী ও আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা)-এর অভিমতও অনুরূপ।

গ্রন্থকারের মত ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উকবা, কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান, হাসান বিসরী, আলী ইবনুল হুসায়ন এবং অন্য অনেকে অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরল অভিমতসমূহ

এক ঃ খলীফা ইব্ন খায়্যাত (র) কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেছেন তাঁর বাষট্টি বছর বয়সে। ইয়াকুব ইব্ন সুফিয়ান (র)-ও কাতাদা (র) হতে বিষয়টি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। যায়দ আল্ আম্মী (র)-ও আনাস (রা) সনদে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

দুই ঃ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবিদ (র) মাকহূল (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল বাষট্টি বছর কয়েক মাস। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান (র) ও আবদুল হামীদ ইব্ন বাককার (র) মাকহূল (র) সনদে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইনতিকাল করলেন তখন তাঁর বয়স বাষট্টি বছর সাড়ে ছয় মাস।

তিন ঃ উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের তুলনায় অধিকতর নিকটবর্তী অর্থাৎ কম বয়স যুক্ত বিবরণ ইমাম আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত, রাওহ (র) (কাতাদা) হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরে কুরআন নাযিল হয়েছিল মক্কায় আট বছর এবং হিজরত করার পরে দশ বছর। এ ক্ষেত্রে নবুয়ত প্রাপ্তির ব্যাপারে যদি হাসান (রা) সংখ্যা গরিষ্ঠের ন্যায় চল্লিশ বছরের অভিমত পোষণকারী হন তবে তাঁর বর্ণনা অনুসারে এ কথাই সাব্যস্ত হবে যে, তিনি ওফাত কালে নবী করীম (সা)-এর বয়স আটান্ন বছর হওয়ার অভিমত পোষণ করতেন। এ বর্ণনাটি অতিশয় বিরল ধরনের এবং মুসাদ্দাদ (র) সূত্রে....এ হাসান (রা) হতেই আমরা রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন ষাট বছর বয়সে।

চার ঃ খালীফা ইব্ন খায়্যাত (র) বলেন, আবূ আসিম (র)....হাসান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। পরে মক্কায়

দশ এবং মদীনায় আট বছর অবস্থান করলেন এবং ইনতিকাল করলেন যখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর। কিন্তু এরূপ বিবরণে বর্ণনাটি অতিশয় বিরল প্রকৃতির।—আল্লাহ্ই সমাধিক অবগত।

নবী করীম (সা)-কে গোসল দানের বিবরণ

পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, সাহাবা-ই কিরাম (রা) সোমবারের অবশিষ্ট সময় এবং মংগলবারের কতকাংশ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত সম্পাদনে অতিবাহিত করেছিলেন। বায়'আতের বিষয়টি সুস্থির হলে এবং যথাযথরূপে সম্পাদিত হলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাফন-দাফনের কাজের সূচনা করলেন এবং তাঁরা আগত যে কোন সমস্যায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সিদ্ধান্ত মেনে চলছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর বিবরণ আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত সম্পন্ন হলে মংগলবারে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাফন-দাফনে মনযোগী হলেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) আইশা (রা) সনদের এ হাদীস পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোমবারে ইনতিকাল করেছিলেন এবং বুধবার (পূর্ব) রাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

আবূ বকর ইব্‌ন-আবূ শায়বা (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র) সুলায়মান (র)-এর পিতা বুরায়দা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গোসল দিতে শুরু করলেন তখন অন্দর থেকে একজন অদৃশ্য ঘোষণাকারী বলে উঠলেন— "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামা খুলো না যেন! ইব্‌ন মাজা (র) হাদীসটি আবূ মুআবিয়া (র) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র (র) আইশা (রা) থেকে....তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে উপস্থিত লোকজন বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা তো বুঝতে পারছি না যে আমাদের অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের যেমন কাপড় খুলে ফেলে থাকি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তেমন কাপড় মুক্ত করব নাকি তাঁর কাপড় তাঁর গায়ে রেখেই গোসল দেবে? তাঁরা এ ব্যাপারে মতানৈক্যের শিকার হলে আল্লাহ তাদের উপরে নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। এমন কি তাদের প্রত্যেকের চিবুক বুকের সংগে লেগে যেতে লাগল। তারপর জনৈক অদৃশ্য বক্তা ঘরের কোণ হতে তাঁদের সাথে কথা বললেন। তাঁরা তাঁকে চিনতে পারছিলেন না। ঘোষক বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল দাও! তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে গেলেন এবং তাঁর কামীস তাঁর গায়ে রেখেই তাঁকে গোসল দিলেন। কামীসের উপর হতেই পানি ঢেলে হাত না লাগিয়ে তাঁরা জামাসহ বদন মুবারক রগড়ে দিচ্ছিলেন। এ প্রসংগে আইশা (রা) বলতেন, পরে যা আমি দেখতে পেলাম- আগেই তার উপলব্ধি হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরের নারীকুলই তাঁকে গোসল দেয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিত। আবূ দাউদ (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইয়াকুব (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গোসল দেয়ার জন্য সমবেত হল। ঘরে তখন ছিলো শুধু তাঁর পরিবারের লোকেরাই, তাঁর চাচা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, ফায্‌ল ইব্‌ন আব্বাস, কুছাম ইব্‌নুল আব্বাস, উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিছা এবং

তাঁর আযাদকৃত গোলাম সালিহ (রা)। এঁরা সকলে নবী করীম (সা)-কে গোসল দেয়ার জন্য সমবেত হলে বনূ আওফ ইব্‌নুল খায্‌রাজের অন্যতম সদস্য, অন্যতম বদরী সাহাবী আওস ইব্‌ন খাওলী (রা) সমবেত লোকদের পিছন হতে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে ডাক দিয়ে বললেন, হে আলী! আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি– রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে আমাদেরও তো দাবী ওয়েছে। তখন আলী (রা) তাঁকে বললেন, ভিতরে আসুন! তিনি তখন ভিতরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গোসল দান প্রত্যক্ষ করলেন; তবে গোসল দানের কোন কাজে প্রত্যক্ষ অংশ নিলেন না। গোসল দেয়ার জন্য নবী করীম (সা)-এর মুবারক দেহকে আলী (রা) নিজের বুকের সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন, তখনও তাঁর কামীস তাঁর বদন মুবারকে ছিল। আব্বাস, ফায্‌ল ও কুছাম আলী (রা)-কে দেহের পার্শ্বে পরিবর্তনে সহায়তা করছিলেন। উসামা ইব্‌ন যায়দ এবং তাঁর গোলাম সালিহ, এ দু'জন পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং আলী (রা) তাঁকে গোসল দিচ্ছিলেন। তবে সাধারণ মৃতদের 'যা' দেখা যায় তেমন কিছু (অপবিত্রতা) আলী (রা) নবী করীম (সা) হতে দেখতে পেলেন না। তাই তিনি বলে যাচ্ছিলেন– "আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান! জীবনে ও মরণে আপনি কতই না পুত-পবিত্র! এভাবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দানের কাজ বরইপাতা ও পানি দিয়ে সমাধা করলে তাঁর পানি শুকাবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তেমনই করলেন যেমন সাধারণ মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। তারপরে তিনখানি কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফন দেয়া হল। দুই খানা সাদা কাপড় একখানি ইয়ামানী ডোরাদার চাদর। বর্ণনাকারী (ইব্‌ন আব্বাস) বলেন, পরে আব্বাস (রা) দু'জন লোক ডেকে তাঁদের বললেন, তোমাদের একজন যাবে আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ (রা)-এর কাছে। আবূ উবায়দা (রা) মক্কাবাসীদের জন্য 'সিন্দুক' কবর তৈরী করতেন। অন্যজন যাবে আবূ তাল্‌হা ইব্‌ন সাহল আনসারী (রা)-এর কাছে। আবূ তাল্‌হা মদীনাবাসীদের জন্য 'বগলী' কবর খনন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ দু'জনকে দু'দিকে চলে যেতে বলার পরে আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া আল্লাহ! আপনার রাসূলের জন্য (পসন্দনীয় কবর) আপনি নির্ধারিত করুন! বর্ণনাকারী বলেন, লোক দু'জন গন্তব্য পথে চলে গেল। কিন্তু আবূ উবায়দা (রা)-র উদ্দেশ্যে গমনকারী ব্যক্তি আবূ উবায়দা-র সাক্ষাত পেল না এবং আবূ তাল্‌হা (রা)-র উদ্দেশ্যে প্রেরিত ব্যক্তি আবূ তাল্‌হাকে পেয়ে গেল। তিনি এসে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর জন্য বগলী কবর খনন করে দিলেন। এটি হল আহমদ(র)-এর একক বর্ণনা। য়ূসুস ইব্‌ন বুঝায়র (র) আল 'আলবা' ইব্‌ন আহ্‌মর (র) সূত্রে বলেছেন,আলী ও ফায্‌ল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দিচ্ছিলেন। তখন আলী (রা)-কে ডাক দেয়া হল 'তোমার দৃষ্টি আকাশের দিকে তোল ! এ সনদটি 'মুনকাতি' (মধ্যবর্তী সনদ বিচ্ছিন্ন) ধরনের।

গ্রন্থকার: কোন কোন সুনান গ্রন্থ সংকলক আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। নবী করীম (সা) আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে গোসল দিবে না। কেননা, (তিনি বলেছিলেন যে) যে কেউ আমার গুপ্তস্থানে দেখলে তার দুই চোখ বিকৃত করে দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, তাই আব্বাস ও উসামা পর্দার পিছন হতে আমাকে পানি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। (গ্রন্থকারের মন্তব্য:) এ বিবরন অতিশয় বিরল পর্যায়ের। বায়হাকী (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সূসা ইব্‌নুল ফায্‌ল....আবদুল মালিক ইব্‌ন জুরায়জ (র)

সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র)-কে আমি বলতে শুনেছি, "নবী করীম (সা) কে গোসল দেয়া হয়েছিল বরই পাতা (সিদ্ধ পানি) দিয়ে তিন বার। এবং তাঁকে গোসল দেয়ার সময় তাঁর জামা তাঁর গায়-ই ছিল। তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছিল কুবা এলাকায় বিদ্যমান 'গারস' নামের একটি কুয়োর পানি দিয়ে। কুয়োটি ছিল সা'দ ইব্ন খায়ছামা (রা)-এর এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সে কুয়োর পানি পান করতেন। আলী (রা) তাঁর গোসল সম্পাদন করলেন, ফায্ল (রা) তাকে 'কোলে' হেলান দিয়ে রেখেছিলেন এবং আব্বাস (রা) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। ফায্ল (রা) বলতে লাগলেন, আমাকে একটু বিশ্রাম দেয়ার ব্যবস্থা কর, আমার তো মেরুদন্ডের রগ ছিঁড়ে যাচ্ছে ! মনে হচ্ছে যেন (অদৃশ্য) কোন কিছুর ওযন আমাকে চেপে ধরেছে! ওয়াকিদী (র) বলেছেন, আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল হাকামী (র) উমর ইব্ন আবদুল হাকাম সূত্রে বনর্না করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'গারাস' কূপ কতই উত্তম কূপ; সেটি জান্নাতের কূপসমূহের একটি এবং তার পানি সর্বোত্তম পানি।" রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ঐ কূপ হতে পান করার পানি সংগ্রহ করা হত এবং গারাস কূপের পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছিল।

সায়ফ ইব্ন উমর (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন 'আওন ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, কবরের কাজ সম্পন্ন হলে এবং লোকেরা যুহ্র সালাত আদায় করে নিলে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দানের কাজ আরাম্ভ করলেন। সে উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি ঘরের মাঝে য়ামানী মোটা বুনুনীর কাপড় দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করলেন। পরে তিনি নিজে তার ভিতরে ঢুকলেন এবং আলী ও ফায্লকেও ডেকে নিলেন। পরে যখন তাঁদের দুজনের হাতে এগিয়ে দেয়ার জন্য তিনি পানি নিয়ে আসতে গেলেন তখন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে ডেকে মশারীর ভিতরে নিয়ে নিলেন। বনূ হাশিমের এক দল পুরুষ ছিলেন মশারীর বাইরে। আর আনসারীরা যখন আমার পিতা (আব্বাস) দোহাই দিলেন এবং তাদের এতে অংশগ্রহনের দাবী জানালেন তখন তিনি (আব্বাস) তাঁদের যাকে প্রবেশানুমতি দিয়েছিলেন তিনি হলেন আওস ইব্ন খাওলী (রা)। সায়ফ (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা, যাহ্হাক্ ইব্ন য়ার্বূ 'আল্ হানাফী (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে, এতে তিনি মশারী খাটাবার কথা এবং আব্বাস (রা) কর্তৃক আলী, ফায্ল, আবূ সুফিয়ান ও উসামা (রা)-কে মশারীর ভিতরে ঢুকতে দেয়ার কথা এবং বনূ হাশিমের কতক পুরুষ মশারীর বাইরে থাকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা সকলেই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিল। তখন জনৈক অদৃশ্য বক্তাকে বলতে শোনা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দিও না। কেননা, তিনি তো পাক-পবিত্র ছিলেন। তখন আব্বাস (রা) বললেন, তা কেন নয়? আর ঘরের অন্যরা বললেন, সে ঠিকই বলেছে, তাই তাঁকে গোসল দিও না! আব্বাস (রা) বললেন, অজ্ঞাত পরিচয় একটি আওয়াযের কারনে আমরা একটি সুন্নত ত্যাগ করতে পারিনা। তখন তন্দ্রা দ্বিতীয় বার তাঁদের আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং সে অদৃশ্য বক্তা তাঁদের ঘোষনা দিল, তাঁর কাপড় তাঁর গায়ে রেখে তাঁকে গোসল দাও! তখন ঘরের লোকেরা বললেন না তা হবেনা। আর আব্বাস (রা) বললেন, নিশ্চয়ই তা হবে। তখন তাঁরা তাঁকে গোসল দিতে শুরু করলেন এবং তখন তাঁর গায়ে ছিল কামীস ও সেলাইবিহীন লুংগী। তাঁরা স্বচ্ছ পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দিলেন এবং তাঁর সিজদার অংগসমূহে ও দেহের জোড়াসমূহে কর্পূরের শুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন। আর তাঁর জামা ও লুংগী

নিংড়িয়ে দিয়ে পরে তাঁকে কাফন পারিয়ে দেয়া হল এবং আগর বাতি ও (ند) সুগন্ধি ঘাঁসের ধুয়া দিয়ে তারা তাকেঁ তুলে নিয়ে তাঁর ঘাটের উপরে রেখে দিলেন এবং তাঁর পবিত্র দেহ আবৃত করে রাখলেন। এটি একটি বিরল বর্ণনা।

নবী করীম (সা)-এর কাফনের বিবরণ

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, ওলীদ ইব্ন মুসলিম (র), 'আইশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি য়ামানী ডোরাদার কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, পরে তা তুলে রাখা হয়। আইশা (রা)-এর অধস্তন রাবী ও ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিম (র) বলেন, সে কাপড়ের অবিশিষ্ঠাংশ অজও আমাদের কাছে রক্ষিত আছে। এ সনদটি বুখারী মুসলিমের (র) শর্তানুরূপ। আবূ দাউদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আহম্দ ইব্ন হাম্বাল সূত্রে এবং নাসাঈ (র) মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না ও মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) সনদে।

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস শাফিঈ (র) বলেন, মালিক (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন পারানো হয়েছিল তিনখান সাদা সাহূলী (য়ামানী) কাপড়ে, তাতে কোন কামীস বা পাগড়ী ছিল না। বুখারী (র)-ও অনুরূপ ইসমাঈল ইব্ন ইদরীস (র) সুত্রে (মালিক হতে) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহ্মদ (র) বলেছেন, সুফিয়ান (র) 'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানা সাহূলী সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন সুফিয়ার ইব্ন উয়ায়না (র) সূত্রে এবং বুখারী (র) আবূ নু'আয়ম (র) সূত্রে। আবূ দাউদ (র) বলেছেন, কুতায়বা (র)....'আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানা সাদা য়ামানী সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, যাতে কোন কামীস বা পাগড়ী ছিল না। বর্ণনাকারী (উরওয়া) বলেন, তখন দুখানি কাপড় ও একখানি ডোরাকায় চাদর 'সম্পর্নিত অন্যদের উক্তি 'আইশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, চাদর আনা হয়েছিল বটে, তবে তা ফিরিয়ে দিয়ে হয়েছিল এবং তা দিয়ে তাকে কাফন দেয়া হয়নি। মুসলিম (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র) বলেছেন, হাফিয আবূ আবদুল্লাহ (র) 'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন পরানো হয়েছিল তিনখানি সাদা সাহূলী সূতী কাপড়ে, যাতে কোন কামীসও ছিল না কোন পাগড়ীও না। তবে নতুন চাদরের বিষয়টিতে মূলত লোকেরা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। বস্তুতঃ এক প্রস্থ নতুন কাপড় তাঁকে কাফন পরাবার উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয়েছিল্। পরে তা আর ব্যবহার করা হয়নি। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) তা নিয়ে নেন এবং বলেন এটি আমি রেখেই দিব যাতে আমাকে এটি দিয়ে কাফন দেয়া যায়। পরে তিনি বললেন, আল্লাহ যদি তাঁর নবী করীম (সা)-এর জন্য এটি পসন্দকরতেন তবে অবশ্যই এটিকে তাঁর কাফন বানাতেন। পরে তিনি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য দান করে দেন।

মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্-তে এ হাদীসটি য়াহ্য়া ইব্ন য়াহ্য়া (র) প্রমূখ সুত্রে আবূ মুআবিয়া (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত হচ্ছে, হাকিম (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি ইয়ামানী ডোরাকাটা চাদর

দিয়ে কাফন দেয়া হয়। চাদরটি ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর কাফনস্বরূপ, প্রথমে তা তাঁকে পরানো হয়েছিল বটে কিন্তু পরে তা তুলে ফেলা হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর সেটি নিজের কাফনের জন্য তুলে রাখলেও পরে এক সময় সে (তিনি) বলেন, আমি নিজের জন্য এমন কিছু ধরে রাখতে চাইনা যাতে আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফনরূপে মঞ্জুর করেননি। পরে তিনি চাদরটির মূল্য সাদাকা করে দেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আবদুর রায্‌যাক (র), 'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানি সাদা সাহূলী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। নামাঈ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়ায়হ (র) সূত্রে, ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, মিস্‌কীন ইব্‌ন বুকায়র (র) 'আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনটি য়ামনী 'রায়ত' (চাদর) কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। এ রিওয়ায়াত একাকী আহ্‌মদ (র)-এর। আবূ য়া'লা আল্ মাওসিলী (র) বলেন, সাহ্‌ল ইব্‌ন হাবীব আনসারী (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানি সাহূলী সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। সুফিয়ান (র) ইব্‌ন উম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন পরানো হয়েছিল তিন খানি কাপড়ে....এবং কোন কোন রিওয়ায়াত রয়েছে দুইখানি 'সাহারী' কাপড় এবং একটি ডোরাদার ইয়ামনী চাদরে। ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, ইব্‌ন ইদরীস (র) মিকসাম ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল (একখানি) তাঁর সে কামীস যেটি তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পরিধানে ছিল এবং নাজরানী 'হুললা', হুললা' হল এক জোড়া কাপড়। আবূ দাউদ (র) হাদীসটি আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বাল ও উছমান ইব্‌ন আবূ শায়রা (র) সূত্রে এবং ইব্‌ন মাজা (র) আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ সনদটি অতিশয় বিরল।

ইমাম আহ্‌মদ (র) আরো বলেছেন, আবদুর রায্‌যাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুইখানি সাদা কাপড় এবং একটি লাল চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। এ সনদে আহ্‌মদ (র) একাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর শাকিঈ (র) আলী ইবনুল হাসান (র) ফায্‌ন ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন দেয় হয়েছিল দুই খানি সাদা সহুলী কাপড় এবং একটি লাল চাদরে। আবূ ইয়া'লা (র) বলেছেন, সুলায়মান আশ-শাযকূনী (র), তিনি ফায্‌ল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুখানি সাদা সাহূলী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। (মধ্যবর্তী রাবী) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুরর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) এ বর্ণনা অতিরিক্ত বলেছেন "এবং একটি লাল চাদরে।" আরো একাধিক বর্ণনাকারী এ হাদীসটি ইসমাঈল আল্ মুআদ্দিব (র) ফায্‌ল ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ফাযল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুখানি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।" এবং এ সুত্রে একটি রিওয়ায়াত রয়েছে....সাহূলী (কাপড়ে).....সুতরাং আল্লাহই সমধিক অবগত।

হাফিয ইব্‌ন 'আসাকির (র) আবূ তাহির আল-মুখাল্লিস (র) সূত্রে আবু ইসহাক (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি বনূ আবদুল মুত্তালিবের একটি মজলিসে উপনীত হলাম; তাঁরা সেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলেন্। আমি তাঁদের বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে

কয়খানা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল? তাঁরা বললেন তিনখানি কাপড়ে, যায় মাঝে কোন জামা বা কোন জুব্বা বা কোন পাগড়ী ছিল না। আমি বললাম, বদর যুদ্ধে আপনাদের কত জনকে বন্দী করা হয়েছিল ? তাঁরা বললেন, আব্বাস, নাওফাল ও আকীলকে। বায়হাকী (র) যুহরী (র) সুত্রে যায়নুল আবিদীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনখানি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হল, যার একখানি ছিল লাল রংএর ডোরাদার ইয়ামেনী চাদর। হাফিয ইব্ন আসাকির (র) অন্য একটি সূত্রে আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সনদটির বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত নয়। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি দুইটি সাহূলী কাপড় এবং একটি ডোরাদার ইয়ামানী চাদর দিয়ে কাফন পরিয়েছিলাম। আবূ সাঈদ ইব্নুল আরাবী (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্নুল ওলীদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইখানি 'রায়তা' এক হারা চাদর এবং একখানি নাজরানী চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন দেয়া হয়েছিল। আবূ দাউদ আত্ তায়লিসী (র)-ও হিশাম ও ইমারান আল্ কাত্তান (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাবী' ইব্ন সুলায়মান (র)-ও আসাদ ইব্ন মূসা (র), উম্মু সালামা (রা) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, যার একখানি ছিল নাজরানী চাদর। বায়হাকী (র) বলেন, আমরা পূর্বেই আইশা (রা) সূত্রে নেয়া লোকেদের ভ্রান্তির শিকার হওয়ার কারণ বর্ণনা করে এসেছি যে, সে চাদরটি সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। আল্লাহই সমধিক অবগত।

বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা (র) হারূন ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর কাছে এতটুকু মিশ্ক ছিল; তিনি তা দিয়ে তাঁর কাফনে সুগন্ধি মাখাবার ওসিয়ত করলেন এবং বললেন, এ মিশ্ক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাফনের ব্যবহৃত সুগন্ধির বেঁচে যাওয়া অংশ। ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) সূত্রে আলী (রা) হতেই বায়হাকী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

নবী করীম (সা)-কে গোসল দানের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আশ্‌আছ ইব্ন তুলায়ক হতে বর্ণিত, বায়হাকী (র)-এর রিওয়ায়াত এবং আল্ ইস্পাহানীর বরাতে আল্ বায্যার (র)-এর রিওয়ায়াত- উভয় রিওয়ায়াত ইব্ন মাসউদ (রা) হতে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ হাদীসের সারকথা ছিল নবী করীম (সা)-কে গোসল দান সম্পর্কীত। নবী পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রতি তাঁর ওসিয়াত ও নির্দেশ ছিল এই যে, 'আমাকে আমার পরিধেয় এ কাপড়ে কিংবা ইয়ামানী কিংবা মিশরী সাদা কাপড়ে কাফন দেবে"। কাফন পরানো হয়ে গেলে তাঁকে তাঁর কবরের পড়ে রেখে দিয়ে ফিরিশতাদের সালাতের আবকাশ দেয়ার জন্য তাঁরা বের হয়ে যাবেন এবং পরে তাঁর আহ্‌লে বায়তের পুরুষ সদস্যগণ এসে সালাত আদায় করবেন। তারপরে অন্যান্য লোকেরা সকলেই, একাকী একাকী সালাত আদায় করবেন। অবশ্য হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রশ্নসাপেক্ষ হওয়ার কথাও বিবৃত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে (জানাযার জন্য প্রথমে) পুরুষদের

প্রবেশানুমতি দেয়া হল; তারা ইমাম বিহীনভাবে জনে জনে সালাত আদায় করতে থাকলেন। তারপর নারীদের প্রবেশানুমতি দেয়া হল, তারাও তাঁর জন্য সালাত আদায় করলেন। তারপর শিশু কিশোরদের প্রবেশ করতে দেয়া হলে তারাও তাঁর জন্য সালাত আদায় করল এবং এরপরে গোলামদের প্রবেশ করতে দেয়া হলে তারাও সালাত আদায় করল। সকলেই একা একা সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সালাতে কেউ ইমামতি করেননি।

ওয়াকিদী (র) বলেন, উবায়্যা ইব্‌ন 'আয়্যাশ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র), তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর কাফন পরিয়ে দেয়া হলে তাঁকে তাঁর খাটে রাখা হল। তারপর তাঁর কবরের পাড়ে রাখা হল। তারপর লোকজন (জানাযার উদ্দেশ্যে) দলে দলে প্রবেশ করতে লাগলেন, এ সালাতে কেউ ইমামতি করছিলেন না। ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবরাহীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. আমার আব্বার হাতে লেখা একটি লিপি আমি পেয়ে যাই। তাতে লিখিত ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন পরানো হয়ে গেলে এবং তাঁকে তাঁর খাটের উপরে রেখে দেয়া হল। আবূ বকর ও উমর (রা) এবং ঘরে সংকুলান হয় এমন সংখ্যক আনসার-মুহাজির ঐ দু'জনের সংগে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তারপর মুহাজির ও আনসারগণও অনুরূপ সালাম পেশ করলেন। তারপর তাঁরা কাতারবন্দি হলেন বটে, কিন্তু কেউ ইমামরূপে ছিলেন না।

তারপর তাঁরা দু'জন প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁর কাছে যা নাযিল করা হয়েছিল তিনি তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাঁর উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছেন, যাবৎ না আল্লাহ্ তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর কালেমা পূর্ণাংগতা পেয়েছে এবং তাঁর একক ও লা-শরীক সত্তায় ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং হে আমাদের ইলাহ! আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন সে সকল লোকের মাঝে যারা তাঁর (নবীর) কাছে নাযিলকৃত বাণীর আনুগত্য করে এবং তাঁর ও আমাদের মাঝ সম্মিলন ঘটিয়ে দিন যাতে আপনি আমাদের দিয়ে তাঁকে এবং তাঁকে দিয়ে আমাদের পরিচিতি সাব্যস্ত করবেন। কেননা, তিনি ছিলেন মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল দয়াবান। আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন (পার্থিব ও) বিনিময় প্রত্যাশা করি না এবং তাঁর বিনিময়ে কক্ষণো কোন মূল্য আমরা গ্রহণ করব না।" "এ সময় অন্য লোকেরা 'আমীন' 'আমীন' বলে যাচ্ছিলে এবং একদল বের হয়ে গেলে আর এক দল প্রবেশ করছিলেন। এভাবে পুরুষগণ সালাত আদায় করার পরে নারীগণ এবং তাঁদের পরে অপ্রাপ্ত বয়স্করা সালাত আদায় করল। কথিত হয়েছে যে, তাঁরা সোমবারের দুপুরের পর হতে মংগলবারের ঐ রকম সময় পর্যন্ত সালাত আদায় করেছিলেন। মতান্তরে, তিন দিন যাবত তাঁরা তাঁর জন্য সালাত আদায় করেছিলেন। এ প্রসংগে বিশদ বিবরণ পরে আসছে। আল্লাহই সমধিক অবগত।

সালাত সম্পর্কিত এ কর্মপন্থা অর্থাৎ কেউ ইমাম না হয়ে একাকী একা নবী করীম (সা)-এর জানাযার সালাত আদায় করার বিষয়টি সর্বসম্মত এবং এতে কারোই ভিন্ন মত নেই : তবে এর কারণ বর্ণনায় মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ প্রসংগে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে আমাদের উপস্থাপিত হাদীস প্রামাণ্য সাব্যস্ত হলে তা এ ক্ষেত্রে শরীআতের 'স্পষ্ট ভাষ্য' (نص। রূপে

গণ্য হবে এবং তা হবে যুক্তি ও বুদ্ধিজাত বিচারের উর্ধে তাআব্বুদ (تعبد) ও আইন গত ইবাদাত আনুগত্য প্রকরণভুক্ত। তবে সে যা-ই হোক; তাঁদের কোন নির্দিষ্ট ইমাম ছিলেন না বিধায় এমনটি হয়েছে, এরূপ বলার কোন অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা বলে এসেছি যে, আবূ বকর (রা)-এর প্রতি আনুগত্যের বায়আত সম্পাদিত হওয়ার পরেই তাঁরা নবী করীম (সা)-এর কাফন-দাফনের কাজ শুরু করেছিলেন।

তবে কোন কোন আলিম বলেছেন, কেউ তাঁদের ইমামতি না করার লক্ষ্য ছিল সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর জন্য তাদের সালাত আদায় এবং উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তি ও নারী-পুরুষ-বালক-বয়স্ক নির্বিশেষে এমন কি গোলাম-বাঁদীদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক এবং একের পরে এক সালাত আদায়ের মাধ্যমে তাঁর (সা) জন্য পুনঃ পুনঃ সালাত আদায় করা।

আর ইমাম সুহায়লী (র)-এর অভিমতের সার সংক্ষেপ হচ্ছে, আল্লাহ তো পবিত্র কলামের দ্বারা অবহিত করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সালাত প্রেরণ করে থাকেন এবং সেই সাথে প্রতিটি ঈমানদারকে সরাসরি নিজের তরফ হতে তাঁর জন্য সালাত নিবেদনের আদেশ করেছেন। তাঁর ওফাতের পরে তাঁর জন্য (জানাযা) সালাতও পূর্বোক্ত পন্থায়ই সম্পাদিত হবে। তিনি আরো বলেছেন, ফিরিশতাগণ এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য ইমাম সাব্যস্ত হবেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

সাহাবী জামাআত ব্যতীত অন্যান্য (পরবর্তী)-দের জন্য নবী করীম (সা)-এর রাওযায় সালাত আদায় করার বৈধতার বিষয়টিতে ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরবর্তী কালের অনুসারীগণ মতভেদের শিকার হয়েছেন। কেউ কেউ বৈধতার অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর মুবারক দেহ তাঁর কবরে 'তাজা' ও অবিকৃত ও অক্ষত রয়েছে । কেননা, আল্লাহ পাক নবীগণের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (সুনান গ্রন্থসমূহ ও অন্যান্য গন্থে এ সম্পর্কিত হাদীস বিদ্যামান রয়েছে)। সুতরাং তিনি (সা) তো যেন আজই ইনতিকাল করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যদের অভিমত হল সাহাবা-পরবর্তী লোকরা নবী করীম (সা)-এর রাওযায় সালাত আদায় করবে না। কেননা, সাহাবা পরবর্তী আমাদের পূর্বসূরী (তাবিঈ-তাবি-তাবিঈ)-গণ তা করেন নি। অথচ বিষয়টি বৈধ ও শরী'আতসম্মত হলে তাঁরা অবশ্যই তাতে গভীর আগ্রহ ও নিয়মানুবর্তীতা দেখাতেন (কিন্তু তাঁরা তা করেন নি)। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

নবী করীম (সা)-এর দাফনের বিবরণ এবং দাফনের স্থান নির্ণয় প্রসংগ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র) আবদুল আযীয ইব্‌ন জুরায়জ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ বুঝতে পারছিলেন না যে, তাঁরা নবী করীম (সা)-কে কোথায় দাফন করবেন? অবশেষে আবূ বকর (রা) বললেন, নবী করীম (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি , لم يقبر نبى الا حيث يموت কোনও নবীকে তাঁর মৃত্যুস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও কবর দেয়া হয়নি। তখন তাঁরা নবী করীম (সা)-এর বিছানা সরিয়ে দিলেন এবং ঐ স্থানেই তাঁর জন্য (কবর) খনন করলেন। এ সনদে রাবী আবদুল আযীয ইব্‌ন জুরায়জ (র) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মাঝে সূত্রচ্ছিন্নতা রয়েছে। কেননা, আবদুল আযীয (র) আবূ বকর (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেন নি। তবে হাফিয আবূ ইয়ালা (র) হাদীসটি আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হতে ইব্‌ন আব্বাস ও আইশা (রা)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আবূ মূসা আল্ হারাবী (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন নবী করীম (সা)-কে উঠিয়ে নেয়া হলে সাহাবীগণ তাঁর দাফনের ব্যাপারে মতভেদ করতে লাগলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন নবী করীম (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি. لا يقبض النبى الا فى احب الا مكنة اليه "নবীকে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় স্থানেই ওফাত দেয়া হয়ে থাকে।" তখন আবূ বকর (রা) বললেন, যে স্থানে তাঁর ওফাত হয়েছে সেখানেই তাঁকে দাফন কর অনুরূপ. তিরমিযী (র) আবূ কুরায়ব (র) আইশা (রা) সনদেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উঠিয়ে নেয়া হলে তাঁর দাফনের ব্যাপারে মতবিরোধে দেখা দিলে আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে আমি এমন কিছু শুনেছি, যা আমি ভুলে যাই নি। তিনি বলেছেন,

ما قبض الله نبيا الا فى الموضع الذى يحب ان يدفن فيه-

আল্লাহ্ যে কোন নবীকে সে স্থানেই মৃত্যু দেন যেখানে সমাহিত হওয়া তিনি পসন্দ করেন। (তাই) তাঁর শয্যাস্থলেই তাঁকে সমাহিত কর। তবে তিরমিযী (র)-এ সনদের মধ্যবর্তী রাবী আল-মুলায়কী (র)-কে 'দুর্বল' মন্তব্য করে বলেছেন, এ সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবূ বকর (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

উমাবী (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, انه لم يدفن نبى قط الا حيث قبض কোন নবীকে তাঁর ওফাতের স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও কখনও দাফন করা হয় নি।"

আবূ বকর ইব্‌ন আবিদ্ দুন্‌য়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল আত্ তামীমী (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় দুইজন কবর খননকারী ছিলেন। নবী করীম (সা) ওফাতের পর সাহাবীগণ বললেন, আমরা তাঁকে কোথায় দাফন করব? তখন আবূ বকর (রা)

বললেন, 'যে স্থানে তিনি ইনতিকাল করেছেন সে স্থানেই।" ঐ দু'জনের একজন বগলী কবর খুঁড়তেন এবং অন্য জন খুঁড়তেন সিন্দুকী কবর। যিনি বগলী কবর খনন করতেন তিনি (আগে) এসে পড়লে নবী করীম (সা)-এর জন্য তিনি বগলী কবর খনন করলেন। মালিক ইব্ন আনাস (র) এ বিবরণটি উরওয়া (র) থেকে মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়ালা (র) বলেন, জা'ফর ইব্ন মিহ্‌রান (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, লোকজন যখন নবী করীম (সা)-এর জন্য (কবর) খনন করতে মনস্থ করলেন। তখন আবূ উবায়দা ইব্নুল জার্‌রাহ (রা) মক্কাবাসীদের কবরের ন্যায় সিন্দুকী কবর খনন করতেন এবং আবূ তাল্‌হা যায়দ ইব্ন সাহ্‌ল (রা) মদীনাবাসীদের জন্য বগলী কবর খনন করতেন। তাই আব্বাস (রা) দুই জন লোককে ডেকে এনে তাঁদের একজনকে বললেন, তুমি আবূ উবায়দার কাছে যাও এবং অন্যজনকে বললেন তুমি যাও আবূ তাল্‌হার কাছে। (আরো বললেন) ইয়া আল্লাহ্ আপনার রাসূলের জন্য যা আপনার পসন্দ তাই বেছে নিন! বর্ণনাকারী (ইব্ন আব্বাস) বলেন, আবূ তাল্‌হা (রা)-এর কাছে প্রেরিত ব্যক্তিটি তাঁকে পেয়ে সংগে করে নিয়ে এলো। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য বগলী কবর তৈরী করলেন। মংগলবার দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তিম সফরের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হলে তাঁকে তাঁর ঘরে তাঁর খাটিয়ার উপরে রেখে দেয়া হল। ওদিকে মুসলমানগণ তাঁর দাফনের স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করছিলেন। কেউ বলছিলেন, আমরা তাঁকে তাঁর মসজিদে দাফন করব। অন্য কেউ বলছিলেন, তাঁর সাহাবীদের সংগে (বাকী 'গোরস্তানে) দাফন করব। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, ما قبض نبى الا دفن حيث قبض কোনও নবীকে তাঁর ওফাতের স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও দাফন করা হয় নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যে বিছানায় ইনতিকাল করেছিলেন তা তুলে ফেলা হল এবং সেখানেই তাঁর জন্য কবর খনন করা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানাযার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে লোকদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাঁর নিকটে আসার অনুমতি দেয়া হল।

প্রথমে পুরুষেরা এবং তাদের সালাত সমাপ্ত হলে নারীদের প্রবেশাধিকার দেয়া হল এবং নারীদের সালাত সমাপ্ত হলে প্রবেশ করতে দেয়া হল অপ্রাপ্ত বয়স্কদের। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সালাতে কেউ ইমামের দায়িত্ব পালন করেন নি। পরে বুধবারের (পূর্ববর্তী) রাতের মাঝ রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাফন করা হল। ইব্ন মাজা (র) ও নাস্‌র ইব্ন আলী আল্ জাহযামী (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, তাঁর কবরে অবতরণ করলেন আলী' আব্বাস (রা)-এর দুই ছেলে ফায্‌ল ও কুছাস এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম শুকরান (রা)। তখন আবূ লায়লা আওস ইব্ন খাওলী (রা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বললেন, আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিষয়ে আমাদের হিস্‌সা!? তখন আলী (রা) তাঁকে বললেন, আপনিও নেমে পড়ুন! নবী করীম (সা)-এর গোলাম শুক্‌রান (রা) একটি মোটা চাদর (কম্বল) নিয়ে এলেন যেটি রাসূলুল্লাহ (সা) পরিধান করতেন। তিনি সেটি কবরে বিছিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আপনার পরে কেউ আর সেটি পরিধান করতে পাবে না। সুতরাং সেটিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে দাফন করা হল। ইমাম আহমদ (র)-ও হাদীসটি

সংক্ষেপে রিওয়ায়াত করেছেন হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) সনদে। অনুরূপ, ইউনুস ইব্‌ন যুবায়র (র) প্রমুখও ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রেই ঐ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

ওয়াকিদী (র) রিওয়ায়াত করেছেন ইব্‌ন আবূ হাবীবা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে, তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– ما قبض الله نبيا الا ودفن حيث قبض "আল্লাহ্ কোনও নবীকে মৃত্যু দান করলে যে স্থানে তাঁকে ওফাত দেয়া হয়েছে সে স্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।" বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম (র) (মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌নুল হুসায়ন (র), কিংবা মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌নুয্ যুবায়র (র) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌র ওফাত হলে লোকেরা তাঁর দাফনের ব্যাপারে মতবিরোধ করতে লাগলেন। তারা বলাবলি করতে লাগলেন যে, কোথায় তাঁকে দাফন করব? জনতার সাথে, নাকি তাঁর কোন ঘরে? তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ কোনও নবীকে তুলে নেন নি। কিন্তু যেখান থেকে তাঁকে তুলে নেয়া হয়েছে সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।" সুতরাং যেখানে তাঁর বিছানা ছিল সেখানেই তাঁকে দাফন করা হল। বিছানা তুলে ফেলে তার নীচে কবর খোঁড়া হল। ওয়াকিদী (র) আরো বলেছেন, আবদুল হামীদ ইব্‌ন জা'ফর (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন সাঈদ, অর্থাৎ ইব্‌ন ইয়ারবূ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে লোকেরা তাঁর কবরের স্থান সম্পর্কে মতদ্বৈধতায় লিপ্ত হল। কেউ বলল, বাকীতে; কেননা, তিনি তো বাকীবাসীদের জন্য বেশী বেশী মাগফিরাতের দু'আ করতেন। অন্য কেউ বলল, তাঁর মিম্বারের কাছে। আবার কেউ বলল, তাঁর মুসাল্লা, তাঁর সালাত আদায়ের স্থানে। তখন আবূ বকর (রা) এসে বললেন, এ বিষয় আমার কাছে ইল্‌ম ও তথ্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, যে কোন নবীকে তুলে নেয়া হলে যে স্থানে তাঁকে ওফাত দেয়া হয়েছে সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। হাফিয বায়হাকী (র) বলেছেন, এ বিবরণটি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) ও ইব্‌ন জুরায়হ (র) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে 'মুরসাল' সনদ বিযুক্তরূপে বিবৃত হয়েছে।

বায়হাকী (র) আরো বলেন, হাকিম (র) সালিম ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে, ইনি সুফ্‌ফার বাসিন্দাকুলের অন্যতম বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে আবূ বকর (রা) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং একটু পরে বের হয়ে এলে তাঁকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন তারা বুঝতে পারল যে, ব্যাপারটা তেমনই! যেমনটি তিনি বলেছেন। আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা কি তাঁর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় করব ? করলে কি প্রকারে আমরা তাঁর জন্য সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, তোমরা (ছোট) দলে দলে বিভক্ত হয়ে আসবে এবং তাঁর জন্য সালাত আদায় করবে। তখন তারা অনুধাবন করলেন যে, ব্যাপার তেমনই যেমন তিনি বলেছেন। তারা বললেন। তাঁকে কি সমাহিত করা হবে এবং কোথায় ? তিনি বললেন, যেখানে আল্লাহ তাঁর রূহ 'কব্য্' করেছেন। কেননা, একটি পবিত্র স্থানেই তাঁর রূহ কব্য্ করা হয়েছিল। তখন তারা উপলব্ধি করলেন যে, ব্যাপার তেমনই যেমন তিনি বলেছেন

বায়হাকী (র) আর একটি রিওয়ায়াত নিয়েছেন সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাব (র) সূত্রের হাদীস হতে। তিনি বলেন, আইশা (রা) তাঁর পিতার কাছে একটি স্বপ্নের বিবরণ দিলেন। তিনি ছিলেন স্বপ্ন ব্যাখ্যার পারদর্শীদের অন্যতম। আইশা (রা) বললেন, আমি দেখলাম তিনটি চাঁদ আমার কোলে নেমে এল। আবূ বকর (রা) তাঁর কন্যাকে বললেন, তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদের তিনজনকে তোমার ঘরে দাফন করা হবে। পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে আবূ বকর (রা) বললেন, হে আইশা! এ হচ্ছে তোমার চাঁদগুলির শ্রেষ্ঠটি। মালিক (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) সূত্রে আইশা (রা) থেকে মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে। (এ প্রসংগে) সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে আইশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমার ঘরে এবং আমার পালার দিনে এবং আমার বুক ও কণ্ঠার মাঝে ওফাত বরণ করলেন এবং দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত ও আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে আল্লাহ্ আমার লালা ও তাঁর লালার মাঝে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

সহীহ্ বুখারীতে আবূ আওয়ানা (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে অসুস্থতায় ইনতিকাল করলেন সে সময় তাঁকে আমি বলতে শুনেছি,

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد-

আল্লাহ ইয়াহূদী ও নাসারাদের লা'নত করুন! তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে (ইবাদতের স্থানে) রূপান্তরিত করছিল। আইশা (রা) বলেন, তেমন আশংকা না থাকলে উন্মুক্ত স্থানে তার কবর করা হত, কিন্তু তিনি তাঁকে মসজিদে পরিণত করার আশংকা করেছিলেন।

ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইনতিকাল করলেন, তখন মদীনায় একজন লোক বগলী কবর খুঁড়তেন এবং অন্যজন সিন্দুকী কবর খনন করতেন। সাহীবীগণ বললেন, আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে কল্যাণ ও পসন্দ কামনা করছি এবং এ দু'জনের কাছে লোক পাঠাচ্ছি। এদের মধ্যে যিনি আগে আসবেন তাঁকেই (কবর খননের) সুযোগ দেয়া হবে। তখন তাঁদের কাছে লোক পাঠানো হলে বগলী কবর খননকারী ব্যক্তি আগে এসে গেলে সে নবী করীম (সা)-এর জন্য বগলী কবর খনন করলেন। এ রিওয়ায়াত একাকী ইব্‌ন মাজা (র)-এর। ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবুন্ নায্‌র হাশিম ইব্‌নুল কাসিম (র) হতে, ঐ সনদে। ইব্‌ন মাজা (র) আরো বলেছেন, উমর ইব্‌ন শায়বা (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে সাহাবীগণ বগলী ও সিন্দুকী কবরের ব্যাপারে মতানৈক্য করতে লাগলেন। এমন কি এতে বাক-বিতণ্ডা হল এবং তাদের আওয়ায উচ্চাসিত হতে লাগল। তখন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে চিৎকার কর না তিনি জীবিত হোন কিংবা ওফাত প্রাপ্ত! কিংবা এর সমর্থক অন্য কোন কথা বলেছিলেন। তখন তাঁরা সিন্দুকী কবর খননকারী ও বগলী কবর খননকারী উভয় ব্যক্তির কাছে লোক পাঠালেন এবং বগলী কবর খননকারী (আগে) এসে গেলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বগলী কবর তৈরী করলেন। তারপর তাঁকে সমাহিত করা হল। এ হাদীস একাকী ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণিত। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ইব্‌ন উমর (রা) হতে এবং (কাসিম সূত্রে) আইশা (রা) হতে

বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বগলী কবর খনন করা হয়েছিল। এ দুই সূত্রেই হাদীসটি একাকী আহমদ (র) বর্ণনা করেছেন।

কবরে চাদর প্রদান প্রসংগ ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন শু'বা ও ইব্‌ন জা'ফর (র), ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবরে একটি লাল মখমলের চাদর দেয়া হয়েছিল। মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র)-ও হাদীসটি শু'বা (রা) সূত্রের বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ওয়াকী (র)-ও হাদীসটি শু'বা (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ বিষয়টি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস। এ বর্ণনা দিয়েছেন ইব্‌ন আসাকির (র)। ইব্‌ন সা'দ (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল্‌ আনসারী (র) হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বদন মুবারকের নীচে মখমলের লাল একটি চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল যা তিনি পরিধান করতেন। তিনি বলেছেন, কবরের মাটি ছিল আর্দ্র। হুশায়ম ইব্‌ন মান্‌সূর (র) বলেছেন হাসান (রা) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবরে মখমলের একটি লাল চাদর দিয়ে দেয়া হয়েছিল যা তিনি হুনায়ন যুদ্ধকালে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হাসান (রা) বলেছেন, সেটি দেয়ার কারণ ছিল এই যে, মদীনার লবণাক্ত মাটির দেশ। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) আরো বলেছেন, হাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ আল্‌ খায়্যাত (র) হাসান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আমার কবরে আমার জন্য একটি বড় চাদর বিছিয়ে দেবে। কেননা, মাটিকে নবীগণের দেহের উপরে প্রাধান্য দেয়া হয় নি।

বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেন। মুসাদ্দাদ, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র) সূত্রে। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে গোসল দিলাম। আমি তখন সাধারণ মৃতদের যা হয়ে থাকে তেমন 'কিছু' রয়েছে কিনা তা দেখতে চাইলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। তিনি ছিলেন জীবনে ও মরণে পূত-পবিত্র। বর্ণনাকারী (সাঈদ) আরো বলেন, নবী করীম (সা)-এর দাফন ও তাঁকে আচ্ছাদিত করার দায়িত্ব পালন করেছিল চারজন– আলী, আব্বাস, ফয্‌ল ও নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিহ্‌ (রা)। নবী করীম (সা)-এর কবর তৈরী করা হয়েছিল বগলী কবর এবং তাঁর উপরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল কাঁচা ইট। কোন কোন সূত্রে বায়হাকী (র) আরো উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর কবরে নয়টি কাঁচা ইট বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওয়াকিদী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ সাব্‌রা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সোমবারের সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়ার পর হতে মংগলবারের সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়া পর্যন্ত তাঁর খাটিয়ার উপরে রেখে দেয়া হয়েছিল। লোকেরা তাঁর জানাজার সালাত আদায় করছিল এবং তাঁর খাট ছিল তাঁর কবরের পাড়ে। পরে তাঁরা নবী করীম (সা)-কে সমাহিত করার ইচ্ছা করলে তাঁর খাটিয়া তাঁর (কবরের) পায়ের দিকে সরিয়ে নিয়ে সে দিক থেকে তাঁকে কবরে প্রবিষ্ট করা হয়। তাঁর কবরে প্রবেশ করেছিলেন আব্বাস, আলী, কুছাম, ফায্‌ল ও শাক্‌রান (রা)। বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, ইসমাঈল আস্‌-সুদ্দী (র)-এর বরাতে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরে অবতরণ করেছিলেন আব্বাস, আলী ও ফয্‌ল (রা) এবং তাঁর কবর সমতল করেছিলেন জনৈক আনসারী ব্যক্তি, যিনি 'বদর' যুদ্ধের শহীদগণের বগলী কবর

সমতল করেছিলেন। তবে ইব্ন আসাকির (র) বলেছেন, এ ক্ষেত্রে সঠিক হবে উহুদ যুদ্ধের, আর হুসয়ন (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সনদে ইব্ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়াত পূর্বেই বিবৃত হয়েছে– ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যারা কবরে অবতরণ করেছিলেন তাঁর হলেন আলী, ফয্ল, কুছাম ও শাক্রান (রা)। পঞ্চম ব্যক্তিরূপে তিনি (আনসারী প্রতিনিধি) আওস ইব্ন খাওলী (রা)-এর নামও উল্লেখ করেছেন এবং শা্ক্রান (রা) কর্তৃক কবরে রক্ষিত চাদরের কথাও উল্লেখ করেছেন। হাফিয বায়হাকী (র) বলেছেন, আবূ তাহির মুহাম্মদ আবদী (র), আবূ মুরাহ্হাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন (এখনও) তাদের দেখতে পাচ্ছি নবী করীম (সা)-এর কবরে; চারজন, তাঁদের অন্যতম আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)। আবূ দাউদ (র) ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ (র) ইসমাঈল ইবন আবূ খালিদ (র) সূত্রে ঐ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। পরে আহ্মদ ইবন ইউনুস (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন যুহায়র (র), মুরাহ্হাব কিংবা আবূ মুরাহ্হাব (রা) সূত্রে যে, তাঁরা আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কেও তাঁদের সাথে কবরে অবতরণের সময় শামিল করে নিয়েছিলেন। দাফন শেষে আলী (রা) বললেন, কোন মানুষের (কাফন-দাফনের) দায়িত্ব তো পালন করে থাকে তার পরিবারের লোকেরাই। এ হাদীস অতিশয় বিরল ধরনের তবে এর সনদ বেশ উত্তম ও সবল। কিন্তু এই একটি মাত্র সূত্রেই আমরা এটি পেয়েছি। আবূ 'আম্‌র ইবন আবদুল বার (র) তাঁর 'ইস্‌তী'আব' গ্রন্থে বলেছেন, আবূ মুরাহ্হাব (রা)-এর নাম সুওয়ায়দ ইবন কায়স (রা)। তবে তিনি অন্য একজন আবূ মুরাহ্হাব-এর নাম উল্লেখ করে বলেছেন, তার সম্পর্কে কোন তথ্য আমার জানা নেই। ইবনুল আছীর (র) তাঁর উসদুল গাবা গ্রন্থে বলেছেন, 'সুতরাং এ হাদীসের রাবী উল্লিখিত দু'জনের কোন একজন কিংবা তৃতীয় কেউ হতে পারেন। আল্লাহই সমধিক অবগত।

নবী করীম (সা)-এর সর্বশেষ সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তি

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, ইয়াকুব (র) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) কিংবা উছমান (রা)-এর খিলাফত কালে আমি আলী (রা)-এর সংগে উমরা পালন করলাম। তিনি তাঁর বোন উম্মু হানী বিনত আবু তালিব (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে উঠেন। তিনি উমরা সম্পাদন করে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর বোন তাঁর জন্য গোসলের পানির ব্যবস্থা করলে তিনি গোসল করলেন। তাঁর গোসল শেষ হলে একদল ইরাকী লোক তাঁর কাছে এসে তাঁকে বলল, হে আবুল হাসান! আমরা আপনার কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। আমাদের বলুন, সে বিষয়ে আপনি আমাদেরকে অবগত করবেন। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে, মুগীরা ইবন শু'বা (র) তোমাদের এ বিবরণ দিয়ে থাকবেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একেবারে শেষ মুহূর্তের সান্নিধ্য লাভকারী ছিলেন তিনিই! তারা বলল, জ্বী হাঁ। এ বিষয়ই আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে আমাদের আগমন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে একেবারে শেষ মুহূর্তে সান্নিধ্য লাভ কারী ছিলেন কুছাম ইবন আব্বাস (রা)। এ সূত্রে আহমদ (র) একেকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ইবন বুকায়র (র) হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) সূত্রে। তিনি ইবন ইসহাক (র) সূত্রে আর একটি বিবরণও দিয়েছেন। ইবন ইসহাক (র) বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলতেন,

আমি আমার আংটিটি হাতে নিয়ে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরে ফেলে দিলাম এবং সকলে বের হয়ে গেলে আমি বললাম, " আমার আংটিটিতো কবরে পড়ে গিয়েছে।" আসলে আমি সেটি ইচ্ছা করে ফেলে দিয়েছিলাম। যাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্পর্শ করতে পারি এবং তাঁর সর্বশেষ সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তি হতে পারি। ইবন ইসহাক (র) বলেন, এ বিষয় আমার পিতা ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর সাথে উমরা পালন করলাম....পূর্বোল্লিখিত বিবরণ।

মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে উল্লিখিত বিবরণ তাঁর বাসনা বাস্তবায়িত হওয়া দাবী করে না। কেননা, এমন সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, আলী (রা) তাঁকে কবরে নামবার অবকাশই দেন নি। কিংবা তিনি অন্য কাউকে আংটিটি তুলে দিতে বলে থাকতে পারেন। পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা দৃষ্টে তা তুলে দেয়ার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে থাকবেন কুছাম ইবন আব্বাস (রা)। ওয়াকিদী (র) তো বলেছেন, আবদুর রহমান ইবন আবুয্ যিনাদ (র) পিতা সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উত্‌বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা) তাঁর আংটিটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরে ফেলে দিলেন। তখন আলী (রা) বললেন, আপনি তো আংটি ফেলেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, আপনি বলবেন যে, আমি নবী করীম (সা)-এর কবরে অবতরণ করেছিলেন। পরে তিনি নিজেই নেমে আংটিটি তুলে দিলেন কিংবা কোন লোককে হুকুম করলে সে তা তুলে দিল। আর ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, বাহ্য ও আবূ কামিল (র) আবূ 'আসীব কিংবা আবু গুন্‌ম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। বাহ্য (র)-এর বর্ণনায় তিনি (বর্ণনা কারী সাহাবী) নবী করীম (সা)-এর জানাযা সালাতে উপস্থিত ছিলেন। লোকেরা বলল, আমরা কিভাবে সালাত আদায় করব? (আবূ বকর) বললেন, ছোট ছোট দলবদ্ধ হয়ে প্রবেশ কর। তখন তারা এ (দিককার) দরযা দিয়ে ঢুকছিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর জন্য জানাযার সালাত আদায় করে অন্য একটি দরযা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা)-কে তাঁর কবরে রেখে দেয়া হলে মুগীরা (রা) বললেন, তাঁর পায়ের দিকে কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে; আপনারা তার যথাযথ ব্যবস্থা করেন নি। তাঁরা বললেন, তবে তুমি নেমে পড় এবং তা ঠিক ঠাক করে দাও ! তখন তিনি কবরে নেমে পড়লেন এবং নবী করীম (সা)-এর কাফনের মাঝে নিজের হাত প্রবিষ্ট করে তাঁর পদযুগল স্পর্শ করলেন। পরে তিনি বললেন, (এখন) মাটি ঢালতে থাক। তাঁরা মাটি ঢালতে থাকলেন এবং তা মুগীরা (রা)-এর পায়ের গোছার মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছার পরে তিনি বের হয়ে এলেন এবং এ সূত্রেই তিনি পরে বলতেন, আমিই তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ সংগধন্য ব্যক্তি।

নবী করীম (সা)-কে কখন দাফন করা হয়?

ইউনুস (র) বলেন, ইবন ইসহাক (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বুধবারে পূর্ববর্তী মধ্য রাতে বেল্‌চা-কোদালের শব্দ শুনেই আমরা নবী করীম (সা)-এর দাফন সম্পর্কে জ্ঞাত হই। ওয়াকিদী (র) বলেন, ইবন আবূ সাব্‌রা (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সমবেত হয়ে কান্নাকাটি করছিলাম এবং আমাদের চোখে ঘুম ছিল না। তখনও রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ঘরে ছিলেন এবং তাঁকে খাটের উপরে রক্ষিত দেখে আমরা সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম। হঠাৎ ভোর রাতে আমরা আওয়ায দাতাদের আওয়ায পেলাম। উম্মু

সালামা (রা) বলেন, তখন আমরা চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং মসজিদের লোকেরাও চিৎকার দিয়ে উঠল ফলে গোটা মদীনা একটি মাত্র চিৎকার ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। বিলাল (রা) ফজরের আযান দিলেন। আযানের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা (اشهد ان محمدا رسول الله) উল্লেখ করার সময় তিনি কেঁদে ফেললেন এবং সজোরে চিৎকার দিয়ে আমাদের দুঃখ বেদনা আরো বাড়িয়ে দিলেন। লোকেরা তাঁর কবরের কাছে যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলে দরযা বন্ধ করে দেয়া হল। হায় সে দিনকার মহা মুসীবত! এর পরবর্তী সময় আমরা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আমরা নবী করীম (সা)-কে হারানোর ব্যথ্যা স্মরণ করে আমাদের সে মুসীবতের লঘুতর বিবেচনা করতাম।

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) 'আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সোমবারে ইনতিকাল করেন এবং বুধবারের পূর্ববর্তী রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। একাধিক হাদীস সূত্রে এর অনুরূপ বিবরণ পূর্ববর্তী আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। প্রাচীন যুগের ও পরবর্তী যুগের মনীষীবর্গ বিশেষত সুলায়মান ইবন তুরখান আত্-তায়মী, জা'ফর ইবন মুহাম্মদ আস্-সাদিক, ইবন ইস্হাক, মূসা ইবন উক্বা প্রমুখ (র)-এর অনুকূলে তাঁদের সুস্পষ্ঠ মত ব্যক্ত করেছেন।

তবে ইয়াকূব ইবন সুফিয়ান (র) রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল হামীদ (র) আল্-আওযাঈ (র) সূত্রে। তিনি বলেন, সোমবার দুপুর হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন এবং মংগলবার সমাহিত হন। ইমাম আহমদ (র) আবদুর রায্যাক (র) ইবন জুরায়জ (র) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি তথ্য প্রাপ্ত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সোমবার প্রথম প্রহরে ইনতিকাল করেন এবং পরের দিন প্রথম প্রহরে সমাহিত হন। ইয়া'কূব (র) বলেছেন, সুফিয়ান (র) আবু জা'ফর (র) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সোমবারে ইনতিকাল করলেন। পরে সে দিন ও সে রাত এবং মংগলবার দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত সেভাবেই থাকলেন। এটি একটি অখ্যাত অভিমত। প্রসিদ্ধ অভিমত হল অনেক মনীষী সূত্রে যা আমরা উদ্ধৃত করেছি নবী করীম (সা) সোমবারে ইনতিকাল করেন এবং বুধবারের পূর্ববর্তী রাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

অন্যান্য স্বল্প প্রসিদ্ধ ও বিরল অভিমতসমূহ ঃ ইয়াকূব ইবন সুফিয়ান (র) রিওয়ায়াত ঃ আবদুল হামীদ ইবন বাক্কার (র) মাক্হূল (র) সূত্রে– তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন সোমবারে, তাঁর কাছে ওহী পাঠানো হয় সোমবারে, তিনি হিজরত করেন সোমবারে এবং ইনতিকালও করেন সোমবারে, সাড়ে বাষট্টি বছর বয়সে। তিন দিন যাবত তাঁকে দাফন করা হয়নি। লোকজন দলে দলে তাঁর কাছে প্রবেশ করে সালাত (জানাযা) আদায় করছিলেন। তাঁরা সারিবদ্ধও হচ্ছিলেন না এবং কেউ তাদের ইমামতিও করছিলেন না। এ বর্ণনায় 'তিন দিন দাফন না করা অবস্থায় রইলেন' অংশটুকু অতিশয় বিরল। যথার্থ তথ্যমতে তিনি সোমবার দিনের অবশিষ্টাংশসহ মংগলবার পূর্ণ দিবস অবস্থিত থাকার পরে বুধবারের (পূর্ববর্তী) রাতে সমাহিত হন। পূর্ববর্তী বিবরণ দ্রষ্টব্য। আল্লাহই সমধিক অবগত।

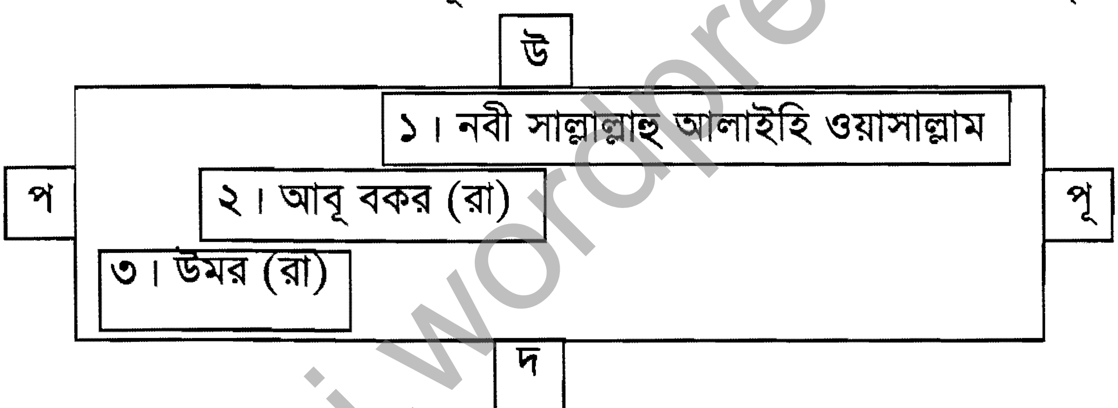
আর এর পাল্টা বিবরণ রয়েছে, সায়ফ (র) হিশামের পিতা সূত্রের রিওয়ায়াতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন সোমবারে, তাঁকে গোসল দেয়া হল সোমবারে এবং

দাফন করা হল মংগলবারের পূর্ববর্তী রাতে। সায়ফ (র) বলেন, এক দু'বার ইয়াহ্য়া ইবন সাঈদ (র)-ও এ পূর্ণ বিবরণটি আইশা (র) হতেও বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাও অতিশয় বিরল প্রকৃতির। ওয়াকিদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবরের উপরে উত্তমরূপে পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন বিলাল ইবন আবূ রাবাহ (রা) একটি মশক দিয়ে। তিনি নবী করীম (সা)-এর মাথার দিক হতে তাঁর ডান পাশ দিয়ে শুরু করে তাঁর পদযুগল পর্যন্ত পৌঁছলেন। তারপর পানি দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারলেন; দেয়ালের দিক হতে ঘুরে আসতে সমর্থ হলেন না। সাঈদ ইবন মানসূর (র) বলেছেন, দারাওয়ারদী (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন সোমবারে এবং সমাহিত হলেন পরদিন মংগলবারে।

ইব্‌ন খুযায়মা (র) বলেছেন, মুসলিম ইবন হাম্মাদ (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন সোমবারে এবং তাঁকে সমহিত করা হয় মংগলবারে। ওয়াকিদী (র) বলেছেন, উবাই ইব্‌ন আয়্যাশ ইবন সাহল ইবন সাঈদ (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন সোমবারে রাবীউল আউয়ালের বার তারিখের রাত অতিক্রান্ত হলে এবং সমাহিত হলেন মংগলবার দিনের বেলা। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবিদ্-দুনিয়া (র) বলেন, আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবন ইসমাঈল নহরতীরী (র) আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হল সোমবারে এবং মংগলবারেই তিনি সমাহিত হয়েছিলেন। এবং অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান ও আবূ জা'ফর আল্ বাকির (র) প্রমুখ।

নবী করীম (সা)-এর রওযা পাকের বিবরণ

বর্ণনা পরম্পরা সূত্রে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) আইশা (রা)-এর জন্য বিশিষ্ট হুজরায় সমাহিত হন। অর্থাৎ মসজিদে নববীর পূর্ব প্রান্তস্থিত হুজরার সম্মুখ ভাগের পশ্চিম কোণে। পরে একই স্থানে সমাহিত হন আবূ বকর (রা) এবং তাঁরও পরে উমর (রা)। এ প্রসংগে বুখারী (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) সুফিয়ান আত্-তাম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (স্বীয় শাগিরদ) আবূ বকর ইবন আয়্যাশ (র)-কে বিবরণ দিয়েছেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর কবরটি 'উটের পিঠের আকৃতির' দেখেছেন। এ বর্ণনা একাকী বুখারী (র)-এর। আবূ দাউদ (র) বলেছেন, আহমদ ইবন সালিহ (র) কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-এর নিকটে গিয়ে তাঁকে বললাম। আম্মাজান! রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের কবরগুলি আমার জন্য একটু খুলে দিন না! তখন তিনি আমার সামনে তিনটি কবর উন্মুক্ত করলেন, যেগুলি উঁচুও ছিল না এবং মাটির সাথে সম্পূর্ণ মিশেও ছিল না; যমীন ছিল লাল বর্ণের (এভাবে)



এ রিওয়ায়াত একাকী আবূ দাউদ (র) বর্ণিত। হাকিম ও বায়হাকী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইবন আবূ ফুদায়ক (র) সূত্রে কাসিম (র) থেকে। তিনি বলেন, আমি প্রত্যক্ষ করলাম, নবী করীম (সা) সর্বাগ্রবর্তী, আবূ বকর (রা)-এর মাথা নবী করীম (সা)-এর কাঁধ বরাবর এবং উমর (রা)-এর মাথা নবী করীম (সা)-এর পা বরাবর। বায়হাকী (র) বলেছেন, এ রিওয়ায়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের কবরগুলি সমতল। কেননা, সমতল ক্ষেত্র ব্যতীত কংকর স্থির থাকে না।

(মন্তব্য ঃ) বায়হাকী (র)-এর এ বক্তব্য বিস্ময়কর। কেননা, রিওয়ায়াতে 'কংকর'-এর উল্লেখ একেবারেই নেই। আর তা থাকার কথা ধরে নিলেও এমন হতে পারে যে, কবর উটের পিঠাকৃতির হবে এবং তার উপরে কাদামাটি ইত্যাদির সাহায্যে কংকর বসানো হয়ে থাকবে। ওয়াকিদী (র) তো দারাওয়ারদী (র) সূত্রে (জা'ফরের পিতা) মুহাম্মদ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবর 'সমতল' বিশিষ্ট করা হয়েছে।

বুখারী (র) বলেছেন, ফারওয়া ইবন আবুল মাগ্‌রা (র) উরওয়া (র)-এর পিতা[১] (যুবায়র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা ওলীদ ইবন আবদুল মালিকের যুগে তাঁদের উপরে

---

১. সম্ভবত . عن هشام بن عروة عن ابيه- হিশামের পিতা হতে হবে। –অনুবাদক

(মসজিদের) দেয়াল ধসে পড়লে তাঁরা তার পুনঃনির্মাণ শুরু করলেন। তখন তাদের কাছে একটি পা বের হয়ে পড়লে তা নবী করীম (সা)-এর কদম মুবারক হওয়ার ধারনায় তাঁরা ঘাবড়ে গেলেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একজনও পাওয়া গেল না। অবশেষে উরওয়া (র) তাদের বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! উহা নবী করীম (সা)-এর কদম মুবারক নয়; এটা হযরত উমর (রা)-এর। হিশাম (র) হতে তার পিতা সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রা)-কে ওসিয়ত করেছিলেন, "আমাকে এঁদের সংগে দাফন করবে না; আমাকে দাফন করবে আমার সপত্নীগণের (উম্মুল মু'মিনীনগণের) সাথে বাকী গোরস্তানে। আমি কখনো এর মাধ্যমে নিজের পবিত্রতার দাবী করতে চাই না।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ইবন আবদুল মালিক ছিয়াশি হিজরী বর্ষে মুসলিম জাহানের খলীফা পদে বরিত হওয়ার পরে দামিশকের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নির্মাণের সূচনা করলেন এবং মদীনায় তাঁর তৎকালীন প্রতিনিধি (ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা) তাঁর চাচাত ভাই উমর ইবন আবদুল আযীয (র) (পরবর্তী খলীফা)-কে মদীনার মসজিদ সম্প্রসারণের ফরমান লিখে পাঠালেন। তিনি আদেশ মোতাবেক মসজিদ সম্প্রসারিত করলেন এবং এমনকি পূর্ব দিকেও তা সম্প্রসারিত করা হল। ফলে নবী করীম (সা)-এর হুজ্‌রা (ও রাওযা)-ও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। হাফিজ ইবন আসাকির (র) আল্ ফারাফিসা (র)-এর আযাদকৃত গোলাম যাযান (র) পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তাঁর সনদ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

যাযান হলেন মদীনায় উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর শাসনামলে মসজিদ সম্প্রসারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনিও সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) হতে বুখারী (র)-এর বিবরণের অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি কবরসমূহের অবস্থানের বিবরণ দিয়েছেন আবূ দাউদ (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ।[১]

নবী করীম (সা)-এর ওফাত ঃ মুসলিম উম্মাহ্‌র মহাবিপদ

বুখারী (র) সুলায়মান ইবন হারব (র) ও আনাস (রা)-কে উদ্ধৃত করে বলেন, নবী করীম (সা)-এর অসুস্থতার তীব্রতা তাঁকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলছিল। তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হায় আমার আব্বার যাতনা ! নবী করীম (সা) তখন তাঁকে বললেন, ليس على ابيك كرب بعد اليوم- "আজকের পরে তোমরা আব্বার আর কোন কষ্ট থাকবে না!" নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে ফাতিমা (রা) বললেন, হায় আমার পিতা ! প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিলেন! হায় আমার পিতা ! জান্নাতুল ফিরদাউস যাঁর ঠিকানা! হায় আমার পিতা ! জিবরীল (আ)-কে আমি তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি ! তাঁকে দাফন করা হয়ে গেলে ফাতিমা (রা) বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর মাটি ছড়িয়ে দিতে তোমাদের প্রাণ সায় দিল ? বুখারী (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) আনাস (রা) (থেকে তিনি) বলেন, যখন নবী করীম (সা)-এর দাফন সম্পন্ন হল তখন ফাতিমা (রা)

---

১. অর্থাৎ নবী (সা)-এর কোলের নিকটে আবূ বকর (রা)-এর মাথা এবং তাঁর পায়ের নিকটে উমর (রা)-এর মাথা।

বললেন, হে আনাস ! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাটির মাঝে দাফন করে ফিরে আসতে তোমাদের কুণ্ঠাবোধ হলো না ? ইবন মাজা (র)-ও উল্লিখিত সনদে হাম্মাদ ইবন যায়দ (র)-এর বরাতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন মাজা (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, শায়খ হাম্মাদ (র) বলেন, (আমার শায়খ) (আনাস রা.-এর শাগরিদ) ছাবিত আল বুনানী (র) এ হাদীস বর্ণনা কালে কেঁদে ফেলতেন এবং এমনভাবে কাঁদতেন যে, তাঁর পাঁজরের হাড়গুলো কেঁপে কেঁপে উঠত। এ কান্না মাতমরূপে গণ্য হবে না। বরং এ হচ্ছে মহান নবী করীম (সা)-এর মাহাত্ম্যের বর্ণনা। আমাদের এ কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, নবী করীম (সা) 'মাতম' নিষিদ্ধ করেছেন। এ প্রসংগে ইমাম আহমদ ও নাসাঈ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, শু'বা (র) কায়স ইবন 'আসিম (র) সূত্রে, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ওসিয়াত করে বললেন এবং আমার জন্য বিলাপ করবে না, কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বিলাপ করা হয় নি। কাযী ইসমাঈল ইবন ইসহাক (র) হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে 'আম্র ইবন মায়মূন (র) সূত্রে শু'বা (র) হতে। তাঁর পরবর্তী রিওয়ায়াত আলী ইবনুল মাদীনী (র) সূত্রে, কায়স ইবন আসিম (রা) হতে। তিনি বলেন, তোমরা আমার জন্য মাতম-বিলাপ করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য মাতম করা হয় নি এবং মাতম করা নিষিদ্ধ করতে তাঁকে আমি শুনেছি। তাঁর পরবর্তী রিওয়ায়াত আলী (রা) আসিম (রা) সূত্রে। হাফিয আবূ বকর আল্ বায্যার (র) বলেন, উক্বা ইবন সিনান (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বিলাপ করা হয় নি।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় শুভাগমনের দিনটিতে মদীনার প্রতিটি বস্তু আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের দিনটিতে মদীনার প্রতিটি বস্তু আঁধারে ছেয়ে গেল। আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সমাহিত করে হাত ঝাড়তে না ঝাড়তেই আমরা নিজেদের মনোজগতে পরিবর্তন উপলব্ধি করলাম। তিরমিযী ও ইবন মাজা (র) উভয় বিশ্র ইবন হিলাল আস্-সাওয়াফ (র) সূত্রে জা'ফর ইবন সুলায়মান (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন– এটি বিরল সনদের সহীহ্ হাদীস।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এ হাদীসের সনদ সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের শর্তানুরূপ এবং জা'ফর ইবন সুলায়মান (র) থেকে সংরক্ষিত। হাদীসের (ছয় ইমামের) সকলেই তাঁর হাদীস অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসের বিবরণে পরম অভিনবত্ব দেখিয়েছেন– মুহাম্মদ ইবন ইউনুস আল কুদায়মী (র)। যেহেতু তিনি বলেছেন, আবুল ওলীদ হিশাম ইবন আবদুল মালিক আত্-তায়ালিসী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে মদীনা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল; এমন কি আমাদের একজন আর একজনকে দেখতে পাচ্ছিল না। আমাদের যে কেউ তার হাত প্রসারিত করে তা দেখতে পাচ্ছিল না। আমরা তাঁর দাফন সম্পন্ন করে আসতে না আসতেই নিজেদের মনের পরিবর্তন উপলব্ধি করলাম। বায়হাকী (র) তাঁর নিজস্ব সনদে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সনদে হাফিযগণ সূত্রে আবুল ওলীদ আত্-তায়ালিসী (র) হতে আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনার অনুরূপ

রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর এ রিওয়ায়াতটি সুরক্ষিত। আল্লাহই সমধিক অবগত। ইবন 'আসাকির (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবু হাফ্স ইবন শাহীন (র) সূত্রে, আবূ সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় প্রবেশ করলেন তখন তার প্রতিটি জিনিস জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। তারপরে তাঁর ওফাতের দিন হলে মদীনার প্রতিটি জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ইবন মাজা (র) বলেন, 'ইসহাক ইবন মনসূর (র) উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম, তখন তো আমরা সকলেই একমুখী ছিলাম। পরে যখন তাঁকে 'তুলে' নেয়া হল তখন আমাদের দৃষ্টি বিভিন্নমুখী হয়ে গেল। ইবন মাজা (র) আরো বলেন, ইবরাহীম ইবনুল মুন্যির আল্ হিযামী (র) নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা বিন্ত আবু উমায়্যা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে লোকদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কোন মুসল্লী যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাদের কারো দৃষ্টি তার পদদ্বয়ের স্থান অতিক্রম করত না। পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল এবং আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন। তখন মানুষের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল যে, তাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়াত তখন তাদের কারো দৃষ্টি তার কপাল রাখার স্থান অতিক্রম করত না। পরে আবূ বকর (রা)-এর ওফাত হল এবং উমর (রা) (খলীফা) হলেন।

তখন মানুষের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল যে, তাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে তার দৃষ্টি কিবলা অতিক্রম করে যেত না। পরে উমর (রা)-এর ওফাত হল এবং উছমান (রা) খলীফা হলেন। ওদিকে ফিতনা-ফাসাদ লেগে গেল এবং লোকেরা (সালাতে দাঁড়িয়ে) ডানে-বামে তাকাতে লাগল। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ (র) আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তুলে নেয়া হলে উম্মু আয়মান (রা) কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনার কান্নার কারণ কী? নবী করীম (সা)-এর জন্য? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে ইনতিকাল করবেন তো আমি মেনেই নিয়েছি। আমি কাঁদছি, ওহী আগমনের ধারা যে বন্দ হয়ে গেল! এ ভাবেই সংক্ষিপ্ত রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম আহমদ (র)। বায়হাকী (র) বলেছেন, হাফিয আবূ আবদুল্লাহ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু আয়মান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন।[1] আমিও তাঁর সংগে গেলাম। উম্মু আয়মান নবী করীম (সা)-কে পানীয় (শরবত) পরিবেশন করলেন। তখন হয়ত নবী করীম (সা) সিয়াম পালন করছিলেন কিংবা (অন্য কোন কারণে তখন) তা পান করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। তখন উম্মু আয়মান নবী করীম (সা)-কে আনন্দ দানের চেষ্টায় ব্রতী হলেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পরে আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন, চলুন না, আমরা গিয়ে উম্মু আয়মান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে আসি! আমরা তাঁর কাছে পৌছলে তিনি কেঁদে ফেললেন, তাঁরা দু'জন তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে তাই তাঁর রাসূল (সা)-এর জন্য উত্তম উম্মু আয়মান (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এ জন্য কাঁদছি না যে, আল্লাহ্র নিকটে ব

১. রাসূল (সা)-এর মাতা হযরত আমিনা-র পরিচারিকা এবং রাসূল (সা)-এর অন্যতমা দুধ-মা ছিলেন উম্মু আয়মান। —অনুবাদক

রয়েছে তা তাঁর রাসূল (সা)-এর জন্য উত্তম হওয়ার কথা আমি অবগত নই। বরং আমার কান্নার কারণ হল এই যে, আসমান হতে ওহীর ধারা ছিন্ন হয়ে গেল! তার এ বক্তব্য আবূ বকর উমর (রা)-কে কান্নার জন্য উদ্বুদ্ধ করল এবং তাঁরা দু'জনও কাঁদতে লাগলেন। মুসলিম (র) হাদীসটি একাকী রিওয়ায়াত করেছেন যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) সূত্রে। মূসা ইব্ন উকবা (র) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের ঘটনা এবং সে প্রসংগে প্রদত্ত আবূ বকর (রা)-এর ভাষণের আলোচনায় বলেছেন, আবূ বকর (রা) ভাষণ সমাপ্ত করলে লোকেরা চলে গেল। উম্মু আয়মান (রা) বসে বসে কাঁদছিলেন। তাঁকে বলা হল, কোন বিষয়টি আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আল্লাহ তো তাঁর নবীকে মহিমান্বিত করে তাঁকে তাঁর জান্নাতে দাখিল করেছেন এবং পৃথিবীর কায়ক্লেশ হতে মুক্ত করেছেন। উম্মু আয়মান (রা) বললেন, আমার কান্না তো হচ্ছে আসমানের 'খবর বন্ধ হওয়ার কারণে দিবা-নিশি আমাদের কাছে যা' নিত্য নতুন বার্তা বয়ে আনতো। এখন তা রহিত হয়ে গেল! আমার কান্না এ কারণেই ! লোকেরা তাঁর এ বক্তব্যে অভিভূত হল।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বলেছেন, আবূ উসামা (র) সূত্রে, আমি হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি, তাঁর নিকট হতে রিওয়ায়াত গ্রহণকারীদের মাঝে অন্যতম ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ আল জাওহারী (র)। তিনি বলেন, আবূ উসামা (র) আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন-

ان الله اذا اراد رحمة امة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا يشهد لها- واذا اراد هلكة امة عذبها ونبيها حتى فاهلكها وهو ينظر اليها فاقرغينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا امره-

আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাদের মাঝের কোন উম্মতের প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন তখন উম্মতের আগে তাঁর নবীকে তুলে নেন এবং তাঁকে উম্মতের জন্য 'অগ্রবর্তী' ও 'অগ্রণী' বানিয়ে দেন। যিনি তাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দেবেন। আর যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তখন তাদের নবীর জীবদ্দশায়ই সে জাতিকে ধ্বংশ করে দেন এবং নবী তাদের (দুর্নীতি) প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। যে জাতি তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তাঁর আদেশ অমান্য করেছিল, এজন্য তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়ে আল্লাহ্ তাঁর চোখ জুড়ান। এ হাদীসের সনদ ও পাঠ একাকী মুসলিম (র)-এর।

হাফিয আবূ বকর আল্ বায্যার (র) বলেন, ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্উদ (রা) সূত্রে, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- ان لله ملائكة سياحين يبلغونى عن امتى السلام- আল্লাহ্ পাকের একদল 'ভ্রাম্যমান' ফিরিশ্তা রয়েছেন যাঁরা আমার উম্মতের পক্ষ হতে আমাকে সালাম পৌঁছিয়ে দেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন-

حياتى خير لكم تحدثون ويحدثلكم ووفاتى خير لكم تعرض على اعمالكم - فما رأيت من خيرحمدت الله عليه - وما رأيت من شر استغفرت الله لكم-

আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমরা জিজ্ঞাসা করবে এবং তোমাদেরকে জবাব দেয়া হবে। আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর! তোমাদের আমলসমূহ আমার

নিকট পেশ করা হবে, তাতে ভাল কিছু দেখতে পেলে আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করব এবং কোন কিছু মন্দ দেখতে পেলে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে মাগফিরাত প্রার্থনা করব। পরে বায্যার (র) মন্তব্য করেছেন যে, এ সূত্রটি ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসটির শেষ অংশটি আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত হওয়ার কথা আমরা জানতে পারি নি।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ তবে হাদীসের প্রথমাংশ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের একদল ভ্রাম্যমান ফিরিশতা, সালাম পৌঁছিয়ে দেন। এ অংশটুকু নাসাঈ (র) সুফিয়ান ছাওরী ও আ'মাশ (র) সূত্রে বিভিন্ন পন্থায় ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া ইমাম আহ্মদ (র) বলেছেন, হুসায়ন ইব্ন আলী আল্ জু'ফী (র) আওস ইব্ন আওস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

من افضل ايا مكم يوم الجمعة - فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخة - وفيه الصعقة - فاكثروا على من الصلاة فيه - فان صلاتكم معر وضة على-

"তোমাদের দিনগুলির মাঝে শ্রেষ্ঠ দিন জুমু'আ বার। এদিনেই আদম (আ) সৃজিত হয়েছেন, সে দিনই তাঁকে তুলে নেয়া হয়; সে দিনেই শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং সে দিনই কিয়ামতের ময়দানে 'গণ অচৈতন্য' তা সংঘটিত হবে। সুতরাং ঐ দিন আমার উদ্দেশ্যে অধিক হারে সালাত (দরূদ) পেশ করবো। কেননা, তোমাদের সালাত আমার কাছে পেশ হবে।" সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের দুরূদ কি রূপে আপনার সমীপে পেশ করা হবে। অথচ আপনি তো তখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকবেন। অর্থাৎ জীর্ণ হয়ে যাবেন ? নবী করীম (সা) বললেন–

ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء عليهم السلام -

"নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) দেহ ভক্ষণ করা মাটির জন্য আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন।" হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ ও হাসান ইব্ন আলী (র) হতে আবূ দাউদ (র) এবং ইসহাক ইব্ন মনসূর (র) সূত্রে নাসাঈ (র), ঐ সনদে হাদীসটি অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইব্ন মাজা (রা) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা, শাদ্দাদ ইব্ন আওস (র) থেকে। আমাদের শায়খ আবুল হাজ্জাজ আল্ মিয্যী (র) বলেছেন, রাবীর নামের ক্ষেত্রে ইব্ন মাজা (র) বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। যথার্থ সনদ হল আওস ইব্ন আতস। ইনি ছাকীফ গোত্রের অন্যতম সাহাবী (রা)।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ইব্ন মাজার একটি বিখ্যাত ও উত্তম অনুলিপিতে আমার কাছে সনদটি বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষিত আছে। অর্থাৎ আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র)-এর অনুরূপ আওস ইব্ন আওস (রা) থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তবে পরবর্তী বর্ণনায় ইব্ন মাজা (র) বলেছেন, আম্র ইব্ন সাওয়াদ আল-মিসরী (র) আবুদ্-দারদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة - وان احد ليصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها -

"জুমুআর দিন আমার উপরে অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করতে থাকবে। কেননা, সেটি উপস্থিতির দিন; এদিন ফিরিশতাগণ উপস্থিত হয়ে থাকেন। আর তোমাদের যে কেউ আমার

দুরূদ পাঠালে তা তার দরূদ আমার কাছে উপস্থাপন করা হতে থাকে, যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হয়। আবুদ-দারদা (রা) বলেন, আমি বললাম (আপনার) ওফাতের পরেও ? তিনি বললেন–

ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء عليهم السلام - نبي الله حي ويرزق-

"আল্লাহ নবীগণের (আ) দেহ খেয়ে ফেলা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নবী জীবন্ত থাকেন। তাঁকে রিযিক দেয়া হতে থাকে।" এ হাদীস ইব্‌ন মাজা (র)-এর 'একক' বর্ণনাসমূহের একটি। হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) এ ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালামের রওযা-শরীফ যিয়ারত প্রসংগে বর্ণিত হাদীসসমূহ আলোচনার জন্য একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। আমাদের 'কিতাবুল আহকাম' আল্ কাবীর'-এ বিষয়টির বিশদ আলোচনা সমীচীন মনে করছি। ইনশা আল্লাহু তাআলা।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালে শোক বাণী ও সান্ত্বনা গ্রহণ প্রসংগে

ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, ওলীদ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌নুস্ সিককীন (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (তাঁর ওফাত দিবসের সকাল বেলা) তাঁর ও জনতার মধ্যবর্তী দরজাটি খুললেন, কিংবা একটি পর্দা উন্মোচিত করলেন, দেখলেন লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করছে। তিনি তখন তাদের এ সুন্দর অবস্থা দর্শনে তাঁর অবর্তমানে তাঁর দেখা এ অবস্থা বিদ্যমান থাকার আশায় আল্লাহ্‌র হাম্‌দ আদায় করলেন এবং বললেন–

يايها الناس ايما احد من الناس او من امؤمنين اصيب بمصيبة فليتعز بمصيبة بى عن المصيبة التى تصيبه بغيرى - فان احدا من امتى لن يصاب بمصيبة بعدى اشد عليه من مصيبتى-

লোক সকল! মানব সমাজের যে কেউ কিংবা **(তিনি বললেন)** মু'মিনদের যে কেউ কোন **বিপদে আক্রান্ত হলে** সে যেন আমি ব্যতীত অন্যের ব্যাপারে যে বিপদ তাকে আক্রান্ত করে তার তুলনায় আমার ব্যাপারের বিপদের মাধ্যমে সান্ত্বনা গ্রহণ করে। কেননা, আমার ব্যাপারে **বিপদের পরে** আমার উম্মতের কোনও ব্যক্তি আমার (মৃত্যুজনিত) বিপদের চাইতে কঠিনতর **কোন বিপদের সম্মুখীন** অবশ্যই হবে না। এ রিওয়ায়াত একাকী ইব্‌ন মাজার। হাফিয **বায়হাকী (র) বলেছেন, ফকীহ** আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) তাঁর **পিতা (মুহাম্মদ) সূত্রে বর্ণনা** করেন যে, কুরায়শী একদল লোক তাঁর পিতা আলী **ইব্‌নুল হুসায়ন (রা)-এর নিকটে আগমন করলে** তিনি তাদের বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হতে প্রাপ্ত হাদীস **আমি তোমাদের শোনাব কি?** তারা বলল, জ্বী হাঁ নিশ্চয়ই! আপনি আবুল কাসিম (সা) হতে **প্রাপ্ত** হাদীস আমাদের **শোনান**। **তিনি বললেন,** রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লে জিবরীল (আ) তাঁর নিকটে এসে **বললেন,** ইয়া **মুহাম্মদ! আল্লাহ** আমাকে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন আপনার **মর্যাদা** ও **সম্মানার্থে**। **একান্তভাবে আপনারই উদ্দেশ্যে (যেন)** আমি

---

১. আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের অন্যতম অনবদ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

আপনাকে এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করি যে সম্পর্কে তিনি আপনার চাইতে অধিকতর অবগত। তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, "(এখন) আপনার কেমন লাগছে?" নবী করীম (সা) বললেন–

كيف تجدك اجدنى يا جبريل مغموما - واجدنى يا جبريل مكروبا-

"হে জিবরীল ! আমি নিজেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পাচ্ছি; হে জিবরীল ! আমি নিজেকে বিষণ্ন অবস্থায় পাচ্ছি।" পরে দ্বিতীয় দিন জিবরীল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকটে এসে পূর্বানুরূপ কথা বললে নবী করীম (সা)-ও প্রথম দিনের জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন। তৃতীয় দিনেও জিবরীল (আ) আগমন করে নবী করীম (সা)-এর কাছে প্রথম দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনিও তাঁর জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন। তাঁর সংগে ইসমাঈল নামধারী অন্য একজন ফিরিশতাও আগমন করলেন, যিনি এমন এক লাখ ফিরিশতার উপরে কর্তৃত্ব করেন, যাদের প্রত্যেকে এক এক লাখ ফিরিশতার কর্তৃত্বের দায়িত্বে রয়েছেন। এ ফিরিশতা নবী করীম (সা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর জিবরীল (আ) বললেন, ইনি মালাকুল মাওত, আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থী; আপনার আগে আর কোন মানুষের কাছে তিনি অনুমতি চান নি এবং আপনার পরেও কোন মানুষের কাছে অনুমতি চাইবেন না। তখন নবী করীম (সা) তাঁকে অনুমতি দিতে বললে তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। তিনি প্রবেশ করে নবী করীম (সা)-কে সালাম করার পরে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ আমাকে আপনার সকাশে পাঠিয়েছেন, এখন আপনি আমাকে আপনার রূহ্ কব্য করার আদেশ করলে আমি তা কব্য করব। আর আপনি আমাকে তা রেখে যাওয়ার হুকুম করলে রেখে যাব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, او تفعل يا ملك الموت "আপনি কি তাই করবেন হে মালাকুল মাওত! তিনি বললেন, হাঁ এবং আমি সে রূপেই আদিষ্ট হয়েছি; আপনার আনুগত্য করতে আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী করীম (সা) জিবরীল (আ)-এর দিকে দৃষ্টি দিলে জিবরীল (আ) তাঁকে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আল্লাহ আপনার সাক্ষাত লাভের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মালাকুল মাওতকে বললেন, امض لما امرت به 'আদিষ্ট বিষয় বাস্তবায়িত করুন! তখন তিনি তাঁর রূহ কব্য করলেন। এভাবে নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে এবং শোক সন্তপ্ততা দেখা দিলে তারা ঘরের কোণ হতে একটি আওয়ায শুনতে পেলেন-"ঘরের বাসিন্দারা! আস্সালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ও বারাকাতুহূ। আল্লাহ্তে অবশ্যই রয়েছে, প্রতিটি মুসীবত সান্ত্বনা, প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারীর স্থলাভিষিক্ত এবং প্রতিটি হারানো বিষয়ের ক্ষতিপূরণ। সুতরাং আল্লাহ্তেই নির্ভরতা স্থাপন কর এবং তাঁর কাছেই আশা পোষণ কর।

কেননা, ছওয়াব বঞ্চিত ব্যক্তিই প্রকৃত বিপদগ্রস্ত।" তখন আলী (রা) বললেন, তোমরা জান কী ইনি কে? ইনি খিযির (আ)। এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এর অন্যতম রাবী কাসিম আল্-আম্রী, এর কারণে এ সনদে দুর্বলতা রয়েছে। কেননা, একাধিক ইমাম ও হাদীস বিশারদ তাঁকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, অন্যে তো তাঁকে সম্পূর্ণ বর্জনই করেছেন। তবে রাবী (র) হাদীসটি শাফিঈ (র) (কাসিম) জা'ফর, তার পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এতে শুধু 'সান্ত্বনা বাণী'-র অংশটুকু 'মাওসূল' বা অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সনদের পূর্বালোচিত আল-আম্রী রয়েছেন। তাঁর পরিচয় আমি ফাঁস করে দিয়েছি, যাতে কেউ

প্রতারণার শিকার না হন। তদুপরি, হাফিয বায়হাকী (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, হাকিম (র) আবদুল্লাহ ইব্‌নুল হারিছ কিংবা আবদুর রহমান (জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে (একটি অদৃশ্য আওয়ায শোনা গেল) তারা শুধু আওয়ায শুনলেন তবে কোন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন না। অদৃশ্য আওয়ায বলল, আস্‌সালামু' আলায়কুম আহ্‌লাল বায়ত ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ। আল্লাহ্‌তেই রয়েছে যে কোন বিপদের সান্ত্বনা; প্রতিটি হারানো বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত এবং প্রতিটি মৃতের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি। সুতরাং আল্লাহ্‌তেই ভরসা রাখ। তাঁর কাছেই আশা স্থাপন কর! কেননা, ছাওয়াব হতে বঞ্চিত ব্যক্তিই প্রকৃত বঞ্চিত। ওয়াস্‌-সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ-মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ। রিওয়ায়াত শেষে বায়হাকী (র) বলেছেন, এ সনদদ্বয় দুর্বল হলেও এরা পরস্পরের সম্পূরক এবং তা এতটুকু প্রতীয়মান করে যে, জা'ফর (র)-এর হাদীস সংগ্রহ সূত্রে এর কিছুটা ভিত্তি রয়েছে। আল্লাহ্‌ই সমাধিক অবগত।

আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল্‌-হাফিয (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন বালূয়া (র), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উঠিয়ে নেয়া হল তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর চার পাশে সমবেত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন উজ্জ্বল অবয়ব, সুঠামদেহী সাদা-কাল দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন এবং তাদের ডিংগিয়ে সামনে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তে রয়েছে প্রতিটি বিপদে সান্ত্বনা, প্রতিটি নিরুদ্দেশের বিনিময় এবং প্রতিটি মৃত্যুবরণকারীর স্থলাভিষিক্ত।

সুতরাং আল্লাহ্‌র পানেই তোমরা ধাবিত হও! তাঁর প্রতি আকৃষ্ট আগ্রহান্বিত হও! বিপদে আপদে তাঁর (রহমতের) দৃষ্টি তোমাদের দিকে, সুতরাং তোমরা তাঁর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ! কেননা, প্রকৃত বিপদগ্রস্ত হল সে ব্যক্তি যাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না।" এ পর্যন্ত বলে তিনি চলে গেলে। তাঁরা তখন একে অন্যকে বলতে লাগলেন, লোকটাকে কি আপনারা চিনেন? তখন আবূ বকর ও আলী (রা) বললেন, হাঁ! ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাই খিযির (আ)" রিওয়ায়াত শেষে বায়হাকী (র) বলেছেন, (মধ্যবর্তী রাবী) আব্বাস ইব্‌ন আবদুস সামাদ দুর্বল এবং এ বর্ণনাটি এক বাক্যে মুন্‌কার ও অসমর্থিত। হারিছ ইব্‌ন আবূ উসামা (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ হাযিম আল্‌ মাদানী (র) সূত্রে। তিনি বলেন যে, মহান মহীয়ান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তুলে নেয়ার সময় মুহাজিরগণ তাঁর জন্য সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দলে দলে প্রবেশ করতে লাগলেন এবং বের হয়ে যেতে লাগলেন। পরে আনসারীগণও অনুরূপ করলেন। পরে মদীনার অন্যান্য লোকেরা। এ ভাবে পুরুষদের পালা শেষ হলে নারীগণ প্রবেশ করলেন। স্বভাবত এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা যেমন করে থাকেন তেমন কিছু অস্থিরতা ও কান্নাকাটি তাঁদের থেকে প্রকাশ পেল। তখন তাঁরা ঘরের মধ্যে একটি কম্পন ও দোলার আওয়ায শুনতে পেলেন, তাঁরা নিরব হলে শুনলেন, জনৈক (অদৃশ্য) বক্তা বলছেন, আল্লাহ্‌তেই রয়েছে মৃত্যুবরণকারীর ব্যাপারে সান্ত্বনা ও প্রতিটি বিপদের বিনিময় এবং প্রতিটি মৃতের উত্তরসূরী। ছাওয়াব যার ক্ষতিপূরণ করে সে-ই প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত। আর ছাওয়াব যার ক্ষতিপূরণ করে না সে-ই প্রকৃত বিপদগ্রস্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর ওফাত দিবস সম্পর্কে আহলে কিতাব লোকদের পূর্ব অবগতি প্রসংগে

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস (র) জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল্-বাজালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম, সেখানে আমি ইয়ামানবাসী দুই ব্যক্তি যূ'কেলা' ও যূ-আম্‌র-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাদের সংগে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্বন্ধে আলোচনা করলাম।

জারীর (রা) বলেন, তারা আমাকে বলল, আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয় তবে (আমরা বলব যে) আপনার এই লোক তাঁর সময় শেষ করে বিদায় নিয়েছেন এবং তা তিন দিন আগেই। জারীর (রা) বলেন, তখন আমি তাদের দুজনকে নিয়ে সফরে রওয়ানা করলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে আমাদের সামনে মদীনা হতে আগত একটি কাফেলা দেখা দিল। আমরা তাদেরকে খবর জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গিয়েছে এবং আবূ বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। আর লোকেরা শান্ত-সুশৃংখল রয়েছে। জারীর (রা) বলেন, তখন সংগীদ্বয় আমাকে বললেন, আপনার এ কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন যে, আমরা এসেছিলাম এবং ইনশাআল্লাহ তা'আলা আমরা অচিরেই ফিরে আসব। জারীর (রা) বলেন, এ কথা বলে তারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করল। আমি (মদীনায়) উপনীত হয়ে আবূ বকর (রা)-কে তাদের কথা অবগত করলে তিনি বললেন, তুমি তাদের সাথে করে নিয়ে এলে না কেন? পরবর্তী সময় যূ-আম্‌র আমাকে বললেন, জারীর! আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে এবং আমি আপনাকে একটি বিষয় অবহিত করছি। আপনারা আরব বাসীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কল্যাণের মাঝে থাকবেন যতদিন আপনাদের একজন আমীর ও শাসক গত হলে পরামর্শের ভিত্তিতে আর একজন আমীর মনোনীত করবেন। আর যখন তা তরবারির ভিত্তিতে হবে তখন আপনারা হয়ে যাবেন রাজা-বাদশা। রাজা-বাদশার মতই আপনাদের ক্রোধ ও তুষ্টি ওঠা-নামা করবে। ইমাম আহ্‌মদ ও বুখারী (র) অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) সূত্রে এবং বায়হাকী (র) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম (র) সুফিয়ান (র) সূত্রে। বায়হাকী (র) আরো বলেছেন, হাকিম (র) জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ইয়ামানে জনৈক ইয়াহূদী পণ্ডিতের সংগে আমার সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে বললেন, আপনাদের ঐ ব্যক্তি যদি নবী হয়ে থাকেন তবে সোমবার তাঁর ওফাত হয়ে গিয়েছে। বায়হাকী (র) এ ভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ সাঈদ (র) জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী পণ্ডিত ইয়ামানে আমাকে বললেন, আপনাদের ঐ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে তিনি আজ ইনতিকাল করেছেন। জারীর (রা) বলেন, দেখা গেল সত্যিই তিনি সোমবারে ইনতিকাল করেছেন।

বায়হাকী (র) আরো বলেন, আবুল হুসায়ন ইব্‌ন বুশ্‌রান (র) কা'ব ইব্‌ন আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হীরাতে একটি প্রতিনিধি দলের সংগে আমি নবী করীম (সা) সমীপে উপস্থিত হলে আমাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। আমরা ইসলাম গ্রহণের পরে হীরাতে প্রত্যাবর্তন করলাম। এর পরে কিছু দিন যেতে না যেতেই আমাদের কাছে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের সংবাদ এসে পৌঁছল। ফলে আমার সংগীরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল এবং

তারা বলল, ইনি নবী হলে তো মারা যেতেন না। আমি বললাম, তাঁর আগের নবীগণও তো ইনতিকাল করেছেন। আমি আমার ইসলামে মযবুত থাকলাম এবং পরে এক সময় মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তখন আমি জনৈক ধর্মযাজকের কাছে গেলাম; যার মতামত না নিয়ে আমরা কোন বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতাম না। আমি তাকে বললাম, আমাকে একটি বিষয় অবহিত করুন, যার আমি সংকল্প করেছি। কিন্তু সে বিষয় আমার মনে কিছুটা দ্বিধা অংকুরিত হয়েছে, তিনি বললেন, তুমি যে কোন একটি নাম আমাকে দাও! আমি 'কা'ব' নামটি তার কাছে উপস্থাপন করলে তিনি একটি গ্রন্থ বের করে বললেন, নামটি এ গ্রন্থে রেখে দাও! আমি কা'ব নামটি তাতে রেখে দিলে তিনি তার পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলেন। দেখলাম তাতে নবী করীম (সা)-এর বর্ণনা রয়েছে। যেমন আমি তাঁকে দেখেছি। আরো দেখলাম যে, তাতে তাঁর মৃত্যুর সে সময়টিরও উল্লেখ রয়েছে যে দিন তিনি ইনতিকাল করেছিলেন। কা'ব (রা) বলেন, ফলে আমার ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি আরো দৃঢ়তর হল এবং আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকটে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম এবং তাঁর নিকটে অবস্থান করলাম। তিনি আমাকে (মিশরের শাসনকর্তা) মুকাওকিস-এর দরবারে পাঠালেন, আমি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। পরে উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-ও আমাকে তাঁর দরবারে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর চিঠি নিয়ে মুকাওকিসের নিকটে গিয়েছিলাম। আমি তার দরবারে উপনীত হলাম। ওদিকে ইয়ারমূকের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হল, কিন্তু সে বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম না। মুকাওকিস আমাকে বললেন, তুমি কি জান যে রোমানরা আরবদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং তাদের পরাস্ত করেছে? আমি বললাম, কক্ষণো না! তিনি বললেন, তা কেন? আমি বললাম, আল্লাহ তো তাঁর নবী করীম (সা)-কে এ ওয়াদা অঙ্গীকার দিয়েছেন যে, সব ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁকে বিজয় দান করবেন এবং তিনি ওয়াদা খিলাফকারী নন। মুকাওকিস বললেন, তোমাদের নবী তোমাদেরকে সত্য কথাই বলেছেন। [illegible]! 'আদ জাতির ন্যায় নিধনযজ্ঞের শিকার হয়েছে। কা'ব (রা) বলেন, পরে মুকাওকিস আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে অবহিত করলাম। তিনি উমর (রা) ও অন্যান্যদের জন্য উপঢৌকন পাঠালেন। তিনি যাদের জন্য উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলী, আবদুর রহমান (ইব্‌ন আওফ) ও যুবায়র (রা) (এবং সম্ভবত আদী (রা) এ স্থানে আব্বাস (রা)-এর নামও উল্লেখ করেছেন)। কা'ব (রা) বলেছেন, জাহিলী যুগে আমি উমর (রা)-এর সংগে কাপড়ের ব্যবসায়ে অংশীদার ছিলাম. পরে যখন ভাতা নির্ধারণ করা হল এবং ভাতাধারীদের তালিকাভুক্তির কাজ সম্পাদিত হল তখন বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব-এর তালিকায় আমার নামও ভাতাপ্রাপকরূপে তিনি অন্তর্ভুক্ত করলেন। এ বিবরণটি বেশ বিরল প্রকৃতির এবং এতে বেশ চমকপ্রদ তথ্য রয়েছে এবং তা সনদের বিচারে বিশুদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর ওফাত পরবর্তী প্রাথমিক পরিস্থিতি

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলে আরবদের অনেকেই ধর্মত্যাগী হতে লাগল, ইয়াহূদীবাদী ও খ্রীষ্টবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং মুনাফিকরা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল। নবীকে হারিয়ে তখন মুসলমানদের অবস্থা দাঁড়াল প্রবল শৈত্য প্রবাহের রাতে বৃষ্টি ভেজা বকরী পালের ন্যায়। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে আবূ বকর (রা)-

এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করলেন। ইব্ন হিশাম (র) বলেছেন, আবূ উবায়দা (র) প্রমুখ বিদ্বান মনীষীবর্গ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে অধিকাংশ মক্কাবাসী ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করল এবং তারা তাতে উদ্যতও হয়েছিল। এমন কি (মক্কার শাসন দায়িত্বে নিয়োজিত) 'আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা) তাদের ভয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। তখন সুহায়ল ইব্ন 'আম্র (রা) বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং জনতার সামনে দাঁড়িয়ে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র হাম্দ ও ছানা আদায়ের পরে নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল বিষয়টি উল্লেখ করে বললেন, এটা তো ইসলামের শক্তিই বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং যারাই ঝামেলা সৃষ্টি করবে আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। এ ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় লোকেরা তাদের অন্যায় সংকল্প পরিত্যাগ করে সুষ্ট জীবনে ফিরে আসতে লাগল। আত্তাব ইব্ন আসীফ (রা)-ও আত্মপ্রকাশ করলেন। নবী করীম (সা) সুহায়ল ইব্ন আম্র (রা)-এর এ সাহসিকতাপূর্ণ অবস্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন। নবী করীম (সা) বদর যুদ্ধে সুহায়ল (রা) বন্দীরূপে আনীত হলে উমর (রা) তাঁর 'সামনের দাঁত' তুলে দেয়ার ইংগিত করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, সম্ভবত সে একদিন এমন একটি অবস্থানে দাঁড়াবে যার তুমি নিন্দা করতে পারবে না।

গ্রন্থকারের বক্তব্য ঃ পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে নবী করীম (সা)-এর ওফাত পরবর্তী বিভিন্ন পরিস্থিতি, আরবের অধিকাংশ গোত্রের রিদ্দা ও ধর্মত্যাগ ইয়ামামায় ভণ্ড নবী মুসায়লামা ইব্ন হাবীবের অপ-তৎপরতা, ইয়ামানে আসওয়াদ 'আনসারী তৎপরতা; মহান ও সত্যনিষ্ঠ খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময়োচিত দুঃসাহসী পদক্ষেপের ফলে তাঁর প্রতি মুসলমানদের সম্মিলিত আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন এবং শয়তানের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও চরম অজ্ঞতাজনিত কর্মকাণ্ড বিশেষত ধর্ম ত্যাগের হিড়িক হতে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি প্রসংগে বিশদ বিস্তৃত ও প্রামাণ্য আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ্ তা'আলা।

অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর ওফাতে রচিত শোক গাঁথাসমূহ

ইব্ন ইসহাক (র) প্রমুখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত উপলক্ষে রচিত হাস্সান ইব্ন ছাঁবিত (রা)-এর একাধিক কাসীদা ও কবিতাসমষ্টি উল্লেখ উদ্ধৃত করেছেন। সে সবের মাঝে 'মহত্বর, শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক বাগ্মীতাপূর্ণ গাঁথাটি হল যা আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম (র) আবূ যায়দ আনসারী (র) সূত্রে হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে আহরণ করেছেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরহে শোক প্রকাশ করে 'রাসূল কবি' হাস্সান (রা) বলছেন,

• بطيبة رسم للرسول ومعهد + منير وقد تعفو الرسوم وتمهد-

'তায়বা' (পবিত্র ভূমি মদীনা)-য় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) স্মৃতি নিদর্শন ও প্রোজ্জল প্রতিষ্ঠান। তবে নিদর্শন তো প্রায়শ মুছে যায় ও সমতলে বিলীন হয়ে যায়।

ولا تمتحى الايات من دار حرمة + بها منبر الهادى الذى كان يصعد-

কিন্তু সে দারুল হুরমাত' (মর্যদার ভূমি) হতে নিদর্শনসমূহ মুছে ফেলা যাবে না, যেখানে রয়েছে 'হাদী' (পথ প্রদর্শক)-এর মিম্বার, যাতে তিনি আরোহণ করতেন।

وواضح ايات وباقى معالم + وربع له فيه مصلى ومسجد۔

এবং (যেখানে রয়েছে) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, অবশিষ্ট আলামত ও চিহ্নসমূহ এবং একটি প্রান্তর যাতে রয়েছে তাঁর ঈদগাহ ও মসজিদ।

بها حجرات كان ينزل وسطها + من الله نور يستضاء ويوقد

"এখানে রয়েছে এমন প্রকোষ্ঠসমূহ যার মাঝে অবতীর্ণ হত আল্লাহ্র পক্ষ হতে আলোকোজ্জ্বল ও প্রজ্জ্বলিত নূর।

معارف لم تطمس على العهد ايها + اتاها البلا فالاى منها تجدد۔

"সেখানে রয়েছে এমন সব পরিচিতি ভাণ্ডার যে, যুগ যুগান্তরের ব্যবধানে তার আলামত মুছে যায়নি। বিপদ আপদ এসেছে, তাতে আলামতগুলি নতুন করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

عرفت بهارسم الرسول وعهده + وقبرا بها واراه فى الترب ملحد۔

সে আলামাত দিয়ে আমি চিনেছি রাসূলের স্মৃতি চিহ্ন এবং পরিচয় লভেছি তাঁর যুগের। আর সেখানে তাঁর সমাধি দিয়ে; যা দিয়ে কবর খননকারী তাকে মাটিতে আড়াল করে দিয়েছে।

ظللت بها ابكى للرسول فاسعدت + عيون ومثلا ها من الجن تسعد۔

সেখানে আমি রাসূলের জন্য কেঁদে কেঁদে কাটাতে লাগলাম। তখন বহু বহু চোখ সে কান্নার সহযোগী হল এবং জ্বিন জাতির মাঝেও তার দ্বিগুন (ত্রিগুন) সহযোগী হল।

يذكرن الاء للرسول ولاارى + لها محصيا نفسى فنفسى تبلد

مفجعة قد شفها فقد احمد + فظلت لا لاء الرسول تعدد

সে চোখগুলো রাসূল (সা)-এর অবদান-অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে, তবে আমার আত্মাকে আমি সে সবের পরিসংখ্যান নিরূপনকারী দেখতে পাচ্ছি না। বরং আমার আত্মা বেদনানুভূতিতে কেঁপে কেঁপে উঠে, অস্থির হয় এবং তাকে আরো চাঙ্গা করে তোলে আহমদ (সা)-এর বিরহ। তখন সে আবার রাসূলের কীর্তি অবদানসমূহের ধারা গণনায় নিমগ্ন হয়।

وما بلغت من كل امر عشيره + ولكن لنفسى بعد ما قد توجد

আমার আত্মা তার যে কোন অবদানের দশমাংশও খতিয়ে দেখতে পায় নি; তবু তারপরও আমার আত্মা বেদনাবিধুর হচ্ছে।

أطالت وقوفا تذرف العين جهدها + على طلل القبر الذى فيه أحمد

আমার আত্মা সুদীর্ঘকাল ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে যথাসাধ্য আঁখিনীর বহাতে লাগলো সে কবরের টিবির জন্য, যাতে রয়েছেন আহমদ (সা)।

فبوركت يا قبر الرسول وبوركت + بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد

অতএব, বরকতময় তুমি হে রাসূল সমাধি! আর বরকতময় সে জনপদ যেখানে অন্তিম শয়ান গ্রহণ করেছেন সত্যপন্থা ও কল্যাণের দিশারী!

تهيل عليه الترب ايد واعين + عليه - وقد غارت بذالك - اسعد

তাঁর উপরে মাটি ঢেলে দিচ্ছিল তাঁর প্রতি পরম আনুগত্যে ভাগ্যবান কতকগুলো হাত ও কতক নেত্র যা সে কারণে কোটরাগত।

لقد غيبوا حلما ورحمة + عشية علوه لثر لا يوسد

ওহ! তারা তো আড়াল করে দিল সহিষ্ণুতা ও রহমতকে, সে অপরাহ্নে যখন তারা তাঁর উপরে মাটি চাপিয়ে দিচ্ছিল; তাঁকে তাকিয়া বালিশ তো দেয়া হল না।

وراحوا بحزن ليس فيهم نبييهم + وقد وهنت منهم ظهور واعضد

সন্ধ্যায় তাঁরা ফিরে চললেন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, তাঁদের নবী নেই তাঁদের মাঝে! শ্রান্তিতে নিস্তেজ ওদের মেরুদণ্ড ও পার্শ্বদেশ।

ويبكون من تبكى السموات يومه + ومن قد بكته الارض فالناس اكمد

তাঁরা কাঁদতে থাকেন সে মহান সত্তার জন্য, যাঁর কথা স্মরণ করে সেদিন কাঁদে আসমান এবং যার জন্য কাঁদে যমীন; সুতরাং মানুষ তো চরম ও মহাদুঃখে ভারাক্রান্ত।

وهل عدلت يوما رزية هالك + رزية يوم مات فيه محمد

কোনও মৃত্যুবরণকারীর বিপদ কি সে দিনের বিপদের সমতুল্য, যে দিন মুহাম্মদ (সা) মৃত্যুবরণ করলেন?

تقطع فيه منزل الوحى عنهم + وقد كان ذا نور يغور و ينجد

যেদিন তাঁদের ওহীর অবতরণ ধারা ছিন্ন হয়ে গেল। যিনি ছিলেন সে আলোকবর্তিকা যা অস্তগামী ও উদীয়মান।

يدل على الرحمن من يقتدى به + وينقذ من هول الخزايا و يرشد

তিনি 'রহমান'-এর দিকে পথ নির্দেশ করতেন তাদেরকে যাঁরা তাঁর অনুগমন করতেন এবং ভয়াবহ লাঞ্ছনা হতে তাঁদের মুক্ত করতেন এবং তাদের সুপথ প্রদর্শন করতেন।

إمام لهم يهديهم الحق جاهدا + معلم صدق ان يطيعوه يسعدوا-

তিনি তাঁদের ইমাম পরম নিষ্ঠা সহকারে তাঁদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করতেন; সততার শিক্ষাদাতা যারা তাঁর আনুগত্য করবেন তাঁরা সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন।

عفو عن الزلات يقبل عذرهم + وان يحسنوا فالله بالخير اجود

ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনাকারী; তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করে থাকেন। আর যদি তারা সদাচারী হয় তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ দাতা।

وان ناب امر لم يقوموا بحمله + فمن عنده تيسير ما يتشدد-

যদি এমন কোন সমস্যা দেখা দেয় যার চাপ বহনে তারা সমর্থ নয়, তবে তাঁরই নিকট হতে পাওয়া যায় মুশকিলে আসান।

فبيناهم فى نعمة الله وسطهم + دليل به نهج الطريقة يقصد-

এমতাবস্থায় যে তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্‌র নিয়ামাতে নিমজ্জিত; তাদের মধ্যমণি ছিলেন একজন দিশারী। পথ চলার দিশা লাভে যিনি উদ্দিষ্ট।

عزيز عليه ان يجوروا عن الهدى + حريص على ان يستقيموا ويهتدوا-

হিদায়াত হতে তাদের বিচ্যুত হওয়া তাঁর কাছে অসহানীয়, তাদের সরল সঠিক হিদায়াতের পথের পথিক হওয়ার ব্যাপারে তিনি পরম আগ্রহী।

عطوف عليهم لا يثنى جناحه الى كنف يحنو عليهم ويمهد-

তাদের প্রতি পরম স্নেহার্দ্র, তাঁর বাহু অন্যত্র হটিয়ে নেন না, (বরং) তাদের উপরে প্রসারিত করেন এবং তাদের জন্য বিছিয়ে দেন।

فبينا هم فى ذالك النور إذ غدا + الى نورهم سهم من الموت مقصد-

তাঁরা ঐ নূরের মধ্যেই ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁদের সে নূরপানে ধাবিত হল একটি অব্যর্থ মৃত্যুবান।

فاصبح محمودا إلى الله راجعا + يبكيه جفن المرسلات ويحمد-

'প্রসংশিতরূপে তিনি ফিরে চললেন আল্লাহ্‌র সকাশে; তাঁর জন্য কান্না ভেজা হচ্ছিল 'ফিরিশতাকুলের নেত্রপল্লব এবং তাঁর গুণকীর্তন হচ্ছিল।

وامست بلاد الحرم وحشابقاعها + لغيبة ما كانت من الوحى تعهد-

হারমের দেশের অলি গলি হল ভীতিকর নিস্তব্ধ; তার পরিচিত ওহী প্রবাহের অনুপস্থিতির কারণে।

قفارا سوى معمورة اللحدضا فها + فقيد يبكيه بلاط وغرقد-

গোটা দেশ শূন্য মরু, শুধু কবরের আবাদী টুকু ব্যতিক্রম; যেথায় অতিথি হয়েছেন (আমাদের) হারানো মাণিক; যার জন্য কাঁদে শিলা-পাথর ও গারকাদ বৃক্ষরাজি।

ومسجده فالموحشات لفقده + خلاء له فيها مقام ومقعد-

আর কাঁদে তাঁর মসজিদ; তাঁর বিরহে নির্জনতা-একাকীত্বে বিদ্ধ শূন্য প্রান্তর; যেখানে ছিল তাঁর দাঁড়ানো ও বসার স্থান।

وبالجمرة الكبرى له ثم او حشت + ديار وعرصات وربع ومولد-

আর জামরাতুল কুবরার দেশে (মক্কাভূমে); সেখানে তাঁকে হারাবার নিজর্নতায় বিদ্ধ হচ্ছে বাড়ি-ঘর, আংগিনা ও জন্মভূমি।

فبكى رسول الله ياعين عبرة + ولا اعرفنك الدهر دمعك يجمد-

আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) জন্যে তাই হে চোখ! অশ্রু ধারা বহিয়ে চল, যুগ-যুগান্তরে কোন দিন যেন তোমাকে দেখি না যে, তোমার অশ্রু জমাট বেঁধে গেছে।

ومالك لا تبكين ذا النعمة التى+ على الناس منها سابغ يتغمد-

তোমার কি হয়েছে যে তুমি সে নিয়ামতধারীর জন্য কাঁদবে না; যা পূর্ণমাত্রায় আচ্ছাদিত করে রেখেছে মানবকুলকে।

فجودى عليه بالدموع واعولى + لفقد الذى لا مثله الدهر يوجد۔

মন খুলে অশ্রু ঝরাও তাঁর জন্য এবং চিৎকার করে কাঁদ; সেই মহান সাত্তার বিরহে যার তুলনা মহাকাল আর উপস্থাপন করবে না।

وما فقد الماضومثل محمد+ ولا مثله حتى القيامة يفقد۔

অতীত কালের লোকেরা মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় এমন কাউকে হারায় নি; এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো তাঁর মত এমন কাউকে হারানো হবে না।

اعف ولوفى ذمة بعد ذمة + واقرب منه نائلا لا ينكد۔

তাঁর চাইতে অধিকতর চরিত্রবান এবং একের পরে এক দায়িত্ব পালন ও অঙ্গীকার পূরণকারী এবং সহজলভ্য দাতা।

وابذل منه للطريف وتالد + اذا ضن معطاء بما كان يتلد۔

এবং যিনি স্বউপার্জিত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণে অতুলনীয়–যখন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যয় করতে বড় দানবীরও কার্পণ্য করে।

واكرم حيا فى البيوت اذا انتمى + واكرم جدا ابطحيا يسود۔

এবং যিনি বংশ পরিচয় কালে গোত্র পরিবারের দিক থেকে সর্বাধিক অভিজাত এবং সর্দার ও নেতারূপে বরিত বাতহার অভিজাত্যের অধিকারী।

وامنع ذروات واثبت فى العلا + دعائم عز شاهقات تشيد۔

এবং যিনি মর্যাদা-মাহাত্ম্যে দুর্লংঘ্য শিখর চূড়া এবং সুদৃঢ় সুউচ্চ গগনচুম্বী মর্যাদা-স্তম্ভের অধিকারী।

واثبت فرعا فى ا الفروع ومنبتا + وعودا غذه المزن فاعود اغيد۔

এবং যিনি সুদৃঢ় মূল ও শাখা-প্রশাখা এবং এমন কাণ্ডের অধিকারী, যাকে পুষ্টি যুগিয়েছে মেঘমালা। সুতরাং সে কাণ্ড অধিকতর সজীব।

رباه وليدا فاستتم تمامه + على لكرم الخيرات رب ممجد۔

মহীয়ান প্রতিপালক তাঁকে প্রতিপালন করেছেন শৈশব হতে; ফলে তাঁর পূর্ণতা পূর্ণাংগ হয়েছে সর্বোত্তম কল্যাণকররূপে।

تناهت وصاة المسلمين بكفه + فلا العلم محبوس ولا الرأى يفند۔

মুসলমানদের সুদৃঢ় বাঁধন নিবন্ধিত হয়েছে তাঁর হাতের সাথে, তাই তো তিনি থাকে নি রুদ্ধ, বুদ্ধি হয় নি বিভ্রান্ত।

اقول ولا يلفى لما قلت عائب + من الناس الا عازب القول مبعد۔

"আমি তো বলেই চলছি এবং আমার বক্তব্যে দোষারোপকারী ও বিরূপ সমালোচনাকারী কাউকে পাওয়া যাবে না, তবে যদি কেউ বাস্তবতা বিবর্জিত ও কষ্টকল্পিত কথা বলে।

وليس هواى نازعا عن ثنائه + لعلى به فى جنة الخلد اخلد۔

তাঁর গুণকীর্তনে আমার আগ্রহ নিবৃত্ত হবে না। আমার আশা, এতে করেই আমি চিরন্তন জান্নাতে চিরস্থায়ী হব।

مع المصطفى ارجو بذالك جواره + فى نيل ذاك اليوم اسعى واجهد-

মুস্‌তাফা (সা)-এর সংগে; ও দিয়েই তাঁর পার্শ্ব-সান্নিধ্যই আমার কাম্য এবং ঐ দিনটি পাওয়ারই আমি সাধ্য সাধনা করে চলেছি।

হাফিয আবুল কাসিম সুহায়লী (র) তাঁর রাওযুল উনুফ গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন। রাসূলূল্লাহ (সা)-এর জন্য শোকগাঁথায় আবূ সুফিয়ান ইব্‌নুল হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেছেন–

ارقت فبات ليلى لا يزول + وليل اخى المصيبة فيه طول-

আমি বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি, ফলে আমার রাত নিঃশেষ হতে চাচ্ছিল না। বিপদগ্রস্তের রাত প্রলম্বিতই হয়ে থাকে।

واسعدنى البكاء وذاك فيما + اصيب المسلمون به قليل-

এবং কান্না আমাকে সহযোগিতা দিল; তবে মুসলমানরা যে চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তার তুলনায় এ কান্না নিতান্তই অল্প।

لقد عظمت مصيبتنا وجلت + عشية قيل قد قبض الرسول

যে বিকেলে বলা হল– রাসূল (সা)-কে তুলে নেয়া হয়েছে, সে সময় আমাদের বিপদ ছিল ভারী ও ভীষণ।

واضحت ارضنا مما عراها + تكاد بنا جوانبها تميل-

আমাদের এ ভূমি তার উপরে আগত মহাবিপদে এমন হয়ে গেল যেন, তার প্রান্তগুলো আমাদেরকে নিয়ে কাৎ হয়ে যাচ্ছিল।

فقدنا الوحى والتنزيل فينا + يروح به ويغدو جبرئيل-

আমরা বঞ্চিত হয়েছি ওহীর অবতরণ থেকে, যা নিয়ে সকাল বিকাল আগমন করতেন জিবরীল (আ)।

وذاك احق ما سالت عليه+ نفوس الناس اوكربت تسيل-

এবং মানুষের চোখ যে সব কারণে অশ্রু বহায় বা প্রবহমান হওয়ার উপক্রম করে, সে সবের মাঝে ঐটিই ছিল অধিকতর উপযুক্ত।

نبى كان يجلوا الشك عنا + بما يوحى اليه وما يقول-

(তিনি সেই) নবী, যিনি আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে দিতেন তাঁর কাছে আগত ওহী এবং তাঁর বাণী দিয়ে।

ويهدينا فلا نخشى ضلالا + علينا والرسول لنا دليل

এবং তিনি আমাদের হিদায়াত করতেন, কাজেই আমরা ছিলাম ভ্রান্তির আশংকামুক্ত, যেহেতু রাসূল (সা) আমাদের পথ নির্দেশক ।

افاطم ان جزعت فذاك عذر + وان لم تجزعى ذاك السبيل

হে ফাতিমা ! তুমি যদি অস্থির হয়ে গিয়ে থাক তবে তা মার্জনা যোগ্য; আর যদি অস্থিরতা প্রকাশ না করে পার তবে তা-ই যথার্থ পন্থা।

فقبر ابيك سيد كل قبر + وفيه سيد الناس الرسول

তোমার পিতার কবর সব কবরের সেরা; সে কবরে রয়েছেন মানবকুল শিরোমনি রাসূল (সা)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উত্তরাধিকার

[প্রসংগ ঃ মীরাছরূপে নবী করীম (সা)-এর কোন দীনার, দিরহাম, গোলাম, বাঁদী, বকরী, উট এবং মীরাছযোগ্য অন্য কিছু রেখে না যাওয়া; বরং তিনি তাঁর পরিত্যক্ত ভূ-সম্পত্তি মহান-মহীয়ান আল্লাহ্‌র জন্য সাদাকা রূপে করে যান। কেননা, পৃথিবী ও তার আনুষাংগিক সব কিছুই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ; যেমনটি তা আল্লাহ্‌র নিকটে তুচ্ছ। এসব সংগ্রহ সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা সাধনা করা কিংবা মীরাছরূপে রেখে যাওয়ার বাসনা পোষণ করা ছিল তাঁর মর্যাদার সাথে অসংগতিপূর্ণ]।

বুখারী (র) বলেন, কুতায়বা (র) আম্‌র ইব্‌নুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة الا بغلته البيضاء التى كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقة-

রাসূলুল্লাহ (সা) রেখে যাননি কোনও দীনার, কোনও দিরহাম, কোনও গোলাম বা কোনও বাঁদী, তবে একমাত্র তাঁর বাহন আল্-বায়যা' (শ্বেত) খচ্চর ও তাঁর অস্ত্র এবং তাঁর ভূমি যা মুসাফিরদের জন্য সাদাকা করে গিয়েছিলেন। বুখারী (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের একাধিক স্থানে আবুল আহ্ওয়াস, সুফিয়ান আছ্ ছাওরী ও যুহায়র ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) সূত্রের বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, ইসরাঈল (র)-এর বরাতে এবং নাসাঈ (র) ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক (র) সূত্রে....উম্মুল মু'মিনীন জুওয়ায়ারিয়া বিন্‌তুল হারিছ (রা)-এর ভাই আম্‌র ইব্‌ন হারিছ হতে. আহ্মদ (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ মুআবিয়া (র)....আইশা (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোনও দীনার, কোনও দিরহাম, কোনও বকরী, কোনও উট রেখে যান নি এবং (কারো জন্য সম্পদ প্রদানের) কোনও অসিয়াতও করে যাননি। এ হাদীস মুসলিম (র) একাকী অনুরূপ এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা (র) বিভিন্ন সূত্রে সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান-আল আ'মাশ (র) সূত্রে, আল্লাহ্‌র হাবীব ও প্রিয়তমের প্রিয়তমা, সপ্তাকাশের উর্ধ হতে পবিত্রতার সনদ প্রাপ্তা সিদ্দীক তনয়া 'আইশা সিদ্দীকা সনদে রিওয়ায়াত করেছেন (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাযী থাকুন এবং তাঁকে তুষ্ট রাখুন)। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, ইসহাক ইব্‌ন ইউসুফ (র)....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোনও দীনার-দিরহাম, কোনও বাঁদী, গোলাম এবং কোনও ছাগল-উট (মীরাছরূপে) রেখে যান নি। আবদুর রহমান (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোনও দীনার-দিরহাম এবং কোন ছাগল-উট রেখে যাননি। সুফিয়ান (র)

বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তবে আমার দ্বিধা গোলাম-বাঁদী (কথাটি ছিল কিনা এ) ব্যাপারে। তিরমিযী (র)-ও হাদীসটি শামাইল গ্রন্থে বুনদার (র) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রেখে যান নি কোনও দীনার-দিরহাম, কোনও গোলাম-বাঁদী এবং কোনও উট-বকরী। ইমাম আহমদ (র) এ সনদে এরূপ সন্দেহমুক্ত রূপেই রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ ইস্হাক আল্ মুযাক্কা (র) যার্ব (র) থেকে। তিনি বলেন, আইশা (রা) বললেন, তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রেখে যাওয়া মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ। রাসূলুল্লাহ (সা) রেখে যান নি একটি দীনারও, একটি দিরহামও না, একটি গোলামও না এবং একটি বাঁদীও না। মধ্যবর্তী অন্যতম রাবী মিস্‘আর (র) বলেন, আমার ধারণা। তিনি (শায়খ ‘আসিম) বলেছেন। এবং কোন বকরীও নয় এবং কোন উটও নয়। রাবী ‘আওন (র) বলেন, মিস্‘আর (র) আদী ইব্ন ছাবিত (সূত্রে, তিনি) আলী ইব্নুল হুসায়ন (র) সূত্রে আমাদের অবহিত করেছেন, আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন দীনার রেখে যাননি, কোন দিরহামও না, কোন গোলামও না, কোন বাঁদীও না।

সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত হয়েছে, আমাশ (র)-এর বরাতে আইশা (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ জনৈক ইয়াহূদীর নিকট হতে বাকীতে খাদ্য খরিদ করে তার কাছে লোহার তৈরী একটি বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। বুখারী (র)-এর অন্য একটি ভাষ্য, কাবীসা (র) (‘আমাশ) আইশা (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইনতিকাল করলেন, তখন তাঁর বর্ম বন্ধক ছিল জনৈক ইয়াহূদীর কাছে ত্রিশ....এর বদলে। বায়হাকী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র)-এর বরাতে। আসওয়াদ (র) সূত্রে, তিনি আইশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইনতিকাল করলেন, তখন তাঁর বর্ম বন্ধক ছিল ত্রিশ সা‘[১] যবের বিনিময়ে। পরে বায়হাকী (র) বলেছেন, বুখারী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন কাদীর (র)-সুফিয়ান (র) সূত্রে। বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আবাদান (র), আনাস (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যবের রুটি ও পুরান দুর্বাযুক্ত চর্বি-র দাওয়াত করা হল। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি—

والذى نفس محمد بيده ما اصبح عند الى محمد صاع بر ولاصاع تمر-

যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! আজ (সকালে) মুহাম্মদ পরিবারের কাছে এক সা‘ গম বা এক সা‘ খুরমাও ছিল না।" (আনাস বলেন) অথচ তখন তাঁর নয়জন সহধর্মিনী ছিলেন। ওদিকে তিনি নিজের একটি বর্ম মদীনার জনৈক ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রেখে তার নিকট হতে খাদ্যদ্রব্য নিয়েছিলেন এবং তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত এমন কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি, যা দিয়ে বর্মটি ছাড়িয়ে আনতে পারেন। ইব্ন মাজা (র) এ হাদীসের অংশবিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন শায়বান ইব্ন আবদুর রহমান আন-নাহ্রী (র)-এর বরাতে....ঐ সনদে। ইমাম আহ্মদ (র) আরো বলেছেন, আবদুস সামাদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন এ মর্মে যে, নবী করীম (সা) উহুদ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন,

---

১. সা‘ (صاع) ৩.৫০-৩.৭৫ সের; ৩০ সা‘ (প্রায় ১০০ কে.জি.)। —অনুবাদক

والذى نفسى بيده ما يسرنى احدا لال محمد ذهبا انفقه فى سبيل الله - اموت يوم اموت وعندى منه دينار ان الا ان ارصدهما لدين-

“যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! এ বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করে না যে, উহুদ (পাহাড়) মুহাম্মদ পরিবারের জন্য স্বর্ণ হয়ে যাবে যা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতে থাকব– আর আমি মৃত্যু বরণ করার দিনে মৃত্যুবরণ করবো এমন অবস্থায় যে তার দুটি মাত্র দীনার আমার কাছে থেকে যাবে; তবে যদি তা ঋণ পরিশোধের জন্য হয়ে থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পরে তিনি ইনতিকাল করলেন এবং কোন দীনার, কোন দিরহাম, কোন গোলাম এবং কোন বাঁদী তিনি রেখে গেলেন না। তাঁর বর্মটি বন্ধক রেখে গেলেন এক ইয়াহূদীর কাছে ত্রিশ সা‘ যবের জন্যে। ইব্‌ন মাজা (র) এ হাদীসের শেষাংশ রিওয়ায়াত করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মু‘আৰিয়া আল্‌ জুমাহী (র) সূত্রে এবং এর প্রথম অংশের শাহিদ (সহযোগী সমর্থক) রিওয়ায়াত রয়েছে সহীহ্‌ বুখারীতে....আবু যার্‌রা (রা)-এর হাদীসে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ, আবূ সাঈদ ও আফ্‌ফান (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে প্রবেশ করলেন, তিনি তখন একটি চাট্টাইয়ের উপরে বিশ্রাম করছিলেন যা তার পার্শ্বদেশে দাগ কেটেছিল। উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! যদি এর চেয়ে কিছুটা উন্নত মানের বিছানা বানিয়ে নিতেন! নবী করীম (সা) বললেন,

مالى وللدنيا - ما مثلى ومثل الدنيا الا كراكب سار فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها-

দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্বন্ধ! আমার অবস্থা ও দুনিয়ার অবস্থা তো সে আরোহী (মুসাফিরের) ন্যায়, যে একটি গরমের দিনে সফর করল, পরে দুপুরে কিছু সময়ের জন্য একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল। পরে আবার বিকেল বেলা সফর শুরু করল। আহ্‌মদ (র) একাকী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ বেশ উত্তম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিপক্ষে ক্ষোভ উষ্মা প্রকাশ করিয়া তাঁর সহধর্মিনীদ্বয় এবং নবী করীম (সা)-এর ‘ঈলা’[১] করার ঘটনা প্রসংগে উমর (রা) হতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস, এ হাদীসের সমর্থক ও শাহিদ। (এ হাদীস এবং এর সমর্থক) হাদীসসমূহের বিশদ বিবরণ দেয়া হবে নবী করীম (সা)-এর সংসার বিমুখ হওয়া পার্থিব মোহ ত্যাগ এবং ভোগ বিশৃঙ্খলা প্রসংগে। এছাড়া হাদীসটি আমাদের সে দাবীকেও প্রতীয়মান করে যে, নবী করীম (সা) দুনিয়া ও তার আনুষংগিক বিষয়াদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, সুফিয়ান (র) আবদুল ‘আযীয ইব্‌ন রুফায়’ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এবং শাদ্দাফ ইব্‌ন মা‘কিল (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকটে গেলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) এ দুই মলাটের মধ্যবর্তী বিষয় (আল-কুরআন) ব্যতীত অন্য কিছুই রেখে যান নি।” আবদুল ‘আ্যীয (র) বলেন, আমরা

১. ঈলা ঃ (ايلاء) কসম করা; স্ত্রী সংগ বর্জনের কসম করা। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার একমাস যাবত স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করেছিলেন। –অনুবাদক

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (রা)-এর নিকটে গেলে তিনিও অনুরূপই বললেন। বুখারী (র)-ও হাদীসটি **অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন** কুতায়বা (র) সূত্রে। বুখারী (র) আরো বলেছেন, আবূ নু'আয়ম **(র) সূত্রে, তালহা (র)** থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে **আমি জিজ্ঞাসা করলাম,** নবী করীম (সা) কি কোন ওসিয়াত করে গিয়েছেন? তিনি বললেন, **না। আমি বললাম** তা হলে লোকদের জন্য ওসিয়াত করে যাওয়া জরুরী করে দিলেন কি **রূপে? কিংবা** (বর্ণনা সন্দেহ) তাদের সে বিষয় আদিষ্ট করা হল কি রূপে? তিনি বললেন, (হাঁ) **আল্লাহ** পাকের কিতাবের ওসিয়াত করে গিয়েছেন। বুখারী (র) অন্য একটি সনদে এবং মুসলিম ও আবূ দাউদ (র) ব্যতীত সুনান গ্রন্থসমূহের অন্যান্য সংকলকবৃন্দ হাদীসটি মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র)-এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্; তবে গরীব–বিরল সূত্রীয়–মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র) ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটা পাওয়া যায় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তিগত এবং তাঁর জীবন কালে তাঁর জন্য খাস বিভিন্ন বিষয়-সম্পত্তি তথা বাড়ি-ঘর, নবী সহধর্মিনীগণের হুজরা, গোলাম, বাঁদী, উট, ঘোড়া, বকরী ও গাধা, খচ্চর, সমরাস্ত্র, কাপড় চোপড়, আসবাসপত্র, মোহরাঙ্কিত আংটি এবং অন্যান্য উপকরণ সম্পর্কিত অনেক হাদীস রয়েছে।

অচিরেই সে সব হাদীসের সবিস্তার ও সপ্রমাণ আলোচনা করা হবে। নবী করীম (সা) এ সব বস্তু-সম্পদের অধিকাংশ তাৎক্ষণিক ভাবে সাদাকা করে দিয়েছিলেন। অনেক গোলাম বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব উপকরণ রেখেও দিয়েছিলেন। সেই সাথে ছিল বনূ নাযীর, খায়বার ও ফাদাক অঞ্চলে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাঁর জন্য বিশেষ অধিকাররূপে ঘোষিত ভূমিসমূহ যা মূলত মুসলিম জনতার জাতীয় কল্যাণে নিবেদিত ছিল।

ইনশাআল্লাহ আমরা এ সবের বিশদ ও প্রামাণ্য বিবরণ উপস্থাপন করব। তবে এতটুকু কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এ সবের কিছুই তিনি মীরাছরূপে রেখে যান নি। একটু পরেই আমরা এর আলোচনায় অবতীর্ণ হব। আল্লাহই সহায়।

নবী করীম (সা)-এর মীরাছ না রেখে যাওয়া প্রসঙ্গ

নবী করীম (সা)-এর বাণী– আমরা মীরাছ রেখে যাই না

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

لا يقتسم ورثتى دينارا ولا درهما - مما تركت بعد نغقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة -

"আমার মীরাছ বন্টিত হবে না দীনারও না, দিরহামও না। আমার স্ত্রীদের খোরপোষ এবং আমার আমিল (কর্মচারী)-দের ব্যয় নির্বাহের পরে যা অবশিষ্ট রেখে যাব তা হবে সাদাকা।" বুখারী-মুসলিম ও আবূ দাউদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, মালিক ইব্‌ন আনাস (র), আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে একাধিক সনদে, এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমার মীরাছ দীনাররূপে বন্টিত হবে না।....বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে নবী সহধর্মিনীগণ তাঁদের মীরাছের দাবী উত্থাপনের উদ্দেশ্যে উছমান (রা)-কে আবূ বকর (রা) সমীপে পাঠাতে মনস্থ করলেন। তখন আইশা (রা) বললেন, কেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি এ কথা বলে নি যে, لا نورث--ماتركناصدقة আমরা (নবীগণ) ওয়ারিছ বানিয়ে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা ?" মুসলিম (র)-ও হাদীসটি ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) সূত্রে এবং আবূ দাউদ (র) কানাবী (র) সূত্রে এবং নাসাঈ (র) কুতায়বা সূত্রে (সকলেই) মালিক (র) সূত্রে, অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

পর্যালোচনা ঃ তা হলে মীরাছ প্রাপিকা স্ত্রীদের অন্যতমা (আইশা) যদি মীরাছের কথা ধরে নেয়া হয় স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদকে মীরাছ নয়, সাদাকা সাব্যস্ত করে গিয়েছেন। আর স্পষ্টতই বলা যায় যে, অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনগণও তাঁর এ রিওয়ায়াতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং নবী করীম (সা)-এর বাণী তাঁরা স্মরণ করতে পেরেছেন। কেননা, তাঁর বর্ণনা ভংগি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি তাঁদের জ্ঞাত ও স্বীকৃত ছিল। আল্লাহই সমধিক অবগত।

বুখারী (র) আরো বলেছেন, ইসমাঈল ইব্‌ন আবান (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) বলেছেন, "আমরা (নবীরা) মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।" বুখারী (র)-এর একটি "অনুচ্ছেদ শিরোনাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী আমরা মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।" আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা ও আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উত্তরাধিকারীরূপে তাদের প্রাপ্য মীরাছের আবেদন নিয়ে আবূ বকর (রা)-এর নিকটে গেলেন। তাঁরা ফাদাকে নবী করীম (সা)-এর ভূমি এবং খায়বারে তাঁর প্রাপ্য অংশের দাবী করছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁদের দু'জনকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি–

لانورث ما تركنا صدقة - انما ياكل ال محمد من هذا المال-

আমরা মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা পরিত্যাগ করে যাই তা সাদাকা। তবে মুহাম্মদ পরিবার এ সম্পদ হতে (খোরপোষ) গ্রহণ করবে।" আবূ বকর (রা) আরো বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম! এ সম্পদে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যা কিছু আমি করতে দেখেছি তা-ই আমি করব।" বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে ফাতিমা (রা) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আবূ বকর (রা)-এর সংগে বাক্যালাপ করতেন না। ইমাম আহমদ (র)-ও হাদীসটি আব্দুর রায্‌যাক (র) সূত্রে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তী বর্ণনায় আহ্‌মদ (র) ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) 'আইশা (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে তাঁর মীরাছ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেয়া 'ফায়' (সন্ধিলব্ধ সম্পদ) হতে নবী করীম (সা) যা রেখে গিয়েছিলেন তা দাবী করলেন। তখন আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমরা মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা। ফলে ফাতিমা (রা) রুষ্ট হয়ে আবূ বকর (রা)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ সম্পর্কচ্ছেদ অব্যাহত ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে ফাতিমা (রা) ছয় মাস বেঁচে ছিলেন।

এ প্রসংগে ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনা অনুরূপই। তবে বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থের 'মাগাযী' (সমর) অধ্যায়ে হাদীসটি ইব্‌ন আবূ বকর (র) 'আইশা (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন (যা পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে)। তাতে তিনি অধিক বলেছেন যে, ফাতিমা (রা) মৃত্যুবরণ করলে রাতের বেলা আলী (রা) তাঁকে দাফন করলেন এবং আবূ বকর (রা)-কে অবহিত না করেই তিনি নিজেই তাঁর (জানাযা) সালাত আদায় করলেন। ফাতিমা (রা)-এর জীবদ্দশায় মানুষের কাছে 'আলী (রা)-এর বিশেষ সমাদর ছিল। ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যু হলে 'আলী (রা) লোকদের চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তখন তিনি আবূ বকর (রা)-এর সাথে সন্ধি-সৌহার্দ গড়ে তুলতে এবং বায়আত করতে প্রয়াসী হলেন। পূর্বের মাসগুলিতে তিনি বায়'আত করেননি। এ উদ্দেশ্যে তিনি আবূ বকর (রা)-এর নিকটে সংবাদ পাঠালেন যে, আমাদের এখানে তশরীফ আনবেন, তবে আপনার সংগে অন্য কেউ যেন না আসে। তিনি 'উমর (রা)-এর স্বভাব কঠোরতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় তাঁর আগমন পসন্দ করছিলেন না। 'উমর (রা) বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আপনি একাকী তাদের কাছে যাবেন না।" আবূ বকর (রা) বললেন, কেন, তারা আমার সংগে আর কী-ই বা করবে ? আল্লাহ্‌র কসম। আমি অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আবূ বকর (রা) সেখানে গেলেন। 'আলী (রা) বললেন, 'আমরা আপনার মাহাত্ম্য এবং আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং যে কল্যাণে আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন তাতে আমরা আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত নই। তবে আপনারা (খিলাফত) বিষয়টিতে একাধিপত্য বিস্তার করেছেন; অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে আমাদের আত্মীয়তা সূত্রে আমরা ধারণা করতাম যে, বিষয়টিতে আমাদের বিশেষ হিস্‌সা রয়েছে।" আলী (রা) এভাবে বলতে থাকলেন যাতে শেষ পর্যন্ত আবূ বকর (রা)-কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়দের সংগে সদাচরণ রক্ষা করে চলা আমার কাছে আমার নিজের আত্মীয়দের সংগে সদাচরণের তুলনায় অধিক কাম্য। আর এ

সম্পদে আপনাদের মাঝে যে কলহ দেখা দিয়েছে তাতে উত্তম পন্থা অবলম্বনে আমি শৈথিল্য করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) করে গিয়েছেন এমন কিছু আমি ত্যাগ করিনি। পরে আবূ বকর (রা) যুহর সালাত আদায়ের পর মিম্বরে উঠলেন এবং হাম্‌দ-সালাত পাঠের পরে আলী (রা)-এর অবস্থান, বায়আত হতে তাঁর পিছিয়ে থাকা এবং সে ব্যাপারে পেশকৃত কৈফিয়তের বিবরণ দান করলেন। আলী (রা)-ও হাম্‌দ ও দরূদ আদায়ের পরে আবূ বকর (রা)-এর অগ্রাধিকার তাঁর মাহাত্ম্য এবং তাঁর যোগ্যতা ও অবদান অগ্রগণ্যতার বিবরণ দিলেন। তিনি এ কথাও বললেন যে, তিনি যা কিছু করেছেন তার পেছনে আবূ বকর (রা)-এর প্রতি ঈর্ষাবোধ ছিল না। তারপর তিনি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে বায়আত করলেন। তখন লোকেরা আলী (রা)-এর কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করল এবং তাঁকে অভিনন্দিত করলো। এ ন্যায়সংগত অবস্থানে প্রত্যাবর্তনের পর সাধারণ্যে আলী (রা)-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) প্রমুখও হাদীসটি যুহ্‌রী (র), আইশা (রা) সনদে একাধিক পন্থায় প্রায় অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

পর্যালোচনা ঃ ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যুর পরে আলী (রা) কর্তৃক আবূ বকর (রা)-এর হাতে এ বায়'আত গ্রহণ ছিল তাঁদের মাঝে সংঘটিত আপোষ ও সম্প্রীতির মনোভাবের দৃঢ়তা জ্ঞাপক বায়'আত। আর এ বায়া'আত ছিল আমাদের পূর্বোল্লিখিত সাকীফা দিবসের বায়'আতের নবায়ন ও দ্বিতীয় বারের বায়'আত–যেমন ইব্‌ন খুযায়মা (র) রিওয়ায়াত করেছেন এবং মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থেও তা রিওয়ায়াত করেছেন এবং আলী (রা) এ ছয় মাস যাবত আবূ বকর (রা)-কে পাশ কাটিয়ে চলেছিলেন এমন নয়। বরং তিনি নিয়মিত আবূ বকরের পিছনে সালাত আদায় করছিলেন এবং মজলিসে শূরার পরামর্শ বৈঠকেও উপস্থিত থাকছিলেন যূল কাস্‌সা অভিযানও তিনি আবূ বকর (রা)-এর সংগে অংশগ্রহণ করেছিলেন (পরবর্তী বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। সহীহুল বুখারীতে রয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের কয়েক দিন পরে আবূ বকর (রা) আসর সালাত আদায় করলেন। পরে মসজিদ হতে বের হয়ে তিনি হাসান ইব্‌ন 'আলী (রা)-কে বালকদের সাথে খেলা করতে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, দেখো নবী করীম (সা)-এর গঠনের সাথে এর কতই না মিল, আলী-র সাথে নয়! "আলী (রা) তা দেখছিলেন আর হাসছিলেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় বারের বায়'আত সংঘটিত হওয়ার কারণে বর্ণনা-কারীদের মাঝে কারো কারো ধারণা জন্মেছে যে, ইতোপূর্বে আলী (রা) বায়'আত করেননি তাই তারা তা অস্বীকার করেছেন। অথচ (বিধান অনুসারে) ইতিবাচক বিবরণ নেতিবাচকের তুলনায় অগ্রগণ্য। যেমনটি যথাস্থানে বিবৃত ও স্থিরীকৃত হয়েছে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। তবে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার অসন্তুষ্টির কারণ আমার বোধগম্য হয়নি। যদি তা তাঁর দাবীকৃত মীরাছ প্রদানে আবূ বকর (রা)-এর অস্বীকৃতির কারণে হয় তবে তিনি তো এ বিষয় নিজের অপরাগতার এমন কারণ দর্শিয়েছেন যা গ্রহণ না করে গত্যন্তর নেই। তা হল তাঁরই পিতা ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) হতে আহরিত রিওয়ায়াত যে, তিনি বলেছেন, 'আমরা মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা।" আর নবী করীম (সা)-এর ভাষ্যের প্রতি ফাতিমা (রা)-র অনুগত্যও প্রশ্নাতীত ব্যাপার। যদিও মীরাছের দাবী করার আগে বিষয়টি তাঁর অজ্ঞাত

ছিল, যেমন অজ্ঞাত ছিল আইশা (রা)-এর বর্ণনা প্রদানের আগে অন্যান্য নবী সহধর্মিনীগণের অনেকের কাছেও। অবশ্য তাঁরাও পরে আইশা (রা)-এর সংগে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে ফাতিমা (রা) তাঁকে মিথ্যা কথনের অভিযোগ দেবেন এমনটিও কল্পনা করা যায় না। ফাতিমা ও আবূ বকর (রা) উভয়ই এমন পারস্পরিক অবিশ্বাসের অবস্থান হতে অনেক অনেক উর্ধে। আর তা কী করে হতে পারে, যখন নাকি এ হাদীস বর্ণনায় আবূ বকর (রা)-এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব, উছমান ইবন আফ্ফান, আলী ইব্ন আবূ তালিব। আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, আবূ হুরায়রা ও আইশা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীগণ (বিবরণ পরে আসছে)। অথচ সিদ্দীক (রা) এ হাদীসটি একাকী বর্ণনা করলেও তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য অপরিহার্য হত। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, ফাতিমা (রা) তাঁর দাবীকৃত ভূ-সম্পত্তি মীরাছ না হয়ে সাদাকা সাব্যস্ত হওয়ার কথা জানার পরেও তাঁর স্বামীকে সে সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (মুতাওয়াল্লী) নিয়োগের আবেদন করেছিলেন এবং তা গৃহীত না হওয়াই ছিল তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ, তবে তো আবূ বকর (রা) সে বিষয়ও তাঁর অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল এই যে, যেহেতু তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর খলীফা ও স্থালাভিষিক্ত, তাই তিনি মনে করেন যে, ঐ সব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) যে কর্তব্য সম্পাদন করতেন (পদাধিকারী হিসাবে) তা সম্পাদন করা এবং রাসূলুল্লাহ যে দায়িত্ব বহন করতেন তা বহন করা তাঁর জন্য অপরিহার্য। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) যা কিছু সম্পাদন করতেন তার কোনটিই সম্পাদন করা আমি ত্যাগ করব না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ফাতিমা (রা) তাঁর সাথে বাক্যলাপ বন্ধ রাখেন। বর্ণিত পরিস্থিতিতে তাঁর এ সম্পর্কচ্ছেদ বাতিল পন্থী রাফিযী উপদলের জন্য বিশাল অকল্যাণ ও অপরিসীম অজ্ঞতার দুয়ার খুলে দেয়া এবং এ কারণেই তারা অর্থহীন বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। অথচ তারা বিষয়টি যথাযথ অনুধাবনে সচেষ্ট হলে অবশ্যই তারা সিদ্দীক (রা)-এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হত এবং তাঁর সে ওযর মেনে নিতে স্বীকৃত হত যা গ্রহণ করা প্রত্যেকের জন্যই অপরিহার্য। কিন্তু ওরা তো আল্লাহ্র সাহায্য বর্জিত পরিত্যাক্ত ও প্রত্যাখ্যাত উপদল যারা 'মুতাশাবিহ' (সাদৃশ্যতাপূর্ণ জটিলতম বিষয়)-এর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে সে মুহ্কাম (সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত) বিষয় বর্জন করে যা সাহাবী-তাবি'ঈন (রা) হতে শুরু করে সব যুগের ন্যায় পন্থী মহান বিদ্বান মনীষীবর্গের পসন্দীয় ও সর্বজন স্বীকৃত অভিমত।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের সংগে হাদীস সংকলকবৃন্দের একাত্মতাএবং সংশ্লিষ্ট বিষয় তাঁদের রিওয়ায়াতের বিবরণ

বুখারী (র) বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন বুকায়র (র) ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইব্ন আওস ইবনুল হাদাছান (র) আমাকে হাদীস অবহিত করেছেন– ইতোপূর্বে মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (র) মালিক (র) বর্ণিত এ হাদীসের কিছু উল্লেখ আমার

কাছে করেছিলেন। তাই আমি চলতে চলতে মালিক ইব্‌ন আওস (র)-এর নিকটে পৌঁছে তাঁকে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি চলতে চলতে উমর (রা)-এর নিকটে পৌঁছে গেলাম। তখন তাঁর একান্ত সচিব ইয়ারফা (রা) এসে বললেন, আপনি কি উছমান, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, যুবায়র ও সা'দ (রা)-কে প্রবেশের অনুমতি দেবেন ? তিনি বললেন, হাঁ। তাদের অনুমতি দেয়া হলে পরে ইয়ারফা (রা) আবার বললেন, আপনি কি আলী ও আব্বাস (রা)-কে প্রবেশানুমতি দেবেন? তিনি বললেন, হাঁ। আব্বাস (রা) বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আমার ও এর (আলীর) মাঝে মীমাংসা করে দিন। উমর (রা) বললেন, (উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে) আমি আপনাদের সে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি যাঁর হুকুমে আসমান-যমীন দাঁড়িয়ে আছে, (আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমরা মীরাছ রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।" এতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেকে বুঝাতে চেয়েছেন? সমবেত দলটি বলল, তিনি তো বলেছেনই। তখন উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা দু'জনও জানেন কি যে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ বলে গিয়েছেন? তাঁরা বললেন তিনি তো বলেছেনই। এবার উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, এখন আমি আপনাদের সামনে বিষয়টির বিবরণ উপস্থাপন করছি। আল্লাহ পাক এ 'ফায়' (সন্ধি-লব্ধ শত্রু সম্পদ)-এ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত রেখেছিলেন যা অন্যদের তিনি প্রদান করেন নি। তিনি ইরশাদ করেছেন—

وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء – والله على كل شيئ قدير-

"আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ কর নি; আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদের কতৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সব বিষয় সর্বশক্তিমান (৫৯ ঃ ৬)। মোটকথা, তা ছিল আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর একান্ত (খাস) অধিকার। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তা আপনাদের বাদ দিয়ে কুক্ষিগত করেন নি এবং তাতে আপনাদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেন নি। বরং তিনি তা আপনাদের দান করেছেন এবং আপনাদের মাঝে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। পরে এ সম্পত্তি অবশিষ্ট রয়ে গেলে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিগত অধিকারে ছিল। এর আয় উৎপাদন দিয়ে তিনি নিজের পরিবারবর্গের সারা বছরের খরচ দিতেন। তার পরে অবশিষ্ট অংশ নিয়ে আল্লাহ্‌র মালের প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত এভাবে আমল করে গিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নামে কসম দিয়ে আপনাদের বলছি ! আপনারা কি তা অবগত রয়েছেন? তাঁরা বললেন, জ্বী হাঁ! পরে আলী ও আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি! আপনারা কি তা জানেন ? তাঁরা বললেন, জী হাঁ [উমর (রা) বলে চললেন] পরে আল্লাহ তাঁর নবীকে ওফাত দান করলে আবূ বকর (রা) (খলীফা মনোনীত হয়ে) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উত্তরাধিকারী তত্ত্বাবধায়ক।

তাই তিনি তা স্বীয় কর্তৃত্বে গ্রহণ করে তাতে তদ্রূপ কার্য পরিচালনা করলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা) করেছিলেন। তারপর আল্লাহ আবূ বকর (রা)-কে মৃত্যু দান করলে আমি বললাম, যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকারী তত্ত্বাবধানকারী।

আমিও তাই দু'বছর যাবত তা স্বীয় কর্তৃত্বে রেখে তাতে তেমন কাজই করলাম যেমন করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর (রা)। তারপরে আপনারা দু'জন আমার কাছে এলেন। তখন আপনাদের বক্তব্য ছিল অভিন্ন এবং আপনাদের ব্যাপার ছিল সমন্বিত। অবশেষে আপনি (আব্বাসী) এসেছিলেন আমার কাছে, আপনার ভাতিজা (রাসূল সা.) হতে আপনার প্রাপ্য অংশের দাবী নিয়ে; আর ইনি (আলী) এসেছিলেন আমার কাছে, তাঁর স্ত্রীর পিতা হতে প্রাপ্য অংশের দাবী নিয়ে। আমি বলেছিলাম, আপনারা দু'জন চাইলে আমি তা (তত্ত্বাবধানের জন্য) আপনাদের হাতে তুলে দেব। এখন আপনারা আমার কাছে অন্য কোন মীমাংসার আবদার নিয়ে এসেছেন?! তবে, যে আল্লাহ্‌র হুকুমে আসমান-যমীন স্থির থাকে তাঁর কসম! কিয়ামত কায়েম না হওয়া পর্যন্ত ও বিষয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্তের ফয়সালা আমি দেব না। আপনারা যদি (যথাযথ কর্তব্য পালনে) অপারগ হয়ে থাকেন তবে তা আমাকে প্রত্যর্পণ করুন! আমি আপনাদের জন্য যথার্থ কর্ম সম্পাদন করে যাব। বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এবং মুসলিম (র) ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থ সংকলকবৃন্দ যুহরী (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের রিওয়ায়াত রয়েছে, উমর (রা) বললেন, আবূ বকর (রা) তাঁর (সে সম্পত্তির) দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে তাতে তেমনই খাতে ব্যয় করলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা) করেছিলেন। আর আল্লাহ জানেন যে, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, পুণ্যবান, কল্যাণকামী ও ন্যায় পন্থার অনুসারী।

তারপর আপনারা দু'জন আমার কাছে আগমন করলে আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করলাম, যেন আপনারা তাতে তেমনই আমল করেন যেমন আমল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকর এবং যেমন আমল করেছিলাম আমি। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের কসম দিয়ে বলছি, আমি সে রূপেই তা আপনাদের কাছে অর্পণ করেছিলাম কি? তাঁরা বললেন, জী হাঁ! তারপর উমর (রা) আবার তাঁদের বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম দিয়ে বলছি, ঐ শর্তেই আমি তা আপনাদের হাতে অর্পন করেছিলাম কি? তাঁরা বললেন, জ্বী হাঁ! 'উমর (রা) বললেন, এখন কি আপনারা আমার কাছে অন্য কোন মীমাংসার আবদার করছেন? না, যাঁর হুকুমে দাঁড়িয়ে থাকে আসমান ও যমীন তাঁর কসম! (তা হবে না) ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, সুফিয়ান (র) মালিক ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ, তালহা, যুবায়র ও সা'দ (রা)-কে উদ্দেশ্য করে উমর (রা)-কে আমি বলতে শুনছি, আপনাদের আমি কসম দিচ্ছি, সে আল্লাহ্‌র কসম! আসমান-যমীন দাঁড়িয়ে থাকে যাঁর হুকুমে! আপনারা কি অবগত রয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমরা মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা (হবে) সাদাকা"? তাঁরা বললেন, জ্বী, হাঁ! এটি সহী গ্রন্থদ্বয়ের শর্তে উত্তীর্ণ।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের হাতে সমর্পিত হওয়ার পরেও তাদের প্রার্থিত বিষয় ছিল তত্ত্বাবধানের কর্তব্যটি তাদের হাতে তুলে দেয়া। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে আইনগত ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী ধারে নেয়া হলে যে পরিমাণ সম্পত্তিতে তার অধিকার সাব্যস্ত হত সে হারে তত্ত্বাবাধানের দায়িত্ব তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। সম্ভবত এ বিষয় সুপারিশ করার জন্য তাঁরা উছমান, ইব্‌ন আওফ, তালহা, যুবায় ও সা'দ (রা) প্রমুখ সাহাবীকে

—৬০

আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যৌথভাবে থাকায় তাঁদের মাঝে চরম বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তাই, তাঁদের আগে পাঠানো সাহাবীগণ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এদের দু'জনের মাঝে ফয়সালা করে দিন কিংবা এঁদের এক জনকে অন্য জন হতে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। কিন্তু 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী, "আমরা মীরাছ রেখে যাই না, যা রেখে যাই তা সাদাকা"-এর মর্ম বাস্তবায়ন করার জন্য মীরাছ বণ্টনের সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, যদিও তা বাহ্য দৃষ্টেই হোক, তেমনভাবে তা' বণ্টন করে দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করলেন। তাই, তিনি তাঁদের সকলের সুপারিশ অগ্রাহ্য করলেন এবং তাঁদের প্রস্তাবে সায় প্রদানে দৃঢ়তার সংগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন!)-এরপরও আলী ও আব্বাস (রা) তাঁদের পূর্বাবস্থায় বহাল রইলেন এবং উছমান (রা)-এর খিলাফত কাল পর্যন্ত সম্মিলিত ভাবে তত্ত্বাবধান কাজ পালন করতে থাকলেন। পরে আলী (রা) তাতে নিজের প্রধান্য বিস্তার করলেন এবং উছমান (রা)-এর উপস্থিতিতে আব্বাস (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-এর ইংগিতে বিষয়টি আলী (রা)-এর হাতে ছেড়ে দিলেন। যেমনটি আহ্মদ (র) তাঁর মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন। পরে তা আলী বংশীয়দের অধিকারই থেকে যায়। 'মসনাদ্শ শায়খায়ন নামক পুস্তকে আমি দুই প্রবীণ সাহাবী (শায়খায়ন) আবূ বকর ও 'উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহের সংকলনে এ হাদীসের সব বর্ণনাসূত্র ও ভাষ্যের আগা-গোড়া সন্নিবেশিত করেছি।

আল্লাহ্র শুক্র যে, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'জনের সূত্রে বর্ণিত হাদীস যথার্থ কার্যকর ফিক্হ সম্বলিত এঁদের অভিমত সংগ্রহ করে আমি এঁদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ও বেশ মোটা সংকলন সংগ্রহ করছি এবং তা বর্তমানের প্রচলিত ফিক্হী বর্ণনা ধারায় বিন্যস্ত করেছি।

আমরা পূর্বেই রিওয়ায়াত করে এসেছি যে, প্রথম দিকে ফাতিমা (রা) 'কিয়াস' এবং মীরাছ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের ব্যাপক ভিত্তিক আয়াত দিয়ে তাঁর দাবীর অনুকুলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন এ নিষেধাজ্ঞাটি ছিল নবী করীম (সা)-এর জন্য খাস। ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর বক্তব্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর ফাতিমা (রা)-এর প্রতি অনুরূপ ধারণা পোষণ করাই সমীচীন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) আবূ সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আপনি মারা গেলে কারা আপনার ওয়ারিছ হবে? আবূ বকর (রা) বললেন, আমার সন্তান ও পরিবারবর্গ। ফাতিমা (রা) বললেন, তা হলে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মীরাছ পাচ্ছি না কেন? তখন আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, ان النبى لا يورث "নবী কাউকে ওয়ারিছ বানান না।"

তবে, রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের দায়-দায়িত্ব বহন করতেন আমিও তাদের দায়-দায়িত্ব বহন করব, এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের ব্যয় নির্বাহ করতেন আমিও তাদের ব্যয় নির্বাহ করব। তিরমিযী (র) ও তাঁর জামি' গ্রন্থে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে। তিনি সংযুক্ত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি একক সূত্রীয় হাসান-সহীহ।

তবে ইমাম আহ্মদ (র)-এর বর্ণিত অন্য একটি হাদীস, যাতে তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ **ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন** আবূ শায়বা (র) আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ** (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে সংবাদ **পাঠালেন**। আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওয়ারিছ হয়েছেন, নাকি তাঁর পরিবার বর্গ? আবূ **বকর** (রা) বললেন, না, (আমি নই.) বরং তাঁর পরিবার বর্গ। ফাতিমা (রা) বললেন, তবে, **রাসূলুল্লাহ** (সা) (হতে প্রাপ্য আমার) অংশ কোথায়? তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি,

ان الله اذا اطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذى يقوم من بعدى-

"আল্লাহ যখন কোন নবীকে কোন ভাগ্য বিষয় ভোগ করান এবং পরে তাঁকে তুলে নেন তখন সে দায়িত্ব স্থলবর্তীর উপর অর্পণ করেন।" সুতরাং আমি মনে করছি যে, তা মুসলমানদের স্বার্থে প্রত্যর্পিত করব। তখন ফাতিমা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আপনি যা শুনেছেন তা আপনিই ভাল জানেন ? আবূ দাউদ (র) ও উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীছের ভাষ্য বিরলতাদুষ্ট ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সম্ভবত কোন রাবী তার উপলব্ধিগত অর্থকে নিজস্ব ভাষায় শব্দরূপ দিয়েছেন এবং রাবীদের মাঝে শিয়া মতবাদের প্রতি অনুরক্ত কেউও থাকতে পারেন। বিষয়টি অনুসন্ধান যোগ্য। এ বর্ণনায় উত্তম অংশ হচ্ছে ফাতিমা (রা)-এর উক্তি, "আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে যা শুনেছেন, তা আপনিই ভাল বুঝেন।" কেননা, ফাতিমা (রা)-এর ন্যায় মহিয়ষী, বিদূষী, ধর্মপরায়ণা ও নবী-তনয়ার জন্য এরূপ জবাব দানই সংগত এবং তাঁর সম্পর্কে এমন উন্নত ধারণারই সমীচীন।

তবে, এরপরে তিনি তাঁর স্বামী (আলী)-কে এ সাদাকা-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত কারণে আবূ বকর (রা) তাঁর এ আবেদনে সাড়া দিতে পারেন নি। এতে তিনি আবূ বকর (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনিও আদম সন্তানের নারীকুলের অন্যতমা নারী; দুঃখ বেদনার উর্ধে কোন অতিমানবী নন। বরং অন্যরা যেমন দুঃখিত ব্যথিত হয়, তিনিও তেমনিই। তিনি তো আর নিষ্পাপ থাকার গ্যারান্টি প্রাপ্ত নন। বিশেষত: রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী এবং তাতে আবূ বকর (রা)-এর সাথে বিরুদ্ধাচরণের পরেও।

তবে আবূ বকর (রা) সম্পর্কেও আমাদের কাছে রিওয়ায়াত রয়েছে যে, ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যুর আগে তাঁকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা আবূ বকর (রা) চালিয়েছিলেন এবং তিনিও তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যান। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব (র) শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) রোগাক্রান্ত হলে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর কাছে এলেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আলী (রা) বললেন, হে ফাতিমা! এই যে আবূ বকর (রা) তোমার কাছে অনুমতি চাচ্ছেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমি তাঁকে অনুমতি দেই তা কি আপনি পসন্দ করেন? আলী (রা) বললেন, হাঁ, তখন ফাতিমা (রা) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি প্রবেশ করলেন। আবূ বকর (রা) ফাতিমা (রা)-কে তুষ্ট করার প্রয়াসে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ ও পরিবার-সমাজ সব কিছু পরিত্যাগ করেছি শুধু আল্লাহ্র রিযামন্দী এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে

এবং হে নবী পরিবার আপনাদের তুষ্টির জন্যে। এভাবে তিনি বলতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত ফাতিমা (রা) সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। এ সনদ বেশ সবল ও উত্তম। বলাবাহুল্য (তাবি'ঈ) আমির আশ-শাবী (র) এ ঘটনা আলী (রা)-এর নিকটে সরাসরি শুনে থাকবেন কিংবা 'আলী (রা)-এর কাছে শুনেছেন এমন কারো মাধ্যমে শুনে থাকবেন। অন্য দিকে, আহালে বায়তের আলিমগণও এ ব্যাপারে আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্তের যথার্থতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন, হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল্ হাফিয (র) ফুযায়ল ইব্ন মারযূক (র) সূত্রে বনর্না করেন। তিনি বলেন, যায়দ ইব্ন 'আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (র) বলেন, আমিও যদি আবূ বকরের স্থানে হতাম তবে 'ফাদাক' ভূমি বিষয় আবূ বকর (রা) যেরূপ সি্দ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন আমিও তদ্রূপ সিদ্ধান্তই প্রদান করতাম।

রাফিযী শিয়াদের অপব্যাখ্যার খণ্ডন

রাফিযী মতালম্বিরা এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা প্রসূত ব্যক্তব্য উপস্থাপন করেছে। তারা এমন বিষয় নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে যে সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র অবগতি নেই এবং তাদের অজ্ঞাত বিষয়ের যথার্থ উপলব্ধি ও তার প্রকৃত ব্যাখ্যার অবগতি না থাকার কারণে সরাসরি বিষয়টিকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এভাবে তারা নিজেদের ঠেলে দিয়েছে অর্থহীন কর্মকাণ্ডে এবং অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে তাদের কেউ কেউ এ যুক্তি উত্থাপন করে আবূ বকর (রা) কতৃর্ক বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছে। এই বলে যে, তা কুরআনের ভাষ্যের পরিপন্থী। যেহেতু আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন وورث سليمان داود "এবং সুলায়মান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী (২৭ ঃ ১৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, য়াকারিয়্যা (আ)-এর দু'আর প্রসঙ্গে। যাকারিয়্যা (আ) বলেছিলেন,

فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا-

"সুতরাং তুমি দান কর আমাকে তোমার নিকট হতে উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়া'কূবের বংশের ; এৰং হে আমার প্রতিপালক! তাকে করবে সন্তোষভাজন পসন্দনীয় (১৯ ঃ ৫-৬)। (রাফিযীদের বক্তব্যের সার কথা হলো এ সব আয়াত নবীর সন্তান, নবীর ওয়ারিছ উত্তরাধিকারী হওয়া প্রতিপন করে)।

কিন্তু তাদের এ সব যুক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল ও অসার। প্রথমত আয়াতে উল্লিখিত মীরাছ ও উত্তরাধিকার আমাদের আলোচ্য উত্তরাধিকার নয়। বরং "এবং সুলায়মান উত্তরাধিকারী হল দাউদের"- আয়াতে উত্তরাধিকার বলতে নবুয়্যাত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পিতা দাউদ (আ)-এর পরে পূত্র সুলায়মান (আ)-কে রাজকীয় ক্ষমতা ও প্রজাপালন এবং বনী ঈসরাঈলের মাঝে শাসন পরিচালন কর্তৃত্বে অভিষিক্ত করা হল এবং পিতার ন্যায় তাঁকেও নবুয়্যাতের মহান মর্যাদায় ভূষিত করা হল। পিতাকে যেমন রাজত্ব ও নবুয়্যাত এ উভয়বিদ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী করা হয়েছিল, পিতার পরে পূত্রের জন্যও তদ্রূপই করা হল। সুতরাং এখানে সম্পদের উত্তরাধিকারীত্ব উদ্দিষ্ট নয়। কেননা- অনেক মুফাস্সিরের বর্ণনা মতে- দাউদ (আ)-এর সন্তান সংখ্যা ছিল বিশাল- কারো কারো মতে প্রায় একশ। কাজেই সম্পদের উত্তরাধীকারিত্ব উদ্দিষ্ট হলে দাউদ (আ)-এর এত সন্তানের মধ্য হতে একমাত্র সুলায়মানের নাম উলেখ করা হবে কোন যুক্তিতে ? বরং আয়াতের লক্ষ হচ্ছে দাউদ

(আ)-এর পরে নবুয়্যাত ও রাজ্য পরিচালনে তাঁর উত্তরাধিকারিত্ব। এ কারণেই,'সুলায়মান হলেন দাউদের উত্তরাধিকারী' বলার পরে আরো উদ্ধৃত করা হয়েছে—

وقال ياايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيئ - ان هذا لهو الفضل المبين-

এবং সুলায়মান বলেছিলেন, হে লোক সকল! আমাকে পক্ষিকূলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু হতে (অংশ) দেয়া হয়েছে ; এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ (২৭ ঃ ১৬) এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ। (আর পাখীর ভাষা নিশ্চয় সাধারণ মীরাস যোগ্য সম্পদ নয়। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে, এখানে বিশেষ ধরনের উত্তরাধিকার উদ্দিষ্ট। এ প্রসংগে আমাদের 'তাফসীর গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি। আলহামদু লিলাহ্।

অনুরূপ, যাকারিয়া (আ)-এর বিষয়টিও। তিনিও মহান নবী কাফেলার অন্যতম এবং পার্থিব সম্পদে উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য সন্তানের প্রার্থনা করার চাইতে পৃথিবী ও তার যাবতীয় সম্পদ তাঁর দৃষ্টিতে ছিল অতি তুচ্ছ। কেননা, তিনি ছিলেন—বুখারী শরীফের রিওয়ায়াত অনুযায়ী পেশায় সুতার। দৈহিক শ্রমের উপার্জন দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর কাছে নিত্য দিনের জীবিকা ছাড়া সঞ্চয় যোগ্য কোন সম্পদ ছিল না যে, তিনি তা ভোগের জন্য আল্লাহর দরবারে সন্তানের দু'আ করবেন। বরং প্রার্থনা তিনি করেছিলেন একটি সুযোগ্য সন্তানের, যে উত্তরাধিকারী হতে পারবে নবুয়্যাত এবং বনী ইসরাঈলের স্বার্থ সংরক্ষণ করে তাদের সঠিক পথে পরিচালনে। এ জন্যই আলাহ্ তা'আলা বলেছেন,

كهيعص- ذكر رحمة ربك عبده زكريا - اذ نادى ربه نداء خفيا - قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شسيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا - وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا- فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا-

"এ হল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ, তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহবান করেছিল নিভৃতে; সে বলেছিল, আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যের কারণে আমার মাথা উজ্জ্বল সাদা হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহবান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি, আমি আশংকা করছি আমার পরে আমার স্ব-গোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের; এবং হে আমার প্রতিপালক ! তাকে কর সন্তোষভাজন (১৯ ঃ ১-৬)।....পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সহকারে। এতেও....উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের, এতে বুঝা যায় যে, বিষয়টি নবুয়ত সংশ্লিষ্ট; সম্পদ সংশ্লিষ্ট নয় (কেননা, সম্পদের ক্ষেত্রে একটি গোটা বংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার কোন অর্থ হয় না (আলহামদু লিল্লাহ! তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়টিও যথাযথভাবে প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি)।

এ ছাড়া আবূ বকর (রা) হতে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আবূ সালামা (র) বর্ণিত রিওয়ায়তে উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুলাহ্ (সা) বলেছেন, النبى لا يورث 'নবী' ওয়ারিছ রেখে যায় না। এ

ক্ষেত্রে 'নবী' পদটি জাতি বাচক বিশেষ্য বিধায় ব্যাপকভাবে সকল নবীকেই বুঝাবে। **আর** তিরমিযী (র) হাদীসটি 'হাসান' শ্রেণীর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। তদুপরি অন্য হাদীসে **স্পষ্টত** রয়েছে- نحن معشر الانبياء لا نورث "আমরা 'নবী সমাজ' কাউকে ওয়ারিছ বানাই না; মীরাছ রেখে যাই না।

দ্বিতীয়ত ঃ বিতর্কের খাতিরে বিধানটি সকল নবীর জন্য ব্যাপক না হওয়ার কথা ধরে না নিলেও- নবীগণের মাঝে আমাদের রাসূল (সা)-কে এমন কতক বিধান বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতা প্রদান করা হয়েছে যাতে অন্যান্য নবীগণ শরীক নন (এ প্রসংগে নবী চরিতের সমাপ্তি পর্যায়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত হবে- ইনশাআলাহ্ !)। এখন যদি ধরেও নেয়া হয় যে, রাসূলুলাহ্ (সা) ব্যতীত অন্য নবীগণ মীরাছ রেখে যান; যদিও বাস্তব তা নয়– তবুও বিশিষ্ট সাহাবীগণ, বিশেষত তাঁদের চার প্রধান– আবূ বকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াত বিষয়টিকে নবী করীম (সা)–এর জন্য খাস বিধানরূপে প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট–যা আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করে এসেছি।

তৃতীয়ত ঃ এ হাদীস অনুসারে আমল করা এবং এর চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান- তা নবী করীম (সা)-এর জন্য একান্তরূপে খাস হোক কিংবা না-ই হোক–অপরিহার্য হবে; যেভাবে এর অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন খলীফাগণ এবং এর যথার্থতার স্বীকৃতি দিয়েছেন আলিমগণ। কেননা, নবী করীম (সা) তো বলেছেন, '**আমরা মীরাছ রেখে** যাই **না, আমরা যা** রেখে যাই তা সাদাকা।" এখন শব্দ ও বাক্য বিন্যাস বিশ্লেষণে নবী করীম (সা)-এর **বাণী** ما تركنا صدقة আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা'- এ কথাটি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিধান সম্পর্কিত কিংবা তাঁর সংগে অন্যান্য নবীগণের বিধান সম্পর্কিত এর অবগতি প্রদান হতে পারে, এবং পূর্বের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট। তবে এটি বিধানের অবগতি না হয়ে নবী করীম (সা)-এর ওসিয়্যাতও হতে পারে। অর্থাৎ আমি মীরাছ রেখে যাব না, আমি যা রেখে যাব তা সাদাকারূপে বিবেচনা করতে হবে। এ রূপ অর্থ করলে এ ক্ষেত্রে নবী করীম (সা)-এর জন্য বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি হবে তাঁর সম্পূর্ণ সম্পদকে সাদাকারূপে ওসিয়্যাত করার বৈধতার প্রকাশ। (যা উম্মতের ক্ষেত্রে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সীমিত) তবে প্রথম অর্থটিই অধিকতর স্পষ্ট এবং জামহূর সে-টিই গ্রহণ করেছেন। তবে আবুয-যিনাদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সনদে বর্ণিত আমাদের পূর্বোল্লিখিত মালিক (র) ও অন্যান্যের বর্ণিত হাদীসটি দ্বিতীয় অর্থটিকে সবলতা প্রদান করে। তাতে রাসূলুলাহ্ (সা) বলেছেন, আমার মীরাছ (পরিত্যক্ত সম্পদ) দীনার (দিরহাম) রূপে বণ্টিত হবে না। আমার স্ত্রীদের খোরপোষ ও আমার 'আমিল (কর্মী)-দের ব্যয় নির্বাহের পরে যা পরিত্যাগ করে যাব তা' হবে সাদাকা। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে এ ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস অন্য একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়। তা হল শী'আ মতাবলম্বীদের মাঝে অজ্ঞদের কারো কারো অপব্যাখ্যা বিকৃতির খণ্ডন। এদের মতে পূর্বোক্ত হাদীসে ما تركنا صدقة (আমরা সাদাকা রেখে যাই না।) অর্থাৎ ما অব্যয়টি নেতিবাচক (না) অর্থে এবং صدقة শব্দের শেষে দুই যবর হবে তা تركنا ক্রিয়ার কর্ম হওয়ার কারণে, অথচ (এদের অজ্ঞ মূর্খ বলেছি এ কারণে যে,) সে ক্ষেত্রে এ হাদীসেরই প্রথম অংশ- لانورث আমরা মীরাছ রেখে যাই না- কে

কীভাবে সমন্বিত করা হবে ? এবং "আমার স্ত্রীদের খোরপোষও....তা সাদাকা হবে, রিওয়ায়াতটি-ই বা কী অর্থে প্রয়োগ করা হবে ?

(ওদের এ ভাষ্য বিকৃতির ব্যাপারটি তেমনই, যেমন অন্য একটি ঘটনায় বিবৃত হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মু'তালিযা[1] মতবাদের অনুসারী জনৈক ব্যক্তি আহলে সুন্নাত জামা'আতের কোন মনীষীর সামনে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি وكلم الله موسى تكليما মূসার সাথে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বললেন, না পড়ে) وكلم الله موسى تكليما (আল্লাহ্‌র সাথে মূসা কথা বললেন) পাঠ করল। অর্থাৎ الله শব্দকে كلم ক্রিয়ার কর্মরূপে যবর দিয়ে পাঠ করল। তখন সুন্নাহ্ পন্থী শায়খ তাকে বললেন, বেকুব কোথাকার ! তা হলে তুমি এ আয়াতে কেমন করবে- ولما جاء موسى لميقا تنا وكلمه ربه (মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন....(৭ ঃ ১৪৩)। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তো رب শব্দকে কর্ম সাব্যস্ত করার উপায় নেই। সুতরাং 'আল্লাহ্ কথা বললেন' বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েই যাচ্ছে)। এ আলোচনায় আমাদের উদ্দেশ্য হল এই যে,'আমরা মীরাছ রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা।" হাদীসে শব্দ বিন্যাস ও অর্থের বিচারে গ্রহণযোগ্য যে কোন সম্ভাব্য অর্থই নেয়া হোক, তদানুসারে আমল অপরিহার্য হবে এবং তা মীরাছের আয়াতের ব্যাপকতাকে অবশ্যই সীমিত করে দিয়ে একাকী নবী করীম (সা)- কে কিংবা তাঁর সংগে অন্যান্য নবীগণকেও (সা) মীরাছের বিধানের আওতা বহির্ভূত সাব্যস্ত করবে। অর্থাৎ ব্যাপক বিধানটি তাঁর বা তাঁদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মীনীগণ ও তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ

আলাহ্ তা'আলা বলেন,

يانساء النبئ لستن كا حد من النساء ان اتقيتن....ان الله كان لطيفا خبيرا-

"হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এ ভাবে কথা বল না যাতে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে, এবং তোমরা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহিলিয়াত যুগের মত নিজেদের প্রদর্শনী বানিয়ে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আলাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী পরিবার! আলাহ্ তো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে, এবং আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে ; আলাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে অবহিত (৩৩ ঃ ৩২-৩৪)। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, নবী করীম (সা) নয় জন স্ত্রী রেখে ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁরা হলেন, (১) আইশা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক আত-তায়মিয়্যা[2] (রা); (২) হাফসা বিনত

---

১. আহলে সুন্নাত জামা'আতের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং আকিদাও চিন্তাধারায় আহলে সুন্নাতের পরিপন্থী বিকৃত ও বাতিল পন্থার অনুসারী ভ্রান্ত উপদল। -অনুবাদক

২. নামের শেষের শব্দটি গোত্র পরিচায়ক। যেমন, এ ক্ষেত্রে বনূ তায়ম গোত্র। -অনুবাদক

'উমর ইবনুল খাত্তাব আল-আদাবিয়্যা; (৩) উম্মু হাবীবা রামলা বিনত আবূ সুফিয়ান সাখ্র ইব্ন হারব ইব্ন উমায়্যা আল্-উমাবিয়্যা; (৪) যায়নাব বিন্ত জাহাশ আল্-আসাদিয়্যা; (৫) উম্মু সালামা হিন্দ বিনত আবূ উমায়্যা আল্-মাখ্যূমিয়্যা; (৬) মায়মূনা বিনতুল হারিছ আল্-হিলালিয়্যা; (৭) সাওদা বিন্ত যাম'আ আল্-'আমিরিয়্যা; (৮) জুওয়ায়রিয়্যা বিনতুল হারিছ ইব্ন আবূ যিরার আল্-মুসতালিকিয়্যা এবং (৯) সফিয়্যা বিন্ত হুয়ায়্য ইব্ন আখ্তাব আন্-নাযিরিয়্যা আল্ ইসরাঈলিয়্যা আল্ হারূনিয়্যা রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুন্না। এ ছাড়া ওফাত কালে তাঁর বাঁদী (বাঁদী-পত্নী) ছিলেন দু'জন। তাঁরা হলেন– (১) মারিয়্যা বিন্ত শাম'উন আল্ কিবতিয়্যা আল্ মিসরিয়্যা- মিসরের সানা জেলার বাসিন্দা, ইনি নবী করীম (সা) পুত্র ইবরাহীম (আ)-এর মা' এবং (২) রায়হানা বিন্ত শাম'উন (মতান্তরে বিনত যায়দ) আল্ কুরাযিয়্যা; তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে আযাদ করে দেয়া হয় এবং তিনি তাঁর নিজ পরিবারের সংগে মিলিত হন। তবে কারো কারো মতে তিনি তাঁর আপনজনের কাছে 'আত্মগোপন' করেছিলেন। আলাহ্ সমাধিক অবগত। এখন আমরা এ বিষয়টির বিশদ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করব, মনীষীবর্গের সমন্বিত বর্ণনার আলোকে। আলাহ্র সমীপেই সাহায্য প্রার্থনা।

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) সা'ঈদ ইব্ন আরূবা–কাতাদা (র) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুলাহ্ (সা) পনর জন মহিলার সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের মাঝে তের জনের সহিত তিনি দাম্পত্য জীবন করেছেন। এঁদের মাঝে তাঁর কাছে একত্রে সমাবেশ ঘটেছিল এগার জনের এবং নয় জনকে রেখে তিনি ইনতিকাল করেন। তারপর তিনি আমাদের উল্লিখিত নয় জনের বিবরণ দিয়েছেন (আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী থাকুন!)। সায়ফ ইব্ন 'উমর (র) বিষয়টি বর্ণনা করেছেন সা'ঈদ- কাতাদা- আনাস (রা) সনদে। তবে প্রথম সনদটি (অর্থাৎ সরাসরি কাতাদা হতে) অধিক প্রামাণ্য। সায়দ ইব্ন উমর আত্ তায়মী (র) (সা'ঈদ- কাতাদা সুত্রে) আনাস ও ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি (সা'ঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ্- ইব্ন আবূ মুলায়কা সুত্রে) 'আইশা (রা) হতেও বিষয়টি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 'আইশা (রা) বলেন, যে দু'জন মহিলার সাথে তিনি দাম্পত্য জীবন-যাপন করেননি– তারা হলেন, 'আম্রা বিন্ত ইয়াযীদ আল্ গিফারিয়্যা এবং আশ্ শাম্বা (রা) (কিংবা আসমা' বিন্তুন্ নু'মান আল্ কিনদী)। এঁদের মাঝে 'আমরা (রা)-এর সংগে নবী করীম (সা) নির্জন বাসে মিলিত হয়ে তাঁকে অনাবৃত করলে তাঁর গায় শ্বেতী দেখতে পান এবং তাঁকে মোহরানা দিয়ে বিদায় করে দেন। তিনি (নবী-পত্নী রূপে) অন্যদের জন্য 'হারাম' সাব্যস্তা হন। আর শামবা'-র ঘটনা হল এই যে, তাকে নবী করীম (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলে সে 'সহজ আচরণ' না করায় তার আচরণ পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় তাকে বর্জন করে রাখলেন। পরে আচমকা নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (আ)-এর মৃত্যু হলে শাম্বা বলল, তিনি নবী হলে তো তাঁর ছেলে মারা যেত না। তখন নবী করীম (সা) তাঁকে তালাক দিলেন এবং তাকে মহরানা দিয়ে দেয়া হল এবং তিনিও অন্যদের জন্য হারাম সাব্যস্তা হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং যে পত্নীগণ নবী করীম (সা)-এর কাছে একত্রে অবস্থান করেছিলেন, তাঁরা হলেন- আইশা, সাওদা, হাফ্সা, উম্মু সালামা, উম্মু হাবীবা, যায়নাব বিনত জাহ্াশ, যায়নাব বিনত খুযায়মা জুওয়ায়রিয়্যা, সাদিয়্যা, মায়মূনা, ও উম্মু শারীক (রা)।

গ্রন্থকারের অভিমত ঃ সহীহ্ বুখারীতে আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুলাহ্ (সা) তাঁর যে সহধর্মীনীগণের ঘরে রাত্রিযাপন করতেন, তাঁরা ছিলেন এগার জন।....তবে উম্মু শুরায়ক সম্পর্কে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, রাসূলুলাহ্ (সা) তাঁর সংগে সহবাস করেন নি–যেমনটি পরবর্তীতে আসছে– সুতরাং এগার জনের সহিত রাত্রিযাপন করতেন বলে যাঁদের বুঝানো হয়েছে তাঁরা হলেন পূর্বোলিখিত নয় জন সহধর্মিনী এবং দুই জন বাঁদী- মারিয়া ও রায়হানা (রা)।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আল্ ফাসাবী (র) হাজ্জাজ ইব্ন আবূ মানী' (র) সূত্রে যুহ্রী (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।-বুখারী (র)-ও এ হাজ্জাজ হতেই হাদীসটি 'তালাক' (সনদযুক্ত) রূপে উদ্ধৃত করেছেন। আর ইব্ন আসাকির এ সনদে হাদীসটির অংশবিশেষ উলেখ করেছেন,....এ মর্মে যে, রাসূলুলাহ্ (সা) সর্ব প্রথম যে নারীর সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি হলেন খাদীজা বিন্ত খুয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আবদুল 'উয্যা ইব্ন কুসায়। তাঁর পিতাই তাঁকে নবী করীম (সা)-এর কাছে বিয়ে দেন- নবুয়্যাত প্রাপ্তির আগে। অন্য একটি রিওয়ায়াত- যুহরী (র) বলেন, খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স ছিল একুশ বছর মতান্তরে পঁচিশ বছর। এবং তা ছিল কা'বা পুনঃনির্মাণের সময়। ওয়াকিদী (র) আরো অধিক তথ্য পরিবেশন করে বলেছেন,....“এবং খাদীজা-র বয়স ছিল তখন পঁয়তালিশ বছর। অন্যান্য আলিমগণের মতে, সে সময় নবী করীম (সা)-এর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)- কে বিবাহ করার সময় রাসূলুলাহ্ (সা)-এর বয়স হয়েছিল পঁচিশ বছর, আর খাদীজা (রা)-র বয়স তখন চল্লিশ বছর। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা মতে, খাদীজা (রা)-এর বয়স আটচল্লিশ বছর। ইব্ন 'আসাকির (র) এ রিওয়ায়াত দু'টি উলেখ করেছেন। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেছেন, নবী করীম (সা) তখন ছিলেন সাইত্রিশ বছর বয়সের এবং খাদীজা (রা) তাঁকে সন্তান উপহার দিলেন- কাসিম (রা)-যার নাম সূত্রে নবী করীম (সা)- কে আবুল কাসিম উপনাম দেয়া হয়েছিল।- তায়্যিব, তাহির এবং যায়নাব, রুকায়্যা, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা (রা)।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ খাদীজা (রা)-ই নবী করীম (সা)-এর সকল সন্তানের মা। একমাত্র ইব্রাহীম (রা)-এর ব্যাতিক্রম, তিনি জন্মেছিলেন মারিয়া (রা) গর্ভে। যেমনটি পরবর্তীতে বর্ণিত হবে।

পরে ইব্ন আসাকির রাসূলুলাহ্ (সা)-এর কন্যাগণের প্রত্যেকের এবং তাঁদের স্বামীগণের বিবরণ দিয়েছেন। তার বর্ণনা সংক্ষেপঃ প্রথমা কন্যা যায়নাব (রা)-এর বিয়ে হয়েছিল আস ইব্নুর রাবী' ইব্ন আবদুল উযাযা ইব্ন 'আব্দ শাম্স ইব্ন আব্দ মানাফ-এর সাথে। এ আস ছিলেন খাদীজা (রা)-এর বোন-পো; তাঁর মা ছিলেন হালা বিন্ত খুওয়ায়লিদ। এ ঘরে যায়নাব (রা)-এর এক ছেলে আলী (রা) এবং এক মেয়ে উমামা বিন্ত যায়নাব (রা)। ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকালের পরে আলী (রা) তাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তিনি এ স্বামীর ঘরে থাকা অবস্থায়ই আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন। এরপরে তাঁর বিবাহ হয় মুগীরা ইব্ন নওফাল ইব্নুল হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সংগে। নবী করীম (সা)-এর দ্বিতীয়া কন্যা রুকায়্যা (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর সংগে। এ ঘরে তাঁদের সন্তানেরা হলেন, আবদুল্লাহ (রা) যাঁর নামের প্রথম দিকে উছমান (রা)-এর কুনিয়াত (উপনাম) স্থির

—৬১

হয়েছিল। পরে অবশ্য অন্য ছেলে আমর (রা)-এর নাম তাঁর কুনিয়াত (আবূ আমর) হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর অভিযানে থাকা কালে রুকায়্যা (রা) ইনতিকাল করেন। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) বিজয় বার্তা নিয়ে মদীনায় উপনীত হলে দেখতে পেলেন যে, তারা তাঁকে দাফন সম্পন্ন করেছেন। উছমান (রা) তাঁর সেবা শুশ্রুষার জন্য (নবী করীম (সা)-এর অনুমতি ক্রমে মদীনায়) তাঁর কাছে রয়ে গিয়েছিলেন। তাই রাসূলুলাহ্ (সা) তাঁর জন্য গণীমতে অংশ প্রদান করেন। পরে তাঁর কাছে রুকায়্যা (রা)-র বোন (তৃতীয়া কন্যা) উম্মু কুলছুম (রা)- কে বিবাহ দেন।- এ কারণে 'উছমান (রা) 'যুন্-নূরায়ন' ('দুই নূরের অধিকারী') উপাধিতে ভূষিত করা হতো। উম্মু কুলছুম (রা) ও রাসূলুলাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই 'উছমান (রা)-এর ঘরে থাকা কালে ইনতিকাল করেন। চতুর্থ কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন রাসূলুলাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই 'আলী ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)। বদর যুদ্ধ কালে তিনি বাসর যাপন করেছিলেন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের সন্তান হলেন হাসান (রা)-তাঁর নাম 'আলী (রা)-এর কুনিয়াত হয়েছিল 'আবুল হাসান' তাঁর অপর পুত্র ছিলেন হুসাইন (রা) যিনি নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছিলেন ইরাকে (কারবালায়)। গ্রন্থকার বলেন, কারো কারো মতে তাঁর আর এক পুত্র ছিলেন 'মুহসিন'।

বর্ণনাকারী আরো বলেন, ফাতিমা (রা)-এর অন্য দুই জন সন্তান ছিলেন যায়নাব ও উম্মু কুলছুম। এ যায়নাব (রা)- কে বিবাহ করেছিলেন তাঁর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) এবং সে ঘরে সন্তান হয়েছিল আলী ও আওন (র) এবং এ স্বামীর কাছেই তিনি ইনতিকাল করেন। আর উম্মু কুলছুম (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন আমিরুল মু'মিনীন উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)। এ বিবাহ তাঁদের সন্তান যায়দের জন্ম হয় এবং এ স্ত্রীকে রেখে উমর (রা) ইনতিকাল করেন। পরে একের পরে এক চাচাত ভাইদের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। প্রথমে 'আওন ইব্ন জা'ফর (রা)-এর সাথে; তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর (রা)-এর সাথে এবং তাঁরও মৃত্যু হলে তাদের ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা)-এর সংগে তাঁর বিবাহ হয় এবং এ স্বামীর ঘরেই তিনি ইনতিকাল করেন। যুহ্রী (র) বলেন, রাসূলুলাহ্ (সা)-এর আগে খাদীজা (রা) আরো দুইজন পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করেছিলেন তাঁদের প্রথম দুজন হল আতীক ইব্ন আবিদ (মতান্তরে আইয) ইব্ন মাখ্যুম (মাখ্যুম)। এ স্বামীর ঘরে তাঁর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন সায়ফী (রা)-এর মা। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল আবূ হালা আত-তামীমী। এ ঘরের সন্তান হল হিন্দ ইব্ন হিন্দ (ইব্ন যুরারা ইব্নুন নাব্বাশ)। ইব্ন ইসহাক (র)-ও তার এ নাম নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন, আবিদের মৃত্যুর পরে তাঁর পরবর্তী স্বামী হলেন বনূ আব্দুদ্দার-এর মিত্র বনূ আমর ইব্ন তামীমের অন্যতম আবূ হালাঃ নাব্বাশ ইব্ন যুরারা। এ ঘরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম হওয়ায় পরে স্বামী মারা গেলে রাসূলুলাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। এ পক্ষেই জন্ম গ্রহণ করেন নবী করীম (সা)-এর চার কন্যা এবং তাঁদের পরে কাসিম, তায়্যিব ও তাহির (রা)। পুত্র সন্তানেরা সকলেই দুধ খাওয়ার বয়সে ইহ জগত হতে বিদায় নেন।

গ্রন্থকারের বক্তব্য ঃ তাঁর জীবন কালে রাসূলুলাহ্ (সা) অন্য কোন নারীর পাণি গ্রহণ করেন নি। মা'মার (র)-যুহ্রী....আইশা (রা) সনদে আবদুর রায্যাক (র) অনুরূপই রিওয়ায়াত

করেছেন। তাঁর গুণাবলী ও মাহাত্ম্যের বিবরণ সহকারে তাঁর বিবাহ বিষয়ক সপ্রমাণ আলোচনা আমরা যথাস্থানে করে এসেছি।

যুহ্‌রী (র) বলেন, খাদীজা (রা)-এর (মৃত্যুর) পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলেন আইশা বিন্‌ত আবু বকর (আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কুহাফা (উসমান) ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুওয়ায় ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌নুন নায্‌র ইব্‌ন কিনানা-)-কে। নবী করীম (সা) ইনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারীকে বিবাহ করেন নি।

আইশা (রা)-এর গর্ভে নবী করীম (সা)-এর কোন সন্তানের জন্ম হয়নি। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, একটি অকাল জাত সন্তান তাঁর জন্মেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ্ এবং এ কারণেই তাঁর কুনিয়াত হয়েছিল উম্মু আবদুল্লাহ- আবদুল্লাহ্‌র মা। কিন্তু অন্যরা বলেছেন, তাঁর এ উপনাম হয়েছিল যুবায়র ইব্‌নুল 'আওয়াম (রা) হতে তাঁর বোন 'আসমা (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্‌র নামানুসারে।

কারো কারো মতে, নবী করীম (সা) 'আইশা (রা)-এর আগে সাওদা (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ। এ বিষয়ে মতপার্থক্য সহকারে বিষয়টির আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে করেছি। আলাহই সমাধিক অবগত। সে প্রসংগে হিজরতের পূর্বে এ দু'জনকে (সাওদা ও আইশা) বিবাহ করা এবং আইশা (রা)-কে উঠিয়ে আনার ব্যাপারটি হিজরত পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়ার কথাও আমরা আলোচনা করেছি। বর্ণনাকারী আরো বলেন, নবী করীম (সা) হাফসা বিনত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কেও স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি ছিলেন খুনায়স (রা) ইব্‌ন হুযাফা (ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন সাহ্‌ম ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হাসীস ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআয়)-এর ঘরে। ইনি স্ত্রীকে রেখে মুমিনরূপে ইনতিকাল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) আরো বিবাহ করেন উম্মু সালামা হিন্‌দ বিনত আবু উমায়্যা (ইব্‌নুল মুগীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযুম) (রা)-কে। এর আগে তিনি ছিলেন তার চাচাত ভাই আবু সালামা (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম (রা))-এর স্ত্রী। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুলাহ্ (সা) স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন সাওদা (রা) বিনত যাম'আ (ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আব্‌দ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাস্‌ল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআয়)-কে। এর আগে তাঁর স্বামী ছিলেন সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর-এর ভাই সাকারান ইব্‌ন আমর (রা) ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স এর। হাবাশা (আবিসিনিয়া) থেকে স্বামী-স্ত্রী মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামী মুসলমানরূপে ইনতিকাল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) আরো বিবাহ করেছিলেন উম্মু হাবীবা রাম্‌লা বিনত আবূ সুফিয়ান (ইব্‌ন হার্‌ব ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আবদ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসায়)-কেও। এর আগে তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহশ (অথবা উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ)[1] (রা) ইব্‌ন রিআব-(বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার লোক।)-এর স্ত্রী। এ স্বামী খৃস্টান অবস্থায় হাবশায় মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাবশায় তার কাছে আমর ইব্‌ন উমায়্যা আয-যামারী (রা)-কে

১. ইব্‌ন হিশাম প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি উবায়দুল্লাহ্‌ই ছিলেন। –সম্পাদকমণ্ডলী

পাঠালেন। তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বিয়ের পয়গাম দিলে উছমান ইব্ন আফফান (রা) তাঁকে নবী করীম (সা)-এর সংগে বিবাহ পড়িয়ে দেন। এ বর্ণনায় এভাবেই বলা হয়েছে। তবে সঠিক বর্ণনা মতে ইনি হবেন উছমান ইব্ন আবুল আস (রা)। এ বিবাহে হাবশা সম্রাট নাজাসী নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে উম্মু হাবীবা (রা)-কে চারশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) মহররূপে দিয়েছিলেন এবং শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা-র সংগে তাঁকে (মদীনায়) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ সব কথা বিশদভাবে আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আলহামদু লিল্লাহ্! বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) স্ত্রীরূপে আরো গ্রহণ করেন (যায়নাব) বিন্ত জাহাশ (রা) ইব্ন রিআব ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা কে। তাঁর মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতমা ফুফু উমায়মা (রা)। যায়নাব (রা)-এর আগের বিবাহ হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সাথে। রাসূলুলাহ্ (সা)-এর সহধর্মিনীগণের মধ্যে ইনিই সর্বাগ্রে তাঁর সংগে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন (অর্থাৎ ইনতিকাল করেন)। তাঁর জন্যই সর্ব প্রথম খাটিয়া ব্যবহার করা হয়। খাটিয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন আসমা বিন্ত উমায়স-যা তিনি হাবশা দেশে দেখে এসেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) যায়নাব বিনত খুযায়মা (রা)-কেও সহধর্মিনী রূপে গ্রহণ করেন। ইনি হলেন বনূ মানাফ ইব্ন হিলাল ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'আ বংশীয় মহিলা। তিনি উম্মুল মাসাকীন (মিসকীনদের মা) খেতাবেও ভূষিত হয়েছিলেন।

এর আগে তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ ইব্ন রিআব (রা)-এর স্ত্রী; যিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অল্প দিন থাকার পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। তবে ইউনুস (র) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) হতে উদ্ধৃত করে বলেছেন, এর আগে যায়নাব (রা) ছিলেন হুসায়ন ইব্নুল হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফ-এর কাছে কিংবা তার ভাই তুফায়ল ইব্নুল হারিছ-এর কাছে। যুহ্রী (র) বলেছেন, রাসূলুলাহ্ (সা) মায়মূনা বিনতুল হারিছ (ইব্ন হুযন ইব্ন বুজায়র ইব্নুল হায্ম ইব্ন রুআয়বা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হিলাল ইব্ন আমির ইব্ন সা'সাআ (রা)-কেও সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনিই নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হেবারূপে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থাকারের মতে সঠিক তথ্য হচ্ছে, নবী করীম (সা) তাঁর কাছে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁদের মাঝে দূত ছিলেন নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' (রা) (উমরাতুল কাযা-র বিবরণ প্রসংগে আমরা এ বিষয় বিশদ আলোকপাত করে এসেছি)। যুহরী (র) বলেন, ইতোপূর্বে আরো দু'জনের সংগে মায়মূনা (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল। এদের প্রথম জন হল ইব্ন আবদ ইয়ালীল। আর সায়ফ ইব্ন উমর (র) তার বর্ণনায় বলেছেন, প্রথমে তিনি ছিলেন বনূ উকদা ইব্ন ছাকীফ ইব্ন আমর-এর অন্যতম ব্যক্তি। উমায়র ইব্ন আমর আছ-ছাকাফী-র স্ত্রী। সে স্ত্রীকে রেখে মারা গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয় আবূ রুহ্ম ইব্ন আবদুল উযযা (ইব্ন আবূ কয়স ইব্ন আবদ ওয়াদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসল ইব্ন আমির ইব্ন লুআই)। বর্ণনাকারী আরো বলেন, মুরায়সী যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) খুযাআ-র শাখা গোত্রের জুওয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ। ইব্ন আবূ যিরার ইবনুল হারিছ ইব্ন আমির ইব্ন মালিক ইবনুল মুসতালিক (রা)-কে যুদ্ধ বন্দীরূপে প্রাপ্ত হন এবং পরে তাকে আযাদ করে দিয়ে স্ত্রীরূপে বরণ করেন

মতান্তরে তার পিতা হারিছ (রা) নিজেই আগমন করেন। তিনি ছিলেন খুযা'আ গোত্রের প্রধান। তিনি এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম (সা)-এর নিকটে আপন কন্যাকে বিবাহ দেন। এর আগে তাঁর স্বামী ছিল তার চাচাত ভাই সাফওয়ান ইব্‌ন আবুস সাদার। কাতাদা (রা) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) থেকে এবং শা'বী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, খুযা'আ-র এ শাখা গোত্রটিই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে আবূ সুফিয়ান (ও কুরায়শী)-এর সাথে মিত্রতা চুক্তিবদ্ধ। এ প্রসংগেই কবি হাসসান (রা) বলেছেন,

وحلف الحارث ابن ابى ضرار + وحلف قريظة فيكم سواء-

হারিছ ইব্‌ন আবূ যিরার খুযা'ঈর মিত্রতা এবং ইয়াহুদী কুরায়জা গেষ্ঠীর মিত্রতা তোমাদের (রাসূল বিরোধী কুরাইশদের) দৃষ্টিতে সম পর্যায়ের....(ধিক!)

সায়ফ ইব্‌ন উমর (র) তার বর্ণনায় বলেছেন, সা'ঈদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জুওয়ায়রিয়া (রা) ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই মালিক ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন তাওলিব- যুশ্‌শাফার ইব্‌ন আবুস সারহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌নুল মুসতালিক-এর স্ত্রী। বর্ণনাকারী আরো বলেন, খায়বার অভিযান কালে নবী করীম (সা) বনূ নাযীর-এর সাদিয়্যা ইব্‌ন হুয়ায় ইব্‌ন আখতাবকে যুদ্ধ বন্দিনী রূপে পেয়েছিলেন। সাফিয়্যা (রা) তখন ছিলেন কিনানা ইব্‌ন আবুল হুকায়ক-এর নব পরিণীতা। সায়ফ ইব্‌ন উমর (র) তাঁর বর্ণনায় দাবী করেছেন যে, কিনানা-র পূর্বে সাফিয়্যা (রা) সাল্লাম ইব্‌ন মিশকাম-এর স্ত্রী ছিলেন।- আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। বর্ণনাকারী বলেন, এ হল নবী পত্নীগণের মাঝে সে এগার জনের বিবরণ, যাদের সংগে নবী করীম (সা)-এর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল। বর্ণনাকারী আরো তথ্য সংযোজন করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর খিলাফত কালে নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিনীগণের প্রত্যেকের জন্য (বার্ষিক) বার হাজার মুদ্রা ভাতার মঞ্জুরী দিয়েছিলেন এবং জুওয়ায়রিয়া ও সাফিয়্যা (রা)-কে যুদ্ধ বন্দিনীরূপে আগত হওয়ার কারণে-ছয় হাজার মুদ্রার ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন। যুহরী (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ দুজনকে পর্দার অন্তরাল করেছিলেন এবং তাদের জন্য স্ত্রীরূপে 'পালা' নির্ধারণ করেছিলেন।

গ্রন্থকারের বক্তব্য ঃ (এ স্ত্রীগণের সংগে নবী করীম (সা)-এর বিবাহ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি। রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না)।

যুহরী (র) বলেন, নবী করীম (সা) বনূ বকর ইব্‌ন কিলাব গোত্রের আলিয়া বিনত জাবয়ান ইব্‌ন আমরকে বিবাহ করেছিলেন এবং তার সংগে বাসর করার পরে তাকে তালাক দিয়েছিলেন। বায়হাকী (র) বলেন, আমার কিতাবে অনুরূপ রয়েছে। তবে যুহরী (র) ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় রয়েছে.....বাসর না করেই তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুস সাইব আল কালবী সূত্রে বনূ বকর ইব্‌ন কিলাব-এর জনৈক ব্যক্তি হতে উদ্ধৃত করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আলিয়া বিনত জাবয়ান (ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন কিলাব)-কে বিবাহ করেছিলেন। ইনি অনেক দিন তার কাছে ছিলেন এবং পরে তিনি তাকে তালাক দেন। ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান (র) হাজ্জাজ ইব্‌ন আবূ মানী' (র....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি

বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ নারীর তথ্য সরবরাহ করেছিলেন যাহ্হাক ইব্ন সুফিয়ান আল কিলাবী (রা)। আমি তখন পর্দার অন্তরাল থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। সে বলল, উম্মু শাবীব-এর বোনের প্রতি কি আগ্রহ বোধ করবেন ? উম্মু শাবীব হল যাহ্হাক-এর স্ত্রী। এ সূত্রেই যুহরী (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ আমর ইব্ন কিলাব-এর এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। পরে তাকে এ মর্মে অবহিত করা হল যে, তার গায়ে ধবল কুষ্ঠ রয়েছে। তখন তিনি তার সংগে নিভৃত বাস না করেই তাকে তালাক দিয়ে দেন। গ্রন্থকারের মতে, এ নারী এবং পূর্বোল্লিখিত নারী একই ব্যক্তিত্ব। -আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

বর্ণনাকারী (যুহরী) বলেন, বনূল জাওন আল কিন্দী কন্যা[১] -কেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। এ কিনদীরা ছিল বনূ ফাযারা-র মিত্র গোত্র। এই মহিলাটি নবী করীম (সা) থেকে আল্লাহর স্মরণ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, "তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয় নিয়েছ. যাও তোমার আপন জনের সংগে মিলিত হও।" এ ভাবে তার সাথে বাসর না করেই তাকে তালাক দিয়ে দিলেন।

বর্ণনাকারী আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মারিয়া নাম্নী একজন বাঁদী ছিলেন। এ বাঁদীর ঘরে তার পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়। কোলের শিশু অবস্থায় তাঁর ইনতিকাল হয়ে গেল। এছাড়া রায়হানা বিনত শাম'উন নাম্নী তাঁর অন্য এক বাঁদী ছিলেন। তিনি ছিলেন আহলে কিতাব (ইয়াহূদী) এবং বনূ কুরায়জা-র শাখা গোত্র খিনাফা-র মেয়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বন্দীত্ব হতে মুক্তি দিয়েছিলেন। বর্ণনাকারীদের মতে তিনি পর্দানশীল ভুক্ত ছিলেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) আলী ইব্ন মুজাহিদ (র) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খাওলা বিনতুল হুযায়ল ইব্ন হুযায়রা আত তাগলিবকেও পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন খারনাক বিনত খালাফা –দিহয়া বিনত খালীফা-র বোন। সিরিয়া (শাম) হতে তাকে নবী করীম (সা)-এর জন্য নিয়ে আসা হচ্ছিল। পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেল। পরে তার খালা শিরাফ বিনত ফুযলা ইব্ন খালীফা-কে তিনি বিবাহ করেন। তাকেও সিরিয়া থেকে তার কাছে নিয়ে আসার সময় তিনিও মারা গেলেন। আর ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আসমা বিনত কা'ব আল জাওনীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু তার সংগে 'নিভৃত বাস' না করেই নবী করীম (সা) তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন। অনুরূপ বনূ কিলাব ও পরে বনূল ওয়াহীদ-এর অন্যতমা নারী আমরা বিনত যায়দকে নবী করীম (সা) বিবাহ করেছিলেন। তার আগেকার স্বামী ছিলেন ফাযল ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। এ স্ত্রীকেও তিনি সহবাসের আগেই তালাক দিয়েছিলেন। বায়হাকী (র) বলেছেন, যুহরী (র) নাম নির্দিষ্ট না করে যে দুজনের কথা উল্লেখ করেছেন এরা এ দুজনই। তবে ইব্ন ইসহাক (র) আলিয়া নাম্নী মহিলার উল্লেখ করেননি।

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র)....শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কয়েকজন নারী নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে 'হিবা' রূপে সমর্পিত করেছিলেন। তাদের কতকের সংগে তিনি নিভৃত বাস করেছিলেন এবং অন্য কতককে প্রতীক্ষিতা

১. রওযুল উনুফে তার নাম বলা হয়েছে আসমা বিনতে নু'মান।-সম্পাদকমণ্ডলী

রেখেছিলেন এবং ওফাত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের সংগে সহবাস করেননি এবং তাঁরাও পরে অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। এদের মাঝে রয়েছেন উম্মু শুরায়ক (রা)। এ প্রসংগেই আল্লাহর বাণী,

ترحى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء - ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك

"তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার থেকে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাদের দূরে রেখেছ তাদের মধ্যে কাউকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই" (৩৩ ঃ ৫১)।

বায়হাকী (র) বলেন, হিশাম (র) সূত্রে তার পিতা উরওয়া (র) হতে আমরা রিওয়ায়াত করেছি যে, খাওলা (বিনত হাকীম) (রা)-ও ছিলেন সে নারীগণের অন্যতমা যাঁরা নিজেদের রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে সমর্পণ করেছিলেন। বায়হাকী (র) আরো বলেন, জাওন গোত্রীয় যে নারী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর শরণ নিয়েছিল এবং নবী করীম (সা) তাকে তার পরিবারের সংগে মিলিত হতে বলেছিলেন তার ঘটনা প্রসংগে বিবৃত আবূ রুশায়দ আস সা'ইদী (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তার নাম ছিল উমায়মা বিনতুন নু'মান ইব্ন শারাহীল (তার বর্ণনা অনুরূপই)। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আয-যুবায়রী (র)....(হামযা তার পিতা) আবূ উসায়দ (রা) থেকে এবং (আব্বাস তার পিতা) সাহল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এবং তার কতিপয় সাহাবী আমাদের এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরাও তার সংগ নিলাম এবং 'আশ শাওত' নামের একটি বাগানের দিকে চলতে লাগলাম। আমরা দু'টি বাগান বেষ্টনীর কাছে পৌছে সে দু'টির মাঝে আমরা বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা বসে থাক। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তখন জাওন গোত্রীয়াকে নিয়ে আসা হয়েছিল। উমায়মা বিনতুন নু'মান ইব্ন শারাহীলের ঘরে তাকে নিভৃত বাসে রাখা হল। তার সংগে ছিল তার একজন ধাত্রী (পরিচারিকা)। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে গমন করে তাকে বললেন, هبى لى نفسك "তুমি নিজেকে আমার জন্য সমর্পণ করে দাও।" সে বলল, কোন রাজকুমারী কি নিজেকে সাধারণ (বাজারী) লোকের কাছে সমর্পণ করে থাকে? সে আরো বলল, আমি আপনার কবল হতে আল্লাহর স্মরণ প্রার্থনা করছি। নবী করীম (সা) বললেন, "তুমি এই শক্ত আশ্রয় প্রার্থনার যথাযোগ্য সত্তার আশ্রয় নিয়েছ।" তারপর তিনি আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, -يا ابا أسيد اكسها دراعتين والحقها باهلها "আবূ আসীফ! তাকে দুটি চাদর (জুব্বা) পরিধেয় রূপে দিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারে পাঠিয়ে দাও।" (আবূ) আহমাদ (র) ব্যতীত অন্যরা বলেছেন,....বনূ জাওন-এর এক নারী, যাকে আমীনা নামে ডাকা হত। বুখারী (র) বলেছেন, আবূ নুআয়ম (র)....আবূ আসীফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে বের হলাম এবং আমরা আশ শাওত নামের একটি বাগানের উদ্দেশ্যে চলতে থাকলাম। অবশেষে আমরা দেয়াল বেষ্টিত দু'টি বাগানের কাছে পৌছে সে দু'টির মাঝে বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা এখানে বসে থাক।" তিনি ভিতরে গেলেন। ওদিকে জাওন গোত্রীয় নারীকে নিয়ে এসে উমায়মা বিনতুন নুমান ইব্ন

শারাহীলের বাড়ির একটি মহলে অবস্থান করানো হয়েছিল। তার সংগে ছিল তার দাই-মা, যে তাকে লালন-পালন করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে প্রবেশ করে তাকে বললেন, هبى لى نفسك "তুমি নিজেকে আমার কাছে অর্পণ কর।" সে বলল, "কোন রাজরানী কি নিজেকে সাধারণ (বাজারী)-এর কাছে সমর্পিত করতে পারে ?" বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী করীম (সা) তার গায়ে হাত রেখে তার উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে নিজের হাত তার দিকে প্রসারিত করলেন। তখন সে বলে উঠল, আমি আপনার কবল হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নবী করীম (সা) বললেন, "আশ্রয় প্রার্থনার যথার্থ যোগ্য সত্তার কাছে তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করেছ।" তারপর আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, "ও আবূ আসীফ! তাকে দু'খানি (কাতানের সাদা) কাপড় পরিধেয়রূপে দিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দাও।" –বুখারী (র) বলেন, হুসায়ন ইব্‌নুল ওলীদ (র) বলেছেন,....সাহল ইব্‌ন সা'দ ও আবূ আসীফ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নবী করীম (সা) উমায়মা বিনত শারাহীলকে বিবাহ করলেন। পরে তিনি তার সংগে নিভৃতে মিলিত হলে নিজের হাত তার দিকে প্রসারিত করলেন।

সে যেন ব্যাপারটি অপসন্দ করল ? তখন নবী করীম (সা) তাকে আসবাবপত্র (জাহীয) এবং দুইখানি রাযিকিয়া (رازقيه সাদা কাতান) কাপড় দিয়ে দেওয়ার জন্য আবূ আসীফ (রা)-কে হুকুম করলেন। বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা–আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....(আবদুর রহমান তার পিতা) হামযা (রা) হতে এবং (আব্বাস তার পিতা) সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হতে....ঐ হাদীস বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থ সংকলকবৃন্দের মাঝে বুখারী (র) একাকী এ সব রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, হুমায়দী (র)....আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুহরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কে তার কবল থেকে আল্লাহর স্মরণ প্রার্থনা করেছিলেন ? তিনি বললেন, উরওয়া (রা) আইশা (রা) হতে আমাকে অবহিত করেছেন যে, ইবনাতুল জাওন (জাওন গোত্রের কন্যা)-কে নবী করীম (সা)-এর নিকট নিভৃতে পাঠানো হলে সে বলে উঠল, আমি আপনার হাত হতে আল্লাহর স্মরণ গ্রহণ করছি। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তুমি এক মহান স্মরণদাতার স্মরণ গ্রহণ করেছ; নিজ পরিবারের কাছে চলে যাও। হাজ্জাজ ইব্‌ন আবূ মানী' (র)-ও তার দাদা....আইশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আইশা (রা) বলেন,....ঐ পূর্ণ হাদীস....। এ রিওয়ায়াত একাকী মুসলিম (র)-এর। বায়হাকী (র) বলেন, ইব্‌ন মানদাহ (র)-এর কিতাবুল মা'রিদা: আমি অধ্যয়ন করেছি যে, নবী করীম (সা) হতে স্মরণ গ্রহণ কারিণী মহিলাটির নাম ছিল উমায়মা বিনতুন নুমান ইব্‌ন শারাহীল। অন্য কথিত সূত্রে ফাতিমা বিনতুয যাহহাক। তবে উমায়মা হওয়াই সঠিক।-আল্লাহ্ সম্যক অবগত। বর্ণনাকারীগণ বলেছেন যে, কিলাব গোত্রের স্ত্রীর নাম ছিল 'আম্‌রা। তার পিতা তার সম্বন্ধে এ বিবরণ দিয়েছেন যে, সে কখনো রোগাক্রান্ত হয়নি। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতি অনাগ্রহী হলেন না। আর মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) সূত্রে যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, এ স্ত্রীই হল ফাতিমা বিনতুন যাহ্-হাক ইব্‌ন সুফিয়ান, সে রাসূল (সা) হতে আল্লাহর পানাহ গ্রহণ করলে তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। পরবর্তী সময় সে উটের লেদ কুড়াতো এবং বলতে থাকতো–আমি দুর্ভাগা নারী!

বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) তাকে বিয়ে করেছিলেন আট হিজরীর যিলকদ মাসে, আর তার মৃত্যু হয়েছিল ষাট হিজরীতে। নবী করীম (সা) যাদের বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু তাদের সংগে সহবাস করেননি, এ তালিকায় ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে ইউনুস (র) উল্লেখ করেছেন, আসমা বিনত কা'ব জাওনী ও 'আম্‌রা বিনত ইয়াযীদ কিলাবীকে। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেছেন, আসমা বিনতুন নু'মান ইব্‌ন আবুল জাওন।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সে নবী করীম (সা) হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করলে তিনি রুষ্ট হয়ে তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে আসলে আশ'আছ (রা) তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এতে দুঃখিত হবেন না। আমার কাছে তার চেয়ে সুন্দরী গুণবতী রয়েছে। পরে তিনি নিজের বোন কাতীলাকে তার সংগে বিয়ে দিলেন। অন্যান্য বর্ণনা মতে এটি ছিল নবম হিজরীর রাবী (আউয়াল/ছানী) মাসের ঘটনা।

সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র) বলেন, কাতাদা (র) থেকে, রাসূলুল্লাহ (সা) পনের জন মহিলাকে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এদের মাঝে নাজ্জার গোত্রের আনসারী মহিলা উম্মু শুরায় (রা)-কেও উল্লেখ করেছেন। সা'ঈদ (র) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, "আনসারীদের মাঝে বিয়ে করা আমার পসন্দনীয়। কিন্তু আমি তাদের টনটনে আত্মমর্যাদা বোধ পসন্দ করিনা।" রাসূল (সা) উম্মু শুরায়ক (রা)-এর সংগেও নিভৃত বাস করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বনূ হারাস ও পরে বনূ সুলায়ম গোত্রীয় আসমা বিনতুস সালতকেও বিয়ে করেছিলেন এবং তার সংগেও নিভৃত বাস করেন নি। আর হামযা বিনতুল হারিছ আল মুযানীকে তিনি পয়গাম পাঠিয়েছিলেন।

হাকিম আবূ অবদুল্লাহ নিশাপুরী (র) বলেন, আবূ উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আঠার জন নারীকে বিয়ে করেছিলেন। এ বর্ণনায় তিনি আশ'আছ ইব্‌ন কায়স-এর বোন কাতীলা বিনত কায়স (রা)-কেও এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, নবী করীম (সা) তার ওফাতের দুই মাস আগে তাকে বিয়ে করেছিলেন। অন্য অনেকের মতে এ বিয়ে হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর ওফাত পূর্ববর্তী অসুস্থতাকালে। বর্ণনাকারী বলেন, তাই, তাকে নবী করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়নি এবং তিনি তাকে দেখেনও নি বা তার সংগে বাসরও করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, অন্য অনেকে এ কথাও বলেছেন যে, নবী করীম (সা) এ মর্মে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, কাতীলাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে তার জন্য নবী পত্নীসুলভ পর্দার হুকুম সাব্যস্ত হবে এবং মু'মিনদের জন্য তাকে বিয়ে করা হারাম হবে। আর ইচ্ছা করলে সে যাকে পসন্দ বিয়ে করতে পারবে। পরে সে বিয়ে করা ইখতিয়ার করলে ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌ল হাযরামাওতে তাকে বিয়ে করলেন। আবূ বকর (রা)-এর কাছে এ খবর পৌছলে তিনি বললেন, আমি তাঁদের দু'জনকে ভস্মীভূত করে দেয়ার সংকল্প করেছি। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, সে তো উম্মুল মুমিনীনগণের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নবী করীম (সা) তার সংগে নিভৃত বাসও করেন নি। তাকে পর্দার অন্তরালও করেন নি। তবে আবূ উবায়দা (র) বলেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার ব্যাপারে কোন ওসীয়ত করে যান নি। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর সে ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তার এ ধর্ম ত্যাগের যুক্তিতে

উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন যে, সে উম্মুল মুমিনীনগণের অন্তর্ভুক্ত নন। ইব্‌ন মানদা (র) উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মত্যাগকারিণী হল বনূ আওফ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুবয়ান-এর বারহা নাম্নী নারী। হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) দাঊদ ইব্‌ন আবূ হিনদ (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সনদের বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আশ'আছ ইব্‌ন কায়স-এর বোন কাতীলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাকে ইখতিয়ার প্রদানের আগেই ওফাত বরণ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাকে নবী করীম (সা)-এর সংগে সম্বন্ধমুক্ত রাখলেন। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) রিওয়ায়াত করেছেন দাঊদ ইব্‌ন আবূ হিনদ (র) সূত্রে, শা'বী (র) থেকে-এ মর্মে যে, ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহল কাতীলাকে বিয়ে করলে আবূ বকর (রা) তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তখন উমর (রা) তার কাছে পাল্টা অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার সংগে নিভৃত বাস করেন নি। আর সে তো তার ভাইয়ের সংগে ধর্মত্যাগ করেছে। ফলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর সংগে সম্বন্ধহীন হয়ে গেল। আবূ বকর (রা) নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত উমর (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সংগে লেগে থাকলেন।

হাকিম (র) বলেছেন, আবূ উবায়দা (র) নবী-পত্নী তালিকায় ফাতিমা বিনত শুরায়হ ও সাবা বিনতু আসমা ইবনুস সালত আস সুলামী (রা)-এর নামও যুক্ত করেছেন। ইব্‌ন আসাকির (র) কাতাদা সূত্রে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) ও ইব্‌নুল কালবী (র) থেকে অনুরূপ বলেছেন, ইব্‌ন সা'দ (র) বলেছেন, তার নাম সাবা'। ইব্‌ন আসাকির (র) বলেছেন, তার নাম সাবা' বিনতুস সাল্‌ত ইব্‌ন হাবিব ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন সিমাক ইব্‌ন 'আওফ আস্‌ সুলামী বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুস সাইব আল কালবী (র)....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিগণের মধ্যে সাবা' বিনত সুফিয়ান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন কিলাবও ছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ আসীদ (রা)-কে পাঠালেন বনূ আমির-এর আম্‌রাঃ বিনত ইয়াযীদ (ইব্‌ন উবায়দা ইব্‌ন কিলাব)-কে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার জন্য। পরে তাকে বিয়ে করার পর তিনি অবগত হলেন যে, এ নারীর 'ধবল' (কুষ্ঠ) রোগ রয়েছে। তখন তিনি তাকে তালাক দিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) ওয়াকিদী (র) সূত্রে আবূ মা'শার থেকেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুলায়কা বিনত কা'ব (রা)-কেও বিবাহ করেছিলেন। মুলায়কা-র অতুলনীয় রূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। তখন আইশা (রা) তার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার পিতৃহন্তাকে তোমার বিয়ে করতে লজ্জাবোধ হচ্ছে না ? তখন সে নবী করীম (সা) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে নবী করীম (সা) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। তখন তার গোত্রের লোকেরা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার বয়স কম এবং এখনো তার সুবুদ্ধি হয়নি। তা'ছাড়া ভুল তথ্যের স্বীকার হয়েছে, সুতরাং তাকে ফিরিয়ে নিন।

তখন তারা তাকে বনূ আযরায় তার এক নিকট আত্মীয়ের সংগে বিয়ে দিতে চাইলে নবী করীম (সা) তাদের অনুমতি দিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা বিজয় অভিযানে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, আবদুল আযীয

আল জুনদা'ঈ (র) তার পিতা সূত্রে 'আতা' ইব্ন আযীদ (র) থেকে আমাকে শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মুলায়কাঃ-এর সংগে অষ্টম হিজরীর রমযানে বাসর করেন এবং নবী করীম (সা)-এর নিকটে থাকা কালেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ওয়াকিদী (র) মন্তব্য করেছেন যে, আমাদের সহযোগী (গ্রন্থকার ও সংকলকবৃন্দ) এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইব্ন আসাকির (র) বলেন, আবুল ফাতাহ ইউসুফ ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ আল মাহানী (র)....ইব্ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ (রা)-এর পাণি গ্রহণ করেন মক্কায়। ইতোপূর্বে তিনি ছিলেন আতীক ইব্ন আইয মাখযূমীর স্ত্রী। তারপর নবী করীম (সা) মক্কায়ই আইশা বিনত আবূ বকর (রা)-কে বিয়ে করেন। এরপরে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন হাফসা বিনত উমর (রা)-কে মদীনায়। এর আগে তার স্বামী ছিলেন খুনায়স ইব্ন হুযাফা আস সাহমী। তার পরবর্তী স্ত্রীরূপে আসেন সাওদা বিনত যাম'আ; যিনি ইতোপূর্বে ছিলেন বনূ আমির ইব্ন লু'আয়-এর সদস্য সাকারান ইব্ন আমর-এর স্ত্রী। তারপর তিনি পাণিগ্রহণ করেন উম্মু হাবীবা বিনত আবূ সুফিয়ান (রা)-এর; যাঁর পূর্বেকার স্বামী ছিল বনূ খুযায়মার উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহশ আল আসাদী। তারপর তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন উম্মু সালামা বিনত আবূ উমায়্যা (রা)-কে; তাঁর নাম ছিল হিনদ এবং তাঁর আগেকার স্বামী ছিলেন আবূ সালামা আবদুল্লাহ (রা) ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন আবদুল উযযা। এরপরে তার সহধর্মিণী মর্যাদায় ভূষিত হন যায়নাব বিনত খুযায়মা আল হিলালী। এছাড়া তিনি যাদের সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বনূ বাকর ইব্ন আমর ইব্ন কিলাব গোত্রের আলিয়া বিনত জাবয়ান। তিনি আরো বিবাহ করেন কিনদার অন্তর্গত বনূ জাওন-এর জনৈক নারীকে। এছাড়া তিনি যুদ্ধবন্দী বাঁদীরূপে গ্রহণ করেন জুওয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ ইব্ন আবূ যিরার–মুসতালাকী খুযা'ঈকে; মুরায়সী' অভিযানে। যে অভিযানে 'মানাত' প্রতীমা ধ্বংস করা হয়েছিল এবং বনূ নাযীর-এর সাফিয়্যা বিনত হুয়ায় ইব্ন আখতাবকে। এ দুজন ছিলেন সমরাভিযানকালে 'ফায়' রূপে প্রাপ্ত, যাঁরা বণ্টনে নবী করীম (সা)-এর হিস্সায় পড়েছিলেন। এ ছাড়া বাঁদীরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে, [যাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবী পুত্র ইবরাহীম (রা)] এবং বনূ কুরায়জার রায়হানকে। পরে তাকে আযাদ করে দিলে তিনি তার স্বজনদের কাছে চলে যান এবং স্বজনদের কাছেই তিনি যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আলিয়া বিনত জাবয়ানকে তালাক দিয়ে দেন। আমর ইব্ন কিলাব গোত্রীয় স্ত্রীকে এবং কিনদী জাওন গোত্রের স্ত্রীকেও তার ধবল কুষ্ঠের কারণে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই যায়নাব বিনত খুযায়মা হিলালী (রা) ইন্তিকাল করেন। আমরা এ তথ্য অবগত হয়েছি যে, তালাক প্রাপ্তা আলিয়া বিনত যাব্য়ান নবী পত্নীদের পুনঃ বিবাহ হারাম ঘোষিত হওয়ার আগেই অন্যত্র বিবাহ করেছিলেন। স্বগোত্রে তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সংগে তার বিবাহ হয়েছিল এবং এ ঘরে তাদের সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। এ হাদীসটি আমরা সনদযুক্ত রূপে বর্ণনা করলাম এ কারণে যে, এতে সাওদা (রা)-এর বিবাহ মদীনায় হওয়ার অসমর্থিত ও বিরল বর্ণনা রয়েছে। বিশুদ্ধ কথা হল, তার বিবাহ হিজরাতের পূর্বে মক্কায়ই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেমনটি আমরা পূর্বেই বলে এসেছি।-আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) হতে উদ্ধৃত করে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করার তিন বছর আগে খাদীজা (রা) বিনত খুওয়ায়লিদ ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এবং একই বছরে চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত নবী করীম (সা) অন্য কোন নারীর পাণিগ্রহণ করেন নি। খাদীজা (রা)-এর পরে রাসূলুল্লাহ (সা) সাওদা বিনত যাম'আ (রা)-কে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। সাওদা (রা)-র পরে স্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত করেন আইশা বিনত আবূ বকর (রা)-কে। তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র ইনিই ছিলেন কুমারী। আইশা (রা)-এর পরে নবী পত্নী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন হাফসা বিনত উমর (রা)। হাফসা (রা)-এর পরে এ মর্যাদায় আসীন হলেন উম্মুল মাসাকীন (নিঃস্বদের মা) যায়নাব বিনত খুযায়মা হিলালী (রা)।

তারপরে নবী সহধর্মিণী হলেন উম্মু হাবীবা বিনত আবূ সুফিয়ান (রা)। তারপরে তিনি স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন উম্মু সালামা হিনদ বিনত আবূ উমায়্যা (রা)-কে। নবীপত্নী তালিকায় পরবর্তী স্থান পেলেন যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)। পরবর্তীতে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন জুওয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ ইব্ন আবূ যিরার-কে। বর্ণনাকারী বলেন, জুওয়ায়রিয়া (রা)-এর পরে তিনি বিবাহ করলেন সাফিয়্যা বিনত হুয়ায় ইব্ন আখতাবকে এবং পরবর্তী বিবাহ হয় মায়মূনা বিনতুল হারিছ হিলালী (রা)-এর সংগে। যুহরী (র) উপস্থাপিত ক্রমবিন্যাসের তুলনায় এ ক্রমবিন্যাসটি অধিকতর সুষম ও সমন্বিত।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) আরো বলেন, আবূ ইয়াহয়া (র)....সাহল ইব্ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গিফার গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। তার সংগে নিভৃত বাসের সময় তার বসন অনাবৃত করলে তার স্তনের কাছে শ্বেত কুষ্ঠ জনিত সাদা বর্ণ দেখতে পেলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) একটু সংকোচ বোধ করে সরে গেলেন এবং বললেন, خذى ثوبك "তোমার বসন গুছিয়ে নাও।" পরে সকাল হলে তাকে বললেন, الحقى باهلك তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও। তখন তিনি তাকে পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দিলেন। [আবূ নুআয়ম (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হামীল ইব্ন যায়দ (র)-এর বরাতে]। সাহ্ল ইব্ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে। ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দর্শন লাভে ভাগ্যবান সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গিফার গোত্রের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন।....পূর্বানুরূপ বিবরণ উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এবং নবী করীম (সা) বিবাহ করেছিলেন অথচ বাসর করেন নি এমন স্ত্রীদের মাঝে রয়েছেন উম্মু শুরায়ক আযদী (রা)। ওয়াকিদী (র) বলেছেন, প্রামাণ্য তথ্য মতে তিনি ছিলেন দাওস গোত্রীয়া। তবে আনসারী হওয়ার অভিমতও রয়েছে। আবার 'আমিরী হওয়ার অভিমতও উত্থাপিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ইনি হলেন খাওলা বিনত হাকীম আস সুলামী (রা)। ওয়াকিদী (র)-এর বর্ণনায় আরো রয়েছে, তার নাম গাযিয়্যা বিনত জাবির ইব্ন হাকীম (রা)। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, হাকীম ইব্ন হাকীম (রা) মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্নুল হুসায়ন তাঁর পিতা (আলী) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে মোট পনের জন মহিলা পরিণয়াবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের মাঝে রয়েছেন উম্মু শুরায়ক আনসারী (রা)। যিনি নিজেকে নবী করীম (সা)-এর জন্য সমর্পণ করেছিলেন। সা'ঈদ ইব্ন

আবূ আরূরা (রা) কাতাদা (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন....এবং তিনি আনসারী বনূ নাজ্জার গোত্রের উম্মু শুরায়ক (রা)-কে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলেন। তিনি বলেছিলেন– انى احب ان اتزوج من الانصار لكنى اكره غير نهن- "আনসারীদের কাউকে বিবাহ করা আমার অভিলাষ; তবে আমি তাদের টনটনে আত্মমর্যাদা বোধ পসন্দ করি না।" –এ স্ত্রীর সংগে তিনি বাসর করেন নি। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, হাকীম (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র)-এর পিতা (আলী ইব্‌ন হুসায়ন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) লায়লা বিনতুল হাতিম আনসারী (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্না। তাই তিনি নবী করীম (সা)-এর সংগে নিজের দুর্ব্যবহারের আশংকা করে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার আবেদন করলেন। নবী করীম (সা) সে আবেদন মনজুর করলেন।

নবী করীম (সা) যাদেরকে বিবাহের পয়গাম দিয়েছিলেন কিন্তু বিবাহ করেননি

ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) সূত্রে, উম্মু হানী-ফাখতা বিনত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ননা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে (উম্মু হানীকে) বিবাহের প্রস্তাব দেন। উম্মু হানী (রা) তাঁর ছোট ছোট সন্তানদের কথা উল্লেখ করলে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন এবং বলেন—

خيرنساء ركبن الابل صالح نساء قريش - احناه على ولرطفل فى صغره وارعاه على زوج فى ذات يده-

"শ্রেষ্ঠ নারী উটে আরোহণকারিণীগণ, কুরায়শের সেরা নারীগণ হচ্ছে, যারা তাদের শিশু সন্তানদের প্রতি শৈশবে মমতাময়ী; স্বামীর যথাসর্বস্ব সযত্নে সংরক্ষণকারিণী! আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন, মা'মার (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু হানী বিনত আবূ তালিব (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বয়স হয়ে গিয়েছে এবং আমার রয়েছে অনেক সন্তান-সন্ততি। তিরমিযী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র).... উম্মু হানী বিনত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিবাহের পয়গাম দিলে আমি তাঁকে আমার ওযর পেশ করি। তিনি তা মঞ্জুর করে নেন। পরে আল্লাহ পাক নাযিল করলেন,

انا احللنا لك ازواجك اللاتى اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عما تك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك-

"(হে নবী!) আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি 'ফায়' হিসাবে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তার মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে; এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাত, ফুফাত, মামাত ও তোমার খালাত বোনদেরকে, যারা তোমার সংগে দেশ ত্যাগ করেছে" (৩৩ ঃ ৫০)। উম্মু হানী (রা) বলেন, সুতরাং আমি তার জন্য বৈধ হচ্ছিলাম না কেননা, আমি হিজরত করিনি। আমি ছিলাম মক্কা বিজয়কালে সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত

পরে তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, এটি হাসান শ্রেণীভুক্ত একটি হাদীস। তবে সুদ্দী (র) ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা এটির পরিচিতি লাভ করিনি। এ বর্ণনা দাবী করে যে, যে নারীগণ হিজরত করেনি তারা নবী করীম (সা)-এর জন্য বৈধ ছিল না। কাযী মাওয়ারদী (র) তার তাফসীর গ্রন্থে অনেক আলিমের এ মাযহাব উদ্ধৃত করেছেন। অন্য অনেকের মতে এ আয়াতে 'যাঁরা তোমার সংগে দেশ ত্যাগ করেছে' বলে শুধু নবী করীম (সা)-এর উল্লেখিত আত্মীয়াদের কথাই বোঝানো হয়েছে (অর্থাৎ অ-মুসলিম আত্মীয়ারা নিষিদ্ধ ছিলেন)। কাতাদা (র) বলেছেন, 'যারা তোমার সংগে দেশ ত্যাগ করেছে' –অর্থাৎ আপনার সংগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী শুধু কাফির মহিলারাই তার জন্য হারাম ছিলেন এবং সকল মুসলিম নারীই তাঁর জন্য হালাল ছিলেন। সুতরাং এ ব্যাখ্যা প্রামাণ্য হলে নবী করীম (সা)-এর জন্য আনসারী নারীগণকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয় না। তবে কি না তিনি তাদের একজনের সংগেও বাসর করেননি। তবে এ প্রসঙ্গে শা'বী (র) সূত্রে মাওয়ারদী (র) প্রদত্ত উম্মুল মাসাকীন যায়নাব বিনত খুযায়মা (রা)-এর আনসারী হওয়া সম্পর্কিত উদ্ধৃতি যথার্থ নয়। কেননা সর্বসম্মতভাবে তিনি ছিলেন হিলাল গোত্রীয়। যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) হিশাম ইব্নুল কালবী (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, লায়লা বিনতুল হাতীম রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে উপস্থিত হল। নবী করীম (সা) তখন সূর্যের দিকে পিঠ করে বসে ছিলেন। লায়লা নবী করীম (সা)-এর কাঁধে হাত রাখলে নবী করীম (সা) বললেন, من هذا اكله الاسود "কে এ লোক ? কৃষ্ণ....যাকে খেয়ে ফেলল।" লায়লা বলল, আমি বিহংগকে খাদ্য দানকারী ও বায়ূ প্রবাহের প্রতিদ্বন্দ্বীর কন্যা; আমার নাম লায়লা বিনতুল হাতীম; আমি এসেছি নিজেকে আপনার সকাশে সমর্পণ করতে। আপনি কি আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবেন ? নবী করীম (সা) বললেন, قد فعلت "তাই করলাম।" তখন লায়লা তার স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে বলল, আমি নবী করীম (সা)-কে বিবাহ করে এসেছি। তারা বলল, খুবই মন্দ কাজ করে এসেছ, তুমি স্বভাবে ঈর্ষাকাতুরে ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না নারী; রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রয়েছেন অনেক স্ত্রী; তুমি তাদের প্রতি ঈর্ষামূলক আচরণ করে নবী করীম (সা)-কে উত্যক্ত করে তুলবে।

ফলে তিনি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট বদ-দু'আ করবেন। তাই, যাও তুমি তার নিকটে বিবাহ প্রত্যাহারের আবেদন কর। সে তখন ফিরে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে প্রত্যর্পণ করে দিন। তখন নবী করীম (সা) তাকে অব্যাহতি দিলেন। পরে মাস'উদ ইব্ন আওস ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন জা'ফার তাকে বিবাহ করলে এ ঘরে তাদের সন্তান জন্ম নিল . পরে একদিন মদীনার কোন এক বাগানে লায়লা গোসল করছিল। ইতোমধ্যে একটি কাল বাঘ তার উপর অতর্কিতে হানা দিয়ে তার দেহের কতকাংশ খেয়ে ফেলল এবং তাতে তার মৃত্যু হল। এ সনদেই ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যাবা'আ বিনত আমির ইব্ন কুরত প্রথমে আবদুল্লাহ ইব্ন জা'আন-এর স্ত্রী ছিল। সে তাকে তালাক দিয়ে দিলে হিশাম ইব্নুল মুগীরা তাকে বিবাহ করল এবং এ স্ত্রীর ঘরে সালামা নামে তার এক সন্তানের জন্ম হল। যাবা'আ ছিল স্বাস্থ্যবতী-রূপবতী এক নারী এবং তার মাথাভর্তি দিঘল কেশরাজি তার সারা দেহ আবৃত করে

রাখত। রাসূলুল্লাহ (সা) তার ছেলে সালামার কাছে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে সালামা বললেন, তার কাছে অনুমতি নিয়ে নেই। মায়ের কাছে অনুমোদন নিতে গেলে সে বলল, আমার আদুরে পুত্র! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপারে আমার অনুমতি চাচ্ছো ? ছেলে ফিরে গিয়ে নীরবতা অবলম্বন করে রইল এবং কোন জবাব দিল না। সে যেন মনে করল যে, তার মা বয়সের ব্যাপারে কটাক্ষ করেছে। নবী করীম (সা)-ও তার ব্যাপারে নীরব রইলেন (এবং নতুন করে কোন কথা উত্থাপন করলেন না)। এ সনদেই ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সাফিয়্যা বিনত বাশশামাঃ ইব্ন নাযলা আল-আম্বারকেও বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাকে তিনি যুদ্ধবন্দীরূপে পেয়েছিলেন। তিনি তাকে ইখতিয়ার দিয়ে বললেন,-ان شئت انا وان شئت زوجك "তুমি চাইলে আমাকেও গ্রহণ করতে পার। আর ইচ্ছা করলে তোমার স্বামীকেও গ্রহণ করতে পার।" সে বলল, .. বরং আমার স্বামীকে। তখন নবী করীম (সা) তাকে মুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে বনূ তামীমের লোকেরা তাকে অভিসম্পাত দিল।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, ওয়াকিদী (র) –মূসা ইব্ন মুহাম্মদ আত-তায়মী (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উম্মু শুরায়ক ছিলেন বনূ আমির ইব্ন লুআয়-এর এক নারী। তিনি নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তাকে গ্রহণ করলেন না। পরে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আর বিবাহ করেন নি। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) আরো বলেন, ওয়াকী' (র) আলী ইব্নুল হুসায়ন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু শুরায়ক দাওসীয়াকে বিবাহ করেছিলেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, আমাদের কাছে প্রামাণ্য তথ্য হল– তিনি ছিলেন আয্দ-এর শাখা দাওস গোত্রীয় মহিলা। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, তার নাম ছিল গাযিয়্যা বিনত জাবির ইব্ন হাকীম। লায়ছ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, উম্মু শুরায়ক (রা) নিজেকে নবী করীম (সা) সকাশে সমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি একজন পুণ্যবতী নারী ছিলেন।

নবী করীম (সা) যাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন অথচ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেননি এঁদের মাঝে রয়েছেন হামযা বিনতুল হারিছ ইব্ন আওন ইব্ন আবূ হারিছা আল-মুররী। তাঁকে প্রস্তাব দেয়া হলে তার পিতা বলল, তাঁর একটা কুৎসিত ব্যাধি রয়েছে, অথচ তা তার ছিল না। বাপ বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখল, তার মেয়ে শ্বেত কুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছে। এ নারীই খ্যাতিমান কবি শাবীব ইব্নুল বারসা-এর মা। সা'ঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র)-ও কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী (ইব্ন সা'দ) বলেন, নবী করীম (সা) হাবীবা বিনতুল আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকেও বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। পরে দেখা গেল যে, তার পিতা (আব্বাস) নবী করীম (সা)-এর দুধভাই। আবূ লাহাবের বাঁদী ছুওয়ায়বিয়া তাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

এ-ই হচ্ছে নবী পত্নীগণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। এদের মোট তিন প্রকারে বিন্যাস করা যায়। প্রথম প্রকার, যাদের সংগে নবী করীম (সা) বাসর করেছেন এবং তাদের রেখে ইনতিকাল করেছেন। এরা হলেন আলোচনার সূচনায় উল্লেখিত নয় জন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের

পরে এদের কাউকে বিবাহ করা উম্মতের জন্য হারাম এবং এটি সর্বসম্মতভাবে শরীআতের সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় বিধি। এদের জীবনের পরিসমাপ্তিই এদের ইদ্দতের পরিসীমা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من من بعده ابدا - ان ذالكم كان عند الله عظيما-

"তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা কখনও সংগত নয়" আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ" (৩৩ ঃ ৫৩)।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যাদের সংগে নবী করীম (সা) বাসর করেছেন এবং পরে স্বীয় জীবদ্দশায় তাদের তালাক দিয়েছেন। এখন, নবী করীম (সা)-এর দেয়া তালাকের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে এদের জন্য অন্যকে বিবাহ করা বৈধ কিনা ? এতে আলিমগণের দু'টি মতামত রয়েছে। প্রথম অভিমত হল, বৈধ নয়। এ অভিমত পোষণকারীদের যুক্তি হল, পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাপকতা (অর্থাৎ ঐ বিধি নবী-পত্নীরূপে আখ্যায়িত সকলের জন্যই প্রযোজ্য)। দ্বিতীয় অভিমত হল, হাঁ, বৈধ। এদের যুক্তি হচ্ছে, ইখতিয়ার প্রদান সূচক আয়াত– আল্লাহ পাকের বাণী–

يايها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما-

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা, আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন" (আহযাব, ২৮-২৯)।

বৈধতার অভিমত পোষণকারিগণ বলেন, এ আয়াতে নবী করীম (সা)-এর সংগে সম্পর্কচ্যুত তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপক ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এখন, নবী করীম (সা) তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পরেও যদি অন্যত্র বিবাহিতা হওয়া তাদের জন্য বৈধ না হয় এবং তাঁর বিচ্ছেদ যদি অন্যদের জন্য তাদেরকে বৈধ করে না দেয়, তা হলে (একদিকে নবী করীম (সা)-এর সংগ হারানোর ক্ষতি এবং সেই সাথে) দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে ইখতিয়ার প্রদানের কোনও অর্থ থাকবে না। যুক্তির বিচারে এ অভিমত সবল। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তৃতীয় প্রকার ঃ নবী করীম (সা) যাদের বিবাহ করেছেন, তবে তাদের সংগে নিভৃতবাস করার আগেই তালাক দিয়েছেন। এ ধরনের নারীদের বিবাহ করা অন্যদের জন্য বৈধ এবং এ প্রকারের ক্ষেত্রে কোন মতভেদের কথা আমার জানা নেই। আর এ প্রকারের অতিরিক্ত –যাদেরকে নবী করীম (সা) প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তবে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেননি, তাদের জন্য তো অন্যত্র বিবাহিত হওয়া সংগত ও সমীচীনই থাকবে। 'কিতাবুল খাসাইস' (বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়ে)-এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

নবী করীম (সা)-এর বাঁদীগণের বিবরণ

নবী করীম (সা)-এর বাঁদী ছিলেন দু'জন। তাদের একজন মারিয়া বিনত শাম'উন কিবতী (মিশরী)। আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জুবায়জ ইব্‌ন মীনা নবী করীম (সা)-এর সকাশে তাঁকে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে তার সংগে আরো ছিলেন তাঁর বোন শীরীন। আবূ নু'আয়ম (র) উল্লেখ করেন, উপহার প্রদত্ত চারটি বাঁদীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আর ছিল একটি খোজা গোলাম, যার নাম ছিল মাবূর এবং 'দুলদুল' নামের একটি খচ্চর। নবী করীম (সা) তার এ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য মারিয়াকে বেছে নেন। মারিয়া ছিলেন মিশরের সানা জেলার হাফন নামক জনপদের মেয়ে। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর শাসনামলে এ অঞ্চলের লোকদের যিজিয়া রহিত করে দিয়েছিলেন এ মারিয়ার সম্মানে। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র সন্তান ইবরাহীমকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, মারিয়া ছিলেন সুন্দরী ও গৌরবর্ণ। তার সৌন্দর্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মুগ্ধ হন। তিনি তাকে ভালবাসতেন এবং তিনি ছিলেন তার দৃষ্টিতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী; বিশেষত পুত্র ইবরাহীম (আ)-কে জন্ম দেয়ার পরে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তার বোন শীরীনকে 'হিবা' করে দিয়েছিলেন হাসসান ইব্‌ন ছাবিতকে (রা)। এ শীরীনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পুত্র আবদুর রহমান ইব্‌ন হাসসান (রা)। আর খোজা গোলাম মাবূও মিশরে থাকাকালীন তার অভ্যাস অনুসারে এখানেও অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে (পর্দা না করে) মারিয়া ও শীরীনের কাছে আসা-যাওয়া করতেন। এ কারণে কিছু লোক মারিয়া সম্পর্কে ঐ বিষয়টি নিয়ে উচ্চ-বাচ্য করেন। তার খোজা হওয়ার ব্যাপারটি তাদের জানা ছিল না। অবশেষে বিষয়টি তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল....(তার বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে)। আর খচ্চরটিতে নবী করীম (সা) আরোহণ করতেন। বলাবাহুল্য, হুনায়ন অভিযানে নবী করীম (সা) ঐ খচ্চরেই আরোহী ছিলেন। এ খচ্চরটি নবী করীম (সা)-এর পরেও বিদ্যমান ছিল এবং দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিল। এমনকি আলী (রা)-এর খিলাফতকালে সেটি তাঁর বাহন ছিল। আলী (রা)-এর মৃত্যুর পরে সেটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফার ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর কাছে ছিল। এটি অতিশয় বুড়িয়ে গিয়েছিল বিধায় তার খাবারের জন্য তাকে যব-এর 'জাউ' পাকিয়ে দেয়া হত।

আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র)... বুরায়দা ইব্‌নুল হুসায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিবতী শাসক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য দুই তরুণী বোনকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাদের সংগে ছিল একটি খচ্চর। তিনি মদীনায় এ খচ্চরটিতে আরোহণ করতেন। দুই তরুণীর একজনকে তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করলেন এবং তিনিই তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের গর্ভধারিনী। অন্যজনকে তিনি হেবা করে দিলেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সা'সাআ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সা'সা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মারিয়া কিবতিয়াকে অত্যন্ত পসন্দ করতেন। তিনি ছিলেন সুন্দরী ও মনোহর কোঁকড়ানো কেশধারিণী। নবী করীম (সা) মারিয়ার বোন সহ উম্মু সুলায়ম বিনত মিলহাম (রা)-এর বাড়িতে তার

অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাছে গিয়ে (তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে) তাঁরা সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে তিনি মালিকানা সূত্রে মারিয়া (রা)-এর সংগ ভোগ করলেন এবং তাকে মদীনার উঁচু এলাকায় অবস্থিত বনূ নাযীরের নিকট হতে প্রাপ্ত বাগানসমূহের একটিতে স্থানান্তরিত করলেন। গ্রীষ্মকালে তিনি সেখানে উন্নতমানের খেজুর বাগানে বাস করতে থাকেন। নবী করীম (সা) সেখানেই তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। তিনি ছিলেন চরম ধর্মপ্রাণ মহিলা। নবী করীম (সা) তাঁর বোন শীরীনকে হেবা করলেন হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)-কে। সেখানে তিনি তাঁর গর্ভে হাসসান পুত্র আবদুর রহমানের জন্ম হয়। অন্যদিকে মারিয়ার গর্ভে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়। নবী করীম (সা) এ সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে একটি ছাগল জবাই করে তাঁর আকীকা আদায় করলেন। তাঁর মাথার চুল মুণ্ডালেন এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা মিসকীনদের সাদকা করে দিলেন। তিনি তাঁর চুল মাটিতে দাফন করার হুকুম দিলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন ইবরাহীম। মারিয়ার ধাত্রী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত বাঁদী সালমা (রা)। সালমা তার স্বামী আবূ রাফি' (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর খবর দিলেন যে, মারিয়া একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তখন আবূ রাফি' (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে এসে তাঁকে এ সুসংবাদ দিলেন। নবী করীম (সা) আবূ রাফি'কে একটি হার দান করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিগণ এতে ঈর্ষা বোধ করলেন এবং মারিয়ার ঘরে নবী করীম (সা)-এর সন্তান লাভে তাদের মন ভারী হয়ে গেল।

হাফিয আবুল হাসান দারাকুতনী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন ইসমাঈল (র) সূত্রে....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, মারিয়া সন্তান জন্ম দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, اعتقها ولدها 'তাঁর সন্তান তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছে।' পরে দারাকুতনী মন্তব্য করেছেন, যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বিশ্বস্ত রাবী। এছাড়া ইব্ন মাজা (র)-ও অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট উম্মু ওয়ালাদ –(সন্তানের মা বাঁদী) বিষয়ক মাসআলাটি আমি একটি স্বতন্ত্র আলোচনায় পৃথকভাবে বর্ণনা করেছি। তাতে আমি মনীষীগণের বিভিন্ন মতামত–আট প্রকারের অভিমত উদ্ধৃত করেছি এবং প্রতিটি অভিমতের যুক্তি প্রমাণও উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্র জন্য হামদ এবং তাঁরই অনুকম্পা।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সূত্রে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা ইবরাহীমের মা মারিয়া সম্পর্কে তার এক জ্ঞাতি (চাচাত) ভাই জনৈক কিবতীকে নিয়ে বেশ বিরূপ সমালোচনায় মেতে উঠল। এ কিবতী মারিয়ার সংগে দেখা-সাক্ষাত করত এবং তার কাছে প্রায়ই যাতায়াত করত। রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে বললেন, خذ هذا السيف فانطلق فان وجده عندها فاقتله 'এ তরবারীটি নিয়ে যাও, ঐ লোকটিকে তাঁর কাছে দেখতে পেলে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে।" আলী (রা) বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হুকুমের ব্যাপারে–যখন আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন, আমি হব উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ডের ন্যায় কিংবা (আমি হব) উপস্থিত ব্যক্তি দেখতে পায় যা অনুপস্থিত ব্যক্তি দেখে না। (তেমন) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب বরং

(তুমি হবে) উপস্থিত ব্যক্তি দেখতে পায় যা অনুপস্থিত ব্যক্তি দেখে না" (নীতির অনুসারী)। আলী (রা) বললেন, আমি তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে এগিয়ে চললাম এবং সেখানে গিয়ে লোকটিকে তার কাছে দেখতে পেলাম। আমি তরবারী কোষ মুক্ত করলে সে বুঝতে পারল যে, আমার লক্ষ্য সেই। সে তখন দৌড়ে গিয়ে একটি খেজুর গাছে চড়ল এবং লাফ দিয়ে নিজেকে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে দুই পা উর্ধে তুলে দিল। লক্ষ্য করলাম, লোকটির পুরুষাঙ্গ কর্তিত ও তার সে স্থানটি সমতল। অর্থাৎ পুরুষের যা কিছু থাকে তার আদি অন্ত কিছুই তার কাছে নেই। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি বললেন, الحمد لله الذى صرف عنا اهل البيت 'সব হামদ সে আল্লাহর যিনি আমাদের (নবী) পরিবার হতে (দুর্নাম ও অপবাদ) হটিয়ে দিলেন।" ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,....আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন আমাকে পাঠাচ্ছেন তবে আমি উত্তপ্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় হব কিংবা উপস্থিত ব্যক্তি দেখতে পায় যা অনুপস্থিত দেখে না? (অর্থাৎ চোখ বুজে আপনার হুকুম পালন করব নাকি যাচাই করব ?)। তিনি বললেন, 'উপস্থিত দেখতে পায় যা অনুপস্থিত দেখে না' (অর্থাৎ যাচাই করে দেখবে)।....আহমাদ (র)-এর রিওয়ায়াত এরূপ সংক্ষেপিত। আমাদের পূর্ব উদ্ধৃত হাদীসে মূল এটিই এবং এর সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাবারানী (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খালিদ আল হাররানী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মারিয়া (রা) ইবরাহীম (রা)-কে জন্ম দেয়ার পর নবী করীম (সা)-এর মনে তার ব্যাপারে দ্বিধা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

অবশেষে জিবরীল (আ) আগমন করলেন এবং বললেন,- السلام عليك يا ابا ابراهيم 'ইবরাহীমের পিতা! আপনাকে সালাম! আবূ নু'আয়ম (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুকাওকিস নামে অভিহিত জনৈক সেনাপতি ও রাজা মারিয়া নাম্নী এক কুমারী কিবতী রাজকন্যাকে উপহার পাঠালেন এবং তাঁর সংগে তাঁর এক যুবা বয়সী চাচাত ভাইকেও উপহারের অন্তর্ভুক্ত করে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সংগে নিভৃত বাসে মিলিত হতেন। একদিন গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, তিনি (ইবরাহীমকে) গর্ভে ধারণ করেছেন। আইশা (রা) বলেন, তাঁর গর্ভ দৃশ্যমান হয়ে উঠল। সে তাতে অস্থির হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সা) নিরবতা অবলম্বন করলেন। পরে তার স্তনে দুধ হচ্ছিল না। তখন তার জন্য একটি দুধেল মেষ খরিদ করা হল। যা দিয়ে শিশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হত। তাতে তার দেহ সুগঠিত হল এবং বর্ণও সুন্দর ও সুশ্রী হল। একদিন সে সন্তানটিকে কাঁধে করে নবী করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে এল। নবী করীম (সা) বললেন, يا عائشة كيف ترين الشبه আইশা চেহারার সাদৃশ্যতা দেখে কেমন মনে হচ্ছে ?' তখন আমি এবং অন্যরা বললাম, 'বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখছি না।' তিনি বললেন, ولا اللحم আর দেহ ও গোশতের ব্যাপারটিও নয় ? আমি বললাম, আমার জীবনের দোহাই! মেষের দুধে প্রতিপালিত হলে তার গোশত তো সুন্দর হবেই।

ওয়াকিদী (র) বলেন, পনের হিজরীর মুহাররাম মাসে মারিয়া (রা) ইনতিকাল করেন। উমর (রা) তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন এবং তাকে বাকী'তে (গোরস্থানে) দাফন

করেন। **মুফাদ্দাল ইব্ন গাসসান আল গুলাবী** (র)-ও অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তবে খলীফা, আবূ উবায়দা ও **ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান** (র) বলেছেন, ষোল হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন, রায়হানা বিনত যায়দ –বনূ নাযীর গোত্রীয়া এবং মতান্তরে কুরায়জা গোত্রীয়। ওয়াকিদী (র) বলেন, রায়হানা বিনত যায়দ ছিলেন বনূ নাযীর গোত্রের। তবে কেউ কেউ বলেছেন বনূ কুরায়জার। ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, রায়হানা বিনত যায়দ ছিলেন বনূ নাযীর গোত্রের এবং তিনি এ গোত্রেই বিবাহিতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দরী মহিলা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি ইয়াহুদী ধর্ম পরিত্যাগে অস্বীকৃত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে পরিত্যাগ করে রাখলেন এবং মনে মনে তাঁর আচরণে ব্যথা পেলেন। পরে ইব্ন শু'বা (ছা'লাব)-কে ডেকে পাঠিয়ে তার সংগে নবী করীম (সা) বিষয়টি আলোচনা করলেন। ইব্ন শু'বা বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! সে ইসলাম গ্রহণ করবেই। তিনি তখন বের হয়ে গিয়ে রায়হানার কাছে পৌছলেন এবং তাকে বলতে লাগলেন, তুমি তোমার স্বগোত্রের অনুগামী হয়ে থেক না। তুমি তো দেখছই, (সর্দার) হুয়ায় ইব্ন আখতাব তাদের কি পরিণতিই না ঘটিয়েছে। তাই, (আমার পরামর্শ হচ্ছে) তুমি মুসলমান হয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে তাঁর 'একান্ত ব্যক্তিগত' করে নেবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের মাঝে ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি এক জোড়া চপ্পলের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, ان هاتين لنعلا ابن شعبة يبشرنى باسلام ريحانة 'এ অবশ্যই ইব্ন শু'বার চপ্পলদ্বয়। সে আমাকে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিতে আসছে।' তখনই ইব্ন শু'বা এসে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রায়হানা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে নবী করীম (সা) আনন্দিত হলেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ কুরায়জাকে পরাজিত করার পরে রায়হানা বিনত আমর ইব্ন খিনাফাকে নিজের জন্য একান্ত করে নিলেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি তার নিকটে তাঁরই মালিকানাধীন ছিলেন। তিনি তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার এবং পরে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি ইয়াহুদী ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপরে ইব্ন ইসহাক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উম্মুল মুনযির সালমা বিনত কায়স (রা)-এর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে অবস্থান কালে তার ঋতুস্রাব দেখা দেয় এবং এক বারের স্রাবের পরে তিনি পবিত্রা হলে উম্মুল মুনযির (রা) এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তা অবহিত করলেন। নবী করীম (সা) উম্মুল মুনযিরের বাড়িতে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন,

ان احببت ان اعتقك وانزوجك فعلت - وان احببت ان تكونى فى ملكى اطأك بالملك-

"তোমার যদি পসন্দ হয় তবে তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করি। তবে আমি তাই করব। আর যদি আমার মালিকানায় থাকা তোমার কাছে ভাল লাগে তবে মালিকানা সূত্রে আমি তোমাকে ব্যবহার করব।" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে আপনার জন্য

এবং আমারও জন্য আপনার মালিকানাধীন থাকা অধিক নির্ঝঞ্ঝাট ও সহজ। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মালিকানাধীন ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, ইব্ন আবূ যি'ব (র) আমাকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, আমি যুহরী (র)-কে রায়হানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাঁদী। পরে তিনি তাঁকে আযাদ করে দিয়ে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। ফলে তিনি তার পরিবারের মাঝেও পর্দা করে থাকতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। ওয়াকিদী (র) বলেন, হাদীসদ্বয়ের মাঝে এটিই আমাদের বিচারে অধিক প্রামাণ্য। নবী করীম (সা)-এর পূর্বে তাঁর স্বামী ছিল হাকাম।

ওয়াকিদী (র) বলেন, আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্নুল হাকাম উমর ইব্নুল হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রায়হানা বিনত যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন খিনাফ কে আযাদ করে দিলেন। তিনি তার স্বামীর কাছে ছিলেন এবং স্বামী তাঁকে ভালবাসত এবং তাঁর যথাযোগ্য কদর করত। তাই তিনি বলেছিলেন, তার পরে কোন দিন আর কাউকে আমি তার স্থানে গ্রহণ করব না। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের অধিকারিণী। পরে বনূ কুরায়জার নারীদের বন্দী করা হলে বন্দিনীদের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উপস্থিত করা হল। রায়হানা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে যাদেরকে উপস্থিত করা হয় তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তার আদেশে আমাকে পৃথক করে রাখা হল।

আর যে কোন গণীমতে তাঁর একান্ত কিছু অধিকার (صفى) থাকত, আমাকে পৃথক করে রাখা হলে তিনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট 'ইসতিখারা' (কল্যাণবহ সিদ্ধান্ত কামনা) করলেন।

পরে কিছু দিনের জন্য আমাকে উম্মুল মুনযির বিনত কায়স (রা)-এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। ইত্যবসরে তিনি পুরুষ বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন এবং নারী বন্দীদের বাটোয়ারা করে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাছে আগমন করলে আমি লজ্জায় পাশে সরে রইলাম। তিনি আমাকে ডেকে তাঁর সামনে বসালেন। এবং বললেন, ان اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه- "তুমি আল্লাহ এবয় রাসূলকে গ্রহণ করলে আল্লাহর রাসূল তাঁর নিজের জন্য তোমাকে গ্রহণ করবেন।" আমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে মুক্ত করে দিলেন এবং আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। তিনি আমাকে বারো উকিয়ার[১] কিছু অধিক (সাড়ে বারো উকিয়া =৫০০ দিরহাম) মহর দিলেন। যেমন তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের দিতেন। তিনি উম্মুল মুনযির (রা)-এর বাড়িতে আমাকে নিয়ে বাসর উদযাপন করলেন। তিনি নিজের স্ত্রীদের জন্য রাত্রি যাপনের 'পালা' নির্ধারণ করতেন। আমার জন্য পর্দার বিধান সাব্যস্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি বিমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি কোন কিছুর জন্য আবদার করলে নবী করীম (সা) তা তাঁকে দিয়ে দিতেন। তাই তাঁকে বলা হয়, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বনূ কুরায়জার ব্যাপারে আবদার করলে তিনি অবশ্যই তাদের মুক্ত করে দিতেন। এর জবাবে তিনি বলতেন, বন্দিনীদের বন্টন (এবং পুরুষ বন্দীদের হত্যা)

১. উকিয়া (আরবী) চল্লিশ দিরহাম এর সম পরিমাণ মুদ্রা।–অনুবাদক

করার পরই তিনি আমার সংগে নিভৃতে মিলিত হয়েছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁর সংগে নিভৃত বাস করতেন এবং প্রায়শ তা করতেন। এভাবে তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকটেই ছিলেন এবং অবশেষে বিদায় হজ্জ থেকে নবী করীম (সা)-এর প্রত্যাগমন কালে তাঁর মৃত্যু হল। নবী করিম (সা) তাঁকে বাকী গোরস্তানে দাফন করলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে বিবাহ করেছিলেন হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে মুহাররম মাসে।

ইব্ন ওয়াহব (র) বলেছেন, ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ (র) সূত্রে যুহরী (র) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ কুরায়জার রায়হানাকে বাঁদী-পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। পরে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিলে তিনি তার পরিবার-পরিজনের সংগে মিলিত হলেন। আবূ উবায়দা মা'মার ইব্নুল মুদান্না (র) বলেছেন, রায়হানা বিনত যায়দ ইব্ন শাম'উন ছিলেন বনূ নাযীর গোত্রের। আবার কারো মতে বনূ কুরায়জা গোত্রের। সাদাকার বাগানসমূহের এক খেজুর বাগানে তিনি অবস্থান করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মধ্যে সেখানে মধ্যাহ্ন বিশ্রাম নিতেন। শাওয়াল, চার হিজরীতে তিনি তাঁকে বন্দিনী রূপে পান।

আবূ বকর ইব্ন আবূ খায়ছামা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'জন বাঁদী-পত্নী ছিলেন; মারিয়া কিবতীয়া ও রায়হানা বিনত শাম'উন ইব্ন যায়দ ইব্ন খিনাদা–কুরায়জার বনূ আমর-এর লোক। প্রথমে তিনি যতদূর জানা যায়, তাঁর চাচাত ভাই হাকাম-এর স্ত্রী ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আবূ উবায়দা মা'মার ইব্নুল মুছান্না (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার জন বাঁদী ছিলেন মারিয়া, কিবতিয়া, রায়হানা কুরাজী, আর একজন বাঁদী ছিলেন জমীলা সুন্দরী। নবী সহধর্মিণীগণ তার বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করলেন। তাঁদের আশংকা ছিল যে, নবী করীম (সা)-এর উপর তিনি তাদের তুলনায় প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবেন এবং অন্য জন বাঁদী নফীসা –যাঁকে যায়নাব (রা) তাঁকে হিবা করেছিলেন। (ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে) নবী করীম (সা) সফিয়্যা বিনত হুয়ায় (রা)-এর কারণে যায়নাব (রা)-কে পরিত্যাগ করে রেখেছিলেন–যিলহজ্জ, মুহাররম ও সফর মাস। তার ওফাতের মাস রাবীউল আউয়াল শুরু হলে তিনি যায়নাব (রা) বললেন, আমি ভেবে স্থির করতে পারছি না যে আপনাকে কি প্রতিদান দেব ? পরে এ বাঁদীটিকে নবী করীম (সা)-কে হিবা করলেন।

সায়ফ ইব্ন উমার (র) বলেছেন, সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র)....আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক সময় মারিয়া ও রায়হানার জন্য (স্ত্রীদের প্রাপ্য) 'পালা' নির্ধারণ করতেন। আবার কোন কোন সময় তাদের বাদ দিয়েও রাখতেন। আবূ নুআয়ম (র) বলেন, আবূ মুহাম্মদ ইব্ন উমার আল ওয়াকিদী (র) বলেন, রায়হানা দশম হিজরীতে ইনতিকাল করেছিলেন। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন এবং বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করেন ....আল্লাহরই জন্য সব হামদ-স্তুতি

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্তান-সন্ততির বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ইবরাহীম (র) [illegible] বিনত খুওয়ায়লিদ (রা)-এর ঘর [illegible]

দ্বিমত নেই। ইবরাহীম (রা)-এর জন্ম হয়েছিল মারিয়া বিনত শামউন কিবতীর গর্ভে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, হিশাম ইব্‌নুল কালবী (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন কাসিম। তারপর যায়নাব (রা), তার পরে রুকায়্যা (রা)। নবী করীম (সা)-এর সন্তানদের মধ্যে কাসিম (রা) মক্কায় প্রথম মৃত্যু বরণ করেন। তারপরে মৃত্যু হল আবদুল্লাহ (রা)-এর। তখন আস ইব্‌ন ওয়াইল আস সাহমী বলেন, তার বংশ ধারা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; সুতরাং সে লেজ কাটা নির্বংশ। তখন মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌ নাযিল করলেন, ان شانئك هو الابتر --انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر "আমি তোমাকে কাওছার (মঙ্গলের প্রাচুর্য বিষেশতঃ হাওয-কাওছার) দান করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ (সূরা কাওছার)। বর্ণনাকারী (ইব্‌ন আব্বাস) বলেন, এরপরে অষ্টম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে মদীনায় মারিয়া-এর গর্ভে ইবরাহীম (রা)-এর জন্ম হয়। পরে আঠার মাস বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

যাকারিয়্যা আল জারীরী (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর গর্ভে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা)-এর জন্ম হয়। পরে তাঁর সন্তান হওয়া বিলম্বিত হতে লাগল। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তির সংগে কথা বলছিলেন, তখন আস ইব্‌নুল ওয়াইল তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। তখনই এক ব্যক্তি আসকে বলল, এ লোকটি কে ? সে তাঁকে বলল, এ তো লেজ কাটা ব্যক্তি।-কোন লোকের একটি সন্তান হওয়ার পরে পরবর্তী সন্তান বেশ বিলম্বে হলে কুরায়শরা তাঁকে 'আবতার' (লেজকাটা) বলত। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, ان شانئك هو الابتر তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই সব কল্যাণ ও মংগল হতে কর্তিত (এবং প্রকৃত লেজকাটা)। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর খাদীজা (রা)-এর গর্ভে যায়নাবের জন্ম হয়। তারপর জন্ম হয় রুকায়্যার। তারপর জন্ম হয় কাসিম (রা)-এর। তারপর তাঁকে সন্তান উপহার দিলেন তাহির (রা)-কে। তারপর তিনি জন্ম দিলেন মুতাহহার (রা)-কে; তারপর তিনি জন্ম দিলেন তায়্যিব (রা)-কে; তারপর জন্ম দিলেন মুতায়্যাব (রা)-কে; তারপর জন্ম দিলেন উম্মু কুলছূম (রা)-কে; তারপর তিনি জন্ম দিলেন ফাতিমা (রা)-কে এবং তিনি ছিলেন তাদের সর্ব কণিষ্ঠা। খাদীজা (রা)-এর কোন সন্তান জন্ম নিলে তিনি তাঁকে কোন দুধ মায়ের হাতে তুলে দিতেন। কিন্তু ফাতিমা জন্ম লাভ করলে তিনিই তাঁকে দুধ খাওয়াতে থাকলেন। হায়ছাম ইব্‌ন আদী (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাকের মাধ্যমে তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর দুটি পুত্র সন্তান ছিলেন; তায়্যিব ও তাহির। এদের একজনের নাম রাখা হয়েছিল আবদ শামছ এবং অন্য জনের নাম রাখা হয়েছিল আবদুল উয্‌যা। এ হাদীসে আপত্তিকর ও অসমর্থিত বিষয় রয়েছে। -আল্লাহ্‌ সর্বাধিক অবগত। মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয (র) বলেন, ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম (র) সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খাদীজা (রা) কাসিম, তায়্যিব, তাহির, মুতাহহার, যায়নাব, রুকায়্যা, ফাতিমা ও উম্মু কুলছূম (রা)-কে জন্ম দেন।

যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার (র) বলেন, আমার চাচা মুস'আব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, খাদীজা (রা) কাসিম ও তাহিরকে জন্ম দিলেন। তাহিরকে

তায়্যিব নামেও ডাকা হত। তাহিরের জন্ম হয়েছিল নবুয়াত প্রাপ্তির পরে। তাঁর (মূল) নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং শৈশবেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফাতিমা, যায়নাব, রুকায়্যা ও উম্মু কুলছূমকেও (জন্ম দিলেন)। যুবায়র (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্নুল মুনযির (র)....আবুল আসওয়াদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খাদীজা (রা) কাসিম, তাহির, তায়্যিব, আবদুল্লাহ, যায়নাব, রুকায়্যা, ফাতিমা ও উম্মু কুলছূম (রা)-কে জন্ম দেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ফুযালা (র) তার জনৈক শায়খ সূত্রে আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, খাদীজা (রা) কাসিম ও আবদুল্লাহ কে জন্ম দিলেন। কাসিম হেঁটে চলার বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আর অবদুল্লাহ শিশু অবস্থায়ই মারা যান।

যুবায়র ইব্ন বাক্কার (র) বলেন, জাহিলী যুগে খাদীজা (রা) আত তাহিরাহ (পূত পবিত্রা) বিনত খুওয়ায়লিদ নামে অভিহিতা হতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে জন্ম দেন কাসিম (রা)-কে। কাসিমই তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান। এবং তাঁর নামেই নবী করীম (সা)-এর কুনিয়ত (উপনাম) আবুল কাসিম হয়েছিল। তারপর যায়নাবকে। তারপর আবদুল্লা কে; তাঁকে তায়্যিব এবং তাহির নামেও অভিহিত করা হত। তাঁর জন্ম হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর নবুয়্যাত প্রাপ্তির পরে এবং তিনি শৈশবেই মারা যান।

তারপর কন্যা কুলছূম (রা) কে; তারপর ফাতিমা (রা) কে; তারপর রুকায়্যা (রা) কে। এভাবে একের পর এক জন্মলাভ করে। তারপর কাসিম (রা) মক্কায় মারা যান। নবী করীম (সা)-এর সন্তানদের মধ্যে প্রথমে তাঁরই মৃত্যু হয়। তারপরে মারা যান আবদুল্লাহ। এরপরে মারিয়া বিনত শামঊন (রা)-এর গর্ভে নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম-এর জন্ম হয়। মারিয়া হলেন (আলেকজান্দ্রিয়ার) শাসক মুকাওকিস-এর তরফ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত মহিলা। মুকাওকিস মারিয়ার সংগে তাঁর বোন শীরীন এবং মাবূর নামের এক খোজাকেও উপহার রূপে পাঠান। নবী করীম (সা) শীরীনকে হেবা করে দেন হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)-কে। তার গর্ভে হাসসান (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমানের জন্ম হয়। তবে পরে এ বংশধারা লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

আবূ বকর ইব্ন রাক্কী (র) বলেছেন, কথিত মতে তাহির ও তায়্যিব অভিন্ন। আবার কথিত হয়েছে, তায়্যিব ও মুতায়্যাব (জময) রূপে জন্মেছিলেন এবং তাহির ও মুতাহহার অনুরূপ জময জন্মেছিলেন।

মুফায্যাল ইব্ন গাস্সান (র) বলেছেন, আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) .. মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পুত্র কাসিম সাতদিন বেঁচে থাকার পরে মারা যান। মুফায্যাল (র) মন্তব্য করেন, এ তথ্য ত্রুটিপূর্ণ। সঠিক তথ্য হল, তিনি সতের মাস জীবিত ছিলেন। হাফিয আবূ নু'আয়ম (র) বলেন, মুজাহিদ (র) বলেছেন, কাসিমের মৃত্যু হয়েছিল সাত দিন বয়সে। যুহরী (র) বলেন, দু'বছর বয়সে। কাতাদা (র) বলেছেন, হেঁটে চলার বয়স পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন।

হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) বলেছেন, তায়্যিব ও তাহিরের নাম ইরাকীদের উদ্ভাবিত। আর আমাদের শায়খগণ তাদের নাম বলেছেন, আবদুল উযযা, আবদ মানাফ ও কাসিম এবং মেয়েদের মধ্যে রুকায়্যা, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা (রা)। ইব্ন আসাফির (র) এ ভাবেই

রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অসমর্থিত ও প্রত্যাখ্যাত এবং এ বর্ণনায় যেটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে আসলে সেটিই সমর্থিত ও স্বীকৃত। এ ছাড়া এ বর্ণনায় যায়নাব (রা)-এর নাম বাদ পড়েছে, তাঁর নাম থাকা আবশ্যক।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

যায়নাব (রা) সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য হল,- আবদুর রাজ্জাক (র) ইব্‌ন জুরায়জ (র) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, একাধিক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, যায়নাব (রা) হলেন নবী করীম (সা)-এর কন্যাদের মাঝে জ্যেষ্ঠা। আর ফাতিমা (রা) ছিলেন তাদের কণিষ্ঠা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে সর্বাধিক আদরের। যায়নাব (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল আবুল আস ইব্‌নুর রাবী' এর সংগে। এ স্বামীর ঘরেই তার পুত্র আলী ও কন্যা উমামার জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এ উমামাকেই সালাতের সময় (কাঁধে) তুলে নিতেন, সিজদা করার সময় তাঁকে নামিয়ে রাখতেন ও দাঁড়াবার সময় আবার তুলে নিতেন। সম্ভবত এটা ছিল হিজরী অষ্টম বর্ষে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরে। ওয়াকিদী, কাতাদা ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হাযম (র) প্রমুখ এর বর্ণনায় এরূপই অনুমিত হয়। সম্ভবত তিনি ছিলেন ছোট্ট শিশু।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যুর পরে আলী (রা) এ উমামাকেই বিবাহ করেছিলেন (পরবর্তীতে তার বর্ণনা আসছে)। যায়নাব (রা)-এর মৃত্যু হয় অষ্টম হিজরীতে। –এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন কাতাদা (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হাযম (র)-এর উদ্ধৃতিতে খলীফা ইব্‌ন খায়্যাত, আবূ বকর ইব্‌ন আবু খায়সামা ও অন্যান্যরা অভিন্ন মত পোষণ করেন, ইব্‌ন হাযম (র) থেকে কাতাদা (র)-এর অন্য একটি বর্ণনায় –অষ্টম হিজরীর প্রারম্ভে। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)....উরওয়া (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। যায়নাব (রা) হিজরাত করে আসার সময় এক ব্যক্তি তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি একটি বড় পাথরের উপর পড়ে গেলেন এবং তাতে তাঁর গর্ভের সন্তানের অকাল প্রসব হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর এ ব্যথা উপশম হয়নি এবং তাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ জন্য তারা মনে করতেন যে তিনি শহীদদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

আর রুকায়্যা (রা)-এর প্রথমে বিবাহ হয়েছিল উতবা ইব্‌ন আবূ লাহাবের সংগে এবং তাঁর বোন উম্মু কুলছুম (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল উতবা'র ভাই উতায়বা ইব্‌ন আবূ লাহাবের সংগে। পরে যখন আল্লাহ পাক সূরা লাহাব নাযিল করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে তারা উভয়ে ঐ দুই বোনকে বাসরের আগেই তালাক দিয়ে দেয়। আল্লাহ পাক নাযিল করেছিলেন,

تبت يدا ابى لهب وتب - ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته
حمالة الحطب - فى جيدها حبل من مسد-

'ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসে নি, অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও —যে ইন্ধন বহনকারিণী, তার গলায় পাকানো রজ্জু।" (সূরা লাহাব)

পরে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) রুকায়্যা (রা)-কে বিবাহ করলেন। তিনি স্বামীর সংগে হাবশায় হিজরত করে গেলেন। বলা হয় যে, তিনি হাবাশা দেশে প্রথম হিজরতকারিনী। পরে

তাঁরা উভয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং পুনরায় মদীনায় হিজরত করলেন। (পূর্বেই তা বর্ণিত হয়েছে) রুকায়্যা (রা)-এর গর্ভে জন্ম হয় উসমান (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহর। তাঁর বয়স ছয় বছর হওয়ার সময় একটি মোরগ তাঁর চোখে ঠোকর দিয়েছিল। যাতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম দিকে এ ছেলের নামেই উসমান (রা)-এর কুনিয়াত হয়েছিল আবূ অবদুল্লাহ। পরে অবশ্য পুত্র উমরের নামে তার কুনিয়াত পরিবর্তিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন 'মীমাংসা দিবসে' দুই দলের মুখামুখি হওয়ার দিন অর্থাৎ বদরে বিজয় লাভ করলেন সে সময় মদীনায় রুকায়্যা (রা)-এর মৃত্যু হয়। যুদ্ধ বিজয়ের সুসংবাদ বাহক-যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) মদীনায় পৌছে দেখলেন যে, তারা রুকায়্যার কবরের উপরে মাটি বিছিয়ে দিয়েছেন। উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুকুমে স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। তাই নবী করীম (সা) তাঁকে প্রতিদান (ছওয়াব) ও গণীমতের হিসসা প্রদানের ঘোষণা দিলেন। মদীনায় প্রত্যাগমনের পরে রুকায়্যা-ও বোন উম্মু কুলছূম (রা) কেও উসমানের নিকট বিবাহ দিয়ে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'যুন নূরায়ন' (দুই নূরের অধিকারী) নামে অভিহিত করা হত। পরে নবম হিজরীর শাবান মাসে উসমান (রা)-এর নিকটে থাকা অবস্থায় উম্মু কুলছূম (রা)ও ইনতিকাল করলেন এবং এ ঘরে তাদের কোন সন্তান হল না। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, لو كانت عندى ثالثة لزوجتها عثمان "আমার কাছে তৃতীয় (আর একটি কন্যা) থাকলে তাঁকেও উসমানের হাতে তুলে দিতাম।" অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, لوكن عشرا لزوجتهن عثمان তারা (মেয়েরা) দশজন থাকলেও আমি তাদেরকে (একের পর এক করে) আমি উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম।

আর ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ হল আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর সংগে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে। তাঁদের ঘরে জন্ম নিলেন হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং কারো কারো মতে মুহসিন (রা)ও। আরো জন্ম নিলেন উম্মু কুলছূম ও যায়নাব (রা)। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) তার খিলাফতকালে আলী ও ফাতিমা (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলছূমকে বিবাহ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে তাঁর বংশ সূত্রের কারণে তাঁকে অধিক মর্যাদার আসন দেন এবং তাঁকে চল্লিশ হাজার দিরহাম মোহর প্রদান করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এ ঘরে জন্ম লাভ করেন যায়দ ইব্ন উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)। উমর (রা) শাহাদাত বরণ করলে উম্মু কুলছূমের চাচাত ভাই আওন ইব্ন জাফার (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। আওন (রা)ও স্ত্রীকে রেখে মৃত্যু বরণ করলে তার ভাই মুহাম্মদ ইব্ন জাফার তাঁকে বিয়ে করেন। তারও ইনতিকাল হলে আর এক ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন জাফার (রা)-এর সংগে উম্মু কুলছূম (রা) বিয়ে হয় এবং এ স্বামীর ঘরেই তিনি ইনতিকাল করলেন। এ ছাড়া আবদুল্লাহ ইব্ন জাফার (রা) উম্মু কুলছূমের (পরে তার) বোন যায়নাব (রা)কেও বিবাহ করেছিলেন এবং তিনিও এ স্বামীর ঘরেই ইনতিকাল করেন।

ও দিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে ছয় মাসের ব্যবধানেই ফাতিমা (রা) ইনতিকাল করলেন। এটাই এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধতম অভিমত এবং সহীহ বুখারীতে আইশা (রা) সূত্রের রিওয়ায়াতে এটাই প্রমাণিত। যুহরী ও আবূ জাফার আল বাকির (র)ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে যুহরী (র) থেকে অন্য একটি বর্ণনায়- তিন মাসের ব্যবধানে; আবুয

যুবায়র (র) বলেছেন, দুই মাসের ব্যবধানে। আবূ যুবায়দা (র) বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর পরে ফাতিমা (রা) দিনরাত মিলিয়ে সত্তর দিন বেঁচে ছিলেন। আমর ইব্ন দীনার (র) বলেন, নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পরে ফাতিমা (রা) বেঁচে ছিলেন আট মাস। আবদুল্লাহ ইব্নুল হারিছ (র)ও অনুরূপ বলেছেন। আমর ইব্ন দীনার (র)-এর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে –চার মাসের ব্যবধানে।

আর ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন মারিয়া কিবতী (রা)-এর গর্ভে (পূর্ব বর্ণনা দ্রবষ্ট্য)। তাঁর জন্ম হয়েছিল অষ্টম হিজরীর জিলহজ্জ মাসে। ইব্ন লাহী'মা (র) প্রমুখ সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইবরাহীম (রা)-এর আগমন ঘটলে জিবরীল (আ) আগমন করে বললেন,

السلام عليكم يا ابا ابراهيم - ان الله وهب لك غلاما من ام ولدك مارية وامرك ان لسميه ابراهيم فبارك الله لك فيه وجعله قرة عين لك فى الدنيا والاخرة-

"আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা ইবরাহীম! আল্লাহ আপনাকে আপনার বাঁদী-পত্নীর ঘরে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। তার নাম ইবরাহীম রাখার জন্য আপনাকে হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে তাতে বরকত দান করুন এবং আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁকে আপনার 'নয়ন মণি' করুন।"

হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (র) রিওয়ায়াত করেন। মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন (র).... আমাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হলে তার ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর মনে কিছু দ্বিধার উদ্রেক হল। তখন জিবরীল (আ) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, আসসালামু আলায়কা ইয়া আবা ইবরাহীম!

আসবাত (র) ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস-সুদ্দী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম (সা) পুত্র ইবরাহীম (রা) কত বয়সে পৌঁছেছিলেন। তিনি বললেন, সে ছিল দোলনা জোড়া (মায়ের কোল জোড়া) বেঁচে থাকলে অবশ্যই নবী হত। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সে আসেনি। কেননা, তোমাদের নবী হলেন সর্বশেষ নবী। ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পুত্র ইবরাহীম (রা) বেঁচে থাকলে নবী ও সিদ্দীক হতেন। আবূ উবায়দুল্লাহ ইব্ন মানদা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা) মৃত্যুবরণ করলেন, যখন তার বয়স ষোল মাস। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ادفنوه بالبقع فان له مرضعا يتيم رضاعه فى الجنة "তাঁকে বাকীতে দাফন কর; (কেননা) তার দুধ পান সম্পন্ন করবার জন্য জান্নাতে তার দুধ-মা রয়েছে।"

আবূ ইয়া'লা (র) বলেন, আবূ খায়ছামা (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিবার-পরিজনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে অধিক স্নেহ-মমতাবান কাউকে আমি দেখিনি ইবরাহীম (রা) মদীনার আউয়ালী (উঁচু) মহল্লায় দুধ পানরত ছিল। নবী করীম (সা)

সেখানে চলে যেতেন। আমরাও তার সংগে যেতাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন; ঘরটি ধুয়ায় ভর্তি থাকত। (কারণ) ইবরাহীমে দুধ-পিতা ছিলেন একজন কর্মকার। নবী করীম (সা) তাঁকে (কোলে) তুলে নিতেন এবং পরে ফিরে আসতেন। আমর (র) বলেন, পরে ইবরাহীম (রা)-এর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

ابنى اونه مات فى الثدى - وان له لزئرين تكلملان رشاعه نى الجنة-

ইবরাহীম আমার পুত্র; সে দুধ খাওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তার জন্য দুই জন ধাত্রী মাতা রয়েছে, যারা জান্নাতে তার দুধ পান সম্পন্ন করবে। আর জারীর ও আবূ আওয়ানা (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আমাল (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম তার ষোল মাস বয়সে ইনতিকাল করলেন। নবী করীম (সা) বললেন, ادفنوه البقيع فان له مرضعا فى الجنة- "তাঁকে বাকীতে দাফন কর। কেননা, জান্নাতে তার জন্য স্তন্য দানকারিণী রয়েছে।" আহমাদ (র) ও বারা (রা)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। তদ্রূপ, সুফিয়ান ছাওরী (র)ও হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ফিরাস (র)....বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে। ছাওরী (র) আবূ ইসহাক (র)....বারা (রা) সনদেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন আসাকির (র) আত্তাব ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শাওয়াব (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম (রা) ইনতিকাল করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,-يرضع بقية رضاعه فى الجنة "জান্নাতে তার অবশিষ্ট দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ হবে।" আবূ ইয়ালা আল মাওসিলী (র) বলেন, যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহয়া আল ওয়াসিতী (র) সূত্রে....ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আবী আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম কিংবা কাউকে তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম—নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা) সম্পর্কে। তিনি বললেন, সে শৈশবে মৃত্যুবরণ করে। নবী করীম (সা)-এর পরে কোন নবী হওয়ার (কুদরাতী) ফায়সালা থাকলে অবশ্যই সে বেঁচে থাকত।

ইব্ন আসাকির (র) বলেন, হাফিয আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ (র) বরাতে.... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, لو عاش ابراهيم لكان نبيا- ইবরাহীম বেঁচে থাকলে তিনি অবশ্যই নবী হতেন। ইব্ন আসাকির (র) রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সামুরা (র) সূত্রে .. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (রা) মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, لا تدرجوه فى اكفانه حتى انظر اليه- আমি তাঁকে না দেখা পর্যন্ত তাঁকে কাফনে জড়িয়ে দিও না।" পরে তিনি এসে তার উপরে ঝুঁকে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তার দাড়ি ও গণ্ডদ্বয় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। এ আবূ শায়বা-ও রিওয়ায়াতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না।

ইব্ন আসাকির (র)-এর পূর্ববর্তী রিওয়ায়াত মুসলিম ইব্ন খালিদ আয যানজী (র).... আসমা বিনত য়াযীদ ইব্নুস সাকান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (রা) ইনতিকাল করলে রাসূলুল্লাহ (সা) কাঁদলেন, তখন আবূ বকর ও উমর (রা) বললেন, "আল্লাহ পাকের যথার্থ হক ও অধিকার অনুধাবনে আপনিই সর্বাধিক উপযোগী। তখন নবী করীম (সা) বললেন,

تدمع العين ويحزن القلب - ولا نقول ما يسخط الرب لو لا انه وعد صادق وموعود جامع- وان الاخر منا يتبع الاول - لوجدنا عليك يا ابراهيم وجدا اشد مما وجدنا - وانا بك يا ابراهيم لمحزونون-

"চোখ অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ব্যথিত আর আমরা এমন কিছু বলি না যা প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে। যদি না তা (মৃত্যু) বাস্তব অংগীকার ও সমবেতকারী প্রতিশ্রুতি হত এবং যদি না এমন হত যে, আমাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অনুগমন করে তবে অবশ্যই আমরা তোমার জন্য যত মর্মাহত হয়েছি তাঁর চেয়ে অতি অধিক মর্মাহত হতাম। আর হে ইবরাহীম! তোমার কারণে আমরা অবশ্যই দুঃখ ভারাক্রান্ত।" ইমাম আহমাদ (র) আসওয়াদ ইবন 'আমির (র)....বারা' (রা)-এর বরাতে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রা)-এর জানাযাঁর সালাত আদায় করলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ষোল মাস বয়সে। তিনি বললেন, ان له فى الجنة من يتم رضاعه وهو صديق "অবশ্যই জান্নাতে রয়েছে তাঁর জন্য ধাত্রী যে স্তন্যদানের মেয়াদ পূর্ণ করবে এবং সে একজন সিদ্দীক।" হাকাম ইবন উয়ায়না (র)-এর বরাতে বারা' (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আবূ ইয়া'লা (র) বলেন, কাওয়ারিরী (র)....ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পুত্রের জানাযাঁর সালাত আদায় করলেন। আমি তাঁর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি চার তাকবীর বললেন। ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইবন তালহা ইবন ইয়াযীদ ইবন রুকানা (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করলেন আঠার মাস বয়সে। তাঁর জানাযাঁর সালাত আদায় করা হল না। ইব্ন আসাকির (র) রিওয়ায়াত করেছেন, ইসহাক ইবন মুহাম্মদ আল ফারবী (র)....আলী (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করলে তিনি আলী (রা) ইব্ন আবূ তালিবকে ইবরাহীমের মা মারিয়া কিবতীয়ার কাঁছে পাঠালেন। মারিয়া (রা) তখন একটি কক্ষে অবস্থান করছিলেন। আলী (রা) ইবরাহীমের মৃতদেহ একটি থলেতে তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে নিজের সামনে রেখে দিলেন। তাঁরপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে নিয়ে আসলে তিনি তাঁকে গোসল দিয়ে ও কাফন পরিয়ে তাঁকে নিয়ে বের হলেন। লোকেরাও তাঁর সংগে বের হল। পরে মুহাম্মদ ইবন যায়দ (রা)-এর বাড়ির পাশ্ববর্তী গলিপথের ধারে দাফন করলেন। আলী (রা) তাঁর কবরে নামলেন এবং তাঁর (বগলী) কবরে মাটি সমান করে দিয়ে দাফন সম্পন্ন করলেন। পরে বের হয়ে এসে তাঁর কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাত কবরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, اما والله انه لنبى ابن نبى "শোনো! আল্লাহর কসম! সে অবশ্যই নবী পুত্র নবী।"[১] রাসূলুল্লাহ (সা) কাঁদলেন এবং তাঁর চারপাশে মুসলমানরাও কেঁদে উঠলেন। এমন কি কান্নার আওয়াজ উঁচু হয়ে উঠল। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

---

১. [এ বর্ণনাটি পূর্বোল্লিখিত সহীহ রিওয়ায়াতের পরিপন্থি বিধায় এটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইবরাহীম বেঁচে থাকলে নবী হত—অর্থাৎ যদি নবুওতের সম্ভাবনা থাকত।—সম্পাদক মণ্ডলী]

تدمع العين يحزن القلب - ولا نقول ما يغضب الرب - وانا عليك يا ابراهيم لمحزونون-

"**চোখ অশ্রু** টলমল, হৃদয় বেদনাহত; এবং আমরা এমন কিছু বলব না যা প্রতিপালকের **ক্রোধ সৃষ্টি** করে। আর হে ইবরাহীম! তোমার বিয়োগে আমরা সকলেই দুঃখ ভারাক্রান্ত।" ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করেন দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের দশ দিন যেতে। তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার মাস। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল নাজ্জার গোত্রের বনূ মাযিন পরিবারের উম্মু বারযাঃ বিনতুল মুনযির (রা)-এর বাড়িতে এবং তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল বাকীতে।

গ্রন্থাকারের মন্তব্য ঃ আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, ইবরাহীম (রা)-এর মৃত্যুর দিন সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ হয়েছে। তখন নবী করীম (সা) ভাষণ দিয়ে বললেন,

ان الشمس والقمر ايات الله عزوجل - لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته-

"সূর্য ও চন্দ্র মহান মহীয়ান আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না।" হাফিয আবুল কাসিম ইবন আসাফির (র) এটি উদ্ধৃত করেছেন।

নবী করীম (সা)-এর গোলাম, বাঁদী, খাদিম, সচিববৃন্দ ও বিশ্বস্ত সহচরবৃন্দ

আল্লাহ্ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করে এ প্রসংগের আদ্যোপান্ত বিবরণ প্রদানের প্রয়াস পাব

এক ঃ আবূ যায়দ উসামা ইবন হারিছা আল কালবী (রা)। মতান্তরে আবূ যায়ীদ বা আবূ মুহাম্মদ– রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম এবং অন্যতম আযাদকৃত গোলাম (যায়দ)-এর পুত্র; তাঁর প্রিয়জন ও প্রিয়জনের পুত্র। তাঁর মা হলেন উম্মু আয়মান; যাঁর নাম ছিল বারাকাঃ, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শৈশবে কোলে-পিঠে করে লালন-পালন করেছেন এবং নুবুওয়্যাত প্রাপ্তির পরে প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

জীবনের শেষ দিনগুলিতে রাসূলুল্লাহ (সা) উসামা (রা)-কে সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার কিংবা উনিশ। নবী করীম (সা)-এর ওফাতকালে তিনি এক বিশাল বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। যে বাহিনীতে তালিকাভুক্ত ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও। কারো কারো মতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও। তবে এ অভিমতটি দুর্বল। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা)-ই তাঁকে (সালাতের) ইমামতির জন্যে নিয়োগ করেছিলেন। আগেই বিবৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে যাওয়ার সময় উসামা বাহিনী জুরদে অবস্থান করছিল। আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে রেখে যাওয়ার জন্য উসামাকে অনুরোধ করলেন। যাতে তিনি তাঁর কাছে কাঁছে থাকতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁর পরামর্শের আলো পেতে পারেন। তখন উসামা (রা) তাঁকে রেখে গেলেন। উসামা বাহিনীকে পরিকল্পিত অভিযান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আবূ বকর (রা)-এর সংগে সাহাবা-ই কিরামের দীর্ঘ বাদানুবাদ ও মত বিনিময়ের পূর্বেও তিনি তাতে দৃঢ় সংকল্প থাকলেন। সকলের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেঁধে দেওয়া পতাকা আমি কখনো খুলব না।"

বাহিনী অভিযাত্রা শুরু করে শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) দেশের তুখূম আল-বালকা-য় উপনীত হল। এখানেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন একে একে উসামার পিতা যায়দ। জাফার ইবন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)। ঐ অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করে তিনি গণীমত লাভ করলেন এবং অনেককে বন্দী করে বিজয়ীরূপে প্রত্যাবর্তন করলেন। বিবরণ শীঘ্রই আসছে। এ কারণেই উমর (রা) যখনই উসামা (রা)-এর দেখা পেতেন তখনই বলতেন, হে সেনাপতি! আসসালামু আলায়কা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সেনাধক্ষের প্রতীকী পতাকা বেঁধে দিলে কেউ কেউ তাঁর সেনাপতিত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এক ভাষণে এ প্রসংগে বলেছিলেন,

ان تطعنوا فى امارته - فقد طعنتم فى امارة ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للامارة وان كان لمن احب الخلق الى بعده

"তোমরা যদি তাঁর সেনাপতিত্বের সমালোচনা করে থাক, তবে তো তোমরা তাঁর পিতার সেনাপতিত্বেরও সমালোচনা করেছিলে। অথচ আল্লাহর কসম! অবশ্য সে সেনাপতি হওয়ার যোগ্য ছিল। আর অবশ্যই তাঁর পরে এ (উসামা)-ই সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয়।" এ বর্ণনা রয়েছে সহীহ গ্রন্থে মূসা ইবন উকবা (র) সূত্রে। এছাড়াও সহীহ বুখারীতে খোদ উসামা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে এবং হাসানকে (কোলে) তুলে নিয়ে বলতেন, اللهم انى احبهما فاحبهما "ইয়া আল্লাহ! আমি এ দু'জনকে ভালবাসি, আপনিও এ দু'জনকে ভালবাসবেন। শা'বী (র) আইশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি - من احب الله ورسوله فليحب اسامة بن زيد "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে সে যেন উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে ভালবাসে।" এ কারণেই, উমর (রা) যখন লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা নির্ধারণ করলেন তখন উসামা (রা)-কে পাঁচ হাজারী তালিকায় তালিকাভুক্ত করলেন, আর খলীফা পুত্র আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে রাখলেন চার হাজারীতে। এ বিষয় তাঁকে বলা হলে তিনি বললেন, 'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল এবং তাঁর বাপও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তোমার বাপের চেয়ে অধিকতর প্রিয় ছিল।' আবদুর রাজ্জাক (র) রিওয়ায়াত করেছেন, মা'মার (র)....উসামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে তাঁর অসুস্থতাকালে দেখতে যাওয়ার সময়-বদর অভিযানের আগে-তাঁকে (উসামাকে) নিজের পিছনে গাধার পিঠে সহ-আরোহী করেছিলেন। গাধার পিঠে ছিল একটি মখমলি চাদর।

গ্রন্থকারের বক্তব্য ঃ অনুরূপ, বিদায় হজ্জেও আলোচনায় আমরা যেমন বিবৃত করে এসেছি। আরাফাত হতে মুযদালিফায় প্রস্থানকালেও নবী করীম (সা) তাঁর উটনীর পিঠে উসামা (রা)-কে সহ-আরোহী করেছিলেন।

অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, উসামা (রা) আলী (রা)-এর অভিযানসমূহের কোনটিতে তাঁর সংগে অংশগ্রহণ করেননি এবং এ বিষয় সে নবী করীম (সা)-এর সেই উক্তি উদ্ধৃত করে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও তাঁকে হত্যা করা প্রসংগে নবী করীম (সা) তাকে বলেছিলেন। নবী করীম (সা) বলেছিলেন,

من لك بلا اله الا الله يوم القيامة - اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله ؟ من لك بلا اله الا الله يوم القيامة-

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রতিপক্ষে কিয়ামতের দিন কে তোমার যিম্মা নেবে ? সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরেও তুমি তাঁকে হত্যা করলে ? কে নিবে তোমার যিম্মা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর মুকাবিলায় কিয়ামতের দিন ?" (আল-হাদীস) তাঁর ফযীলতের বিবরণ সুদীর্ঘ। আল্লাহ তাঁর প্রতি তুষ্ট থাকুন। তাঁর গাত্র বর্ণ ছিল রাতের মত নিকষ কালো। বেঁটে লোক, মাধুর্যপূর্ণ ও সুদর্শন অবয়ব। উঁচুদরের বাগ্মী ও আল্লাহ ওয়ালা আলীম ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন গুণাবলীতে তাঁরই অনুরূপ। তবে তাঁর বর্ণ ছিল ধবধবে সাদা। এ জন্য বংশ সূত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকেরা কেউ কেউ তাঁর বংশ ধারার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছিল। এবং এ কারণেই তাঁরা যখন পিতা-পুত্র কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তাঁদের দু'জনের পা –উসামার সেই কালো আর তাঁর পিতা যায়দের সে সাদা পা ছিল কম্বলের বাইরে। তখন মুজাযযায মুদলিজী (র) সে স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন সুবহানাল্লাহ! এ পাগুলির কতক অবশ্যই অন্য কতক হতে নির্গত (অথচ এক জোড়া সাদা ও অন্য জোড়া কাল)[১]। তাঁর এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হলেন এবং আইশা (রা)-এর কাঁছে গিয়ে বললেন, তখন আনন্দে তাঁর মুখমণ্ডলের রেখাগুলি জ্বল জ্বল করছিল।

الم ترى ان مجززا نظر انفا الى زيدبن حارثة واسامة بن زيد فقال - ان بعض هذه الاقدام لمن بعض-

"তুমি দেখেছ কি যে, (কিয়াফাবিদ) মুজাযযায এইমাত্র যায়দ ইবন হারিছা ও উসামা ইবন যায়দ কে দেখে বলেছে, অবশ্যই এ পাগুলির কতক অন্য কতক হতে।"[১]

এ হাদীসের যুক্তিতে হাদীস বিশারদ ফকীহগণ –যেমন শাফীঈ ও আহমাদ (র) প্রমুখ ইমামগণ বংশ সূত্রে মিশ্রণ ও দ্বিধার ক্ষেত্রে কিয়াফা তথা হাত-পায়ের রেখা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মীমাংশায় উপনীত হওয়া যথার্থ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারণ, এ হাদীসে বিষয়টির প্রতি নবী করীম (সা)-এর 'অনুমোদন' এবং এতে তাঁর আনন্দবোধ প্রমাণিত হয়েছে। ইমামদ্বয়ের এ অভিমতের বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। (এখানে আলী (রা)-এর প্রসংগ উত্থাপনে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা প্রতিপন্ন করা যে) উসামা (রা) ইনতিকাল করেছিলেন চুয়ান্ন হিজরী সনে। আবূ উমর (র) এ বর্ণনাকে যথার্থ বলেছেন। অন্যান্যদের মতে আটান্ন কিংবা উনষাট হিজরীতে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উসমান (রা)-এর শাহাদাত লাভের পর। আল্লাহ্ সমধিক অবগত। সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ সকলেই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে উসামা (রা) সূত্রের হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

দুই ঃ নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলামের তালিকায় রয়েছেন আসলাম (রা)। মতান্তরে, ইবরাহীম; মতান্তরে ছাবিত; মতান্তরে হুরমুয। তাঁর কুনিয়াত আবু রাফি' এবং জাতি গোষ্ঠিতে তিনি কিবতী। বদরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। কেননা,

---

১. [মুজাযযায (রা) ছিলেন নববী যুগের শ্রেষ্ঠ কিয়াফা (হাত-পায়ের রেখা) বিশারদদের অন্যতম। –অনুবাদক]

তখনও তিনি তাঁর মনিব পরিবার আব্বাসীদের সংগে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি (কাঠ ছেঁচে) তীর তৈরী করতেন। বদর যুদ্ধের খবর মক্কায় পৌছলে খবীছ আবূ লাহাবের সংগে তাঁর যে ঘটনা ঘটেছিল তাঁর বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।-আল্লাহর জন্য সব হামদ। পরে তিনি হিজরত করেন এবং উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধাভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লিখতে জানতেন। কূফায় আলী (রা)-এর দফতরে নিবন্ধকের কাজ করেছেন। এ তথ্য দিয়েছেন মুফাযযাল ইবন গাসসান আল গুলাবী (র)। উমর (রা)-এর যুগে তিনি মিশর বিজয়ের অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর মালিকানায় ছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর জন্য তাঁকে হিবা করে দিলে নবী করীম (সা) তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং তার আযাদকৃত বাঁদী সালমা (রা)-কে তাঁর সংগে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাঁদের অনেক সন্তন-সন্ততি হয়েছিল। তিনি নবী করীম (সা)-এর আসবাব-পত্র হিফাজতের দায়িত্ব পালন করতেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন জা'ফার ও বাহয (র)....আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকার দায়িত্বে নিয়োজিত করলে সে আবূ রাফি' (রা)-কে বলল, তুমি আমার সংগে চল, যাতে সাদাকার কিছু অংশ (ভাতা রূপে) পেতে পার। আবূ রাফি' (রা) বললেন, না, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নেই। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাঁছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم منهم "সাদাকা আমাদের (নবী পরিবারের) জন্য হালাল নয়, আর কোন জনগোষ্ঠির মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)-ও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।" ছাওরী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবূ লায়লা (র) সূত্রে। আবূ ইয়া'লা (র) তাঁর মুসনাদে ... আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খায়বারে থাকাকালে তাঁরা তীব্র শীতের সম্মুখীন হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, من كان له لحاف فليلحف من لا لحاف له 'যাঁর লেপ আছে সে যেন যাঁর লেপ নেই তাঁকে নিজের লেপে শরীক করে নেয়।" আবূ রাফি' (রা) বলেন, আমাকে লেপে শরীক করে নিবে এমন কাউকে না পেয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাঁছে এলে তিনি নিজের লেপ আমার গায়ে তুলে দিলেন। আমরা সকাল পর্যন্ত (এক সংগে) ঘুমিয়ে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পায়ের কাঁছে একটি সাপ দেখতে পেয়ে বললেন, يا ابا رافع اقتلها اقتلها "আবূ রাফি'! ওটাকে মেরে ফেল, ওটাকে মেরে ফেল" ছয় সহীহ গ্রন্থের সংকলকগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে আবূ রাফি' (রা) সূত্রের রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। আলী (রা)-এর খিলাফত কালে তিনি ইনতিকাল করেন।

তিন ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলাদের আর একজন হলেন আনসাঃ ইবন যিয়াদাঃ ইবন মুশাররাহ, মতান্তরে আবূ মুসাররাহ। মাহাজিরী আস সারাহ (পর্বতশ্রেণী) অঞ্চলের মুয়াল্লাদ* বংশোদ্ভূত। উরওয়া, যুহরী, মূসা ইবন উশবা, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও বুখারী এবং অন্য অনেকের মতে তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মজলিসে উপবেশনকালে আগন্তুকদের জন্য নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি গ্রহণে নিযুক্তদের (অর্থাৎ দ্বার প্রহরীদের) অন্যতম ছিলেন। খলীফা ইবন খ্যায়্যাত (র) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .. ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আনসা (রা) বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, এ বিষয়টি আমাদের কাঁছে

প্রামাণ্য নয়। তবে আমি বিদ্বান মনীষীদের তাঁর উহুদে উপস্থিতির কথা সপ্রমাণ করতে **দেখেছি** এবং অনেক দিন বেঁচে থাকার পরে আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর ইনতিকাল করার কথা তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন।

চার ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম আযাদকৃত গোলাম হলেন আয়মান ইবন উবায়দ ইবন যায়দ আল হাবশী (রা)। ইবন মানদা (র) তার বংশধারা আওফ ইবনুল খাযরাজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু এতে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে। ইনি উসামা (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভাই−অর্থাৎ উসামার মা বারাকাহ উম্মু আয়মান ছিলেন এ আয়নাব (রা)-এরই মা। ইবন ইসহাক (র) বলেছেন। ইনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর উযু-গোসলের দায়িত্বে নিয়োজিত। হুনায়ন যুদ্ধের সংকটকালে অবিচল স্বল্প সংখ্যকের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তিনি বলতেন যে, তাঁর ও তাঁর সহযোগী অন্যদের সম্বন্ধেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا-

সুতরাং যে তাঁর প্রতিপালকের দীদারের আশা করে সে যেন নেক আমল করে এবং তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে" (১৮ ঃ ১১০)।

শাফি'ঈ (র) বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর সংগে হুনায়ন যুদ্ধে শরীক হয়ে আয়মান (রা) সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং তাঁর নিকট হতে বর্ণিত মুজাহিদ (র)-এর রিওয়ায়াতের সনদ বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ মনসূর−মুজাহিদ−আতা (র) সনদে আয়মান হাবশী (রা) থেকে বর্ণিত ছাওরী (র)-এর রিওয়ায়াত −আয়মান (রা) বলেন, নবী করীম (সা) 'ঢাল' এর সমমূল্যের জিনিসের ক্ষেত্রেই শুধু চোরের হাত কেটেছেন। আর সে সময় ঢাল-এর বাজার দর ছিল এক দীনার। আবুল কাসিম বাগাবী (র)-ও মু'জামুস সাহাবা গ্রন্থে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন−হারূন ইবন আবদুল্লাহ.....মুজাহিদ ও 'আতা (র) সূত্রে, আয়মান (রা) থেকে। তিনি নবী করীম (সা) থেকে −অনুরূপ বর্ণিত করেছেন। এ বর্ণনার দাবী হল তাঁর মৃত্যু নবী করীম (সা)-এর পরে হওয়া। (যদি না হাদীসের সনদকে মুফাল্লাস (উর্ধতন রাবীর নাম উহ্য বলা হয়।−) তবে আয়মান নামের অন্য কাউকে বুঝানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে ইব্‌ন ইসহাক (র) সহ জামহুরের মতে, আয়মান (রা)-কে হুনায়নে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীগণের অন্ত র্ভুক্ত।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা)-এর সংগে তাঁর ছেলে হাজ্জাজ ইবন আয়মান (রা)-এর একটি ঘটনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতম মাওলা বাযাম-এর আলোচনা তাহমান (রা) প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

পাঁচ ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) ছিলেন ছাওবান ইবন বাহদাদ (রা)। মতান্তরে, ইবন জাহদার। কুনিয়াত আবূ আবদুল্লাহ, মতান্তরে আবূ আবদুল করীম; মতান্তরে আবূ আবদুর রহমান। তাঁর বংশের আদি বাসস্থান হচ্ছে মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী আস-সারাহ (পর্বত শ্রেণীর) এলাকা। মতান্তরে, তিনি য়ামানবাসী হিময়ার গোত্রের এবং কারো কারো মতে 'হান' বংশের। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মাযহিজ-এর শাখা হাকাম

✲ [معلد] আরব বংশোদ্ভূত অনারবঃ খাঁটি আবর নয় এমন।−অনুবাদক]

ইবন সা'দ আল আশীরা গোত্রের। জাহিলী যুগে তিনি যুদ্ধ বন্দী হন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে খরীদ করেন এবং তাঁকে মুক্তি দান করে এই মর্মে ইখতিয়ার প্রদান করেন যে, তাঁর ইচ্ছা হলে সে স্বগোত্রে ফিরে যেতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সে থেকেও যেতে পারে। এবং তেমন করলে সে আহলে বায়ত –নবী পরিবারের সদস্য সাব্যস্ত হবে। তিনি নবী করীম (সা)-এর 'আযাদকৃত' রূপে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেশে-বিদেশে ও বাড়িতে-সফরে কখনো তাঁর সংগ ত্যাগ করেন নি। উমর (রা)-এর যুগে মিশর বিজয় অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং পরে হিমস-এ চলে যান এবং সেখানে একটি বাড়ি তৈরী করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত সেখানে বসবাস করে চুয়ান্ন হিজরীতে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু চুয়াল্লিশ হিজরীতে বলেছেন, কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। মতান্তরে, তাঁর মৃত্যু মিশরে হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হিমস-এ হাওয়ার অভিমতই সঠিক। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। বুখারী –কিতাবুল আদাব-এ তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফে এবং সুনান চতুষ্টয়েও তার রিওয়ায়াত রয়েছে।

ছয় ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা হুনায়ন (রা)। তিনি ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ (ইবন হুনায়ন)-এর দাদা। আমাদের কাঁছে এরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন এবং তাঁকে উযু করিয়ে দিতেন। নবী করীম (সা) উযু সম্পন্ন করলে তিনি উযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে সাহাবী (রা) গণের নিকট যেতেন। তাঁদের কেউ তা পান করতেন এবং কেউ তা মুখে মাখতেন। একবার হুনায়ন (রা) তা নিজের কাঁছে রেখে দিয়ে একটি কলসিতে করে লুকিয়ে রাখলেন। সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর দরবারে তাঁর নামে অভিযোগ করলে নবী করীম (সা) বললেন, ما تصنع به "তুমি তা দিয়ে কি করবে ?" তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাঁছে তা সঞ্চিত রেখে পান করব। নবী করীম (সা) বললেন, هل رأيتم غلاما احصى ما احصى هذا *"তোমরা কোন তরুণকে এমন কিছু সংরক্ষণ করতে দেখেছ যা এ তরুণ সংরক্ষণ করেছে ?"* পরে নবী করীম (সা) স্বীয় চাচা 'আব্বাস (রা)- কে তাঁর এ মাওলাটিকে হিবা করে দেন। তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেন। (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাযী হোন)।

নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা ছিলেন যাকওয়ান (রা)। তাহমান (রা)-এর আলোচনায় তাঁর কথা আলোচিত হবে।

সাত ঃ অন্যতম মাওলা রাফি' কিংবা আবূ রাফি'; ডাক নাম আবুল বাহী। আবূ বকর ইবন খায়ছামা (র) বলেন, প্রথমে তিনি 'আস-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু উহায়হা সা'ঈদ-এর মালিকানায় ছিলেন। তাঁর পুত্ররা তাঁকে মীরাছ রূপে পাওয়ার পরে তাঁদের তিনজন নিজেদের অংশ আযাদ করে দিলেন। বদর যুদ্ধে তাঁদের সংগে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের তিন জনেরই মৃত্যু হল। পরে আবূ রাফি' (রা) তাঁর মনিব সা'ঈদের পুত্রদের নিকট হতে খালিদ ইবন সা'ঈদের অংশ বাদে অন্যান্য অংশ খরিদ করলেন। খালিদ (রা) তাঁর অংশ নবী করীম (সা)-কে হিবা করলেন। নবী করীম (সা) হিবা গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। এ কারণে তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা। তাঁর পরে তাঁর সন্তানরাও অনুরূপ আত্মপরিচয় দিত।

আট ঃ অন্যতম গোলাম রাবাহ, আল আসওদ (কৃষ্ণকায় রাবাহ) ইনিও নবী করীম (সা)-এর দরবারে অনুমতি গ্রহণ করে দেয়ার (দ্বার রক্ষী) দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। নবী করীম

(সা) তাঁর স্ত্রীগণের সংগে ঈলা'[১] করে পরে তাঁদের সংশ্রব বর্জনের উদ্দেশ্যে যখন মাশরাবা কক্ষে অবস্থান করছিলেন তখন ঐ কক্ষে প্রবেশের ব্যাপারে উমর (রা)-এর জন্য তিনিই অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। ইকরিমা ইবন আম্মার (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে তাঁর নামের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওকী' (র)....সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাবাহ্ নামে নবী করীম (সা)-এর একজন গোলাম ছিলেন।

নয় ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা রুওয়ায়ফি' (রা)। মুস'আব ইবন আবদুল্লাহ আয যুবায়রী ও আবূ বকর ইব্ন আবু খায়ছামা (রা) তাঁকে এভাবে মাওলা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফত কালে রুওয়ায়ফি' (রা)-এর পুত্র খলিফার দরবারে প্রার্থী প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হলে খলিফা তাঁর জন্য ভাতা মনজুর করলেন। বর্ণনাকারীদ্বয় বলেন, তাঁর বংশধারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকেনি।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ খিলাফতে রাশিদার অনুসারী মহান খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয (র) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলাদের প্রতি অত্যন্ত মনযোগী ছিলেন। তাঁদের পরিচিতি লাভ এবং তাঁদের প্রতি সদাচরনে উদগ্রীব ছিলেন। তিনি তাঁর খিলাফত আমলে মদীনার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিম মনীষী আবূ বকর ইব্ন হায্ম (রা)-এর কাঁছে এই মর্মে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন খিলাফতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম-বাঁদী ও খাদিমদের অনুসন্ধানে ব্রতী হন (এবং তাঁদের পরিসংখ্যান তৈরী করেন)। এ বর্ণনা ওয়াকিদী (র) এর। আবূ আমর (র) রুওয়ায়ফি' (রা)-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীসের অবগতি আমি লাভ করিনি। ইবনুল আছীর (র) তাঁর (উসদুল) গাবাঃ গ্রন্থে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

দশ ঃ নবী করীম (সা)-এর প্রিয়তম মাওলা যায়দ ইবন হারিছা আল কালবী (রা)। মূতা যুদ্ধে তাঁর শাহাদাত লাভের বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করেছি। মূতা অভিযান ছিল মক্কা বিজয়ের কয়েক মাস আগে অষ্টম হিজরীর জুমাদা (আউয়াল) মাসে। যায়দ (রা)-ই ছিলেন সে অভিযানের প্রধান সেনাপতি। তাঁর পরে সেনাপতি হলেন জা'ফার (রা) এবং তাঁদের দু'জনের পরে হলেন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)। আইশা (রা) হতে এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে কোন অভিযানে পাঠালে তাঁকেই সেনাপতি নিয়োগ করতেন এবং নবী করীম (সা)-এর পরে তিনি বেঁচে থাকলে অবশ্যই তিনি তাঁকে খলিফা মনোণীত করে যেতেন। রিওয়ায়াত আহমদ (র)-এর।

এগার ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা আবূ ইয়াসার যায়দ (রা)। মু'জামুস সাহাব গ্রন্থে আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেছেন, তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। তিনি একটি মাত্র হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর বর্ণিত অন্য কোন হাদীসের অবগতি আমরা পাইনি। মুহাম্মদ ইবন 'আলী আল জাওযিজানী (র)....বিলাল ইবন ইয়াসার ইবন যায়দ —নবী করীম (সা)-এর

---

১. এক মাস স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস না করার কসম করেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর এ কসমকেই ঈলা বলা হয়েছে। —অনুবাদক

মাওলা থেকে। তিনি তাঁর পিতা সূত্রে দাদা (যায়দ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন,

من قال استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه - غفرله وان كان فرمن الزحف

"যে ব্যক্তি استغفر الله اتوب اليه দু'আ বলবে (অর্থাৎ আমি ইসতিগফার ও ক্ষমা ভিক্ষা করছি সে আল্লাহর সকাশে যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই; যিনি চিরঞ্জীব, চির বিদ্যমান; এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি ও ধাবিত হচ্ছি) তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এমন কি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন (এর ন্যায় মহা পাপ) করে থাকলেও।" আবূ দাঊদ (র) আবূ সালামা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী (র)–আবূ সালামা (র)....ঐ সনদে। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, গরীব–একক সূত্রীয়; এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় আমরা এ হাদীসের পরিচিতি লাভ করিনি।

বার ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম বিশিষ্ট মাওলা আবূ আবদুর রহমান সাফীনা (রা)। মতান্তরে, আবুল বুখতারী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মিহরান। মতান্তরে, আবস; মতান্তরে আহমার; মতান্তরে রূমান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সাফীনা উপাধি দিলেন। কারণের বর্ণনা আসছে এবং সেটিই তাঁর নামের উপরে প্রাধান্য পেয়ে যায়। প্রথমে তিনি উম্মু সালামা (রা)-র গোলাম ছিলেন। আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত করার শর্তে উম্মু সালামা (রা) তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি এ শর্ত গ্রহণ করে বললেন, আপনি আমার উপর শর্ত আরোপ না করলেও আমি তাঁর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হতাম না (এ হাদীস রয়েছে সুনান গ্রন্থসমূহে)। তিনি ছিলেন আরবী বংশোদ্ভূত অনারব। মূলত তিনি পারস্য দেশীয়। তিনি হলেন সাফীনা ইবন মাফিনা (রা)।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুন নায্‌র (র) সাফীনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, الخلافة فى امتى ثلاثون سنة - ثم ملكا بعد ذالك "আমার উম্মতের মাঝে খিলাফত (পদ্ধতি) ত্রিশ বছর (স্থায়ী হবে)। তাঁর পরে হবে রাজতন্ত্র।" তারপর সাফীনা (রা) বললেন, ধর- আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত, উমর (রা)-এর খিলাফত, উসমান (রা)-এর খিলাফত এবং সেই সাথে ধর 'আলী (রা)-এর খিলাফত। তারপর রাবী বললেন, আমরা এতে ত্রিশ বছর পেলাম। পরবর্তী খলীফাদের প্রতি আমি নজর করলাম। কিন্তু হিসাবে তাদের জন্য ত্রিশ বছরের মিল দেখতে পেলাম না। রাবী হাশরাজ (র) বলেন, আমি সা'ঈদ (র)-কে বললাম, সাফীনা (রা)-এর সংগে আপনার সাক্ষাত হল কোথায় ? তিনি বললেন, বাতন-ই-নাখলা-য়–হাজ্জাজ এর শাসনামলে। আমি তাঁর কাছে তিন রাত অবস্থান করে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আমি তাঁকে বললাম, আপনার নাম কি ? তিনি বললেন, সে খবর আমি তোমাকে দিচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নাম সাফীনা রেখেছেন। আমি বললাম, তিনি আপনার নাম সাফীনা রাখলেন কেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সংগে নিয়ে বের হলেন। তাদের পথের বোঝা তাদের কাছে ভারী হতে থাকলে নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, তোমার চাদরটি বিছিয়ে দাও। আমি তা বিছিয়ে দিলে তারা তাদের আসবাবপত্র তাতে রাখতে লাগলেন। তারপর তা আমার মাথায় তুলে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, احمل فانما انت سفينة "তুলে

নাও, তুমি তো একটা জাহাজ।" সুতরাং সে দিন যদি আমি একটা উটের বোঝা কিংবা দুই উটের, কিংবা তিন উটের, কিংবা চার, কিংবা পাঁচ, কিংবা ছয়, কিংবা সাত উটের বোঝা তুলে নিতাম তবুও তা আমার জন্য ভারী হত না। হ্যাঁ, তবে যদি তারা তা পুনঃ পুনঃ করতেন....। উল্লেখিত হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী (র)-ও রিওয়ায়াত করেছেন। তাদের ভাষ্য হল, خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا "নুবুয়্যাতের অনুগামী খিলাফত ত্রিশ বছর; তার পরে হবে রাজকীয় পদ্ধতি। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, বাহয (র)....সাফীনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে ছিলাম। পথে যখনই কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন সে তাঁর কাপড়-চোপড়, ঢাল-তরবারী আমার উপর ফেলে দিত।

এভাবে আমি এধরনের অনেক কিছু বহন করলাম। তখন নবী করীম (সা) বললেন, انت سفينة তুমি সাফীনা, জাহাজ। তাঁর সাফীনা নামকরণের ব্যাপারে এটাই প্রসিদ্ধ বিবরণ। ওদিকে আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেছেন, আবুর রাবী' সুলায়মান ইবন দাউদ আয্ যাহ্‌রানী ও মুহাম্মদ ইবন জাফার আল ওয়ারকানী (র)....উম্মু সালামা (রা)-এর একজন আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাসলুল্লাহ (সা)-এর সংগে ছিলাম। আমরা একটি নিম্নভূমি -কিংবা একটি খালের কাছে পৌছলাম। আমি তখন লোকদের পার করিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, ما كنت منذ اليوم الا سفينة "আজ দিন ভর তুমি তো একটা জাহাজই ছিলে।" ইমাম আহমদ (র) আসওয়াদ ইবন 'আমির (র) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ ইবন মানদা (র) বলেছেন, হাসান ইবন মুকরিম (র)....সাফীনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাগরে আমরা একটি জাহাজের আরোহী হলাম। জাহাজ ভেঙ্গে গেলে আমি তাঁর একটি তক্তায় উঠলাম। সাগর আমাকে একটি দ্বীপে ঠেলে দিল। যেখানে একটি সিংহ ছিল। হঠাৎই তাঁকে দেখে আমি ভড়কে গেলাম। আমি বললাম, হারিছের বাপ (বনরাজ)[1] আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর গোলাম। তখন সে আমাকে তাঁর কাধ দুলিয়ে ইংগিত করতে লাগল এবং এভাবে আমাকে রাস্তায় তুলে দিল। পরে গলা ঘড়ঘড় করল। আমি ভাবলাম যে, ওটা তাঁর সালাম।

আবুল কাসিম আল বাগাবী (র) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবন হানি (র)....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির সনদে সাফীনা (রা) হতে। বাগাবী (র) মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল মুখাররামী (র)....সনদেও বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তাঁর অন্য একটি রিওয়ায়াত হারূন ইবন আবদুল্লাহ (র).....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক সিংহের সাথে আমার সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম সাফীনা। সাফীনা (রা) বলেন, সিংহ তখন তাঁর লেজ দিয়ে মাটিতে আঘাত করল এবং বসে পড়ল।

মুসলিম (র) এবং সুনান গ্রন্থকারগণ তাঁর বর্ণিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি বাতন-ই-নাখলায় বসবাস করতেন এবং হাজ্জাজের শাসনকাল পর্যন্ত তিনি জীবন পেয়েছিলেন

---

১. আবুল হারিছ (ابو الحارث) [illegible] সিংহকে আরবীতে রূপকভাবে [illegible] হয়ে থাকে।—অনুবাদক

-তের ঃ আবূ আবদুল্লাহ সালমান আল ফারিসী (রা)। ইসলাম গ্রহণ সূত্রে নবী করীম (সা)-এর মাওলা।[১] মূলতঃ তিনি পারস্য দেশীয়। ঘটনা পরম্পরায় দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে মদীনার জনৈক ইয়াহূদীর গোলামরূপে তিনি মদীনায় নীত হন। রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে সালমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে পরামর্শ দিলে তিনি নিজের ইয়াহূদী মনিবের সাথে বিনিময় প্রদান সাপেক্ষে মুক্তির চুক্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি তাঁকে নিজের সংগে সম্পৃক্ত করে বললেন, سلمان منا اهل البيت "সালমান আমাদের নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর দেশ ত্যাগ এবং একে একে ভিবন্ন ধর্মযাজকের সান্নিধ্যে অবস্থান এবং অবশেষে তার মদীনায় উপনীত হওয়ার বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দেয়া হয়েছে নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পরবর্তী প্রাথমিক ঘটনাসমূহের বিবরণ প্রসংগে। তিনি ইনতিকাল করেন উসমান (রা)-এর খিলাফত যুগের শেষ দিকে পয়ঁত্রিশ হিজরীতে কিংবা ছত্রিশ হিজরীর প্রথম পর্বে। কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যু হয় উমর (রা)-এর খিলাফত যুগে। তবে প্রথম অভিমতটি সংখ্যাগরিষ্ঠের। 'আব্বাস ইবন ইয়াযীদ আল বাহরানী (র) বলেন, সালমান (রা)-এর জীবন অন্তত দুইশত পঞ্চাশ বছর হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানবর্গ দ্বিধান্বিত নন। তবে এর অধিক সাড়ে তিনশত বছর পর্যন্ত সংখ্যায় তাদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী যুগের হাফীযুল হাদীসগণের কেউ কেউ অবশ্য দাবী করেছেন যে, তাঁর বয়স একশ বছরের সীমা অতিক্রম করেনি। আল্লাহ সঠিক ও সমধিক অবগত।

চৌদ্দ ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম গোলাম শুকরান আল হাবশী (রা)। তাঁর নাম ছিল সালিহ ইবন 'আদী। নবী করীম (সা) তাঁকে পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছিলেন। মুস'আব আয যুবায়রী ও মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) বলেছেন, প্রথমে তিনি আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর মালিকানায় ছিলেন। তিনি তাঁকে নবী করীম (সা)-এর জন্য হিবা করলেন। আহামদ ইবন হাম্বল (র) ইসহাক ইবন 'ঈসা (র) সূত্রে আবূ মা'শার (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুকরান (রা)-কে বদরে অংশগ্রহণকারী গোলামদের তালিকাভুক্ত করেছেন। এ কারণে তাঁকে গণীমতের পূর্ণাঙ্গ অংশ দেয়া হয়নি। তবে নবী করীম (সা) তাঁকে যুদ্ধ বন্দীদের দেখাশুনার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। পরে প্রত্যেক বন্দী পুরুষ তাঁকে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করলে তাঁর প্রাপ্ত অংশ গণীমতের একটি পূর্ণাঙ্গ অংশের চেয়ে অধিক হয়ে গেল, বর্ণনাকারী (আবূ মা'শার) বলেন, বদরে আরো তিন জন গোলাম উপস্থিত ছিলেনঃ ১। আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর গোলাম; ২। হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা)-এর গোলাম এবং ৩। সা'ঈদ ইবন মু'আয (রা)-এর গোলাম। নবী করীম (সা) তাদের শান্ত্বনা পুরস্কাররূপে কিছু কিছু উপহার দিয়ে দিলেন, পূর্ণাঙ্গ অংশ দিলেন না। তবে আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেছেন, যুহরী (র)-এর কিতাবে এবং ইবন ইসহাক (র)-এর কিতাবেও বদরে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় শুকরান (রা)-এর উল্লেখ নেই। ওয়াকিদী (র) আবূ বকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবূ সাবরা (র) সূত্রে আবূ বকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবূ জাহম (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে,

---

২. আত্মীয়-স্বজন বিহীন কেউ কারো হাতে হাত দিয়ে বিশেষ সম্পর্কের (ভ্রাতৃত্ব) চুক্তিতে ইসলাম গ্রহণ করলে পরস্পরকে মাওলা'ল-ইসলাম–ইসলাম গ্রহণ সূত্রে বন্ধুত্ব বলা হয়। –অনুবাদক

তিনি বলেন, মুরায়সী' যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যুদ্ধকালীন অবস্থান ক্ষেত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় গার্হস্থ্য আসবাব-পত্র, সমরোপকরণ এবং উট, বকরী ইত্যাদির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাওলা শুকরান (রা)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন এবং নারী-শিশুদের একদিকে সমবেত করেছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আসওদ ইবন 'আমির (র) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা শুকরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে–অর্থাৎ নবী করীম (সা)-কে দেখেছি, একটি গাধার পিঠে খায়বার অভিমুখী, তাঁর উপরে থেকেই সালাত আদায় করছিলেন এবং ইশারা করে করে (রুকু'-সিজদা) আদায় করছিলেন।[১] এসব হাদীসে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এসব অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিরমিযী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, যায়দ ইবন আখযাম (র)....শুকরান (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, আমিই–আল্লাহর কসম! কবরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেহের নীচে চাদর রেখে দিয়েছিলাম। জা'ফার ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবর খনন করেছিলেন আবূ তালহা (রা)। আর চাদর রেখে দিয়েছিলেন শুকরান (রা)। এ হাদীস বর্ণনার পরে তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, একক সূত্রে হাসান হাদীস। এছাড়া, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল প্রদানে তাঁর উপস্থিতি নবী করীম (সা)-এর কবরে তাঁর অবতরণ এবং যে চাদর বিছিয়ে নবী করীম (সা) সালাত আদায় করতেন তা কবরে নবী করীম (সা)-এর দেহের নীচে রেখে দেয়ার বিষয়গুলি ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি তখন বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! আপনার পরে অন্য কেউ তা পরিধানের অবকাশ পাবে না।" হাফিয আবুল হাসান ইবনুল আছীর (র) তাঁর (উসুদুল) গাবাঃ তে উল্লেখ করেছেন যে, শুকরান (রা)-এর বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং হারূন আর রশীদের যুগে মদীনায় এ বংশের সর্বশেষ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

পনের ঃ যুমায়রাঃ ইবন আবূ যুমায়রাঃ (রা)। যাহিলী যুগে তিনি বন্দীদশার শিকার হন। নবী করীম (সা) তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। মুস'আব আয-যুবায়রী (র) তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাকী' মহল্লায় তাঁর বাড়ি ছিল এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিও ছিল। আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহব (র) বলেন, ইবন আবূ যি'ব –হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুমায়রা, তাঁর দাদা যুমায়রা (রা) থেকে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুমায়রা-র মায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন কাঁদছিলেন। নবী করীম (সা) তখন বললেন, ما يبكيك اجائعة انت ؟ اعارية انت তুমি কাঁদছ কেন ? তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে ? তোমার কি পরিধানের কাপড় নেই ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, لا يفرق بين الوالدة وولدها "মা ও তাঁর সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না।" তারপর যুমায়রা যার কাছে ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর নিকট থেকে যুমায়রাকে একটি উঠতি বয়সের উটের বিনিময়ে খরিদ

---

১. মদীনা হতে খায়বারগামী পথ উত্তরমুখী। সুতরাং গাধার পিঠে আদায়কৃত সালাত কিবলার (যা ঐ অঞ্চলে দক্ষিণ মুখী, বিপরীত দিকে ছিল। এ বিষয়টি এবং ইশারায় সালাত আদায় করা বিষয়টি হাদীসের প্রতিপাদ্য –অনুবাদক

করলেন। ইবন আবূ যি'ব (র) বলেন, পরে হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ তাঁর নিকট রক্ষিত একটি লিপি আমাকে পড়তে দিলেন। (তাতে লেখা ছিল-)

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا كتاب من محمد رسول الله لا بى ضميرة واهل بيته - ان رسول الله اعتقهم وانهم اهل بيت من العرب - ان احبوا اقاموا عند رسول الله وان احبوا رجعوا الى قومهم - فلا يعرض لهم الا بحق - ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرا وكتب ابى بن كعب-

দয়াবান দয়ালু আল্লাহর নামে- এটি একটি সনদ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর তরফে আবূ যুমায়রা ও তার পরিবারের জন্য। এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মুক্ত করে দিয়েছেন, এবং এ মর্মে যে, তারা আরবের একটি পরিবার। তারা ভাল মনে করলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে অবস্থান করতে পারবে। আর ভাল মনে করলে তারা তাদের স্বগোত্রেও ফিরে যেতে পারবে। সুতরাং ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত তাদের জন্য কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা যাবে না। আর মুসলমানদের যার সংগেই তাদের সাক্ষাত হয় সে যেন তাদের সংগে সদাচারণ করে।"-লিখক উবায় ইবন কা'ব।

ষোল ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা তাহমান (রা)। মতান্তরে যাকওয়ান; মতান্তরে মিহ্‌রান; মতান্তরে মায়মূন; কারো কারো মতে কায়সান এবং কারো কারো মতে বাযাম। ইনি নবী করীম (সা) থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন,

ان الصدقة لا تحل لى ولا لاهل بيتى - وان مولى القوم من انفسهم-

"সাদাকা আমার জন্য এবং আমার পরিবার পরিজনের জন্য হালাল নয়। এবং কোন সম্প্রদায়ের মাওলা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" বাগাবী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মিনজাব ইবনুল হারিছ (র) প্রমুখ হতে....আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর জনৈকা কন্যা সূত্রে-তিনি হলেন উম্মু কুলছুম বিনত 'আলী (রা)। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর জনৈক মাওলা -যাকে তাহমান বা যাকওয়ান নামে ডাকা হত-আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন.... বলে পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

সতের ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা 'উবায়দ (রা)। আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) বলেন, শু'বা (র)....জনৈক শায়খ হতে। তিনি নবী করীম (সা)-এর মাওলা 'উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, নবী করীম (সা) ফরয ব্যতিরেকে অন্য কোন সালাতের আদেশ প্রদান করতেন কি ? তিনি ('উবায়দ) বললেন, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী একটি সালাতের। আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেন, তিনি এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইবন আসাকির (র) বলেছেন, বাগাবীর এ বক্তব্য যথার্থ নয়। তারপর তিনি 'উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আবূ ইয়া'লা আল মাওসিলী (র) সূত্রের একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন। আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, দুই জন মহিলা সিয়ামরত অবস্থায় গীবত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি পেয়ালা আনিয়ে সে দুইজনকে বললেন, 'বমি কর।" তারা বমি করল পুঁজ, রক্ত এবং তাজা কাঁচা গোশত। তারপর নবী করীম (সা) বললেন,

ان هاتين صامتا عن الحلال وافطرتا على الحرام-

"এ দ'জন তো হালাল জিনিস হতে সিয়াম পালন করেছে আর হারাম জিনিস দিয়ে ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) করেছে।" ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইয়াযীদ ইবন হারূন ও ইবন আদী (র) সূত্রে....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা 'উবায়দ (রা) থেকে (অনুরূপ উল্লেখ করেছেন) এ হাদীসে আহমদ (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত ঃ গুনদুর (র) উছমান ইবন গিয়াস (র) থেকে –তিনি বলেন, আমি আবূ উছমান (র)-এর মজলিসে ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি বলল, সা'ঈদ কিংবা–নবী করীম (সা)-এর মাওলা উবায়দ (দ্বিধাটি উছমানের) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন বলে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আঠার ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা ফুযালা (রা)। মুহাম্মদ ইবন সা'ঈদ (র) বলেন, ওয়াকিদী (র) –উতবা ইবন খিয়ারা আল আশহালী (র) থেকে। তিনি বলেন, 'উমর ইবন আবদুল 'আযীয (র) আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন ' আমর ইবন হাযম (র)-এর নিকট এ মর্মে লিখে পাঠালেন যে, আমার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাদিম–নারী, পুরুষ ও মাওলাদের তত্ত্বতালাশ করুন। জবাবে ইবন হাযম (র) লিখে পাঠালেন....ফুযালা নামে তাঁর একজন ইয়ামানী মাওলা ছিলেন; যিনি পরে শাম দেশে অবিভাসিত হয়েছিলেন। আর আবূ মুওয়ায়হিবা (রা) ছিলেন মুযায়না গোত্রের মিশ্র শ্রেণীভুক্ত একজন আরব গোলাম। পরে তাঁকে মুক্ত করা হয়।....ইব্ন 'আসাকির (র) বলেন, এ সূত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন সূত্রে মাওলা তালিকায় ফুযালা (রা)-এর উল্লেখ আমি পাইনি।

উনিশ ঃ অন্যতম মাওলা কাফীয (রা)। (قفيز) আবূ আবদুল্লাহ ইবন মান্‌দা (র) বলেন, সাহল ইবনুস সারী (র)....আবূ বকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কাফীয' নামে অভিহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন গোলাম ছিলেন। (মধ্যবর্তী রাবী) মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র)-এর একক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

বিশ ঃ অন্যতম মাওলা কার্‌কারা। কোন কোন গাযওয়া অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আসবাবপত্র হিফাজতের যিম্মায় নিয়োজিত ছিলেন। উমার ইবন আবদুল 'আযীয (র)-এর কাছে পাঠানো মাওলা তালিকায় আবূ বকর ইবন হাযম (র) তাঁর নামও উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আসবাবপত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল এক ব্যক্তি। যার নাম ছিল কারকারাঃ। সে মারা গেলে নবী করীম (সা) বললেন, সে জাহান্নামী। তারা খোঁজ-খবর নিয়ে দেখলেন যে, তাঁর গায় একটি আবা রয়েছে –কিংবা একটি মোটা চাদর –যা সে গণীমতের মাল থেকে চুরি করেছিল। বুখারী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী (র) –সুফিয়ান (র)....সূত্রে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ কার্‌কারা-র এ ঘটনাটি বনূ নাসীরের রাফা'আ-র উপহৃত গোলাম মিছ'আম-এর ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর বর্ণনা পরে আসছে।

একুশ ঃ অন্যতম মাওলা কায়সান (রা)। বাগাবী (র) বলেন, আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....'আতা' ইবনুস সাইব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা)-এর কন্যা

উম্মু কুলছুম (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, কায়সান (রা) নামে নবী করীম (সা)-এর জনৈক মাওলা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন–নবী করীম (সা) তাঁকে সাদাকা সম্পর্কে বলেছিলেন।

انا اهل بيت نهينا ان تاكل الصدقة - وان مولنا من انفسنا فلا تأكل الصدقة-

"অমাদের আযাদকৃত গোলাম আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তুমি সাদাকা খাবে না।"

বাইশ ঃ অন্যতম মাওলা খোজা মাবূর কিব্‌তী। আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মারিয়া ও শীরীন এবং একটি খচ্চরের সাথে তাঁকেও উপহাররূপে পাঠিয়েছিলেন। [মারিয়া (রা)-এর আলোচনায় তাঁর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত আলোচনা আমরা করে এসেছি।]

তেইশ ঃ অন্যতম মাওলা মিদ'আম। তিনি কৃষ্ণকায় ছিলেন। হিসমা[১] অঞ্চলের মিশ্র আরব শ্রেণীভুক্ত। রাফ'আ ইবন যায়দ আল-জুযামী তাঁকে উপহার রূপে পাঠিয়েছিলেন। নবী করীম (সা)-এর জীবনকালেই সে নিহত হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল খায়বার অভিযান শেষে তাঁদের প্রত্যাবর্তন কালে। তারা ওয়াদিল কুরা-য় উপনীত হলেন। মিদ'আম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের উপর হতে গদি-পাল্কী নামাচ্ছিল। ইতোমধ্যে অতর্কিতে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাঁকে বিদ্ধ করল এবং তাঁর জীবন সাঙ্গ করে দিল। লোকেরা বলে উঠল, শাহাদত তাঁর জন্য মুবারক হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

كلا والذى نفسى بيده - ان الشملة التى اخذ ها يوم خيبر - لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا-

কক্ষনো নয়! যার হাতে আমার জীবণ তাঁর কসম! সে শামলা (বড় চাদর)- টি, যা খায়বার অভীযান কালে সে নিয়েছিল–গনীমতের বাঁটোয়ারার অধীনে যা আসেনি–তা অবশ্যই আগুন হয়ে তাঁর উপরে দাউ দাউ করে জ্বলছে।" সাহাবীগণ এ কথা শুনলে এক ব্যক্তি একগাছি (জুতার) ফিতা–কিংবা দুই গাছি ফিতা–নিয়ে এল। নবী করীম (সা) বললেন, شراك من نار او شراكان من نار আগুনের একগাছি ফিতা–কিংবা আগুনের দুই গাছি ফিতা।" বুখারী-মুসলিম (র) এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন মালিক (র)-এর বরাতে, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে।

নবী করীম (সা)-এর মাওলা তালিকায় আর একটি নাম মিহরান। তাঁর নাম তাহমানও বলা হয়েছে। ইনিই সেই ব্যক্তি যার নিকট হতে উম্মু কুলছুম বিনত আলী (রা) বনূ হাশিম ও তাদের মাওলাদের জন্য সাদাকা হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আর একটি নাম মায়মূন (রা)। ইনিও ভিন্ন নামে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি।

চব্বিশ ঃ নবী করীম (সা)-এর বিশিষ্ট মাওলা নাফি' (রা)। হাফিয ইবন আসারি (র) বলেন, আবুল ফাতহ আল মাহানী (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি,

لا يدخل شيخ زان ولا مسكين مكبر - ولا منان بعمله على الله عز وجل-

---

১. হিসমা حسمى শামের মরু অঞ্চলে ওয়াদিল কুরা হতে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত। জুযাম গোত্রের বসতিক্ষেত্র।

"জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না বুড়ো ব্যাভিচারী; দাম্ভিক ফকীর এবং স্বীয় আমলের বদৌলতে মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনকারী।"

পঁচিশ ঃ অন্যতম মাওলা নুফায়' (রা), মতান্তরে মাসরূহ; মতান্তরে নাফি' ইব্‌ন **মাসরূহ** (রা)। তবে যথার্থ হল নাফি' ইবনুল হারিছ ইবন কালদা ইবন আমর ইবন আল্লাজ ইবন সালামা ইবন 'আবদুল 'উযযা ইব্‌ন গায়রা (গয়ারা) ইবন আওফ ইবন কায়স (ইবন) ছাকীফ–আবূ বাকরা আছ ছাকাফী। তাঁর মা হল যিয়াদের মা সুমায়্যা। গোলামদের একটি জামা'আতসহ নুফায়' (রা) তায়েফের নগর বেষ্টনী টপকে চলে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মুক্ত করে দেন। তাঁর প্রাচীর থেকে অবতরণ যেহেতু বাকরাহ[১] হয়েছিল, এজন্য নবী করীম (সা) তাঁর নাম রেখেছিলেন আবূ বাকরা। আবূ নু'আয়ম (র) বলেছেন, তিনি একজন নেককার ও ভাল লোক ছিলেন। নবী করীম (সা) আবূ বারযাঃ আল আসলামী (রা)-এর সংগে তাঁর ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ তিনিই ওসিয়াতের কারণে তাঁর (আবূ বারযা-র) জানাযা সালাত আদায় করেছিলেন। আবূ বাকরা (রা) উটের যুদ্ধে এবং সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর ওফাত হয়েছিল একান্ন হিজরীতে, মতান্তরে বায়ান্ন হিজরীতে।

ছাব্বিশ ঃ ওয়াকিদ কিংবা আবূ ওয়াকিদ আল লায়ছী (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আর একজন মাওলা। হাফিয আবূ নু'আয়ম ইসপাহানী (র) বলেন, আবূ আমর ইবন হামাদান (র)....নবী করীম (সা)-এর মাওলা ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

من اطاع الله فقد ذكر الله- وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته القران- ومن عمى الله فلم يذكره وان كثرت صلاته وصيامه و تلاوته القران-

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র যিকর ও স্মরণ করল,যদিও তাঁর সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াত অল্প হয়। আর যে আল্লাহর অবাধ্য হয় সে আল্লাহর যিকর করল না, যদিও তাঁর সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াত অধিক হয়।"

নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা আবূ কায়সান হুরমুয (রা)। মতান্তরে হুরমূয অথবা কায়সান তাঁর নাম। তাঁর নাম তাহমান হওয়ার অভিমতও রয়েছে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইবন ওয়াহব (র) বলেছেন, আলী ইবন আব্বাস (র)....ফাতিমা বিনত 'আলী কিংবা উম্মু কুলছুম বিনত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ কায়সান উপনাম ও হুরমুয নামের আমাদের এক মাওলাকে আমি বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি—

انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة - وان مواليا من انفسنا - فلا تأكلوا الصدقة-

"আমরা এমন একটি পরিবারের সদস্য যে, আমাদের জন্য সাদাকা হালাল নয়। আর আমাদের মাওলারা আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই তোমরা সাদাকা খাবে না।" রাবী' ইবন

---

১. بكرة সদলবলে অথবা কূপ থেকে পানি তোলার চাকতী ঘোরাবার স্থান।

সুলায়মান (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আসাদ ইবন মূসা (র)....আতা ইবনুস সাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু কুলছুম (রা)-এর নিকটে গেলাম। তিনি বললেন, হুরমূয অথবা কায়সান আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'আমরা সাদাকা খাই না।' আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেছেন, মনসূর ইবন আবূ মুযাহিম (র) ....মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশ জন মামলূক (গোলাম) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন নবী করীম (সা)-এর অন্যতম গোলাম– যাকে হুরমূয নামে ডাকা হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন,

ان الله قد اعتقك وان مولى القوم من انفسهم - انا اهل بيت نأكل الصدقة ف تأكلها-

"আল্লাহ্ই তোমাকে আযাদ করে দিয়েছেন। কোন কওমের মাওলা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আমরা এমন একটি পরিবার যে, আমরা সাদাকা খাই না। অতএব তুমিও তা খেয়ো না।"

সাতাশ ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা হিশাম (রা)। মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) বলেন, সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ আর রাক্কী (র)....রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাওলা হিশাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার স্ত্রী কোন 'স্পর্শকারীর' হাত ফিরিয়ে দেয় না। নবী করীম (সা) বললেন, طلقها "তাঁকে তালাক দিয়ে দাও।" সে বলল, তাঁকে আমার ভাল লাগে। নবী করীম (সা) বললেন, فتمتع بها তাঁকে উপভোগ করতে থাক।" ইবন মানদা (র) বলেন, এক দল রাবী হাদীসটি সুফিয়ান ছাওরী (র) ... বনূ হাশিম পরিবারের (জনৈক) মাওলা সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এতে মাওলা-র নাম উল্লেখ করেন নি। উবায়দুল্লাহ ইবন আমর (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল কারীম (র) ... জাবির (রা) থেকে।

আঠাশ ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা ইয়াসার (রা)। কথিত আছে যে, উরানী দস্যুরা একেই হত্যা করেছিল এবং তাঁর অংগ-প্রত্যংগ কেটে বিকৃত করেছিল। ওয়াকিদী (র) তাঁর সনদে ইয়াকূব ইবন উতবা (র) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, কারকারা আল কুদর অভিযানে গাতফান ও সুলায়ম গোত্রের পশুপালের সংগে এ ইয়াসারকেও রাসূলুল্লাহ (সা) পাকড়াও করে এনেছিলেন। পরে সাহাবীগণ তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হিবা করলে তিনি তাদের নিকট হতে তাঁকে গ্রহণ করেন। (এবং) যেহেতু তিনি তাঁকে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে দেখেছিলেন, তাই তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। পরে লোকদের মাঝে এ অভিযানে প্রাপ্ত উট পাল বন্টন করে দিলে প্রত্যেকের ভাগে সাতটি করে উট পড়েছিল। তারা সংখ্যায় ছিলেন দুইশত জন।

উনত্রিশ ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা ও খাদিম আবুল হামরা (রা)। তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তাঁর নাম ছিল হিলাল ইবনুল হারিছ। মতান্তরে ইবন যাফফার। কেউ কেউ বলেছেন, হিলাল ইবনুল হারিছ ইবন জাফর আস সুলামী। জাহিলী যুগেই তিনি যুদ্ধ বন্দী হয়েছিলেন। আবূ জাফার মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন দুহায়ম (র) বলেন, হাযিম (র) ... আবুল হামরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মদীনায় আমি লাগাতার সাত মাস প্রহরার

দায়িত্ব পালন করেছি। ঐ গোটা সময়টা ছিল যেন মাত্র এক দিন। নবী করীম (সা) প্রতিদিনের ভোরে আলী ও ফাতিমা (রা)-এর দরজায় এসে বলতেন,

الصلاة الصلاة- انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا-

"সালাত, সালাত!! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র করতে– হে নবী পরিবার" (৩৩ ঃ ৩৩)।

আহমদ ইবন হাযিম (র) আরো বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা ও ফাযল ইবন দুকায়ন (র) আবুল হামরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে একটি পাত্রে খাদ্যদ্রব্য ছিল। নবী করীম (সা) তাতে নিজের হাত প্রবিষ্ট করে দিয়ে বললেন, غششته من غشنا فليس منا "তুমি এতে প্রতারণা করেছ! যারা প্রতারণা করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।" ইবন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র), আবূ নু'আয়ম (র) সূত্রে এবং তার কাছে এটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীস নেই। আর (আবুল হামরা-র অধস্তন) রাবী এ আবূ দাঊদ হল অন্ধ নু'ফায় ইবনুল হারিছ; দুর্বল ও পরিত্যাক্তদের অন্যতম। আব্বাস আদ দাওরী (র) ইবন মাঈন (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আবুল হামরা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী; তাঁর নাম হিলাল ইবনুল হারিছ। তিনি হিম্‌সে অবস্থান করতেন। সেখানে আমি কিশোর বয়সী তাঁর এক বংশধরকে দেখেছি। অন্যদের মতে তাঁর বাড়ি ছিল হিমসের নগর তোরণের বাইরে। আবুল ওয়াফি' (র) সামুরা (র) থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, আবুল হামরা (রা) মাওলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ত্রিশ ঃ আবূ সালমা (রা); নবী করীম (সা)-এর রাখাল। কেউ কেউ আবূ সাল্লাম বলেছেন, তাঁর নাম ছিল হুরায়ছ। আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেন, কামিল ইবন তালহা (র) .. নবী করীম (সা)-এর রাখাল আবূ সাল্‌মা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি,

من لقى الله يشهد ان لا اله الا الله - وان محمدا رسول الله ولمن بالبعث الحساب دخل الجنة-

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতে হাযির হবে এ অবস্থায় যে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং (এই যে) মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সে পুনরুত্থান ও হিসাবে (কিয়ামতে) বিশ্বাস করে, সে জান্নাতে দাখিল হবে।" (রাবী বলেন) আমরা বললাম, আপনি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে এ কথা শুনেছেন ? তিনি তখন নিজের দুই আংগুল দু'কানে ঢুকিয়ে দিলেন। এ কথা আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে শুনেছি-শুধু একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, (বরং আরো অধিক বার)। ইবন আসাফির (র) তাঁর বর্ণিত এ একটি মাত্র হাদীস উপস্থাপন করেছেন। নাসাঈ (র) তাঁর اليوم والليلة (কিতাব) তার আর একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইবন মাজা তার বর্ণিত তৃতীয় একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

একত্রিশ ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা আবূ সাফিয়্যা (রা)। আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেন, আহমদ ইবনুল মিকদাম (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা আবূ সাফিয়্যা (রা)

সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তার জন্য একটি চামড়া বিছিয়ে দেয়া হত এবং কংকর ভর্তি একটি থলে এনে রেখে দেয়া হত। তিনি তা দিয়ে দুপুর পর্যন্ত তসবীহ পাঠ করতে থাকতেন। পরে তা তুলে নেয়া হত এবং যুহর সালাত আদায়ের পরে আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাসবীহ পড়তে থাকতেন।

বত্রিশ ঃ নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ যুমায়রা (রা); পূর্বে আলোচিত যুমায়রা (রা)-এর পিতা এবং উম্মু যুমায়রা (রা)-এর স্বামী। যুমায়রা (রা)-এর আলোচনায় এ'দুজনেরও যৎকিঞ্চিত আলোচনা এবং তাদের (জন্য প্রদত্ত নবী করীম (সা)-এর) সনদ পত্রের উল্লেখ হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেছেন, ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ আল্ মাদানী (র) হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ ইবন আবূ যুমায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ যুমায়রাকে যে সনদপত্র লিখে দিয়েছিলেন, তা ছিল যে,

بسم الله الرحمن الرحيم – كتاب من محمد رسول الله لابى ضميرة واهل بيته- انهم كانوا اهل بيت من العرب- وكانوا ممن افاء الله على رسوله- فاعتقهم- ثم خير ابا ضميرة ان احب ان يلحق بقومه فقد اذن له - وان احب ان يمكث مع رسول الله - فيكونو امن اهل بيته- فاختار الله ورسوله ودخل فى الاسلام- فلا يعرض لهم احد الا بخير- ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرا-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে লিখিত সনদ আবূ যুমায়রা ও তার পরিবারের জন্য। এরা ছিল একটি আরবী পরিবার। এবং তারা ছিল আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছিলেন তার অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম (সা) তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। পরে আবূ যুমায়রা (রা)-কে ইখতিয়ার দিলেন, সে যদি তাঁর স্বগোত্রে যাওয়া পসন্দ করে তবে তো তাকে ইজাযাত অনুমতি দেয়া হয়। আর পসন্দ করলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে থেকে যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সে তখন আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ইখতিয়ার করেছে এবং ইসলামে প্রবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং কল্যাণ ব্যতীত কেউ যেন তাদের জন্য বাদ না সাধে এবং মুসলমানদের যারই সংগে তাদের সাক্ষাত হবে সে যেন তাদের শুভ কামনা করে।" –লিখক উবায় ইবন কা'ব।

ইসমাঈল ইবন আবূ উরয়ায়স (র) বলেন, সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা; তিনি ছিলেন হিম্‌য়ার গোত্রীয়। তাদের একদল লোক সফরে বের হয়েছিল এবং তাদের সংগে এ সনদপত্র ছিল। দস্যুরা পথিমধ্যে তাদের আক্রান্ত করল এবং তাদের সংগে যা কিছু ছিল তা নিয়ে নিল। তখন তাঁরা এ সনদপত্রটি বের করে তাদেরকে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করলেন। তারা তা পাঠ করল এবং যা কিছু নিয়েছিলেন তা প্রত্যর্পণ করল এবং তাদের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করল না। বর্ণনাকারী (ইসমা'ঈল) বলেন, হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবূ যুমায়রা (রা) খলীফা মাহদী-র দরবারে প্রার্থী প্রতিনিধিরূপে আগমন করলেন এবং সংগে তাদের এ সনদটি নিয়ে আসলেন। মাহদী তা হাতে নিলেন এবং তা নিজের চোখে (মুখে) বুলালেন। এবং হুসায়ন (রা)-কে তিনশত দীনার দিয়ে দিলেন।

তেত্রিশ ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা আবূ উবায়দ (রা)। ইমাম আহমদ (র) **বলেন,** আফফান (র)....আবূ উবায়দ (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর জন্য এক হাড়ী গোশত পাকালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ناولنى دراعها "আমাকে তার (বকরীর) বাহু দাও।" অর্থাৎ তা তাঁকে তুলে দিলাম। তিনি আবার বললেন, ناولنى ذراعها "আমাকে তার বাহু তুলে দাও।" আমি তা তাকে তুলে দিলাম। তিনি আবার বললেন ناولى ذراعها আমাকে তার বাহু তুলে দাও! আমি বললাম, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! একটা বকরীর একটা বাহু হয়ে থাকে ? তিনি বললেন,

والذى نفسى بيده لوسكت لاعطيتنى ذراعها ما دعوت به -

যাঁর হাতে আমার জীবন তার কসম! তুমি যদি নীরবতা অবলম্বন করতে তবে আমি যতক্ষণ চাইতাম তুমি আমাকে তার বাহু দিতে থাকতে।" তিরমিযী (র) হাদীসটি তার **শামাইল**-এ রিওয়ায়াত করেছেন বুনদার (র)....আবাস ইবন ইয়াযীদ আল আত্তাব (র) সূত্রে।

চৌত্রিশ ঃ অন্যতম মাওলা আবূ উশায়ব (عشيب)। কারো কারো মতে আবূ উসায়ব (عسيب)। প্রথম অভিমত বিশুদ্ধ। তবে কেউ কেউ আবার দু'জন লোককে ভিন্ন ভিন্ন বলেছেন। পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং তার দাফনে হাযির ছিলেন। তিনি মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর (আংটি সম্পর্কিত) ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। হারিছ ইবন আবূ উসামা (র) বলেছেন, ইয়াযীদ ইবন হারূন (র) .. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা **আবু উসায়ব** (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اتانى جبريل بالحمى والطاعون - فامسكت الحمى بالمدينة وارسلت الطاعون الى الشام - فالطاعون شهادة لامتى ورحمة لهم ورجس للكافر -

"জ্বর ও প্লেগ নিয়ে জিবরীল আমার কাছে এলেন। আমি জ্বরকে মদীনার জন্য রেখে দিলাম এবং প্লেগ পাঠিয়ে দিলাম শামে। সুতরাং প্লেগ আমার উম্মতের জন্য শাহাদাত লাভের উপায় এবং রহমতস্বরূপ। আর কাফিরের জন্য তা আযাব ও পংকিলতা।" ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইবন হারূন (র) থেকে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ ইবন মানদা (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন ইয়াকূব (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা আবূ উসায়ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলেন এবং আমার পাশ দিয়ে পথ চলতে চলতে আমাকে ডাক দিলেন। পরে আবূ বকরের (বাড়ির) পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাঁকে ডাক দিলেন। তিনি বের হয়ে এলেন। তারপর 'উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে ডাক দিলে তিনি বের হয়ে এলেন। এরপরে তিনি হেঁটে চলতে চলতে জনৈক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) বাগানের মালিককে বললেন, اطعمنا بسرا "আমাদের আধ পাকা খেজুর খেতে দাও।" তিনি তা এনে রেখে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) **খেতে** লাগলেন এবং অন্য সকলেও খেতে লাগলেন। পরে পানি আনিয়ে তা পান করলেন। **তারপর** বললেন, لتسئلن يوم القيامة عن هذا - ان هذا النعيم এ হল (কুরআনে বর্ণিত) **নাঈম;** (নিয়ামত রাজী) কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা **হবে। তখন** উমর (রা) খেজুরের কাঁদিটি ধরে মাটিতে আছাড় দিলে কাঁচা-পাকা খেজুর ছড়িয়ে **পড়ল। পরে**

তিনি বললেন, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! কিয়ামতের দিন এ নিয়ামত সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব ? নবী করীম (সা) বললেন—

نعم الا من ثلثة - خرقة يستر بها الرجل عورته - او كسرة يسده بها جوعته اوحجر يدخل فيه - يعنى من الحر و القر-

"হাঁ, (জবাবদিহী করতে হবে) তবে তিনটি বিষয় এর ব্যতিক্রম; এক টুকরা কাপড়, যা দিয়ে কোন মানুষ তার গুপ্তস্থান আবৃত করে রাখে; কিংবা এক টুকরা রুটি, যা দিয়ে সে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে; কিংবা একটি কক্ষ যেখানে সে প্রবেশ করে– অর্থাৎ গরমে বা শীতে।" ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন শুরায়হ (র) সূত্রে। মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) তাঁর তাবাকাতে রিওয়ায়াত করেছেন, মূসা ইবন ইসমাঈল সূত্রে, মায়মূনা বিনত আবূ উসায়ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উসায়ব (রা) তিন দিন পর্যন্ত লাগাতার (وصال) সিয়াম পালন করতেন। এবং পূর্বাহ্নের (চাশত) নফল সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। পরে তিনি অপারগ হয়ে গেলেন। এছাড়া তিনি আইয়ামে বীয (চাঁদের ১৩,১৪,১৫)-এর সিয়াম পালন করতেন। মায়মূনা (র) বলেন, তাঁর খাটের সাথে একটি ঘন্টি ছিল। কখনো কখনো মেয়েকে ডাকার জন্য তার আওয়ায যথেষ্ট হত না। তখন তিনি সে ঘন্টিটি নাড়া দিলে মায়মূনা তার কাছে আসত।

পঁয়ত্রিশ ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা আবূ কাবশা আল আনমারী। ইনি প্রসিদ্ধ মতে মাযহিজ-এর শাখা আনমার-এর লোক। তাঁর নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। এগুলির মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ মতে তার নাম ছিল সুলায়ম (সালীম)। মতান্তরে আমর ইবন সা'দ এবং মতান্তরে এর বিপরীত অর্থাৎ সা'দ ইবন আমর (রা)। মূল বংশধারায় তিনি দাওস গোত্রীয় অঞ্চলের মিশ্র আরব শ্রেণীভুক্ত। তিনি বদরে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। মূসা ইবন উকবা (র) যুহরী (র) থেকে উদ্ধৃত করে এ তথ্য ব্যক্ত করেছেন। ইবন ইসহাক, বুখারী, ওয়াকিদী, মুস'আব আয্ যুবায়রী ও আবূ বকর ইবন আবূ খায়ছামা (র) প্রমূখ তাঁর বিষয় আলোচনা করেছেন। ওয়াকিদী (র) অধিক তথ্য সংযোজন করেছেন। উহুদ ও পরবর্তী অভিযানসমূহেও অংশগ্রহণ করেছেন। পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার দিন ইনতিকাল করেছেন। তা ছিল হিজরী ত্রয়োদশ সনের জুমাদাল আখির মাসের আট দিন অবশিষ্ট থাকাকালীন মংগলবার। আর খলীফা ইবন খায়্যাত (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা আবূ কাবশা (রা) তেইশ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

আবূ কাবশা (রা) সূত্রের এ রিওয়ায়াতটি পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে যে, তাবূক অভিযানে গমনকালে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) 'হিজর' অতিক্রম করছিলেন, তখন লোকেরা সেখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি-ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করলে ঘোষণা দেয়া হল–'সালাতের জামাত তৈয়ার।" লোকেরা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم- "যাদের উপরে আল্লাহ্র গযব পড়েছে তেমন সম্প্রদায়ের মাঝে প্রবেশে তোমরা এমন ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ কী ?" এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের ব্যাপারে বিস্ময় বোধ (এর কারণ)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন—

الا انبئكم باعجب من ذالك - رجل من انفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعد كم-

"এর চাইতেও অধিকতর বিস্ময়কর বিষয়ে আমি কি তোমাদের অবহিত করব ? তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তোমাদের আগে যা হয়েছিল এবং তোমাদের পরে যা হবে তা তোমাদের সামনে ব্যক্ত করে দেন।" (পূর্ণ হাদীস) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র)....আবূ কাব্শা আল আনমারী (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তিনি উঠে ভিতরে গেলেন এবং আবার বেরিয়ে এলেন। ইতোমধ্যে তিনি গোসল করে এসেছেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিশেষ কিছু ঘটেছিল কি ? তিনি বললেন,

اجل! مرت بى فلانة- فوقع فى نفسى شهدة النساء فاتيت بعض ازواجى فاصبتها- فكذالك فافعلوا- فانه من اماثل اعمالكم اتيان الحلال-

"তাই! অমুক নারী আমার সম্মুখ দিয়ে যেতে লাগলে আমার মনে নারী বাসনার উদ্রেক হল। তাই আমি আমার কোন স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার সাথে মিলিত হলাম। তোমরাও এমনই করবে। কেননা, এটাই বাস্তব যে, হালালকে ব্যবহার করাই তোমাদের আদর্শ আমল।" আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র)....আবু কাবশা আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مثل هذه امة مثل اربعة نفر- رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى ماله وينفقه فى حقه ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لى مثل مال هذا عملت فيه مثل الذى يعمل- (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهما فى الاجر سواء ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه فى غير حقه- ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لى مثل مال هذا عملت فيه مثل الذى يعمل-

"এ উম্মতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে চার প্রকার লোকের দৃষ্টান্ত।

(এক) এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মাল ও ইলম দান করেছেন, সে তার ইলম অনুসারে তার সম্পদে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে এবং যথাযথ স্থানে তা ব্যয় করে।

(দুই) আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, মাল দেননি। সে বলে, ঐ ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় আমার সম্পদ থাকলে আমি তা দিয়ে তেমনই (ভাল) কাজ করতাম যেমন কাজ সে করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এ দুই ব্যক্তি সওয়াবের ব্যাপারে সমতুল্য।

(তিন) আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, ইলম দেননি, সে তা অপাত্রে ব্যয় করে এবং (চার) আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদও দেননি, ইলমও দেননি। সে বলে, আমার যদি ঐ ব্যক্তির ন্যায় সম্পদ থাকত তবে আমি তা দিয়ে সে যেমন (অপকর্ম) করে তেমন কাজ করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, فهما فى الوزر سواء "এ দুই জন পাপের ব্যাপারে সমতুল্য।" ইবন মাজা (র) ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে ঐ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন মাজা (র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে মানসূর (র)....আবু কাবশা (রা) সূত্রে।

আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবন আবদু রাব্বিহী (র)....আবূ কাবশা আনমারী (রা) থেকে, আবূ আমির আল হূরনী (র) সূত্রে। এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আবূ কাবশা (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমার ঘোড়াটি আমার-ঘোড়ীকে প্রজননের জন্য ধার দাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

من اطرق مسلما فعقت له الفرس كان كاجر سبعين حمل عليه فى سبيل الله عزوجل-

"যে ব্যক্তি কোন মুসলামনকে প্রজননের জন্য ঘোড়া (ইত্যাদি পশু) ধার দিল সে মহান মহীয়ান আল্লাহর রাস্তায় সত্তর জন (মুজাহিদ)-কে বাহন দেয়ার ছওয়াব পাবে।" তিরমিযী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল (র)....আবূ কাবশা (রা) সূত্রে। তিনি বলেন,

ما نقص مال عبد صدقة وما ظلم عبد بمظلمة فصبر عليها الا زاده الله كها عجزا ولا يفتح عبد باب سئلة الا فتح الله عليه باب فقر-

তিনটি বিষয় তোমাদের কসম দিয়ে বলছি এবং সে বিষয় একটি হাদীস তোমাদের শুনাচ্ছি; তোমরা তা সংরক্ষণ করবে– (এক) সাদকা বান্দার মাল কমিয়ে দেয় না। (দুই) কোন বান্দা জুলুম নিপীড়নের শীকার হয়ে তাতে সবর করলে আল্লাহ তার মান-মর্যাদা বাড়িয়েই দেন। (তিন) কোন বান্দা হাত পাতার দরজা উন্মুক্ত করলে আল্লাহ তার জন্য দারিদ্রের দরজা উন্মুক্ত করে দেন।" (পূর্ণ হাদীস) তিরমিযী (র)-এর মন্তব্য –হাদীসটি হাসান-সহীহ। আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন গুণদার (র)....আবূ কাব্শা (রা) সূত্রে। আবূ দাঊদ ও ইবন মাজা (র) রিওয়ায়াত করেছেন –ওলীদ ইবন মুসলিম (র)....আবূ কা্শা আনমারী (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাথার তালুতে এবং কাঁধের মাঝে শিংগা লাগাতেন। তিরমিযী (র) রিওয়ায়াত করেছেন হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) .. আবূ সা'ঈদ (আবদুল্লাহ ইবন বুসর) (র) থেকে। তিনি বলেন, আবূ কাব্শা আনমারী (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের টুপি ছিল চ্যাপ্টা (মাথায় মিশে থাকে এমন) ধরনের।

ছত্রিশ ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা আবূ মুওয়ায়হিবা (রা)। মুযায়না গোত্রের মিশ্র আরব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন। তার মূল নাম জানা যায় না। আবূ মূস'আব আয-যুবায়রী (র) বলেছেন, আবূ মুওয়ায়হিবা (রা) মুরায়সী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইনিই আইশা (রা)-এর বাহন উট টেনে নিয়ে চলতেন। ইমাম আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত এবং আবূ মুওয়ায়হিবা (রা) পর্যন্ত সংযুক্ত তার সনদে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে– নবী করীম (সা) তাকে সংগে করে রাতের বেলা বাকী' গোরস্তানে গমন করেছিলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে নবী করীম (সা) কবরবাসীদের জন্য দু'আ করেছিলেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছিলেন। পরে বলছিলেন, فليهنكم ما انتم ليهنكم ما انتم الاخرة اشد من الاولى فيه- "তোমাদের জন্য সুখকর হোক সে অবস্থা যাতে তোমরা রয়েছ– সে অবস্থার চেয়ে যাতে কিছু লোক রয়েছে। ফিতনা ও বিপদ এসে পড়েছে আধার রাতের টুকরোগুলির ন্যায়। যার একটি অন্য টিকে দাবিয়ে দেবে। যার পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির চেয়ে কঠিনতর। সুতরাং তোমরা যাতে রয়েছো তা তোমাদের জন্য সুখকর হোক। পরে তিনি ফিরে এসে বললেন,"আবূ মুওয়ায়হিবা! আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে আমার পরে আমার উম্মতকে যে বিজয় দেয়া

হবে তার চারিগুচ্ছ এবং জান্নাত অথবা আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভের মধ্যে আমি আমার প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাতকে গ্রহণ করেছি। আবূ মুওয়ায়হিবা (রা) বলেন, এরপরে সাত কিংবা অট দিন যেতে না যেতেই তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়।

এ পর্যন্ত ছিল নবী করীম (সা)-এর মাওলা ও গোলামদের বিবরণ।

নবী করীম (সা)-এর বাঁদী-দাসীগণ

এক. নবী করীম (সা)-এর দাসী-বাঁদীগণের তালিকায় রয়েছেন আমাতুল্লাহ বিনত রাযীনা। তবে বিশুদ্ধ মতে তার মা রাযীনাই সাহাবী ছিলেন– যে বর্ণনাটি পরে আসছে। ইবন আবূ আসিম (র)-এর রিওয়ায়াত রয়েছে, উকবা ইবন মুকরিম (র)....নবী করীম (সা)-এর পরিচালিকা আমাতুল্লাহ-এর মা হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ কুরায়জা ও বনূ নাযীর (?) অভিযানে সাফিয়্যা (রা)-কে বন্দী করেন এবং তাকে মুক্তি দিয়ে (স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন এবং) আমাতুল্লাহ-র মা রাযীনা (রা)-কে মহররূপে দান করেন। –এ হাদীস অতিশয় বিরল।

দুই. ইব্ন আছীর বলেন, নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃতা অন্যতম বাঁদী উমায়মা (রা)।] শামবাসী মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণিত হাদীসে রিওয়ায়াত করেছেন। জুবায়র ইবন নুফায়র (রা) তাঁর সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযু করিয়ে দিতেন। একদিন এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (সা)-কে বলল, আমাকে ওসিয়ত করুন। নবী করীম (সা) বললেন–

لا تشرك بالله شيئا - وان قطعت او حرقت بالنار ولا تدع صلاة متعمدا - فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله - ولا تشربن مسكرا - فانه رأس كل خطيئة لا تعصين والدتك وان امراك ان تختلى من اهلك ودنياك-

"আল্লাহর সংগে কোন কিছুকে শরীক করবে না; তোমাকে কেটে ফেলা হলে কিংবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হলেও না। ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন সালাত ত্যাগ করবে না। কেননা, স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে কেউ সালাত ত্যাগ করলে তার ব্যাপারে আল্লাহর দায়-দায়িত্ব ও তাঁর রাসূলের দায়-দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। তুমি অবশ্যই মাদকদ্রব্য পান করবে না। কেননা, তা সব পাপের মূল এবং অবশ্যই তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার এবং তোমার সংসার হতে সম্পর্কচ্যুত হতে হুকুম করে।"

তিন. আয়মান (রা) ও উসামা ইবন যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর মা বারাকা (রা)। তার বংশ সূত্র– বারাকা বিনত ছা'লাবা ইব্ন আমর ইবন হুসায়ন (হিসন) ইব্ন মালিক ইবন সালামা ইবন আমর ইবনুন নু'মান হাবাশিয়া। তবে উম্মু আয়মান কুনিয়াতটি তাঁর নামের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আয়মান হল তার প্রথম স্বামী উবায়দ ইবন যায়দ হাবাশী হতে তার পুত্র। পরে যায়দ ইবন হারিছা (রা) তাঁকে বিবাহ করেন এবং এ ঘরে তাঁদের সন্তান উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর জন্ম হয়। উম্মুজজিবা নামেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। তিনি দু'টি হিজরতই (হাবাশা ও মদীনায়) করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মা আমিনা বিনত ওয়াহব

(রা)-এর সংগে তিনিও নবীজীকে লালন-পালন করেছেন। তিনি ছিলেন পিতার তরফে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মীরাসের অন্তর্ভুক্ত। এ বর্ণনা ওয়াকিদীর। অন্যদের বক্তব্য মতে বরং মায়ের তরফে তিনি তাঁকে মীরাসরূপে পেয়েছিলেন।

কারো কারো মতে, তিনি ছিলেন খাদীজা (রা)-এর বোনের মালিকানায় এবং তিনিই তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হিবা করেছিলেন। প্রথম যুগেই তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। হিজরত করেছিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর পরেও জীবিত ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পরে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করতে যাওয়ার বিষয়টি আগেও বিবৃত হয়েছে। তবে বলা হয়েছে যে, তিনি কেঁদে ফেললে তাঁরা দু'জন তাঁকে বলেছিলেন, আপনি কি অবগত নন যে, আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য উত্তম ? তিনি বলেছিলেন, কেন নয়; তবে কিনা আমি কাঁদছি এ কারণে যে, আসমান থেকে ওহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তারা দু'জনও তার সংগে কাঁদতে লাগলেন। বুখারী (র) তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে বলেছেন,....এবং আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) বলেছেন, ইবন ওয়াহব (র)....যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বড় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উম্মু আয়মান (রা) তাঁকে লালন-পালন করেছেন।

পরে তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর সংগে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর পাঁচ মাস পরে এবং মতান্তরে ছয় মাস পরে তিনি ইন্তিকাল করেন। তবে কারো কারো মতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর শাহাদাত বরণের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন। মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবুত তাহির ও হারমালা (র)....যুহরী (র) সনদে। তিনি বলেন, উম্মু আয়মান হাবাশিয়া ছিলেন....(হাদীসটি উল্লেখ করেছেন) মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) ওয়াকিদী (র) সূত্রে বলেছেন। উম্মু আয়মান (রা) ইন্তিকাল করেছেন উছমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে। ওয়াকিদী (র) বলেন, ইয়াহয়া ইবন সাঈদ ইবন দীনার (র)....বনূ বকর ইবন সা'দ-এর জনৈক শায়খ হতে-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু আয়মান (রা)-কে বলতেন, يَاامه "হে আম্মা!" এবং নবী যখন তাকে দেখতেন তখন বলতেন, هذه بقية اهل بيتى "এ হচ্ছেন আমার পরিবারের শেষ ব্যক্তি।" আবূ বকর ইবন আবূ খায়ছামা (র) বলেন, সুলায়মান ইবন আবূ শায়খ (র) আমাকে অবহিত করেছেন। নবী করীম (সা) বলতেন, ام ايمن امى بعد امى "উম্মু আয়মান আমার মায়ের পরে আমার মা।" ওয়াকিদী (র) তার মাদীনা সাহাবীদের সূত্রে বলেছেন, তারা বলেন, উম্মু আয়মান (রা) নবী করীম (সা)-এর দিকে তাকালেন- তিনি তখন (পানি) পান করছিলেন। উম্মু আয়মান বললেন, আমাকে পান করান। আইশা (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূলকে তুমি এমন (হুকুম করে) বলছ ? তিনি বললেন, তার খিদমত আমি দীর্ঘকাল ধরে করে আসছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, صدقت "সে যথার্থই বলেছে।" পরে তিনি পানি এনে তাকে পান করতে দিলেন। মুফাযযাল ইবন গাসসান (র) বলেন, ওয়াহব ইবন জারীর (র)....উছমান ইবনুল কাসিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উম্মু আয়মান (রা) হিজরত করে যাওয়ার সময় সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'রাওহা'র কাছাকাছি মুনসারাফে পৌঁছেলেন। তিনি সিয়াম পালন করছিলেন। প্রচণ্ড পিপাসা তাঁকে কাবু করে ফেলল। তখন আকাশ থেকে সাদা রশি দিয়ে একটি বালতি

ঝুলিয়ে দেয়া হল। যাতে পানি ছিল। উম্মু আয়মান (রা) বলেন, আমি পান করলাম। ফলে এরপর আর কখনো পিপাসা আমাকে আর কাবু করেনি। অথচ সিয়ামের কারণে ভর দুপুরে আমি পিপাসার পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু কখনো পিপাসা অনুভব করেনি।

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আল মুকাদ্দাসী (র)....উম্মু আয়মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পোড়া মাটির পাত্র ছিল যাতে তিনি (রাতের বেলা) পেশাব করতেন। সকাল হলে তিনি বলতেন, হে উম্মু আয়মান! পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দাও। এক রাতে আমি পিপাসিত হয়ে জেগে উঠলাম। পাত্রে যা ছিল তা আমি পান করে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে উম্মু আয়মান! পাত্রে যা আছে তা ফেলে দাও। উম্মু আয়মান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পিপাসার্ত হয়ে জেগে উঠেছিলাম, তাই পাত্রে যা ছিল তা আমি পান করে ফেলেছি। তিনি বললেন— انك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا ابدا "আজকের দিনের পরে অবশ্যই তুমি কখনো তোমার পেটের পীড়ায় ভুগবে না।" ইবনুল আছীর (র) উসদুল গাবা গ্রন্থে বলেছেন, হাজ্জাজ ইবন মুহাম্মদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন....উমায়মা বিনত রুকায়্যা (রা) হতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি কাঠের পাত্র ছিল যাতে তিনি পেশাব করতেন। পাত্রটি খাটের নীচে রেখে দিতেন। বারাকাহ নাম্নী এক নারী এসে তা পান করে ফেলল। নবী করীম (সা) তা খোঁজ করে পেলেন না। তাঁকে বলা হল যে, বারাকাহ তা পান করে ফেলেছে।

নবী করীম (সা) বললেন, لقد احتظرت من النار بحظار - "একটি (বিশাল) প্রতিবন্ধক দিয়ে তুমি জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছ।" হাফিয আবুল হাসান ইবনুল আছীর (র) বলেছেন, কারো কারো মতে নবী করীম (সা)-এর পেশাব পান করেছিলেন হাবশা বাসিনী বারাকা (রা)। যিনি উম্মু হাবীবা (রা)-এর সংগে হাবশা হতে এসেছিলেন। (অর্থাৎ) তিনি এ দুই জনকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলেছেন। আল্লাহই সমধিক অবগত।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ আর বারীরা (রা) ছিলেন আবূ আহমদ পরিবারের দাসী। তারা তাঁর সাথে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করল– আইশা (রা) তাকে খরিদ করে মুক্তি দিয়ে দিলেন। ফলে তার 'ওলা'[১] স্বত্ব আইশা (রা)-এর জন্য সাব্যস্ত হল। সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ইবন আসাকির (র) বারীরা (রা)-কে বাদী তালিকায় উল্লেখ করেন নি।

চার ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম বাঁদী খাযরা (রা)। ইবন মানদা (র) তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন। [মু'আবিয়া (র) রিওয়ায়াত করেছেন, হিশাম (র) (জা'ফরের পিতা) মুহাম্মদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন] খাযরা (রা) নামে নবী করীম (সা)-এর একজন খাদীমা ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) বলেন, ওয়াকিদী (র)....সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাদিমা, পরিচারিকাদের মধ্যে ছিল– মামি, খাযরা, রাযওয়া (রুদওয়া) ও মায়মূনা বিনত সা'দ (রা); রাসূলুল্লাহ (সা) এদের সবাইকেই মুক্তি দিয়েছিলেন।

---

১. আযাদকৃত গোলাম-বাঁদীর মৃত্যুতে মৃতের বংশগত আত্মীয়-ওয়ারিছ না থাকার ক্ষেত্রে মীরাছে আযাদকারী মনিবের অধিকার শরীআতে স্বীকৃত। এ মীরাছী অধিকারকে 'ওলা' (ولاء) বলা হয়।

পাঁচ ঃ খুলায়সা (রা) –হাফসা বিনত উমর (রা)-এর আযাদকৃতা বাঁদী। ইবনুল আছীর (র) উসদুল গাবা-তে বলেছেন, হাফসা, আইশা ও সাওদা বিনত যাম'আ (রা)-এর একটি ঘটনা প্রসঙ্গে উলায়লা বিনতুল কুমায়ত (র) তার দাদী সূত্রে হাফসা (রা)-এর মাওলা খুলায়সা (রা)-এর বরাতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। একবার হাফসা ও আইশা (রা) সাওদা (রা)-এর সংগে এই বলে কৌতুক করলেন যে, "দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেছে"! এতে সাওদা (রা) রান্না ঘরে আত্মগোপন করলেন এবং ঐ দু'জন হাসতে লাগলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এসে বললেন, "তোমাদের দু'জনের কি হয়েছে ?" তাঁরা সাওদা (রা)-এর বিষয়টি তাকে অবহিত করলেন। তিনি তখন সাওদা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাজ্জাল কি এসে পড়েছে ? নবী করীম (সা) বললেন, لا- وكان قد خرج "না, তবে হয়তো বের হয়ে পড়তেও পারে।" তখন সাওদা (রা) বের হয়ে এসে নিজের শরীর থেকে মাকড়সার ডিম (কালিঝুলি) ঝাড়তে লাগলেন। ইবন আছীর (র) খুলায়সা নামে সালমান ফারিসী (রা)-এর মাওলার উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন সালমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং খুলায়সা কর্তৃক তাকে মুক্তি দান এবং তিনশতটি খেজুর 'চারা' (কলম) লাগিয়ে দিয়ে নবী করীম (সা) কর্তৃক খুলায়সাকে বিনিময় দান প্রসঙ্গে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে স্পষ্টতার জন্য আমি তার কথা উল্লেখ করলাম।

ছয় ঃ নবী করীম (সা)-এর খাদিমা খাওলা (রা)। এ বক্তব্য ইবনুল আছীর (র)-এর। হাফিয আবূ নু'আয়ম (র) খাওলা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হাফ্‌স ইবন সাঈদ আল কুরাশী (র)-এর মা সূত্রে। তিনি তার মা খাওলা (রা) থেকে– যিনি নবী করীম (সা)-এর পরিচারকা ছিলেন। ঘরের লোকদের অজ্ঞাতসারে নবী করীম (সা)-এর খাটের নীচে একটি কুকুরছানা মরে থাকার কারণে ওহী বিলম্বিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। কুকুরছানাটি সরিয়ে দেয়ার পর ওহীর পুনরাগমন হল। তখন নাযিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী, والضحى والليل اذا سجى (সূরা দুহা ১) এ হাদীসটি বিরল (গরীব শ্রেণীর)। তবে এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণরূপে অন্য ঘটনার প্রসিদ্ধি রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সাত ঃ রাযীনা (রা) বাঁদীকূলের অন্যতমা। ইবনু আসাকির (র) বলেন, সঠিক তথ্য মতে ইনি ছিলেন সুফিয়্যা বিনত হুয়ায় (রা)-এর বাঁদী এবং তিনি নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ রাযীনা-র মেয়ে আমাতুল্লাহ-র আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) তার মা রাযীনাকে সাফিয়্যা বিনত হুয়ায় (রা)-এর মহরানারূপে প্রদান করেছিলেন। এ তথ্যদৃষ্টে বলা যায় যে, মূলত (এক সময়) রাযীনা নবী করীম (সা)-এর মালিকানায়ই ছিলেন। হাফিয আবূ ইয়া'লা (র) বলেছেন, আবূ সাঈদ আল জুশামী (র)... রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাঁদী আমাতুল্লাহ বিনত রাযীনা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ নাযির ও কুরায়জা অভিযানে বিজয় লাভ করলে সাফিয়্যাকে যুদ্ধ বন্দিনী করলেন এবং তাকে বন্দিনী রূপে নিয়ে যাওয়ার জন্য নবী করীম (সা) তার কাছে আসলেন। মহিলারা তাকে দেখা মাত্র সাফিয়্যা বলে উঠলেন, اشهد আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এ কথার যে, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং এ কথার যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন নবী করীম (সা) তাঁকে ছেড়ে দিলেন; এতক্ষণ তার বাহু ছিল নবী করীম (সা)-এর হাতে। পরে নবী করীম (সা) তাকে মুক্তি দিলেন। তারপর তাঁকে বিয়ের পয়গাম দিলেন এবং স্ত্রীরূপে গ্রহণ

করে রাযীনাকে তার মহরানারূপে প্রদান করলেন। এ বর্ণনা ধারায় এভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটি পূর্বোল্লিখিত ইবন আবূ আসিম (র)-এর রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিক উত্তম।

তবে যথার্থ তথ্য হল, নবী করীম (স) সাফিয়্যা (রা)-কে খায়বার যুদ্ধের গণীমত হতে সফীরূপে[১] গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তার এ 'মুক্তিকেই' তার মহর সাব্যস্ত করেছিলেন। আর এ রিওয়ায়াতে উপস্থাপিত কুরায়জা ও নাযীর অভিযান কথাটি গোলমেলে। কেননা, কুরায়জা ও নাযীর ভিন্ন ভিন্ন দুটি অভিযান এবং এ দু'টির মাঝে রয়েছে দুই বছরের ব্যবধান। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) 'আদ-দালাইল' গ্রন্থে বলেছেন, ইবন আবদান (র).... উলায়লা বিনতুল কুমায়ত তাঁর মা আমীনা (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাঁদী আমাতুল্লাহ বিনত রাযীনা (রা)-কে বললাম, হে আমাতুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) যে আশূরা-র সিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সে বিষয় আপনার মাকে আপনি আলোচনা করতে শুনেছেন কি ? তিনি বললেন, হাঁ, তিনি দিনটিকে সম্মান করতেন এবং তার পরিবারের দুধের শিশুদের ও তার কন্যা ফাতিমা (রা)-র দুধের শিশুদের ডাকিয়ে এনে তাদের মুখে লালা দিয়ে দিতেন এবং শিশুদের মায়েদের বলতেন, لا ترضعيهم الى الليل 'রাত পর্যন্ত তাদের দুধ খাওয়াবে না।"–সহীহ বুখারীতে এ হাদীসের শাহিদ (সহযোগী) রিওয়ায়াত রয়েছে।

আট ঃ অন্যতম বাঁদী (মাওলা) রাযওয়া (অথবা রুযওয়া) (রা)। ইবনুল আছীর (র) বলেন, সাঈদ ইবন....(র) কাতাদা (র) সূত্রে রাযওয়া বিনত কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঋতুবতী নারীর খিযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ما بذالك بأس "তাতে কোন দোষ নেই।" আবূ মূসা আল মাদীনী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

নয় ঃ নবী করীম (সা)-এর মাওলা-বাঁদী রায়হানা বিনত শামঊন কুরাজী, মতান্তরে নাযীর গোত্রীয়া। নবী-পত্নীগণের (রা) আলোচনার পরিশেষে তাঁর কথাও আলোচিত হয়েছে।

বাঁদী তালিকায় আর একটি নাম যারীনাও রয়েছে। তবে প্রামাণ্য মতে নামটি রাযীনা হবে (পূর্বালোচনা দ্রষ্টব্য)।

দশ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা বাঁদী তালিকায় অন্যতমা সানিয়া (রা)। কুড়িয়ে পাওয়া ও হারানো মাল সম্পর্কে নবী করীম (সা) হতে তাঁর বর্ণিত একখানা হাদীস রয়েছে। তাঁর নিকট থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তারিক ইবন আবদুর রহমান (র)। ইবনুল আছীর (র) তার উসদুল গাবা: গ্রন্থে বলেছেন যে, আবূ মূসা আল মাদীনী (র) তাঁর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এগার ঃ অন্যতম মাওলা-বাঁদী সুদায়া আনসারী (রা)। মতান্তরে হাফসা বিনত উমর (রা)-এর আযাদকৃত বাঁদী। নবী করীম (সা) থেকে তিনি এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। নবী করীম (সা) বলেন, ان الشيطان لم يلق عمر منذ اسلم الا خرلوجهه উমার ইসলাম গ্রহণ করার পর হতে শয়তান যখনই তার সামনে পড়েছে অধঃমুখে পতিত হয়েছে। ইবনুল আছীর

১. গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে আসীর বা বিশেষভাবে নিজের জন্য গ্রহণ করেন এমন সম্পদ ।–সম্পাদক মণ্ডলী

(র) বলেন, এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনুল ফাযল (র) রওয়ায়াত করেছেন....সুদায়সা (রা) থেকে। ইসহাক (র)-ও হাদীসটি ফাযল (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, সুদায়সা (রা) থেকে .. হাফসা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে। এ বর্ণনা আবূ নুআয়ম ও ইবন মানদা (র)-এর।

বার ঃ অন্যতমা মাওলা-বাঁদী সালামা (রা); রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা)-এর ধাত্রীমাতা। তিনি নবী করীম (সা) হতে গর্ভধারণ, প্রসব বেদনা, স্তন্যদান ও (সন্তান পালনে) বিনিদ্র রজনী যাপনের ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য এ হাদীসের সনদ ও পাঠ বিরলতা দুষ্ট ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ নুআয়ম ও ইবন মানদা (র) দামিশক-এর খাতীব হিশাম ইবন আম্মার ইবন নাসীর (র)-এর বরাতে, আনাস (রা) সূত্রে সালামা (রা) থেকে। ইবনুল আছীর (র)-ও তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন।

তের ঃ অন্যতমা মাওলা-বাঁদী সালমা (রা)। তিনি হলেন আবূ রাফি (রা)-এর স্ত্রী এবং রাফি (রা)-এর মা। যেমন তার সূত্রে ওয়াকিদীর রিওয়ায়াতে রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত করতাম–আমি, খাযরা, রাযওয়া ও মায়মূনা বিনত সা'দ (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সকলকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির ও বনূ হাশিমের মাওলা আবূ সাঈদ (র)....ইব্ন আবূ রাফি' (র)-এর মাওলা সাঈদ (র) সূত্রে তাঁর দাদী ও নবী করীম (র)-এর পরিচারিকা সালমা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে কেউ তাঁর মাথাব্যথার অনুযোগ করলে তাঁকে আমি এ কথাই বলতে শুনেছি যে, احتجم "শিংগা লাগাও।" আর পায়ে ব্যথার কথা বললে তিনি এ কথাই বলতেন যে, اخضبهما بالحناء "পা দু'টিকে মেহেদী দিয়ে খিযাব লাগাও।" আবূ দাঊদ (র)-ও হাদীসটি অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন ইব্ন আবুল মাওয়ালী (র)-এর বরাতে। আর তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) রিওয়ায়াত করেছেন যায়দ ইবনুল হুবাব (র)-এর সংগ্রহ হতে....সালমা (রা) থেকে। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি 'গরীব'। শুধু সাঈদ (র) সূত্রেই আমরা এর পরিচিতি লাভ করেছি। সালমা (রা) নবী করীম (সা) হতে বেশ কয়েকটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যার উল্লেখ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দীর্ঘ পরিসরের দাবী রাখে। মুসআব আয যুবায়রী (র) বলেছেন, সালমা (রা) হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এমন বিবরণ পাওয়া যায় যে, সালমা (রা) নবী করীম (সা)-এর জন্য 'হারীরা' হালুয়া রান্না করে দিতেন, যা তার পসন্দনীয় ছিল। তিনি নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন নবী করম (সা)-এর ফুফী সাফিয়্যা (রা)-এর মালিকানাধীন। পরে তিনি নবী করীম (সা)-এর মালিকানায় আসেন। তিনি ফাতিমা (রা)-এর সন্তানদের ধাত্রী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমের প্রসবকালে ধাত্রীরূপে কাজ করেছিলেন। তিনি ফাতিমা (রা)-এর লাশের গোসলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তার স্বামী আলী ইবন আবূ তালিব ও (আবূ বকর) সিদ্দীক (রা)-এর পত্নী আসমা (রা)-এর সংগে তিনিও তার গোসল দানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন আবুন নাযর (র)....সালমা (রা) থেকে

বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) তার মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত হলেন। আমি তার সেবা-শুশ্রূষা করতাম। তিনি তাঁর এ রোগে একদিন তেমনই (কৃশকায়) হলেন যেমন অসুস্থতা কালে তিনি হয়ে যেতেন। সালমা বলেন, আলী (রা) তাঁর কোন প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, মা! আমার জন্য গোসলের ব্যবস্থা কর। আমি তার জন্য গোসলের পানির ব্যবস্থা করলে তিনি তাঁর জীবনের সুন্দরতম গোসল করলেন। তারপর তিনি বললেন, মা! আমাকে আমার নতুন কাপড়গুলি দাও। তিনি তা পরিধান করার পরে বললেন, মা! আমার বিছানাটা ঘরের মাঝ বরাবর এগিয়ে দাও। আমি তা করলাম এবং তিনি শুয়ে পড়লেন এবং কিবলা মুখী হয়ে নিজের হাত নিজের গালের নীচে রাখলেন। পরে বললেন, মা! আমার এখন অন্তিম মুহূর্ত! আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি। সুতরাং কেউ আমাকে অনাবৃত করবে না। সালমা (রা) বলেন, পরে আলী (রা) এসে পড়লে আমি তাঁকে তা অবহিত করলাম। হাদীসটি অতিশয় বিরল পর্যায়ের।

চৌদ্দ ঃ অন্যতমা বাঁদী শীরীন। মতান্তরে সীরীন–মারিয়্যা কিবতীয়া (রা)-এর বোন এবং ইবরাহীম (রা)-এর খালা। আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুকাওকিস–যার নাম ছিল জুরায়জ ইবন মীনা –এ দু'বোনকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হাদীয়াস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন এবং এদের সংগে ছিল মাবূর নামের একটি গোলাম ও দুলদুল নামের একটি খচ্চরী। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) শীরীনকে হিবা করে দিয়েছিলেন হাসসান ইবন ছাবিত (রা)-এর জন্য এবং সেখানে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান ইবন হাসসান (রা)-এর জন্ম হয়েছিল।

পনের ঃ অন্যতম বাঁদী উম্মু মালীহ উনকূদা হাবশিয়া; তিনি ছিলেন আইশা (রা)-এর বাঁদী। তাঁর নাম ছিল ইনাবা (আংগুরী)। রাসূলুল্লাহ (সা) তার নাম বদলিয়ে রাখলেন উনকূদা (থোকা)। এ বর্ণনা আবূ নুআয়ম (র)-এর। মতান্তরে তার নাম ছিল গাফী (রা)।

ষোল ঃ নবী করীম (সা)-এর ধাত্রী –অর্থাৎ তার দুধ মা–ফারওয়া (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন,

اذا اويت الى فراشك فاقرئى قل يايها الكافرون- فانها براءة من الشرك-

তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন কূল য়া আয়্যুহাল কাফিরূন পাঠ করবে। কেননা তাতে শিরক হতে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা রয়েছে।" আবূ আহমদ আল আসকারী (র) তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনা উসদুল গাবা গ্রন্থে ইবনুল আছীর (র)-এর।

তবে ফিযযা আন নুবিয়্যা নামের বাঁদী সম্পর্কে ইবনুল আছীর (র) তাঁর উসদুল গাবা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর বাঁদী। তারপর তিনি এক অখ্যাত অজ্ঞাত সনদে (মাহবূব....ইব্ন আব্বাস হতে) আল্লাহ পাকের কালাম—ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا- "খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে" (৭৬ ঃ ৮)–সম্পর্কে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যার সারাংশ –হাসান ও হুসায়ন (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের দেখতে গেলেন এবং জনসাধারণও তাদেরকে দেখতে গেল। তারা আলী (রা)-কে বলল,

আপনি যদি মানত করতেন! তখন আলী (রা) বললেন, ওরা দু'জন ওদের এ রোগ থেকে সুস্থ হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিন দিন সিয়াম পালন করব। ফাতিমা (রা)-ও অনুরূপ বললেন। ফিযযা (রা)-ও অনুরূপ বললেন। আল্লাহ তাদের সুস্থতা দান করলেন। তখন তাঁরা সিয়াম পালন করলেন। ওদিকে আলী (রা) গিয়ে শামঊন খায়বারীর নিকট হতে তিন সা' যব ধার করে আনলেন। ঐ রাতে তাঁরা তার এক সা' দিয়ে খাবার তৈরী করলেন। রাতের আহারের জন্য তৈরী খাবার নিজেদের সামনে রাখলে এক ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়ায দিল, মিসকীনকে খাবার দিন। আল্লাহ্ আপনাদের জান্নাতের দস্তরখানে খাওয়াবেন।' তখন আলী (রা) তাঁদের আদেশ করলে তাঁরা ভিক্ষুককে ঐ খাবার দিয়ে দিলেন এবং তাঁরা নিজেরা অনাহারে রইলেন। পরবর্তী রাতে তারা আর এক সা' দিয়ে খাবার তৈরী করে নিজেদের সামনে রাখলেন। তখন এক ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'য়াতীমকে খাবার দিন।'....তারা ঐ খাবার তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা অনাহারে কাটালেন। অনুরূপ ঘটনা তৃতীয় রাতেও ঘটল। ভিক্ষুক এসে বলল, বন্দীকে খাবার দিন। তখন তাঁরা তা দান করে দিলেন এবং তিন দিন তিন রাত অনাহারে কাটালেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেন,

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا....لا نريد منكم جزاء ولا شكورا -

কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন একটা সময় অবশ্যই এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্র বিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রুতিধর ও দৃষ্টিবান। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে হবে কৃতজ্ঞ, নয় তো সে হবে অকৃতজ্ঞ। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন। সৎ কর্মশীলরা পান করবে এমন পান-পাত্রে যাতে মিশ্রণ রয়েছে কর্পূরের। কর্পূর এমন এক প্রস্রবণ যা হতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবেন। তারা এ প্রস্রবণকে যেমন ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। তারা মানত-কর্তব্য পালন করে এবং সে দিনকে ভয় করে যে দিনের মন্দ অবস্থা হবে ব্যাপক ও বিস্তৃত। আহারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। (এবং বলে) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের আহার দান করি; আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না" (৭৬ ঃ ১-৯)। কিন্তু হাদীসটি মুনকার– প্রত্যাখ্যাত। এমনকি হাদীস বিশারদ ইমামগণের কেউ কেউ এটিকে মাওযূ বা জালও সাব্যস্ত করেছেন। এ বর্ণনার শব্দমালায় নিম্নমান এবং সেই সাথে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ও হাসান-হুসায়ন (রা)-এর মদীনায় জন্ম হওয়ার বিষয়টি ইমামগণের এ দাবীর প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

সতের ঃ আইশা (রা)-এর বাঁদী লায়লা (রা)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন বায়তুল খালা (পায়খানা) থেকে বেরিয়ে আসেন। আপনার পরপরই আমি সেখানে গিয়ে কিছু দেখতে পাই না। তবে কিনা আমি মিশ্‌কের সুঘ্রাণ পাই। নবী করীম (সা) তখন বললেন,"আমরা নবীকূল–আমাদের দেহের উন্মেষ-উদ্ভব ঘটে জান্নাতীদের আত্মার উপর। সুতরাং তোমাদের থেকে 'অবাঞ্ছিত' কিছু বের হলে ভূমি তা গিলে ফেলে।" আবূ নুআয়ম (র)

আবূ আবদুল্লাহ আল মাদানীর বরাতে লায়লা (রা) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ আবূ আবদুল্লাহ 'অজ্ঞাত'নামা রাবী।

আঠার ঃ মারিয়া কিবতীয়া (রা)–ইবরাহীম (রা)-এর মা। উম্মুল মুমিনীনগণের প্রসংগে তাঁর কথাও আলোচিত হয়েছে। তবে ইবনুল আছীর (র) এ মারিয়া ও উম্মুর রাবার মারিয়ার মাঝে পার্থক্য রেখা টেনেছেন। তিনি বলেছেন, ইনিও নবী করীম (সা)-এর অন্যতমা দাসী। তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন বসরার রাবীগণ। তা রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবন হাবীব (র)... মারিয়া (রা) থেকে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যে রাতে মুশরিকদের চোখে ধূলো দিয়ে 'পলায়ন' করলেন, সে রাতে আমি তাঁর জন্য নীচু হয়ে বসলাম যাতে তিনি একটি দেয়ালে চড়তে পারেন। ইবনুল আছীরের পরবর্তী মন্তব্য–এবং মারিয়া (রা) নবী করীম (সা)-এর খাদিমা। আবূ বকর (রা) ইবন আব্বাস (র) .. মুছান্না ইবন সালিহ (র)-এর দাদী মারিয়া (রা) থেকে– তিনি নবী করীম (সা)-এর খাদিমা ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের (তালুর) চেয়ে কোমল কোন কিছু আমি আমার হাত দিয়ে স্পর্শ করি নি। আল ইসতী'আব'-এ আবূ উমর ইবন আবদুল বার্র (র) বলেছেন, আমি অবগত নই যে, এ মারিয়া এবং পূর্ববর্তী মারিয়া অভিন্ন কিনা।

উনিশ ঃ মায়মূনা বিনত সা'দ (রা)–অন্যতমা মাওলা-বাঁদী। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহরিয (র)....যিয়াদ ইবন আবূ সাওদা (রা)-এর ভাই সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর বাঁদী মায়মূনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে আমাদের অবহিত করুন। জবাবে তিনি বললেন, ارض المنشر والمحشر -ائتوه فصلوا فيه فانه صلاة فيه كالف صلاة "এটা হাশর-নশরের (পুনরুত্থান) ক্ষেত্র; তোমরা সেখানে যাবে এবং সেখানে সালাত আদায় করবে। কেননা, সেখানে এক সালাত হাজার সালাতের তুল্য। মায়মূনা বলেন, যদি কেউ সেখানে যেতে কিংবা সফর করতে সক্ষম না হয় তবে সে কী করবে তা বলে দিন। নবী করীম (সা) বললেন, "তবে সে সেখানে তেল হাদিয়াস্বরূপ পাঠাবে। কেননা, যে সেখানে হাদিয়া পাটাবে সে যেন সেখানে সালাত আদায় করল।" ইবন মাজা (র) আবূ দাঊদ ও আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, মায়মূনা (রা) থেকে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে। আহমদের বর্ণনায় আছে মায়মূনা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে 'জারজ-সন্তান' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন,

لا خير فيه- نعلان اجاهد بهما فى سبيل الله احب الى من ان اعتق ولد الزنا-

"তাতে কোন কল্যাণ নেই। এক জোড়া চপ্পল যা দিয়ে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব তা জারজ সন্তানকে মুক্তি দেয়ার চেয়ে আমার নিকট অধিক পসন্দীয়।" নাসাঈ (র) আব্বাস আদ দূরী (র) সূত্রে এবং ইবন মাজা (র) আবু বকর ইবন আবু শায়রা (র) সূত্রে দুকায়ন (র) ....ঐ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবু য়া'লা আল মাওসিলী (র) বলেন, আবূ বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মায়মূনা (রা) থেকে–তিনি নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন–বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, الرافلة فى الزينة فى غير اهلها كالظلمة يوم القيامة -لانورلها "সেজেগুজে পর-পুরুষের মাঝে বিচরণকারিণী–কিয়ামতের দিন আঁধারের ন্যায় তার কোন জ্যোতি থাকবে না।" তিরমিযী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মূসা ইবন

উবায়দা (র) সূত্রে। তিনি মন্তব্য করেছেন, মূসা ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি পাইনি। আর হাদীস বর্ণনায় মূসাকে দুর্বল গণ্য করা হয়। আরো কেউ কেউ মূসা থেকে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তা মারফূ' রূপে নয়।

বিশ ঃ অন্যমতা বাঁদী মায়মূনা বিনত আবূ আসীবা (কিংবা আবু আমবাসা) (রা)। এ তথ্য আবূ আমর ইবন মানদা (র)-এর। আবূ নুআয়ম (র) বলেছেন, এতে বিভ্রাট হয়েছে। সঠিক নাম হল মায়মূনা বিনত আবূ আসীব। আবূ আবদুল্লাহ মুশাজজা ইবন মুসআব আল আবদী (র) এরূপ নামেই তার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।....রাবী'আ বিনত ইয়াযীদ (র)....নবী করীম (সা)-এর বাঁদী মায়মূনা বিনত আবু আসীব (রা) থেকে –মতান্তরে বিনত আবূ আমবাসা থেকে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, হুরায়শ গোত্রের এক নারী নবী করীম (সা)-এর দরবারে এসে আওয়ায দিল। হে আইশা! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হতে একটি দু'আ এনে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন; যা দিয়ে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিবেন এবং আমাকে নিশ্চিন্ত করবেন। নবী করীম (সা) তাকে বললেন,

ضعی يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه وقولى بسم الله اللهم داونى بدوائك واشفنى بشفائك-

"তোমার ডান হাত তোমার হৃদপিণ্ডের উপরে রাখবে তারপর তা মসেহ করবে এবং বলবে –بسم الله আল্লাহর নামে! ইয়া আল্লাহ! আপনার দাওয়াই দিয়ে আমাকে চিকিৎসা করে দিন এবং আপনার শিফা' দিয়ে আমাকে শিফা' দান করুন।" واغشى بفضلك عمن سواك "এবং আপনার ফযল ও মেহেরবাণী (রিযিক) দিয়ে আপনি ব্যতীত অন্যদের থেকে আমাকে অভাব মুক্ত করুন" রাবী'আ (র) বলেন, আমি এ দু'আ দিয়ে দুআ করলাম এবং তা কার্যকর পেলাম।

একুশ ঃ অন্যতমা বাঁদী আবূ যুমায়রা (রা)-এর স্ত্রী উম্মু যুমায়রা (রা)। এ পরিবার সম্পর্কে আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

বাইশ ঃ অন্যতমা বাঁদী উম্মু আয়্যাশ (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) উছমান (রা)-এর সংগে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিলে তাঁর খিদমত সহযোগীতার জন্য তার সংগে এ বাঁদীকে পাঠিয়েছিলেন। আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেন, ইকরিমা (র)....উম্মু আয়্যাশ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর খাদিমা ছিলেন। নবী করীম (সা) তাকে নিজের কন্যার সংগে উছমান (রা)-এর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি উছমান (রা)-এর জন্য খুরমা দলাই-মলাই করে সকালে (ভিজিয়ে) রাখতাম। তিনি তা বিকেলে পান করতেন এবং বিকেলে ভিজিয়ে রাখলে তিনি তা সকালে পান করতেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এতে তুমি কিছু (পুরাতনের সংগে নতুন পানির) মিশ্রণ কর নাকি? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। তিনি বললেন, এমনটি আর করবে না।

এরাই হলেন নবী করীম (সা)-এর বাঁদী-দাসী (রা)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র) ছুমামা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে 'নাবীয'[1] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

---

১. পানিতে খুরমা (কিশমিশ ইত্যাদি) ভিজিয়ে রেখে তৈরী পানীয়।–অনুবাদক

করলাম। তিনি এক হাবশী কিশোরী (দাসী)-কে দেখিয়ে বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিচারিকা, একে জিজ্ঞেস কর। তখন সে বাঁদীটি বলল, আমি বিকেলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য একটি পাত্রে (মশকে) খুরমা ভিজিয়ে সেটির মুখ বেঁধে রাখতাম। সকাল হলে তিনি তা থেকে পান করতেন। মুসলিম ও নাসাঈ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। করেছেন কাসিম ইব্‌নুল ফায্‌ল (র)-এর বরাতে, ঐ সনদে। বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি এভাবে আইশা (রা)-এর 'মুসনাদে' উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা নবী করীম (সা)-এর খিদমতকারিণী অন্যতমা হাবশী বাঁদীর মুসনাদরূপে উল্লেখিত হওয়াই অধিক সমীচীন। তবে সে বাঁদী আমাদের উল্লেখিত বাঁদীদের একজনও হতে পারেন। আবার তাদের অতিরিক্ত অন্য কেউও হতে পারেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

নবী করীম (সা)-এর সেবায় আত্মনিয়োজিত তাঁর সাহাবী খাদিমগণ (যারা গোলামও মাওলাও নয়)

এক ঃ এ তালিকার শীর্ষে রয়েছেন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)। তার বংশ সূত্র আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌নুয নাযর ইব্‌ন যমযম (ضمضم) ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন জুনদাব ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন গনম ইব্‌ন আদী ইব্‌নুন নাজ্জার–নাজ্জার গোত্রের আনসারী। তার কুনিয়াত ছিল আবূ হামযা, বাসস্থান মদীনায়, পরে বসরায় বসতি স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় অবস্থানকাল দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করেন। এ ধীর্ঘ দিন নবী করীম (সা) কখনো তাকে ভর্ৎসনা করেননি এবং তিনি করেছেন এমন কোন কাজের ব্যাপারে বলেননি, তা করলে কেন ? এবং তিনি করেননি এমন কোন বিষয়ে তিনি বলেননি, এটা করলে না কেন ? তার মা হলেন উম্মু সুলায়ম বিনত মিলহান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম। এ মা-ই তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তিনি তা কবূল করেছিলেন। মা তার এ সন্তানের জন্য নবী করীম (সা)-এর কাছে দু'আর আবেদন করলে নবী করীম (সা) বলেছিলেন,

اللهم اكثرماله وولده واطل عمره وادخله الجنة-

"হে আল্লাহ! তার ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং তাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করুন।" আনাস (রা) বলেন, 'এর দু'টি বিষয় আমি দেখেছি এবং তৃতীয়টির (জান্নাতে প্রবেশ) প্রতীক্ষায় রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমার রয়েছে অবশ্যই অধিক সম্পদ এবং আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে গেছে।' অন্য একটি র্বণনায় রয়েছে–আমার আংগুর বাগান বছরে দ'-দু'বার করে ফল দেয়। আর আমার ঔরষজাত সন্তানের সংখ্যা একশ ছয় জন।

তাঁর বদরে অংশগ্রহণ সসম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। আনসারী (র) তাঁর পিতা সূত্রে ছুমামা (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আনাস (রা)-কে বলা হল, আপনি কি বদরে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন, মা-মরা কোথাকার, বদর হতে অনুপস্থিত থেকে আমি কোথায় যাব ? তবে প্রসিদ্ধ মতে তিনি বয়সের স্বল্পতার কারণে বদরে অংশগ্রহণ করেন নি এবং একই কারণে উহুদেও অংশগ্রহণ করেননি। তবে হুদায়বিয়া, খায়বর, 'উমরাতুল কাযা', মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তাঈফ এবং এর পরবর্তী অভিযান সমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ সালাত আদায়কারী ইব্ন উম্মু সুলায়ম অর্থাৎ আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর ন্যায় অন্য কাউকে আমি দেখিনি। ইব্ন সীরীন (র) বলেন, সফরে ও বাড়িতে তিনি ছিলেন অতি সুন্দর সালাত আদায়কারী মানুষ। বসরায় তিনি ইনতিকাল করেন এবং সেখানে বিদ্যমান সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি। এ তথ্য ব্যক্ত করেছেন আলী ইব্নুল মাদীনী (র)। তার মৃত্যু হয়েছিল নব্বই হিজরীতে। মতান্তরে একানব্বই, বিরানব্বই ও তিরানব্বই হিজরীতে। তবে শেষ মতটি অধিক প্রসিদ্ধ এবং তা অধিকাংশের সমর্থিত।

মৃত্যুকালে তার বয়স ঃ ইমাম আহমদ (র) তার মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন, মু'তামির ইব্ন সুলায়মান (র) হুমায়দ (র) সূত্রে এ মর্মে যে, আনাস (রা) এক কম একশ বছর আয়ু পেয়েছিলেন। সর্বনিম্ন কথিত বয়স ছিয়ানব্বই এবং সর্বাধিক কথিত হয়েছে একশ সাত বছর। কেউ কেউ একশত ছয় এবং অন্যরা একশ তিন বছরের কথা বলেছেন।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দুই ঃ আল আসলা ইব্ন শারীক ইব্ন আওফ আল আ'রাজী (রা)। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, তাঁর নাম ছিল মায়মূন ইব্ন সাম্বায। রাবী ইব্ন বদর আল আ'রাজী (র) বলেন, তার পিতা ও দাদা সূত্রে আসলা (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতাম এবং তাঁর সংগে সংগে সফর করতাম (ও পাল্কীর দায়িত্ব পালন করতাম)। এক রাতে তিনি বললেন, يااسلع قم فارحل "আসলা! ওঠো এবং পাল্কী নিয়ে চল।" আসলা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোসল ফরজ হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) কিছু সময় নীরব থাকার পর জিবরীল (আ) তায়াম্মুম বিষয়ক আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। [তখন নবী করীম (সা) বললেন, قم يا اسلع قم فيتمم ওঠ হে আসলা! তায়াম্মুম করে নাও] বর্ণনাকারী বলেন, আমি তায়াম্মুম করলাম এবং সালাত আদায় করলাম। পরে পানির কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, يااسلع قم فاغتسل "ওঠ হে আসলা! এখন গোসল করে নাও।" বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) তখন আমাকে তায়াম্মুমের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার দু'হাত মাটিতে রাখলেন, তারপর তা ঝেড়ে নিলেন। তারপর দু'হাত দিয়ে নিজের চেহারা মাসেহ করলেন। পরে আবার নিজের দু'হাত মাটিতে লাগাবার পর তা ঝেড়ে নিয়ে দু'হাত দিয়ে নিজের দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। ডান হাত দিয়ে বাম হাত মুসলেন এবকং বাম হাত দিয়ে ডান হাত আইরের ও ভিতরের দিক মাসেহ করলেন। রাবী (র) বলেন, আমার পিতা (বদর) আমাকে (তায়াম্মুমের নিয়ম) দেখিয়েছেন। যেমন তাঁর পিতা তাঁকে দেখিয়েছিলেন। যেমন– আসলা (রা) তাঁকে দেখিয়েছিলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) আসলা (রা)-কে দেখিয়েছিলেন। রাবী (র) বলেন, আমি এ হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি আওফ ইব্ন আবূ জামীলা (র)-কে দেখালে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি হাসান (র)-কে এভাবেই করতে দেখেছি। ইব্ন মানদা ও বাগাবী (র) তাদের 'মু'জামুস সাহাবা' গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি এ রাবী' ইব্ন বদর (র) সূত্রেই রিওয়ায়াত করেছেন। বাগাবী (র) বলেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোন রাবী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইব্ন আসাকির

(র) বলেন, হায়ছাম ইব্ন রুযায়ক মালিকী আল মিদলাজী (র)-ও হাদীসটি তার পিতা সূত্রে আসলা ইব্ন শারীক (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তিন ঃ আসমা ইব্ন হারিছা ইব্ন সা'দ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন আমর ইব্ন আমির ইব্ন ছালাবা ইব্ন মালিক ইব্ন আকসা আল আসলামী (রা)। তিনি ছিলেন আসহাবে সুফফার অন্যতম। এ তথ্য দিয়েছেন মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র)। তিনি হিনদ ইব্ন হারিছা (রা)-এর ভাই। এ দু'ভাই-ই নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....ইয়াহয়া ইব্ন হিনদ ইব্ন হারিছা (রা) থেকে–হিনদ (রা) হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর ভাইকেই রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠিয়েছিলেন তাঁর গোত্রকে আশূরা দিবসের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়ে। এ ভাইয়ের নাম হল আসমা ইব্ন হারিছা (রা)। ইয়াহয়া ইব্ন হিনদ (র) (তার চাচা) আসমা ইব্ন হারিছা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এই বলে পাঠালেন যে, مر قومك بصيام هذااليوم "তোমার সম্প্রদায়কে এ দিনটির সওম পালন করতে বল।" তিনি বললেন, আমি যদি তাদের দেখতে পাই যে, তারা ইতোমধ্যেই আহার করে ফেলেছে তবে আপনার কি হুকুম ? নবী করীম (সা) বললেন, فليتموا اخر يومهم "তবে যেন তারা দিনটি শেষ পর্যন্ত আর আহার না করে।" আহমদ ইব্ন খালিদ ওয়াহবী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সূত্রে....হিনদ (রা) থেকে–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আসলাম গোত্রের একটি দলের কাছে পাঠালেন। তিনি বলে দিলেন,

مر قومك فليصومو هذا اليوم ومن وجدت منهم اكل فى اول يومه فليصم اخره-

"তোমার কওমকে আদেশ দিয়ে এস যেন তারা এ দিনটির সিয়াম পালন করে এবং তাদের মধ্যে যাকে দেখবে যে, সে দিনের প্রথম ভাগেই আহার করে ফেলেছে সে যেন দিনের শেষ পর্যন্ত সিয়ামের অবস্থায় থাকে।" মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) ওয়াকিদী (র) সূত্রে বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন নুআয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্নুল মুজমির (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, হিনদ ও আসমাকে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মালিকানাধীন গোলামই মনে করতাম। [ওয়াকিদী বলেছেন, এ দু'জন নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন এবং এ দু'জন ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী করীম (সা)-এর দুয়ারেই পড়ে থাকতেন।] মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, আসমা ইব্ন হারিছা (রা) ছিষট্টি হিজরীতে আশি বছর বয়সে বসরায় ইনতিকাল করেন।

চার ঃ নবী করীম (সা)-এর খাদিম বুকায়র ইব্নুশ শাদ্দাখ লায়ছী (রা)। ইব্ন মানদা (র) উল্লেখ করেছেন–আবূ বকর আল হুযালী (র) সূত্রে আবদুল মালিক ইব্ন ইয়ালা আল-লায়ছী (র) থেকে এ মর্মে যে, বুকায়র ইব্নুশ শাদ্দাখ আল লায়ছী (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে এ ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করলেন এবং বললেন, আমি তো আপনার পরিবারে (অন্দর মহলে) যাতায়াত করতাম; এখন আমি বালিগ হয়ে গিয়েছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম (সা) বললেন, اللهم صدق قوله ولقه الظفر "ইয়া আল্লাহ! তাকে সত্যভাষী করুন এবং সফলতা-ধন্য করুন।" পরে উমর (রা)-এর যুগে এক

ইয়াহূদী ব্যক্তি নিহত হল। উমর (রা) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন, 'এ বিষয় যার কোন অবগতি রয়েছে তাকে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি।" তখন বুকায়র (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমিই তাকে হত্যা করেছি। উমর (রা) বললেন, তার খুনের দায় তো তুমি বহন করলে, এখন পরিত্রানের উপায় কি ? বুকায়র (রা) বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! জনৈক গাজী (মুজাহিদ) ব্যক্তি আমাকে তার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল। একদিন আমি এসে দেখলাম এ ইয়াহূদীটা ঐ মুজাহিদের স্ত্রীর কাছে রয়েছে আর সে একটা অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করছে। বর্ণনাকারী বলেন, বুকায়র (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বোল্লিখিত দু'আর কারণে উমর (রা) তার বক্তব্যের সত্যতা মেনে নিলেন এবং ইয়াহূদীর খুনের দায়কে বাতিল সাব্যস্ত করলেন।

পাঁচ ঃ বিলাল ইব্ন রাবাহ আল হাবশী (রা)। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গোলাম এবং তার মনিব ছিল উমায়্যা ইব্ন খালফ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য মনিব উমায়্যা তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। কিন্তু তিনি ছিলেন ইসলামে অটল অবিচল। তার এ অবস্থা দেখে আবূ বকর (রা) অঢেল সম্পদের বিনিময়ে তাঁকে খরিদ করলেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষায় তাকে মুক্ত করে দিলেন। লোকেরা যখন হিজরত করল তখন তিনিও তাদের সংগে হিজরত করলেন। বদর, উহুদ ও পরবর্তী অভিযানসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার মা হামামা-র পরিচয়ে বিলাল ইব্ন হামামা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাঞ্জল ভাষী বাগ্মী।

সুতরাং তিনি 'সীন' (س) কে শীন (ش) উচ্চারণ করতেন বলে যে প্রসিদ্ধি রয়েছে তা আদৌ ঠিক নয়। তিনি ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার মুয়ায্যিনের অন্যতম, যেমনটি পূর্বে বিবৃত হয়েছে। তিনিই সর্ব প্রথম আযান দিয়েছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর পরিবারের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সমস্ত সম্পদ তার হাতেই থাকত। নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে তিনিও সিরিয়াগামী বাহিনীর সংগে গিয়েছিলেন। কারো কারো মতে আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর মুয়ায্যিনরূপে তিনি (মদীনায়) অবস্থান করছিলেন।

তবে প্রথম অভিমত অধিক প্রসিদ্ধি ও তথ্য নির্ভর। ওয়াকিদী (র) বলেন, বিশ হিজরীতে তিনি দামিশকে ইনতিকাল করেন এবং তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ষাটের অধিক। ফাল্লাস (র)-এর বক্তব্য মতে দামিশকে এবং মতান্তরে দারিয়া-য় তার সমাধি রয়েছে। কেউ কেউ হালাবে তাঁর মৃত্যু হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। তবে প্রামাণ্য তথ্য মতে হালাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁর ভাই খালিদ (রা)। মাকহূল (র) বলেন, বিলাল (রা)-কে দেখেছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে বিবরণ দিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ণ শ্যামল বর্ণের, ক্ষীণকায় ও প্রশস্ত কপালধারী। এবং তার মাথায় ছিল অনেক চুল। তিনি সাদা চুল-দাড়িতে খিযাব ব্যবহার করতেন না।

ছয়-সাত ঃ নব্বী দরবারের খাদিম হাব্বা ইব্ন খালিদ ও সাওয়া ইব্ন খালিদ (রা) দু'ভাই। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র)....হাব্বা ইব্ন খালিদ ও সাওয়া ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকটে পৌছলাম–তিনি তখন কোন কিছু মেরামত-সংস্কার করছিলেন, যা তাঁকে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট করে দিয়েছিল। তিনি তখন বললেন,

لا ينسأ من الرزق ماتهز هزت رؤوسكما - فان الانسان تلده امه احيمر ليس عليه قشرة - ثم يرزقه الله عزوجل -

"যতদিন তোমাদের মাথা দু'টি স্পন্দিত হতে থাকবে ততদিন রিযক বিলম্বিত (স্থগিত) রাখা হবে না। কেননা, মানব সন্তানকে তার মা জন্ম দেয় লালচে বর্ণে; তার থাকে না কোন ছাল-বাকল। পরে মহান মহীয়ান আল্লাহ তাকে (সব কিছু) রিযক দান করতে থাকেন।"

আট ঃ নবী করীম (সা)-এর খাদিম যূ-মুখাম্মার–মতান্তরে যূ-মুহাব্বার (রা)। তিনি হাবশা সম্রাট নাজাশী (রা)-এর ভাইয়ের ছেলে এবং মতান্তরে তাঁর বোনের ছেলে। তবে প্রথম মতটি যথার্থ। সম্রাট নাজাশী নিজের নাইব ও প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতের জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুন নযর (র) যূ-মুখাম্মার (রা) থেকে। তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর সেবায় আত্মনিয়োজিত জনৈক হাবশাবাসী। তিনি বলেন, আমরা তাঁর সংগে সফরে ছিলাম। তিনি দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগলেন এমন কি কাফিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তিনি এমন করছিলেন পাথেয় স্বল্পতার কারণে। তখন কেউ তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা তো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী করীম (সা) উপবেশন করলেন এবং লোকেদের থামিয়ে রাখলেন। সকলেই তাঁর কাছে সমবেত হলে তাদের তিনি বললেন, هل لكم ان تهجع هجعة "একটু সময় আমরা ঘুমিয়ে নিব কি ?" [কিংবা অন্য কেউ তাঁর কাছে এ আবেদন করেছিল।] তখন লোকেদের সহ তিনি সেখানে অবস্থান নিলেন। তারা বলল, এ রাতে আমাদের পাহারাদারী করবে কে ? আমি (যূ-মুখাম্মার) বললাম, আমি, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গীত করুন। তিনি তখন তার উষ্ট্রীর লাগাম আমাকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, هاك لا تكونن لكعا "দেখ বোকা বনে থেকো না যেন! বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের লাগাম ও আমার উটের লাগাম তুলে নিয়ে অনতি দূরে সরে গেলাম এবং সে দু'টিকে আপন ইচ্ছায় চরতে দিলাম। আমি সে দু'টির প্রতি লক্ষ্য রাখছিলাম এ অবস্থায় ঘুম আমাকে পেয়ে বসল।

এরপর আমার চেহারায় সূর্য কিরণের প্রখরতা অনুভব করার আগ পর্যন্ত আর কিছুরই আমার খোঁজ-খবর ছিল না। সূর্য তাপে আমি জেগে উঠে আমার ডানে বামে তাকালাম। দেখলাম, বাহন দুটি আমার অনতিদূরেই রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উট ও আমার উটের লাগাম ধরে সবচেয়ে কাছের লোকটির নিকট গেলাম এবং তাকে জাগিয়ে তুলে বললাম, সালাত আদায় করেছ কি ? সে বলল, না। তখন লোকেরা একে অন্যকে জাগাতে লাগল এবং অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও জেগে উঠলেন। তিনি বললেন, يا بلال هل فى الميضأة ماء "হে বিলাল! উযূর পাত্রে কি কিছু পানি আছে ?" তিনি বললেন, হাঁ, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গীত করুন।

পরে তিনি উযূর পানি নিয়ে এলেন যার মাটি পরিষ্কার করা হয়নি। পরে বিলাল (রা)-কে হুকুম করলে তিনি আযান দিলেন। পরে নবী করীম (সা) দাঁড়িয়ে ফজরের পূর্বেকার দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তাতে তাড়াহুড়া করলেন না। পরে বিলাল (রা)-কে আদেশ করলে তিনি ইকামত বললেন এবং নবী করীম (সা) তাড়াহুড়া না করেই (ফরয)

সালাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি অবহেলার অপরাধ করছি ? নবী করীম (সা) বললেন,-لا قبض الله ارواحنا وردها الينا وقد صلينا "না, আল্লাহ আমাদের রূহ (সাময়িকভাবে) তুলে নিয়েছিলেন এবং তা ফেরত দিয়েছেন। এবং আমরাও তো সালাত আদায় করে নিয়েছি।"

নয় ঃ নবী করীম (সা)-এর খাদিম তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবূ ফিরাস রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব আল-আসলামী (রা)। আওযা'ঈ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর (র) আবূ সালামা (র) সূত্রে রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে রাত্রি যাপন করতাম এবং তাঁর উযূর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনের সুরাহা করতাম। তিনি রাতের বেলা জেগে উঠে বলতেন, سبحان ربى وبحمده (আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে..) দীর্ঘক্ষণ। এবং سبحان رب العالمين(জগতসমূহের প্রতিপালকের পবিত্রতা!) দীর্ঘক্ষণ। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنة يارسول الله- "তোমার কি চাওয়ার মত কিছু আছে ?" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতে আপনার সান্নিধ্য লাভ। তিনি বললেন,-فاعنى على نفسك بكثرة السجود "তবে তুমি নিজে অধিক সিজদা করে আমাকে সহায়তা কর" (অর্থাৎ অধিক সালাত আদায়ের অভ্যাস কর)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .. রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার সারাটা দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেবায় কাটিয়ে দিতাম। অবশেষে ইশার সালাত আদায় করা হয়ে গেলে তিনি যখন তার ঘরে যেতেন আমি তখন তার দরজায় বসে থাকতাম। মনে মনে বলতাম, হতে পারে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন প্রয়োজন দেখ দেবে। আমি তখন শুনতে থাকতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলে চলেছেন, سبحان الله وبحمده (আল্লাহর পবিত্রতা তাঁর হামদসহ)। শুনতে শুনতে এক সময় আমি ক্লান্ত হয়ে চলে আসতাম কিংবা আমার দু'চোখ আমাকে পরাভূত করলে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। তাঁর প্রতি আমার অধীর মনযোগ ও আমার সাগ্রহ খিদমত দেখে একদিন তিনি আমাকে বললেন, يا ربيعة ابن كعب سلني اعطك "হে রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব! আমার কাছে কিছু চাও। আমি তোমাকে তা দিয়ে দেব।" রাবী'আ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজের ব্যাপারে একটু ভেবে নেই। তারপরে আমার চাহিদার কথা আপনাকে অবহিত করব। রাবী'আ (রা) বলেন, আমি মনে মনে চিন্তা করতে থাকলাম। আমার বোধদয় হল যে, দুনিয়া এক সময় ফুরিয়ে যাবে। আর এখানে আমার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ রিযক রয়েছে যা আমার কাছে আসতে থাকবে। রাবী'আ (রা) বললেন, তাই আমি মনে মনে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে আমার আখিরাতের বিষয় দরখাস্ত করব।

কেননা, তিনি তো আল্লাহর নিকট যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। রাবী'আ (রা) বলেন, এ সব ভেবে-চিন্তে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "হে রাবী'আ! কী ঠিক করলে?" আমি বললাম, জ্বী হাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমি দরখাস্ত করছি যে, আপনি আমার প্রতিপালকের নিকটে আমার জন্য সুপারিশ করবেন যেন তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। রাবী'আ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বললেন, "হে রাবীআ! একথা তোমাকে কে বলে দিয়েছে?" রাবী'আ (রা) বলেন, আমি বললাম, যিনি

আপনাকে সত্য ও ন্যায় সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! কেউ আমাকে এ কথা বলে দেয়নি। তবে আপনি যখন আমাকে বললেন, "আমার কাছে চাও, তোমাকে দিয়ে দেব।" আর আপনি তো আল্লাহর নিকট অধিষ্ঠিত রয়েছেন আপনার যথাযোগ্য মর্যাদায়। তখন আমি, নিজের বিষয় ভেবে দেখলাম। আমি উপলব্ধি করলাম যে, দুনিয়া তো বিচ্ছিন্ন ও বিলীন হয়ে যাবে। আর এখানে আমার জন্য অবশ্য রিযক রয়েছে যা আমার কাছে আসবেই। তাই আমি ভাবলাম যে, আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কাছে আমার আখিরাতের বিষয় পেশ করব। রাবী'আ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘসময় নীরব হয়ে রইলেন। পরে আমাকে বললেন, انى فاعل فاعنى على نفسك بكثرة السجود- "আমি তা করব, তবে তুমি নিজে অধিক সিজদা দিয়ে আমাকে সহায়তা করবে।"

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, আবূ খায়ছামা (র)....আবূ ইমরান আল জাওনী (র) সূত্রে রাবী'আ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। ইনি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, হে রাবী'আ! বিয়ে করবে না?" রাবী'আ (রা) বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কিছু আপনার খিদমত করা থেকে আমাকে বিরত রাখুক তা আমি পসন্দ করি না। তাছাড়া স্ত্রীকে দেবার মত কিছু আমার কাছে নেই। রাবীআ (রা) বলেন, এ জবাব দেয়ার পরে আমি মনে মনে বললাম, আমার অবস্থা রাসূলুল্লাহ (সা) আমার চাইতে অধিক জানেন। তিনি আমাকে বিবাহ করার দিকে উদ্বুদ্ধ করছেন; এবার আমাকে উদ্বুদ্ধ করলে আমি অবশ্যই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিব। রাবী'আ (রা) বলেন, তারপর একদা নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, রাবী'আ! বিয়ে করবে না ?" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে আর কে মেয়ে বিয়ে দেবে ? তাছাড়া স্ত্রীকে দেয়ার মত কিছুই তো আমার কাছে নেই। নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, "অমুক বংশের কাছে চলে যাও। গিয়ে তাদের বল, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের আদেশ করেছেন যে, তোমাদের অমুক তরুণীকে আমার সংগে বিয়ে দিয়ে দিবে।" রাবী'আ (রা) বলেন, আমি তাদের ওখানে গিয়ে বললাম, আল্লাহর রাসূল (সা) আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন যেন আপনারা আপনাদের কন্যা অমুককে আমার সংগে বিয়ে দিয়ে দেন। তারা বলল, অমুক কে ? রাবী'আ (রা) বললেন, 'হাঁ'। তারা বলল, মারহাবা! স্বাগতম! আল্লাহর রাসূল (সা)-কে এবং স্বাগতম তাঁর দূতকে। তারা আমার সংগে (তাদের কন্যার) বিয়ে দিয়ে দিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি কল্যাণময় পরিবারের নিকট হতে আপনার নিকট আসছি। তারা আমাকে সত্যবাদী জেনেছে এবং আমার সংগে তাদের মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এখন আমি এমন কিছু কোথায় পাব যা দিয়ে মহরানা আদায় করব ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বুরায়দা আসলামী (রা)-কে বললেন, اجمعوا لربيعة فى صداقة فى وزن نواة من ذهب- "রাবীআর জন্য তাঁর মহররূপে খেজুরের এক আটি ওযন পরিমাণ সোনা সংগ্রহ কর।" তাঁরা তা সংগ্রহ করে আমাকে দিয়ে দিলে আমি তা নিয়ে তাঁদের (শ্বশুরকূলের) কাছে গেলাম। তারা তা (সানন্দে) গ্রহণ করল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁরা তা গ্রহণ করেছে। এখন ওলীমা (বৌ-ভাত) করার মত কিছু আমি কোথায় পাব ? রাবী'আ (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বুরায়দা

(রা)-কে বললেন, اجمعوا الربيعة فى ثمن كبش রাবীআর জন্য একটা দুম্বার মূল্য পরিমাণ সংগ্রহ কর।" রাবী'আ (রা) বলেন, তাঁরা তা সংগ্রহ করে দিলেন এবং নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, انطلق الى عائشة فقل لها فلتدفع اليك ما عندها من الشعير "যাও আইশাকে গিয়ে বল, তাঁর কাছে যে যব আছে তা যেন তোমাকে দিয়ে দেন।" রাবী'আ (রা) বলেন, আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে তা দিয়ে দিলেন। পরে আমি দুম্বা ও যব নিয়ে (শ্বশুরালয়ে) চললাম। তারা বললেন, যবের কাজটি (রুটি তৈরী করা) আমরা তোমাকে সমাধা করে দিচ্ছি! আর দুম্বাটি –তা তোমাদের সাথীদের বল। তারা সেটা জবাই করুক। তারা জবাই করলেন।

ফলে আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে রুটি ও গোশতের ব্যবস্থা হয়ে গেল।....এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর একটি জমি আবূ বকর (রা)-কে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আমরা একটি খেজুর গাছের (কাদির) ব্যাপারে মতবিরোধ করলাম। আমি বললাম, ওটা আমার জমিতে রয়েছে। আবূ বকর বললেন, ওটা আমার জমিতে রয়েছে। আমরা এ নিয়ে কলহে লিপ্ত হলাম। তখন আবূ বকর (রা) আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যা আমাকে কষ্ট দিল। পরে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং আমাকে ডেকে এনে বললেন, আমি তোমাকে যেমন বলেছি, তুমিও আমাকে তেমনটি বল। রাবীআ (রা) বলেন, আমি বললাম, না। আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে যেমন বলেছেন আমি আপনাকে তেমন কথা বলতে পারব না। তিনি বললেন, তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে যাচ্ছি। রাবীআ (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যেতে লাগলেন। আমিও তার পিছু নিলাম। আমার গোত্রের লোকেরা আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। তারা বলল, তিনিই না তোমাকে শক্ত কথা বলেছেন। এখন তিনিই আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যাচ্ছেন নালিশ করতে। রাবী'আ (রা) বলেন, আমি তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমরা জান ইনি কে? ইনি সিদ্দীক (নির্দ্বিধ ও অকপট সত্যবাদী) এবং মুসলমানদের মুরব্বী। তোমরা ফিরে যাও। এমন না হয় যে তিনি ফিরে তাকিয়ে তোমাদের দেখতে পান এবং তোমরা তাঁর বিপক্ষে আমাকে সাহায্য করতে এসেছ এই ধারণায় তিনি না আবার রেগে যান। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে গিয়ে তাকে অবহিত করেন এবং রাবী'আর কপাল পুড়ে যায়। রাবী'আ (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছে বললেন, আমি রাবী'আকে একটা কটু কথা বলেছিলাম। তারপর আমি তাকে যেমন বলেছিলাম আমাকেও তেমন বলার জন্য তাকে বললাম, কিন্তু সে তা অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ياربيعة مالك وللصديق রাবী'আ তোমার ও সিদ্দীকের ব্যাপার কি ?" রাবীআ (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে যা বলেছেন, আমি তাঁকে তা বলতে পারব না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বললেন, لا تقل له كما قال لك - ولكن قل غفر الله لك - يا ابابكر "(হাঁ) তিনি যেমন তোমাকে বলেছেন তুমিও তাকে তেমনটি বল না। বরং তুমি বল, আবূ বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।"

দশ ঃ নবী দরবারের অন্যতম খাদিম আবূ বকর (রা)-এর মাওলা সা'দ (রা)। মতান্তরে তিনি নবী করীম (সা)-এর মাওলা ছিলেন। আবূ দাঊদ, তায়ালিসী (র) বলেন, আবূ আমির

(র) হাসান (র) সূত্রে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মাওলা সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, সা'দ (রা) ছিলেন আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম এবং তার খিদমত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পসন্দনীয় ছিল। [নবী করীম (সা) বললেন, اعتق سعدا সা'দকে মুক্তি দিয়ে দাও। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য এখানে সে ব্যতীত অন্য কোন খাদিম নেই। নবী করীম (সা) বললেন, اعتق سعدا- اتتك الرجال- اتتك الرجال- "সা'দকে মুক্তি দিয়ে দাও। তোমার জন্য অনেক লোক (খাদিম) আসছে। তোমার জন্য অনেক লোক আসছে।" আহমদ (র)ও আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) সূত্রে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ তায়লিসী (র) আরো বলেছেন, আবূ আমির (র) হাসান (র) সূত্রে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সামনে খুরমা পরিবেশন করলাম। লোকেরা জোড়ায় জোড়ায় (অর্থাৎ দুটি দুটি) করে খেতে লাগলে রাসূলুল্লাহ (সা) দুটি দুটি করে খাওয়া নিষেধ করলেন। ইব্ন মাজার বুন্দার –আবূ দাউদ (র) সূত্রে, হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

এগার ঃ অন্যতম খাদিম বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)। 'উমরাতুল কাযা-র দিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহন উষ্ট্রীর লাগাম টেনে নিয়ে চলেছিলেন এবং মক্কায় প্রবেশ কালে আবৃত্তি করছিলেন–(কবিতা)

خلوا بني الكفار عن سبيله + اليوم نضربكم على تأويله

كما ضربناكم على تنزيله + ضربا يزيل الهام عن مقيله

ويشغل الخليل عن خليله

"কাফিরের পুতেরা! তাঁর পথ ছেড়ে দাও। আজ তোমাদের আঘাত হানব তার (আল কুরআনের) ব্যাখ্যা বাস্ত-বায়নে।–[১] যেমন তোমাদের আঘাত হেনেছিলাম তার অবতারণে। এমন আঘাত যা মাথার খুলি বিচ্ছিন্ন করে দেয় তার স্থান থেকে....আর অন্তরংগ বন্ধুকে নির্লিপ্ত করে দেয় তার অন্তরংগ থেকে।" ইতোপূর্বে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর কয়েক মাস পরে মুতা যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) শাহাদাত বরণ করেন। যেমনটি পূর্বেই বিবৃত হয়েছে।

বার ঃ নবী করীম (সা)-এর ঘনিষ্ট খাদিম শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের অন্যতম আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ ইব্ন গাফিল ইব্ন হাবীব ইব্ন শামখ আল হুযালী (রা)। দুই হিজরতের মুহাজির; বদর ও পরবর্তী অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণকারী। নবী করীম (সা)-এর পাদুকা বাহন এবং তাঁর পবিত্রতা (উযূ ইত্যাদি)-র দায়িত্ব পালন করতেন এবং নবী করীম (সা)-এর বাহনে আরোহণের ইরাদা করলে তিনি হাওদা বসিয়ে দিতেন। আল্লাহ্র কালাম কুরআন শরীফের তাফসীরে তার ছিল সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং সেই সংগে বিশাল বিদ্যা ভাণ্ডার, মাহাত্ম্য ও জ্ঞান-গরিমার অধিকারী। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন–যখন তাঁরা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পায়ের গোছা দু'টির কৃশতা ও ক্ষীণতায় অভিভূত

---

১. [বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা সম্পর্কিত নবী করীম (সা)-এর দেখা স্বপ্নের প্রতি ইঙ্গিত।–অনুবাদক

হচ্ছিলেন–তিনি বললেন, والذى نفسي بيده لهما في الميزان اثقل من احد "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! অবশ্য ঐ পা দু'খানি মীযানে উহুদ পাহাড়ের চাইতে অধিক ভারী প্রতিপন্ন হবে।" উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইব্‌ন মাসউদ (রা) সম্বন্ধে বলেছেন, 'তিনি তো ইল্‌ম ভর্তি একটা ঘর।' বর্ণনাদাতাগণ উল্লেখ করেছেন যে, অবয়বে তিনি ছিলেন কৃশকায় কিন্তু স্বভাব-চরিত্রে উত্তম। কথিত আছে যে, তিনি হাঁটবার সময় বসে থাকা লোকের মত মনে হয়। তিনি আচার-আচরণ ও ধরণ-ধারণে নবী করীম (সা)-এর সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর চলাফেরা, উঠা-বসা কথাবার্তায় এবং ইবাদতের যথাসাধ্য তিনি নবী করীম (সা)-এর সংগে সাযুজ্য রক্ষা করতেন। তেষট্টি বছর বয়সে বত্রিশ অথবা তেত্রিশ হিজরীতে উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ তাঁর ইনতিকাল কূফায় হওয়ার কথা বলেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর প্রামাণ্য।

তের ঃ অন্যতম খাদিম সাহাবী উকবা ইবন আমির আল জুহানী (রা)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম....উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে পার্বত্য পথসমূহের কোন একটিতে (সম্ভবতঃ খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন কালে) আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহনকে টেনে নিয়ে চলছিলেন। হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন, يا عقبة الا تركب "উকবা! তুমি কি সওয়ার হবে না?" উকবা (রা) বলেছেন, আমার আশংকা হল যে, (এখন তার কথা না শুনলে) অবাধ্যতার পাপ হতে পারে। উকবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নেমে পড়লেন এবং আমি কিছুক্ষণের জন্য সওয়ার হলাম। তারপর তিনি আরোহণ করলেন এবং পরে বললেন, يا عقبة الا اعلمك سورتين من خير سورتين قرأبهما الناس "হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি সূরা শিখিয়ে দেবো না যা মানুষের পঠিত দুটি উত্তম সূরা ? আমি বললাম, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি আমাকে সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস পড়িয়ে দিলেন।

পরে সালাতের জামা'আত শুরু হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইমাম হয়ে ঐ দুই সূরা দিয়ে (সালাতের) কিরা'আত পাঠ করলেন। পরে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, اقرأبهما كلما نمت وكلما قمت "যখনই তুমি ঘুমুবে এবং যখনই তুমি জাগবে তখনই এ দুটি পাঠ করবে।" নাসাঈ (র) ও ওলীদ ইবন মুসলিম ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) থেকে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) উভয় ইবন ওয়াহব (র)-এর সংগ্রহ হতে....উকবা (রা) থেকেও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

চৌদ্দ ঃ অন্যতম খাদিম কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা আনসারী খাযরাজী (রা)। বুখারী (র) আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কায়স ইবন সা'দ (রা) নবী করীম (সা)-এর জন্য ছিলেন শাসনকর্তার পক্ষে 'প্রতিরক্ষা সচিবের' ন্যায়। এ কায়স (রা) ছিলেন অতি দীর্ঘকায় মানুষ এবং তার চিবুকে অল্প একটু দাড়ি ছিল। কথিত আছে যে, কায়স (রা)-এর পা-জামা কোন দীর্ঘকায় ব্যক্তি তার নাকের উপরে বাঁধলেও পাজামার পা দু'টি মাটিতে পৌঁছে যেত। মু'আবিয়া (রা) কায়স (রা)-এর পা-জামা রোমান সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, আপনাদের ওখানে এমন কোন লোক আছে কি যার জন্য এ পা-জামা দৈর্ঘে তার মাপমত হবে? রোম সম্রাট তা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন।

বর্ণনাকারীদের মতে, তিনি ছিলেন মহানুভব, সম্ভ্রান্ত, প্রশংসাই এবং প্রখর বুদ্ধি ও কুশলতা সম্পন্ন। সিফফীন যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন আলী (রা)-এর পক্ষে। মিস'আর (র) মা'বাদ ইবন খালিদ থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, কায়স ইব্ন সা'দ (রা) তাঁর তর্জনী তুলে রাখতেন এবং দু'আ করতে থাকতেন। (আল্লাহ তার প্রতি রাযী থাকুন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন) ওয়াকিদী ও খালীফা ইবন খয়্যাত (র) প্রমুখ বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) যুগের শেষ দিকে কায়স (রা) মদীনায় ইনতিকাল করেন। হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (র) বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব সিজিসতানী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আনসারীদের মধ্যকার বিশ জন তরুণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরকারী কাজের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে তার নিকটে উপস্থিত থাকতেন। কোন কাজ সম্পাদনের সংকল্প করলে নবী করীম (সা) তাদের সে কাজে পাঠিয়ে দিতেন।

পনের ঃ নবী করীম (সা)-এর বিশিষ্ট খাদিম মুগীরা ইবন শু'বা ছাকাফী (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে তিনি যেন ছিলেন 'সিলাহদার'–রক্ষীদল প্রধান। যেমন–তাঁকে দেখা যাচ্ছে হুদায়বিয়া সন্ধিকালে তাবুতে নবী করীম (সা)-এর মাথার কাছে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাতে তরবারী উচিয়ে –অতন্দ্রপ্রহরী রূপে। সেখানে সন্ধি আলোচনায় আগত মক্কার প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য উরওয়া ইবন মাসউদ ছাকাফী তৎকালীন আরবের প্রথানুযায়ী বার বার তার হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাড়ি (চিবুক) স্পর্শ করতে যাচ্ছিল। আর যতবারই সে তা করছিল, ততবারই মুগীরা (রা) তরবারীর বাঁট দিয়ে উরওয়ার হাতে ঠোকা লাগিয়ে বলছিলেন, এ (তরবারীটি) তোমার (গর্দান) পর্যন্ত পৌঁছার আগেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র দাড়ি হতে তোমার হাত সরিয়ে ফেল। পূর্ণ হাদীস –পূর্বে বিবৃত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) প্রমুখ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সব গুলো যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। তায়েফবাসীদের বিগ্রহ –যা রাব্বা' নামে অভিহিত হত এবং এটিই প্রসিদ্ধ প্রতীমা 'লাত' ধ্বংস করার কাজে আবূ সুফিয়ান (রা)-এর সংগে মুগীরা (রা)-কেও নবী করীম (সা) দল নেতা নিয়োগ করেছিলেন।

মুগীরা (রা) ছিলেন আরবের চৌকষ কুশলীদের একজন। শাবী (র) বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, কেউ কখনও আমাকে পরাভূত করতে পারেনি। শাবী (র) আরো বলেন, কাবীসা ইব্ন জাবির (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছি। তাতে (আমি বলতে পারি যে) যদি কোন নগরীর আটটি তোরণ থাকে যার কোনটি দিয়েই কৌশল ব্যতিরেকে বের হয়ে আসা যায় না তবুও মুগীরা (রা) তার যে কোন তোরণ দিয়েই বের হয়ে আসতে পারবেন। শাবী (র) আরো বলেন, "কাযী (বিচারপতি) ছিলেন চার জন, আবূ বকর, উমর ইবন মাসউদ ও আবূ মূসা (রা)। কুশলী বুদ্ধিমান ছিলেন চারজন–মু'আবিয়া, আমর ইবনুল আস, মুগীরা ও যিয়াদ (রা)। যুহরী (র) বলেছেন, কুশলী বুদ্ধিমান পাঁচজন–মু'আবিয়া, আমর ও মুগীরা (রা) এবং দু'জন ছিলেন আলী (রা)-এর সংগে, এরা হলেন কায়স ইবন সা'দ ইবন উবাদা ও আবদুল্লাহ ইবন বুদায়ল ইবন ওয়ারকা' (রা)।

---

১. [illegible] দেবী।—অনুবাদক

ইমাম মালিক (র) বলেছেন, মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) ছিলেন বহু বিবাহে অভ্যস্ত। তিনি বলতেন, একক ভার্যাধারীর স্ত্রী ঋতুবর্তী হলে বেচারা স্বামীও তার সংগে ঋতুপালনে বাধ্য হয়। আর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বামীও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর দুই স্ত্রীর স্বামী দুই লেলিহান অগ্নিশিখার মাঝে। বর্ণনাকারী (মালিক) বলেন, তাই তিনি চারজনকে বিয়ে করতেন এবং তাদের এক সংগে তালাক দিয়ে দিতেন। অন্যদের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সর্বমোট আশিজন নারীর পানি গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনশত নারীকে। আবার কেউ তো বলেছেন, এক হাজার নারীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে বেশ মতবিরোধ রয়েছে। তবে খতীব বাগদাদীর দাবীকৃত ঐকমত্য সম্পন্ন, অধিক প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ মতে তিনি পঞ্চাশ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ষোল ঃ নব্বী দরবারের অন্যতম খাদিম আবূ মা'বাদ মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিনদী (রা)-বনূ যুহরা-র মিত্র। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুই জন সংগীসহ আমি মদীনায় উপনীত হলাম এবং লোকদের কাছে নিজেদের (অবস্থা) তুলে ধরলাম। কিন্তু কেউ আমাদের অতিথি (জাগীর)-রূপে গ্রহণ করল না। আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকটে গিয়ে তাঁর কাছে অবস্থা উল্লেখ করলাম। তিনি আমাদের তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে তখন চারটি বকরী ছিল। তিনি বললেন, احلبهن يا مقداد وجزئهن اربعة اجزاء واعط كل انسان جزء "মিকদাদ! এগুলিকে দোহন করবে এবং সেগুলি (-র দুধ)-কে চার ভাগে ভাগ করে প্রতিজনকে এক এক ভাগ দেবে।" সুতরাং আমি অনুরূপ করতে লাগলাম। এক রাতে আমি নবী করীম (সা)-এর জন্য (তার অংশ) তুলে রাখলাম। তিনি আসতে দেরী করলেন এবং আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তখন আমার প্রবৃত্তি আমাকে মন্ত্রণা দিল, নবী করীম (সা) নিশ্চয়ই কোন আনসারী পরিবারে গিয়ে থাকবেন (এবং স্বভাবতই তারা তাঁকে মেহমানদীরী করবে)।

সুতরাং তুমি যদি এখন উঠে এ পানীয় অংশটুকু পান করে ফেল....প্রবৃত্তি এভাবে ফুসলাতে থাকলে অবশেষে আমি উঠে নবী করীম (সা)-এর জন্য রেখে দেয়া অংশ পান করে ফেললাম। কিন্তু তা আমার উদরে ও আঁতুড়ীতে প্রবেশ করা মাত্র আমাকে অস্থির করে তুলল। এখন আমি ভাবতে লাগলাম, নবী করীম (সা) এখন ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত হয়ে আগমন করবেন এবং পাত্র শূন্য দেখতে পাবেন। আমি আমার মুখের উপর একটি কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম। ওদিকে নবী করীম (সা) আগমন করলেন এবং এমনভাবে সালাম করলেন যা জাগ্রতকে শুনানী দেয় এবং ঘুমন্তকে জাগিয়ে দেয় না। তিনি পাত্র অনাবৃত করে তাতে কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি তখন নিজের মাথা আসমানের দিকে তুলে বললেন, اللهم اسق من سقانى اطعم من اطعمنى- "ইয়া আল্লাহ! যে আমাকে পান করাবে তাকে আপনি পান করান এবং যে আমাকে খাওয়াবে তাকে আপনি খাওয়ান।" আমি তার দু'আকে নিজের জন্য 'সৌভাগ্য' মনে করে উঠে পড়লাম এবং ছুরী নিয়ে বকরীগুলির কাছে গেলাম। আমি তাদের ছুঁয়ে দেখতে লাগলাম যে কোনটি মোটা তাজা, যাতে আমি সেটি জবাই করতে পারি। আমার হাত তাদের একটির দুধের থনে পড়লে দেখতে পেলাম যে তা দুধে পূর্ণ রয়েছে। পরে অন্য একটিকে লক্ষ্য করে দেখলাম সেটির থনও দুধে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। পরে দেখি সবগুলির ওলান দুধে পূর্ণ। তখন

আমি পাত্রে করে দুধ দুয়ে নিলাম এবং তা নবী করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বললাম, পান করুন। তিনি বললেন, ما الخبر يا مقداد "মিকদাদ! ব্যাপার কি?" আমি বললাম, আগে পান করুন তারপরে ব্যাপার। তিনি বললেন, بعض سوائك يا مقداد "মিকদাদ! এ তোমার দুষ্টুমীর একটি।" তিনি পান করলেন। পরে বললেন, اشرب তুমি পান কর। আমি বললাম, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আপনি পান করুন। তিনি পেট পুড়ে পান করলেন। পরে আমি তা নিলাম এবং পান করলাম। এরপর আমি তাঁকে সব ব্যাপার অবহিত করলে নবী করীম (সা) বললেন, هيه "ওহ! এই ব্যাপার।" আমি পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করলাম। নবী করীম (সা) বললেন, هذه بركة منزلة من السماء افلا اخبرتنى حتى اسقى صاحبيك- "এ হচ্ছে আসমান হতে নাযিলকৃত বরকত। তুমি আগেই আমাকে অবহিত করলে না কেন ? তবে তো তোমার সংগী দু'জনকেও পান করাতাম।" আমি বললাম, বরকত যখন আমি এবং আপনি পান করে ফেলেছি এখন আর কে পেল না পেল সে পরোয়া আমার নেই। ইমাম আহমদ (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আবুন-নাযর (র)....মিকদাদ (রা) থেকে পূর্বোক্ত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তাতে আরো রয়েছে যে, তিনি এমন পাত্রে দুধ দুইয়েছিলেন যাতে অন্য সময় তারা দুইতে সমর্থ হতেন না। তিনি এত দুইলেন যে, তার উপর ফেনা ভেসে উঠল। তিনি যখন তা নিয়ে আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, اما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد "মিকদাদ আজ রাত্রে তোমাদের পানীয় (দুধ) তোমরা পান করনি?" **আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!** আপনি পান করুন! পরে তিনি (পাত্র) আমার দিকে এগিয়ে দিলে আমি অবশিষ্টটুকু নিয়ে নিলাম এবং পরে তা পান করলাম।

পরে, যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) **পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর দু'আ** আমি পেয়ে গিয়েছি তখন আমি হাসির **তোড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ** (সা) বললেন, **احدى سوائك يا مقداد "এ তোমার দুর্মতির একটি হে মিকদাদ!"** আমি **বললাম,** ইয়া রাসূলাল্লাহ! **আমার ব্যাপার ছিল এই এই....আমি এরূপ ঘটিয়ে ছিলাম।** তিনি বললেন,

ما كانت هذه الا رحمة الله - الا كنت اذنتنى - توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها-

"এটা আল্লাহর বরকত বৈ আর কিছুই ছিল না। তুমি কেন আমাকে (আগে) অবগত করলে না, তোমার সংগীদ্বয়কে জাগিয়ে দিলে তারাও তা থেকে অংশ পেয়ে যেত।" মিকদাদ (রা) বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্য-ন্যায় সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! যখন আপনি তা পেয়েছেন এবং আপনার সংগে আমিও তা পেয়ে গেলাম তখন আর কে কে তা পেল না পেল তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।" মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র)-ও হাদীসটি সুলায়মান ইবনুল মুগীরা (র) হতে রিওয়ায়াত করেছেন।

সতের ঃ নবী করীম (সা)-এর সাহাবী-খাদিম তালিকায় অন্যতম–উম্মু সালমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মুহাজির (রা)। তাবারানী (র) বলেন, আবুয যামরা' রাওহ্ ইবনুল ফারজ (র)....বুকায়র (র)-**এর সুত্রে** বর্ণনা করেন তিনি বলেন উম্মু সালামা (রা)-এর মাওলা মুহাজির (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি অনেক বছর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত করেছি। এ

দীর্ঘ দিনে আমি করে ফেলেছি এমন কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি (সা) আমাকে বলেননি। 'কেন করলে?' আবার কোন কিছু আমি করিনি, (সে জন্য বলেননি) 'কেন করলে না?' একটি রিওয়ায়াত রয়েছে, আমি দশ অথবা পনের বছর যাবত তার খিদমত করেছি।

আঠার ঃ অন্যতম খাদিম আবুস সামহ (রা)। আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ছাকাফী (র) বলেন, মুজাহিদ ইবন মূসা (র) .... মাহিল ইব্‌ন খালীফা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবুস্ সামহ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত করতাম। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন গোসল করতে মনস্থ করতেন তখন আমাকে বলতেন, আমার (পানির) পাত্রটি আমাকে এগিয়ে দাও। আবুস্ সামহ (রা) বলেন, আমি তাঁকে পাত্র এগিয়ে দিতাম এবং তাঁকে আড়াল করে রাখতাম।....একবার হাসান বা হুসায়ন (রা)-কে নিয়ে আসা হল। তিনি নবীজী (সা)-এর বুকের উপর পেশাব করে দিলেন। আমি তা ধুয়ে দেয়ার জন্য এগিয়ে আসলে তিনি বললেন, يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام "মেয়ের পেশাব (পর্যপ্ত পরিমাণে) ধুতে হয়; আর ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে (হাল্কা) দিতে হয়।" আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা (র)-ও মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) সূত্রে....অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

উনিশ ঃ খাদিম তালিকায় অন্যতম....সর্ব বিচারে শ্রেষ্ঠতম সাহাবী আবূ বকর (রা)। হিজরতের সফরে, বিশেষত (ছাওর) গুহায় অবস্থান কালে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে মদীনায় উপনীত হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বহস্তে নবীজী (সা)-এর যাবতীয় খিদমত আনজাম দিয়েছেন। বিশদ বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহর জন্য সব হামদ এবং সব অনুকম্পা তাঁরই।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারের লিখকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্তব্য পালনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ

এক-চার ঃ[1] ওহী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় লেখকবৃন্দের মাঝে রয়েছেন, খলীফা চতুষ্টয় আবূ বকর, উমার, উসমান ও আলী ইবন আবূ তালিব (রা)। তাঁদের প্রত্যেকে খিলাফত যুগের বর্ণনায় তাদের জীবনী আলোচিত হবে। ইনশাআল্লাহ!

পাঁচ ঃ এ তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন আবান ইবন সাঈদ ইবনুল আস ইবন উমায়্যা ইবন আবদ শামছ ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন কুসায়–উমাবী (রা)। তাঁর দুই ভাই খালিদ ও আমর (রা)-এর পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়টি ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির পরে। কেননা, হুদায়বিয়া সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উছমান (রা)-কে দূতরূপে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন তখন এ আবান (রা)-ই উছমান (রা)-কে হিফাযত করেছিলেন। তবে কারো কারো মতে, তিনি খায়বার অভিযানের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, খায়বারের গণীমত বণ্টন প্রসংগে সহীহ বুখারীতে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে তাঁর নামোল্লেখ রয়েছে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণরূপে বিবৃত হয়েছে যে, সিরিয়ার তেজারতী সফরে এক খৃস্টান ধর্মযাজকের সংগে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল। তার কাছে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিষয় আলোচনা করলে তিনি তাকে বলেন, তার নাম কি? তিনি

---

১. বর্ণ ক্রমিকে অনুচ্ছেদের শেষাংশে তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।–অনুবাদক

বলেন, মুহাম্মদ। যাজক বললেন, তবে আমি তোমাকে তাঁর বিবরণ দিচ্ছি। তিনি অবিকল তাঁর হুলিয়া আকৃতি-প্রকৃতির বিবরণ দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি যখন স্বদেশে ফিরে যাবে তখন তাঁকে (আমার) সালাম বলবে। এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনিই সে আমর ইবন সাঈদ আল আশ্‌দাক (রা)-এর ভাই, আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের আদেশে যাকে হত্যা করা হয়েছিল।

আবূ বকর ইবন শায়বা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে সর্ব প্রথম ওহী-লেখক ছিলেন উবায় ইবন কা'ব (রা)। তিনি উপস্থিত না থাকলে লিখতেন যায়দ ইবন ছাবিত (রা)। এ ছাড়া উছমান, খালিদ ইবন সাঈদ ও আবান ইবনে সা'ঈদ (রা) ও নবী করীম (সা)-এর জন্য লিপিকারের কাজ করেছেন। ইব্‌ন শায়বা (রা) অনুরূপই বলেছেন। তবে এ ব্যবস্থা ছিল মদীনায়। অন্যথায় মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের অবতরণকালে তো আর উবায় (রা) সেখানে ছিলেন না। অথচ অন্যান্য লেখক সাহাবীগণ (রা) তো মক্কায় তা লিখেছেন।

আবান ইবন সাঈদ (রা)-এর মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। মূসা ইবন উকবা, মুস'আব ইবনুয যুবায়র ও যুবায়র ইবন বাক্‌কার (র) এবং অন্যান্য বংশাবলী বিশারদগণের মতে আজনাদীন যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।-অর্থাৎ দ্বাদশ হিজরীর জুমাদাল-উলা মাসে। অন্যরা বলেছেন, চর্তুদশ হিজরীতে মারজুস সুফার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত প্রাপ্ত হন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেছেন, আবান ও তাঁর ভাই আমর (রা) পনের হিজরীর রজব মাসের পাঁচ তারিখে ইয়ারমুক যুদ্ধে শাহাদাত সুধা পান করেন। কারো কারো মতে তিনি উছমান (রা)-এর খিলাফাত কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং তিনি যায়দ ইবন ছাবিত (রা)-কে মুসহাফুল ইমাম (মূল কপি)-এর শ্রুতি লিখন (করিয়ে অনুলিপি তৈরি) করাতেন। তারপর উনত্রিশ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহই সমধিক অবগত।

ছয় ঃ কাতিব ওহী উবায় ইবন কা'ব ইবন কায়স ইবন উবায়দ আনসারী খাযরাজী (রা)। কুনিয়াত আবুল মুন্‌যির। তাকে আবুত তুফায়লও বলা হত। তিনি ছিলেন সায়্যিদুল কুররা, হাফিযগণেরও প্রধান। দ্বিতীয় আকাবা চুক্তি[১] ও বদরসহ পরবর্তী সব অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির শীর্ণকায় মানুষ এবং সাদা মাথা ও সাদা দাড়ির অধিকারী। খিযাব ব্যবহার করে চুলের সাদা বর্ণ পরিবর্তন করতেন না। আনাস (রা) বলেন, চার ব্যক্তি কুরআন সংগ্রহ-সংকলন করেছেন। অর্থাৎ আনসারীদের মধ্য হতে উবায় ইবন কা'ব, মু'আয ইবন জাবল, যায়দ ইবন ছাবিত এবং অন্য একজন আনসারী ব্যক্তি যিনি আবূ ইয়াযীদ (রা) নামে অভিহিত হতেন। বুখারী-মুসলিম (র) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আনাস (রা) সূত্রে আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উবায় (রা)-কে বললেন, ان الله امرنى ان اقرأ عليك القران- "তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাবার জন্য আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন।" উবায় (রা) বললেন, তিনি কি আপনার কাছে আমার নামও বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী (আনাস) বলেন, তখন তাঁর চোখ দু'টি আনন্দের

---

১. হিজরাতের পূর্বে হজ্জে আগত ৭২ সদস্য বিশিষ্ট মদীনাবাসীদের নবী করীম (সা)-কে সহায়তা ও আনুগত্য দানের গোপন চুক্তি-দ্বিতীয়বার।–অনুবাদক

অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। তবে এখানে পড়ে শোনাবার অর্থ শুধু শোনানো এবং পৌঁছানো। শিক্ষকের কাছে ছাত্রের পাঠ শোনানো নয়। বিদ্বান বুদ্ধিমানদের কারো জন্য এ কথা বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই বটে।

তবুও কেউ যাতে অন্য রকম ধারণা না করে বসেন, সে উদ্দেশ্যেই আমাদের এই সতর্কীকরণ প্রয়াস। অন্যত্র আমরা এরূপ পাঠ করে শোনাবার একটি কারণ উল্লেখ করেছি। তা হল–নবী করীম (সা) উবায় (রা)-কে لم يكن الذين كفرو[২] পড়ে শোনান। আর কারণটি এই যে, উবায় (রা) এ সূরাটি যে কিরআতে (ও পঠন পদ্ধতিতে) তিলাওয়াত করতেন অন্য এক ব্যক্তিকে তা ভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে শুনে তিনি তার প্রতিবাদ করলেন। পরে উবায় (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে তুললে তিনি বললেন, اقرأ يا ابى "উবায়! পড়ে শোনাও।" তিনি পড়ে শুনালে, নবী করীম (সা) বললেন, هكذا نزلت "এ রূপেও নাযিল করা হয়েছে।" তারপর ঐ লোকটিকে বললেন, اقرأ "পড়ে শোনাও।" সেও পড়ে শোনালে নবী করীম (সা) বললেন, "এরূপেই নাযিল করা হয়েছে।" উবায় (রা) বলেন, এ ঘটনায় আমি (দীনের ব্যাপারে) এতই সন্দিহান হলাম যে, জাহিলিয়াতের যুগেও আমি তেমন সন্দেহবাদী ছিলাম না। উবায় (রা) বলেন, তখন নবী করীম (সা) আমার বুকে হাত রাখলেন, যাতে আমি ঘামে সিক্ত হয়ে গেলাম এবং ভয়ে আমার অবস্থা এমন হল যে, আমি যেন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এরপর কুরআনের বাস্তবতা ও সত্যতাকে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করার মানসে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে এ সূরাটি (সূরা বায়্যিনা) বান্দাদের প্রতি দয়া ও করুণাবশতঃ আল্লাহ পাক কুরআন একাধিক পঠন ভঙ্গিতে নাযিল করেছেন।

ইব্ন আবূ খায়ছামা (র) বলেছেন, তিনিই (উবায়) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে প্রথম ওহী লেখক ব্যক্তি। তার মৃত্যুকাল মতবিরোধ পূর্ণ। কেউ বলেছেন, উনিশ হিজরীতে। কারো মতে বিশ হিজরীতে এবং কারো মতে তেইশ হিজরীতে। এমন কি কেউ কেউ উছমান (রা)-এর শাহাদাত লাভের এক সপ্তাহ আগে হওয়ার কথাও বলেছেন। আল্লাহই সমধিক অবগত।

সাত ঃ অন্যতম লিখক আরকাম ইবন আবুল আরকাম (রা)। তার নাম ও বংশ সূত্র–মানাফ ইব্ন আসাদ ইবন জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযুম। সুতরাং তিনি মাখযূমী। প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। সাফা-র নিকটবর্তী তার বাড়িতেই রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মগোপন করে রয়েছিলেন।

এর পর হতে বাড়িটি 'খায়যূরান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি হিজরত করেন এবং বদর ও পরবর্তী সমরাভিযান সমূহে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবন উনায়স ও তাঁর মাঝে ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। আজীম ইবনুল হারিছ আল মুহারিবী-র জন্য 'ফাখ' ও সংলগ্ন অঞ্চলের জমিদারীর দলীল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুকুমে তিনিই লিখে দিয়েছিলেন। আতীক ইবন ইয়াকূব আয যুবায়রী (র) সূত্রে....(আবুল মালিক ইবন আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম–পিতা–দাদা) আমর ইব্ন হাযম (রা) সনদে হাফিয ইব্ন আসাকির (র) বর্ণিত

---

২. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা এবং মুশরিকরা আপন অবিচল ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত। আল্লাহর নিকট হতে এক রাসূল যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ। (বায়্যিনা ঃ ১-২)

রিওয়ায়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ জমিদারীর দলীল। তিপ্পান্ন হিজরীতে এবং মতান্তরে পঞ্চান্ন হিজরীতে পঁচাশি বছর বয়সে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

ইমাম আহমদ (র) তাঁর সূত্রে বর্ণিত দু'টি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

এক ঃ আহমদ ও হাসান ইব্‌ন আরফা (র) বলেন, (শব্দ ভাষ্য আহমদের) আব্বাদ ইব্‌ন আব্বাদ আল মুহাল্লাবী (র)....উছমান ইব্‌ন আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম (রা) তার পিতা থেকে–যিনি নবী করীম (সা)-এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন–বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলছেন,

ان الذى يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و يفرق بين الاثنين بعد خروج الاما كالجار قصبه فى النار-

"জুমু'আর দিন (খুতবার জন্য) ইমামের আগমনের পরে যে ব্যক্তি মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যায় এবং (পাশাপাশি বসা) দু'জনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে সে জাহান্নামে নাড়ী-ভুঁড়ী টেনে হিচড়ে নিয়ন্ত্রণে রাখায় ব্যস্ত ব্যক্তির ন্যায়।"

দুই ঃ আহমদ (র) বলেন, ইমাম ইব্‌ন খালিদ (র) (আবদুল্লাহ ইব্‌ন উছমান ইবনুল আরকাম তার দাদা) আরকাম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে গেলে তিনি বললেন, اين تريد "কোথায় যেতে ইচ্ছা করছ?" তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করছি–ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ! এ দিকে–তিনি হাত দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থান ক্ষেত্রের দিকে ইংগিত করলেন। নবী করীম (সা) বললেন, ما يخرجك اليه اتجارة "কোন বিষয় তোমাকে সে দিকে নিয়ে যাচ্ছে?" ব্যবসার কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি সেখানে সালাত আদায় করার ইরাদা করেছি। তিনি বললেন, الصلاة ههنا "এ দিকে সালাত।" তিনি নিজের হাত দিয়ে মক্কার দিকে ইংগিত করলেন– خير من الف صلاة "হাজার সালাতের চাইতে উত্তম।" এ সময় তিনি (উত্তরে) সিরিয়ার দিকে (বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে) ইংগিত করলেন। এ বর্ণনা একাকী আহমদ (র)-এর।

আট ঃ অন্যতম (ওহী) নিবন্ধক ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাস আনসারী **খাযরাজী** (রা)। কুনিয়ত– আবূ আবদুর রহমান। তাঁর নাম আবূ মুহাম্মদ আল-মাদানী-ও বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন আনসারদের মুখপাত্র। তবে খাতীবুন নাবী–নবী করীম (সা)-এর মুখপাত্র নামেও অভিহিত হতেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্ মাদাইনী (র) তাঁর শায়খবর্গের সনদ সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগত আরবী প্রতিনিধিদল সমূহের বিবরণ প্রসংগে অবহিত করেছেন। তারা বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবাস ইয়ামানী ও মাসলামা ইব্‌ন হারান আল্ হাদ্দাবী (আল হিদাঈ) (রা) তাদের স্বগোত্রীয় একটি দলের সংগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। দলটি ইসলাম গ্রহণ করে তাদের গোত্রের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) তাদের জন্য একটি সনদপত্র লিখিয়ে দিলেন যাতে তাদের সদকা সম্পর্কে লিখেছেন। তাদের উপর ফরযকৃত যাকাতের বিবরণ ছিল। সনদটির লিখক ছিলেন ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাস এবং সাক্ষী ছিলেন সা'দ ইব্‌ন মু'আয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)। সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত প্রামাণ্য বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ

(সা) কর্তৃক জান্নাতের আগাম সুসংবাদ প্রদত্তদের মধ্যে ইনিও ছিলেন একজন। তিরমিযী (র) তার জামি' গ্রন্থে মুসলিম (র)-এর শর্তানুকূল সনদে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

نعم الرجل ابوبكر - نعم الرجل عمر - نعم الرجل ابو عبيده بن الجراح - نعم الرجل اسيدبن حضير - نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس - نعم الرجل معاذبن عمروبن الجموح-

"কতই ভাল মানুষ আবূ বকর! কতই ভাল মানুষ উমার! কতই ভাল মানুষ আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ! কতই ভাল মানুষ উসায়দ ইব্ন হুযায়ব! কতই ভাল মানুষ ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্‌মাস! কতই ভাল মানুষ মু'আয ইব্ন আমর ইবনুল জামূহ (রা)।" বার হিজরীতে আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে ছাবিত (রা) শহীদ হন। ঐ প্রসংগে তার একটি ঘটনা রয়েছে—যা আমরা যথাস্থানে (ইয়ামামা যুদ্ধের বর্ণনায়) উপস্থাপন করব—ইনশাআল্লাহ।

নয় ঃ (ওহী) লেখক তালিকায় অন্যতম সাহাবী হানজালা (ইবনুর রাবী' ইব্ন সায়ফী ইব্ন রাবাহ্ ইবনুল হারিছ ইব্ন মুখাশিন ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন শরীফ ইব্ন জারওয়া ইব্ন উসায়দ ইব্ন আমর ইব্ন তামীম) (রা) ইনি বনূ তামীমের উসায়দী উপগোত্রের লোক। তাঁর ভাই বারাহ (রা)-ও অন্যতম সাহাবী। তাঁর চাচা আকছাম ইব্ন সায়ফী ছিলেন 'হাকীমুল আরব'—আরবের ধী-মান বলে খ্যাত। ওয়াকিদী (র) বলেন, হানজালা (রা) নবী করীম (সা)-এর জন্য একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। অন্যদের বক্তব্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে 'তাওয়ায়িফ' (ক্ষুদ্র রাজ্য অঞ্চল) বাসীদের সংগে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলে খালিদ (রা)-এর পরিচালিত যুদ্ধসমূহে তাঁর সংগে ছিলেন। তিনি আলী (রা)-এর খিলাফতকাল পেয়েছিলেন; তবে 'জমল' (উটের যুদ্ধ) ও অন্যান্য যুদ্ধে তার সংগে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। পরবর্তী কালে কূফায় উছমান (রা)-কে গালাগালি করা শুরু হলে তিনি স্থানান্তরে গমন করেন এবং আলী (রা)-এর আমলের পরে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

উসদুল গাবা গ্রন্থে ইবনুল আছীর (র) উল্লেখ করেছেন। হানজালা (রা)-এর ইন্‌তিকালে তার স্ত্রী তাঁর জন্য শোকার্ত অস্থিরতা প্রকাশ করলে তাঁর পড়শিনীরা তাকে তিরস্কার করল। তখন তিনি বললেন,

تعجبت دعد لمحزونة + تبكى على ذى شيبة شاحب

ان تسألنى اليوم ما شفنى + اخبرك قولا ليس بالكاذب

ان سواد العين اودى به + حزن على حنظلة الكاتب-

"দা'দ এক দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দুঃখ ভারাক্রান্তের ব্যাপারে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। সে কাঁদছিল এক সাদা চুল ফ্যাকাসে চেহারাধারীর জন্য।"

যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার উপর কেমন দুরবস্থা আপতিত হয়েছে, তবে আমি তোমাকে এমন একটা কথা অবহিত করব যা মিথ্যে নয়। কাতিব হানজালার জন্য ভারী দুঃখ-

কেননা বিনাশ করেই দিয়েছে আমার চোখের মণিকে। আহমদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ আর রাককী **(র) বলেছেন, হানজালা** (রা) মুসলমানদের ফিতনা কোন্দল থেকে সযত্ন দূরে অবস্থান করে **আলী** (রা)-এর আমলের পরে ইন্‌তিকাল করেন।

হানজালা (রা) সূত্রে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (গ্রন্থকারের মতে) বরং তিনটি হাদীস। (এক) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ ও আফফান (র)....(ওহী লেখক) হানজালা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি–

من حافظ على الصلوات الخمس بركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله- دخل الجنة او قال - وجبت له-

"যে ব্যক্তি পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাতে নিয়মানুবর্তিতা **পালন করে চলবে, তার রুকু, তার** সিজদা এবং তার উযূ ও সময়ের প্রতি লক্ষ্যসহকারে **এবং সে বিশ্বাস করে যে এগুলি আল্লাহর** পক্ষ হতে যথার্থ। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে–**কিংবা তিনি বলেছিলেন– (জান্নাত) তার জন্য** অবধারিত হবে।" হাদীসটি আহমদ (র) একাকী রিওয়ায়াত করেছেন এবং কাতাদা (রা) ও হানজালা (রা)-এর মাঝে এর সনদ বিচ্ছিন্ন। আল্লাহই সমধিক অবগত।

দ্বিতীয় হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র) সাঈদ আল জুরায়রী (র) হতে....হানজালা (রা) থেকে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন,

لو تدومرن كما تكونون عندى لصافحتكم الملائكة فى مجالسكم وفى طرقكم وعلى فرسكم ولكن ساعة وساعة-

"তোমরা আমার কাছে যেমন থাক সব সময় তেমন থাকলে অবশ্যই ফিরিশতারা তোমাদের মজলিসসমূহে এবং তোমাদের পথে-ঘাটে ও তোমাদের বিছানায়, তোমাদের সংগে মুসাফাহা করতেন। তবে কখনো কখনো তিরমিযী ও আহমদ (র) হাদীসটি ইমরান ইব্‌ন দাঊদ আল কাত্তান (র) সূত্রে....হানজালা (রা)-এরবরাতেও রিওয়ায়াত করেছেন। তৃতীয় (হাদীসটি) রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র) সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে। হানজালা (রা) থেকে– যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারী হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসংগে। কিন্তু এ হাদীসে আহমদ (র) এরই অন্য একটি রিওয়ায়াতে আবদুর রাযযাক (র)....হানজালা (রা)-এর ভাই রাবাহ থেকে–ঐ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আহমদ (র)-এর আরো একটি রিওয়ায়াত–হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইবরাহীম ইব্‌ন আবুল আব্বাস (র)....এবং সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও আবূ আমির আল আকদী (র) (চার জনই মুগীরা সূত্রে) রাবাহ (রা) থেকে। এ মুগীরা (র) সূত্রে নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবার আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র)-ও উমর ইব্‌ন মুরাককা (র) সূত্রে....রাবাহ (রা) সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং হাদীসটি রাবাহ (রা) সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। হানজালা (রা) সূত্রে নয় এবং এ কারণেই আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) বলতেন, সুফিয়ান ছাওরী (র) এ হাদীসের বর্ণনায় বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এখন ইবনুর রাক্‌কী (র)-এর এ দাবী **যথার্থ প্রমাণিত হল যে, দু'টির** অধিক হাদীস তিনি রিওয়ায়াত করেননি। আল্লাহ সম্যক অবগত।

দশ ঃ কাতিব তালিকায় রয়েছেন অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) (ইবনুল আস ইব্ন উমায়্যা ইব্ন আবদ শামস ইব্ন আবদ মানাফ)। তার কুনিয়াত ছিল–আবূ সাঈদ। তিনি ছিলেন বনী উমায়্যার লোক। ইসলাম গ্রহণে প্রবীণদের তালিকায় তিনি সিদ্দীক (আবূ বকর) (রা)-এর পরে তৃতীয় বা চতুর্থ, মতান্তরে পঞ্চম। বর্ণনাকারীগণ তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন তাঁর একটি স্বপ্নের ঘটনা। ঘুমের মধ্যে একদিন তিনি দেখতে পেলেন যে, তিনি যেন জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জাহান্নামের এমন সুবিশাল পরিধির কথা উল্লেখ করেছেন যা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি বলেছেন যে, (তিনি দেখলেন) যেন তার পিতা তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিচ্ছেন। আর যেন রাসূলুল্লাহ (সা) তার পড়ে যাওয়া ঠেকাবার জন্য তার হাত ধরে রয়েছেন। তিনি এ স্বপ্ন আবূ বকর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি তাকে বললেন, তোমার প্রতি মঙ্গলের ফায়সালা হয়েছে। এই যে, আল্লাহর রাসূল (সা); তার *অনুগমন কর। তোমার আশংকার ব্যাপার হতে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে।* তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে তিনি মুসলামন হয়ে গেলেন। তাঁর পিতার কাছে তার ইসলাম গ্রহণের খবর পৌছলে সে তাঁর উপর রেগে গেল এবং তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তাঁকে পেটাতে লাগল। এমন কি লাঠিটি তাঁর মাথা ফাটিয়েই দিল এবং তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তাঁর খাবার বন্ধ করে দিল এবং তার অন্যান্য ভাইদের তাঁর সংগে কথা বলতেও বারণ করে দিল। তখন থেকে খালিদ (রা) দিন-রাত বিরতিহীনভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে থাকতে লাগলেন। পরে তাঁর ভাই আমরও ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে লোকেরা হাবশা দেশে হিজরত করলে এদু' ভাই-ও হিজরত করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে উম্মু হাবীবা (রা)-এর বিবাহ সম্পাদনে এ খালিদ (রা)-ই অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যে কথাটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, পরে দুই ভাই জাফর (রা)-এর সংগে হাবশা দেশ থেকে (মদীনার উদ্দেশ্যে) হিজরত করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌছলেন খায়বার অভিযান কালে। ততক্ষণে নবী করীম (সা) কর্তৃক খায়বার বিজিত হয়ে গেছে। নবী করীম (সা) মুসলমানদের সংগে পরামর্শের ভিত্তিতে এ দু'জনকেও গনীমতের অংশ দিলেন। তাদের অন্য এক ভাই আবান ইব্ন সাঈদ (রা)-ও (মুসলমান হয়ে) আগমন করে খায়বারের বিজয় অভিযানে অংশ নেন– যেমন আমরা পূর্বেই বলে এসেছি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করতে থাকেন। আবূ কবর (রা)-এর খিলাফত আমলে তারা সমরাভিযানে সিরিয়া অভিমুখে বের হলেন এবং খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) 'আজনাদায়ন'-এর যুদ্ধে শহীদ হন। মতান্তরে মারজুস সুফার যুদ্ধে। আল্লাহই সমধিক অবগত।

আতীক ইব্ন ইয়াকূব (র) বলেন, আবদুল মালিক ইব্ন আবূ বকর (র)....আমর ইব্ন হাযম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে একটি সনদপত্র লিখে দেন।

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما اعطى محمد رسول الله راشدبن عبد رب السلمى

اعطاه علوتين وعلوة بحجرة برهاط فمن خالفه فلا حق له وحقه حق-

রাহমান রাহীম আল্লাহর নামে। এ হল (সে দলীল) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) যা রাশিদ ইব্‌ন আবদ রাব্ব আস-সুলামী-কে প্রদান করেছেন। তিনি তাকে হিজর-রিহাত-এর দু' আলওয়া[1] দৈর্ঘও এক আলওয়া প্রস্থ দান করেছেন। সুতরাং যারা তার বিরোধিতা করবে তাদের তাতে কোন সংগত অধিকার নেই। এবং তার হক ও অধিকারই যথার্থ। লেখকঃ খালিদ ইব্‌ন সাঈদ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) বলেছেন, ওয়াকিদী (র) সূত্রে–জাফার ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ (র) –মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) হাবশা থেকে ফিরে আসার পরে মদীনায়ই অবস্থান করতে থাকেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হতে লেখকের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনিই তাইফবাসী ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের জন্য সন্ধিপত্র লিখে দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাদের মাঝে সন্ধি সম্পাদনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন।

এগার ঃ নবী করীম (সা)-এর কাতিব তালিকায় রয়েছেন সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওলীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম আবূ সুলায়মান–মাখযূমী (রা)। তিনি হলেন দিগ্বিজয়ী ইসলামী বাহিনী ও মুহাম্মদী সেনাদলের অধিনায়ক ঐতিহাসিক বিজয়সমূহ ও সোনালী অতীতের সমরাধিপতি; সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী আবূ সুলায়মান মহান খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)। বর্ণিত হয়েছে যে, যে বাহিনীতে খালিদ থাকতেন তা কোন দিন পরাজয়ের মুখোমুখী হয় নি–জাহিলী যুগেও নয়, ইসলামী যুগেও নয়। যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার (র) বলেন, কুরায়শের সেনা পরিচালনা ও অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়কত্ব ছিল তাঁর হাতে। খালিদ, আমর ইবনুল আস ও উছমান ইব্‌ন আবূ তালহা (রা) হুদায়বিয়া সন্ধির পরে এবং খায়বার অভিযানের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পাঠানো বাহিনীগুলোতে তাঁকেই সেনাপতি করে পাঠাতেন। পরে সিদ্দীকী খিলাফত যুগে তিনি সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা মনোনীত হলে খালিদ (রা)-কে তার পদ থেকে অব্যাহতি দিলেন এবং আমীনুল উম্মাহ আবূ উবায়দা (রা) এ শর্তে সেনাপতি পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেন যে, তিনি আবূ সুলায়মান (খালিদ) (রা)-এর মতামতের বিরুদ্ধাচারণ করবেন না। পরে উমর (রা)-এর খিলাফত কালেই খালিদ (রা) ইন্‌তিকাল করেন। তার মৃত্যু সন একুশ হিজরী–মতান্তরে বাইশ হিজরী। তবে প্রথমটি অধিক প্রামাণ্য। তার মৃত্যু হয়েছিল হিমাস থেকে মাইল খানেক দূরবর্তী এক জনপদে। ওয়াকিদী (র) বলেন, আমি ঐ জনপদটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমাকে বলা হল, দাছরাত (وثرت)। দুহায়ম (র) বলেছেন, তাঁর মৃত্যু হয় মদীনায়। তবে প্রথম তথ্যটি অধিকতর বিশুদ্ধ। খালিদ (রা) অনেক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। সে সবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য বর্তমান পরিসর সংকীর্ণ।

আতীক ইব্‌ন ইয়াকূব (র) বলেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ বকর (র)....(পিতা সূত্রে তিনি দাদা)....আমর ইব্‌ন হাযম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, এটি রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত জমি বন্দোবস্তের সনদ–

---

১. সম্ভবতঃ শব্দটি গালওয়া (غلوة) তীর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ পরিধি।

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله الى المؤمنين - ان صيدوح وصيده لا يعضد صيده ولا يقتل - فمن وجد يفعل من ذالك شيئا فانه يجلد وينزع ثيابه - وان تعدى ذالك احد فانه يؤخذ فيبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم - و ان هذا من محمد النبى - وكتب خالدين الوليد بامر رسول الله فلا يتعداه احد فيظلم نفسه فيما امره به محمد (صلى الله عليه وسلم)

"রাহমান রাহীম আল্লাহর নামে! মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হতে মু'মিনদের প্রতি–সায়দূহ (র) ও তার শিকার....শিকার বিতাড়ন করা যাবে না, হত্যা করা যাবে না। এর কোন কিছু করতে তাকে দেখা যাবে তাকে চাবুক লাগানো হবে এবং তার কাপড়-চোপড় ছিনিয়ে নেয়া হবে। এ ব্যাপারে কেউ আইন লংঘন করলে তাকে পাকড়াও করে নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। এ সনদ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর তরফ হতে। –লিখেছেন খালিদ ইবনুল ওলীদ–আল্লাহর রাসূল (সা)-এর নির্দেশে। সুতরাং কেউ যেন তা লংঘন করে মুহাম্মদ (সা)-এর জারীকৃত আদেশের ব্যাপারে নিজেকে আপরাধী সাব্যস্ত না করে।"

বার ঃ নবী করীম (সা)-এর দরবারে লেখক তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম–আবূ আবদুল্লাহ যুবায়র ইবনুল আওয়াম্ম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন কুসায় (রা)। জান্নাতের আগাম সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন, শূরা (পরামর্শক পরিষদ) সদস্যদের সে ছয় জনের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের প্রতি সন্তুষ্টি নিয়ে ওফাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাওয়ারী–(একান্ত ঘনিষ্ট সহযোগী), তাঁর ফুফু সাফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিবের পুত্র এবং আসমা বিনত আবূ বকর (রা)-এর স্বামী। আতীক ইব্‌ন ইয়াকূব (র) তাঁর পূর্ব উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, যুবায়র ইবনুল আওয়াম্ম (রা-ই বনূ মু'আবিয়া ইব্‌ন জারওয়াল-এর জন্য সে সনদটি লিখে দিয়েছিলেন যা তাদেরকে লিখে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইব্‌ন আসাকির (র)-ও আতীক (র)....সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, যুবায়র (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন–ষোল বছর বয়সে এবং মতান্তরে মাত্র আট বছর বয়সে। দু'টি হিজরতই (হাবশা ও মদীনায়) তিনি করেছিলেন এবং সবগুলি যুদ্ধ অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই আল্লাহর রাস্তায় সর্ব প্রথম তরবারী কোষমুক্ত করেছিলেন। ইয়ারমুক যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং তিনিই ছিলেন তাতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সেদিন তিনি প্রতিপক্ষ রোমকদের সেনা ব্যূহ ভেদ করেছিলেন এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত দুই দুই বার এবং শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছিলেন অক্ষত দেহে –শুধু মাত্র গ্রীবার পিছন দিকে তরবারীর দুটি ঘা লেগেছিল।

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য নিজের পিতা-মাতাকে 'একত্রিত' (উৎসর্গ)[১] করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ان لكل نبى حواريا - وحوارى الزبي "প্রত্যেক নবীর একজন

---

১. অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন فداك ابى وامتى "তোমার জন্য আমার মা-বাপ কুরবান।

'হাওয়ারী' (একান্ত ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী) থাকে; আমার হাওয়ারী হল যুবায়র।" তিনি ছিলেন অনেক অনেক সদ গুণ ও বৈশিষ্ট্য মাহাত্ম্যের অধিকারী। জামাল যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ–তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে ওয়াদি আস সিবা' নামক একটি স্থানে তামীম গোত্রের তিন ব্যক্তি– আমর ইব্ন জুরমূয, ফাযালা ইব্ন হাবিস এবং তৃতীয় জন নুফা'য় নামে কথিত– তাঁর কাছে আসতে দেখা গেল। তিনি ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় আমর ইবণু জুরমূয অতর্কিতে আক্রমণে তাকে হত্যা করে।

এটা ছিল ছত্রিশ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখে এবং তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সাতষট্টি বছর। মৃত্যুকালে যুবায়র (রা) এক বিশাল সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। পরিত্যক্ত সম্পদ হতে বাইশ লাখ (দিরহাম) ঋণ শোধ করার পরে অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত করে গিয়েছিলেন।

সুতরাং তার ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়তের এক-তৃতীয়াংশ পৃথক করার পরে অবশিষ্ট সম্পদ তার ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হল। দেখা গেল, তার স্ত্রীদের প্রত্যেকে– যারা সংখ্যায় ছিলেন চারজন–বার লাখ দিরহাম করে ভাগে পেয়েছেন।

মোটকথা, (আমাদের উল্লেখিত হিসাবে) তার পরিত্যক্ত সমুদয় অস্থাবর সম্পদের মূল্যমান ছিল পাঁচ কোটি আটানব্বই লাখ (দিরহাম)।[১] আর সম্পদের সবটাই সঞ্চিত হয়েছিল তাঁর

১. আল বিদায়া–অন্তর্ভুক্তির সংকলনে রয়েছে–পাঁচ কোটি বিরানব্বই লাখ। আর ইব্ন সা'দ (র) তাঁর তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন যে, যুবায়র (রা)-এর পরিত্যক্ত অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩,৫২,০০০০০ (তিন কোটি বায়ান্ন লাখ) দিরহাম এবং তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল ২২,০০,০০০ (বাইশ লাখ) দিরহাম এবং প্রতি স্ত্রীর প্রত্যেকে পেয়েছিলেন ১১,০০,০০০ দিরহাম করে। আর তার ভূ-সম্পত্তি ছিল এ হিসাবের অতিরিক্ত।

জীবনে প্রাপ্ত বিভিন্ন বৈধ সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে–গনীমত ও 'ফায়' সূত্রে এবং বৈধ ব্যবসার বিভিন্ন পন্থায়।

আর এ সব ছিল যথা সময় সমুদয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ যাকাত আদায়ের সাথে সাথে অধিক হারে বিভিন্ন প্রকারের দান, আত্মীয়দের সংগে সদ্ভাব রক্ষামূলক সহায়তা অনুদান এবং অভাবগ্রস্থদের সাহায্য-সহযোগীতা প্রদানের পরেও। আল্লাহ তার প্রতি রাযী থাকুন, তাঁকেও তুষ্ট রাখুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসকে তার আবাস নির্ণয় করুন–আর তা তো তিনি করেছেনই –কেননা, পূর্বাপর সর্ব যুগের মহান নেতা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক–রাব্বুল আলামীনের রাসূল (সা) তো তাঁর জন্য জান্নাতের আগাম সুসংবাদ দিয়েই রেখেছিলেন। হামদ আল্লাহরই জন্য; অনুকম্পা তারই।

ইবনুল আছীর (র) তার আলগাবাতে উল্লেখ করেছেন যে, যুবায়র (রা)-এর এক হাজার গোলাম ছিল যারা তাকে 'খারাজ' প্রদান করত এবং তিনি তার সবটাই সাদকা করে দিতেন। সাহাবী কবি হাসসান ইব্‌ন ছাবিত (রা) যুবায়র (রা)-এর মাহাত্ম্য ও প্রসংশা বর্ণনায় বলেছিলেন–(কবিতা)

اقام على عهد النبى وهديه + حواريه والقول بالفضل يعدل

اقام على منهاجه وطرقة + يوالى ولى الحق والحق اعدل

هو الفارس المشهور والبطل الذى + يصولى اذا ما كان يوم محجل

وان امراء كانت صفية امه + ومن اسد فى بيته كمر سل

له من رسول الله قربى قريبة + ومن نصرة الاسلام مجد مؤثل

فكم كربة ذب الزبير بسيفه + عن المصطفى والله يعطى ويجزل

اذا كشفت عن سافها الحرب حشها + بابيض (سياف) الى الموت يرفل

فما مثله فيهم ولا كان قبله + وليس يكون الدهر ما دام يذبل-

অবিচল ছিলেন তিনি নবী করীম (সা)-এর অংগীকার ও তার আদর্শে; তার হাওয়ারী (একান্ত ঘনিষ্ট সহযোগী) এ বক্তব্য তার মাহাত্ম্যের (হুবহু) সমান্তরাল পর্যায়ের। অবিচল ছিলেন নবী করীম (সা)-এর প্রদর্শিত পথ ও পন্থায়। হক ও ন্যায়ের অধিকারীকে সহযোগিতা দিয়ে যেতেন–হক ও ন্যায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তিনি খ্যাতিমান অশ্বারোহী এবং সে দুর্ধর্ষ বাহাদুর–তিনি বীর বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়েন, যখন আগত হয় কোন সমুজ্জ্বল বিখ্যাত দিন। তিনি সেই ব্যক্তি, (নবীজীর ফুফু) সাফিয়্যা যাঁর জননী; আসাদ গোত্রের অধঃস্তন– যে পরিবারে রয়েছেন প্রেরিত পুরুষ। তাঁর রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে নিকট আত্মীয়তা এবং ইসলামকে সহায়তা দান সূত্রে লব্ধ সুদৃঢ় মাহাত্ম্য। কতই বিপদ-সংকট যুবায়র (রা) বিদূরিত করেছেন তাঁর তরবারী দিয়ে মুসতাফা (সা) হতে–আল্লাহ (বিনিময়) দান করবেন এবং অঢেল দিবেন। যুদ্ধ যখন উলঙ্গ রূপ ধারণ করে তখন তিনি দুলতে দুলতে ঢুকে পড়েন মৃত্যুর মুখে ঝলমলে সাদা (অসি) হাতে। তাদের মাঝে কেউ নেই তার তুল্য, ছিল না তাঁর আগেও আর হবে না যুগ যুগ ধরেও যতদিন যুদ্ধের ঘোড়াগুলি দুর্বল ক্ষীণকায় হতে থাকবে।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ওয়াদি আস সিবা'-এ ঘুমন্ত অবস্থায় আমর ইব্ন জুরমূয তামীমী যুবায়র (রা)-কে হত্যা করেছিল। তবে কেউ কেউ বলেছেন,....বরং তিনি ঘুমের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন মাত্র। তখন অপ্রস্তুত ও হতভম্ব অবস্থায় তিনি বাহনে আরোহণ করলেন এবং ইব্ন জুরমূয তাকে দ্বন্দ-যুদ্ধে আহ্বান জানাল। যুবায়র (রা) তাকে চূড়ান্ত আঘাত হানলে তার সংগীদ্বয়–ফাযালা ও আন না'আর তার সাহায্যে এগিয়ে এসে যুবায়র (রা)-কে হত্যা করে ফেলল। আমর ইব্ন জুরমূয তাঁর মাথা ও তরবারী নিয়ে গেল।

সে যখন তা নিয়ে আলী (রা)-এর সামনে উপস্থিত হল তখন আলী (রা) যুবায়র (রা)-এর তরবারী দেখতে পেয়ে বললেন, এ তরবারীই তো দীর্ঘকাল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা হতে বিপদ হটিয়ে দিয়েছে। আলী (রা)-এর সে সময়ের বক্তব্যের মধ্যে এ কথাও ছিল যে, সাফিয়্যা (রা)-এর পুত্রের হত্যাকারীকে জাহান্নামের দুসংবাদ শুনিয়ে দাও। কথিত আছে যে, ইব্ন জুরমূয আলী (রা)-এর বক্তব্য শুনতে পেয়ে আত্মহত্যা করে।

তবে প্রামাণ্য বর্ণনায় রয়েছে যে, আলী (রা)-এর পরেও ইব্ন জুরমূয বেঁচে ছিল। অবশেষে (আবদুল্লাহ) ইবনু যুবায়র (রা) (মক্কায়) খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করলে তার ভাই মুসআব (ইবনুয যুবায়র)-কে ইরাকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করে পাঠালেন। তখন আমর ইব্ন জুরমূয মুসআব (রা)-এর প্রতিপত্তিতে ভীত হয়ে এবং পিতৃ হত্যার প্রতিশোধে তাকে হত্যা করা হবে এ আশংকায় আত্মগোপন করে।

তখন মুসআব (রা) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, সে নিরাপদ। সে কি ধারনা করেছে যে, আবূ আবদুল্লাহ (যুবায়র) (রা)-এর ন্যায় লোকের বিনিময় তাকে আমি হত্যা করব ? কক্ষণো নয়, আল্লাহর কসম! এ দুই জন তো সমান নয়। এটা ছিল মুসআব (রা)-এর সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও নেতৃত্বসুলভ বিজ্ঞতার পরিচয়। যুবায়র (রা) রাসুল্লাহ্ (সা) থেকে অনেক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যার বিবরণ আরো বিস্তৃত পরিসর সাপেক্ষ।

ওয়াদিস সিবা'-এ যুবায়র (রা) নিহত হলে (পূর্ব বর্ণনা মতে) তার স্ত্রী আতিকা বিনত যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) স্বামীর শোকগাথা রূপে বললেন, (কবিতা)

غدر ابن جرموز بفارس بهمة + يوم اللقاء وكان غير معرد

يا عمرو لو نبهته لو جدته + لا طائشا رعش الجنان ولا اليد

كم غمرة خاضها لم يثنه + عنها طراد ياابن فقع القردد

ثكلتك امك ان ظفرت بمثله + فيمن مضى فيمن يروح ويغتدى

والله ربك ان قتلت لمسلما + حلت عليك عقوبه المتعمد

"ইব্ন জুরমূয বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এক অপ্রতিরোধ্য অশ্বারোহীর সাথে; যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে। সে তো কাপুরুষ পলায়নপর ছিল না। হে আমর! তুমি যদি তাকে সতর্কতার সুযোগ দিতে, অবশ্যই তুমি তাকে দেখতে পেতে হৃদকম্প বা বাহু কাঁপনে অস্থির সে নয়। কতই বিপদ-সংকুল ক্ষেত্রে সে ঝাপ দিয়েছে; তা থেকে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি কোন প্রতিরোধ-হানাহানি–ও (টিলার পাশের) ব্যাঙের ছাতার পো! (গজিয়ে ওঠা বাহাদুর)।

তোর মা পুত্রহারা হোক! ঐদি তুই খুঁজে পেতে পারিস তাঁর তুলনা বিগতদের মাঝে; যারা বেঁচে-বর্তে আছে তাদের মাঝে! তোর পালনকর্তা আল্লাহর কসম! অবশ্যই তুই একজন খাঁটি মুসলিমকে খুন করেছিস; তোর জন্য সাব্যস্ত হয়েছে স্বেচ্ছাকৃত খুনের শাস্তি।

তের ঃ কাতিবে ওহী তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহাবী যায়দ ইব্‌ন ছাবিত ইবনুয যাহ্‌হাক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লূযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন গুনম ইব্‌ন মালিক ইবনুন নাজ্জার–আনসারী নাজ্জারী (রা)। উপনাম আবূ সাঈদ। মতান্তরে আবূ খারিজা; মতান্তরে আবূ আবদির রাহমান আল-মাদানী। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় শুভাগমনকালে তিনি ছিলেন এগার বছরের বালক। এ কারণেই–বয়স কম হওয়ার কারণে তিনি বদরে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। অনেকের মতে–উহুদেও নয়। সুতরাং তার প্রথম উপস্থিতি ছিল খান্দাকে (পরিখার-র) যুদ্ধে। পরবর্তী সবগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাফিযুল কুরআন, সুবুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ আলিম। সহীহুল বুখারীতে তার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইয়াহূদীদের কিতাব (ভাষা ও লিখন রীতি) শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তারা নবী করীম (সা)-কে কোন কিছু লিখে পাঠালে তিনি তাকে তা পড়ে দিতে পারেন। তিনি মাত্র পনের দিনে তা শিখে নেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুলায়মান ইবন দাউদ (র)....খারিজা ইবন যায়দ (র) সূত্রে– এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা যায়দ (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করলে– যায়দ (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আমাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তাঁরা (আমার স্বজনরা) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি নাজ্জার গোত্রের কিশোর। আল্লাহ আপনার উপর যা নাযিল করেছেন, তা হতে দশের অধিক সূরা তার মুখস্ত রয়েছে। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আনন্দিত করল তিনি বললেন, يا زيد تعلم لى كتاب يهود فانى والله لا امن يهود علىٰ كتابى- "যায়দ! আমার হয়ে তুমি ইয়াহূদীদের লিখন পদ্ধতি শিখে ফেল। কেননা, আমি–, আল্লাহর কসম! আমার লেখার ব্যাপারে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি না।" যায়দ (রা) বলেন, আমি তার হয়ে তাদের লেখ্য-ভাষা শিখতে লাগলাম এবং পনের রাত যেতে না যেতে তাতে আমি বুৎপত্তি অর্জন করে ফেললাম। তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে কোন পত্র লিখলে আমি তা তাকে পড়ে দিতাম এবং তিনি যখন লিখতে চাইতেন তখন আমি তাঁর হয়ে জবাব লিখে দিতাম। আহমদ (র) তাঁর পরবর্তী বর্ণনায় হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন শুরায়হ ইবনুন নু'মান (র) .. খারিজা–তার পিতা থেকে, সনদে (অনুরূপ উল্লেখ করেছেন)। বুখারী (র) তাঁর 'আহকাম' (বিধি-বিধান) অধ্যায়ে খারিজা ইবন যায়দ ইবন ছাবিত (রা) সূত্রে তা'লীক (সনদ বিহীন) রূপে নিশ্চয়তা সূচক ভাষ্যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, খারিজা ইবন যায়দ (র) বলেছেন। (....ঐ হাদীস উল্লেখ করেছেন।) আবূ দাউদ (র) আহমদ ইবন ইউসুফ (র) সূত্রে এবং তিরমিযী (র) আলী ইবন হুজর (র) সূত্রে (উভয় সনদ) .. খারিজার পিতা থেকে .. অনুরূপভাবে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এটা অবশ্যই সুতীক্ষ্ণ ও প্রখর ধী শক্তি। এছাড়া সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আনাস (রা) সূত্রে যেমন

বর্ণিত হয়েছে যে, যায়দ (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কুরআন সংগ্রহকারী কুররা (হাফিযদের) অন্যতম।

আহমদ ও নাসাঈ (র) আবূ কিলাবা (র) থেকে আনাস (রা) সুত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

ارحم امتى بامتى ابوبكر - واشدها فى دين الله عمر - واصدقها حياء عثمان واقضاهم علي بن ابى طالب واعلمهن بالحلال والحرام معاذبن جبل واعلمهم بالفرائض زيدبن ثابت - ولكل امة أمنين - وامين هذه الامة ابوعبيدة بن الجراح-

"আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক দয়াবান আবূ বকর; আর আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের মাঝে সর্বাধিক মযবূত উমর; আর তাদের মাঝে লজ্জাশীলতায় সর্বাগ্রে উসমান; আর তাদের মাঝে সর্বাধিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন আলী ইবন আবূ তালিব; আর তাদের মাঝে হালাল হারামে সর্বাধিক বিজ্ঞ মুআয ইবন জাবাল; আর তাদের মাঝে ফারাইয (মীরাস সম্পর্কিত বিধি-বিধান) বিষয় সর্বাধিক বিজ্ঞ যায়দ ইবন ছাবিত এবং প্রতি উম্মাতে থাকে একজন আমীন বিশ্বস্ত ব্যক্তি– এ উম্মতের আমীন (ও বিশ্বাস ভাজন) হচ্ছেন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। হাফিয (হাদীস শাস্ত্রীয়) রাবীগণের অনেকে এ হাদীসকে 'মুরসাল' সাব্যস্ত করেছেন। তবে আবূ উবায়দা (রা) সম্পর্কিত বাণীটুকু এ সনদেই সহীহ বুখারীতে (মারফূ রূপে) বর্ণিত হয়েছে।

যায়দ (রা) একাধিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে ওহী লিখনে সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ সবের মাঝে অধিকতর প্রকাশমান ঘটনা যা যায়দ (রা) সূত্রেই সহীহ বুখারীতে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলার এ কালাম নাযিল হল لا يستوى القاعدون من المؤمنين - والمجاهدون فى سبيل الله ('মুমিনদের মধ্যে যারা–ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে .. তারা সমান নয়স (৪ ঃ ৯৫)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ডেকে বললেন, লিখ, لا يستوى ..... فى سبيل الله ইতোমধ্যে ইবন উম্মু মাখতূম (রা) এসে তার দৃষ্টিহীনতার অনুযোগ করতে লাগলেন। তখন আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরে ওহী নাযিল হতে লাগল এবং তাতে তাঁর উরু আমার উরুর উপর ভারী বোধ হতে লাগল; এমনকি যেন তা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তখন নাযিল হল এ আয়াতের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র অংশ غير اولى الضرر 'যারা অক্ষম নয়..' তখন নবী করীম (সা) আমাকে হুকুম করলে আমি তা আয়াতের মাঝে সংযুক্ত করে দিলাম। যায়দ (রা) বলেন, আমি সম্মক জানি এ আয়াতের সংযুক্তি স্থান–সে হাড়ের ফেটে যাওয়া স্থানে (পরে সংযুক্ত করেছিলাম)। (পূর্ণ হাদীস)

যায়দ (রা) ইয়ামামা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাতে একটি তীর তাঁকে বিদ্ধ করেছিল। তবে তা তাঁর ক্ষতির কারণ হয়নি। এ ঘটনার পরেই আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে কুরআনের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অংশগুলি অনুসন্ধান করে সংকলিত করার আদেশ করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তুমি বয়সে তরুণ ও ধীমান এবং তোমার বিশ্বস্ততায় আমাদের দ্বিধা নেই। এ ছাড়া তুমি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ওহী লিখে রাখার দায়িত্ব পালন করতে। অতএব তুমি কোরআনের আয়াতসমূহ খুঁজে খুঁজে তা সংকলিত কর। তিনি সিদ্দীক (রা)-এর আদেশ যথাযথ

পালন করেছিলেন। তা বয়ে এনেছিল অনেক সুফল ও কল্যাণ (সব হামদ আল্লাহ্‌রই এবং অনুকম্পাও তার)।

উমর (রা) তার (খিলাফতকালে তাঁর) দুই বার হজ্জ পালন কালে যায়দ (রা)-কে মদীনায় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। অনুরূপ তাঁর সিরিয়া সফর কালেও তাকে প্রতিনিধি করে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে উসমান (রা)-ও তাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। আলী (রা) তাঁকে ভালবাসতেন। তিনিও আলী (রা)-কে শ্রদ্ধা করতেন এবং তার মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন। তবে তাঁর যুদ্ধসমূহের কোনটিতে তাঁর সংগে অংশগ্রহণ করেন নি। আলী (রা)-এর পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন এবং পয়তাল্লিশ হিজরীতে–মতান্তরে একান্ন; মতান্তরে পঞ্চান্ন হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনিই আল কুরআনের মূল গ্রন্থের অনুলিপি তৈরী করে দিতেন যা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রচলনের আদেশ জারী করেছিলেন উসমান (রা)। এবং সে অনুলিপির লিখন রীতি অনুসারে তিলাওয়াত করার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। (আমার তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকারূপে সংযোজিত ফাযাইলুল কুরআন- এ বিষয়টির বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে– আল-হামদু লিল্লাহ)।

লিখক তালিকায় আর একটি নাম উদ্ধৃত হয়েছে আস সিজিল। ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধতা সাপেক্ষে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে । ফলে এর বিশুদ্ধতা প্রশ্নের উর্ধে নয়। (হাদীসটি এই–) আবূ দাঊদ (রা) বলেন, কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) .. ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিজিল হচ্ছেন নবী করীম (সা)-এর কাতিব। নাসাঈ ও কুতায়বা (র) .. ইবন আব্বাস (রা) সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন যে, يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ("যে দিন আমি গুটিয়ে ফেলব আসমান কে যেমন গুটিয়ে ফেলে সিজিল অর্থাৎ পত্রগুলি....আম্বিয়া ১০৪) আয়াত সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সিজিল হল এক ব্যক্তি। (নাসাঈ-র ভাষ্য এরূপই) আবূ জা'ফর ইবন জারীর (তাবারী) (র) তার তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহ পাকের কালাম– يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب প্রসংগে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন–নাসর ইবন আলী (র) সূত্রে। তিনি (পূর্বোক্ত সনদের) নূহ ইবন কায়স....সনদে। এ সনদের নূহ (র) নির্ভরযোগ্য রাবী। মুসলিম শরীফের রাবী তালিকাভুক্ত। তবে ইবন মা'ঈন (র) তার একটি বর্ণনায় নূহ (র)-কে 'দুর্বল' বলেছেন। এ সনদে নূহ (র)-এর শায়খ যায়ীদ ইবন কা'ব আল আওফী বিসরী –যার নিকট থেকে নূহ ইবন কায়স ব্যতীত অন্য কেউ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেন নি। এতদসত্ত্বেও ইবন হিব্বান (র) তাকে 'ছিকা' নির্ভরযোগ্য তালিকাভুক্ত করেছেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ এ হাদীসটি আমি আমাদের শায়খ মহান হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিযযী (র)-এর সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। তিনি এটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি তাকে অবহিত করেছিলাম যে, আমাদের শায়খ আবুল 'আব্বাস ইবন তায়মিয়া (র) বলতেন, 'এটি একটি মাওযূ' বর্ণনা।' যদিও তা আবূ দাঊদ (র)-এর সুনান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তখন আমাদের শায়খ আল মিযযী (র) বলেন, আমিও তাই বলেছি। এ ছাড়া হাফিয ইবন আলী (র) তার 'কামিল' গ্রন্থে হাদীসটি মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ওরফে বূমা (র) সূত্রে .. ইবন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন কাতিব ছিলেন

যাকে সিজিল নামে ডাকা হত। তার কথাই বলা হয়েছে আল্লাহ্ পাকের কালাম– يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب-এ। অর্থাৎ সিজিল যেভাবে তার খাতাপত্র গুটিয়ে ফেলে সেভাবেই আসমান গুটিয়ে ফেলা হবে। অনুরূপ বায়হাকী (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ নাসর ইবন কাতাদা সূত্রে....ইয়াহয়া ইবন আমর ইবন মালিক....সনদে। এ ইয়াহয়াও অতি দুর্বল। সুতরাং অনুগামী (তাবি') হিসাবেও এটি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ সম্যক অবগত। আর আবূ বকর আল খাতীব ও ইবন মানদা যা রিওয়ায়াত করেছেন তা আরো অদ্ভুত ও বিরল। তা হচ্ছে এই আহমদ ইবন সা'ঈদ বাগদাদী ওরফে হামদান।....ইবন উমার (রা) থেকে। তিনি বলেন, সিজিল নামে নবী করীম (সা)-এর একজন কাতিব ছিলেন। তাই, আল্লাহ্ নাযিল করলেন, يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ইবন মানদা (র) নিজেই মন্তব্য করেছেন এটি একাকী হামদান বর্ণিত গরীব (বিরল) হাদীস। বারকানী (র) আবুল ফাতহ আযদী (র)-এর বরাতে বলেছেন, একাকী ইবন নুমায়র এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। যদি যথার্থ হয়ে থাকে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনাটি যেমন মুনকার ও প্রত্যাখ্যাত ছিল, ইবন উমর (রা)-এর এ বর্ণনাটিও তেমনি মুনকার। অথচ ইবন 'আব্বাস ও ইবন উমর (রা) থেকে এর বিপরীত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ওয়ালিবী ও আওফী (র) ইবন 'আব্বাস (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "যেমন পৃষ্ঠা লিখনীও গ্রন্থকে গুটিয়ে ধরে রাখে।" মুজাহিদ (র)-ও অনুরূপ বলেছেন। ইবন জারীর (র) বলেছেন, অভিধানেও এ অর্থটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ যে, السجل হল পৃষ্ঠা (পাতা)। তিনি বলেন, সাহাবীগণের (রা) মাঝে সিজিল নামে কোন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ছাড়া সিজিল কোন ফিরিশতার নাম হওয়ার বিষয়টিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদিও আবূ কুরায়ব (র) ইবন ইয়ামান....ইবন উমর (রা) সনদে يوم نطو السماء আয়াত প্রসংগে তেমন একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, সিজিল একজন ফিরিশতা। তিনি যখন ইসতিগফার নিয়ে আরোহণ করেন তখন আল্লাহ্ বলেন, এটিকে 'নূর' রূপে লিখে রাখ। বুনদার (র)....সুদ্দী (র) থেকে....অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ, আবূ জা'ফর আল বাকির (র)-ও বলেছেন বলে দাবী করা হয়েছে। আবূ কুরায়ব (র)....আবূ জা'ফর বাকিরের বরাতে বলেন, সিজিল হচ্ছেন ফিরিশতা।

সিজিল কোন সাহাবী বা ফিরিশিতার নাম হওয়ার ব্যাপারে ইবন জারীর (র)-এর এ প্রত্যাখ্যান অতিশয় সবল। এ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত অতিশয় দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আর যারা তাকে সাহাবীদের (রা) নামের তালিকাভুক্ত করেছেন– যেমন ইবন মানদা, আবূ নু'আয়ম ইসপাহানী ও ইবনুল আছীর (র) তার আল গাবাতে –এদের এ কার্যক্রম কেবল বর্ণিত রিওয়ায়াতের প্রতি সুধারণা প্রসূত কিংবা হাদীস বিশুদ্ধ প্রমাণিত হওয়ার শর্তে। আল্লাহই সমধিক অবগত।

এ কাতিব তালিকায় আর একটি নাম রয়েছে–সা'দ ইবন আবু সারহ (রা)। এ বক্তব্য খলীফা ইবন খায়্যাত (র)-এর। কিন্তু এতে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। মূলত তিনি হবেন সা'দ (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবু সারহ (রা)। তালিকার পরবর্তী ক্রমিকে যথাস্থানে তার কথা আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ।

চৌদ্দ ঃ অন্যতম কাতিব আমির ইবন ফুহায়রা –আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রাযযাক (র)....সুরাকা ইবন মালিকের ভাতিজা আবদুল মালিককে তার পিতা অবহিত করেছেন যে, তিনি সুরাকাকে বলতে শুনেছেন,....তিনি নবী করীম (সা)-এর হিজরতের ঘটনা বিবৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বললাম, আপনার কওম আপনার হত্যাকারীর জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। আমি তাদেরকে তাদের সফরের বিষয়াদি অবহিত করলাম এবং লোকেরা তাদের ব্যাপারে কী কী পরিকল্পনা করছে তা-ও অবহিত করলাম। আমি তাদেরকে পাথেয় ও আসবাব নিতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তারা আমার কোন কিছুই গ্রহণ করল না এবং আমার কাছে কিছুই চাইল না। শুধু তারা তাদের কথা গোপন রাখার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। আমি তাদেরকে আমার নিরাপত্তাসূচক একটি লিপি আমাকে লিখে দিতে আবেদন করলাম। তখন নবী করীম (সা) আমির ইবন ফুহায়রাকে হুকুম করলে তিনি এক খণ্ড চামড়ায় তা আমাকে লিখে দিলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ হিজরত প্রসংগে ইতোপূর্বে হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়া হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, অবূ বকর (রা) নিজেই সুরাকা (রা)-কে পত্রটি লিখে দিয়েছিলেন। আল্লাহই সমধিক অবগত।

আমির ইবন ফুহায়রা (রা)–যার উপনাম ছিল আবূ আমর–তিনি ছিলেন আয্দ গোত্রের কৃষ্ণকায় মিশ্র আরব শ্রেণীভুক্ত এবং প্রথমে তিনি ছিলেন আইশা (রা)-এর (মা উম্মু রুমান সূত্রে তার) বৈমাত্রেয় ভাই তুফায়ল ইবনুল হারিছ-এর গোলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মগোপন করে আরকাম ইবন আবুল আরকামের সাফা পাহাড়ের নিকটস্থ বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার আগেই তিনি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে মক্কার অন্যান্য দুর্বল-অসহায়দের সংগে আমির (রা)-কেও নতুন ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে নির্যাতন করা হত। কিন্তু তিনি ছিলেন অটল-অবিচল।

পরে আবূ বকর (রা) তাকে ক্রয় করে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এরপর থেকে তিনি মক্কার পাদদেশে আবূ বকর (রা)-এর ছাগপাল চরাতেন। পরে আবূ বকর (রা)-কে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরত করলে তিনিও তার সংগী হলেন এবং আবূ বকর (রা)-এর বাহনে সহ-আরোহী হলেন। তাঁদের সংগে তখন আর ছিল দায়লী গোত্রের মরু পথ নির্দেশক, যার বিশদ বিবরণ ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে। তারা মদীনায় উপনীত হওয়ার পরে 'আমির (ইবন ফুহায়রা) (রা) সা'দ ইব্ন খায়ছামা (রা)-এর বাড়িতে অতিথি হলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আওস ইবন মু'আয (রা)-এর সংগে তাঁর ভ্রাতৃ-বন্ধন রচনা করে দিলেন। তিনি বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করেন এবং বী'র-ই-মাউনার ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন। যেমনটি আমরা পূর্বে বলে এসেছি। এ ঘটনা হিজরী চতুর্থ সালের। তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ সম্যক অবগত। উরওয়া, ইবন ইসহাক, ওয়াকিদী (র) এবং আরো অনেকে উল্লেখ করেছেন, বী'র-ই-মাউনার ঘটনায় আমির (রা)-কে শহীদ করেছিল বনূ কিলাব গোত্রের জাব্বার ইবন সালমা নামের এক ব্যক্তি। জাব্বার বল্লম দিয়ে তাঁকে আঘাত হানলে তিনি বলে উঠলেন, فزت ورب الكعبة "কা'বার মালিকের শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি।" আমির (রা)-এর লাশ

উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। এমনকি হত্যাকারীদের আমির ইবনুত তুফায়ল বলেন, তাঁকে এত উঁচুতে তুলে নেয়া হল যে, আমি তাঁকে আসমানের আড়াল হতে দেখলাম।

আমর ইব্‌ন উমায়্যা (রা)-কে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, সে ছিল আমাদের শ্রেষ্ঠদের একজন এবং আমাদের নবী করীম (সা)-এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রথম শহীদ। জাব্বার বলেন, আমি যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ানকে আমিরের উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তার অর্থ কী ? জবাবে তিনি বললেন, জান্নাত। যাহ্‌হাক আমাকে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দিলে আমিও মুসলমান হয়ে গেলাম। কারণ আমি 'আমির ইবন ফুহায়রার হত্যার পরবর্তী ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তখন যাহ্‌হাক (রা) আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে এবং আমির (রা)-এর ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লিখে জানালেন। তিনি বললেন, وارته الملائكة وانزل عليين 'ফিরিশতাগণ তাকে অন্তর্হিত করেন এবং তাঁকে পুণ্যবানদের অবস্থান ক্ষেত্রে (ইল্লিয়্যীন-এ) নিয়ে রাখা হয়। সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, তাদের (বীর-ই-মা'উনার শহীদগণের) সম্পর্কে আমরা কুরআনের আয়াতরূপে তিলাওয়াত করেছি যে, بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضى عنا وارضانا- "আমাদের স্বজাতিকে আমাদের তরফ হতে পৌছিয়ে দাও যে, আমরা অমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করেছি; তিনি আমাদের প্রতি রাযী হয়েছেন এবং আমাদের সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। (বীর-ই-মা'উনা ঘটনা প্রসংগে আমরা বিশদ বিবরণ ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি) মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেছেন, হিশাম ইবন উরওয়া (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আমির ইবনুত তুফায়ল বলতো তোমাদের মধ্যে কে সেই লোক যাকে হত্যা করে, আমি তাকে দেখতে পেলাম যে, আসমান যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে (শূন্যে) তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে—এমন কি আমি আকাশকে তার নীচে দেখতে পেলাম। লোকেরা বলল, তিনি হচ্ছেন আমির ইবন ফুহায়রা (রা)। ওয়াকিদী (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র)....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমির ইবন ফুহায়রা (রা)-কে আকাশে তুলে নেয়া হল। ফলে তার লাশ পাওয়া গেল না। লোকের ধারণা যে, ফিরিশতাগণ তাকে অন্তর্হিত করে ফেলেছেন।

পনের ঃ কাতিব তালিকায় অন্যতম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন্ আরকাম ইবন অবুল আরকাম মাখযুমী (রা)। মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে লিখকের দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, তিনি যা কিছু করতেন সুষ্ঠভাবে করতেন। সালামা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার....আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) সূত্রে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম ইবন 'আবদ ইয়াগুছকে কাতিবের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে রাজা-বাদশাহদের জবাব লিখতেন। তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এ পর্যায়ের ছিল যে, নবী করীম (সা)-এর হুকুমে, তিনি কোন রাজা-বাদশাহর বরাবরে লিখতেন এবং তা তার দৃষ্টিতে আমানত সাব্যস্ত হওয়ার কারণে যে পর্যন্ত পাঠ করে শোনাতেন সে স্থানেই মোহর মেরে দিতেন। তিনি আবূ বকর (রা)-এর জন্যও লিখকের (সচিবের) দায়িত্ব পালন করেন এবং বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়।[১] উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও তাঁকে উভয়বিধ দায়িত্বে বহাল রাখেন। উসমান (রা) খলীফা হয়ে তাঁকে উভয় দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেন।

---

১. অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের অর্থ মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর দায়িত্ব।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা) তাকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করার পরেই উসমান (রা) তা মনযূর করেছিলেন। বর্ণিত হয়েছে যে, উসমান (রা) তার কর্তব্য পালনের বিনিময়ে তিন লাখ দিরহাম দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমি তো আল্লাহর জন্য কাজ করেছি, সুতরাং আমার বিনিময় মহান মহীয়ান আল্লাহর কাছে।

ইবন ইসহাক (র) বলেন, যায়দ ইবন ছাবিত (রা)-ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাতিবের দায়িত্ব পালন করতেন। কখনো ইবনুল অরকাম ও যায়দ ইবন ছাবিত (রা) দু'জনই অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত লোকদের কেউ দায়িত্ব পালন করতেন। উমর, আলী, যায়দ, মুগীরা ইবন শু'বা, মু'আবিয়া, খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা) –এরা সকলে এবং অন্যান্য অনেকেই (যাঁদের নামের উল্লেখ রয়েছে) লিখার কাজ করতেন। আ'মাশ (র) বলেন, আমি শাকীক ইবন সালামাকে বললাম, নবী করীম (সা)-এর কাতিব (সচিব)-কে ছিলেন ? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা)। কাদিসিয়া-য় আমাদের কাছে উমর (রা)-এর ফরমান এসেছিল। তার নীচে লেখা ছিল, লিখক আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম। বায়হাকী (র) বলেন, হাফিয আবূ আবদুল্লাহ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তির এক পত্র এল। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল আরকামকে বললেন, اجب عنى "আমার পক্ষ হতে জবাব দাও।" তিনি জবাব লিখে তা নবী করীম (সা)-কে পড়ে শোনালেন। তিনি বললেন, اصبت واحسنت اللهم وفقه "যথার্থ করেছ। সুন্দর করেছ। হে আল্লাহ! তাকে তাওফীক দান কর।" বর্ণনাকারী বলেন, পরে উমর (রা) যখন খলীফা মনোনীত হলেন তখন তিনি প্রয়োজনীয় বিষয় তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর প্রতি তার চেয়ে অধিক ভীত–অর্থাৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে আর কাউকে আমি দেখিনি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

ষোল ঃ কাতিব তালিকার অন্যতম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন 'আবদি রাব্বিহী –আনসারী-খাযরাজী (রা)। আযানের ঘটনার জন্য বিখ্যাত। শুরুর দিকের মুসলমান; সত্তর সদস্যের (দ্বিতীয়) 'আকাবা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী। বদর ও পরবর্তী সব যুদ্ধ অভিযানে অংশগ্রহণকারী। তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য স্বপ্ন যোগে আযান ও ইকামাতের পাঠ লাভ করা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তা উপস্থাপনের পরে তাতে তাঁর অনুমোদন লাভ। নবী করীম (সা) তখন বলেছিলেন, -انها الرؤيا حق فالقه على بلال فانه اندى صوتا منك "এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। সুতরাং তা বিলালকে শুনিয়ে দাও। কেননা, সে তোমার চেয়ে উঁচু আওয়াজের অধিকারী।" আমরা যথাস্থানে হাদীসটি বিশদ বিবৃত করেছি। ওয়াকিদী (র) ইবন 'আব্বাস (রা) পর্যন্ত সম্পৃক্ত তার বিভিন্ন হাদীসে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) জারাশ গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য একটি সনদ লিখে দিয়েছিলেন যাতে তাদের প্রতি সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান ও গনীমাতের পঞ্চমাংশ আদায়ের নির্দেশ ছিল। বত্রিশ হিজরীতে চৌষট্টি বছর বয়সে এ আবদুল্লাহ (রা) ইনতিকাল করেন। উসমান ইবন আফ্ফান (রা) তার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন।

সতের ঃ বিশিষ্ট সাহাবী কাতিব আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবূ সারহ কুরায়শী, অমিরী (রা)। উসমান (রা)-এর দুধ ভাই। উসমান (রা)-এর মা তাকে স্তন্য দান করেছিলেন। প্রথমে ওহী লিখক ছিলেন। পরে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মক্কার মুশরিকদের দলে ভিড়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা জয় করলেন–যাদেরকে পাওয়া মাত্র হত্যা করা হবে বলে ঘোষিত হয়েছিল সেই তালিকায় তিনিও একজন ছিলেন। তখন তিনি উসমান (রা)-এর কাছে গেলে তিনি তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা মনযূর করলেন। মক্কা বিজয় প্রসংগে আমরা তা বিশদভাবে আলোচনা করে এসেছি। পরে আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) উত্তম নিষ্ঠাবান মুসলামনের জীবন-যাপন করেন। আবূ দাঊদ (র) বলেন, আহমদ ইবন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র) .. ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ইবন সা'দ) ইবন আবূ সারহ নবী করীম (সা)-এর জন্য লিখকের দায়িত্ব পালন করতেন। শয়তান তাকে স্খলিত করলে তিনি কাফিরদের সংগে মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যা করার আদেশ জারী করলেন। উসমান ইবন আফফান (রা) তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিরাপত্তা মনযূর করলেন। নাসাঈ (র) বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইবনুল হুসায়ন ইবন ওয়াকিদ (র) সূত্রে।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ উমর (রা)-এর খিলাফতকালে বিশ হিজরীতে যখন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) মিশর জয় করেন তখন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) 'আমর (রা)-এর বাহিনীর দক্ষিণ ভাগের অধিনায়ক ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বিজয়ী সেনাপতিকে ('আমরকে) মিশরে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। উসমান (রা) খলীফা হওয়ার পর 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে মিশরের শাসনকর্তার পদ হতে অব্যাহতি দিয়ে পঁচিশ হিজরী সনে তার স্থানে আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা)-কে মিশরের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন।

উসমান (রা) তাকে আফ্রিকিয়া অঞ্চলসমূহে অভিযানের নির্দেশ দিলে তিনি তা পালন করলেন এবং বিজয়ী হলেন। এ সব অভিযানে মুসলিম বাহিনী প্রভূত গনীমাত হাসিল করেন এবং বাহিনীর অশ্বারোহীরা প্রত্যেকে তিন হাজার মিছকাল সোনা ও পদাতিক বাহিনীর প্রত্যেকে এক হাজার মিছকাল সোনা গনীমাতরূপে পান।[১] তার সংগে এ বাহিনীতে ছিলেন তিন জন আবদুল্লাহ –আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র, আবদুল্লাহ ইবন উমর ও আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা)। তারপর আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) আফ্রিকার পর তার অভিযানের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন নুবাঃ অঞ্চলের 'আসাবিদ' অভিমুখে। তাদের সংগে যুদ্ধ নয় চুক্তি বা সন্ধি হল। সে চুক্তি আজ পর্যন্ত বহাল আছে। এ ঘটনা ছিল একত্রিশ হিজরী সনের। এরপর তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে সূওয়ারা-র বিখ্যাত নৌ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সে ছিল এক ভীষণ ও গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। যথাস্থানে বর্ণনা দেয়া হবে–ইনশাআল্লাহ! পরে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি মিশরে নিজের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে উসমান (রা)-কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। উসমান (রা)-কে শহীদ করে দেয়া হলে তিনি 'আসকালানে এবং মতান্তরে রামাল্লায় অবস্থান করলেন এবং আল্লাহর নিকট এ দু'আ করলেন যে, আল্লাহ যেন তাকে সালাত আদায় কালে মৃত্যু দান করেন। একদিন তিনি ফজর সালাত আদায়

---

১. এক হাজার মিছকাল প্রায় সাড়ে তিন কিলোগ্রাম; তিন সের দশ ছটাকের অধিক।–অনুবাদক

করছিলেন-প্রথম রাকআতে তিনি সূরা ফাতিহার পরে সূরা ওয়াল আদিয়াত পাঠ করলেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার সংগে অন্য একটি সূরা মিলালেন। তাশাহহুদ পাঠ সমাপ্ত করে যখন তিনি প্রথম (ডান দিকের) সালাম ফিরালেন এবং দ্বিতীয় সালাম ফিরানোর জন্য উদ্যত হলেন ঠিক এ মুহূর্তে দুই সালামের মধ্যবর্তী ক্ষণে তিনি ইনতিকাল করলেন। (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) এ ঘটনা ছিল ছত্রিশ হিজরী, মতান্তরে সাইত্রিশ হিজরী সনের। আর কারো কারো মতে তিনি উনষাট হিজরী পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তবে প্রথম অভিমতটিই সঠিক।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ছয় গ্রন্থ এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থের কোথাও তার সূত্রে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।

(কাতিব তালিকায় এক, তিন, চার ও দুই নম্বর মনীষী-চার খলীফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-বর্ণ ক্রমিকের আওতায়-এখানে পরিবেশিত হল।)

একঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আবদুল্লাহ ইবন উসমান (রা) (আগেই অংগীকার ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তার খিলাফতের র্বণনায় তার জীবন চরিত আলোচনা করা হবে-মহান মহীয়ান আল্লাহর) মর্যী সাপেক্ষে এবং তাঁরই উপরে ভরসা করে। তাঁর জীবন চরিত এবং তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ ও তাঁর বাণীমালা সংগ্রহ করে আমি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি। লেখক রূপে তাঁর দায়িত্ব পালনের প্রমাণ যুহরী (র) সূত্রে....সুরাকা ইব্ন মালিক হতে মূসা ইব্ন উকবা (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর (রা) হিজরত কালে যখন (ছাওর) গুহা থেকে বের হয়ে সুরাকাদের এলাকা অতিক্রম করছিলেন এবং সুরাকা তাঁদের অনুসন্ধানে ব্যপৃত ছিলেন....সুরাকা তাদের পথ রোধ করলেন এবং তখন তাঁর ঘোড়ার দুরবস্থা (মাটিতে পা গেঁড়ে যাওয়া) ইত্যাদি....। অবশেষে সুরাকা তাঁদের কাছে একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দেয়ার আবেদন জানালে নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-কে হুকুম করলেন। তিনি একটি সনদপত্র লিখে তাঁকে দিয়ে দিলেন। তবে ইমাম আহমদ (র) যুহরী (র) সূত্রে এ সনদেই রিওয়ায়াত করেছেন যে, আমির ইব্ন ফুহায়রা (র) এ পত্রটি লিখে দিয়েছিলেন। সুতরাং এমন হতে পারে যে, আবূ বকর (রা) নিজে পত্রটির অংশবিশেষ লিখে তাঁর মাওলা 'আমির (রা)-কে হুকুম করলে তিনি তার অবশিষ্টটুকু লিখলেন।-আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

তিন ঃ অন্যতম কাতিব আমীরুল মু'মিনীন উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) তাঁর জীবন চরিত ও তাঁর খিলাফত কালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সন্নিবেশিত হবে। নবী করীম (সা)-এর দরবারে তাঁর লিখকরূপে কর্তব্য সম্পাদনের বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ। (যেমন,) ওয়াকিদী (র) তাঁর বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, নাহ্শান ইব্ন মালিক আল-ওয়াইলী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আগমন করলে তিনি উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে ইসলামী শরী'আতের বিধান সম্বলিত একটি পত্র নাহ্শানকে লিখে দেয়ার আদেশ করেন এবং সে মতে তিনি পত্রখানি লিখে দেন।

চার ঃ আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাঁর জীবন চরিত ও তাঁর খিলাফত যুগ প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। আগেই বিবৃত হয়েছে যে, দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি ও সংঘর্ষ নয়, প্রতারণা নয়- এ ধরনের শর্ত সম্বলিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরায়শীদের মাঝে সম্পাদিত হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র আলী (রা)-ই লিখেছিলেন। এছাড়াও, নবী করীম (সা)-এর দরবারে তিনি

আরো একাধিক পত্র লিখেছেন। তবে খায়বারের একটি ইয়াহূদী দলের এ দাবী যে, তাদের জিয়য়া রহিতকরণ সম্বলিত নবী করীম (সা)-এর একটি সনদ তাদের কাছে রয়েছে। যার শেষে রয়েছে, লিখেছে– 'আলী ইব্‌ন তালিব' এবং তাতে সা'দ ইব্‌ন মু'আয, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) সহ এক জামা'আত সাহাবীর সাক্ষী হওয়ার কথাও রয়েছে– এটি একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জলজ্যান্ত জালিয়াতি। এক দল আলিম এটি মিথ্যা হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। তবে পূর্বসূরী ফকীহ্‌দের কেউ কেউ তাঁদের এ জালিয়াতির রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ না হওয়ার কারণে তাদের জিয্য়া রহিত হওয়ার অভিমত পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁদের এ অভিমত ছিল অতিশয় দুর্বল। এ বিষয় আমি একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছি এবং তাতে ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত সমন্বিত করেছি ও সে সবের আলোচনা পর্যালোচনা করেছি। সেই সাথে এ ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের জালিয়াতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছি। আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে, উল্লিখিত দলীল বানোয়াট এবং তা প্রতারণা ও জালিয়াতিতে অভ্যস্ত দুর্ভাগা চক্রান্তবাজ ইয়াহূদীদের পুরুষানুক্রমিক বদ-অভ্যাসেরই একটি নমুনা মাত্র।-আল্লাহ্‌রই জন্য হাম্‌দ এবং অনুকম্পা তাঁরই।

দুই ঃ নবী করীম (সা)-এর দরবারের অন্যতম কাতিব আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। যথাস্থানে তাঁর জীবন চরিত আলোচিত হবে (এ বিষয়ে আমি একটি স্বতন্ত্র পুস্তক সংকলন করেছি। অনুরূপ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে রিওয়ায়াত কৃত তাঁর হাদীসসমূহ এবং তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ ও বাণীমালা সংকলিত করে আরো একটি বৃহৎ খণ্ড আমি তৈরী করেছি)। আর কাতিব হিসাবে তাঁর কর্তব্য পালনের বিবরণ আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরকাম (রা)-এর জীবনী আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে।

আঠার ঃ নবী করমি (সা)-এর দরবারের বিশিষ্ট কাতিব আলা ইবনুল হাযরামী (রা)। হাযরামীর প্রকৃত নাম ছিল আব্বাদ। মতান্তরে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আকবর ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন' আরীকাঃ ইব্‌ন মালিক ইবনুল খাযরাজ ইব্‌ন ইয়াদ ইবনুস সিদ্‌ক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুকান্না' ইব্‌ন হাযরামাওত' ইব্‌ন কাহতান। তাঁর বংশসূত্রের অন্য রকম বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন বনূ উমায়্যার অন্যতম মিত্র। আবান ইব্‌ন সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা)-এর আলোচনায় তাঁর কাতিবরূপে কর্তব্য পালনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ব্যতিরেকে তাঁর আরো দশজন ভাই ছিলেন। এঁদের মাঝে রয়েছেন– 'আমর ইবনুল হাযরামী, মুসলামানদের হাতে মুশরিকদের প্রথম নিহত ব্যক্তি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ (রা)-এর বাহিনীর মুসলমান সৈনিকরা তাকে হত্যা করে। আগেই বিবৃত হয়েছে যে, এটা ছিল মুসলমানদের প্রথম সমরাভিযান। তাঁর এক ভাইয়ের নাম ছিল আমির ইবনুল হাযরামী আবূ জাহল (তার উপরে আল্লাহ্‌র লা'নত!) তাকে বললে সে তার কাপড় খুলে ফেলে দিয়ে একেবারে বিবস্ত্র হয়ে গিয়েছিল। বদর যুদ্ধে মুসলমান ও মুশরিকরা ব্যূহ রচনা করলে আবূ জাহল ওয়া 'উমরা-হ (ওয়া আমিরা!) বলে চীৎকার করে উঠলে লড়াই উত্তেজনা মুখর হয়ে উঠল এবং সংঘর্ষ তার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল (পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ আমরা যথাস্থানে উপস্থাপন করে এসেছি)। আলা (রা)-এর অন্যতম ভাই শুরায়হ ইবনুল হাযরামী (রা)। ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্পর্কেই বলেছিলেন যে, ذاك رجل لا يتوسد

القران "ঐ (লোক) হল এমন এক লোক যে কুরআনকে 'বালিশ' বানিয়ে রাখে না।" অর্থাৎ তা পরিহার করে ঘুমিয়ে থাকে না; বরং দিন-রাতের মুহূর্তগুলোতে তা নিয়েই মগ্ন থাকে। আর এগার ভাই সকলের ছিল একটি মাত্র বোন। তার নাম ছিল সাবা বিনতুল হাযরামী– তালহা ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্‌র মা।

নবী করীম (সা) আলা ইব্‌নুল হাযরামী (রা)-কে বাহরায়নের রাজা আল-মুনযির ইব্‌ন সাওয়া-র সকাশে (দূত রূপে) পাঠিয়েছিলেন। পরে বাহরায়ন বিজিত হলে তাকেই নবী করীম (সা) সেখানকারও আমীর নিযুক্ত করেন। পরে সিদ্দীক (রা) (প্রথম খলীফা) এবং তাঁর পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে ঐ পদে বহাল রাখেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে সেখান হতে সরিয়ে বসরার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করা পর্যন্ত তিনি এ পদেই বহাল ছিলেন। কিন্তু বসরা পৌছার পথে পথিমধ্যেই তিনি আখিরাতের পথে যাত্রা করেন। এ ছিল একুশ হিজরীর ঘটনা।

বায়হাকী (র) প্রমুখ তাঁর অনেক 'কারামত'-এর বিবরণ দিয়েছেন। সে সবের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি– একবার তিনি তার বাহিনী নিয়ে সাগরের (পানির) উপরে চলার গতি অব্যাহত রাখেন। অথচ পানি তার বাহিনীর ঘোড়াগুলোর হাঁটু পর্যন্ত ডোবাল না। কেউ কেউ বলেছেন, ঘোড়াগুলোর পায়ের 'নাল'-এর তলাও ভিজল না। তিনি বাহিনীর সকলকে হুকুম করলে তারা বলতে থাকল– يا حليم يا عظيم (হে সহনশীল! হে মহান ও বিশাল! আল্লাহ্!)। আর একবার তিনি বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাহিনীর পানির প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি দিয়ে দিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর লাশের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য এ বিষয় তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেছিলেন। 'দালাইলুন নুবুওয়াহ্' (নবুয়তের নিদর্শনাবলী) অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হবে– ইনশাআল্লাহ্।

আলা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক. ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)....আলা ইবনুল হাযরামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন- يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا "মুহাজির ব্যক্তি তার হজ্জের কাজ সম্পাদনের পরে (মক্কায়) তিন দিন অবস্থান করবে।" বিশিষ্ট ছয় গ্রন্থকার আলা (রা) সূত্রে এ হাদীসটি আহরণ করেছেন। দুই. আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র)....আলা ইবনুল হাযরামী (রা)-এর পুত্র হতে এ মর্মে যে, তাঁর পিতা নবী করীম (সা)-এর বরাবরে একটি পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি নিজের নাম দিয়ে সূচনা করেছিলেন....। আবূ দাউদ (র) ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিন. আহমদ ও ইব্‌ন মাজা (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ সূত্রে....আলা (রা) হতে এ মর্মে যে, তিনি বাহরায়ন হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট লিখে পাঠালেন– কয়েক ভাইয়ের শরীকানাভুক্ত বাগানের ব্যাপারে যে, তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করলে....? নবী করীম (সা) তাঁকে হুকুম পাঠালেন ইসলাম গ্রহণকারীর নিকট হতে উশর (উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ) নিতে এবং অমুসলিমের অংশে (নির্ধারিত পরিমাণ) খারাজ (রাজস্ব) নিতে।

উনিশ ঃ অন্যতম কাতিব আলা ইব্ন 'উকবা (রা)। হাফিয ইব্ন আসাকির (র) বলেন, তিনিও নবী করীম (সা)-এর অন্যতম কাতিব ছিলেন। তবে আমাদের উল্লিখিত 'খবর' ব্যতীত অন্য কাউকে আমি তাঁর কথা উল্লেখ করতে দেখিনি। তারপর তিনি 'আতীক ইব্ন ইয়াকুব (র)-এর সাথে সংযুক্ত তাঁর সনদে উল্লেখ করেছেন–আবদুল মালিক ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আম্‌র ইব্ন হাযম (র) তাঁর পিতা–তাঁর দাদা (আম্‌র ইব্ন হাযম) সূত্রে বর্ণনা দিয়েছেন– "এ হচ্ছে জাগীর, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্প্রদায়কে বন্দোবস্ত দিয়েছেন এবং তাতে উল্লেখ আছে–

بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذا ما اعطى النبى محمد عباس بن مرداس السلمى اعطاه مدمورا ـ فمن خافه (حاقه) فيها فلا حق له وحقه حق ـ وكتب العلاء بن عقبة وشهد ـ

"রাহমান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে, এ হল (সে দলীল) যা নবী মুহাম্মদ (সা) প্রদান করেছেন 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামী (রা)-কে; তাঁকে 'মাদমূর' (মাযমূর) প্রদান করেছেন। সুতরাং এতে যে তার সাথে প্রতিকূল দাবী-দাওয়া উত্থাপন করবে (সংঘাত করবে) তার এতে কোন অধিকার থাকবে না। বরং তার (আব্বাস-এর) অধিকারই হবে প্রকৃত অধিকার। লিখেছে আলা ইব্ন উকবা এবং সাক্ষী হয়েছে।

তারপর বর্ণনাকারী (ইব্ন আসামির ইব্ন হাযম সূত্রে) বলেছেন–

بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذا ما اعطى محمد رسول الله عوسجة بن حرملة الجهنى من ذى المروة وما بين بلكثة الى الظبية الى الجعلات الى جبل القبلية فمن خافه فلا حق له و حقه حق ـ وكتبه العلاء بن عقبة ـ

রাহ্‌মান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে– এ হল (সে দলীল) যা প্রদান করেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা) আওসাজা ইব্ন হারমালা জুহানীকে; যুল-মারওয়া হতে চৌহদ্দী বালকছছা হতে জাবয়া পর্যন্ত, সেখান থেকে জি'ইল্লাত পর্যন্ত, সেখান থেকে কাবলিয়া পর্বত পর্যন্ত। সুতরাং যে তার সাথে সংঘাত-সংকট করবে তার কোন সঙ্গত অধিকার নেই; তার (আওসাজার) অধিকারই সঙ্গত অধিকার এবং লিখেছে আলা ইব্ন 'উকবা।

ওয়াকিদী (র) তার বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুহায়নার শাখা গোত্র বনূ সায়হ-কেও জাগীর দিয়েছিলেন এবং আলা ইব্ন উকবা (রা) এ সম্পর্কিত তাঁদের দলীল লিখে দিয়েছিলেন এবং সাক্ষী হয়েছিলেন। ইবনুল আছীর (র) তাঁর উসদুল গাবা গ্রন্থে এ মনীষীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আলা ইব্ন উকবা (রা) নবী করীম (সা)-এর তরফে কাতিবের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখ রয়েছে আম্‌র ইব্ন হাযম (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে। এ কথা উল্লেখ করেছেন জা'ফর (র) এবং তা নিজের কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন আবূ মূসা আল-মাদানী (র)।

বিশ ঃ অন্যতম কাতিব সাহাবী মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা ইব্ন জুরায়স (হুরায়শ) ইব্ন খালিদ ইব্ন আদী ইব্ন মাজদা'আ ইব্ন হারিছা ইবনুল হারিছ ইবনুল খাযরাজ (রা) আনসারী হারিছী। কুনিয়াত আবূ আবদিল্লাহ্; মতান্তরে আবূ আবদির রহমান; মতান্তরে আবূ সাঈদ আল-মাদানী; বনূ আবদিল আশহাল-এর মিত্র। মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর হাতে এবং

মতান্তরে সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মদীনা আগমনের পরে তাঁর সঙ্গে আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রা)-এর সঙ্গে ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। বদর ও পরবর্তী অভিযানসমূহে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তাবুক অভিযান কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত (ভারপ্রাপ্ত) করে গিয়েছিলেন। ইব্ন আবদিল বার্র (র) তাঁর 'আল-ইসতী'আব'-এ বলেছেন, তিনি ছিলেন প্রকট বাদামী বর্ণের, দীর্ঘকায়, ঢাক-মাথা (বড় কপাল) বিশাল দেহী। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও 'গৃহযুদ্ধে' নির্জন নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন এবং এ সময় একটি কাঠের তরবারি তৈরী করে রেখেছিলেন।[১]

আপামর বর্ণনাকারীদের প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে তেতাল্লিশ হিজরী সনে মদীনায় তিনি ইনতিকাল করেন। মারওয়ান ইব্ন হাকাম তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। নবী করীম (সা) হতে তিনি অনেকগুলো হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাদাইনী (র)-এর একাধিক সনদে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)-ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে বনূ মুর্রা প্রতিনিধি দলের জন্য একটি সনদপত্র লিখে দিয়েছিলেন।

একুশ ঃ কাতিব তালিকায় বিশিষ্ট নাম মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব ইব্ন উমায়্যা উমাবী (রা)। তাঁর শাসন কালের আলোচনায় তাঁর জীবন চরিত বিবৃত হবে-ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র) তাঁর গ্রন্থে (কাতিব তালিকায়) মু'আবিয়া (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। মুসলিম (র) তাঁর সহীহতে রিওয়ায়াত করেছেন। ইকরিমা ইব্ন আম্মার (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনটি বিষয় আমাকে দিয়ে দিন। নবী করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে; আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আমাকে আমীর ও সেনাপতি নিয়োগ করবেন যাতে আমি কাফিরদের মুকাবিলায় সেভাবে লড়াই করতে পারি যেভাবে লড়াই করতাম মুসলমানদের মুকাবিলায়! নবী করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে (তাই হবে)। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আর মু'আবিয়াকে আপনার দফতরে কাতিব (সচিব) নিয়োগ করবেন! নবী করীম (সা) বললেন, হাঁ (তাই হবে)!....(পূর্ণ হাদীস)।

এ হাদীসটি নিয়ে আমি একটি পৃথক পুস্তিকা তৈরী করেছি। তার পেছনে কারণ হল এ হাদীসে আবূ সুফিয়ান (রা) কর্তৃক (তাঁর কন্যা) উম্মু হাবীবাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বিবাহ দানের দাবীর উল্লেখ। অথচ (বাস্তবতা এর অনুকূল নয়– যেহেতু) এ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বিবরণ হল আবূ সুফিয়ান (রা)-কে সেনাপতি নিয়োগ এবং মু'আবিয়া (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর সমীপে কাতিবের পদ-মর্যাদায় নিয়োগের আবেদন এবং এতটুকুই এ ক্ষেত্রে আলিমগণের সর্বজন সম্মত মত। আর প্রাসঙ্গিক হাদীসটি এরূপ– হাফিয ইব্ন আসাকির (র) তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থের এ ক্ষেত্রে এসে মু'আবিয়া (রা)-এর জীবনী আলোচনায় বলেছেন। আবূ গালিব ইবনুল বান্না....জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া (রা)-কে কাতিব পদে

১. কোন্দলের প্রতি বিতৃষ্ণা ও পূর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। –অনুবাদক

নিয়োগের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরীল (আ)-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। জিবরীল (আ) বললেন, তাকে কাতিব নিয়োগ করতে পারেন। কেননা, সে বিশ্বস্ত। এ বিবরণটি বিরল প্রকৃতির; বরং 'মুনকার' (প্রত্যাখ্যাত)। কেননা অন্যতম রাবী সারী ইব্ন আসিম ও তাঁর উর্ধ্বতন রাবীদের সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

মোটকথা, এ বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয় এবং তা দিয়ে প্রতারিত হওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল হাফিয ইব্ন আসাকির (র)-এর আচরণ। তাঁর অবিস্মরণীয় মাহাত্ম্য ও বিদ্যাবত্তা এবং সমকালীন হাদীস বিশারদবর্গ–বরং তাঁর পূর্বসূরী অনেকের তুলনায়ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার বিশাল পরিধি সত্ত্বেও কিভাবে তিনি তাঁর তারীখ (ইতিহাস) গ্রন্থে এ হাদীসটি এবং এ প্রকৃতির আরো অনেক হাদীস আহরণ করেছেন; অথচ সেগুলোর দুর্বলতার বিবরণ প্রদান জরুরী মনে করেন নি। তাঁর মত বিশিষ্ট মনীষীর এ ধরনের আচরণ সমালোচনাযোগ্য এবং তা সমর্থনযোগ্য নয়।-আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

বাইশ ঃ কাতিব তালিকায় অন্যতম রয়েছেন বিশিষ্ট সাহাবী মুগীরা ইব্ন শু'বা আছ ছাকাফী (রা)। নবী করীম (সা)-এর মাওলা নন তাঁর এমন সাহাবী খাদিমগণের তালিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করে এসেছি। (সেখানে উল্লিখিত হয়েছে যে) তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার নিকটে উন্মুক্ত তরবারি হাতে দণ্ডায়মান অতন্দ্র দেহরক্ষী প্রহরী। ইতোপূর্বে একাধিকবার উল্লিখিত 'আতীক ইব্ন ইয়াকুব (র)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সনদে ইব্ন 'আসাকির (র) রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুসায়ন ইব্ন নাযলা আল-আসাদী (রা)-কে জায়গীর প্রদান করেছিলেন তাঁর দলীলপত্রটি নবী করীম (সা)-এর হুকুমে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-ই লিখে দিয়েছিলেন।

এঁরা হলেন নবী করীম (সা)-এর কাতিব ও সচিববৃন্দ যারা তাঁর দফতরে তাঁর সকাশে তাঁর নির্দেশে বিভিন্ন সনদপত্র ও দলীল-দস্তাবেজ লিখনের কর্তব্য পালন করতেন।

নববী দরবারের 'আমীন' (একান্ত সচিববৃন্দ)

নবী করীম (সা)-এর 'আমীন' (বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগত ও একান্ত সচিব) তালিকায় ইব্ন আসাকির (র) উল্লেখ করেছেন (প্রথমত) আল আশরাতুল মুবাশশারা' (জান্নাতের আগাম সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন)-এর অন্যতম (এক) আবূ 'উবায়দা 'আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ্ কুরায়শী ফিহরী (রা) ও (দুই) আবদুর রহমান ইব্ন আওফ যুহরী (রা)-এর নাম। আবূ উবায়দা (রা) আনাস (রা) থেকে আবূ কিলাবা (র)-এর হাদীস সূত্রে বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح ى-

"প্রতিটি উম্মাহ্র একজন আমীন (বিশ্বাসভাজন) থাকে; এ উম্মাহ্র আমীন হচ্ছেন আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রা)।" অন্য একটি ভাষ্য রয়েছে যে, নাজরান থেকে আগত আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন- لا بعثن فيكم امينا حق امين "অবশ্যই তোমাদের মাঝে পাঠাচ্ছি একজন 'আমীন' (বিশ্বস্ত)-কে; যিনি যথার্থই আমীন।" পরে তাদের সঙ্গে আবূ উবায়দা (রা)-কে নিয়োগ দিয়ে পাঠালেন।

ইব্ন আসাকির (র) বলেন, এ তালিকায় অন্যতম মু'আয়কিব ইব্ন আবূ ফাতিমা আদ দাওসী (রা) 'আবদ শামস গোত্রের 'মাওলা'। তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর আংটি (সীল-মোহর)-এর তত্ত্বাবধায়ক। কেউ কেউ তাঁকে খাদিম তালিকাভুক্ত করেছেন। অন্যদের বর্ণনায় রয়েছে, প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। হাবশাগামী মুহাজির দলের সাথে হিজরত করেন। পরে মদীনায় হিজরত করে আসেন।

বদর ও তার পরের অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সীল মোহরের তত্ত্বধায়ক এবং আবূ বকর ও 'উমর (রা) তাঁকে 'বায়তুল মাল'[১]-এর কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন। বর্ণনাকারীগণ বলেছেন যে, তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আদেশ করলে তাকে মাকাল জাতীয় ফল দিয়ে চিকিৎসা করা হলে রোগ বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি ইনতিকাল করেছিলেন উছমান (রা)-এর খিলাফত যুগে মতান্তরে চল্লিশ হিজরী সালে।-আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন আবী বুকায়র (র).... মু'আয়কীব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সিজদা করার স্থানে মুসল্লীর মাটি (উঁচু-নিচু বা কংকর) সমান করা প্রসঙ্গে- ان كنت لا بد فاعلا فواحدة একান্তই যদি তোমাকে তা করতে হয়, তবে তা একবার (করবে)।

সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের সংকলকদ্বয় হাদীসটি আহরণ করেছেন (উল্লিখিত সনদের) শায়বান নাহবী (র)-এর বরাতে। মুসলিম (র) তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিরিমিযী (র) মন্তব্য করেছেন- হাদীসটি হাসান সহীহ।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, খালাফ ইবনুল ওলীদ (র).... মুআয়কীব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ويل للاعقاب من النار ধ্বংস 'উযুর সময় না ভেজানো) পায়ের গোড়ালীর জন্য।

এ বর্ণনা একাকী ইমাম আহমদ (র)-এর। আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) আবূ আত্তাব সাহল ইব্ন হাম্মাদ দাল্লাল (র)-এর বরাতে মুআয়কীব থেকে বর্ণনা করেন যে, যিনি নবী করীম (সা)-এর সীল মোহরের যিম্মাদার ছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর আংটি (মোহর) ছিল লোহার তৈরী; যার উপরে রূপার আস্তরণ দেয়া হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, অনেক সময় সেটি আমার হাতেও থাকত।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ নবী করীম (সা)-এর সীল মোহর ও আংটির ব্যাপারে প্রামাণ্য তথ্য হল-তা ছিল রূপার তৈরী এবং তার 'মণি' অংশও ছিল রূপার পাতের তৈরী (সহীহ গ্রন্থদ্বয় বরাতে পরবর্তীতে বিষয়টি আলোচিত হবে)। ইতোপূর্বে তিনি (সা) সোনা দিয়ে একটি আংটি তৈরী করেছিলেন এবং তা কিছু সময় ব্যবহার করেছিলেন।

পরে তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন- والله لا ألبسه "আল্লাহ্র কসম! ওটি আমি আর পরব না।" পরে রূপার এ আংটিটি তৈরী করান, যার পাত (মণি)-ও ছিল রূপারই এবং তাতে অংকিত

---

১. রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক। -অনুবাদক

ছিল محمد رسول الله (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্) (তিন লাইনে)।[১] এক লাইনে محمد এক লাইনে رسول এবং অপর লাইনে الله। এ আংটি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হাতে ছিল এবং তাঁর পরে ছিল আবূ বকর (রা)-এর হাতে; তাঁর পরে উমর (রা)-এর হাতে এবং তাঁর পরে 'উছমান (রা)-এর হাতে। তাঁর হাতে ছয় বছর পর্যন্ত থাকার পরে তাঁর নিকট হতে (মতান্তরে তার সচিবের নিকট হতে) 'আরীস' কূপে পড়ে যায়। তিনি তা খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরেও তা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হলেন না।

আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে শুধু খাতাম (আংটি ও সীল মোহর) প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজন করেছেন। তার প্রয়োজনীয় অংশ আমরা একটু পরেই (সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে) উপস্থাপন করব– ইনশাআল্লাহ্, আল্লাহ্ সহায়।

তবে মু'আয়কীব (রা) কর্তৃক এ আংটি হাতে পরার বিষয়টি তাঁর কুষ্ঠ আক্রান্ত হওয়ার বর্ণনাটি দুর্বলতা নির্দেশ করে। যেমন-ইব্ন আবদুল বার্‌র (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্ণনাটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে। অতএব, সম্ভবত তা হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পরে। কিংবা আগে থেকেই তা ছিল, তবে তা সংক্রমিত হচ্ছিল না। কিংবা তা ছিল আল্লাহ্র প্রতি নবী করীম (সা)-এর অবিচল তাওয়াক্কুল ও একনিষ্ঠ ভরসার কারণে তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য (যে, এ সংক্রামক ব্যধি তাঁর সংক্রমিত হচ্ছিল না)। যেমন তিনি সে কুষ্ঠ রোগীকে–যে তার হাত খাবার পাত্রে প্রবিষ্ট করেছিল তাকে বলেছিলেন– كل ثقة بالله و توكلا عليه **"খাও, আল্লাহ্র নির্ভর করে এবং তাঁর উপরে ভরসা করে।"** এ রিওয়ায়াত আবূ দাউদ (র)-এর। পক্ষান্তরে, সহীহ মুসলিম শরীফে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, فر من المجذوم فرارك من الاسد "কুষ্ঠ রোগী হতে পলায়ন কর সিংহ হতে তোমার পলায়নের মত।"-আল্লাহ্ই সমধিক অবগত।

নবী করীম (সা)-এর নিযুক্ত আমীর ও সেনাপতিবৃন্দ

বিভিন্ন অভিযানের বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সে সবের জন্য নবী করীম (সা)-এর নিযুক্ত সেনাপতি ও আমীরগণের নাম-ধামসহ স্পষ্ট বিবরণ আমরা দিয়ে এসেছি।-**আল্লাহ্রই জন্য** হাম্দ এবং তাঁরই অনুকম্পা।

সর্বমোট সাহাবী সংখ্যা এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবী সাহাবীগণের সংখ্যা

সাহাবীদের (রা) সর্বমোট সংখ্যা নির্ণয়ে মনীষীদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আবূ যুরআ (র) হতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছবে। শাফিঈ (র) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের সময় তাঁর বাণী শুনেছেন এবং তাঁকে দেখেছেন এমন মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার।

---

১. উপরে নীচে তিন লাইন এভাবে– ১. الله
২. رسول
৩. محمد

হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেছেন, নবী করীম (সা) হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, এমন সাহাবীদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ ইমাম আহমদ (র) তাঁর রিওয়ায়াতের আধিক্য হাদীসে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্ব ও অবগতির বিশাল পরিধি, হাদীস আহরণে তাঁর দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ এবং হাদসি শাস্ত্রে তাঁর ইমামের আসনে আসীন হওয়া সত্ত্বেও যে সকল সাহাবীর হাদীস তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁদের সংখ্যা নয়শত সাতাশি জন (ছয় বিশুদ্ধ গ্রন্থে সিহাহ সিত্তায়-এ সংখ্যার সাথে যোগ করা যাবে আরো তিনশত জন)।

হাফিযুল হাদীসগণের একটি জামা'আত এ সকল সাহাবীর নাম পরিচয় ও তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত ও জন্ম-মৃত্যু সংরক্ষণের প্রয়াসে যত্নবান হয়েছেন। এঁদের মাঝে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য মনীষী শায়খ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার আন নামিরী (র) (তাঁর বিশ্ব বিশ্রুত গন্থ আল-ইসতী'আব-এ) এবং আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মানদা ও আবূ মূসা আল-মাদানী (র)।

পরবর্তীতে পূর্বসূরীদের এ সব সংগ্রহকে সুবিন্যস্ত সংকলিত করেছেন হাফিয ইয্যুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল করীম আল-জাযারী (র) যিনি ইবনুস সাহাবিয়্যা (সাহাবিয়া পুত্র) নামে সমধিক পরিচিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ উসদুল গাবা প্রণয়ন করেছেন এবং তা তিনি স্বার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন।

আল্লাহ্ তাঁকে এ জন্যে যথাযোগ্য পুরস্কার ও বিনিময় দান করুন এবং সাহাবীগণের সঙ্গে তাঁর হাশর করুন। আমীন!!

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৪-২০০৫/অংসঃ/৪৪১১-৩২৫০

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের আরো কিছু কিতাব

সীরাতুল মুস্তাফা-১ম খণ্ড
মূলঃ আল্লামা ইদরীস কান্দলবী; অনুবাদঃ কালাম আযাদ পৃষ্ঠা-৪৩২

আল্লাহ্‌র তলোয়ার
মূলঃ মেজর জেনারেল এ. আই. আকরাম; অনুবাদঃ লেঃ কর্নেল আব্দুল বাতেন পৃষ্ঠাঃ-৩৮৮

মুসলিম লিপিকলা
মূলঃ এম, জিয়াউদ্দিন; অনুবাদঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান পৃষ্ঠা-৯৬

ইসলামে ইজমা দর্শন
মূলঃ আহমদ হাসান অনুবাদঃ নূরুল আমীন জওহার পৃষ্ঠা-৩৫২

ইতিহাস

উপমহাদেশে আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য-১ম
মূলঃ মাওঃ মুহাম্মদ মিঞা সাহেব অনুবাদঃ মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান পৃষ্ঠা-৬০৮

মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত
মূলঃ গোলাম রসূল মেহের ; অনুবাদঃ আব্দুল মান্নান পৃষ্ঠা-৯৯২

মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত
মূলঃ গোলাম রসূল মেহের; অনুবাদঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান; পৃষ্ঠা-৮০০

ফুতুহুল বুলদান
মূলঃ আল্লামা বালাযুরী; অনুবাদঃ মাওঃ আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম পৃষ্ঠা-৫১২

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১-৩ খণ্ড
মূলঃ আল্লামা ইবনে কাছির (র); অনুবাদঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত

খিলাফতে রাশেদা
মূলঃ আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী; অনুবাদঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী পৃষ্ঠা-১৬০

ইসলামের ইতিহাস ১-৩ খণ্ড
মূলঃ আকবর শাহ্ নাজিবাবাদী; অনুবাদঃ সম্পাদনা পরিষদ পৃষ্ঠা- ১-৫৪৪, ২-৫৮৩, ৩-৫৮৮

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত

পঞ্চম খণ্ড

আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (র)

মিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ